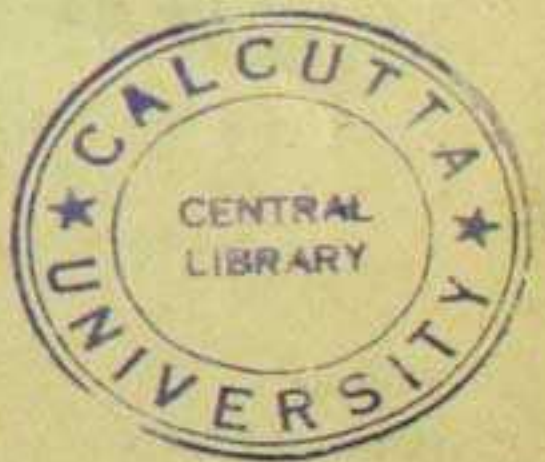




বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম. এ., তত্ত্বরত্নাকর
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ, গোহাটি
এবং বাংলা বিভাগীয় প্রধান, গোহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
লিখিত ও সম্পাদিত



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৮৪ ইং



ভারতবর্ষে মুদ্রিত । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রেসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীশচীন্দ্রনাথ ঘোষ
কর্তৃক ৪৮ হাজারা রোড, কলিকাতা-১২ হইতে
বাংলা প্রকাশন সমিতি
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর পক্ষে প্রকাশিত

B

891.4412

B4697

C2

© কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

BCU

3061(1)

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৪ ইং

403 349 ✓

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :

শ্রী অমলেন্দু শিকদার

১৩/১, মণীন্দ্র মিত্র রো

কলিকাতা-৭০০০০২

৩১-৪৬২১

মাতৃভাষা বাংলার জন্য
তথাকথিত পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা সহরের
জব্বার, বরকত, রফিকউদ্দীন, শফিক ও সালাম

এবং

ভারতরাত্ত্রের আসাম প্রদেশের অন্তর্গত শিলচর সহরের
কানাইলাল নিয়োগী, কুমুদ দাস, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, তরুণীদেব নাথ,
বীরেন্দ্র সূত্রধর, শচীন পাল, সত্যেন্দ্র দেব, সুকোমল পুরকায়স্থ,
সুনীল সরকার, হীতেশ বিশ্বাস

প্রমুখ দশজন তরুণ ও কমলা ভট্টাচার্য নায়ী যে তরুণী
শহীদ হইয়াছিলেন
তাহাদের

এবং

গত তিন বৎসরে 'মাতৃভাষা বাংলা' প্রধানতঃ এই অপরাধে
গোহাটীর তরুণ চিকিৎসক ডাক্তার অঞ্জন চক্রবর্তী এম. বি. বি. এস;
ছলিয়াজান তৈল শোধনাগারের বিখ্যাত ভূতাত্ত্বিক রবি মিত্র প্রমুখ
জাতিবর্ণ, নারী পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে যাহারা
নিগৃহীত, লাঞ্ছিত ও মৃত তাহাদের পবিত্র স্মৃতির
উদ্দেশে এক বৃদ্ধ বঙ্গভাষানুরাগীর

অশ্রু-তর্পণ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
বর্তমান সকলন মুদ্রণের প্রাক-কথন	(১)—(১৫)
সাংকেতিক চিহ্ন নির্দেশ	(১৬)
পদমঞ্জুসা	১—৩৫১
সংযোজন	৩৫২—৩৬০
পরিশিষ্ট 'ক'—বর্ণাহুক্রমিক পদকর্তা ও পদের প্রথম পঙক্তি সূচী	৩৬১—৩৭০
পরিশিষ্ট 'খ'—বর্ণাহুক্রমিক পদসমূহের প্রথম পঙক্তি সূচী	৩৭১—৪২২
পরিশিষ্ট 'গ'—কবি পরিচিতি	৪২৩—৪৪৮
পরিশিষ্ট 'ঘ'—[১] গ্রন্থ সূচী	৪৪৯—৪৬৩
[২] প্রবন্ধ সূচী	৪৬৩—৪৬৭
সংযোজন [২]	৪৬৮—৪৭২
বর্ণাহুক্রমিক পদকর্তা ও পদের প্রথম পঙক্তি সূচী (সংযোজন ২)	৪৭২—৪৭৪
বর্ণাহুক্রমিক পদসমূহের প্রথম পঙক্তি সূচী (সংযোজন ২)	৪৭৫—৪৭৭
বর্ণাহুক্রমিক পদের বিষয় সূচী	৪৭৮—৫০২
বর্ণাহুক্রমিক রাগ-রাগিনী সূচী	৫০২—৫০৫

বর্তমান সঙ্কলন যুদ্ধের প্রাক-কথন

১৯৪৩ ইং এই জুলাই আমি শ্রীহট্ট ম্যুরিটান কলেজ হইতে গোহাটি কটন কলেজের বাংলা বিভাগে যোগ দেই। সেই সময়ের কটন কলেজের ইংরাজী বিভাগে অধ্যাপকমণ্ডলীর পুরোভাগে ছিলেন দুই অসমীয়া পণ্ডিত ডক্টর স্বর্ষকুমারভূঞা ও ডক্টর বাণীকান্ত কাকতী। এই প্রবীণ পণ্ডিতদ্বয়ের স্নেহ আমি লাভ করিয়াছিলাম। কটন কলেজ লাইব্রেরীটি নানা বিষয়ক গ্রন্থে সমৃদ্ধ ছিল। ক্রাশের পর অধিকাংশ সময় আমি ঐ লাইব্রেরীতে অতিবাহিত করিতাম। এই লাইব্রেরীতে ডক্টর বাণীকান্ত কাকতী, ডক্টর মথুরানাথ গোস্বামী প্রমুখ কয়েকজনের সঙ্গে প্রায় প্রত্যাহ দেখা হইত। সম্ভবতঃ ১৯৪৪ ইং একদিন এই লাইব্রেরীতে ডক্টর কাকতী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইলে তিনি আমাকে জানানাইলেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে “আখতার বাহু স্মরণার্থী স্বর্ণ পদকে”র জন্য প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করিয়া প্রবন্ধের বিষয় ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রবন্ধের অন্ততম বিষয় ছিল “Vaishnavite Muslim Poets of Bengal” ডক্টর কাকতী Statesman-এর নিয়মিত পাঠক। এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া তিনি আমাকে এই প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহিত করেন। আমার বয়ঃকোষ্ঠ, জ্ঞানবৃদ্ধ এই সতীর্থের নির্দেশ পালন করিব মনে মনে স্থির করিয়া লই। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে কয়েকখানি বৈষ্ণব কবিতার সঙ্কলন গ্রন্থ ছিল। আমি নূতন করিয়া বৈষ্ণব পদসংগ্রহগ্রন্থসমূহ পাঠ করিতে শুরু করি এবং মুসলমান কবির পদসমূহ পৃথক কাগজে লিখিয়া লইতে আরম্ভ করি। শ্রীহট্ট মহরের বিভিন্ন প্রেসে মুদ্রিত যে সকল মুসলমান কবি রচিত পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কয়েকখানি আমার পুঁবেই ক্রয় করা ছিল। এইবার এই সকল পুস্তক বহুসংখ্যক পাঠ করিতে আরম্ভ করি। “এইসকল গ্রন্থে যে সকল পদে / গানে বৈষ্ণব-প্রসঙ্গ ছিল তাহাও পৃথক পৃথক কাগজে নকল করিয়া লই। কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় শ’ খানেক মুসলমান কবির পদ সংগৃহীত হইল। ভূমিকা রচনার কাজও খানিকটা অগ্রসর হইল। এমন সময় মনে হইল গোহাটীর মত জায়গায় বসিয়া এই নিবন্ধ ছাপিয়া দাখিল করার

প্রশ্নই উঠে না, টাইপ করাইয়া দাখিল করাও অসম্ভব। কারণ তখনও গোহাটিতে বাংলা টাইপ রাইটিং মেসিন আসে নাই। নিবন্ধ তিন কপি ছাপিয়া বা টাইপ করিয়া দাখিল করিতে হয়। ইতঃপূর্বে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালে টাইপ করিয়া গ্রিফিথ মেমোরিয়েল পুরস্কারের জন্য নিবন্ধ দাখিল করিয়াছিলাম। এইবার অঙ্কের ডক্টর শ্রীমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে একখানি পত্র লিখিলাম। তাহাতে আখতার বাহু স্বরওয়ার্দি স্বর্ণপদক প্রতিযোগিতার জন্য নিবন্ধ দাখিল করিতে আমার আগ্রহের কথা এবং তিন কপি নিবন্ধ হাতে লিখিয়া দাখিল করার অসুবিধা পাইলেই আমার পক্ষে তাহা দাখিল করা সম্ভব, অন্ত্যায় নহে, জানাইলাম। আমার পত্রলেখার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের এক পত্র পাইলাম, তাহাতে আমাকে আখতার বাহু স্বর্ণপদক প্রতিযোগিতার নিবন্ধ হাতে লিখিয়া দাখিল করার বিশেষ অসুবিধা দেওয়া হইয়াছিল।

ইতোমধ্যে মুসলমান কবি রচিত বৈষ্ণব ভাবাপন্ন কয়েকশত পদ সংগৃহীত হইয়াছে। হাতে লিখিয়া তিন প্রস্ত পদ জমা দেওয়া আমার পক্ষে সাধ্যাতীত মনে হইল। তখন স্থির করিলাম প্রত্যেক কবির মাত্র একটি করিয়া পদ লইয়া আলোচনা করিব। সেইমত নিবন্ধের পদসংগ্রহ অংশে একশত দুইজন কবির একটি করিয়া পদ গৃহীত হইল। এখন এই পদসংগ্রহ অংশের তিন প্রস্ত প্রস্ত করার জন্য ৩০৬টি (প্রতি প্রস্তে ১০২টি) পদ নকল করা প্রয়োজন। তখনও ভূমিকা লেখা চলিতেছে, ভূমিকার জন্য নানা বই ও পত্র-পত্রিকা পড়িতে হইতেছে। এরূপ অবস্থায় ৩০৬টি গান নকল করা আমার পক্ষে অসম্ভব মনে হইল। সেই সময় কটন কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে আমাকে প্রায় বৎসর খানেক হেডিক গার্লস কলেজের বাংলা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে হয়। আমার হেডিক কলেজে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কলেজে বাংলা Second Language প্রথম খোলা হইয়াছিল। তখন ছাত্রদের Home Task দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। আমি কটন কলেজ ও গার্লস কলেজের বাংলার ছাত্রছাত্রীদের প্রবন্ধ লিখিতে নির্দেশ দেই। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ৫০ / ৫৫ জন ছাত্রছাত্রীর লিখিত প্রবন্ধ আমার হস্তগত হয়। আমি প্রবন্ধ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে যাহাদের হাতের লেখা স্পষ্ট ও অনার্যাসপাঠ্য তেমন ২০ / ২৫ জনকে নির্বাচন করিয়া লই এবং এক এক জনের নিকট কয়েকটি করিয়া গান দিয়া তাহার তিন প্রস্ত নকল করিয়া দিতে অনুরোধ করি। আমার ছাত্র-

ছাত্রীরা অনেকে সানন্দে আমার এই অসুযোগ রক্ষা করিয়াছিল। অসুযোগভাবে ভূমিকা ও পরিশিষ্ট অংশ বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর দ্বারা নকল করাইয়া যথাসময়ে আমার নিবন্ধ দাখিল করিয়াছিল। এই ভূমিকা লিখিতে বসিয়া আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের কথা বারবার মনে হইতেছে। বাহাদের সাহায্য না পাইলে আমার পক্ষে হাতে লিখিয়া তিন প্রস্ত থিসিস দাখিল করা সম্ভব হইত না।

আমার এই নিবন্ধের তিনজন পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন—১। ডক্টর মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ২। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার (পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়) ৩। অধ্যাপক রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। এই তিন পরীক্ষক পৃথক তিনখানি Report দিয়াছিলেন। প্রত্যেকেই ইহা স্বর্ণপদক লাভের উপযুক্ত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

১৯১৯ ইং ডক্টর আবদুল আলমামুন হুসাইন ও ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হইয়াছিলেন) যুগ্মভাবে এই পদক প্রাপ্তির প্রায় ২৫ বৎসর পরে দ্বিতীয়বারের জন্ত এই পদক এককভাবে আমাকে দেওয়া হইয়াছিল।

আমি শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ইহার স্থাপনাকাল হইতে সংযুক্ত ছিলাম। আমার এই নিবন্ধ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থরূপে চিহ্নিত করিতে শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃপক্ষ স্বীকৃত হন। ইহার প্রকাশন ও মুদ্রণের দায়িত্ব কলিকাতার এক পুস্তক প্রকাশ সংস্থা গ্রহণ করেন। পুস্তক মুদ্রণ শেষ হইল, ভূমিকা মুদ্রণও প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় একদিন ডক্টর বাণীকান্ত কাকতী এই বই কাহার নামে উৎসর্গ করিব জিজ্ঞাসা করেন। এই প্রশ্ন আমার মনেও ছই একবার জাগিয়াছিল, কিন্তু কাহার নামে উৎসর্গ করা যাইতে পারে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। ইহা মোটামুটি স্থির ছিল যে এই বই হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ে বিশ্বাসী কোন মুসলমান মনোবীর নামেই উৎসর্গ করিব। কারণ এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার প্রবর্তক মুসলমান। প্রবন্ধের বিষয়বস্তুও এক বিশেষ শ্রেণীর মুসলমান কবি। সেই জন্ত এই গ্রন্থ কোন মুসলমান জ্ঞানীশ্রী নামেই উৎসর্গ করার কথা মনে হইয়াছিল। ডক্টর কাকতীর প্রাণে এই মানুষ নির্বাচনই আমার নিকট তখন প্রধান প্রশ্ন হইয়া উঠিল। ভারত রাষ্ট্রের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মোলানা আবুল কালাম আজাদের কথা আমি জানিতাম। ইনি একসময়ে কলিকাতায়ও

ছিলেন। বাংলা খানিকটা বুঝেন, কিন্তু পড়িতে বা লিখিতে জানেন কিনা
 আমার জানা ছিল না। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী
 সহকারী গবেষক রূপে যুক্ত থাকাকালে হুমায়ুন কবির সাহেব এই বিশ্ববিদ্যালয়ের
 ফিলোসফি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁহাকে জানিতাম, তিনি তখন
 দিল্লীতে ছিলেন। আমি হুমায়ুন কবির সাহেবকে একখানি পত্র লিখি এবং
 আমার মুদ্রিত গ্রন্থখানি মোলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের নামে
 উৎসর্গ করিতে আগ্রহী, ইহা জানাই। সেই সঙ্গে ইহাও জানাই, আমার গ্রন্থ-
 খানি তাঁহার নামে উৎসর্গ করার পূর্বে তাঁহার অনুমতি প্রয়োজন। আমার
 নিবন্ধে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি সম্বন্ধের দিকটাই নির্দেশিত হইয়াছে। মোলানা
 সাহেব এই মতবাদে বিশ্বাসী মনে করিয়াই তাঁহার নামে ইহা উৎসর্গ করিতে
 আমি আগ্রহী। হুমায়ুন কবির সাহেব আমার নিবন্ধ পাঠ করিতে চাহিলে
 আমার গ্রন্থের মুদ্রিত ফাইল কপি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে পারি,
 জানাইয়াছিলাম। আমার পত্রপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হুমায়ুন কবির সাহেব তাঁহার
 এক পত্রে আমাকে জানান যে মোলানা সাহেব তাঁহার নামে বই উৎসর্গ
 করিতে অনুমতি দিতে উৎসাহ বোধ করিবেন না। হুমায়ুন কবির সাহেব
 আমাকে আরও জানান যে অনুমতি ব্যতীত এই বই উৎসর্গ করিতে পারি।
 এই পত্র-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার হুমায়ুন কবির সাহেবকে পত্র দেই।
 তাহাতে তাঁহাকে জানাই যে বিনা অনুমতিতে আমার বই আজাদ সাহেবের
 নামে উৎসর্গ করিব না, হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি বিশ্বাসী এই মনে
 করিয়াই স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের প্রথম শিক্ষামন্ত্রীর নামে এই বই উৎসর্গ করিতে
 আমি আগ্রহী। তাঁহার অনুমতি না পাইলে ইহা উৎসর্গপত্র ব্যতীতই
 প্রকাশিত হইবে। আমার এই পত্র লেখার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে ভারত-
 রাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রকের একখানি পত্র আমার নামে আসে। তাহা পাঠে
 জানিলাম যে মোলানা সাহেব আমার নিবন্ধের বিষয়বস্তুর প্রশংসা করিয়াছেন
 এবং তাঁহার নামে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করার অনুমতি দিয়াছেন। এই অনুমতি
 প্রাপ্তির মাসেকের মধ্যেই ১৯৪৯ ইং ইহা প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ১০২ জন
 কবির, প্রত্যেকের একটি করিয়া পদ গৃহীত হইয়াছিল। ঐহট্ট সাহিত্য পরিষৎ
 গ্রন্থমালা রূপে প্রকাশিত এই গ্রন্থখানি একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য মনোনীত
 হইয়াছিল। ইতোমধ্যে দেশভাগ হইয়াছে, পূর্ববাংলা পশ্চিমবাংলা দুই পৃথক
 রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রামতনু লাহিড়ী সহকারী গবেষকরূপে আমার

সতীর্থ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক। একদিন আমাকে বলিলেন আমার এই বই-এর এক নূতন সংস্করণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিতে চান। আমার অহুমতি নাকি প্রয়োজন। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তো অশরের প্রকাশিত বই ছাপেন না। এক্ষেত্রে ঐহট্ট সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত বই কি ভাবে ছাপিবেন? তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন এই অলিখিত আইন ভঙ্গ করিয়াই তাঁহারা ছাপিবেন। আমি সানন্দে এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের অহুমতি দিলাম। ইতোমধ্যে বিশ্বভারতী পত্রিকায় মূলতঃ আমার গ্রন্থ অবলম্বনে “বাঙলার মুসলমান বৈষ্ণব কবি” শীর্ষক ডক্টর দাশগুপ্ত রচিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমি ঐ প্রবন্ধটি আমার গ্রন্থের পরিশিষ্ট রূপে ছাপিতে চাহিলাম। তিনি অহুমতি দিয়াছিলেন। ১৯৬২ ইং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমার গ্রন্থের পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহাতে ১৯৪৯ ইং মুদ্রিত প্রথম সংস্করণে নাই তেমন ২৩ জন কবির একটি করিয়া পদ যুক্ত হইয়াছিল।

১৯৪১ ইং যখন আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের “রামতনু লাহিড়ী গবেষক” এবং Assistant Lecturer পদে নিযুক্ত, সেই সময় আসামের তদানীন্তন D. P. I. সতীশচন্দ্র রায় M. A. (লণ্ডন), I. E. S. মহাশয় আমাকে ঐহট্ট মুরারিচাঁপ কলেজে লইয়া যান। ১৯৪৩ ইং আমি গোহাটি কটন কলেজে বদলি হই। ১৯৬০ ইং কটন কলেজ হইতে অবসর লইয়া ঐ একই দিনে গোহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের “রীডার” এবং বাংলা বিভাগের প্রধানরূপে যোগ দিয়াছিলাম। গোহাটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর লইয়া ১৯৭১ ইং আমার কলিকাতা ত্যাগের ঠিক ৩০ বৎসর পরে আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক নিয়োগ প্রকল্পে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হই। কলিকাতায় ফিরিয়া স্থায়িতাবে কলিকাতা বাসের ব্যবস্থা করি। ইতোমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর ঐযুক্ত অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার সংকলিত “বাঙলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা” গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখাই এবং এই গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য অহুরোধ জানাই। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় এই গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা হইল। উজ্জ্বল তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত রীতি

এই গ্রন্থে মোট ১৬২ জন মুসলমান কবির মোট ২৪০টি গান আছে। কবির নামের অকারাদি বর্ণানুক্রমিক গানগুলি পর পর বিস্তৃত হইয়াছে। একই কবির একাধিক গানের ক্ষেত্রে গানসমূহ, গানের প্রথম পংক্তির আদি অক্ষরের বর্ণানুক্রমিক ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রতি গান বা পদের নিয়ে সেই গান কোন্ মুদ্রিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ বা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত তাহার উল্লেখ আছে। গান সমূহ কোন রাগ রাগিণীতে গেয়, তাহা আকর মুদ্রিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ বা পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত হইয়াছে। গানগুলির শ্রেণীবিভাগ অর্থাৎ বংশী, বিরহ, দেহতত্ত্ব, বাউল ইত্যাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই গ্রন্থসম্পাদক কর্তৃক নির্দেশিত।

এই গ্রন্থের পদসঙ্কলন অংশে তিন রকমের টাইপ ব্যবহৃত হইয়াছে। অকারাদি বর্ণানুক্রমিক কবিনামসমূহ “স্মল বোল্ড” অক্ষরে; পদসমূহ এবং তাহারা কোন শ্রেণীর তাহা “স্মল পাইকা” অক্ষরে; রাগরাগিণী, পদের আকর নির্দেশক গ্রন্থনাম সংকেত, পদসংখ্যা, পৃষ্ঠা সংখ্যা, পত্রিকার নাম সংকেত, বৎসর, মাস, পৃষ্ঠাসংখ্যা ইত্যাদি “বর্জাইস” অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের পদসঙ্কলন অংশ পৃ. ১-৩৫১।

সংযোজন [পৃ. ৩৫২-৩৬০] এই গ্রন্থ মুদ্রাণারম্ভের পর কয়েকজন কবির নূতন কয়েকটি পদ সংগৃহীত হওয়ার ফলে এবং দুইজন নূতন কবির পদ সংগৃহীত হওয়া হেতু সংযোজন শীর্ষক অংশে ২২টি নূতন পদ গৃহীত হইয়াছে। দুই নূতন কবিনামের ক্ষেত্রে বর্ণানুক্রম রক্ষা করিতে গিয়া, নিম্নলিখিত দুইটি নূতন সংখ্যা নির্দেশ করা হইয়াছে। যথা—৮[ক] আবদুল করিম, ৬৪[ক] ছবিন শা।

সমগ্র গ্রন্থে কয়েকটি পরিশিষ্ট সংযুক্ত হইয়াছে; যথা—

পরিশিষ্ট ‘ক’ [পৃ. ৩৬১-৩৬০]—‘বর্ণানুক্রমিক পদকর্তা ও পদের প্রথম পংক্তি স্থচী’। এই অংশটি নিম্নলিখিত পাঁচটি স্তম্ভে বিভক্ত—১. সংখ্যা (বর্ণানুক্রমিক কবি-নাম সংখ্যা), ২. কবিরনাম, ৩. পদসংখ্যা, ৪. পদের প্রথম পংক্তি, ৫. পৃষ্ঠা।

পরিশিষ্ট ‘খ’ [পৃ. ৩৬১-৪২২]—‘বর্ণানুক্রমিক পদসমূহের প্রথম পংক্তি স্থচী’ ইহাতে সকল পদের প্রথম পংক্তির আশ্রয় অক্ষর অনুসারে বর্ণানুক্রমিক বিভক্ত হইয়াছে। এই অংশটি নিম্নোক্ত পাঁচ স্তম্ভে বিভক্ত—১. পদের প্রথম পংক্তি, ২. কবিরনাম, ৩. কবির ক্রমিক সংখ্যা, ৪. পদ সংখ্যা, ৫. পৃষ্ঠা।

পরিশিষ্টে 'গ' [পৃ. ৪২৩-৪৪৮] 'কবি পরিচিতি'—এই অংশে কবি নামের বর্ণানুক্রমিক কবির মোট পদ সংখ্যা, কোন্ আকার গ্রন্থ, প্রবন্ধ বা পাণ্ডুলিপি হইতে তাহা গৃহীত হইয়াছে তাহার নির্দেশ আছে। এই অংশে কোন কোন ক্ষেত্রে কবির পদ হইতে তাহার ব্যক্তিগত পরিচয় উদ্ধৃত হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবি কোন অঞ্চলের তাহার উল্লেখ আছে।

পরিশিষ্টে 'ঘ' [পৃ. ৪৪৯-৪৬৭]—ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, ১. গ্রন্থসূচী, ২. প্রবন্ধ-সূচী। গ্রন্থসূচী [৪৪৯-৪৬৩] ভাগে যে যে গ্রন্থ হইতে রাধাকৃষ্ণলীলা প্রদত্ত যুক্ত পদ গৃহীত হইয়াছে তাহা গ্রন্থনামের বর্ণানুক্রমিক প্রদত্ত হইয়াছে। এই অংশে মোট ৭৪ খানি গ্রন্থ-মধ্যে ৭১ খানি মুদ্রিত গ্রন্থের এবং তিনখানি পাণ্ডুলিপির উল্লেখ আছে। এই অংশে মুদ্রিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব গ্রন্থনাম, গ্রন্থকার নাম, প্রকাশক, প্রকাশকাল, মূল্য, পত্রসংখ্যা, আকার ইত্যাদি দেওয়া আছে। কোন্ গ্রন্থ হইতে কতটি পদ এই সকলনে গৃহীত তাহারও উল্লেখ আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মুদ্রিত গ্রন্থের আখ্যাপত্র যথাযথ উদ্ধৃত হইয়াছে। আখ্যাপত্র উদ্ধৃত করিতে গিয়া আখ্যাপত্রের বিভিন্ন পংক্তির মধ্যে—"/"—চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

প্রবন্ধসূচী [পৃ. ৪৬৩-৪৬৭]—অংশে বর্ণানুক্রমিক পত্রিকার নাম, মুদ্রণ বৎসর, মাস, পৃষ্ঠা, প্রবন্ধ নাম, প্রবন্ধ লেখকের নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ২৮ খানি বাংলা পত্রিকায়, কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। কোন্ প্রবন্ধ হইতে কয়টি গান গৃহীত তাহারও উল্লেখ আছে।

সংযোজন [২] [পৃ. ৪৬৮-৪৯২]—অংশে মোট ৪ জন কবির ৬১টি পদ গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে নূতন কবি ২ জন। কবিনামের বর্ণানুক্রমের অমুরোধে এই দুই কবিনামের ক্রমিক সংখ্যা ৪০[ক] কিম্বত, ১২৬[ক] রেহামুদ্দিন (রেণু)।

সংযোজন [২] বর্ণানুক্রমিক পদকর্তা ও পদের প্রথম পঙক্তিসূচী [পৃ. ৪৯২-৪৯৪]।

সংযোজন [২] বর্ণানুক্রমিক পদসমূহের প্রথম পঙক্তিসূচী [পৃ. ৪৯৫-৪৯৭]।

বর্ণানুক্রমিক পদের বিষয় সূচী [পৃ. ৪৯৮-৫০২]

বর্ণানুক্রমিক রাগ-রাগিনী সূচী [পৃ. ৫০২-৫০৫]

মুসলমান বৈষ্ণব কবি রচিত গানে অতি স্বাভাবিকভাবেই বহু আরবী,

কাসী ও উর্দু শব্দ আছে। আমার সংকলিত ও সম্পাদিত “বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি” (১৯৪৯ ইং) গ্রন্থে ১০২ জন মুসলমান কবির প্রত্যেকের একটি করিয়া গান, অর্থাৎ মোট ১০২টি গান মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্ট ‘গ’ অংশে “তুর্কুহ শব্দশূচী” মুদ্রিত হইয়াছিল। বর্তমান সংকলনের শেষেও “তুর্কুহ শব্দশূচী” দিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না। প্রস্তাবিত দ্বিতীয় খণ্ডে তুর্কুহ শব্দ ও তাহার অর্থ দিবার আগ্রহ রহিল।

বর্তমান পদসংকলনে ১৫৮ জন কবির পদ মুদ্রণের পর নূতন ৪ জন কবির পদ সংগৃহীত হয়। বর্ণানুক্রমিক কবির নামের অন্ত এক একটি পৃথক ক্রমিক সংখ্যা নির্দেশ করা হইয়াছে। ফলে নূতন ৪টি নামের অন্ত ৪টি নূতন সংখ্যা নির্দেশ করিতে হইল। বর্ণানুক্রমের অধরোধে এই ৪টি কবির নামের অন্ত নিম্নলিখিত ৪টি সংখ্যা নির্দেশ করিতে হইয়াছে। যথা—৮[ক] আবদুল করিম, ৪০[ক] কিসমত, ৬৪[ক] ছব্বিন শা, ১২৬ [ক] রেহানুদ্দিন (রেণু)।

এই সংকলনে যথাসম্ভব মৃত কবিদের গানই সংকলিত হইয়াছে। জীবিত কবির গান গৃহীত হয় নাই। এই গ্রন্থ মুদ্রণারন্তর পর এই যুগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার কবি নজরুল ইসলামের মৃত্যু হয়। নজরুল রচিত বহু গান বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। এই গানের সংকলন বর্তমান গ্রন্থে দেওয়া হইল না। নজরুলের এই শতাব্দিক গানের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত রহিল। আমার পক্ষে এই গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব হইবে কি না জানি না। কোন তরুণ গবেষক আমার এই অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করিবেন, এই একান্ত কামনা। অসাধারণ প্রতিভাধর কবি নজরুলের সঙ্গে এই গ্রন্থ সম্পাদকের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। সে অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বের কথা। আমি একদিন কবি নজরুলের বাড়ী গিয়াছিলাম। তাহার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়াই লক্ষ্য করিলাম ঐ প্রকোষ্ঠে মা কালীর একখানি ফটো ঝোলানো রহিয়াছে। নজরুল রচিত বহু কালীসঙ্গীত রহিয়াছে। “মুঠো মুঠো রাঙ্গা জবা কে দিল তোর পায়” গানটি কবির হৃদয় দিলীপকুমার রায় গাহিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ের এ যুগের শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা কবি নজরুল।

“বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি” গ্রন্থে আমি সংক্ষেপে বাংলা ভাষাভাষী একেশ্বরবাদী মুসলমানরা কেন রাধাকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ-যুক্ত কবিতা রচনা করিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন তাহা বিবৃত করিয়াছি। মুসলমান কবি

রচিত বৈষ্ণব ভাবাপন্ন কবিতাসমূহকে নিম্নোক্ত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগ সম্পর্কে দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করিয়াছি।

- ১। একান্ত (বা বিশুদ্ধ) বৈষ্ণব কবিতা।
- ২। রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত, দেহতত্ত্ব মূলক, জীবাত্মা ও পরমাশ্রয় প্রসঙ্গবৃত্ত কবিতা।
- ৩। রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত অনাদি অনন্ত ভগবদ্নির্দেশক কবিতা।
- ৪। লৌকিক প্রেম-প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত কবিতা।
- ৫। বিবিধ।

এই ৫ শ্রেণী ব্যতীত অপর এক শ্রেণীর উল্লেখ করিতে হয়। এই শ্রেণীর কবিতায় রাধাকৃষ্ণের, তাহাদের সখা, সখী, স্থান ও পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের কোন উল্লেখ নাই। এই কবিতাসমূহকে ৬। গৌরঙ্গ বিষয়ক কবিতা বলা যাইতে পারে। বর্তমান সংস্করণের ২৪৩টি গানের মধ্যে ৭৮টি গৌরঙ্গ বিষয়ক।

সমগ্র গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের কাজে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান জয়ন্ত কুমার ভট্টাচার্য বি. এ. ; আমার তিন কন্যা শ্রীমতী গৌরী চক্রবর্তী এম. এ. ; শ্রীমতী উমা ভট্টাচার্য এম. এস. সি. এবং শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্য এম. এ. ; আমার গবেষক ছাত্রী অধ্যাপিকা শ্রীমতী স্বর্ণা বর্মণ এম. এ., পি. এচ. ডি. এবং শ্রীমতী করবী মেনগুপ্তা এম. এ., বি. এড. সাহায্য করিয়াছে। শেষ ১০০ পৃষ্ঠার প্রাক দেখিয়া দিয়াছেন অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমান নরেশচন্দ্র জানা এম. এ., পি. এচ. ডি., ডি. লিট। এই গ্রন্থ প্রকাশ ত্বরান্বিত করিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলাগ্রন্থ প্রকাশন পরিষদের সম্পাদক ডক্টর শ্রীমান তুষারকান্তি মহাপাত্র এম. এ., পি. এচ. ডি. ; আমার বয়ঃকনিষ্ঠ স্নেহভাজন প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে রহিল আমার প্রাণভরা শুভকামনা। মুদ্রাকর শ্রীমুক্ত অমলেন্দু শিকদারকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। ইতি

শ্রীমতীস্বমোহন ভট্টাচার্য

১৫ জনতা রোড

পোঃ সন্তোষপুর, কলিকাতা-৭৫

১লা বৈশাখ, ১৩২০ বাং

সাংকেতিক চিহ্ন নির্দেশ

- আ. প.—আখ্যা-পত্র ।
 ইং.—ইংরাজী/খৃষ্টাব্দ ।
 ও. সা. প.—ওড়িয়া সাহিত্য পরিচয় ।
 পং.—পংক্তি ।
 পা.—পাঠমালা, ১ম খণ্ড—মনসুর উদ্দীন ।
 পৃ.—পৃষ্ঠা ।
 বাং.—বাংলা/বঙ্গাব্দ ।
 বা. বা. বা.—বাংলার বাউল ও বাউল গান—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ।
 বা. বৈ. ভা.—বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ।
 বিভাপতি-চণ্ডীদাস—বিজ্ঞাপতি চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন গীতিকা—
 চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।
 অ ১.—মুসলমান বৈষ্ণব কবি, প্রথম খণ্ড—অজস্রম্বর সান্যাল ।
 অ ২.— ঐ দ্বিতীয় খণ্ড— ঐ
 অ ৩.— ঐ তৃতীয় খণ্ড— ঐ
 অ ৪.— ঐ চতুর্থ খণ্ড— ঐ
 ভা.—ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকা ।
 ম. বা. গী.—মধ্যযুগের বাংলা গীতি কবিতা—মুহম্মদ আবহুল হাই এবং
 আহমদ শরীফ ।
 মু. ক. প.—মুসলিম কবির পদ সাহিত্য—আহমদ শরীফ ।
 র.—মুসলমান বৈষ্ণব কবি—রমণীমোহন মল্লিক ।
 লা. গী.—লালন গীতিকা—মতিলাল দাস এবং পীযুষ কান্তি মহাপাত্র ।
 লা. লা. গী.—লালন শাহ ও লালন গীতিকা—মুহম্মদ আবু তালিব ।
 শ্রী. লো. স.—শ্রীহট্টের লোক সঙ্গীত—গুরুসদয় দত্ত ।
 সং.—সংস্করণ/সংখ্যা ।
 সন্মিলন—ঢাকা রিভিউ ও সন্মিলন পত্রিকা ।
 স্ব. সমাচার—স্বর্ণ বণিক সমাচার পত্রিকা ।
 সে. মি.—সেটি মিটার ।
 হা. উ.—হাছন উদাস ।

বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা

১. অক্ষাণ

ধানশি—ভাটিমাল

বিবিধ

ওগো রাই সই কি দেখিয়া কি শুনিয়া
তোরা মোরে দোস গো ।
মুই ত না জান কিছু ননদিনী পিছু পিছু
আজুকর বোলে কু-বোল বুলি রোস গো ॥ ধু
সব সখি এক হৈয়া মিছা কথা কৈয়া কৈয়া
ব্রজকূলে তোলে মিছা বোল গো ।
কর ভাবে মনে লাজ দিয়াছে সভার মান
আজু নাগর দিয়াছে করি কোল গো ॥
হীন অক্ষাণে ভনে এ বচনে রোস কেনে
অঙ্গ তোঙ্গার অপরূপ চিন গো ।
তরু বাশি কদম্বের কুল ত্রিকিণী জবুনার কুল
আজু প্রতি অঙ্গে দাগ ভিন্ন ভিন্ন গো ।১

বা. বৈ. ভা. সং. ১, পৃ. ৩২; ভা. ১৩২০ পৌষ, পৃ. ৭৭; ম. বা. গী.
সং ১১১, পৃ. ৭৬; মু. ক. প. সং ৬২, পৃ. ৭২

২. আইনদ্দিন

রাগ—পুরবী

অহরাগ

অগো রাই কি করিমুরে কালা লাগিল মোর মনে । ধু
কালিয়া কালিয়া করি ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি
কালা হৈল প্রাণের বৈরী ।
আখির পোতলী করি বন্ধুরে রাখিতে নারি
অকারণে ঝরে ছুইটি আখি ।
কহে আইনদ্দিনে রাই চলরে দেখরে জাই ।
রাখা আর নন্দের নন্দন পাই । ১

ভা. ১৩২৩ কা্তিক, পৃ. ৭৩৪; মু. ক. প. সং ৬৮, পৃ. ৩২

কালারে মোর মনোহর, তুমি আমার রসের গুণনিবি ।
 এখ রূপ গুণ দিয়া সৃজিলেক বিবি ॥
 এ মেঘ আধার রাত্রি কেহ নাহি সাথে ।
 একেলা আসিছ বন্ধু, প্রাণি লৈয়া হাতে ॥
 বন্ধু এ মেঘ আধার রাত্রি বিজুলীর ছটা ।
 ধীরে ধীরে বাড়াইও পাও পিছল হৈছে ঘাঁঠা ॥
 এ মেঘ আধার রাত্রি ভুজঙ্গিনী চরে ।
 এখ রাত্রি আইলা বন্ধু, খাইয়া যাও মোরে ॥
 এ মেঘ আধার রাত্রি আর বাঘের ভয় ।
 বন্ধুয়া আসিব করি মোর মনে লয় ॥
 এ মেঘ আধার রাত্রি আর আসিছ ধাইয়া ।
 কথ ছুঃখ পাইছ বন্ধু অভাগীর লাগিয়া ॥
 এ মেঘ আধার রাত্রি গহীন প্রবেশ ।
 এখ রাত্রি আইলা বন্ধু কি নিম্ উদ্দেশ ॥
 কহে শ্রীআইনদ্দিনে বন্ধু নিষ্ঠুরিয়া ।
 আজু সে পাইলে পতি না দিমু ছাড়িয়া ॥ ২

ব্র ৩, পৃ ১০ ; ম. বা. গী. সং ১০০, পৃ ১০২ ; মু. ক. প. সং ১৭১, পৃ ৮৬

কিরূপে ধরাইমু প্রাণ প্রিয়া নাহি ঘরে ।
 বৃন্দাবনে ভৃঙ্গ নাচে মলয়া সমীরে ॥ ধু
 ডালে ডালে কীরকে ফুকরে ঘন ঘন ।
 তা শুনি অবলার মন করে উচাটন ॥
 পিক নাদে ঝি ঝি ঝাঝি উঠে ঝনকার ।
 নব যৌবনীর নব যৌবন বিকার ॥
 কহে আইনদ্দিনে সখী না চিত্তিও আর ।
 রজনী গঞ্জিলে মাজ প্রিয়া ভেটিবার ॥ ৩

মু. ক. প. সং ২২৮, পৃ ১০২



তুরি—রাগ

বিরহ

না দেখি রহিতে নারি ছটপট করে হিআ ।
 মুই নারী পাগল কৈল না জানি কি দিআ ॥ ধু
 মনের আরতি মোর না পুরাএ পিআ ।
 হামো ছাড়ি দূরে জাএ পিয়া নিঠুরিআ ॥
 মুক্তি ভাবম্ পিউ পিউ পিয়া বাসে ভিন ।
 সহজে হইলু দাসী প্রেমের অধীন ॥
 পিয়ার উদ্দেশে দিমু জীউ বলিহার ।
 পিয়া বিনে মন্দিরেত না রহিমু আর ॥
 কহে আইনদ্দিনে সখি স্থির কর মন ।
 সতী হিন হৈয়া ভাব হইব মিলন ॥ ৪
 ভা. ১৩২৩ কাটিক পৃ ৭৩২ ; মু. ক. প. সং ২২২, পৃ ১০২

পরছ—কামোদ

অনুরাগ

বন্ধুআ মোর পরাণের পরাণ ।
 বিরলে পাইআ রূপ যৌবন দিমু দান ॥ ধু
 দেখিছি অবধি রূপ মন ভেল ভোলা ।
 প্রেম গুণ গুণি গুণি হিআ করে জালা ॥
 গোকুলে কলঙ্ক বড় লোক উপহাস ।
 গোপত বন্ধুর লাগি জাতি কুল নাশ ॥
 আইনদ্দিনে বোলে সখি মরম বেদনা ।
 কালা বিনে নিবারিতে নাহি আন জনা ॥ ৫
 ভা. ১৩২৩ কাটিক, পৃ ৭৩৩ ; কাব্যমালক, পৃ ৫৮ ; মু. ক. প. সং ৩৭,
 পৃ ৫৮

ধানশী—গুঞ্জরী

রূপ

বিনোদিআ জলদ-বরণ কালা গো সই । ধু
 আপন নশনে কভু নহি দেখি জলদ বরণ কালা গো সই ।
 চুড়াটি বানাইআ বাম অঙ্গে টালিআ তাত শোভে মালতীর মালা গো সই ॥

হাটিয়া জাইতে নপুর বাজএ কেলি-কদম্বেরি তলে গো সই ।
কহে আইনদ্দিনে কেলি অহুক্ষণ সাহ আকবর পদে করিআ চুখন ॥ ৬
সম্মিলন, ১৩২৪ ভাদ্র ও আশ্বিন, পৃ ১০২ ; মৃ. ক. প. সং ৬, পৃ ৪২

তুড়ীগুজরী কেনার

বাংশী

যশোমতি নিরোধ নন্দন আপনা ।
কুলের বৌআরি লৈআ বাটে ঘাটে রৈআ রৈআ
না কর এ জেন ঢেঙ্গপনা ॥ ধু
ব্রজরামা জলে জাএ পন্থে অবরিআ তাএ
মাগে আলিঙ্গন রস ডালি ।
সদ্বিয়া বালক কথ চঞ্চল ঢঙ্গিআ মত
হাসি হাসি নাচে দিআ তালি ॥
কালিআ কাজল আধি কালিন্দীকুলেত থাকি
মুররি আলাপে অহুপাম ।
গোপী আসিব আশে বাশী সানে নানাভাবে
একে একে ধরি নামে নাম ॥
শুনি ও বাশীর নাদ রাধিকার পরিবাদ
গোকুলে হৈআছে জানা জানি ।
আইনদ্দিনে বোলে রাই বাশীআর দোষ নাই
ভোলাইছে ওহি মোহাগিণী ॥ ৭

ভা. ১৩২৩ কার্তিক, পৃ ৭৩৩ ; মৃ. ক. প. সং ১১৭, পৃ ৭১ ; ম. বা. গী. সং ৯৭, পৃ ৬৮

৩. আকবর-আলী

গান—বাউল বেহাগ

বিরহ

অধম জানিয়া বা শ্রামচান্দ সঙ্গে নেও আমারে
লাগাছা পিরিতের আনল আমারি অন্তরে ॥
কলঙ্কিনী করিয়া গেলায় গকুল নগরে বা শ্রামচান্দ
রইতে না পারি ঘরে ছাড়িয়া তোমারে ॥
কারে দেখি প্রাণ জুড়াব কে আছে সংসারে বা শ্রামচান্দ

কহেন ছাবাল আকবর আলী মম প্রাণী জুরে ॥
কি হুসে ছাড়িয়া যাও কলকিনী রাধারে বা শ্রামচান্দ ॥ ১
ফানায়ে জান, পৃ ২৩

গান—বাউল

বিরহ

অন্তরে পিরিতের গো অনল, অনল নিবাইমু কি দিয়া ।
নিবাইমু কি দিয়ারে অনল নিবাইমু কি দিয়া ॥
নিবাইলে না নিবে অনল জলে ঘইয়া ঘইয়া ।
আইল না মোর শ্রাম কালা কি দোষ জানিয়া রে ॥
আর কতদিন রহিব রে আমি পন্থের দিকে চাইয়া ।
পাগলিনীর বেশে যাব প্রাণবন্ধের লাগিয়া রে ॥
আগে যদি জানতাম আমি যাইবায় রে ছাড়িয়া ।
চরণে বান্ধিয়া রাখতাম মাথার কেশ দিয়ারে ।
কহেন ছাবাল আকবর আলী অঙ্গ যায় জলিয়া ।
দিবানিশি যায় রে আমার কান্দিয়া কান্দিয়া রে ॥ ২
যৌবন বাহার, সং ২০, পৃ ১৪

গান—প্রেম অন্বেষণ

বিবিধ

অমূল্য সাধনের বস্তু চিনিয়া লওরে মনা ভাই ।
অমূল্য সাধনের বস্তু ॥ ধু
মাস্তকের তালাসে থাক গুরু নামটি স্মরণ রাখ,
শ্রামরূপ সাক্ষাতে দেখ, চরণতলে মন বিকাই ॥
সাধন ভজন যে করিয়াছে মাস্তক তার কাছে আছে,
সদায় আনন্দে নাচে, মনমতে রঙ্গ খেলাই ॥
মুরসিদ ছুলতান শাহা ইজহার আলী, জান গেলে রইমু ভুলি,
কহেন ছাবাল আকবর আলী, প্রেম বিনে আর কিছুই নাই ॥ ৩
যৌবন বাহার, সং ৪, পৃ ৬

গান—বাউল

বিরহ

আইল না মোর শ্রামকাল সয়না প্রাণে প্রেমের জ্বালা । ধু
শ্রামকালার পিরিতের কারণ গলে দিলাম মোহনমালা ॥

বান্দালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুস্মা

যে মতে পিঞ্জিরার পাখী ছটফট করিতে থাকি ।
মনে লয় হৃদয়ে রাখি করিব প্রেমেরই খেলা ॥
পাগলিনীর বেশে যাব কোথায় গেলে তারে পাব ।
পাইলে দিলের সাধ মিটার যাব মনে চাইব যেলা ॥
ছাবাল আকবর আলী বলে, বুক ভাইসে যায় নয়ন জলে ।
জাত মারিয়ে মাথায় তুইলে, লইয়াছি কলঙ্কের ডালা ॥ ৪
যৌবন বাহার, সং ১২, পৃ ১০

গান—বাউল খেদ

বিরহ

আমায় নিল রাধার পরাণি গো ।
কৈ শুনা যায় শ্রামের বাণীর ধনি ॥ ধু
হায় গো বাণীর রবে হৃদয় কাপ্পে উড়াইল পরাণি গো ।
নূতন যৌবনে দিল পিরিতে র আশুনি ॥
হায় গো কি বাছ করিল মরে নিলয়ও না জানি গো ।
কোন কলে বাজাইয়া বাণী কৈল পাগলিনী ॥
হায় গো শ্রাম কালার পিরিতে মরে, কৈল উদাসিনী গো ।
কইন ছাবাল আকবর আলী হইলাম কলঙ্কিনী ॥
হায় গো ঘরের বাইরে আমি পুসাইলাম রজনী গো । ৫
একে দেওয়ানা, পৃ ১৫

গান—বাউল

পূর্বরাগ-স্বপ্নেদর্শন

আমার প্রাণ কান্দে শ্রাম বন্ধুয়ার লাগিয়া ।
নূতন পিরিতে ছেল দিল লাগাইয়া ॥ ধু
শ্রামকালার পিরিতে মরে, রইতে না দিল ঘরে ।
ও আমার প্রেমজালায় অঙ্গ বায় জলিয়া ॥
একা ঘরে শুইয়া থাকি, হৃতিতে স্বপনে দেখি ।
ও আমার কর্মদোষে না পাইলাম জাগিয়া ॥
ছাবাল আকবর আলী বলে, পিরিতে মর অঙ্গ জলে ।
ও বন্দে প্রাণে মাইল স্বপ্নে দেখা দিয়া ॥ ৬
একে দেওয়ানা, পৃ ১৬ ; বা. বৈ. ভা. সং ২, পৃ ৫৯

গান—বাউল

বিরহ

আমার বন্ধু নি আসিব রাধার ঘরে গো প্রাণ সজনী । ধু
করিল অনেক লীলা গাথিয়া বন ফুলের মালা ।

আমি পইরাইব স্নানাবন্দের গলে ।

বন্ধু আমার চিকন কালা, নব রঞ্জে করে খেলা ।

আমি আনন্দিত দেখিব নয়নে গো ।

নয়নে লাগিয়াছে যারে, কেমনে ভুলিব তারে ।

দিবানিশি ভাবনা মর অন্তরে ।

ছাবাল আকবর আলী বলে আফছুছে কলিজা জলে ।

কর্মদোষে দেখা দেয় না মরে গো । ৭

একে দেওয়ানা, পৃ ১২

গান—বাউল

বিরহ

আমার মন কৈল উদাসী গো, কই বাজে কালাচান্দের বাশী । ধু
হায় গো বাশীর স্বরে প্রাণ বিদরে আমি কান্দি দিবানিশি গো ।

মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম হৈয়া দাসীর দাসী ॥

হায় গো যাইতে না দিল মরে ননদী নৈরাশী গো ।

পিরিতের ছেল বুকে মারি কথায় রৈল বসি ॥

হায় গো পাইলে চরণ, দিব যৌবন জাতিকুল বিনাশি গো ।

কইন ছাবাল আকবর-আলী পিরিতের সম্যাসী ॥

হায় গো পাইলে করিব আমি চিরদিনের খুশি গো । ৮

একে দেওয়ানা, পৃ ১১ ; শ্রী. লো. স. সং ২৩, পৃ ৭৭

গান—বাউল

বিরহ

আমি দিমু তোমার চরণে চন্দন, শ্রাম বন্ধুয়া হো ।

আমি দিমু তোমার চরণে চন্দন । ধু

তোমার পিরিতে মরি দেশে দেশে ঘুরিয়া কিরি হো ।

আমি কি সন্ধান পাইমু দরশন, শ্রাম বন্ধুয়া হো ।

কৃপাওণে দেখা দেও, দাসী করি সঙ্গে নেও হো ।

আমি না দেখিলে বাচে না জীবন, শ্রাম বন্ধুয়া হো ।

বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুসা

আমি মরি তোমার আশে লোকে মোরে মন্দ বাসে হো ।

আমি কলকিনী তুই বন্ধের কারণ, শ্রাম বন্ধুয়া হো ।

জালাইয়া এন্ধের বাস্তি, ইন্তেজারী সারা রাত্রি হো ।

আমি খসাইয়া অন্ধের বসন, শ্রাম বন্ধুয়া হো ।

ছাবাল আকবর আলী বলে কি কলে পরিচয় মিলে ।

আমি কি রূপে পাইমু দরশন, শ্রাম বন্ধুয়া হো । ২

একে দেওয়ানা, পৃ ১৩

গান—বাউল

বিরহ

আমি মইলাম তর পিরিতের জালায়, শ্রাম কালিয়া হো ।

আমি মইলাম তর পিরিতের জালায় । ধু

ও শ্রাম কালিয়া হো ।

পিরিতের এমনি ধারা, জিতে আমি হইলাম মরা হো ।

আমার জীবন গেল উন্মাদিনী প্রায়, শ্রাম কালিয়া হো ।

বিনা গুল্লির পিস্তলেতে, মারিয়াছে আমার বুকেতে হো ।

আমি নিশক্তি দুর্বলের মত প্রাণে বাচা দায়, শ্রাম কালিয়া হো ।

এ জীবনের নাইরে স্থখ, না হেরিলাম প্রিয়ার মুখ হো ।

আমি পিরিত ছাড়া না দেখি উপায়, শ্রাম কালিয়া হো ।

বয়জার কবাব করা, ঐ তোমার পিরিতের ধারা হো ।

চুলার মধ্যে অগ্নিকে জালায়, শ্রাম কালিয়া হো ।

তোমার নামের ধন্তি, শুনিয়া আকুল প্রাণী হো ।

ছাবাল আকবর আলী ভক্তিহীনের হৈব কি উপায়,

শ্রাম কালিয়া হো । ১০

একে দেওয়ানা, পৃ ১২

গান—বাউল

বিরহ

আর কত সইমু রে বন্ধু বন্ধু, তোর পিরিতের জালা । ধু

তোর পিরিতের জালা রে বন্ধু তোর পিরিতের জালা ।

অবীনের বন্ধু তুমি তুমি, চিকন কালা ।

তোমার নামে ফুল গাখিয়ে গলে দিলাম মালা রে বন্ধু ।

শয়নকালে চায়না রে মন শইতাম একেলা ।
 যৌবন জোয়ারের পানি ধরিয়াছে উথলা রে বন্ধু
 তোমার পিরিতের কারণ লোকে করে হেলা ।
 এন্ধি ছাড়া এ জগতে সতী কে রহিলা রে বন্ধু ।
 কহিন ছাবাল আকবর আলী, মন কইলায় পাগেলা ।
 তোমার পিরিতের কারণ ভাবিয়া জনম গেলারে বন্ধু । ১১
 যৌবন বাহার, সং ১৮, পৃ ১০

গান—বাউল

বংশী

আর বংশী বাজাইয়ারে বন্ধু, জালাইও না মোরে । ধু
 জালাইও না মোরে রে বন্ধু, জালাইও না মোরে ।
 বৃন্দাবনে বাজাও বংশী, সদায় শুনি তারে ।
 আজি তুমি বাজাও বংশী ঘরের ছুয়ারে রে বন্ধু ।
 তরল বাশের বংশী রে তোমার, বাজে উচ্চস্বরে ।
 যৌবন আলায় জইলে মরি রইতে না দেও ঘরে রে বন্ধু ।
 কহেন ছাবাল আকবর আলী, শুন বলি তোমারে ।
 নিশায়ে আসিও তুমি আমারো বাসরে রে বন্ধু । ১২
 যৌবন বাহার, সং ১৭, পৃ ১০

গান—বাউল

বিরহ

ও শ্রাম কালিয়ার পিরিতে, পাগল কৈল গো আমারে ।
 একবার আনি প্রাণ সজনি, দেখাও গো তারে । ধু
 স্নানার বরণ রূপ খানি, উড়াইল যুবতীর প্রাণী গো ।
 ও শ্রামের রূপ দেখাইয়া প্রাণ উড়াইয়া রৈল গো কার ঘরে ।
 কি যাহু করিল মরে আমি বঞ্চিত না পারি ঘরে ।
 ওরে শ্রাম কলঙ্কে কলঙ্কিনী কৈল গো আমারে ।
 ছাবাল আকবর আলী বলে পিরিতেনি কালা মিলে ।
 ওরে জিতে না পুরিল আশা মইলে নি গো আর পুরে । ১৩
 একে দেওয়ানা, পৃ ২০

গান—বাউল

বংশী

কি আচানক মধুর স্বরে শ্রামের বংশী বাজিতে আছে । ধু
 বংশীর স্বরে হৃদ মাঝারে সদায় বারা-বান্ধে আছে ॥
 বাজাইয়া মোহন বংশী কইল আমায় মন উদাসী ।
 ক্ষণে বাজায় আশে পাশে, ক্ষণে বাজায় দেশ বিদেশে ॥
 অন্তরে পিরিতের আগুণ সদায় যে জ্বলিতে আছে ।
 শ্রাম-কালার পিরিতের কারণ যাব রে পাগলের বেশে ॥
 পাগল মস্তানের বেশে, ঘুইরা বেড়াই দেশ বিদেশে ।
 আজ আমারই কর্মদোষে ধানে চাউলে মিশিয়া গেছে ॥
 আকবর আলীর মন উদাসী, ফুল বাগানে বাজায় বংশী ।
 শ্রাম-কালার পিরিতের কারণ বাগানের ফুল ঝরিয়া গেছে ॥ ১৪
 যৌবন বাহ্যিক, সং ১৩, পৃ ১১

গান—বাউল

মিলন

দেখা দিল আনন্দিতে, শ্রাম রায় দেখা দিল । ধু
 হায় গো অচানক শ্রাম রূপ নয়ানে লাগিল ।
 দেখিয়া যৈবনের বারি, ভসে না রহিতে পারি ।
 হায় গো চকমক পাথর যেমন চমকিতে লাগিল ।
 নয়ানে লাগিয়াছে যারে, জীবনে না ভুলি তারে ।
 হায় গো সে রূপ বিহনে মন হইয়াছে বাহুল ।
 ছাবাল আকবর আলী বলে, আকছুছে কলিজা জ্বলে ।
 হায় গো দেখাইয়া গৌরাঙ্গ রূপ পাগল করিল । ১৫
 একে দেখোয়ানা, পৃ ১৮

গান—বাউল

বিরহ

যার লাগি হইলাম পাগল পাইমুনি তারে কোন ছলে প্রাণ জ্বলে ।
 শ্রামচান্দ কালারে পাইমু কি কলে ।
 যে পাইয়াছে শ্রামকালার যুগল চরণ তার সাপইল পাইল জীবন হায় হায়
 হায় গো আনন্দে মন প্রেম আলাপন করে বসি নিরলে ।

কালিয়ার পিরিতে মন হইয়াছে আকুল গো ঘরে লাগিল গণ্ডুল হায় হায় ।
হায় গো লজ্জা ভয় তেইজ্য করি কলংকের হার গলে ।
দিবারাত্রি জ্বলে আগুণি আমারি অন্তর বন্ধের না পাইয়া খবর হায় হায় ।
প্রেমিক যারা দেখেছে তারা পাইয়াছে কলে কেউ ছলে ।
কইন ছাবাল আকবর আলী জীবন আমার বন্ধের না পাইলাম দিদার হায় ।
ডাকিতে উদেশ মিলেনা নাই বুঝি মোর কপালে । ১৬

ফানায়ে জান, পৃ ২০

গান—খেম

বিরহ

রহিতে না পারি ঘরে শ্রাম-কালার পিরিতের দায়,
রহিতে না পারি ঘরে ॥ ধু
জগতে যার নামের ধ্বনি, কই রইল শ্রাম গুণমণি ।
বলিয়া দে গো প্রাণ সজনি, ধরি তোদের রাজা পায় ॥
কোথায় থাকি বিরাজ করে, বলিয়া দে গো রাই আমারে,
কি সন্ধানে পাই গো তারে দেখলে আমার প্রাণ জুড়াই ॥
যার আছে আজলের লেখা, পাইয়াছে শ্রাম কালার দেখা ।
কহেন ছাবাল আকবর আলী কি করিমু হারের হায় ॥ ১৭
ঘোবন বাহার, সং ৭, পৃ ৭

গান—বাউল

অনুরাগ

শুন গো সখি ললিতে মন মজিল তোর পিরিতে । ধু
তোমার সনে ফুল বাগানে যাব আমি প্রেম খেলিতে ।
তুমি আমার অন্তর্যামী, প্রেম খেলিব তুমি আমি ।
কটাক্ষেতে পার তুমি মূনির মন ভুলাইতে ।
রূপের স্বলক দেখাইয়া, প্রাণি নিলায় ভুলাইয়া ।
কুলমানের ভয় ছাড়িয়া করবো খেলা তোমার সাথে ।
ছাবাল আকবর আলী বলে, পিরিতে পাগল করিলে ।
তোমার আমার মিলন হব যখন যাব জল ভরিতে । ১৮
ঘোবন বাহার, সং ১৪, পৃ ১১

হায়রে মোর প্রাণ নিয়ে যায়, আনন্দেতে মধুর স্বরে ।

কে বাঁশী বাজায়রে মোর প্রাণ নিয়ে যায় ॥ ধু
হায় মনরে, বাজাইয়া মোহন বাঁশী, কইল আমার মন উদাসী ।
বাঁশীর টানে মরি প্রাণে গৃহে থাকা দায় রে ॥
ঘরে বাদী কাল ননদী, সঙ্গে সঙ্গে নিরববি ।
বাহির যাইতে না দেয় মোরে করি কি উপায় রে ॥
যখন বন্ধে বাজায় বাঁশী, তখন আমি রান্ধিতে বসি হো ।
ভিজা লাকড়ি চুলায় দিয়ে কান্দি ধূমার দায় রে ॥
সদায় শুনি বাঁশীর রব, কোথায় গেলে তারে পাব হো ।
পাইলে দিলের সাধ মিটাব মনে যত চায় রে ॥
কহেন ছাবাল আকবর আলী, প্রেমের জ্বালায় জ্বলি হো ।
আজলে থাকিলে আশা পুরাইবা মোলায় রে ॥ ১০

মৌবন বাহার, সং ১৬, পৃ ১২

৪. আচন ফকির

আর জালা সয় না পরাণে, হৃন্দরি কদমতলায় কে বাজাইল মুররী ॥
চল সব সখীগণ, সঙ্গে মোর পাঞ্চজন, চল যাই রাবার মন্দিরে ।
কুমন্ত্রণা কেও তো দিয়ো না একভাবে দেখি গি বন্ধুরে ॥
যখনে যমুনায় যাই, বাঁশীর রব শুনিযে আই, ডাকে বাঁশীয়ে মোরে নাম ধরি ।
হু-হু বাঁশীর স্বরে, প্রাণি মোর নিল হরিয়ে কোন্ বন্ধে বাজায় মুররী ॥
হাতে মোহন বাঁশী বায়, নেপূর বাজেহু তায় ঝলকিয়া উঠে অঙ্গখানি ।
মালকুতে হেরিয়া চাইয়ো নিরখিয়া সেই কালে আইসে ননদী ॥
কলসী লইয়া, জলেতে লামিয়া গা'খানি ধইতে লাগে বালা ।
সেই না কলসীর জল, করে অতি টলমল উদয় হইলা চিকন কালা ॥
ননদী আসিয়া, কুমন্ত্রণা দিয়া যুগতি করিল মনাইয়ের সঙ্গে ।
যুগতি করিল, নিত্রা ভুলান দিল জাগিয়া না পাইলাম কালারে ॥
ফকির আচনে কয়, যেই জন রসিয়া অয় তাল্লাস করিলে পশু মিলে ।
দমের সনে তিন মিলাইয়া, উলটকলে পেঁচ লাগাইয়া,

কালচান্দেব খোজ কিবায় মিলে ॥ ১

নিবেদন বলি তোর হুজুরে রে, ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুজুরে ॥

বন্ধুরে, হিন্দুরে আছে ছয়জন, জোগাইতে না পারি মন,

হামেশা বিবাদ মোর মনে ।

আমি তাদের সঙ্গ ছাড়ি আমারে না দেয় ছুড়ি'

না জানি কি বা তাদের মনে ।

রে বন্ধুয়া, ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুজুরে ॥

বন্ধুরে প্রেমরোগী যেই হয় সে কি স্থখে ঘরে রয়

সর্বদা শোষিয়া পড়ের ঘাম ।

হিন্দুরে প্রেমের পীড়া যার ফরামুশি নাই তার ,

জোগায় মনে সদায় জপের নাম ।

রে বন্ধুয়া, ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুজুরে ॥

বন্ধুরে, জালের জঞ্জাল যতো তাহা বা কইনু কতো

ছাড়াইলে না ছাড়ের কুহু মতে ।

কুজা রাণীর কুমন্ত্রণায় দেশে র'না হইল দায়

আমি নারী না পারি আর বঞ্চিত ।

রে বন্ধুয়া, ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুজুরে ॥

বন্ধুরে, ননদীর বিষম জ্বালা, সদায় রাখে মুখ কালা—

হামেশা গুণেরে খসুরাণী ।

খসুর বসিয়া থাকে ভাসুর অতি ক্রুদ্ধ রাখে,

দেওরায় লইয়া করে টানাটানি ।

রে বন্ধুয়া, ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুজুরে ॥

বন্ধুরে, ফকির আচনে কয়, হেন মোর মনে লয়

চলিশা নি ছয়-ষট্টিয়ে মিলায় ।

স্বরের সঙ্গে যুক্তি করি' তিপু'ণ্ডিতে দিশা ধরি'

কাল ভুজুদী ভরে ভাগি যায় ।

রে বন্ধুয়া, ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুজুরে ॥ ২

৫. আছদিন

নব্বাতি

মিলন

গোকুল আজু আনন্দ অধিক ভেল ।
বহু আরাধনে শ্রাম দরশনে জুঃখ দশা দূরে গেল ॥ ধু
আজু হোন্তে জখি গোকুলে বসতি আকুল ব্যাকুল ছিল ।
পহু আগমনে হরিষ বাজনে আনন্দিত হই গেল ॥
সবহি গোকুল উৎসব মঙ্গল কুম কুম শব্দ উল্লাস ।
জঅ জঅ রোল আনন্দ উল্লোল দশদিশ হইল উল্লাস ॥
আছদিন কহব এসব উৎসব রাখ প্রভু চিরদিন ।
মন মনোরথ হইল পূর্ণিত সহাএসাহ আনন্দদিন ॥ ১
বা. বৈ. ভা. সং ৩, পৃ ৩৯ ; ম. বা. গী. সং ১৩৩, পৃ ১১৩ [আসাউদিন]
মু. ক. প. সং ১৮৪, পৃ ৮৯ ; সম্মিলন, ১৩২৪ ভাদ্র ও আশ্বিন, পৃ ১৮২

৬. আফজল

রাগ—গান্ধার

প্রার্থনা

আমি মাধব নিবেদনহো তোহে, তুমি সদাশয় দীন দয়াময়
তোহো বিনে গতি নাহি মোহে । ধু
হামো আলস গুরু তুঞি কলপতরু তছু পরে সাঞি স্তব চাহি ।
আদি অন্ত মোহে কর ফলোদয় মুখে না কর নৈরাশি ।
হামো অপরাধী পরাদি বিরোধী পাপ গুণে সব হীনা ।
সাঞি পরিহরি মায়া মোহে জড়ি মুঞি ভোলল রাত্র দিনা ।
খাক পাক করি তাহে জিউ ধরি তম-রজ-সব সাঞি পূরা ।
সোহি দয়াময় আফজলে ভাবয় মুখে গৌরব কর থোড়া । ১
ম. বা. গী. সং ২৮৫, পৃ ১৯৯ ; মু. ক. প. সং ৩৭১, পৃ ১৪৬

বিবিধ

ওরে মন, তুমি নিতাই চান্দের সঙ্গ ধরো যদি প্রেমের বাজার করো ।
আর প্রেমের বাজারের প্রেমের জিনিস যদি খরিদ করো ।
ভক্ত-সনে ভক্তি ক'রে মুরশিদের চরণ ধরো ॥
আর সোনাপুরে রূপ-কলসী স্বরাসরি ভরো ।

ওরে, যৈবন তোরা গইয়া গেলে মিছা ভবের আশা করো ॥
 আর দাঙ্গা কোকিলার হবে তহু জরো-জরো ।
 ওরে, রঙ্গে-রসে নিরমীণ ধরি' তিপুণিয়াতে ধিয়ান করো ॥
 অধম আফজলে বলে কালিয়া বাশীর স্বরে ।
 ওরে, জালা দিল মোরে কালিয়া ভাবিয়া হইলাম বেকরার ॥ ২
 জী. লো. স. সং ১২৪, পৃ ১৩০

মারহাটি

অহুয়াগ

ঘাম না সহে সজনী রে, রোদে উনাইয়া পড়ে ঘাম । ধু
 তোমার বাশীর স্বরে, প্রাণি মোর বিদরে, রহিতে না পারি ঘরে ।
 হেন নয় হিয়া, প্রেম ডুরি দিয়া, বান্ধিয়া রাখি তোমারে ।
 হেন নয় মনে, বন্ধের চরণে, ভজি থাকি রাত্র দিন ।
 দয়ার ঠাকুর, না হৈও নিষ্ঠুর, দেখি বড় অতি হীন ।
 কহে আফজল আলী, শরীর কৈলুম কালী, তুমি সে বন্ধুয়ার লাগি ।
 পিরিতি বাড়াইয়া, যদি যাও ছাড়িয়া, নিশ্চয় হইমু বৈরাগী ॥ ৩
 কাবামালক, পৃ ৪৩ ; প্রাচীন পুথির বিবরণ সং ১৭৪, পৃ. ১১৭ ; ব্র. ৪ পৃ ২৭ ;
 মু. ক. প, সং ১১২, পৃ ৭০ ; রাগনামা

বসন্ত

বিরহ

সব ঋতু সঙ্গে আইল বস বঙ্গ সহিত । বিরহিনী ক্ষীণ তহু মদনে চিন্তিত ।
 আইল বসন্ত ঋতু লইয়া নব শর, মনোজ সারথি লৈয়া সঙ্গে ॥
 তরু সব হরষিত, সতত যে পুলকিত, দশ দিগ শোভে নব রঙ্গে ॥
 কিরএ কন্দর্প বর, হাতে লটয়া ধনুশর, সমীর তুরঙ্গে সোয়ার ।
 নানা তরু লতা ফুলে, শিরীষ চামর দোলে, ঘটপদ যন্ত্রের স্বকার ॥
 কহে আপজল হিত, বরিখে মাধবী রিত, নিবারিতে কাম দগাধন ।
 ছৈয়দ পেরোজ সাহা, স্বধাময় অবগ্রহা, (ভজ সখি) স্বরঙ্গ চরণ ॥ ৪
 ব্র. ৪ পৃ ২৭ ; ম. বা. গী. সং ২৪০, পৃ ১৩৭ ; মু. ক. প. সং ২২২, পৃ ১০০

৭. আবজল

বিবিধ

ও আমি পাইলাম না গো আমার জীবন থাকিতে ।
 হায় হায় আমি পাইলাম না গো ॥
 সেই গো সেই, পাইতাম যারে পাইনা না গো তারে সন্ধ্যা থাকে মনে ।
 হায় রে, গহীনেতে আইসে যায় না দেখি নয়নে ॥
 সেই গো সেই, নগরে চলিলাম বা' মুরশিদ তল্লাস করিয়া ।
 হায় রে, দারুণ হইছে কাল ননদী ফিরইন সাথে সাথে ॥
 সেই গো সেই, খালি দেখি গোয়াল পাড়া ছুয়ারেতে তালা ।
 হায়রে, নিশিগত হইয়া যায় না আসিলা কাল ।
 সেই গো সেই অধম আবজলে বলে মন ছুরাচার ।
 হায় রে, আর নি করিতায় সওদা ভাঙ্গিলে বাজার ॥ ১
 শ্রী. লো. স. সং ২৬৭, পৃ ২৩৭

বাউল

গউর রে, তুমি ভাসাইলায় সাগরে
 মিছা দোষী কলঙ্কিনী বানাইছ আমারে । দয়াল গউর রে ॥
 গউর রে, হাটে যাও ; বাজারে যাও কিনিয়া আনবায় কি ।
 আমার লাগি কিনিয়া আনিয়ো রউয়ের মুড়ি । দয়াল গউর রে ॥
 মাও মইলা, বাপ মইলা, মইলা সোদর ভাই,
 একাকিনী রইলাম আল্লা না দেখি' উপায় । দয়াল গউর রে ॥
 আট-আঙ্গুলা কোদালখানি ঘোল আঙ্গুলা ডাঁটি ;
 এরে দিয়া খুঁড়ইন বন্দায় নিজ ঘরের মাটি । দয়াল গউর রে ॥
 ফকির আবজলে বলে, শুনো রে কালিয়া ।
 নিভি ছিল মনেরই আগুইন কে দিল জ্বালাইয়া । দয়াল গউর রে ॥ ২
 শ্রী. লো. স. সং ২৮৬, পৃ ২৮১

রামগরা

খণ্ডিতা

রে শ্রাম বিশেষ চাতুরি ছোড় । কপট না কর কোর ॥ ধু
 আছিল কথ্যে শ্রাম স্বধামে স্বরূপে কৈঅরে এথা ।

হামো পরিহরি কার সনে নিশি রজনী গোআইলা কথা ॥
 নিশি উজাগর নআন রাতুল বআন কামর ভেল ।
 কোন বিদগদি কাম কলা নিবি রছ (রস) নিঠুরিআ (?) গেল ॥
 অহনিশি জাগি নিদে উগমগি নআন ওহার সাথি ।
 জে হেন চকোর দেখি দিবাকর উরিতে লবএ পাখী ॥
 সুরঙ্গ অধর কাজলে মলিন সিন্দুর উজল ভালে ।
 বিধুকল পর জে হেন অমর সুর শোভে ঘন মালে ॥
 আবঝলে কহে ধনি দআমএ (দয়াময়) ও জুগ জীবন সার ।
 হেন গুণনিধি চাহ (চাহে ?) নাকি আখি আপে আপ দেখিবার ॥ ৩

বা. ভৈ. বা. সং ৪, পৃ ৪০ ; ভা. ১৭২৭ পৌষ, পৃ ৭৮ ; ম. বা. দী, সং ১৭২, পৃ ১২৪ ;
 যু. ক. প, সং ২০৪, পৃ ২৫

৮. আবতুল ওয়াহিদ

বিরহ

আমার বন্ধু কোথায় পাই গো, সখি রমের চিকন কালা ।
 আর প্রাণ বন্ধের বিচ্ছেদে আমার কইল আউলা ঝাউলা ॥
 হায় গো দেখলে অঙ্গ শীতল হইব খেলব প্রেমের খেলা ।
 আর পিরীতি বাড়াইয়া বন্ধে গো আমায় ছাড়িয়া গেলা ॥
 হায় গো লোকের ডরে কইনা কথা কান্দিয়া ভাঙ্গি গলা ।
 আয় আয় নাগরী বিনয় করি গো সখি বন্ধু আনিয়া মিলা ॥
 হায় গো তোমরারে করিব দান বিনা স্ততার মালা ।
 আর ধৈর্য্য ত না মানে চিন্তে গো সখি প্রেম বিচ্ছেদের জ্বালা ।
 হায় গো সোনার অঙ্গ হইল মলিন ভাবিয়া জনম গেলা ।
 আর আবতুল ওয়াহিদে কইননি গো সখি প্রেম নয় কেউরের জ্বালা ॥
 হায় গো লোকের নিন্দা গান্দা কথা কার বা লাগে ভাল । ১
 তওকুলিয়া প্রেমের মিঠাই, সং ২২, পৃ ১৮

বাউল

আমার মনে চায় সর্বদায় যৈবনদান প্রেম খেলায় কিন্তু প্রেমিকপাওয়া দায় ।
 আর প্রেমিক রসিক তালাস করি গো ও সহি কিরিতেছি বাঙ্গালায় ॥
 এগো, বলছি যারে পাই না তারে গো, প্রাণ জলে প্রেম-জ্বালায় ।
 বা বৈ মু ক প—২

আমি মরছি প্রাণে, সবে জানে গো, কালিয়ার পিরিতের দায় ।
 দাক্ষাকাইয়া জলছে আনল নিবাইতে আর শক্তি নাই ॥
 আর যার জন্তে মন টানে গো ও সেই, সেই নাহি কিরিয়া চায় ।
 আবুল কইল প্রাণে মাইল জী'তে মইলাম, হায় রে হায় ॥
 দুই নয়ানে বহে বারি গো ও সেই, বুক ভাইসে পাতালে যায় ।
 এগো, নয়নজলে গঙ্গানদী কোম্পানীয়ে জা'জ চালায় ॥
 আর ইয়াকুল আব্দুল ওয়াহিদ গো বলে ও সেই, বুখা কেনে আইলাম
 ছুনিয়ায় ।

এগো, রইলাম কেনে মইলাম না সেই বাঁচিয়া কোছু স্বার্থ নাই ॥ ২
 শ্রী. লো. স. সং ১২৩, পৃ ৯৯

বিরহ

জলিল জলিল জলিয়া উঠিল প্রেমেরি আগুনি লেগেছে গায় ।
 জলিল অঙ্গ জলিল প্রত্যঙ্গ জলে পুড়ে সাজ হায় হায় হায় ॥
 হৃদয় জলিয়া হয়েছে আলীয়া প্রাণনাথ কালিয়া রহিল কোথায় ।
 ডাকি বারে বারে না চাহিল কিরে কঠিন কি হয় রে হৃদয় তার ॥
 ধারে নাহি আসে কাছে নাহি বসে ভাল নাহি বাসে সে গো আমায় ।
 বন্ধু শ্রামরায় যার পানে চায় তার মন কাড়িয়া নিল চক্ষের ইসারায় ॥
 ওয়াহিদেদি পানে চাহ আড় নয়নে না জানি কি মনে তাওত বুঝা দায় । ৩
 তওকুলিয়া প্রেমের মিঠাই, সং ৩০, পৃ ১৯ ; বা. বৈ. ভা. সং ২৪, পৃ ৫১

বিরহ

পথ পানে চাইয়া রইলাম, মনের অভিলাষ গো
 দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে ;
 সখি গো, দিবারাত্র এই ভাবনা মনসায়রে ভাসে ।
 আইল না মোর প্রাণবন্ধু রইল কার মন্দিরে গো,
 দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে ॥
 সখি গো, আইত যদি কালাচান্দ বসাইতাম সামনে ;
 এগো কইতাম মনের দুখ মুই ধরিয়া চরণে গো ।
 দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে ॥
 সখি গো, বন্ধের জালায় মন উতলা রইতে নারি ঘরে ;
 এগো, লোকসমাজে যাইতে নারি কলঙ্কেরি ডরে গো ।
 দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে ॥

সখি গো, সাজাইয়া ফুলেরি শয্যা বইসে আছি পাশে ;
 এগো, ধৈর্য্য তো না মানে চিন্তে বিনা দরিশনে গো ।
 দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে ॥

সখি গো, জালাইয়া মোমেরি বাতি পোসাইলাম রজনী
 এগো, আশার দ্বার বন্ধ করি লইয়া গেল ছুড়ানি গো ।
 দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে ॥

সখি গো, শেখ আব্দুল ওয়াহিদ কইন আশা রইল মনে ।
 এগো, আশা দি' নিরাশা করি শেষে মাইল প্রাণে গো ।
 দেখি, বন্ধু আসে কিনা আসে ॥ ৪

শ্রী. লো. স. সং ২৫০, পৃ. ২১৪

৯. আবদুল বারী

বাঁশী

আমার বন্ধে যেমন বাঁশি বাজায় গো সখি ব'সে কদমতলাতে ।
 আয় তোরা কে যাবে শুনিতে ॥

বন্ধের বাঁশির সুরে, প্রাণ যেন মোর কেমন করে,
 আমার অন্তর দহন করে রইতে না দেয় ঘরেতে ॥

যে শুনিবে বাঁশীর গান, রবেনা তার কুলমান,
 উড়ে যাবে মন প্রাণ, সেই পাছেহর তলাতে ॥

বন্ধের গলায় দিয়ে মালা, পরে থাকব চরণ তলা ।
 কত রঙ্গে করুব খেলা, এই আশা মোর মনেতে ॥

যখন উঠে প্রেম জালা আবদুল বারী হয় উতলা ।
 পিরিতের কি এত জালা না পারি আর সহিতে ॥ ১

আবেগ, ১ম খণ্ড. সং ৩৪, পৃ. ৩৩

বিরহ

আমি বন্ধের আসকের মরা প্রাণ সহি গো কি করিবে মন্দ বৈলে তোরা ।
 সহি গো সহি লোকের মন্দ তিলক করি, ছাড়িয়াছি ঘর বাড়ী, এই কথা কি
 জানিস না গো তোরা,
 ঘৃণা লজ্জা নাই গো আমার, আমি বন্ধের বন্ধু আমার, দুজনাতে একই
 প্রেমের মরা ।

সই গো সই হয়েছি কলঙ্কের ডালা, সইতে হবে কত জালা, অভাগিরে
 যাহা বলিস্ তোরা,
 জিয়নে মরণে বন্ধু, আওয়ালে আখেরে বন্ধু, আমার কিছু নাইগো বন্ধু ছাড়া ।
 সই গো সই আমি জানি আমার বেদন, লোকে কেন দেয় জালাতন,
 এই বুঝি গো স্বভাবের ধারা,
 আবছুব বারী কয় কাতরে, বন্ধের প্রেমে যে জন মরে, কলঙ্কের হাড়
 সর্ব্ব অঙ্গ জড়া — ২

আবেগ, ২য় খণ্ড, সং ২৮, পৃ ১৬

বাঁশী

কদম তলায় বৈসে কালায় রে কালায় বাঁশরী বাজায়
 কালার বাঁশীর টানে ঘরের কুনে থাকা নাহি যায় ।
 যখন কালায় বাজায় বাঁশী, তখন কি আর ঘরে বসি, রইতে পারা যায়
 আমার মনে লয় তার কাছে বসি, ধরি রাঙ্গা পায় ।
 বাজায় বাঁশী গুণ গুণ সুরে, ধরতে গেলে পাইনা তারে, হল বিষম দায়
 সে যে একই ঘরে বশত কৈরে, কাকিদা ঘুরায় ।
 মন চুরা কালশশী, কি সন্ধানে বাজায় বাঁশী বুঝা নাহি যায় ॥
 ও তার বাঁশীর টানে নগর বাসী, পাগল হৈয়া যায় ।
 কদম্ব তলাতে বসি, যখন কালায় বাজায় বাঁশী, হৃদয় কেটে যায়
 ওহে আবছুব বারী হয় উদাসী, বাঁশীর জালায় । ৩

আবেগ ২য় খণ্ড, সং ৪০, পৃ ২১

বিরহ

কার কাছে জানাইব গো দুঃখ কার কাছে জানাই
 আমি নিদ্রা হৈতে জাইগে দেখি বন্ধু কাছে নাইগো সখি ।
 কাল নিদ্রায় বিভূর হৈয়ে হারাইলাম কানাই
 আপন দোষে মন বেছসে কাইন্দা কাল কাটাই গো সখি ।
 আগে যদি জানতাম গো সখি তবে কি ঘুমাই
 আমার বন্ধের সনে আলাপনে জাগিয়া পোহাই গো সখি ।
 আমার কর্মদোষে রৈলাম বৈসে পাইয়া পাইলাম নাই
 হলেম সারা বন্ধুছাড়া মোর কপালে ছাই গো সখি ।



আবদুল বারী বিনয় করি কৈও বন্ধের ঠাই

বন্ধে যদি না দেয় দেখা কেমনে প্রাণ বাঁচাই গো সখি, কার কাছে জানাই ।৪

আবেগ, ২য় খণ্ড সং ৪৪, পৃ ২৪

বিরহ

তোরে মিনয় করি চরণ ধরি বৈলা দেগো রাই

হৃদয়ের ধন রতন মণি কোথায় গেলে পাই ।

আমি কি করিব কোথায় যাব হারা হয়েছি কানাই ॥

পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা, জিজ্ঞাসা করি কানাইর কথা গো

ওগো কেও বলেনা মনের কথা, কৈ গেলে প্রাণ ছুড়াই ।

যার কাছে বসিয়ে কাঁদি, সে হৈয়া যায় আমারি যদি গো

বুঝি কপালে লেখেছে বিধি, খণ্ডাইবার উপায় নাই ।

দুঃখ লয়ে জন্ম আমার, দুঃখের নাহি পারাপার গো

ওগো কে ঘুচাবে দুঃখ আমার কি দিয়ে মন বুঝাই ।

কি দোষ দিব বিবাতারে, সকলি কপালে করে গো

ওগো আবদুল বারী কর্ম করে, কান্দিয়া কাল কাটাই । ৫

আবেগ, ২য় খণ্ড, সং ২৪, পৃ ১০ ; বা. বৈ. ভা. সং ৫, পৃ ৪১

বিরহ

প্রাণ সখি গো পিরিত কৈরে ঠেক্লাম বিষম দায়

আমি মনে করি আর যাবনা ঐ পাগল পাড়ায় ।

সখি গো লোকে বলে কলঙ্কিনী, আমি হলেম কুল নাশিনী

বলুতে গেলে হৃদয় ফেটে যায় সখি গো

আমার একুল গেল সেকুল গেল, না পেলেম আর কোন কুল

এখন আমি কি করি উপায় ।

সখি গো রাস্তার ঘাটে লোকে বলে, কোন্ রঙ্গে তুই পাগল হলে,

ধূলাবালি লাগাইয়ে গায় সখি গো,

মুড়াইয়া মাথার কেশ, ধরিয়াছ পাগল বেশ, লোকে কেন ঢিলা মারে গায় ।

সখি গো থাক্‌ব আমি গুসা কৈরে, আর যাবনা কালার ধারে

তবু কেন প্রাণে ঘাইতে চায় সখি গো

আমি রইতে নারি কালার টানে, চম্কে চম্কে উঠে প্রাণে,

তখন কি আর সহ করা যায় ।

সখি গো আর কত সহিব জালা জ্বলে পুড়ে হলেম কালা,

BCU 3061(1)

তবু কালায় ফিরে নাহি চায় সখি গো
আবছল বারী পিরিত করি, সমাজেতে হলেম বৈরি,
ওগো দেশ বিদেশে কলঙ্ক গীত গায় ॥ ৬

আবেগ, ২য় খণ্ড সং ২৭, পৃ ১৫

আত্মসমর্পণ

বন্ধু তুমি আমার ইয়ার প্রাণধন তুমি বিনে শূন্য দেখি মধুর বৃন্দাবন ।
যথায় তথায় যাওরে বন্ধু রাখিও স্বরণ, তুমি বিনে অভাগিনীর কে আছে আপন ।
তোমাতে সপিয়াছি জীবন যৌবন, যা বলুক তা বলুক লোকে ছাব্ব না কখন ।
ভেবে অভয় দাসে বলে যদি হয় মরণ, তবু না ছাড়িব বন্ধু তোমার শ্রীচরণ । ৭

আবেগ, ২য় খণ্ড, সং ৩৮, পৃ ২০

বিরহ

বন্ধে কেন ভিন্ন ভাসে মোরে প্রাণ সই গো লাগাল পাইলে জিজ্ঞাসিও তারে ।
সই গো সই আমার বাড়ীর দারে দিয়া, মোহন বাঁশী বাজাইয়া সদায় বন্ধে
আসা যাওয়া করে,
জিজ্ঞাসিলে কখনা কথা, লুকাইয়া যায়গা মাথা, আমার সনে শব্দ নাহি করে ।
সই গো সই এত ছিল ভালবাসা, প্রাণে প্রাণে মিলামিশা, কত যত্নে
রেখেছিল মোরে,
কৈ গেল সেই ভালবাসা, আমারে করল নিরাশা, কি জানি পড়িল তার অন্তরে ।
সই গো সই বন্ধে যদি বাসে ভিন্ অভাগিনী বাঁচব কয়দিন, তত্বহীন সদায়
চিন্তা করে,
আবছল বারী মিনয় করি, কৈও বন্ধের চরণ ধরি, দরদি আর কে

আছে সংসারে । ৮

আবেগ, ২য় খণ্ড সং ২৯, পৃ. ১৬

বাউল

হুনা বন্ধুরে আমার কি উপায়, এই ভাবে আর কত জনম থাকব জেল খানায় ।
বন্ধুরে হয়েছি আসামীরে বন্ধু বেড়ি হাতে পায় ; দেওনা মোরে খালাস কৈরে
ধরি তোমার পায় ।
বন্ধুরে মায়া জ্বালে হৈয়া বন্দি লোভেতে দৌড়ায় ধর্ম কর্ম সব হারাইলাম
বেলা গৈয়ে যায় ।
বন্ধুরে আবছল বারী হৈলেম বন্দি কলির ঘমুনায় ; কি করিব কোথায় যাব
পরছি বেকানায় । ৯

আবেগ, ২য় খণ্ড, সং ৩৯, পৃ ২০

জনা বন্ধুরে দুঃখিনীর ধন কানাই
 একবার এসে দেখা দাও দেইথে প্রাণ জুড়াই।
 বন্ধুরে কোন দেশেতে বশত কর ঠিকনা নাহি পাই
 জন্ম দুঃখি অভাগিনী ঘুড়িয়া না পাই।
 বন্ধুরে আপন বলতে এ জগতে আমার কেহ নাই
 তুমি যদি ভিন্ন বাস আমি কোথায় যাই।
 বন্ধুরে দয়া কর দয়াল বন্ধু দেখতে যেন পাই
 এবার না পাইলে দেখা পাছের আশা নাই।
 বন্ধুরে আবছুল বারীর মনের আবেগ কার কাছে জানাই
 তুমি বিনে বাথার ব্যাধি আমার কেহ নাই। ১০

আবেগ, ২য় খণ্ড, সং ৩২, পৃ ১৯

হাওয়ার বাঁশী দিবা নিশিরে বাঁশী বাজে গোপনে
 বাঁশীর হিসাব জানে যেই জনে সেই জনে চিনে।
 বাঁশীর হিসাব যেজন জানে, সে থাকে গহিন কাননে, আপন সন্ধানে,
 ওহে তারে কি আর অণ্ডে চিনে, রসিক বিনে।
 যে করেছে বাঁশীর দিশা, তার কি আছে অণ্ড নিশা শান্তিপূর বাসা
 ওহে সদায় সে দেখানে বৈসা, লাহরের ঢেউ গনে।
 সাদা বাঁশী কাল বাঁশী, বাজিতেছে দিবানিশি হাওয়াতে মিশি
 ওহে গ্রহতারা রবিশশী, ঘুরে বাঁশীর টানে।
 মধুর বাঁশী ঘরে বসি, বাজাওরে মন সঙ্গে মিশি হৈরা উদাসী
 ওহে বাজাওরে নিরলে বসি, অণ্ডে যে না জানে।
 আবছুল বারী ভেবে সারা, কি সন্ধানে বাঁশীর ধারা যাবে গো দরা
 ওহে অভয় চরণ হিসাব ছাড়া, কি করি এখনে। ১১

আবেগ, ২য় খণ্ড, সং ৩২ পৃ ২১

১০. আবছুল মালিক

বন্ধুরে মোর পথিক বন্ধু, কইও গিয়া শ্রামচান্দেয় লাগাল পাইলে
 আমায় আশা দিয়ে আইনে কুঞ্জে কেন সে চাইলে গেল

ও আমার কি দোষ দেখিয়া শ্রাম পায়েতে দলিলে ॥
সকাল থেকে বসে বসে এবে সাক্ষ হইয়ে আসে
চারিদিক হইল ঘোর অন্ধকার চোখে কিছু না ভাসে,
ওরে তবু না আইল শ্রাম আর কিরে দেখা না দিলে
এই দুঃখ মোর বলব কারে ভাসি আখির জলে ॥
আগে যদি জানতাম রে বন্ধু তোর পরাণ এত পাষণ
প্রেম কইরিয়ে দিবে ফাঁকি ওরে নিদয় পাষণ
ওরে, প্রেম পিঞ্জিরে পুইরে, ছুহাতে বাধিয়ে রাখতাম তোরে গলে
আমার কিসে যে কি হইল হায়রে (মোর) এই ছিল কপালে ॥ ১
প্রেমের দেওয়ানা ১ম খণ্ড, সং ৪, পৃ ৩ ; বা. বৈ. ভা. সং ৭, পৃ ৪২

১১. আবদুল মালী

দেহতর

রাগ ভাঙ্গা

পরান বেদনি সহ জনম বিফলে গেল বৈয়া । ধু
রস নিলা বঁস নিলা রূপ নিলা হরি ।
মিছামিছি মায়াজালে বন্দী হৈয়া মরি ॥
না চিনিলাম ঘাটের ঘাটিয়াল কেমন জনা ।
এ তন ভেদিয়া দেখ কেহ নহে আপনা ॥
দুঃখ নিবারণ বাণী কহে আবদুল মালী ।
বিচারিলে কি ধন পাইবা ভাণ্ড হৈলে খালি ॥ ১
বা. বৈ. ভা. সং ৬, পৃ ৪১ ; মু. ক. প. সং ৩৩৩, পৃ ১৩৪

১২. আবদুল্লা

বাউল

একটি ফুলের তিনটি রসে আদম-শহর
সিং দরজা খুলিয়া রাখলে লুছকা কি সুন্দর ॥
দশটি জিলা নয়টি থানা আরো চৌদ্দ জেলখানা,
চাইর কাচারি আটনঘরে রাখনি খবর ॥
বোম্ব জনে দেয় পাহারা, চারিজন শহর বেড়া,
সদরেতে এক সিরিত্তা, মুরশিদে শহর ॥

ছনিয়া স্বপনের ঘোর ; ভাই বন্ধু সকলি পর,
 মন-কানাইয়ে বাজায় বাণী অঙ্গলের ভিতর ।
 কোরান-হৃদিছ পড়ে ভাই, আপন ঘরের খবর নাই,
 তব জাইনে মত্ত হইয়ে মরার আগে মরো ॥
 আবছুরা ও দীনহীন, আপন খোদা, আপনে চিন,
 না চিনিলে নবীর দিন উপায় কিরে তোরা ॥ ১
 শ্রী. লো. স. সং ২০৪, পৃ ১৬৮

১৩. আবাল ফকির

বাণী

বড়ারি

মুড়রি আনিয়া দে রাধা মোরে ; (শ্রামের) মুরড়ি আনিয়া দে মোরে । ধু ।
 ঠিক ছপুন্নিয়া বেলা, কদম তলে নিদ্রা গেলা, মুরড়ি লই গেল করে ।
 নিদ্রার আলসে রাই, ঘুমেতে চৈতন্য নাই, মুরড়ি লইয়া গেল চোরে ॥
 হাত লাড়োলাড়ি, বাহ ঝাড়াঝাড়ি, একলা পাইয়াছ মোরে ।
 তোমার মুরড়ি, আমি যদি নিয়া থাকি, এই সাইদ বোলাইবা কারে ॥
 আবাল ভাগিনা, না চাওরে আদ্বিনা, ধূলে লোটাই (আ) কান্দে । (?)
 আবাল ভাগিনা দেখি, কোলে লইলুম, সেই মোরে কুবোল বোলে ॥
 রাবিকা কানাইয়া, জল পরীক্ষিতে, কানাইয়া নামিল আগে ।
 আবাল ফকির কহে, এই বাক্য মন্দ নহে রাবিকারে বড় দয়া লাগে ॥ ১
 বা. বৈ. ভা. সং ৮, পৃ ৪২ ; ব্রত, পৃ ২৭ ; ম. ক. প. সং ৮১, পৃ ৬২

১৪. আবুল ছুছন

রাগ বাউলা ছপদী

রূপ

অপরূপ বরণ গো রূপ দেখ যমুনায়ে ।
 দেখ যমুনায়ে এগো সখি দেখ যমুনায়ে ।
 নবীন যুবতী নারী জল আনিতে যায় ॥

বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা

কুল মান ঘৈবন দিয়া রূপ নিহারী চায় এগো সখি ।

কাজল বরণ দুইটি আংখি যার পানে চায় ॥

যুবতি রমণীর মন কাড়ি লইয়া যায় এগো সখি ।

কদম তলে আংখি ঠারি ডাকে শ্রামরায় ॥

আবুল হুছন বলে গুরু ইসারায় এগো সখি দেখ যমুনায় । ১

পিরিতের ঢেউ, পৃ ৪

রাগ বাউলা গৌর

গৌরান্দের রূপ

এক মুখে পারি না গো আমি গউর রূপ বাখানি ॥

গউর রূপ বাখানি গো সখি গউর রূপ বাখানি ।

অপরূপ গউর রূপ নির্মল বরনি ॥

ঐ রূপের তুলনা যিনি বিজুলী নিশানি গো সখি ।

স্বনার বরন গউর মুখে মধুর বাণী ॥

ঐ রূপে হরিয়া নিল যুবতীর পরানি গো সখি ।

আবুল হুছন বলে গউর মর্ম জানি ॥

অন্তিম কালে মনে আশা গুরুর চরণখানি গো সখি গউর রূপ

বাখানি । ২

পিরিতের ঢেউ, পৃ ২

রাগ বাউল ছপদী

রূপ

ঐ রূপ দেখাইয়া গো গেল, অবুলা বধিয়া ॥

অবুলা বধিয়া গো সখি অবুলা বধিয়া ।

একাকী নিরালা ঘরে আছিলাম স্থইয়া ॥

আছানক কি দেখিয়া উঠিলু কান্দিয়া গো সখি ।

মুখেতে মধুর হাসি গলে মালা দিয়া ॥

কালিয়ার কাজল আংখি প্রাণী নেয় কাড়িয়া গো সখি ।

নিরলে বন্দুয়া আইসে রাজ পদে দিয়া ॥

আবুল হুছন রইলা ঐ পদ হারিয়া গো সখি, আবুলা বধিয়া । ৩

পিরিতের ঢেউ, পৃ ২



রাগ বাউলা ত্রিপদী

বিরহ

ও প্রাণ সখি গো আইল না রাধার মনচুরা ।
 দুই নয়ানে বহে জলধারা গো আইল না রাধার মনচুরা ।
 গহিন রাত্রির কালে, আছিলু নিরালা ঘরে, কি হেরিলু
 বিছুলী সঙ্কারা গো ॥
 মাথার কেশ ছুভাগ করি, ঐ বন্দের চরণে ধরি, সেই অবধি
 পাগলিনীর ধারা গো ।
 আবুল হুছনে বলে, মাধবী লতার তলে, বাঁশী বাজায়
 মূনির মনচুরা গো ; আইলনা রাধার মনচুরা । ৪
 পিরিতে ঢেউ, পৃ ৭

রাগ বাউল ছপদী

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

নবীন কালিয়ার রূপ দেখ গো আসিয়া ।
 দেখ গো আসিয়া সখি দেখ গো আসিয়া ॥
 গেছিলাম যমুনার জলে কলসী লইয়া ।
 দু নয়ান জলে নিল আমার কলসী ভাসাইয়া ॥
 যে যাইব জলের ঘাটে নতুন যৌবন লইয়া ।
 ঐ বন্দের চরণে দিব কুল মান সপিয়া ॥
 আবুল হুছনে বলে মেরূপ না পাইয়া ।
 নয়ানের পলক বাদী দেখিলাম ভাবিয়া ॥ ৫
 পিরিতের ঢেউ, পৃ ৩ ; বা. বৈ. ভা. সং ৯, পৃ ৪৩

রাগ বাউলা ছপদী খেম

বিরহ

বন্ধুয়ার মরম গো সখি কইমু বাথানিয়া ॥
 কইমু বাথানিয়া গো সখি কইমু বাথানিয়া ।
 যেই বেলা পিরিতি কইলা গোপনে আসিয়া ॥
 কুলে লইয়া মূই অভাগি আছিলাম হুইয়া গো সখি ।
 হাসি খেলি প্রাণের বন্ধু গেলা গো ছাপিয়া ॥
 ঘর থাকি বাহির হইয়া আমি উঠিলাম কান্দিয়া গো সখি ।

আবুল হুসেন বলে মনেতে ভাবিয়া ॥

কেবল কালিয়ার কেশে রইয়াছে ছাপিয়া গো সখি কইমু বাথানিয়া ॥

বন্ধুয়ার মরম গো সখি কইমু বাথানিয়া । ৬

পিরিতের ডেউ, পৃ ৭

১৫. আমান

বিরহ

কে মিলাইবো, কে মিলাইবো, কে মিলাইবো কান ? ঘটে না রহে পরাণ ॥

কি জানি কি হৈল, কি দিয়া কি কৈল, কি জানি করমে (আছে ?) কি ।

কি না দোষে কালা, দিলা এখ জালা, প্রাণি লৈয়া যাএ তেজি ॥

কি জানি এমন, কালা নিদারুণ, ভুলি [আ] রহল দূর দেশ ।

অনঙ্গ বেদন, মদন দহন, তহু ছাড়ি প্রাণ শেষ ॥

এই চান্দ চন্দন, শীতল মঙ্গল, আন ন ভাবিয়ে অঙ্গ ।

হীন আমানে ভণে, এ তিন ভুবনে, দেখ কানাই তোফার সঙ্গ ॥ ১

বা. বৈ. ভা. সং ১০ ; পৃ ৪০ ; অ ৪, পৃ ২৩

১৬. আশ্বর আলী

মাথুর

সখি, চল্ গো মোরে লইয়া, মথুরাতে প্রাণ-বন্ধুয়ার চরণ দেখি গিয়া ॥

আর সে পারে বন্ধুয়ার বাড়ী, মথ্যেতে নদীয়া ।

ওরে, কে হইব পারের মাঝি, কে যাইব বাইয়া ॥

আর গোকুলের যতই নারী মজ্জণা করিয়া,

এগো, রাধার সনে ফুল আনিতে রহে দাঁড়াইয়া ॥

আর যে জন রসিক হওরে পসার পাতিয়ে ।

এগো, পর মারিয়া সোনাপুরে গেলেহু চলিয়া ॥

আর রাধিকাও জলে যাইতে রদির বিষম জালা ।

এগো, কান্দিয়া বলে বিনোদিনী রাই, আবে ধরে ছায়া ॥

আর রাধিকাও জলে যাইতে মেঘের আফারিয়া ।

ওরে, চিত্তরঞ্জিনী দাসী, বারইল মোমের বাস্তি লইয়া ॥

আর আশ্রয় আলী বলছে, ধনি, কারবায় রইলায় চাইয়া

ওরে, আইতরা-আইতরা শ্রাম-কালচান্দ মুররী বাজাইয়া ॥ ১

হি. লো. স. সং ৩১৯, পৃ ৩০২

১৭. আরকুম

গান হকিকত ছপদী

বিরহ

আজ কালার পিরিতে রে সাম আজ কালার পিরিতে,
জাতিকুল সরম ভরম সব দিলাম তার হাতে । ধু
ভাই বন্ধু ইষ্টি কুটুম যা আছে জগতে,
সবে বলে কুল ডুবাইছি দাগ লাগাইছি জাতে ॥
বন্দের জালায় তলু কালা কইতে বুক কাটে,
না জানি করিয়া প্রেম এত দুঃখ ঘটে ।
কাজ নাই আমার কুল মানের, কাজ নাই আমার জাতের,
পাইলে সম্মানী হইয়া জাইমু তার সাথে ।
পাগল আরকুম বলে সব খুয়াইলু মাস্তকের পিরিতে,
অবশ্য আসিয়া কালা মিলিব তার সাথে । ১
হকিকতে সিতারা, পৃ ৪১

গান হকিকত ছপদী

বিরহ

আজ নিশা কালে রে সাম, আজ নিশা কালে
আমারে ছাড়িয়া কারা কার কুঞ্জে রহিলে । ধু
মমের বাতি সারা রাত্রি, জুড় পালঙ্গে জলে
দহাওণে প্রাণ বন্ধু আইস রাধার কুলে ।
চুয়া চন্দন, করিয়া যতন, রাখিয়াছি বুতলে,
গাখিয়া বনফুলের মালা দিতাম তুমার গলে ।
আরসি পড়সি লোক, প্রভাতে জাগিলে,
ছাপাইয়া রাখিমু বন্ধু নিরালা মহলে ।
পাগল আরকুম বলে, শিশুকালে প্রেম না করিলে,
না আসিব প্রাণ বন্ধু রাত্রি নিশাকালে । ২
হকিকতে সিতারা, পৃ ৪২ ; বা. বৈ. ভা. সং ১১, পৃ ৪৪

আজ বাশির স্বরে রে সাম আজ বাশির স্বরে ॥
 কলঙ্কিনী মন উদাসী করিলায় আমারে রে । ধু
 কানাইর বাশিয়ে রাধা খুশি রইলে রাধার ঘরে,
 নিশাকালে কদমতলে বাজে মধু স্বরে
 কানু রাধা নয়নে জুদা থাকইন এক বাসরে,
 বাশি লইয়া টানাটানি নিকুঞ্জ মন্দিরে ।
 জলের ছলে রাধা গেলে যমুনার কিনারে,
 কানাই তার সঙ্গের সাথী ঝাকাকুরি করে ।
 পাগল আরকুমে বলে বৈবন গেলে কে যাইব কার ধারে,
 তে কেনে আজ রাধা কানু এত বিবাদ করে । ৩
 হকিকতে সিতারা, পৃ ৫১

আজ রাধার ঘরে রে সাম আজ রাধার ঘরে
 আসলে পরে মধুদান করিব তুমারে । ধু
 গুলাব মাধবী চাম্পার খুসব উড়ে বাহারে,
 ভ্রমর হইয়া উড়িয়া আসি থাইয়া যাও তারে ।
 যুবতী বধুর কমলামধু উতুলিয়া পড়ে,
 তুমি বিনে যৈবন দান করিব কাহারে ।
 পাগল আরকুম বলে কুল মজিলে কে পুছিব কারে,
 দিন থাকিতে মাশুক যে জন ডাকিয়া লও তারে । ৪
 হকিকতে সিতারা, পৃ ৫১

আমার বুকে যে আগুন গো হায় গো ললিতা সখি
 তোমরা তার ভেদ কেও জান না, আমারে কেও দোষ দিও না । ধু,
 আমি দাসী কুল বিনাসীর এই সে ভাবনা,
 গুরে পিরিত করি ছাড়িয়া গেল গো হায় গো ললিতা সখি
 কিরিয়া সে আর আইল না ।

ভাসাইয়া প্রেম সাগরে ফিরিয়া চাইল না ।
ওরে ডুবিয়া যদি মরি আমি গো হায় গো ললিতা সখি
রইব দুঃখ চরণ পাইলাম না ।
জিতে মরা জ্ঞান হারা না হইলাম দেওয়ানা
ওরে জগতে কলঙ্কী হইলাম গো হায় গো ললিতা সখি
তবু বন্ধের দয়া হইল না ।
পাগল আরকুমে বলে, প্রাণ না দিলে মাশুক মিলে না,
ওরে পার যারা ধর তারা গো হায় গো ললিতা সখি
মুই দাসীর আশা পুরল না । ৫
হকিকতে সিতারা, পৃ ২০

গান হকিকত ত্রিপদী

বাউল

আমি প্রেমের ঔষধ কোথায় পাই, লোকে বলে কলঙ্কিনী রাই । ধু
জগতবাসী বন্ধের দায়, লোকে আমার ঘোষণা গায়,
ওরে সকলি তোমার খেলা ও প্রভু আমি কিছু জানি নাই ।
তুমি প্রভু আলেক সাই, আমার জাতি কুলের কার্য নাই,
ওরে দুঃখিনীর এই বাসনা ও প্রভু কেবল পদের ছায়া চাই ।
যে করে পিরিতের খেলা, তার লাগি কলঙ্কের ডালা,
যারে দিছ প্রেমের ছায়া ও প্রভু তার সমান আর সূখী নাই ।
যে করে পিরিতের খেলা তার মাথায় কলঙ্কের ডালা
আমি তুলিয়া লইয়াছি মাথায় ও প্রভু নবিজীর সকাতে চাই ।
পাগল আরকুমে গায় ও মুরসিদ ধরি তোমার বান্দা পায়,
ওরে কিছু মাত্র করিলে দয়া ও প্রভু পাপী তোমার তরিয়া যাই । ৬
হকিকতে সিতারা, পৃ ১৮

গান হকিকত ত্রিপদী

বিরহ

ও আমি পিরিত করি কলঙ্কিনী হইয়াছি গকুলে,
প্রেমানলে সজ্জনী সদায় জ্বলে । ধু
প্রেম করিলাম শিশুকালে, চিরদিন রহিবে বইলে,
হায়রে কোন অপরাধে প্রিয়ে আমারে ছাড়িলে ।

প্রেমের সাগর তুমি হায়রে জনমের পিয়াছা আমি,
 হায়রে দরশনের জল ঢাল আমার আগুনে ।
 এমন কেহ গুণী হইত, আমার কলিজা চিরিয়া চাইত,
 হায়রে দেখাইতাম আগুনী তারে, জলিতেছে কি হালে ।
 পাগল আরকুমে বলে, আমার মাস্তকের দয়া না হইলে,
 হায়রে জনমের কুলটা আমি একালে সেকালে । ৭
 হকিকতে সিতারা, পৃ ২৪

গান হকিকত চৌপদী

বাউল

চাইর চিজে পিঞ্জিরা বানাই মোরে কইলায় বন্ধ ।
 রে বন্ধু নির্ধনীর ধন, কেমনে পাইমূরে কালা, তোর দরশন ॥ ধু
 সমুদ্রের জল উঠে বাতাসের জোরে, আবর হইয়া ঘুরে পবনের ভরে ।
 জমিনে পড়িয়া শেষে সমুদ্রেতে যায়, জাতেতে মিশিয়া জাতে তরঙ্গ খেলায় ॥
 তুমি আমি, আমি তুমি জানিয়াছি মনে, বাঁচিতে জগিয়া গাছ
 বাঁচি ধরে কেনে ।
 এক হইতে দুই হইল প্রেমেরি কারণে, সে অবধি আশিকের দিলে
 করে উচাটন ॥
 পরিন্দা জানোয়ার যদি কোনো এক কলে, জ্ঞাতি ছাড়া বন্ধ হয়
 শিকারীয়ার জালে :
 কি হালে জিন্দগী কাটে বন্ধখানায় তার, মাস্তক হইয়া করে
 আশিকের বিচার ॥
 আশিক-মাস্তক যদি থাকে দুইস্থানে, টেলি দিয়া খুশির মঙ্গল যদি জানে ।
 বিনা দরশনে কীলা বাঁচিব জীবন, শুন প্রভু প্রাণ দিয়া মোর নিবেদন ॥
 পাগল আরকুমে কয়, মাস্তক বানিয়া, ছয়াঙ্গ পাতিয়া থইছইন উলুরে গাথিয়া ।
 আহা করিতে যদি না যাইত মন, না লাগিত প্রেম-লাঠা, না হইত মরণ ॥ ৮
 শ্রী. লো. স. সং ১৭১, পৃ ১০২ ; হকিকতে সিতারা, পৃ ১২

গান হকিকত ছপদী

দেখছিবিধি কালরূপ কালনাগে ডংসিলো মই,
 তারে পাসরী গো আমি কেমনে গৃহে রই ।

সখি গো ঘড়ি ঘড়ি উঠে মনে মন বান্দিয়া থই,
 আংকির জলে বুক ভাসিয়া যায় যে জল ওবসনে গো লই ।
 সখি বন্ধের স্থখে প্রেম কাটকে দিবা নিশি রই,
 পক্ষী হইলে উড়িয়া যাইতাম দেখতাম বন্ধু আছে কই ॥
 সখি গো তন থইয়া মন গো নিল আর কত দুঃখ সই,
 পিঙ্গর থইয়া পাখী নিল কোন বৃক্ষেতে যাইয়া গো বই ॥
 সখি গো পাগল আরকুমে বলে বন্ধু ধানের থই,
 ভুই পালাইয়া সার চাইলে দেখবায় বন্ধু আছে গো কই । ২
 হকিকতে সিতাবা, পৃ ৬১

গান হকিকত ত্রিপদী

বিরহ

দেখা দিয়া কইলায় মোরে প্রেমের দেওয়ানা, হায় রে রহিল দেহার কল্পনা,
 দরশন দেও নাথ প্রাণ বাঁচে না ॥ ধু
 একদিন গেলাম রে বন্ধু যমুনার তলে, শ্রাম রূপ দেখিলাম আমি কদম্বের তলে,
 ওরে সে অবধি দুই আখির জল বারণ হইল না, হায়রে আমার কালিয়া
 সোনা ।

দরশন দেও নাথ প্রাণ বাঁচে না ।
 আর বন্ধুয়ার রূপ খানি দিলে থইলুম লেপি, ইচ্ছা হইলে দুই আখি মুজিয়া রূপ
 দেখি ।
 হায়রে চন্দ্র সূর্য না হয় তার রূপের তুলনা, হায়রে ওরূপ পাইয়া পাইলাম না ।
 দরশন দেও নাথ প্রাণ বাঁচে না ॥
 রূপ হইতে বাহির হইয়া রূপে রূপ দরিত চায়, গোকুল নগরে ও রূপ ধুড়িয়া না
 পায় ।

বাতাইয়া দেও মুরশিদ রূপের নিশানা, হায়রে ও রূপ কিরূপ নমুনা ।
 দরশন দেও নাথ প্রাণ বাঁচে না ॥
 পাগল আরকুমে কয় প্রেমেতে মধুর, নাইরে ও তার কুল-কিনারা
 কাম-সমত্বর ।
 ওরে যে পড়িয়াছে ভাসিয়া গেছে, হইছে দেওয়ানা, নাইরে ও তার জাতের
 ঠিকানা । ১০

বাংলার শক্তি, ১৩৪৬ আখিন, পৃ ২২ ; শ্রী. লো. স. সং ১২৩, পৃ ১৭৮ ; হকিকতে সিতাবা, পৃ ১২

নবীন যুবতী না লো গগনের শশী,
 ওরে লাগাইলায় অবলার গলে প্রেম রসির ফাঁসি, লো নবীন যুবতী । ধু
 যুবতী লো প্রথমে পিরিতি হইল ছহার নয়নে, একেতে দ্বিগুণ হইল মুখের
 জ্বানে ।
 সে হনে পিরিতের শেল লাগিয়াছে দিলে, হায়রে তুষের অনল যেমন ঘইয়া
 ঘইয়া জ্বলে ।
 যুবতী লো ভ্রমরা ফুলের জন্তে করে অবেষণ, সেরূপে চিন্তিতে আমার করে যে
 ভ্রমণ ।
 খাওয়া পিয়া সওয়া বসা না পাই আরাম, প্রেম চিন্তা ভাবে থাকি ছবে কিবা
 শ্রাম ।
 যুবতী লো আশক পিয়াছা জানি মাশুক সবৎ, না লাগে তোমার দিলে কিছুই
 মহৎ ।
 আশক বেচারী যদি মরে এই হালে, না জানি বিধাতার লেখা কি আছে
 কপালে ;
 যুবতী লো তোমার সনেতে আমার এই আলাপন, ভিন্ন না বাসিবে মোরে
 থাকিতে জীবন ।
 কোন অপরাধ দেখি মোরে বাস ভিন, যৌবন লইয়া ভবে রইবায় কতদিন ॥
 যুবতী লো পাগল আরকুমে বলে হইয়া অজ্ঞান নয়ন থাকিতে আমি জগতের
 আন্ধ ।

মাফাতে হকিকি মাশুক তারে নাহি দেখি,
 হায়রে মজাজি মাশুকের চিন্তায় আমি দিবানিশি থাকি । ১১
 বাংলার শক্তি, ১৩৪৬ আশ্বিন, পৃ ৯৯ ; হকিকতে সিতারা, পৃ ১৫

পদ্ম ছুড় যমুনাতে যাই রে নন্দের গোপাল রে । ধু
 গোপাল রে জল নাই মোর কলসীতে, চলিছ যমুনা যাইতে রে
 ও রে পদ্মে কেনে দেও পরিবাদ রে ।
 গোপাল রে কোন ছুয়াবে আইলায় ঘরে,
 চিনিতে না পাইলাম তোরে, ও রে নিদ্রা গেলে লনী করো চুরি রে ।

গোপাল রে তুমি থাইলায় লনী থানি রাধা হইলাম কলঙ্কিনী রে
ওরে লোকে বলে আমি অপরাধী রে ।

গোপাল রে ননদী মোর আগছ্যারে সদায় বিবাদ করে ।

ওরে আমি নারী কেমনে হইমু বার রে ।

গোপাল রে যদি সে সন্ধান কর ননদী মারিতায় পার,

ওরে স্থখে করি প্রেম আলাপন রে

গোপাল রে যদি তোর ছিল মনে, কান্দাইতে রাত্র দিনে রে,

ওরে তবে কেন বাড়াইলায় পিরিতি রে ।

গোপাল রে পাগল আরকুমে বলে ননদীরে দূর কইলে রে

ওরে বন্ধের সনে হইব মিলন রে । ১২ •

হকিকতে সিতারা, পৃ ৪০ ; শ্রী. লো. স. সং ৮২, পৃ ৭৪

গান হকিকত ত্রিপদী

ছঃখ নিবেদন

প্রাণনাথ আইও আইও কলঙ্কী রাধার মন্দিরে । আসলে কালা মনের জালা

পাশরিয়া ঘাব গো দূরে ॥

কলঙ্কী রাধার মন্দিরে নিশাকালে একাতনা, হয়না জানু লোকের গো জানা,

জানলে লোকে প্রেম রবে না আর নয় দরজার ঘর পরে চকি দেয় পারা

দারে ॥

তুমি হইও মনচুরা, শিং দরজায় আমি গো খাড়া,

দেখলে পরে কাজ হবে পূরা, রসরঙ্গে করব খেলা স্তুতি পালঙ্গ পরে ॥

প্রেম করিলাম শিশুকালে বন্দী আছি স্বামীর গো জালে, বাইর হইতে না

দেয় কোন কলে

এখন যদি না দেও গো দেখা বিষ খাবাইয়া মার গো মোরে ॥

পাগল আরকুমে বলে জনম আমার গেল বিফলে

আইলনা শ্রাম যৌবনের কালে মরণ কালে দয়ার মুরশিদ দেখা যদি দেও গো

মোরে ॥ ১৩

হকিকতে সিতারা, পৃ ৬৪

গান হকিকত ত্রিপদী

বিরহ

প্রেম দিয়া নিলায়নি ত্যোজিয়া রে বন্ধু কালিয়া, হায়রে, জানি না বন্ধু কি দোষ

লাগিয়া । ধু

তোর লাগি কুল মান গেল জগতে কলঙ্ক রইল, গো হায়রে, তাপিনীয়ে নিলায়নি
 বদিয়া,
 প্রেম করি হইলে ছাড়া, পুরুষ নাই নারীর জোড়া গো হায়রে, প্রাণ থাকিতে
 জীবনেতে মরা রে বন্ধু ।
 শিশুর হাতে দিয়া কলা বাড়াইলায় পিরিতে আলা, গো হায়রে, কাড়ি নিয়া
 বদিলায় অবলা বন্ধু ।
 প্রেম পিয়াছে দেহা জলে, দরদ নাই তোর পাশাণ দিলে, গো হায়রে, একবার
 আসি না লইলায় কোলে রে বন্ধু ।
 ভব নদীর কুলেতে বইয়া মানব জনম গেল গইয়া গো, ও পাগল আরকুম বলে না
 চাইলায় কিরিয়া রে বন্ধু । ১৪

হকিকতে সিতারা পৃ ৪৬

গান হকিকত ছপদী

বিরহ

বন্ধু রে তোর প্রেমের মালা দেও রে আমার গলে, পইরিয়া বেড়াইতাম আমি
 গোকুল নগরে রে । ধু
 তোর নামের ভিখারী হইয়া মাদিয়া যদি থাই, ও রে এই জনমের মত আমার
 হুখের সীমা নাই রে ॥
 লোকে যদি বলে তোমার প্রিয়া থাকে কই রে, আমি বলমু আমার কোলে তার
 কোলে মুই রইরে ॥
 জাতি কুল সরম ভরম করিমু তেয়াগ ; পূরাও মনের আশা আলাও দেহার
 আগ ॥
 পাগল আরকুমে কয় জনমের পাগল, ওরে মাস্তক দরক্ত বটে, আশিক তার
 ফল রে ।
 ফলে যদি খিয়াল করে দরক্তার আছল, পাশাণ দিলে ধরিয়া থাকে মারিয়া
 চঞ্চল । ১৫

হকিকতে সিতারা, পৃ ৩

গান হকিকত চৌপদী

বিরহ

বিনা দরশনে অঙ্গ জলিয়া হইল ছারখার, মনের দুঃখ রইল মনে কলঙ্কী রাধার । ধু
 প্রেম শিখাইয়া শিশুকালে, কুলের বার কারিয়া নিলে, না রাখিলে জাতের বিচার ;
 হায় রে একুল সেহুল গেল গলায় কলঙ্কের হান ।

যে যারে কলঙ্কী করে সে যদি না দয়া ধরে, অন্তে কি তার করিবে বিচার ।
 হায় রে মায়ের কুলে শিশু মইলে শেষে দুঃখ লাগে কার ॥
 ঘুরি আমি দেশ বিদেশে, না বলি কাহারও কাছে, মনের দুঃখ করিয়া প্রচার ।
 হায় রে দিবানিশি কাল বৈকাল আছি বন্ধের ইন্তিজার ॥
 অঙ্গ প্রেম বিধে, উঝা নাই নগর দেশে, জলে দেহা অগ্নির আকার ।
 দরশন দিয়া বন্ধু প্রাণী রাখ অবলার ॥
 পাগল আরকুমে বলে, এক্ষেতে আশিক জলে, মাণ্ডকেরে পাইতে দিদার ।
 বন্ধে যারে করে দয়া আশা পূরা করে তার ॥ ১৬
 হকিকতে সিতারা, পৃ ১৩

গান হকিকত দরখাস্ত

বিরহ

মোরে লও সঙট উদ্ধারী বন্ধু প্রেমিকের কাণ্ডারী । ধু
 চাইনারে তোর দালান কোঠা, চাইনা ঘরবাড়ী ॥
 প্রেম ভিক্ষা দেও প্রাণনাথ, আমি দুই চরণে ধরি রে বন্ধু ॥
 জল ভরি সারি সারি গেলা সব পরি, খালি কুন্ত কাছে লইয়া আমি যমুনাতে
 ফিরি ॥
 যদি না দেও কলসি ভরি, দেওরে হিয়ায় ছুরি ; সরম হনে মরণ ভাল, আমি
 জলের ঘাটে মরি ॥
 আচ্ছির জলে পাষণ গলে দিবানিশি ঘুরি,
 পাগল আরকুম বলে দুঃখ নাই দিলে, যদি কলসি ভরি মরি রে, বন্ধু ১৭
 হকিকতে সিতারা, পৃ ৭ ; শ্রী. লো. স. সং ২৪৮, পৃ ২১৩

গান হকিকত দুপদী

বিরহ

গ্রাম বিনোদিয়া বন্ধু রসের বিনোদিয়া, কোন অপরাধে গেলায় আমারে
 ছাড়িয়া । ধু
 শইলে স্বপনে পাই রাত্র নিশাকালে, দিবসে দেখিতে পাই দুই আশি মুজিলে ।
 আমি তোমার পোষা পাখী তুমি আমার প্রিয়া, পিপাসা চাতকী আছি পুষ
 তাকাইয়া ।
 আসব কবে দেখা হবে জুড়াইব হিয়া, পাষণে বাঙ্কিয়াছ বুক আমার পাসরিয়া ।
 আলিপ রে কাক মিম এক্ষেতে জলিয়া মিমরে জিম হু চায়ে দরশনের লাগিয়া ।

পাগল আরকুমে বলে চাইলে মিলে বন্ধুরে ধুড়িয়া, আলিপ লাম মিমের মধ্যে
রহিয়াছে ছাপিয়া । ১৮

হকিকতে সিতারা, পৃ ৫০

১৮. আলাওল

মুহি সারঙ্গ

মিলন

আজু স্নেহের নাহি ওর আনন্দে মন বিভোর
শ্রীপতি আসে চিত্তের মানসে নাগর সদন মোর । ধু
কাক পিক শশোদর চন্দন ফুলে ভ্রমর আছিল অহিত এবে ভেল মিত
বহল বাহিণী সঙ্গ বিরহ মত্ত মাতঙ্গ মধুরি মদন শর রঙ্গ
হরি দরশনে অঙ্গ পরশনে সসৈগ্য় হইল ভঙ্গ ।
সুধারস গুণনিধি আনি মিলায়ল বিধি বহল যতনে দেব আরাধনে
ভেল মনোরথ সিদ্ধি ।
রূপে তুমি পঞ্চবাণ নানা রসে অবধান শ্রীযুত মাগন আরতি কারণ
হীন আলাওল ভাণ । ১

ম. বা. গী. সং ১৬৩, পৃ ১১৪ ; মু. ক. প. সং ১৭২, পৃ ৮৮

ভুজঙ্গ প্রয়াত

প্রার্থনা

আয় দীনবন্ধু এ দুঃখসিদ্ধ আপনারে না পারে । বিহু স্নেহ বিন্দু । ধু
তোহ সব উক্তি করে । তোহে ভক্তি নাহি আন শক্তি না হয় কোন মুক্তি
নাহিক রাজে তুয়া এক সাজে এ ভব হাটে ভয়ঙ্কর রাটে ।
মায়া পাপকারী সব দুঃখ ভারী দুর্গম নিবারি বিপক্ষে উদ্ধারি ।
হও মোত দয়া কর রঙ্গ মায়া তুহো যাহে ভায়া ভীত হো যে পায়
অতি দুঃখ জ্বালা ভরা চিত্ত কালা তুহো অগ পালা উদ্ধারিহ দয়ালা
চতুর ব্রজানা মোহাম্বদ থানা আরতি মানা আলাওলে ভাণা । ২
মু. ক. প. সং ৩৬৮, পৃ ১৪১

রাগ পঞ্চম

অম্বরগ

আল সজনি তরু অবলম্বনে কে । ধু
শ্রামরূপে দেখিয়া প্রাণি বিদারল

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা শেল হানিছে

মজাইতে কুলে ভণে আলাওলে মরমে সাধ হৈছে ॥ ৩

মু. ক. প. সং ১০৪, পৃ ৬৮

পঞ্চম

বিরহ

আ লো সখি কহ মুখে কৈ.স মিলায়ব কান ঘটে ত না রহে প্রাণ ! ধু
না জানি কি হৈল, কি দিয়া কি কৈল, না জানি নসিবে আছে কি ।
বিনি দোষে কালা, দিলা এত জালা, ঐ না ছুখে প্রাণ যায় তেজি ।
অবিরত পোড়ে মন, কালা মোকে নিদারুণ, তুলিয়া রহিলা ভিন্ন দেশ ।
বিরহে দারুণ মদন দাহন, তনু ক্ষীণ প্রাণি শেষ ॥

চন্দন আগর শীতল মন্দির, কিছু না লাগএ অঙ্গে ।

হীন আলাওলে ভণে, এহি না ছুখে রহিল মনে, ক.নাইয়া দেখা না হৈল তোর

সঙ্গে ॥ ৪

কাবামালক, পৃ ২৬ ; ব্র ৩, পৃ ৪ ; ম. বা. গী. সং ২৪৬, পৃ ১৭১ ; মু. ক. প. সং ২২৫, পৃ ১০১

রাগ বিভাগ

রূপ

একি মিতা কি কহব মুই তুখে ঠাম

লতিকা অধিপতি লাস লীলা ময় হেরিতে হরএ মন কাম ॥ ধু

দামনত লতাএ চান্দ কি উললিহি চকোর তুলসি স্বধা কাজে ।

সিন্দুর সুর মুখ অধিপতি সম স্বধ ভুলিহি রাহ কোর মাঝে ।

মনোহর কুচস্থল কাঞ্চন যুগল শ্রীকল নীল জড়িত পরকাশে ।

রসে অলি-যুগ ভুলি মুদিত কমলে বুলি তুছ পরে কত লনী আছে ।

কহে ফতে খানি জোহি পাইল ধনি মোহি পুরুষ বর জান ।

পূরল মনোরথ সকল কলাবত শ্রীআলাওল ভাণ ॥

মু. ক. প. সং ৩২, পৃ ৪২

গর্জরী ভাটীয়াল

রূপ

কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে লো নগর কানাইরে, শ্রাম কি দেখিলাম

যমুনার ঘাটে ? ধু

দক্ষিণে নাচএ ভুরু, সমনে কম্পএ উরু, পাপিনী সাপিনী হৈল বাম ।

আভাবে পড়িল বাধা, মুই কলঙ্কিণী বাধা, না জানি কি হয় পরিণাম ॥

মুই যদি জানিতুম বাটে, কানাইয়া যমুনার ঘাটে তবে কেনে ভরিতে

আইলুম জল ।

কৈয়াছিল গুরুজনে, সে কথা না ছিল মনে, পাইলাম তার প্রতিকল ॥
জন্ম মেঘের আড়ে, যুগল খঞ্জন নাচে, তা দেখিয়া পড়ি গেলুম ভোলে ।
হেন কতু না দেখিছি, লোকমুখে না শুনিছি, হেন পক্ষী আছএ গোকুলে ॥
বংশী বটের তলে, ছায়া নাহি স্তম্ভোভিত, তাতে বসিতে না লয় মন ।
অরুণ কিরণ তাপে, মু'খানি শুকাই যাবে, ক্ষুধাএ আঁখি অরুণ বরণ ॥
কহে হীন আলাওলে, কেনে আইলুম তরুতলে, নয়ানে নয়ানে হৈল দেখা ।
একধারা পহুখানি, দুই ধারা হইতে নারি, শ্রামগায়ে লাগিয়াছে ধাকা ॥ ৬
ব্র. ত. পৃ ৬ ; ম. বা. গী. সং ৭০, পৃ ৫০ ; মু. ক. প. সং ৬৩, পৃ ৫৭

রাম গরা

মিলন

কলক নাচে মোর রঙ্গ শ্রাম । ধু
চৌদিকে দেয়ালি দিয়া করতালি রসবতী আনন্দ বিভোর ।
রূপে কলমল নয়ানে কাজল পিঠে দোলে পাটকি ডোর ।
চূড়াটি বানাইয়া বামে টালাইয়া দেখু চরাইতে যায় ।
বতেক গোপিনী কাম তরঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে গীত গায় ।
কহে কতে খানী যো হি পাইল ধনি মোহি পুরুষ বর জান ।
পূরল মনোরথ সকল কলাবত শ্রীআলাওল থান । ৭
মু. ক. প. সং ১২০, পৃ ৯১

তুড়ী (মতান্তরে ভৈরব রাগ)

অভিসার

ননদিনী রস-বিনোদিনী, ও তোর কুবোল সহিতাম নারি । ধু
ঘরের ঘরিণী, জগত-মোহিনী, প্রত্যাশে যমুনাএ গেলি ।
বেলা অবশেষ, নিশি পরবেশ, কিসে বিলম্ব করিলি ?
প্রত্যাশে বেহানে, কমল দেখিয়া, পুষ্প তুলিবারে গেলুম ।
বেলা উদনে, কমল মৃদনে, ভোমরা দংশনে মৈলুম ॥
কমল কণ্টকে, বিষম শঙ্কটে, করের কঙ্কণ গেল ।
কঙ্কণ হেরিতে, ডুব দিতে দিতে, দিন অবশেষ ভেল ॥

শীঘের সিন্দুর, নয়ানের কাজল, সব ভাসি গেল জলে ।

হের দেখ মোর, অঙ্গ জর জর, দারুণি পদ্মের নালে ॥

কুলের কামিনী, কুলের নিছনি, কুলে নাই তোর সীমা ।

আরতি মাগনে, আলাওলে ভণে, জগত-মোহিনী রামা ॥ ৮

আলো, ১৩০৭ আঘাট, পৃ ১২২ ; কাব্যমালক, পৃ ২৭ ; বা. বৈ. ভা. সং ১২, পৃ ৪৪ ; বিজ্ঞাপতি-চণ্ডীদাস, পৃ ১২৪ ; ব্র. ভা. পৃ ১ ; মু. ক. প. সং ৬২, পৃ ৪৭

রাগ পঞ্চম

রূপ

না ল সজনি সই তুঝে বলম মুই নাকো । ধু

শ্রামরূপ দেখিয়া, প্রাণি বিদরে হিয়া, দেখিয়া শ্রামের রূপ রাধে ।

ভাল ক্ষেণে হইল দেখা, আছিল কর্মের লেখা, কান্ন মন্দে ভেল পরিবাদে ।

অখিল গোপাল লৈয়া, আর রাধা সঙ্গী হৈয়া,

মরমে প্রেম যাচে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা, আলাওল ভাণ মরমে সাব হইয়াছে । ৯

মু. ক. প. সং ৩৬, পৃ ৪২

বাইশ রাগের গীত ।

বাংলী

শ্রাম অঙ্গে বাংলা রব হৈ অমিয়া তরঙ্গ । শুতিছি বকুর মনে জড়িয়ে অঙ্গে অঙ্গে ।

আহীর বালক মিলি করন্ত যে রাস কেলি কদম্ব হেলানে রহ ললিত ত্রিভঙ্গ ॥ ধু

মিশ্রিত ভৈরব নাদ শুনিয়া মালব জাত নানা স্বরে শব্দ পূরে শ্রীমন্ত মোহন ।

শুনিয়া বসন্ত তান কাষ্ঠ শিলা ভ্রবমান মল্লার মিশ্রিত আশাবরী শুভগান ॥

মন্দ মন্দ বহে ঔর সোহি ধ্বনি স্মধুব নটবর রায় ভালা কেদার বাজাএ ।

বড়ারি স্বস্বর পুরি তাহে পট মঞ্জরী সিন্ধুরা সুনাদে পশুপক্ষী মোহ পাএ ।

ধানী স্মঙ্গলা মাযুরী মিলিছে ভালা ভাটিয়ালে শুনি অতি ভুজঙ্গম খেলাএ ।

করুণ বাণীর স্বরে কেহ মরে কেহ জীএ শুনি হীন আলাওলে গড়াগড়ি যাএ ॥ ১০

ম. বা. গী. সং ২৬, পৃ ৬৮ ; মু. ক. প. সং ১১৪, পৃ ১০

কল্যাণ

রূপ

সইগণ, বড়ি অপরূপ সাজে

একি অপরূপ অপ্সরী তেজি স্বরপুরী, আএল ভুবন মাঝে ॥ ধু

শিষেত সিন্দুর, নয়ানে কাজল, বড়ি অপরূপ রঙ্গ ।

রাহ দিবাকর, কিয়ে শশোদর সুন্দর, তিন ভেল একহি অঙ্গ ॥
 অরুণ বরণ, যুগল নয়ান, কাজল লজ্জিত ভেলা ।
 কনক কমল, উপরে ভ্রমর, খঞ্জে করএ খেলা ॥
 সর্বঅঙ্গ হেন, গজেন্দ্র গমন, করী-অরি জিনি মাঝ ।
 কেহুর কঙ্কণ, কিঙ্কণী নৃপূর সঘন করএ গাজ ॥
 হেন কামিনীর হইব কিঙ্কর, শুন সব মতিমান ।
 নূতন যৌবন কামিনী মোহন, শ্রীআলাওলে ভাগ ॥ ১১
 ব্র. ৩. পৃ. ৩; ম. বা. গী. সং ৩৯, পৃ. ২৫; মু. ক. প. সং ৩৪, পৃ. ৪৯

বিরহ

সই বোল কি উপায়, প্রাণ প্রিয়া বিনে হিয়া ধরন না যায় । ধু
 কি হাবিলাষ মোর কিবা গৃহবাস, একপ যৌবন কাল পিয়া পরবাস ।
 হৃদের উপরে মোর হানি কাম-শেল, নিহুর হৈয়া প্রিয়া কোন দেশে গেল ।
 কহে হীন আলাওলে পিয়া নহে দূরে, ভাব কান পাইবে নিজ অন্তঃপুরে ॥ ১২
 মু. ক. প. সং ২৪৫, পৃ. ১১০

আলাওলের এই পদ এবং নাহির মহম্মদের পদ (মুসলিম কবির পদ সাহিত্য পদ সংখ্যা-
 ২০৭, পৃ. ১০৫) বস্তুত ভাষা ও ভাবের বিচারে অভিন্ন । এই দুই পদে উল্লেখ যোগ্য কোন
 ভেদ পরিলক্ষিত হয় না । একই অর্থজ্ঞাপক দুই একটি শব্দের ভিন্নতা পদ দুইটির পৃথকত্ব
 জ্ঞাপক নহে । তথাপি দুইজন কবির নামে একই পদ উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া
 দুই রকম ভণিতাযুক্ত পাঠই গ্রহণ করা হইল ।

কানড় গীত

বংশী

হা হা রে বন্ধুর বাশী, বিষম ফাঁসি, লাগিয়া রৈল রাধার গলে ॥ ধু
 বন্ধুর বাশী চিত্র-চোর, লাগাইয়া প্রেম-ডোর, যুবতীর মন ধরি টানে ।
 কুলবধু কুল-হিয়া, হরি নিল বাশী দিয়া, প্রাণ নিল বুঝি অহুমানে ॥
 তুই বন্ধুর কঠিন হিয়া, অনলেতে কাষ্ঠ দিয়া, ছাই হই জলিয়া পুড়িয়া ।
 কহে হীন আলাওলে, জল ঢাল সে অনলে, নিবাও অনল প্রেম-রস-দিয়া ॥ ১৩
 কাব্যমালক, পৃ. ২৫; ম. বা. গী. সং ১০০, পৃ. ৭০; মু. ক. প. সং ১১৫, পৃ. ৭০

১৯. আলিমদ্দিন

মাথুর

এই মোর কপালে ছিল, প্রাণের নাথ ছাড়ি গেল, সখী লই যাব মথুরাতে ।

মথুরাতে প্রাণধন, চল চল সখীগণ, ছাড়ি গেল সখা প্রাণনাথে ॥

হা হা প্রভু দীননাথ, তুমি বিনে পরমাদ, তুমি বিনে আশার বৃন্দাবন ।

শ্রীআলিমদ্দিনে কহে, শুন রাধে মহাশয়ে, কৃষ্ণ সাথে হৈব দরশন ॥ ১

বা. বৈ. ভা. সং ১৩ পৃ. ৪৭ ; অ. ৩, পৃ. ২৯ ; ভা. ১৩২৫ পৌষ, পৃ. ৭৮ ; মৃ. ক. প. সং ২৪১, পৃ. ১১২

২০. আলি রাজা

গীত ধানশী

বংশী

অপণ্ড মহিমা যার নাহিক তুলন । * * *

যার নাম বেদশাস্ত্র অঙ্করে না ধরে । পরম বংশীর স্বনে সে নাম নিঃসরে ॥

সাহা কেয়ামদ্দিন গুরু বংশীনাথে বশ । আলি রাজা কহে বংশী অমূল্য পরশ ॥ ১

আলো, ১৩০৬ কার্তিক, পৃ. ১১২

গৌরী

বিরহ

আজুকা না পারি নারী ঘুমাইতে ঘর, পন্থ হেরি বিরহিনী কান্দে ঝর ঝর ॥ ধু

আচঞ্চিত প্রিয়-ভাব উঠিলেক মনে । যেমত লাগিল অগ্নি গহন কাননে ॥

অপার বিরহ বত করিল লাঘব । সে হুঃখ কহিতে কাছে নাহিক বাক্যব ॥

বিরহবেদনা হুঃখ আলিরাজা গাএ । প্রেম-যন্ত্র যার মনে সেই পতি পাএ ॥ ২

অ. ২, পৃ. ১৩ ; মৃ. ক. প. সং ২৩, পৃ. ১২৩

বিভাস

বিরহ

আজু কেন অন্ধকার বদন চান্দ ॥ ধু

জ্যোতিহীন দেখি মুখ, বিদরে দাক্ষণ বুক, শিরেতে লাগিল বজ্রাঘাত ।

কোন হুঃখে মনে দাগ, দান দিমু যেই মাগ, হাসি বাশী ফুক হরিনাথ ।

যদি হরি মধু হাসে, কোটি জন্ম পাপ নাশে, বিরহিনী বাজি হয় পূর ।

পদ্মনাভ জগদ্বামী, নধর যৌবনী আমি, সেইপদ নিছনি যাম্ দূর ।
 ওক কৃপা সিদ্ধ জলে, হীন আলি রাজা বোলে, প্রেম হেতু গোপাল বিকল ।
 ভেদ নাহি রাখা কানু, জর জর যুগ তনু, সহে দুঃখ বিরহ আনল ॥ ৩

ব্র ২, পৃ ৭; মু. ক. প. সং ৩, পৃ ১৮৯

বড়ারি

বিরহ

আমি কালার বিরহিনী জগতের মাঝে ॥ ধু
 বিরহিণী প্রেম-দুঃখ সহে যেই মতে, সে দুঃখের দোষ ওণ না জানে জগতে ॥
 সংসারের স্বধ-ভোগ সব করি নাশ, কায় মনে পিরীতি সেবিতো মোর আশ ।
 আপনা বিনাশ যদি 'ভাব'কে না করে, প্রেম সিদ্ধি মন-বাহু ফল নাহি ধরে ॥
 আলি রাজা ভণে সার সেবি প্রেমানল, আপ্ত নাশ করি পায় প্রেম সিদ্ধি ফল ॥ ৪

ব্র ২, পৃ ২১; মু. ক. প. সং ২৭, পৃ ১৯৪

ললিত

অনুরাগ

এই মাগি শ্রাম পায় অবলা মনে ॥ ধু ।
 হেন সাধ করে মনে প্রিয় লাগ পাস, চকুর পোতল আড়ে সে নিবি লুকাস ॥
 দেখি দেখি নয়ানের সাধ না পূরায়, শুনি কর্ণে মধুবাক্য শান্তি নাহি পায় ।
 নয়ান অন্তরে রাখি দেখি নিরন্তর, জ্বদের কমলরসে রাখিতে ভ্রমর ॥
 আলি রাজা ভণে এই গীত নিশি দিন, শ্রাম পদে শ্রদ্ধা এই—যেন জলে মীন ॥ ৫

ব্র ২, পৃ ১৩; মু. ক. প. সং ১৭, পৃ ১৯২

শুদ্ধ মালব

বিরহ

এ মোর করম দশা ।
 স্বামীর চরণ, ভজিয়া না সেবিলুম, না পূরিল মোর আশা ॥ ধু
 জগতে জনমিলুম, পাছে না চিন্তিলুম, যৌবন হইল ক্ষীণ ।
 মোর হত কর্ম, বুঝা গেল জন্ম, স্বামীপদে হৈলু ভিন ॥
 ঘরে ছিল স্বামী, লাজেত বিভ্রমি, ডুবিলু অকর্ম রসে ।
 এ রূপ যৌবন, সব অকারণ, অভাগিনী কর্ম দোষে ॥
 গুরু চরণে, আলি রাজা ভণে, অত্যাপি না তেজ আশ ।
 স্বামী দাতা তন, যে লয় শরণ, কৃপালে না তেজ দাস ॥ ৬

ব্র ২, পৃ ২৬; মু. ক. প. সং ১৪, পৃ ১৯১

দেশকারী

রূপ

ঐ সে উঠে মনে মোর স্বপনে, দেখিলুম চন্দ্র সূর নব ঘনে ॥ ধু
ত্রিলোক মোহিনী রূপ দেখিছ যাহার, বসিল মনের চক্ষে তেজিছ সংসার ।
অপূর্ব দেখিছ যারে কমল ভ্রমরা, সততে উৎলে মনে না যায় পাসরা ॥
আলি রাজা ভণে রূপ সর্ব সিদ্ধি মুনি, এ রূপ যৌবন মোর সে রূপ নিছনি ॥ ৭
ব্র ২, পৃ ২০ : মু. ক. প. সং ২৬, পৃ ১২৪

কেদার

বিবহ

কমল চরণে ঠাই মাগম্ সততে, তুয়া বিহু প্রাণেশ্বর নাহিক জগতে । ধু
অবলা কুমারী আমি, স্তম্ভ তহু জগদ্রামী, অই হুঃখ মরমে বিশেষ ।
কামিনী শরীর পীন, কামানলে রাত্রিদিন, তহু দহে পিয়া পর দেশ ॥
প্রাণনাথ বুলি ডাকি, নিত্য পশু হেরি থাকি, কতদিনে দরশন পাম্ ।
স্বামীকে না দেখি পাণ, বিষপ্রায় গৃহবাস, পিয়ার উদ্দেশে শ্রদ্ধা যাম্ ॥
পিরীতি রতন মূলে, হীন আলি রাজা বোলে, প্রাণসথা পদে ব্রত করি ।
কেদার হেমন্ত ঘরে, বঞ্চে নিত্য প্রিয়েশ্বরে, বসন্ত হইল প্রাণ বৈরী ॥ ৮
ব্র ২, পৃ ২ : মু. ক. প. সং ২, পৃ ১৮৯

মালশী

বিবিধ

করুণাদধি কালার বরণী শ্রামা কালী ॥ ধু ।
তুমি নারায়ণ হরি, তুমি হর ব্রহ্মা গৌরী, দেবের দেবতা তুয়া মূল ।
অষ্টলোকে পরিহার, রাতুল চরণে বার, শরণ মাগে সব দেব কুল ॥
তুমি গুরু মাতা পিতা, ত্রিলোক পরম দাতা, তারিণী করুণাসিকু সার ।
জগত রুদ্রাণী তহু, শিব লীলা রাধা কাহু, সব রজঃ তমঃ শক্তি যার ॥
হীন আলি রাজা বোলে, শ্রামা কালী পদতলে, শক্তিলীলা শঙ্কর ঘরণী ।
সূর বংশী হর গৌরী, চন্দ্র অংশী রাধা হরি, তবরূপী নবীন যৌবনী ॥ ৯
ব্র ২, পৃ ১ : মু. ক. প. সং ৩৭৩, পৃ ১৪৬

আশোয়ারী

প্রেমোন্মাদ

কাহু বিনে রাধার না লয় আন চিত, জগতের কায় মনে যার বজ্র গীত । ধু
প্রেম বিহু রাধাত না জানে কোন কাম, অষ্ট অঙ্গে রাধার নিঃস্বরে শ্রাম নাম ॥

ভক্য নিজা তাজি রাধা শ্রাম-প্রেমে বশ, সততে হরির সেবা অমূল্য পরশ ।
গুরু চরণে হীন আলি রাজা ভণে, জন্মে জন্মে ভক্ত রাধা হরির চরণে ॥ ১০
ব্র ২, পৃ ১৫ ; মু. ক. প. সং ১২৫, পৃ ৭৩

গড়া

বিরহ

কাল তোমা ভাল জানি, তোমার সঙ্গে প্রেম করি হৈলুম কলঙ্কিনী । ধু
দেখা দিয়া গেলা প্রিয়ে হৈল কত কাল, কেমনে রহিলা মোরে দিয়া

মায়া জাল ॥

হেন সাধ মনে মোর করি কণ্ঠ হার, ভ্রমর কমলে রাখি হৃদের মাঝার ।
হীন আলি রাজা কহে ভজি গুরুপায়, এই মাগি পিয়া পদে দেখিতে সদায় ॥ ১১
ব্র ২, পৃ ১৬ ; মু. ক. প. সং ৪, পৃ ১৮২

কুমারী

পূর্বরাগ

কি খেনে আসিলাম ঘাটে ।

নন্দের নন্দন, ভুবনমোহন, দেখিয়া মরম কাটে ॥ ধু

পদুনাভ কদম্ব শিখরে বসি, করে বেণু কাঁকর বদনে পুরে বাঁশী ।

যেকপ দর্শনে ভ্রমে ইন্দ্র সুর শশী, যেকপ শ্রবণে ডুবি মজিল তপস্বী ॥

যেকপ দেখিয়া রাধা হৈল উদাসিনী, লাজ ভয় ধর্ম তেজি শ্রাম কলঙ্কিনী ।

আলি রাজা গাহে প্রেম রতন উত্তম, * * * ॥ ১২

ব্র ২, পৃ ৩ ; মু. ক. প. সং ১৮, পৃ ১৮২

দীপক

রূপ

কি রূপ দেখিছু মই মই, অই না যায় পাসুরা ॥ ধু

সেইরূপ হইল নারীর প্রাণ-কাল, হরিল জীবন মোর বুকে দিয়া শাল ॥

লেখিল পাষণে রূপ বজ্রের সমান, ক্ষুধা নিদ্রা হরিল হরিল লাজ মান ॥

হীন আলি রাজা কহে সেইরূপ বিনে ॥ ১৩

ব্র ২, পৃ ৫ ; মু. ক. প. সং ১, পৃ ১৮৩

পটমঞ্জরী

সম্ভোগ

কিরূপে যাইমু বোল ঘরে নিলাজ কালা । ধু
রাজপন্থে ধরি মোরে, বাটোয়ারী কৈল চোরে, লুটাল নবীন বাগ ফল ।
দধি লুটি নিল হাটে, কেলি কলা কৈল ঘাটে, শ্রাম কলঙ্কিনী মহীতল ।
কাঞ্চুলী কবরী মেলি, উরে উরে দিয়া মিলি, হর শিরে দিলা হরি কর ।
অধরে অধর জড়ি, পূর্ণ সুধাপান করি, লোক দোষী কৈল জন্ম ভর ।
আর শুনি বাণীর স্বর, কান্দে রাধা জর জর, ঘরেত যাইতে না দেয় প্রাণ ।
হীন আলিরাজা গায়, শুন গুরু জ্ঞান রায়, পদরেণু দাসে মাগি দান ॥ ১৪
ব্র ২, পৃ. ২৫ ; মু. ক. প. সং ১০, পৃ. ১২৫

পঞ্চম

প্রেমরত্ন

কোথাতে রাখিমু লুকাইয়া রে, পিরীতি তো রে কিরূপে রাখিমু লুকাইয়া । ধু
দারুণ আনল প্রেমে, ঠাকুরের তনু ঘর্মে, ত্রিভুবন পুড়ি করি ছার ।
মহারত্ন প্রেম তোরা রাখিতে কি শক্তি মোর, সর্বজগত সেই অধিকার ।
যে পালে পিরীতি মার, ত্রিলোক নিছনি তার, কান্ত সোহাগিনী সে সকল ।
যে জন পিরীতি ছাড়া, সে সব জীবতে মরা, আদি অন্তে নাই তার ফল ।
প্রেমরত্ন নিধিবস্ত, গুরুপদসিদ্ধিরস্ত, হীন আলিরাজা মাগে দান ।
জানাও প্রেমের পাঠ, করাও পিরীতি নাট, সব অঙ্গে গাহে প্রেমগান ॥ ১৫
কাব্যমালক, পৃ. ৩৩ ; ব্র ২, পৃ. ২০ ; মু. প. পৃ. সং ৪০২, পৃ. ১৫৫

রামক্ৰিয়া

বংশী

গোপী-শ্রাম প্রেমের বসাগার রাধাকান্ত পিরীতি নাগর ॥ ধু
নিত্য মাঠে থাকে হরি রাধোয়াল সঙ্গে করি, বংশীর ঠমকে গায় গীত ।
শুনি মুরলীর ধ্বনি, কম্পিত রাধার প্রাণি, পিরীতি-বিরহে দহে চিত ॥
করুণ বংশীর স্বরে, দেব মুনি জ্ঞান হরে, আর হৃদে জাগে পঞ্চবাণ ।
পঞ্চবাণ বংশীস্বর, জ্ঞান গর্ব করে দূর, জাতি ধর্ম লাজ কুল মান ॥
রাধা সে বংশীর নাদে, মাঠে-গেলা কাম সাধে জল-ছলে কালিন্দীর কূলে ।
হীন আলি রাজা ভণে, রাধা কান্ত রতি রণে, প্রেমলালা কদম্বের,

তলে । ১৬

শুদ্ধ মল্লার

শ্রামের রূপ

জগপতি তুমি রূপে মনোহর কালা, সর্বরূপ জিনি শুধু শ্রামরূপ ভালা ।
 ত্রিজগতে সর্বরূপে কালা আলুকিত, শ্রাম জিনি শ্বেত লাল না হয় উদিত ॥
 রূপাসিন্ধু জগবন্ধু তুয়া কালা নিধি, নিশিকালা মেঘকালা অলি পিক আদি ।
 শ্রামরূপ শ্রামচন্দ্র শ্রাম অলঙ্কার, শ্রাম মেঘে পূর্ণাসন করিছে মল্লার ॥
 মাতঙ্গ বাহন রাজা স্বর্গের উপর, মল্লারের আলাপন চাতকের স্বর ।
 গুরুপদে শির করি আলিরাজা কহে, একালা চরণ বিহু মোর গতি নহে ॥ ১৭

ব্র ২, পৃ ৬; মু. ক. প. সং ২, পৃ ১৮২

বেলোয়ার

নৃত্য

তোমার মহিমা সিদ্ধি কি বৃদ্ধিতে পারি, মাঠে থাক দেখ রাধ বাজাও
 মুররী ।
 গগনের স্বর শশী রূপের সাগর, সমস্ত নগরে হরি প্রতি ঘরে ঘর ॥
 অতুল মহিমা মাদুরী পূরই মুররী, আলাপনে গৃহ ছাড়ে কুলবতী নারী ॥
 ষোলশত গোপিনী সাজিয়া একবারে, মাঠে গিয়া ভক্তিমনে পূজিল হরিরে ।
 আলিরাজা গাহে প্রেম রস ভক্তি-ভাষ, মাঝে হরি করি গোপী নাচে
 চারি পাশ ॥ ১৮

ব্র ২, পৃ ১৬; মু. ক. প. সং ২০, পৃ ১২৪

মাদুরী

প্রেম-জালা

দারুণ বন্ধের লাগি, প্রেমবিষে জ্বলে তহু রে, মন নিরোধ না মানে । ধু
 প্রেমবাণ তোলাইল অই দূর দেশী, প্রেমরস ভোরে বান্ধি হৈল পরবাসী ॥
 নিত্যপন্থ হেরি থাকি কাঁদি স্বর-স্বর, জর জর হৈল হিয়া কাঁপে থর থর ।
 দেশান্তরী মিত্র নহে জানিলুম এখানে, এক সঙ্গে না ভুলে না রহে একস্থানে ॥
 আলিরাজা ভণে প্রেম অতরুণ ধন, প্রেমানল বিষ-বাণে ভগ হৈল ভন ॥ ১৯

ব্র ২, পৃ ১৪; মু. ক. প. সং ২৪, পৃ ১২০

নট

বিবাহ

দেখ দেখ হে প্রাণের সহই ! শ্রাম চিকনিয়া বৃন্দাবনে ॥ ধু
বৃন্দাবনে রস-রঙ্গে রহিয়াছে হরি । তান হেতু যোলশ গোপিনী দহি মরি ॥
না দেখি কমল-পদ না শুনি মুরলী । চল চন্দ্রমুখ দেখি সকল কুমারী ॥
গুরুকৃপা আলি রাজা রচিল পয়ার । হরি বিহু গোপীর যৌবন অন্ধকার ॥ ২০
ত্র ২, পৃ ৪ : মু. ক. প. সং ১৯, পৃ ১৯২

ভৈরব

বিবিধ

না দেখি অবলা মন এ ভবে তরণী । স্বামী কৃপা-সিন্ধু সার ত্রিলোক ধরণী ॥ ধু
মন-রত্ন দিলা তুমি তনের অন্তরে । স্থির নহে তোমার চরণ সেবিবারে ॥
না করে স্বামীর সেবা সতত চঞ্চল । জন্মিয়া মানব কুলে না ধরিল ফল ॥
মনান্তরে নির্মল করিম দয়াময় । গুরুপদে লীন হীন আলি রাজা গায় ॥ ২১
ত্র ২, পৃ ৩১ : মু. ক. প. সং ১৩, পৃ ১৯১

কল্যাণ

রূপ-শ্রীকৃষ্ণের

নানাবর্ণ রূপ ধরে বিষ্ণু চক্রপাণি । তা দেখি মোহিত হৈল রাধা কমলিনী । ধু
চামর জিনিয়া কেশ কপালে তিলক বেশ নব ইন্দু ললাটে জিনিছে ।
ইন্দ্র ধনু জিনি তুফা প্রাতঃ সুর আঁখি চাক শুক চক্ষু নাসা এ নিমিছে ।
মুখে পূর্ণশশী ক্ষীণ অধর বাকুলী পীন দন্তে বীজ দাড়িম্ব নিম্বিল ।
কণ্ঠ দেখি কদম্বধরে হৃদ সিন্ধু সরোবরে যুগভূজে বাহুকী গঞ্জিল ।
সিংহ জিনি কটি মাজে কিঙ্কণী চলিতে বাজে কহু কহু শুনি মোহে মূনি ।
নানা আভরণ পরি মোহন ভঙ্গিমা করি হেন রূপে হরে জগজ্জাণি ।
গাহে আলি রাজা হীনে সার সেই রূপ বিনে আনরূপে নাবাদ্ধিমু চিত ।
শুন হর ত্রিলোচনে জ্যোতি দিয়া আঁখি মানে রাখ সার রূপেতে মোহিত । ২২
ত্র ২, পৃ ২

মাধবী

বিবিধ

পিয়া কি করিলা মোরে । তোমার প্রেমের জ্বলে সরম বিদরে ॥ ধু
প্রেম-যজ্ঞ-গীত শুনি তহু জালা করে শুদ্ধ কাষ্ঠ দ্রব্যে বজ্রশীলা ধরে ॥

বা বৈ মু ক প—৪

নবরত্ন জিনিয়া পিরীতি ফল বড় যার বাণে ত্রিভুবন হয় জর জর ॥
মাধবী-পিরীত বশে আলি রাজা গায় যার বাণে তিনলোক মারিয়া জীয়ায় ॥২৩
ব্র ২, পৃ ১০ : মু. ক. প. সং ৬, পৃ ১২০

ভূপালী

বিরহ

পিরীতি হইল বৈরী । সততে মরমে দুঃখ না দেখিলে মরি ॥
দূর দেশী সঙ্গে প্রেম করিছ অবলা । দেশান্তরী হৈল নাথ দিয়া বিধম জালা ॥
যার প্রেম রাখিয়া লোকের হৈছ বৈরী । দারুণ প্রেমের দুঃখ না দেখিলে মরি ।
পিরীতি জগ-বৈরী পরাণের গুরু পিরীতি জীয়েতে দুঃখ মরণের দারু ॥
আলি রাজা কহে প্রেম-শর-বিষ বুকে । কালনাগ ডংশিলে ঔষধ গুরু মুখে ॥২৪
ব্র ২, পৃ ১১ : মু. ক. প. সং ৮, পৃ ১২০

শুদ্ধমালাব

বিবিধ

প্রাণ ঠাকুর গো, তুমি বিহু ভবে কে আমার ॥ ধু
প্রেমের ঠাকুর তুয়া করুণা সাগর । তুমি জল স্থল শ্রাম রসের নাগর ॥
সিত বর্ণ রূপ ধর জগ মনোহরা । সুধা রস ময় সিন্ধু কমল ভ্রমরা ॥ * * *
সাহা কেয়ামতিন লক্ষো আলি রাজা ভণে । অপরাধী আছি আমি ঐ
রাঙ্গাচরণে ॥২৫

ব্র ২, পৃ ২২, মু. ক. প. সং ১২, পৃ ১২১

আক্ষেপ

প্রাণি মোর কান্দে, কি ক্ষেণে ঠেকিয়া রহিলু পিরীতির কান্দে ।
পিরীতি কাহু ছাড়িলা আমারে, তাপের তাপিনী হইয়া ভাসিলু সাগরে ।
যার প্রেম রাখিয়া লোকের হইলুম বৈরী, দারুণ প্রেমের জালা না দেখিলে মরি ॥
পিরীতি জনের কালা মরণের দারু, পিরীতি সবেব বৈরী পরাণের গুরু ।
হীন আলি রাজা কহে সরস বুকে, কাল নাগে ডংশিলে ঔষধ গুরু-মুখে । ২৬
মু. ক. প. সং ১২৪, পৃ ৮১

গাঙ্গার

রূপ

বড় অপরূপ দেখিছ স্নেহে, নবঘনে দ্বিজ রাজ ।
সেই ধরি কাল দারুণ বেদন—পশিল হৃদয়ের মাঝধু ।

ললাটেত সিন্ধু, পূর্ণ স্বর ইন্দু নয়ানে আনল বৈসে ।
বক্ষ সরোবরে, হংসরাজ চরে কমল উৎপল ভাসে ।
স্বর্গ স্বধা ধারা, কমলে ভ্রমরা ভ্রমে মকরন্দ ছলে ।
গুরু কৃপাদর, বিরহ লহর হীন আলিরাঙ্গা ভণে ।
সিন্ধি কুলে সার, পহ নাহি আর স্বরূপ নির্মল বিনে । ২৭
ত্র ২, পৃ ২৩ ; মু. ক. প. সং ১৯, পৃ ১৯৪

সিন্ধুড়া

বিরহ

বনমালী, কি হেতু রাধারে ভাব ভিন ।
তোমার প্রেমের ঘায়, দগধে জীবন কার, নিত্য রাধা মদন অধীন ॥ ধু
কি সাধ জীবনের অতি, ঘরে নাই প্রাণপতি, হৃদে মোর মদন প্রবল ।
পদ্মাপতি স্তত বাণে, ধৈর্য না লয় মনে, প্রজ্জলিত বিরহ আনল ।
তেজিয়া কপট মায়া, শ্রামপদে দেও ছায়া, রাধা প্রেমছঃখের তরাসী ।
ক্ষম অপরাধ নাথ, পূর্ণ কর মন সাধ জনমে জনমে হৈলুম দাসী ॥
গাহে আলিরাঙ্গা হীনে, রাধা সম ত্রিভুবনে, প্রেম ভক্ত নাহি দেব মুনি ।
জাব যত পরী নর, এক নহে সমধর, কুল ভক্ত রাধার নিছনি ॥ ২৮
ত্র ২, পৃ ২৪ ; মু. ক. প. সং ২৪৭, পৃ ১০৭

মালব

মুরলী মাহাত্ম্য

বনমালী শ্রাম তোমার মুররী জগপ্রাণ । ধু
শুনি মুররীর ধ্বনি, ভ্রম জাএ দেব মুনি, ত্রিভুবন হয়ে জর জর ।
কুলবতী যত নারী, গৃহবাস দিল ছাড়ি, শুনিআ দারুণি বংশী স্বর ।
জাতি ধর্ম কুলনীতি, তেজিব ছল্লভ পতি, নিত্য শুনে মুররীর গীত ।
বংশী হেন শক্তি ধরে, তহু রাখি প্রাণি হরে, বংশী মূলে জগতের চিত ।
জে শুনে তোমার বংশী, সে বড় দেবের অংশী, প্রচারি কহিতে বাসি ভয় ।
গৃহবাস কিবা সাধ, বংশী মোর প্রাণনাথ, গুরুপদে আলি রাজা কয় । ২৯
কাব্যমালক, পৃ ৩৩ ; দ্যানমালা ; প্রাচীন পুথির বিবরণ সং ১০৯, পৃ ৭৭ ; ত্র ২, পৃ ১৯ ;
মু. ক. প. সং ১২২, পৃ ৭২

কোড়া

প্রেমোন্মাদিনী রাধা

বন্ধু মোর প্রাণের ঠাকুর । আশির কাজল তুমি শিরের সিন্দুরধু ॥

চরণে শরণ লৈলু শুন প্রাণ নাথ । চক্ষু জ্যোতি বিহু নারী জীবন কি সাধ ?
সদায় বারিষ ফুলে তোমার ভাবনা । বিরহিণী মরমেতে কামের যজ্ঞনা ॥
হীন আলি রাজা ভণে প্রেম দুঃখবাসি । প্রেমানলে জল দিয়া রাখ নিজ দাসী ॥ ৩০
ব্র. ২, পৃ. ২৭ ; মু. ক. প. সং ১০, পৃ. ১২০

পূরবা

রূপোন্মাদিনী রাধা।

বন্ধুয়ারে ! দেখিলুম কদম তলে তোর রূপ ॥ ধু
যখন দেখিলুম শ্রাম কালিন্দীর কূলে । সেই ধরি রাজহংস নাচে শত দলে ॥
ষট্ চক্র মধ্যে মোর বহে ষট্ ক্ষত । পঞ্চ শব্দে যন্ত্র বাহে গাহে তোর গীত ॥
হীন আলি রাজা ভণে গুরুদাতা সার । ষট্ কালে রোমে রোমে গুণ গাহে
যার ॥ ৩১

ব্র ২, পৃ. ৪ ; মু. ক. প. সং ১০, পৃ. ১২০

ধানশী

বাংশী

বাংশীর স্বরে পূরে যন্ত্র রাধা জদান্তরে । ধু
রাধার মন্দির মাঝে, পঞ্চ শব্দে বাণ বাজে, রাধা কাল নিদ্রা য পীতিত ।
রাধিকার হৃদে বসি । দামোদরে ফুকে বাঁশী, প্রেম বশে গাহে যন্ত্রগীত ।
রাধিকার কায় মনে, ঠাকুরের বৃন্দাবনে, ষট্ ক্ষত রাগ তথা বৈসে ।
ছয় চক্র তান ঘর, তাতে সপ্ত সরোবর, রাজহংস শত পদে ভাসে ।
বৃন্দাবনে বনমালী, রাধা সঙ্গে করে কেলি, কাম প্রেম রসেতে ডুবিত ।
দাক্ষণ পীরিতি রসে, মাধব রাধার বশে, গুপ্ত রূপে হইছে মোহিত ।
গুরু চরণ মূলে, থাকী আলি রাজা বোলে, রাধা হস্তে নহে কাহু দূরে ।
অগ্নদিনে দুঃখবিনে, ঠাকুরকে কোনে চিনে, নিত্যশ্রাম রাধার মন্দিরে । ৩২
ব্র ২, পৃ ১৭ ; মু. ক. প. সং ১২১, পৃ ৭২

পাহিড়া

বিরহ

বিরহিণী মন ব্যথা অতি গুরুতর ।
সৈতে নারি কোন মতে, পাঠাইমু কার হাতে, অই মধু রিপূর গোচর । ধু
প্রেমতে জানল ভার, সহিতে শক্তি কার, যার তেজে ত্রিভুবন পোড়ে ।
হেন বজ্র ছেল ধরি, মরমে হানিলা হরি, জীয়েতে বদলা অবলারে ।



যার বাণ তেজ যায়, দেখি সরোবর ধায়, হুমেয় পলায় হই রেণু।
যে বাণে কল্পিত ক্ষিতি, গগন ভ্রমর নিতি, কলঙ্ক ইচ্ছিল চন্দ্র ভায়।
ইন্দ্র ব্রহ্মা মহেশ্বর, যারে সেবে নিরন্তর, মহাবলবন্ত নাম প্রেম।
হীন আলি রাজা বলে, যেই জলে প্রেমানলে, তার হয় তন প্রাণ হেম। ৩৩
ব্র ২, পৃ ২২; মু. ক. প. সং ২৮, পৃ ১২৪

রামক্ৰিয়া

বাঁশী

রাধা কানু সর্বত্রে বিলাসী। রাধিকার মন মাঝে কালিয়া শ্রামের বাঁশী। ধু
জগতে ব্যাপিত আছে কৃষ্ণ যার নাম। সকল গোকুলে সে রাধার বন্ধু শ্রাম।
সোম রবি যার রূপ দেখি লজ্জা পায়। সেই গীত সতত রাধার মনে গায়।
সাহা কেয়ামদ্দিন গুরু প্রেমগানে বশ। রাধা সঙ্গে বনমালী ভোগে প্রেমরস। ৩৪
ব্র ২, পৃ ২৩; মু. ক. প. সং ১২৩, পৃ ৭৩

বেনাবলী

রূপ-শ্রীরাধার

রূপ হেরি মোহিত সদায়। ধু
পরম সুন্দরী রাধা ভুবন মোহন। হংসগতি জিনি অতি লজ্জিত থঙ্কন।
ইন্দ্রাণী মেনকা গতি জিনিয়া ভঙ্গিমা। ভূজঙ্গ পেখন জিনি চূড়ার মহিমা।
কমল পোতল তহু বায় ঢলি পরে। সততে মোহিত রাণী মুরলীর স্বরে।
হরির মুরলী ধনী পূজে রাত্রদিনে। হরি রাধা কৃপা দানে আলি রাজা ভণে। ৩৫
ব্র ২, পৃ ৩; মু. ক. প. সং ২, পৃ ১২০

বৈরাগী

বিরহ

শুন প্রাণ নাথ! নিবেদন পদ্যপদে বিরহ সখ্যাদ। ধু
তুমি ত চিকণ কালা, গলে নানা ফুল মালা, যার নাম নিলাজ কানাই।
তুমি আমি এক জাতি, জন্ম ভিন্ন হৈছে জাতি, সে নিমিত্তে তোরে বুলি ভাই।
যার হাতে হেন বাঁশী, সে মুখে সতত হাসি, নাম শ্রীবৃন্দাবন শ্রাম।
যদি কৃপাকর বন্ধে, লেগিয়া কমল পদে, রাখ বিরহিণী রাধা নাম।
হীন আলি রাজা ভণে, এই ব্রহ্মা কায় মনে, ঐ রাধা চরণে হই রেণু।
সম্মুখে সাগর ধার, শঙ্কট হইতে পার, উদ্ধার না দেখি গুরু বিহু। ৩৬
ব্র ২, পৃ ৮; মু. ক. প. সং ২৫১, পৃ ১০৮

শুন সখি সার কথা মোর । কুল বধু প্রাণি হরে সে কেমন চোর ॥
 সে নাগর চিত্ত চোরা কালা যার নাম । জিতা রাখি প্রাণি হরে বড় চৌধ্য কাম ॥
 মোর জীউ সে কি মতে লই গেল হরি । শূন্য ঘরে প্রেমানলে পুড়ি আমি মরি ॥
 গুরু পদে আলি রাজাগাহে প্রেমধরে । প্রেমখেলে নানারূপে প্রতিঘরে ঘরে ॥৩৭
 বা. বৈ. ভা. সং ১৪, পৃ. ৪৬; ব্র ২, পৃ. ৭; মু. ক. প. সং ২৪৩, পৃ. ১০৭

শ্রাম কিরূপে দেখিমু তোরে, কালা কিরূপে পাইমু তোরে ধু
 দূর দেশীর সখি, করিলাম পিরীতি, অবলা গোপালের নারী ।
 দূর দেশী ছিল, ঘর চলি গেল, না চাহিলাম নয়ান ভরি ॥
 পিরীতির আনলে, সর্ব অঙ্গ জ্বলে, না দেখি শ্রামের মুখ ।
 এ তিন ভুবনে, কালাকাহু বিনে, কোন কুলে নাহি স্থথ ॥
 মোর দুঃখ ভার, গুরুপদ সার, কহে আলি রাজা হীনে ।
 ভাই পাড়াপড়ি, ইষ্ট ধন কড়ি, সার না দেখি তুয়া বিনে ॥ ৩৮
 ব্র ২, পৃ. ৩০

সই না লো হে, আমার দুঃখ সাক্ষী পীতাম্বর ॥ ধু । সর্ব জগ দেখি ধাক্কা ।
 অই চতুর্ভুজ বিনে, আনরে না মানে মনে, সে রাঙ্গা চরণে প্রাণি বাক্কা ॥
 বিষ লাগে বসন্তের বাও, নগরে বেড়াও তুমি, কুলবতী বধু আমি, অবলাকে
 দেখা দিয়া যাও ।
 রহিতে না দিলা স্থখে ॥ আমি রাজা গাহে কালা, সহন না যায় জালা, বিধানল
 দিলা মোর বৃকে ॥ ৩৯
 ব্র ২, পৃ. ১২; মু. ক. প. সং ১৬, পৃ. ১২২; সাহিত্য ১৩১০ পৌষ, পৃ. ৭৩৮

সখিগণে লয়ে সঙ্গে, রাধিকা চলিলা বঙ্গে, যায় রাধা যমুনার ঘাটে ।
 কদম্বের তলে বসি, কানাই বাজায় বাঁশী, দবলী শাঙলি চরে মাঠে ॥
 কানাই বসিয়া বাটে, রূপ দেখি প্রাণ কাটে, আজ মোর কি হয় না জানি ।
 চল সখি ঘরে বাই, কদম্ব-তলে সে কানাই, প্রাণ কাটে তার বাঁশী শুনি ॥

অধীন রাজার বাণী শুন রাণী স্ববদনী, বন্ধুয়া না দিব তোমা ছাড়ি' ।
চতুরালী দূরে যাবে, পশরা ভাঙ্গিয়া থাকে, বলে ছলে লৈব ঘট কাড়ি' ॥
দেখিয়া মথুরা-পতি, স্থির নহে তোমার মতি, এই বাটে কেন আইলা পুনি ।
তুই যে অবলা নারী, কানাই প্রাণের বৈরা এইভাবে হারাইবে পরাণী ॥ ৪০

কাব্যমাল্য, পৃ ৪২ ; তামিম গোলাল চতুর্নখিলাল ; ম. বা. গী. সং ৭৭, পৃ ৫০ ; মু. ক. প. সং ২০, পৃ ৫৬

কানড়া

বিরহ

সতত বধুর লাগি জলে অবলার চিত । ধু
দূরদেশী সনে প্রেম বাড়াইলু অতি । সেই ধরি হৈল মোর অনলে বসতি ॥
প্রেমের ঐশ্বর্য থাই হইলুম উদাস । জগলোকে কলঙ্কিনী বোলে বারমাস ॥
শাশুড়ী ননদী বৈরা স্বামী হৈল ভিন্ । আর জালা কালার সহিমু কত দিন ॥
গুরুপদে আলি রাজা গাহিল কানড়া । চিত্ত হস্তে প্রেমানল না হউক ছাড়া ॥ ৫১
ব্র ২, পৃ ১৪ ; মু. ক. প. সং ২৩, পৃ ১২৩

কামোদ

যমুনাতীরে মিলন

সদায় রাধার মনে জালা শুন লো সহি । ধু
কি দিয়া বান্ধিমু হিয়া, মাধবেরে না দেখিয়া, প্রাণি মোর গেল যার সনে ।
না দেখিলে চক্রপাণি, নিরোধ না মানে প্রাণি, দহে তহু কাল কাম বাণে ॥
না দেখি হরির মুখ, বিদরে দারুণি বুক, সহিতে না পারি প্রেমানল ।
হই লাজ মান ছাড়া, কাখেত কলসী রাধা, নিঃসরিল ভরিবারে জল ॥
হীন আলি রাজা বোলে, গেল রাধা নন্দীকূলে, দেখিল যমুন তীরে হরি ।
বংশী বাজে গাহে গীত, মজিল রাধার চিত, কেলি হৈল কায়-প্রাণে জড়ি ॥ ৪২
ব্র ২, পৃ ৫ ; মু. ক. প. সং ২১, পৃ ১২০

রামকেলী

বিরহ

সহন না যায় দুঃখ আর বন্ধুর লাগি । ধু
হাহা হরি কি করিলা, অবলারে ভুলাইলা, ভঙ্গিমা করিয়া প্রেম ছলে ।
নানাগীত যন্ত্র শুনি, কুলবধু উদাসিনী, হইয়া পড়িহু তোমার ভোলে ॥
তোমার কঠিন প্রাণি, তাজি ভঙ্গমান রাণী, ছাপাইলা কোন দোষ নাই ।
কামিনীর কান্ধ বিনে, লক্ষ্য নাই জিহ্ববনে, বেয়াকুল কাহ্নরে হারাই ॥

হীন আলি রাজা গায়, ভজ রাণী বান্দা পায়, উদেশিয়া পূজ কায়-মনে ।
হেন প্রভু অধিকার, সেবক না তাজে যার, নিজ দাস রাখিব চরণে ॥ ৪৩
ব ২, পৃ ১১; মু. ক. প. সং ৭, পৃ ১১০

ধানশী

বংশী

হরিয়া লৈ গেল জাতিকুল মদনের বাঁশী ॥ ধু
অথও মহিমা যার নাহিক তুলন । মারিয়া জীয়ায় বংশী না জানি কেমন ॥
না হয় বংশীর ধনি পূর্ণ কামশর । আলাপন করিতে মাত্র প্রাণি তেজে ঘর ॥
অব্যর্থ কুন্তুম বাণ চিত্তান্তরে হানে । বংশীর বেশে নামে গোপিনী বান্ধি আনে ॥
যার নাম বেদশাস্ত্র অক্ষরে না ধরে । পরম বংশীর সানে সে নাম নিঃস্বরে ॥
সাহা কেয়ামদ্দিন গুরু বংশী নাদে বশ । আলি রাজা কহে বাঁশী অমূল্য পরশ ॥৪৪
ব ২, পৃ ১৮; মু. ক. প. সং ১২০, পৃ ৭২

আসোয়ারী

অহুয়াগ

হাম নারী অতি হরি প্রেমেতে উদাস ।
তোমার পিরীতি হরি, হইল রাধার বৈরী, জাতি ধর্ম করিল বিনাশ ॥ ধু
তোমার পিরীতে বাদে, কলঙ্কিনী হৈলুম রাধে, তথাপি তোমার মনে রিষ ।
পন্থ নিরখিয়া থাকি, কায় প্রাণে ভজি ডাকি, কান্দিয়া পোহাই অহর্নিশ ॥
প্রেমমূলে দাসী করি, কি হেতু না চাহ ফিরি, নিশি দিশি অই মোর হুখ ।
রাধার পরাণ তহু, মীন প্রায় জল বিহু, না দেখি হরির চন্দ্র মুখ ॥
হীন আলি রাজা বলে, হরি রাধা পদতলে, শুন ঠাকুরাণী রাধা সার ।
যে রাধা হরিরে ভজে, কদাচিত নাহি তেজে, হরি নিত্য বিদিতে রাধার ॥ ৪৫
ব ২, পৃ ১৮; ম. বা. গী. সং ৭৬, পৃ ৫২; মু. ক. প. সং ৭৪, পৃ ২০

সিদ্ধুড়া

মাথুর

হাম রাধার কি কল জীবন । কি হেতু তেজিলা হরি রাধা বৃন্দাবন ? ধু
কংস ধরি নিল হরি মথুরা নগর । হরিকে না দেখি রাধা কান্দে বর বর ॥
অষ্ট অলঙ্কার পরি বিচিত্র বসন । সাজিল হৃন্দরী রাধে ত্রিলোক মোহন ॥
শ্রাম বি দৈরঘ নাহি চিত । জল ছলে যমুনাতে চলিল অরিত ॥
স্বর্ণ কলসী কাখে নানা ভঙ্গী হাটে । কান্দিতে কান্দিতে গেল কালিন্দীর ঘাটে ॥

বংশী ফুকে হরি যমুনার ঐ কূলে । গীত গাহে বংশী রবে রাধা রাধা বোলে ॥
 আকুল রাধার চিত্ত বংশী গীত শুনি । জলিল সহস্র গুণ বিরহ আগুনি ॥
 খেনে খেনে ঢালে জল খেনে খেনে ভরে । কায়প্রাণে প্রেমদান মাগে কর জোড়ে ॥
 উড়িয়া যাইতে শ্রদ্ধা হরির নিকটে । পাখা বিহু রহে রাধা পরম সঙ্কটে ॥
 না পারিল যাইতে যমুনা হই পার । দূরে থাকি করে রাধা কোটি নমস্কার ॥
 হীন আলি রাজা কহে শুন রাধা সতী । নৈরাশ না হৈও হরিসার তোমা পতি ॥ ৩৬
 ব্র ১, পৃ ২৮

তুড়ী

রূপ

হাহা রে ঘোবন, কি ফল জীবন, স্বামী যাকে নাহি চায় ।
 যত স্তম্ভ ভোগ, সব বিষ রোগ, বিকলে কাল গোঁড়ায় ॥ ধু
 কমল যে তনু, রূপে নব ভানু, বদন পূর্ণক শশী ।
 সে রূপে মোহিত, হৈল মোর চিত, সে কেনে না চাহে দাসী ॥
 ভুঞ্জ শরাসন, নয়ান খঞ্জন, বিশ্বাধর জিনি রঙ্গ ।
 ত্রিলোক মোহিতা, ভুজ হেমলতা, মুনি মন দেখি ভঙ্গ ॥
 আলি রাজা ভণে, নাহি ত্রিভুবনে, সে রূপ তুলনা আর ।
 পীন রূপ মূলে, বাঞ্ছি তিন কূলে, সিদ্ধি মূলে পূর্ণসার ॥ ৪৭
 ব্র ২, পৃ ২৬ ; যু. ক. প. সং ১২, পৃ ১২১

২১. আলীমিঞা

শ্রীরাধার রূপ

ছোট না রাধিকা, ভরণ কলসী, মাঝা হেলি চলি পড়ে ।
 কোন নাগরে, পাঠাইছে তোমারে, দয়া নাই শ্রামের মনে ॥
 গাছের উপরে, লতার বসতি, লতার উপরে ফুল ।
 ফুলের উপরে, ভ্রমরা গুঞ্জরে, কাহ্নএ মজাইল ঐ জাতি কুল ॥
 সঙ্গে সখীগণ, কৈল পলায়ন, একাকী চলিলাম যমুনা ।
 যমুনাতে গেলাম, বলাকা দেখিলুম, আশ্চর্য্য হইল মোর মন ॥

নদীর কিনারে, বলাকা চরে, মৎস্ত চুনি চুনি থায় ।
 কোন নগরে, পাঠাইয়াছে তোমারে, জলের নীচে ছায়া দেখা যায় ॥
 ছায়া নিরখিলুম, ভাবে মগ্ন হৈলুম, উদাস হইল মোর মন ।
 মূই যদি পাইতুম, যতনে রাখিতুম, বামিনী কাটিতুম রসে ॥
 সঙ্গে সখী দিতুম, সম্মানে রাখিতুম, দিবা কাটিত নানা স্থখে ।
 আলীমিয়ার বাণী, শুন শুন ধনি, ছাড়িয়া নদীর কূল সঙ্গে যাইবা নি ॥১
 বা. বৈ. ভা. সং ১৭, পৃ ৪৬ ; অ ৪, পৃ ২৩ ; মু. ক. প. সং ৪১, পৃ ৫০

২২. আসরাফ

বিরহ

কি দোষ আমার রে বন্ধু কি দোষ আমার । মনের কপট ভাঙ্গিয়া বল
 কিরিয়া চাও একবার ॥
 কুহু দেশে গেলায় বন্ধু তুলিয়া রইলায় মোরে । নিরবধি স্মরিয়া মরি বসিয়া
 একাসরে ॥
 রাতদিন চাইয়া থাকি পন্থ নিরখিয়া । আইতা আইতা সোনা বন্ধু মুররী
 বাজাইয়া ॥
 নিরবধি ডাকিরে বন্ধু উদ্দেশ নাই পাই । আমি অনাথী করমদোষী আমার
 করমে ছাই ॥
 চরণ বাড়াইয়া দেও ধরি একবার । মনের ছুখ পানি হইয়া যাউক সমুদ্র
 মাঝার ॥
 দেখা দিয়া না দেও দেখা একি বিষম জালা । ঘরের বৈরি যৌবন পতি বাইরে
 চিকন কালা ॥
 অদম আসরকে বলে কি বুঝ মন পাখী। বন্ধুয়ার চরণ বিনে উপায় নাই দেখি ॥১
 বা. বৈ. ভা. সং ১৬, পৃ ৪৭ ; সমজুল ইছলাম আসিকে বারাম, পৃ ৪২

২৩. ইছাক

বাউল

বাউল

চৌদিগে দি' চৌকি পা'রা, যাইরে আমি কি পরকারে
 কেমনে আমি যাইরে রাখার মন্দিরে ॥

বুঝাইলে না বুঝে চিত রাইতে-দিনে বুঝে ;
 পাগলিনীর মতো যেমন আউলা-বেশ ধরে ॥
 এগো, বিরহিলীর মতো ঘুরে দেশ-দেশান্তরে রে ॥
 কোকিল পাখী বসন্তেতে কুহ কুহ গায় ;
 মন আমার আশিক রতন পছ পানে চায় ;
 এগো, সেই মতো হৃদয় আমার প্রেম দরিয়ায় উথলে ॥
 পাগল ইচ্ছাকে বলে না পুরিল আশ ;
 কেমনে আমি যাইরে প্রাণ-বন্ধের পাশ ;
 মনে লয় হইতাম আমি সেই বন্ধের দাস রে ॥ ১
 শ্রী. লো. স. সং ১৬৭, পৃ. ১৩৭

২৪. ইয়াছিন

প্রেম-কথা

প্রেম করিলে প্রেমানলে সর্বথা জলিতে হয়, প্রেম করা মুখের কথা নয় ॥
 প্রেম করিছে যারা, জী'তে সেই মরা ; সুখ-ভোগ-ফিদা-নিদ্রাতে যাগিছে তারা ।
 কোথায় প্রিয়সী পাব, এই খেদে রয় ॥
 কায়েস নামেতে ছিল এ জগতে, মজহু আশিক হইলা লায়লীর উপরেতে,
 লোহার শিকল পরে রাজার তনয় ॥
 জোলেখা সুন্দরী ইছুফের পিয়ারী, ধনমান সব দিলা ইছুফের প্রেমে,
 হারে, রাজার কুমারী হইয়া সন্ধ্যাসিনী হয় ॥
 রাধিকা সুন্দরী কিষ্কের পিয়ারী, রাধার প্রেমেতে কিষ্ক হইলা দণ্ডধারী,
 রাজার কুমার হইয়া কুঞ্জবনে রয় ॥
 ইয়াছিনে বলে, দেখ ভাই সকলে, এ চৌদ্দ ভুবন পয়দা প্রেমেরি কারণে,
 তে কারণে স্বর্গভূমি শূন্যেতে ঘুময় ॥ ১
 শ্রী. লো. স. সং ১৭৪, পৃ. ১৭২

দর্শন-ভিখারী

বন্ধুয়া রে, আমি তোমার দর্শন ভিখারী ॥
 প্রেমশেল হেনে মোরে, গেলে বন্ধু দেশান্তরে, ছিরি পুরে আছ মহানন্দে ;
 কটাক্ষের মারি' বাণ, হরিলে যুবতীর প্রাণ, প্রেমানলে বিরহিলীর মত্তরায়
 কান্দে রে

বসন্ত সময় হইল, নানা পুষ্প বিকশিল, ফুল শইয়া করি অভাগিনী ;
পলক না মারি আঁখি, পহু নিরখিয়া থাকি, আসার আশায় বসি কাটাই
রজনী রে ।

দয়ার ভাঙার তুমি, লোক মুখে শুনি আমি, কিঞ্চিৎ দয়া করি' বিতরণ—
অধিনীর নিকেতন, কর বন্ধু পদার্পণ, দয়াভাবে ছুখিনীরে দেও দরশন রে ॥
রজনী প্রভাত হল, প্রাণ-বন্ধু না আসিল, অভাগীর ললাটে আগুন ;
আশাতে নিরাশ হই, প্রিয় মুখ না হেরিছু, কোকিলার রবে জালা হইল
দ্বিগুণ রে ।

শুনো ইয়াছিন বাণী, ওগো সখি বিরহিণী, তব বন্ধুর লীলা অগণন,
থাকে তোর সঙ্গে সঙ্গে, বেড়াইছে কতো রঙ্গে, মনের বন্ধে মান করিয়ে না দেয়
দরশন রে ॥২

শ্রী. লো. স. সং ২৭১, পৃ ২৪২

২৫. ইরকান

বিরহ

আমি কি দিয়া তুমি শ্রামের মন গো রাই, আমার সে ধন নাই ।
অরণ্যে বৃন্দাবনে ঐ শ্রামের কারণে, বনে বনে অমিয়া বেড়াই ।
জাতি কুল মান জীবন যৌবন, দিয়ে শ্রামের মন নাই পাই ।
রূপ গুণ যশঃ তোর লাগি স্থখাইলাম কায়,
লোকে এখন বলে আমায় কলঙ্কিনী রাই ।
হৃৎস্থ হৃৎ সব দিল নিদ্রা কালায় । ভাবিয়া ইরকানে কয় শ্রামের চরণ যেন
পাই । ১

শ্রী. বৈ. ভা. সং ১৭, পৃ ৪৮ ; বাগ বাউল, সং ৩০, পৃ ১৭

২৬. ইরপান

উদাস বাউল

বিরহ

আমার বন্ধুরে দেখিতাম কুন ছেলে গো সজনী সই,
আমার বন্ধুরে দেখিতাম কোন ছলে । ধু

বন্ধু বিনে প্রাণ বাচেনা, সদা অনল জলে গো সজ্ঞনী মই ।
 কদম ডালে বসিয়া বন্ধে, বাজায় মোহন বাশী ।
 শুনিয়া বাশীর রব, হইয়াছি উদাসী গো সজ্ঞনী মই ।
 নিরলে বসিয়া বন্দে, বাশীয়ে দিল টান ।
 নব বিন্দের মোহন বাশীয়ে, নিল কুল মান গো ।
 আর পাগলিনীর বেশ ধরিয়া, দেশ বিদেশে ফিরি ।
 বন্ধুর দেখা না পাইলাম, বাশীর রব শুনি গো সজ্ঞনী ।
 ছাবাল শা ইরপানে কইন, পশ্চের দিকে চাইয়া ।
 বন্ধুরে না পাইয়া আমার, সদায় জলে হিয়া গো । ১
 মারীফতি উদাস বাউল, সং ৮

দেহতত্ত্ব

ছাড়িয়া দে তোর ভবের আশা তিন ঠাকুরের মেল ।
 এগো, গাউনি দিতে দিতে ভবের বাজার ভাঙ্গি' গেল রে ॥
 আর মন-পবন কাষ্ঠের নৌকা বাধো লগির বান্ধ ।
 এগো, তাতে ছাপি রইছইন আমার ঠাকুর কালাচান্দ ॥
 আর আগ পাতালে নাওখিনি মহুরায় ছওয়ারী ।
 এগো, ডাইনা-বাউয়া ছয় জন মাঝি বলরাম গুনারী রে ॥
 আর মাঝ-গাড়ে না বাইয়ো নৌকা রাখিয়ো কিনারায় ।
 এগো, আকালে ডুবাইব সাউদের মানিকের ভরা রে ॥
 আর একি অশ্রুপ কথা দাঁড়ী-মাঝির হাল ।
 এগো, কেও শুনে না কেওরের কথা সদায় কেবেরাল ॥
 আর অদীন ইরপান বলে, আর কতো দিন বাকী ।
 এগো, নবীজীর শকাতের আশা দিলে জানি রাখি রে ॥ ২
 শ্রী. লো. স. সং ১১৪, পৃ ১৭৮

উদাস বাউল

বাউল

তর পিরীতে গেল কুলমান, গো সজ্ঞনী মই । মই গো তর পিরীতে গেল
 কুলমান ।
 আর সরল জানিয়া আমি পিরীতি করিয়া । সাদে পিরীত করিয়া মৈলাম
 শুকনায় ডুবিয়া গো সজ্ঞনী ।

আর আগে যদি জানিতাম আমি কঠিন তর হিয়া, ওরে তে কেনে করিতাম
 পিরীত বিনা দড়াইয়া ।
 আর গোকুলেতে থাক তুমি চান্দরূপ ধরিয়া, কলাঙ্কনী জানিয়া যদি মরে কর
 দয়া গো সজনী ।
 আর আমি ত বেতুলা জাতি তুমি ত সরলা, ওরে নিকুঞ্জ মন্দিরে সদায়
 তোমার লীলা খেলা ।
 আর ছাবাল শা ইরপানে কইন মনেতে ভাবিয়া, বিয়ার কইনার স্ন্যামি নাই
 বৃথা জনম গেল গো । ৩

মারীফতি উদাস বাউল, সং ১৩

উদাস-বাউল

বাউল

তরা চল গো আমার সাথে সখী চল গো আমার সাথে ।
 ওরে কলঙ্কের কলসী আমি লইয়াছি মাথে সখী । ধু
 আর কলসী লইয়া আমি গেলাম জল আনিতে ।
 ওরে জলের ঘাটে দেখা হইল প্রাণ বন্ধুয়ার সাথে সখী ।
 আর মোহন বাশী বাজায় বন্ধে বসিয়া ঘাটেতে ।
 ওরে ঘরে যাইবার মন চলে না ঐ বাশীর রবেতে সখী ।
 আর মনে লয়ে প্রাণ বন্ধুয়ার ধরি চরণেতে ।
 ওরে বন্ধে আমার নালায় কুল কিসের কারণেতে সখী ।
 আর পাগল ইরপানে কইল ভাবিতে ভাবিতে ।
 না জানি কি হইব আমার আখের আকিবতে । ৪
 মারীফতি উদাস বাউল, সং ২৯

উদাস বাউল

বিরহ

দিবানিশি বুঝে মরি, বন্ধুবিনে রৈতে নারি বল সখি উপায় কি করি । ধু
 সখি গো বন্ধু বিনে এ দেহের নাহি কেহ সহকারী ।
 ওরে বন্ধুয়ার লাগিয়া আমি সদায় করি ইন্তিজারী ॥
 আর ইন্তিজারী করিতে আমি ছাখে ভাসি কিরি ।
 পাইলে বন্ধুয়ারে আমি রাখিতাম চরণে ধরি ॥

ছাবাল শ। ইরপানে কইন বন্ধু আমার বংশীধারী।

ওরে বাজাইয়া মোহন বাশী আমার প্রাণ কৈল চুরি ॥ ৫

বা. বৈ. ভা. সং ১৮, পৃ. ৪৮; মারীফতি উদাস বাউল, সং ১১

উদাস বাউল

বাশী

বন্ধু বাশী দেও আমারে, বন্ধু বাশী দেও আমারে। ধু

ও তোমার বাশী না হয় বাশের বাশী, ডাকে মোহন স্বরে।

আর কোন সন্ধানে বাজাও বাশী, বসিয়া নদীর কূলে।

ওরে আনন্দ ফুলেতে বসিয়ে রে, সৌরভেতে বুলে।

আর বিনয় করি ওরে বন্ধু, ধরি ছুই চরণে।

ও তোমার বাশীর লাগি কলঙ্ক নাম, বৈল ত্রিভুবনে।

আর তুমিত দয়ার বন্ধু, দয়া করি মরে।

তোমার বদল দিলে বাশী, বাচিমু পরাণে।

আর ছাবাল শ। ইরপানে কইন, বাশী পাইল জেই জনে।

ওরে আনন্দে হইল দেখা, প্রাণ বন্ধুতার সনে। ৬

মারীফতি উদাস বাউল, সং ৫

২৭. উচ্ছমান

রাগ পাহাড়ী

বিবিধ

ও আমার বন্ধুরে পাইমু কোন কলে গো রাখে। আমার বন্ধুরে পাইমু কোন
কলে। ধু

বন্ধুরে পাইমু বলে দিবানিশি দেহা জলে ওরে শীতল কর দরশনের জলে গো রাখে।
দরশন অমূল্য নিধি একবার পাইতাম যদি ওরে চরণেতে ঘাইতাম মিশিয়া
গো রাখে।

যদি পাইতাম একবার গলায় দিতাম প্রেমের হার চরণ ধূলা মুছিতাম নয়নে
গো রাখে।

নিশানা নমুনা নাই কিরূপে বন্ধুয়া পাই স্বদয়ে রাখিব বন্ধের নাম গো রাখে।

দিবানিশি দহে মন না পাই বন্ধের দরশন এই ছুঃখ রহিল অন্তরে গো রাখে।

এই সব পাইতে চাও ধর গিয়া মুরশিদের পাও মনের বাজা হইবে পূরণ গো রাধে ।
অধম উছমানে কয় হৃদয়ের শেল খসিবার নয় ঐ শেল খসিব আমি মইলে
গো রাধে । ১

হকিকতে মারিফত, সং ৫৪, পৃ ৩৪

বিরহ

রাগ মিনতি

তুমি মরে ভাসাইলায় সাগরে রে ও কালাচান্দ তুমি মরে ভাসাইলায় সাগরে ॥ ধু
দিবানিশি দহে মন না পাই কালার দরশন । এই ছুঃখ রহিল অন্তরে রে ॥
মানাইয়া থাকের কায়া তাতে দিলায় মহামায়া । তবে কেনে রহিলায়
ছাপিয়া রে ॥

ভবের বাজারে দিয়া রাখিয়াছ ভুলাইয়া । কি সন্ধানে পাইমু তোমারে রে ॥
নিকুঞ্জ মন্দিরে থাক তিলে পলে সব দেখ । বিরাজ কর সয়াল জুড়িয়া রে ॥
মহিমার সীমা নাই নাম তোমার পাক সাই । অভাগীরে দেখাইতায়
দিদার রে ॥

দরশন অমূল্য ধন নাহি দেখি ছই ভুবন । ছুঃখিনীরে রাখ চরণ তলে রে ॥
হায়াত মউত আর রিজেক তালে সবাকার । কুঞ্জিতালা আপনার হাতেরে ॥
অধম উছমানে কয় যদি মোলার দয়া হয় । দেখা দেয় নবিজির ইজ্জতে রে ॥ ২
হকিকতে মারিফত, সং ৫৬, পৃ ৩৫

রাগ বাউল

দেহতত্ত্ব

মন বাহলে কয় বেতুল সদায় । এ রূপ যৌবনে দেখা হয় কি না হয় ॥ ধু
সদায় পাগেলা মন রে বাহলের মতি । কাহুর সঙ্গে বিবাদ করি ঘটাইলায়
দুর্গতি ॥

রাধা কাহু এক ঘরে কেহ নহে ভিন । রাধার নামে বাদাম দিয়া চালায়

রাত্র দিন ॥

কাহু রাধা একঘরে সদায় করে বাস । চলিয়া যাইবা নিষ্ঠুর রাধা কাহু হইবা

নাশ ॥

রাধা কেবা কাহু কেবা চিনিবারে চাও । তনে মনে রুজু হইয়া মুরশিদ বাড়ী

যাও ॥

অধম উছমানে কয় শুনো প্রাণের প্রিয়া । একবার দেখা দেও ছুঃখিনী জানিয়া ॥ ৩
বা. বৈ. ভা. সং ১২, পৃ ৪২ ; হকিকতে মারিফত, সং ২২, পৃ ১৩

রে শ্রামচান্দেব বাশী, বাশী রে আকুল কৈলায় মরে । ধু
দিবানিশি বন্দেব বাশী বাকে মধুর স্বরে রে ।
বাশীর স্বরে খেলা করে মাণ্ডক যে জন, রসিকের সঙ্গে মিলে চান্দেব দরশন রে ।
মুরশিদ পদে যে পাইয়াছে বাশীর লীলা খেলা ।
মউতের পরে সেই রহিবে উজালা রে ।
বাশীর স্বরে খেলা করে মুনিবের পিয়ারা ।
উছমানের মনের আশা করিয়া দেও পুরা রে । ৪
হকিকতে মারিকত, সং ৫৩, পৃ ৩৩

২৮. উদাসী [ইজিছ আলী]

বাউল

আমি মোহিত হইলাম গো গৌরান্দ্র রূপ দেইথে ।
ছয় ফুলেরি প্রেমের ছিটা গো ও প্রাণ সখি গো, মা গো অঙ্গে আমি মাইথে ।
অঙ্গ জলে প্রেমাগুনে উদর জলে ভুখে ।
ঘরে নাহি গর্ত মাগি গো ও প্রাণ সখি গো, আমি ছুখ বলি কাকে ।
এমন লজ্জা দিলার গো রাখে বাক্য নাহি মুখে ।
ঘরের বাহির হইলাম আমি গো ও প্রাণ সখি গো, মা গো তুমি থাক স্বখে ।
উদাসী পাগলে গো বলে সখি স্মরণ যেন থাকে ।
ছয় ফুল দি বানাইয়া ছাবন গো ও প্রাণ সখি গো, মা গো উদ্ধার আমাকে । ১
বাংলার শক্তি, ১৩৬৭ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, পৃ ৩১৩

বাউল

ও এ গো রূপসী আও না কুঞ্জে হাসি গো হাসি । তোমার কুঞ্জে তুমি আও গো
আমি কি পরবাসী ॥
যদি তুমি কুঞ্জে আও, বাশীর স্বরব শুনাই যাও গো । তুমি বিনে এ জগতে কে
আছে মায়া-রসী ॥
চাই ভিক্ষা কালার বাশী, সঙ্গে নিতাই কানাই দাসী । জগৎ ভুলাইয়া রাখছ যে
কামিনী মৌরসী ॥

ছাৰাল উদাসীৰ বাণী, শুন মাগো কমলা বাণী । দোষ-গুণ ক্ষেমিথা তাৰে না
বানাইও আৰ দোষী ॥ ২

বাংলাৰ শক্তি, ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, পৃ ৩১৮

বাউল

ও মই আগে আমি জানি না কালার প্রেমের এতই যাতনা ।
ওরে মিছামিছি গোকুল লোকে করে গো ঘোষ ঘোষণা ॥
তন জলে মন জলে ফিরি আমি বনে বনে । যদি কালার দয়া হয় দেইন গো
মোর কানের সোনা ॥
কালার প্রেমের পিরাসী হইয়ে জলে গেলাম রঙ্গে চঙ্গে । ভাব ছাড়া প্রেমিকের
মরা কে কইল যাহু টুনা ॥
উদাসী পাগলে বলে দাড়াইয়া কদম্বের তলে । আমারে কান্দাইতা বলি কালার
মনে বাসনা ॥ ৩

বাংলাৰ শক্তি, ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, পৃ ৩২০

বাউল

ও মণি কে আনিল গো ঐ পথে, তুই নি আইলে প্রাণ জ্বলাইতে ।
ও তোৰ প্রেম-সায়রে ডুবত দিয়ে রহিতে নারি স্থরিতে ॥
তুমি যেতা আমি ওতা, পাইছ নি আর কোন কথা ।
আপনার ধন যত্ন করি সোনা বলি লও হাতে ॥
ধরি আমি তোদের পায়, দাগ না চড়াও আমার গায় গো ।
পোড়া দীনী প্রেমের পোড়া, আর পুড়িও না ভবেতে ॥
জ্বালারি উপরে জ্বালা আর দিও না চিকন কালা ।
যত মাইর মারিয়াছইন মুশিদ, আর সহে না অঙ্গেতে ॥ ৪

বাংলাৰ শক্তি, ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, পৃ ৩১৮

বিবাহ

কি করি গো এর উপায়, মইলাম গো মই বিচ্ছেদের জ্বালায় ।
কি হেরিলাম কি হইল ডুব দিয়া প্রেমের দরিয়ায় ॥
জ্বালারি উপরে জ্বালা দেইন গো দেখি চিকন কালা ।
তেকেনে প্রেমের মালা গলেতে মোর পরাইলায় ॥
লোক সমাজে যেতে নারি ঘিরণা করে পুণ্ড নারী ।

রাড়ীর হাতে খাড়ুর কাঠি তুমি নি গো পরাই বায় ॥
 রমণীর রূপ ধরিয়া জলে গেলাম কলসী লইয়া ।
 কলসী থইয়া রইলাম চাইয়া কার রূপে মন ভুলাই লায় ॥
 উদাসী পাগলে কয় যদি তোমার দয়া হয় গো ।
 দর্শন দিয়া চিকন কালা ইদরের জালা ঘুচাইবায় ॥ ৫
 বাংলার শক্তি, ১৩৪৬ আশ্বিন, পৃ ১০৭

দেহতত্ত্ব

মনে বড় আশা করি কালীগঞ্জ পাতি দোকান । আশা নি পুরাইবায় আমার
 ওয় গো কালাচান ॥
 কালা কালা নব কালা, কালা তিরভুবন । কালা গো কাজলির লেখা জলানী
 রূশন ॥
 কালার পিরিতে ডুবি লুটাইয়াছি কুলমান । প্রেমের পোড়া আঙ্গুর কালা
 কালা গো কালাম ॥
 চউকের পুতুলা কালা, আর যে আছমান । উদাসীয়ার অঙ্গ কালা
 না পাইয়া তোমার নিশান ॥ ৬
 বাংলার শক্তি, ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, পৃ ৩১২ ; বা. বৈ. ভা. সং ২০, পৃ ৪২

২৯. উম্মর পাগল

বাউল

বিরহ

আমার কালা আসবে কিনা বল গো পরাণ সহি আমার কালা আসবে কিনা বল ।
 কিবাত আমারে লইয়া কালার দেশে চল ॥
 আমায় ছাড়ি অন্তের সঙ্গে সদায় উলামেলা ।
 কেমনে সহিমু বল গো আমি কালার বিধম জালা ॥
 সন্ধ্যালের দয়াল শুনি আমার চিকন কালা ।
 পন্থের পানে চাইতে চাইতে বেরতা জনম গেলা ॥
 নয়ানের কাজল কালা আমার গলার মালা ।
 কালারে ছাড়িয়া কিলারহিলা অহুলা ॥
 উম্মর পাগলে বলইন একি জালা জালা ।

ও মোর প্রেম ফান্দে মনের সাথে ভাসাইয়াছি গলা ॥ কালা আসবে কিনা বল
কি বা ত আমারে লইয়া কালার দেশে চল ॥ ১

একের বাগান, পৃ ১৩

রাগ ধামালি চৌচলি

বাউল

আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার । প্রেম সায়রে ধইলাম গো পাড়ি
না জানি সাতার ॥
যদি ডুবে আমার তরী কিবা আমি ডুবিয়া মরি গো । এগো রইবে কলঙ্কের
খুটা নামেতে তোমার ॥
করছি মেলা বৃন্দাবন পাইবার আশা দরশন গো । এগো দেখাইয়া গৌরাঙ্গ রূপ
বাহু পুরাইও আমার ॥
কেহ যায় গয়া কাশী, কেহ পায় ঘরে বসি গো । এগো আমার ভাগ্যে না হইল
প্রেমের বেহার ॥
উম্মর পাগলে কয় শুনিছি তুমি দয়াময় গো । এগো দিয়া তরী শীত্র করি এখন
মোরে কর পার ॥

আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার ॥ ২

একের বাগান, পৃ ২৪ ; বা. বৈ. ভা. সং ২১, পৃ ৪২

ধামালি

বংশী

কদম্বে মুররী কে বাজায় প্রিয় সজনী । ও সেই কদম্বে মুররী কে বাজায় ঘায় ॥
ভাবেতে মন উদাসী, সে কিবা বাজায় বাশী গো । এগো না জানি কি যাহুর
বাশী জগত বুলায় প্রিয় সজনী ॥
মনচুরা বাশীর হুরে আমি বঞ্চিত না পাইলাম ঘরে গো । এগো বাশীর
হুরে প্রেম শিক্ষা দেয় ইসারায় প্রিয় সজনী ॥
উম্মর পাগলে বলে তুমরা সবে আমি মইলে গো । এ গো বন্ধের বাশী
বাঙ্কিয়া খসি আমি পাগলের গলায় প্রিয় সজনী ॥ ৩

একের বাগান, পৃ ১২

ধামালি

বাউল

তোমার বাড়ী আইবা নি গো তাইন ললিতার মা সোনা দিদি তোমার বাড়ী
আইবা নি গো তাইন ।

আর তোমার বাড়ী আইতে যাইতে যদি পথে পাই, চরণে ধরিয়া ছুখ কইমু
বন্ধের ঠাই ।
নিতাইর খুড়ীর কেটকেটানি জানে নাহি সয়, জলের ঘাটে গেলে মোরে মন্দ
সন্দ কয় ।
ডাকাডাকির কাম নাই দিদি লোকে লাখে শুনে, আসনে বসিয়া রূপ দেখিও
দিয়ানে ।
প্রাণের বৈরী কাল ননদী না দেয় ঘরে ঠাই, আমি অভাগিনীর ছুখ কৈবার
জাগা নাই ।
বলরাম দেওর তাইর ননন্দ চাম্পা রাণী, শাস্ত্রীর ডরে সদায় পড়ে আকির পানি ।
উম্মর পাগল বলে করিয়া শৃঙ্গার, আসনে বসিয়া কর পিয়ার দিদার গো
সোনা দিদি ।

তোমার বাড়ী আইবা নি গো তাইন । ৪

এক্কের বাগান, পৃ ২০

বাউল ধামালি

বাউল

পাইলাম না তোমার মন জুগাইতে ও চান্দ ঠগাইলায় আমারে রে ।
বিরহের আনলে জ্বলি আমি কুলনাশী না জানি কি মন্ত্র দিয়া করিয়াছে উদাসী ।
আগলা থাকি ঠাকুর চান্দে করইন ঠারাঠারি, ইসারার কথা আমি বুকিতে না
পারি ।
যুগল চরণে তোমার করি নিবেদন, ভক্তি চিতে ডাকি তোরে রে ও নদিয়ার
চান্দ ও চান্দ দেও দরশন ।
উম্মর পাগলে বলইন বিষম ঠগ তুমি, তোমার সঙ্গে প্রেম বাড়াইয়া ঠেকছি
ভবে আমি । ৫

এক্কের বাগান, পৃ ১৫

বাউলা ধামাল

বাউল

মনের আশা পূরাও না আমার । সোনার বন্ধুয়া রে মনের আশা পূরাও না
আমার ॥
নিশিতে বসাইয়া কোলে মুখে দিয়া মুখ । অন্ধেতে মিলাইয়া অঙ্গ মিটাও
মনের ছুখ ॥

তুমি আমি এক বটি ভিন্ন কেহ নয় । অন্ধের বসন খোল হাত লাগাইতে দেও ॥
 শুইয়া কিংবা বইয়া করি আজ্ঞা মোরে দেও । কিংবা কৃষ্ণমন্ত্র সঙ্গ করি নেও ॥
 উন্মত্ত পাগলে বলইন না পুরাইলায় আশ । দিমু দিছি করি গত কইলায় বার
 মাস ॥৬

এফের বাগান, পৃ ১৪

৩০. এবাদোল্লা

কোড়া

বিরহ

সহন না যাএ ছুঃখ, সহন না যাএ । যৌবন চলিয়া গেল পিয়া না বোলাএ ॥ ধু
 সব নারী পিয়া সনে করে আনন্দিত । আমার মন্দিরে পিয়া কেন রে বঞ্চিত ॥
 বদন (বেদন ?) ছত্যাশে দহে কিবা রাত্র দিন । হেরিতে পিয়ার পন্থ আখি
 হৈল ক্ষীণ ।

আজু কালুকা করি দিন গেল বইয়া । না ভজিলাম পিয়া মোর যৌবন ভেটিয়া ॥
 এবাদোল্লা কহে ধনী ভজ গুরু পদ । কদম্ব তলে গিয়া দেখ পিয়ার সম্পদ ॥ ১
 বা. বৈ. ভা. সং ২২, পৃ ৫০ ; ত্র ৩, পৃ ২৬ ; ভা. ১৩২০ পৌষ, পৃ ৭৮ ; মু. ক. প. সং ২৬২, পৃ ১১২

৩১. এশাফুল্লাহ

দেহতত্ত্ব

কৈলে বঁধুর কথা কৈও গাইলে শ্রামের গীত গাইও, মনুয়া ভাই ।
 বেদ অংশ দিগা এ ঘর বান্ধিয়া তাতে খেলে ঘরের গৃহী ।
 হৃদের অন্তরে যেই পঞ্চবাজারে বাজে রাজধ্বনি শ্রী ।
 মন সদাগরে যেই পঞ্চবাজারে নিত্য কিনে রাজধ্বনি ।
 তেজি ভব মায়া চিন নিজ কায়া গুরু কাছে তব জানি ।
 উপরে মুড়া তাতে মপ্তদ্বার বেদদ্বারে স্বরধ্বনি ।
 দক্ষিণ উত্তরে এ যুগ ছয়ার পরে বাজায় বংশী শুনি ।
 বত মুনি ঋষি নিত্য বাজায় বংশী আপে গুরু শৃঙ্গধানী ।

তবু পহু সার বংশী বিনে আর নাহি জানে শুক্ক জানী ।
আলি রাজা গুরুপদে এর্শাহুলাহ ভণে নিত্য লীলা-দাঁড় বাইও ।
ভাটি আর উজানি সঙ্গে নৌকাখানি সদায় পরম নাম লইও । ১
বা. বৈ. ভা. সং ২০, পৃ. ৫০ ; মু. ক. প. সং ১২৭, পৃ. ৭০

৩২. ওয়াতির

বাউল

অবুলা জানিয়া রে শ্রাম-চান্দে মনে দয়া নাই ।
আমি ডুবি স্থপের সাগর হ', আমি কুল কিনারা নাই পাই ॥
আর মুখেত মধুর দিয়া, কামশর হস্তে লিয়া মাইলায় রে খেচিয়া ।
ওরে, মারিয়াছে খেদঙ্গ-তীর হ', আমি প্রাণে আর বাচিমু নাই ॥
আর অধীন ওয়াতিরে বলে, ডুব' হে যবুনার জলে ।
'শ্রাম-চান্দ' বইলে নিরলে বসিয়া হ' আমি শ্রাম চান্দ বইলে ভাকতে চাই ॥ ১
শ্রী. লো. সং ৩০৩, পৃ. ৩১৮

৩৩. ওহাব ফকির

বিরহ

কি হৈল আমারে রে বন্ধু কি হৈল আমারে । দিবা নিশি বুঝে প্রাণি না
দেখিয়া তোরে ॥
এই সাধ করি মনে তোর লাগত পাই । তোমার পদের ধূলী নয়ানে লাগাই ॥
কামবাণে হানে প্রাণি না দেখিলে প্রিয়া । গৃহছাড়া হৈয়া যাই তুই বন্ধুর
লাগিয়া ॥
সাধিয়া আপনা কাজ ছাড়ি গেল মোরে । পাগল হইলাম বন্ধু না দেখিয়া
তোরে ॥
ফকির ওহাবে কহে এই সাধ মোরে । গলে হার করি বন্ধু গাঁথিয়া রাখম
তোরে ॥ ১

কুণ্ডভঙ্গ

নিশি হৈল শেষ, রে প্রাণের বন্ধু নিশি হৈল শেষ । ধু
 রাত্রি পোসাইয়া যায়, কোকিলে পঞ্চম গায়, নিদ্রাতে পাইয়াছে বড় স্বথ ।
 অভাগিনী বসিয়া রে, নিশি গোক্রাইলুম, উঠ এবে দেখি চান্দ মুখ ॥
 আমার মাথাটি খাও, উঠ এবে ঘরে যাও, কাকুতি করিয়া বোলি তোরে ।
 রাত্রি প্রভুষ হৈলে, লোকে দেখিব তোরে, কলঙ্কিনী করিব আমারে ॥
 কলঙ্ক রাখিলে মোর, ভাল না হইব তোর, মোর রইব জনমের খোটা ।
 আমি নারী অভাগিনী, এই ছুখে দহে প্রাণি, ননদিনী হৈল মোর কাটা ॥

ফকির ওহাবে কয়, প্রাণি দিবার মনে লয়, তিলেক না দেখি চান্দ মুখ ॥ ২

বা. বৈ. ভা. সং ২৫, পৃ ৫২ ; ব্র. ৪, পৃ ২৯ ; ম.বা.গী. পৃ ১১৭ ; ম.ক.প. সং ১৮২, পৃ ৯০ ;
 ক্রী. লো. স. সং ২৯২, পৃ ২৮০

দেহতব

শ্রাম বন্ধু হ', কালা রে রতন, দরশন বিনে আমার অসারের জীবন ।
 শ্রাম বন্ধু হ', আব-আতস-থাক বাদে বানাইয়াছ ঘর ;
 তার মাঝে আছইন বন্ধু বিনন্দ নাগর ।
 শ্রাম-বন্ধু হ', একই ঘরে থাকি বন্ধু, না পাইলাম ধুড়িয়া ;
 তোমার দরশনের লাগি' আমি হইয়াছি পাগল ।
 শ্রাম বন্ধু হ', সর্ব অঙ্গ খাওদ কাগা না রাখিঘো বাকী ;
 কৃষ্ণ দরশনের লাগি রাখো দুইটি আখি ।
 শ্রাম বন্ধু হ', কইন তো ফকির ওহাব আলী নদীয়ার কূলে বইয়া ;
 পাইমু পাইমু করি, আমার দিন তো যাইতরা গইয়া ।৩
 ক্রী. লো. স. সং ২৮২, পৃ ২৫৬

দেহতব

হায়রে তুমি বিনে কে আছে আমার রে ।
 হায়রে বন্ধু, অনাথের নাথ, হায়রে বন্ধু তুমি বিনে কে আছে আমার ।
 বন্ধুরে তোরাই সনে প্রেম করি মুই হৈলু লোকের বৈরী, জগতে রহিয়া গেল
 মোর খুটা ।
 আউলাইয়া মাথার কেশ মুই হইল পাগলের বেশ, যথায় তথায় যাইমুরে
 চলিয়া ।

বন্ধুরে হায়রে কঠিন বন্ধ কঠিন তোমার মন রে, রাখ প্রাণী দরশন দিয়া রে ।
আমি নারী তুমিরে পতি একই গৃহেতে বসতি, ঘরের গৃহী না পাই ধুড়িয়া ।
আফুল কাদিরের বালক ত্রিজগতে নাই লখ্ রহিলু কেবল মুর্শিদের দিকে
চাইয়া ।

ফকির ওহাবে কয় এই শেল খসিবার নয় এই সেল খসিব ওহাব মইলে । ৪
বা. বৈ. ভা. সং ২৩, পৃ. ৭২ ; বাগ মারিফত, সং, পৃ. ২

বাউল

হায়রে বন্ধু, বন্ধু তুমি রসিয়ার নাগর,
তোমার পিরিতে তহু মোর হইল জরজর । ধু
তোমার পিরিতে রে বন্ধু, তহু হইল মোর ক্ষীণ ।
মিছা আশা দিয়ে বন্ধু ভাঁড় কতোদিন ।
শোভা নাই, ছুরত নাই, কেমনে পাইমু তোরে ।
বেনিশানের নিশান আমি পাইমু কোথা গেলে ।
বেনিশানের নিশান আমি যেই হেনে পাইমু,
চরণের ধূলা হইয়া তাঁর চরণে লাগিমু ।
কনকতলে বসি' বন্ধু বাজাও মোহন বাঁশী,
বাঁশীর সুরে চিত মোর কইল উদাসিনী ।
যমুনার ঘাটে বাঁশী বাজে নিরবধি কলসী লইয়া জাইতু জলে ননদিনী ।
ঘরে বৈরী ননদিনী পশ্বে বৈরী লোভা,
বাদলের মতো হইল আমার চান্দেব শোভা ।
ফকির ওহাবে কয় ব্যাকুল আমার মন,
বিনি দীর্ঘপে চরণ উজল হইব কেমন ।
রে বন্ধু রসিয়ার নাগর তোমার পিরিতে তহু মোর হইল জরজর । ৫
শ্রী. লো. স. সং ২৫৫, পৃ. ২২০

৩৪. কবীর

বসন্ত

হোলী-লীলা

বরজ কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে ।
চুয়া চন্দন, আবীর গোলাব, দেয়ত শ্রামের অঙ্গে ॥ ধু

ফাণ্ড হাতে করি, ফিরত শ্রীহরি, ফিরি ফিরি বোলত রাই ।
ঘুমট উঠামে, বয়ান ছাপায়ত, বেরি বেরি বৈছে মেঘসে চাঁদ লুকাই ॥
ললিতা একা সখী, ফাণ্ড হাতে করি, দেয়ত কাহ্ন নয়ান ।
বুকভাহ্ন কিশোরী, ছুহ বাহ্ন ধরি, মারত শ্রাম বয়ান ॥
আওর একসখী, জীউ জীউ করি, কাহ্না লাগাও আবীর ।
কমরি ফাণ্ড লেই, কান নয়ান বেরি বেরি দেয়ত, হাঁ হাঁ করত কবীর ॥ ১

কাব্যমালক, পৃ. ৩৭; পা. পৃ. ৬; বা. বৈ. ভা. সং ২৭, পৃ. ২৩; ব্র ৪, পৃ. ৭৮; ম. বা. গী.
সং ২০৬, পৃ. ১৪২; মু. ক. প. সং ১৮৩ পৃ. ৮২; ব. পৃ. ৮; মু. সমাচার পৃ. ৩০৭

৩৫. কমর আলী

বিরহ

আল সই প্রেম আনলে দহে হৃদেতে । রৈয়া রৈয়া জলে চিত্ত নারি সহিতে ।
যে প্রেম করিয়াছে সে বুঝেছে পিরীতি বিষম জালা ।
প্রেম জ্বালায় শরীর বিষম কালা এই শ্রধা মনেতে আমার,
শ্রাম সনে মনের বাহ্না পুরাই বারে বার ।
রাধাপ্যারী কান্দ্যা মরি লুটাইছে প্রেমের ভরা ।
আর না আসে ননী-চোখ ভোমরা ।
শ্রীকমর আলি কহে শুন শ্রীনন্দের কানাই,
কুল কামিনীএ আকুল কৈলা এবে মনেতে নাই ।
কুল মজাইয়া মধু খাইয়া এখন রইলা মথুরায় ও মন চোরা । ১
মু. ক. প. সং ২৫৩, পৃ. ১০২

কাফি

আক্ষেপ

ও সই, করি হাউসে পিরীতি, শরীরে না সয় রে দুর্গতি ॥ ধু
না বুঝি কালার সনে করিলাম পিরীতি । রাত্রি দিনে চিন্তা মনে হৈব আমার
কোন গতি ?
সন্ধ্যাকালে শুতিলে হয় রাতের নিশি । শয়নে না ধরে নিদ্রা মোহন বাশী
ফুকে নিতি ॥

নিশি দিশি কালা চান্দে বাজাএ মোহন বাঁশী । নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশী
‘আইস রাধে শ্রীমতী’ ॥
শ্রীকমরালী কহে, শুন রসিক যুবতী । সঙ্গে মিলি কর কেলি, হৃথে জনম যাউক
বিত্তি ॥ ২

ব্র. ৪, পৃ. ১০ ; মু. ক. প. সং ১৪৭, পৃ. ৭২

মাধুর

কান্দি’ কান্দি’ বলিতেছে শ্রীমতী রাই । ও সেই আনিয়াদে মোর নাগর
কানাই ॥ ধু
শুন ওগো বৃন্দা দূতী বলি যে তোমারে । মধুরায় গেল হরি, আনিয়া দে
আমারে ॥

শ্রাম বিনে ব্রজপুরে আর আমার বাথী ত নাই ॥
প্রেম-অনল জলে মোর হৃদয়-অন্তরে । বৃন্দাবনে বসি দেখ কোকিল কুহরে ।
সেই সে মনের ছুখ কইতে নারি কার ঠাই ॥
কে হরিল প্রাণ-সখি ব্রজের শশী । বৃন্দাবনে রাধা ব’লে ডাকে না বাঁশী ।
অভাগী রাধারে বুঝি শ্রামের মনে নাই ॥
কহে শ্রীকমর আলি, শুন গো প্যারি । নিকটে আছে তোমার প্রাণের হরি ।
ধ্যানে ভজ নাগর কানাই, কান্দ না শ্রীমতী রাই ॥৩

কমর আলীর পদাবলী : কাব্যমালক, পৃ. ৩৭ ; মু. ক. প. সং ২১৪, পৃ. ১০২

বিরহ

কাফি—হৃদবিরহ

কালাচান্দে আকুল কৈল, সে কি জানে মন্ত্রণা । দূতী গো, আরত প্রাণি
বাঁচে না ॥ ধু
নিশিদিশি হৃদে মোর আই সে ভাবনা । ত্রিভঙ্গে ভোলাইয়া গেল দিয়া প্রেমের
যন্ত্রণা ॥
নিত্য নিত্য আসি ব্রজে সেই রসিক জনা । প্রেম পসরা লুটি চোরা পুনি
ব্রজে আইসে না ॥
যেন আনলে কানন বন করে দাহনা । তেমনি জলে রাধার চিত্ত, শ্রাম কিছ
তা জানে না ॥
শ্রী কমরালী কহে, প্যারী না করিও ভাবনা । আসিব তোর কালাচান্দ, থাকলে
তোর বাসনা ॥ ৪

ব্র. ৪, পৃ. ১৭ ; মু. ক. প. সং ১৪৮, পৃ. ৭২ ; সং ২৬৮, পৃ. ১১৩

বিরহ

কেন মোরে দিলি অপমান হাউষের পিরীতি ভাঙলি কালা-চান । ধু
 কার বোলে ভাঙলি পিরীতি ডুবাইয়া জাতি কুল মান ।
 আসিবি বুলি না আসিলি তুই বড় বেইমান ।
 গোকুল নগরে ঘোষে কলঙ্কিনী রাধার নাম ।
 অধা মনে তোর সনে বৈরাগিনী হৈয়া ঘাম
 দেশে দেশে ভ্রমণ করি মথুরায় তোর লাগ পাম ।
 ফৌজদারে ত দরখাস্ত দিয়া ভাঙ্গিব তোর ওমান ।
 যার বলে ভাঙ্গিলি পিরীত তারে যদি লাগ পাম ।
 হীরার কাটায় মারি তারে সাধিম মনের এই সম্মান ।
 শ্রীকমর আলি কয়, পেয়ারী না করিও অভিমান,
 পিরীত করি ছাইড়া গেল সে বড় নিষ্ঠুর শ্রাম । ৫
 মু. ক. প. সং ২০২, পৃ. ১০৯

বিরহ

কাফি

কোথা গেলে কালা চান্দেই দেখা পাইব । না দেখিলে দিব চরণে গ্রাণে মরিব ॥
 ওরে আমি কুল-কামিনী । কালা চান্দেই ভাবে হৈলাম তাপের তাপিনী ॥
 অবিরত দহে তনু মদন ভাবে আমি নারী ছিলাম অবলা,
 মোরে অপরাধিনী করি গেল চিকন কালা ।
 আরে যোগিনীর বেশে আমি নগর ভ্রমিব ॥
 বুঝি সে বর নাগর, কুবুজার প্রেমের ভাবে মথুরা নগর ।
 কৃষ্ণ নামটি প্রভাবেতে প্রাণি রাখিব ॥
 আরে বৃকভানু রাজকুমারী, কৃষ্ণ লাগি ভাবিও না ওগো কিশোরী,
 শ্রীকমরআলী কয়, প্যারী ত্রজের মাধব আসিব । ৬
 ব্র ৪, পৃ. ৯ ; মু. ক. প. সং ২৬৩, পৃ. ১১২

আত্মনিবেদন

তোমার মনের কালী দূর করি, কমল পদে রাখ শ্রীহরি । ধু
 নূতন রসে পিরীত করি, ছাড়লে কেনে ও কালা চান্দ, প্রেম আদরি ।
 দয়া মনে নাই কেনে, কোথায় রৈলা পাসরি ॥
 সাধনেতে হৈয়াছে মিলন, দয়া কর ও কালাচান্দ না হইও বিমন ।
 আইস সঙ্গে, মনোরঞ্জে একবার মধুপান করি ॥

তুমি কালা প্রেম-সখা আমার এ ধন যৌবন কালাচন্দ সকলি তোমার ।
সম্পূর্ণ মধুর ভাও ইচ্ছামতে পান করি ॥

হীন কমর আলীর বচন, যেই যুবতী পায় পতি করিয়া সাধন,
রাগিতে উচিত হয়, অনেক আদর করি ॥ ৭

ব্র ৪, পৃ. ১৬; মু. ক. প. সং ৫৬৭, পৃ. ১৫৪

মান

তোর শরীরে দয়ানাই, থাউক থাউক তোর মিছা পিরীত ভাই । ধু
ছুঁইও না ছুঁইও না মোরে তুই, বড় ছি ছি তোর লাজ কানাই ।

বারে বারে দাগা কর, ছি ছি তোর লাজ কানাই ।

গোপনে করিলা পিরীত, তাই কিছু তোর মনে নাই ।

কলঙ্কিনী করিয়া গেলি কোন্ ভাইখাকির শলা পাই ।

নগরে বেড়াইয়া চাইলুম তোর সমান বেবুঝদার নাই ।

হইয়াছস জগতের বৈরী তুই বন্ধুর পিরীতির লাগি ।

জুদে তোমার কালি, কপট মিছা মায়া মুখে ভাই ।

সারা রাত গোড়াইয়াছিল। কোন কামিনীর লাগত পাই ।

কহে শ্রীকমর আলি শুন কামিনী রাই ।

এই ধন যৌবন দিল পরকে আপনা বানাই । ৮

মু. ক. প. সং ১২৪, পৃ. ২২

বিরহ

কাফি

দহে শ্রীরাধিকার প্রাণ অ শ্বাম কাহুর লাগিয়া । ধু

এই কুঞ্জ বৃন্দাবনে কদমডালে বসি। রাধা রাধা বলিআ সদা এ বাজাএ কাহুর বাশী ।

বাশীর স্বরে রাধার প্রাণ নিল হরিয়া ।

মথুরাএ হইআছে রাজা শ্রীনন্দের কানাই । কালিন্দীতে প্রেম কর্যাছে তাহে

মনে নাই ।

পাইআছে কুবুজা রাণী রৈছে তুলিআ ॥

গোকুলনগরে ঘোষে রাধা কলঙ্কিনী । ছাড়্যা গেল প্রাণনাথে কৈর্যা অনাধিনী ।

জাতির কুল মান মোর গেল ডুবাইআ ॥

প্রেম হতাশনে চিত্ত দহে অগ্নিক্ষণ । উদধি ভক্ষিআ নারী তেজিমু জীবন ।

জীবনে প্রবেশি প্রাণ দিমু তেয়াগিআ ॥

ভাঙ্গু স্নাত পানি আদি করিআ মিলন । কালানিধি সঙ্গে করি ভাবি অক্লেশ ।
ভাবিতে ভাবিতে তহু যাএ দহিআ ॥

শ্রীকমর আলী কহে রাধার হুই চরণে সার । মধুরাতে গেল হরি না আসিব আর ।
মিছা প্রেমের ভাবে কেন রৈছ ভুলিআ ॥ ৯

ব্র ৪, পৃ ১৪ ; মু. ক. প. সং ২৬২, পৃ ১১৪

বিরহ

কাফি

দহে শ্রীরাধিকার প্রাণ, অ সহি তোমরা নি দেখেছ নন্দ্যার চান ॥ ধু
ধড়া চূড়া মোহন মুরড়ি তাহাতে, গলে বনমালা চূড়া শুভ্যাছে মাথে ॥
সোনা মুখে বাজায়ে বানী সদাএ লইআ রাধার নাম ॥
শূন্য হৈছে ব্রজপুর শূন্য সিংহাসন, সব শূন্য লাগে আমার রসের বৃন্দাবন ॥
সোনার মন্দির শূন্য দেখি কথ সএ অবলার প্রাণ ॥
এই দুঃখের দুঃখিনী শ্রামে কৈরাছে মোরে, কাঙ্গালিনীর মত কিরি নগর
বাজারে ॥

ধড় থুইআ প্রাণটি লইয়া কোন খানেতে গেল শ্রাম ॥
কহে শ্রীকমরালী শুন শ্রীমতী বিধি পুরাবে তোমার মনের আরতি ।
আসিব তোম নন্দ্যার চান্দ না করিয় অভিমান ॥ ১০

ব্র ৪, পৃ ১২ ; ম. বা. গী. সং ২৪২, পৃ ১৭০ ; মু. ক. প. সং ২৬২, পৃ ১১৩

আত্মবোধন

কাফি

পিরীত অমূল্য ধন কে জানে পিরীতের মরম । ধু । পিরীত অমূল্য ধন ।
না ধরে ফল ফুল, অন্তরে ভাবে বেআকুল, ভাব বৃদ্ধি বাড়াইলে পিরীতি,
যত বাড়ি ততং রং ।
প্রেম ফল রসা, তারে থাইতে বড় খাসা, সে ফল ভাঙলে হয় কষা,
না ভাঙলে পিরীতির ফল, যত খায় তত গম ।
পিরীত ভাঙলে কেমন ? যেমন জলে ছতশন,
সেই আনল নিবে না কখন, প্রেমের ভাব ছদে লাগে, কাঁচা বাঁশে ঘুণ যেমন ।
মূঢ় মতি জন, কি জানে মরম, পিরীতি কেমন ধন ।
শ্রীকমর আলী কহে জানে যে হয় রসিক জন । ১১

ব্র ৪, পৃ ১৮ ; মু. ক. প. সং ৩৫০, পৃ ১৪০

কাফি

প্রাণনাথ ব্রজে না আইল এইরূপ ঘোবন রহিল ॥ ধু
এই ভরা ঘোবন কালে গ্রাম ব্রজে নাই, বিরহিনী একাকিনী কান্দিয়া গোমাই ।
গ্রামের লাগ্যা ভাব্যা ভাব্যা সদা এ তরু মোর শেষ হৈল ॥
শতদল কমল মোর হইল বিকাশ, হেনকি সময়ে হরি নাই মোর পাশ ।
সোনার মন্দির শূন্য আমার বুখাএ এই জনম গেল ॥
যত ব্রজবাসী নারী পতি করি সং, যার ঘেই মন বাঞ্ছা পুরে মন রং ।
মোর পিয়া নাই ঘরে বিচ্ছেদ মনে রৈল ॥
কহে শ্রীকমর আলী শুন গো পারী, না আসিব ব্রজে তোমার প্রাণের হরি ।
কুবুজার ভাবে ভুল্যা মথুরাতে গ্রাম রৈল ॥ ১২

ব্র ৪, পৃ. ১৪ ; মু. ক. প. সং ২৭০, পৃ. ১১৪

প্রভাত

মান

বড় কঠিন তোরা হিয়া, প্রাণের বন্ধু রে, তুই বড় বিনোদিয়া ॥ ধু
তুই বড় বিনোদিয়া, নিত্য নিত্য আসিয়া, কি টোনা করিলি মোরে ।
ঘটে না রয় মন, সদা প্রাণি উচাটন, কেমনে পারিম্ তোরে ॥
তুই বন্ধের প্রেম-জ্বালা, সদায় শরীর কালা, কৈম্ মনের দুঃখ করে ।
মুই অভাগিনী, এই তাপের তাপিনী, রহিতে না পারম্ ঘরে ॥
কলঙ্কিনী নারী, ঘোবে জগত ভরি, ননদী বোলে বিপরীত ।
লাগাই প্রেমের ফাঁসী, হন্তে রাখিছ রশি, সদায় খিচ নারীর চিত ॥
শ্রীকমর আলি বাণী, শুন ওহে স্ববদনী, পুরুষের কঠিন হিয়া ।
মধু খাইয়া গেলে, পুনি না আইসে ফুলে, জাতি কুল যায় ডুবাইয়া ॥ ১৩

ব্র ৪, পৃ. ৮ ; মু. ক. প. সং ১৯৭, পৃ. ৯৩

বারমাসী

রাধার সংবাদ—ঋতুর বার মাস, রাগ-বসন্ত

বার মাসে ছয় রিত (ঋতু) জানিও নিশ্চয় । এক রাগে রিতে দুই মাস
পাইআছ এ ॥

কৈয় কৈয় প্রাণ রিত রাধার সন্বাদ । নিমায়া নিষ্ঠুর হৈয়া গেল প্রাণনাথ ॥
পুষ্পল মাসেতে রিত পড়য়ে শিশির । কৃষ্ণ বিনে চিত্ত মোর হইল চৌচির ॥
হেমন্তের রিত বহে দীঘল যামিনী । কৃষ্ণ বিনে কি রূপে বন্ধিম্ অভাগিনী ॥

দেহা ছাড়ি' প্রাণি বাইতে বাসিয়ে তমাল ডালে গলে দিয়ে কদম্বের মালা ;
 আনি নারী অবুলা আখিয়ে কুল মজাইয়া নিয়াছিল কদম্বের তলা,
 আমার ছুঁথের ভার পিরখিনীয়ে না সর আর আনো সখি মাথায় মারি ছিল ;
 ঠাকুর কাজি শা'য় কইন কি আচম্বিত হইল
 কে বুঝিতে পারে আমার ঠাকুর চান্দেয় লীলা ।
 শ্রী লো. স. সং ১২৩, পৃ ১০১

৩৭ কালু শা, ফকির

বাউল

পাও যদি গ্রাম বন্ধের লাগাল বাশী আনো কাড়ি' ।
 ওরে ধরি' আনো প্রাণবন্ধুরে পাও যার বাড়ী ॥
 বাশী বাজাইয়া বন্ধে কিরইন বাড়ী বাড়ী ।
 হয় রে তোমারে ধরিবার লাগি' হইলাম উদাসিনী গো ॥
 আর যথায়-তথায় যাওরে বন্ধু আমায় রাখিয়ে মনে ।
 হয় রে ছুঁথিনী ভিখারীর নাম লেখিয়ে চরণো গো ॥
 আর রাখার নাম লেখতে বুঝি কিছুই ছুঁথ পাইন ।
 ওয় রে ধুলায় লেখিয়া নাম চরণে মিশাইন গো ॥
 আর কইন তো ফকির কালু শা'য় সনদের পারে বইয়া
 পারইন্ পাইইন্ করি দিন তো যায় গইয়া ॥ ১
 শ্রী. লো. স. সং ২৮, পৃ ৮১

৩৮. কালী শা

গান জিকিরে হালড় তাল খেমটা

বিরহ

আয় রে সোনা বন্ধু তোরে দিলাম জাতি কুল । গোপনে গোপনে দিলাম ছন্দ
 বাগানের ফুল ॥
 হইয়া তোর-উদাসিনী ঘুরি বনে পাগলিনী গো । এগো দরশন দিয়া মোরে
 রাখ জাতি কুল ॥
 বন্ধু তুমি মোহাগিনী আমি তোমার ভিখারিনী । এগো প্রেমভিক্ষা দেও গো
 মোরে গেল সমস্তল ॥

চক্ষে মোর দিখে তালি হৃদমন্দিরে কর খেলা গো। ধরতে গেলে দেওনা ধরা

হইয়াছি আকুল ॥

কালি তোর কলঙ্কের মালা দিয়া গলে হইল জালা। জালায় জালায় হইলাম

কালি দেওগো চরণ ধূলা ॥

অধম কালি শায় বলে প্রেম ভিখারী কয়জন মিলে গো। এগো প্রেমের ভিখারী

হইলে পাবে রত্নমূল ॥ ১

রত্নমাগর, সং ৪০, পৃ ৩০

বিরহ

তোমরা শুনহনি গো ললিতে বন্ধে মোরে পাগল কইল পীরিতে।

হায়রে, কইরা পীরিত ছাড়িয়া গেল গো সই আমি পারি না গো সহিতে ॥

বন্ধু আমার নিরর্থনিয়ার ধন বন্ধুর ভাবে জীবন গেল কি করি এখন।

হায়রে, কইতে নারি সহিতে নারি গো সই সে যে ভুলাইল কিমতে ॥

বন্ধু আমার নয়ানের তারা দেখলে যে প্রাণে বাছি না দেখলে মরা।

হায়রে, নিদয়া নিষ্ঠুর বন্ধু গো সই আমায় কি ছেল মাইল বুকেতে ॥

অধম কালি শায় বলে বন্ধু আমার রসের নাগড় পাইমু কৈ গেলে।

পাইতাম যদি ধরতাম গলে গো সই প্রাণবন্ধু দিতাম না গো যাইতে ॥ ২

বা. বৈ. জা. সং ২৯, পৃ ৫৪, রত্নমাগর, সং ৬১, পৃ ৪৭

বিরহ

তোরা অন্তে জানবায় কেমনে প্রেমের আগুন লাগিয়াছে বার মনে।

হায়রে, দিবানিশি জলে অগ্নি গো সই জল ঢালিলে না নিবে ॥

লাগিয়াছে প্রেমের আগুন কালার জন্তু অইলে মরি হইয়া বিগুণ।

হায়রে, দিয়া ধরা দেয় না ধরা গো সই কালার ধরা পাইমু কেমনে ॥

কালি আমার গলারি মালা কালার জন্তু উদাসিনী হইলাম অবলা।

হায়রে, কালি কালি কালি বইলে গো সই আমি পাগল হইলাম ভুবনে ॥

পিরীতি কইরাছে যেই জন বিনা কাণ্ঠে জলে অগ্নি মন করে কেমন।

হায় রে, আইল না মোর প্রাণ বন্ধু গো সই সে যে ভুইলা রইল কেমনে ॥

অধম কালি শায় বলে বন্ধুর লাগি অইলে মরি প্রেমের আগুনে।

অইলে আমি হইলাম ছালি গো সই, সই গো ছালিনি গো কেউ কিনে? ৩

রত্নমাগর, সং ৬৬, পৃ ৪৭

দেখরে মন তালাশ করি হায়াতের কাছারি যমের থানার ঘণ্টা মারে আছত
কয় ঘড়ি ।

বানাইয়া আদম পুরী সত্তর হাজার কোঠা করি কোন কোঠাতে বইসা খেলা
করে মেস্তরি ॥

উপর তালায় রাজ কাছারি চার বন্ধে তার কর্মচারী হাওয়ার কলে নিতাই
খেলে প্রেমের কাণ্ডারী ।

সেই যে চিকন কালা নিতাই নিখাসে খেলা বাজায় বাশী কদম তলা নিজ
নাম ধরি ॥

যে শুনে বাশীর টান ঘরে নাহি রহে প্রাণ জীবন মরণ সমান কথা নামের
ভিগারী ।

আমারও কপালে নাই বিছারিহু ঠাই ঠাই বল আমি কোথায় যাই কোথায়
গেলে মিলিব কাণ্ডারী ॥

আমারই স্বভাব দোষে ঘুরলাম কত হুস বেহুসে পাইলাম না কর্মদোষে সন্দেহ
সন্দী করি ।

মুরশিদের বর্জক ধইরে ভাবিয়া দেখ তুই নিগূঢ় ঘরে দমের কোঠায় তালা দিয়ে
দেখ উজান সহরে ॥

উজান সহরে দেখবে যদি পাবে কালা নিরবধি রবে না তোর কোন বদি কলব
মাজারি ।

দশ দরজায় দিয়া তালা নাট মন্দিরে কর খেলা জীবন মরণ যাবে জালা
তোমার এখতিয়ারী ॥

ত্রিপুরার ও তিনটি দাড়া ভাঙ্গা নাও মোর পাল ফাড়া কালাশায় কয় ডুবল
ভরা বিনে কাণ্ডারী

দাইপুর গ্রাম বসত বাড়ী আত্মজানে পরগণা ধরি দিরাই থানা সুনামগঞ্জ
সদর কাছারি ।

পোষ্টাফিস পাইল গ্রাম শ্রীহট্ট জিলার নাম কালা শার ঠিকানা দিলাম পরিচয়
করি ॥ ৪

গান ভাটিয়ল

বিরহ

প্রাণ বন্ধে মাইল গো কলিজায় খেদঙ্গ তীর হায়রে দিবানিশি কান্দি বসি

ছই নয়ান বহে নীর (হায় অস্থির) ।

কি শেল মারিল মোরে রসের কান্দাচান্দ, পাইতে পিরীতের ও কান্দে হায় রে !

গোপনে পিরীত করিলাম গোকুলে কেনে হইল জাহির (হায় অস্থির)

প্রেম করিয়া নিষ্ঠুরের সনে গেল জাতি কুল

এখন কান্দাকাটি কল হায় রে । মুখ দেখাইনা লোকের কাছে সরম তার ও

পিরীতির (হায় অস্থির)

দিবানিশি জলে অগ্নি কলিজার মাঝার জইলে হইলাম আঙ্গার হায় রে !

বন্ধুর স্থখে শুকাইল কালা শার চক্কের নীর হায় অস্থির ! ৫

রত্নসাগর, সং ৪৪, পৃ ৩২

গান বাউল মুর ভাষা

বিরহ

বন্ধে মোরে দিয়া গেল ফাকি গো সখি ! বন্ধে মোরে দিয়া গেল ফাকি ।

(চিত্তান্ত) বাড়াইয়া পিরীতি শিখাইল রীতি নীতি কেন বন্ধে ঘটাইল দুর্গতি

শিখাইয়া প্রেম খেলা লুকাইলে কই ওরে কালা

তোমার প্রেমে হইলাম দেশান্তরী । হইলাম পাগলের বেশ তবু তোমার না পাই

উদ্দেশ

বল এখন কেমনে জীবন রাখি । নিত্য আসে নিত্য যায় ত্রিপুরিতে মধু খায়

অভাগিনী সদায় চাইয়া থাকি দেখি তার লীলা খেলা আমার প্রাণে চায় না কালা

বল এখন কেমনে পিরীত রাখি ॥ তাজিয়া কুলমান যৌবন করিলাম দান

যেন বন্ধু যায় না গো পাশরী

কোন রমণী পাইয়া তারে রাখিয়াছে হৃদয় মাঝারে

কাল শায় কইন বন্ধুর শোকে মরি গো সখি ॥ ৬

রত্নসাগর, সং ১৩, পৃ ১০

গান বাউল মুর ভাষা

বিরহ

বন্ধের লাগি হইলাম উদাসিনী ও প্রাণ সজ্ঞনী ।

(চিত্তান্ত) বন্ধুয়ার ভাবে জীবন গেল তবে মিছামিছি হইলাম কলঙ্কিনী ॥

আমি ত অবলা নারী যৌবন জ্বালায় জ্বলিয়া মরি যৌবন হইল প্রাণের বৈরী ।
 কি করিব কোথায় যাব প্রাণ বন্ধুরে কোথায় পাব কে মোরে করিব মেহেরবানি ॥
 বন্ধুর কথা মনে হইলে বুক ভাসিয়া যায় নয়ন জলে কুরিয়া মরি দিবস ও রজনী ।
 কি যাহু করিল মোরে জীবিত প্রাণে থাকি মইরে মরিলে কি পাব গুণমণি ॥
 আহারে নিদ্রা বন্ধু দয়া নাই তোরে এক বিন্দু দয়াল নাম তোরে ভবান্নবে শুনি ।
 কারে মার কারে বাচাও প্রেমের মরা কলে নাচাও যেন তুমি দিবস ও যামিনী ॥
 কালা শায় কয় আরে মন শাস্ত কর এ জীবন কদম তলায় শুন বন্ধুর ধনি ।
 নিত্য আসে নিত্য যায় কদম ডালে মনচুরায় সঙ্গ লইলে হইবায় ধনের ধনী ॥ ৭

রত্নসাগর, সং ১২, পৃ ১২

খান ফকিরি দুর আড়াটেকা

দেহতত্ত্ব

হায় রে মন পাগেলা বইস তুমি নিরালো দমের সঙ্গে যোগ করিয়া বাজাওরে
 বেলা ।

দম স্থর ছিল মধু নামের ঠাটে বাজাও সাধু দেখবে যদি চিকন কালা ॥
 সেই কালারও বাশীর ধনি শুনিয়ে হইবে উদাসিনী ঘরে না রহে প্রাণী হইবে
 উতালো ।

হায় রে নোকাম ও মাহমুদা স্বরে আছইন কালা পঞ্চতরে লাহতেতে করে
 উলামেলা ।

কলব কহ ছেরর খপির ঘরে আলো নবী বিরাজ করে একবার তুই চেতন হয়ে
 খুলিয়ে দেখ তালো

আফক! নকছ ছিল বাকী ছয় লতিকা হল নাকি দেখা দেখি ফকিরি মেলা ।
 ধরগি মুরশিদে পাত নামের তরী বাইয়া যাও আনন্দে সাগরে গিয়া গেরাবি
 পালা ।

পঞ্চতরে বাজাও বাশী নকছের গলে দিয়া ফাসি বাইও না সে কামিনী পাড়া ।
 কামিনী ফুলের মধু খায় নারে নামের সাধু কালা শায় কয় ওরে যাহু ছাড়
 কমলা । ৮

রত্নসাগর, সং ২২, পৃ ১৭

৩৯. কালীপ্রসন্ন অর্থাৎ মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন

বেলাগ-কাওয়ালী

বাউল

পীরিতি বিষম জালা পীরিতি বিষম জালা । যে মজেছে সেই জানে যত এর
লীলাখেলা ॥
যে মজে বাহারই ভাবে অবশ্য সে তাহারে পাবে, স্বর্গ নরক দুই ভবে, ঠিনে
লও এই বেলা ॥
যে ডুবেছে প্রেমসাগরে, সে সকল বলিতে পারে । বিচ্ছেদ আর মিলনেতে কত
স্থখ কত জালা ॥
প্রেম কি গাছের ফল, পাড়িবে করিয়া বল, দেহ প্রাণ করিলে নাশ মিলে সে
চিকণকালী ॥
কালীপ্রসন্ন এই বলে, স্বর্গ মর্ত্য ভূমণ্ডলে ; চলিতেছে কালে কালে সকলি তাঁর
লীলাখেলা ॥ ১

ব'. বৈ. ভা. সং ৩০, পৃ ৭৪ ; বাঙ্গালীরগান, পৃ ২২৩

মিশ্রখাড়াঠেকা

বাউল

রতনে রতন মেলে কিছু নহে যত্ন বিনা । হিংসা ঘেব না ত্যোজিলে পূর্ণ হয়না
কামনা ॥
রত একচিতে' না হ'লে, দয়া দীনে না করিলে, বিভাব না ত্যাগিলে
নন্দকিশোর মিলে না ॥
সাবিলে যতন করে, হেরিবে রত্ন রত্নাকরে, বন্ধু বিনা নাই সংসারে, নিজে হবে
এ ধারণা ॥
কালী কহে এই সার, দরশন যে পায় তার, নয়নে না দেখে পর ভিন্ন ভাব
সে জানে না ॥ ২

বাঙ্গালীরগান, পৃ ২২৪

৪০. কাসিম

প্রভাত

বিবাহ

অরে বন্ধু না চিনিলুঁ তোরে অরে কার ভরে কার ভরে বোলাই না গেলা রে । ধু
একেলা মন্দিরে বসি জপি বন্ধু বন্ধু । দেখা দি পালাই গেলা যেন নব ইন্দু ॥

একেত আন্ধার রাত্রি কেহ নাই সাথী । কি রূপে হাটিয়া গেলা নিশিভাগ রাত্রি ॥
 মথুরার হাটে আমি পাইলুঁ খবর । ত্রিবেণীর ঘাট দিয়া পার হইলা এক নর ॥
 ত্রিমোহানী ত্রিবেণী ঢেউ প্রতিনিত । কেমনে হইলা পার না বৃষ্টি চরিত ॥
 দিন লাহতেত ডুবি ডুবি কৈলুঁ সার । কিসকে নিমায়্য হইয়া তেজিল আমার ॥
 এতিম কাসিমে কহে যুগ কর জুড়ি । তুষ্টি বন্ধুর বিচ্ছেদ-খেদে ঝুরি ঝুরি মরি ॥১
 বা. বৈ. ভা. সং ৩১, পৃ ৩৩ : মু. ক. প. সং ২৪৪, পৃ ১০৬

বিরহ

মোর পিয়া নিমায়্য অতি বেদনি সহ রে মোর পিয়া নিষ্ঠুর অতি ।
 এ সব পড়শী মোরে বলে দোষী কেমনে রাখিমু জাতি ॥ ধু
 আগ ছ্যারেত পালঙ্কে আছিলুঁ নারী বন্ধুয়া আসিব রে আশে ।
 হাম অভাগিনী জনম ছুঃখিনী রাত্রি পোহাইল মোর বন্ধু-আশে ॥
 আজু কালু করি ছ্যারে বসিয়া ঝুরি তুষ্টি বন্ধু আসিবি করি ।
 রাজ পহু দিয়া বাঁশী বাজাইয়া যাও তিলেক না চাহ কিরি ॥
 না জানি করিলুঁ পাপ বন্ধু দিল এত তাপ অহি ভাবে দহে মোর হিয়া ।
 সতিনীর রিষ দেখি জল ঝরে ছুই আঁখি । তাত নিদারুণ হৈল পিয়া ॥
 মুই নারী করিলুঁ দোষ এ কারণে করি রোষ কিরিয়া না চাহ একবার ।
 জালের সহিতে রাখি জনম করিলা ছুখী আর ছুখ নাহি সহিবার ॥
 এতিম কাঙ্ক্ষিমে কহে শুন বন্ধু দয়ামএ তোমাভাবে জীবন তেজিমু ।
 গঞ্জিল জনম মোর পছের না পাই ওর তুমি বিনে কা'ত নিবেদিমু ॥ ২
 মু. ক. প. সং ৩২৩, পৃ ১০১

৪১. খতিসা

গীত

বাউল

গৌর চান্দ্রের নাম শুনিতে নাই তার বাসনা, ও তারে বুঝাইলে বুঝেনা গো
 সহি জপাইলে জপে না ।
 বলছে মোরে কানে কানে, সে জপতে পারে সে নাম বিনে, এগো এখনে
 বুঝিলু তারে কাল ভুজঙ্গের ছানা ।
 যেই নামে পাষণ গলে, সেই নামে তার অঙ্গ জলে, এগো লইবে না সেই নামটি
 মুখে করিয়াছে কল্পনা ।

রাখ্, মানে না থাক্ মানে না, দাব দিলেও দাব শুনে না, এ গো ঘাছু টুনা কৈরে
চাইলাম আছর করে না।

দুর্মতির গওকুলে, অদম খতিসা বলে, এ গো ঘটিল লাজনা সহ গো ঘটিল
লাজনা। ১

আসিক নামা, পৃ. ১১; বা. বৈ. ভা. সং ৩২, পৃ. ৫২

৪২. খলিল

বাউল

কহিতে দুঃখ কাটে বুক শ্রাম পিরীতের লাজনা,
সহ গো, পিরিতে আমায় চাইল না।
সখী গো জলের সনে কাষ্ঠের পিরিত জলে ভাসে দুই জনা।
জলের সনে মীনের পিরিত জল ছাড়া মীন বাঁচে না।
সখী গো অগ্নির সনে করতাম পিরিত মনে ছিল বাসনা;
হায় রে অকুল নদীর ভেদ না জানে কালসাপিনী ছৈও না।
সখী গো অদম খলিলে বলে পিরিত করি ঠেকিও না,
মন পবন পিঞ্জিরার পাখী ছুটলে ধরা দিবে না। ১

বা. বৈ. ভা. সং ৩৩, পৃ. ৫৬; মু. ক. প. সং ৩৩২, পৃ. ১৪৩; রাগ মারিফত, সং ৬, পৃ. ৪

৪৩. খাতা শা

বিরহ

সাধে সাধে প্রেম করিয়ে ঘটল একি যন্ত্রণা সহ গো তার উপায় বল না;
জলিয়াছে বিচ্ছেদের অগ্নি জল দিলে সে নিভে না।
বন্ধুরে এই আশা ছিল মনে স্থখী হইব দুই জনে, সেই আশায় নৈরাশ কৈলে
কেনে;

মনের আশা মনে রইল কেন বন্ধু আইল না।
বন্ধু রে মনোসাধে প্রেম করিয়া আছি পথপানে চাহিয়া কেন বন্ধু দয়া নাই
তোর মনে;

আমার মনের আশা মনে রইল পূর্ণ বৃষ্টি হইল না।
আমি ত অবলা নারী তোমার জগৎ কেনে মরি দুঃখে দুঃখে গেল চিরদিন;
আইল না শ্রাম কালিয়া সদায় করি ভাবনা।

বিধি সে দাক্ষণ হয়ে পরের অধীন বানাইয়ে, জন্ম দিল আমি ছাণিনী রে :

খাতা শা ফকিরে কয় সখী গুরু কেন ভজ না ? ১

বা. বৈ. ভা. সং ৩৪, পৃ ৩৩ : বাগ মারিফত সং ২২, পৃ ১৪

৪৪. গণাই শা ফকির

দেহতত্ত্ব

আমার দিন ঘায় বেতুলে মজিয়া সই, আমার দিন ঘায় বেতুলে মজিয়া ॥

আর আনুভূলা রাধা রে মোর, মনভূলা কাহ্ন । রাধার কোলে রইছইন কাহ্ন

দিয়া ছই জাহ্ন ॥

আর রাধার ঘরে থাকো রে কাহ্ন রাধার কামাই থাইয়া ।

মইওত সঙ্কটের কালে রাধারে ঘাইয়ো চাইয়া ॥

আর রাধার ঘরে থাকো রে কাহ্ন রাধারে বাসো ভিন্ ।

মইওত সঙ্কটের কালে রাধারে দিয়ো চিন্ ॥

আর গণাই শা ফকিরে কইন ছুনিয়াত রইব কিয়া ।

ফুল যদি ফুটাইতায় চাও মুরশিদ ভজ গিয়া ॥ ১

স্রী. লো. স. সং ১২১, পৃ ১৩৭

৪৫. গয়াজ

পটমঞ্জরী

অহুবাগ

কেনে রাধার বন্ধু ডাক মোর নাম ধরি । ধু

ঘরথুন্ বাহির হইতে, সেই চাল ঠেকিল মাথে, বৈরী হৈল ছরস্ত ননদিনী ।

এইরূপ ছুরতি লইয়া, দূর দেশে গেল বকুয়া, নারী হৈল পরের অধীনী ॥ ***

স্বামী মরিয়া গেলে, কেমনে রহিব ঘরে, কাল বুদ্ধি দিল কোন ছারে ॥

শ্বাশুড়ী হীরার ধার, ননদী তুর্জন আর, এই না বাঘের ঘরে আমার বসতি ।

হীন গয়াজের বাণী, শুন রাধা বিরহিনী ভাবিলে পাইবা নিজ পতি ॥ ১

ব্র ৪, পৃ ৩১ : হু. ক. প. সং ৭২, পৃ ৩২

পাহিড়া

বিরহ

পাবনা হে গমনেত না করিঅ বাধা ।

পছরে কহিয় ছুখ, বিদেশে কেমন সুখ, নারী বধে তেজি ভেল সাধা ॥ ধু

কনক অঙ্গুরী ছিল, সে পুনি বলয়া ভেল, সে বলয়া হৈআ গেল তাড় ।
প্রভুরে কি দিমু গালি, যদি না আইসে আজি কালি, পরাধীনী জীবন আক্ষার ॥
যদি প্রিয়া আইসে কালি, প্রিয়াকে পড়িগু গালি, প্রথম দিনে হইলুম নিপাত ।
হীন গয়াজের বাণী, প্রভু ভাব বিনোদিনী, অবশ্য মিলিব অকস্মাৎ ॥ ২

বা. বৈ. ভা. সং ৩২, পৃ ১৭; ব্র ৪, পৃ ৩২; ম. বা. গী. সং ২৪৮, পৃ ১৭২; মু. ক. প.
সং ২২৭, পৃ ১০২

৪৬. গয়্যাস

দান

বন্ধু বিনে না রহে জীবন, আমার বন্ধু বিনে না রহে জীবন ।
চলিলুম মথুরার হাটে দধির পসার মাথে
লুটিল দৈবকী হুতে আর মাগে নোয়ালি যৌবন ।
দেখ কাহ্ন বারে বার হাট পক্ষে লুটোয়ার কুচ যুগে বাড়ায় হুই কর ।
মুই গেলুম ঘম্নার জলে আচড়িতে কাহ্ন মিলে চাপিয়া ধরিল গলে
না লো সজনি বাতুয়া গয়্যাসে বোলে
আপনে না খাইলুম বন্ধুরে না দিলুম হেলায় যৌবন গেল । ১

মু. ক. প. সং ১৭৮, পৃ ৮২

রূপ

রামকেলী

বাহির হইয়া দেখ রে রাধা বিনোদ রায় সাজে ।
গো-ধেহু লইয়া সঙ্গে চলে কাহ্ন আন সঙ্গে চলিলে চলিতে হুয়ঙ্গ সিদ্ধাটি

বাজে । ধু

আগে পাছে শত ধেহু তার মাঝে রামকাহ্ন সঙ্গে করি বলরাম ভাই ।
সবে বোলে ভাই কাহ্ন-রামে লইল শিদ্ধা বেণু তার সাথে চল গীত গাই ।
দিল্লীর আগে বিস্তর দূর তার মাঝে ইসলামপুর তাতে রামকাহ্ন করে কেলি ।
হীন গয়্যাসে *কহে এই কথা মরমে দহে এহি কাহ্ন আখির পোতলি । ২
ব্র ৪, পৃ ৩০; মু. ক. প. সং ২, পৃ ৪২ * 'গয়্যাসে' 'পাঠান্তর, ব্র. ৪, পৃ ৩০ ব্র.

৪৭. গরীব

গৌরলীলা

শরমে শরম পেলায়ে গেল ।
রাই কাহ্ন দুটি তহু ঘামন হুখে জলে ম্যালায়ে গেল ॥

চাঁদের কোলে চকোরী না সুধায় ডুব্যা অবশ হ'ল ।
 সে সুধার পাথারে পথ না হেরিয়ে জনম-ভর ডুব্যা রহিল ॥
 গরীব তাই ছাথার লাগি' মনের হুখে মন গুমরি' পাগল হ'ল ।
 সে রসের পাথার পেল না কোথায়, শেষে আচোটভূঁয়ে পড়িয়ে ম'ল ॥
 জানি কার রূপ-পাথারে ডুব্যা চাঁদ গৌর হয়েছে ।
 ঘামন ক'রে বাসন্ত ভাল শ্রা ওর মন-মত আছিল' ।
 ও মন আছিল শ্রা রূপের কাছে ।
 গরীব কয় ধরম্ ব'লে ডুব্যা প্যাঁলে না, তাই খাপি নদেয় এয়েছে ॥ ১
 বা. বৈ. ভা. সং ৩৬, পৃ ৫৭ ; বিস্তাপতি-চণ্ডীদাস, পৃ ১২ ; মু. ক. প. সং ১৮৬ পৃ ৩০

৪৮. গোলাম হুছন [ক]

রাগ বেহার

দেহতত্ত্ব

অলো রাই সঙ্গে নি নিবায় মোরে । হরির সঙ্গে রাধা সখী রাই করয়ে বিহার ॥
 হরির পদে নেও মোরে সঙ্গেতে তোমার । আকাষ্ঠা কাষ্ঠের নাওখানি যবুনার
 মাঝ ।
 কাঞ্চাকুরা কালো নিশান সুধু রাধার সাজ ॥ আখির মাঝে আখিগুলি রাই
 নিরখিয়া চাও ।
 নায়ের মাঝে আছে হরি চরণে নেপুর দিও ॥ কর্ণের মাঝে কর্ণ দিয়া রাই
 নাসিকায় দাঁড় বাইও ।
 মুখের মাঝে মুখ দিয়া রাই হরির মধু খাইও ॥
 গলইর মধ্যে নায়ের পছ রাই সর্গ মুখে বায় । সুপস্থে চলিলে রাধা হরির লাগ
 পায় ॥

কহে বাণী গোলাম হুছন রাই রূপের ভমরা । দেখিলে জীবন ধরে না দেখিলে মরা ॥ ১
 বা. বৈ. ভা. সং ৩৭, পৃ ৫৮ ; মু. ক. প. সং ১৮৭, পৃ ৩০ ; সঙ্গীত সংগ্রহ—শ্রীহট্ট মুসলিম
 সাহিত্য সংসদে রক্ষিত

রাগ সিঙ্কড়া

বাউল

আনন্দি অলো রাই । প্রেমের যৌবন দিয়া বন্ধের রূপ চাই ॥
 বলাইয়া বুলেরে সমাই না ভাসিও লজ্জা । প্রেম ডালি আনি নিতাই কর বন্ধের
 সজ্জা ॥

আসিব পরাণের নাথ করিব কুশল । কালা বসন কলিকালে না হয় বিকল ॥
চৈতন্ত্যেরে বুলাইয়া নিতাইর কাছে বইও । দম নিরখিয়া দেখ গুলাম হুছন

কয় ॥২

সঙ্গীত সংগ্রহ—শ্রীহট্ট মুসলিম সাহিত্য সংসদে রক্ষিত

দেহতত্ত্ব

ধরাইয়া ধরাইয়া নাও বাইওরে ও ভাই নাইয়া, ধরাইয়া ধরাইয়া নাও বাইও ॥
দু ধাক্কা নাও গলইয়ে দুইটী ফুল । সাগরে ভাসাইয়া নাও সাধুয়ে না পায় কুল ॥
ভান্ডা গুড়া পান্থরা বৈঠা গলইয়ে বসি বাইয় । পুটি পুটি পালাও পানি কাণারির
দিকে চাইও ॥

আকাষ্ঠা নাও খানি মূর নাই তার দঢ় । যবুনার তরঙ্গ দেখি ভয় বাসি বড় ॥
প্রেমের গুণ দিয়া নায়ের গলইয়ে দিও পাড়া । নিতি নিতি আইসে চর
যাইবার পড়িল ছাড়া ॥

গুলাম হুছনে কহে বচন মধুর । যার নায়ে প্রেমের ভরা ও মুর্শিদ না হয় দূর ॥৩
সঙ্গীত সংগ্রহ—শ্রীহট্ট মুসলিম সাহিত্য সংসদে রক্ষিত

৪৯. গোলাম হুছন [খ]

রাগ হুঃখি ভাটিয়াল

দেহতত্ত্ব

আবের পতন ঘর থাকের বন্ধন । তার মাজে করে খেলা সাম নিরঞ্জন ।
পবনে চালাইয়া দাগ আতসের পানি । রসের ঠিকুনি ঘর মমের গাছনি ॥
তারমধ্যে যুড়িআছে স্ববইনের ফুল । পাতালের সেওত পতি সরগে তার মূল ॥
তা অঙ্গে শুসন্ধি স্বওর বেমবা এ । সেয় ফুল নিরখিলে বন্দের দেখা পাএ ॥
দুই মুখে ফুতে ফুল ঘরে দিপ যলে । প্রেম নিরখিয়া দেখ গোলাম হুছন বুলে ॥১
আবাহন, ১৮২৪ শক আঘোণ, পৃ ২২৪ ; বা. বৈ. ভা. সং ৩৮, পৃ ৫৮

৫০. চাঁদকাজী

বাংলী

বাঁশী বাজান জানো না । অসময়ে বাঁজাও বাঁশী পরাণ মানে না ॥
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজন্যর কাছে । তুমি নাম ধৈরা বাজাও বাঁশী আমি
মরি লাজে ॥

ওপার হৈতে বাজাও বাঁশী এপার হৈতে শুনি । অভাগিয়া নারী হামি হে

সাঁতার নাহি জানি ॥

সে ঝাড়ের বাঁশের বাঁশী সে ঝাড়ের লাগি পাও । জড়েমূলে উপাড়িয়া যমুনা

ভাসাও ॥

চাঁদকাজী বলে বাঁশী শুনে বুঝে মরি । জীমুনা জীমুনা আমি না দেখিলে হরি ॥১*

চণ্ডীদাস পদাবলী, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ২৬ ; বা. বৈ. ভা. সং ৩৯, পৃ ৭৯ ; ম. বা. গী. সং ৯৭, পৃ ৬৭ ; মু. ক. প. সং ১০১, পৃ ৬৮

৫১. চামারু

ধানশী

অহুরাগ

রাধার ভাবে কাহুর মন 'বাহির হম্ বাহির হম্' করে ।

যেখানে রাধিকারসনে দেখা হইল বৃন্দাবনে । সে অববি প্রাণি না রয় ধড়ে ॥ ধু

রাধিকার আন হেন মেনকা সমান যেন নাসা খগ জিনি সম কীর

হেম বেশর দোলে কাঁচুলি ক্ষুদেত লোলে দেখি কাহুর প্রাণি না রয় থির ।

দেখি রাধার দুইটি স্তন বন্দী হইল কাহুর মন সাধ করে ধরিতে পাণি রে ।

তবে কাহু গাহি গীত উদাস কৈল রাধার চিত তবে রাধা আসে ধীরে ধীরে ॥

যে ক্ষণে রাধিকা কাহু হইবেক এক তহু তখনে তন টুটিব তাপ ।

হীনাতি চামারু কহে এমন উচিত নহে রাধা কাহু নহে ভিন্নভাব ॥ ১

বা. বৈ. ভা. সং ৪০, পৃ ৭২ ; মু. ক. প. সং ৭৮, পৃ ৬১

*তুলনীয়

কালার লাগিয়া আমি হব বনবাসী, কাল নিলে জাতিকুল প্রাণ নিলে বাঁশী ।

তরল বাঁশের বাঁশী নীসে বেড়া জাল । সভারি স্থলভ বাঁশী আমার হৈল কাল ॥

আর মোর মন নাহি রহে গৃহ কাজে । দিবা নিশি কাদি আমি মরি

লোক লাজে ॥

অন্তরে কঠিন বাঁশী, বাহিরে সরল । পিবায়ে অধর সুখা উগারে গরল ॥

যে ঝাড়ের বাঁশী তুমি তার লাগি পাও । ডালেমূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও ॥

বিজ চণ্ডীদাস কহে বংশী কি করিবে । আপন করম লেখা দোষ কারে দিবে ॥

—চণ্ডীদাস পদাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ২৪

যে বাঁশের এহি বাঁশী তার লাগি পাউ । সমূলে উপাড়ি তবে জলেতে কালাউ ॥

আর যেন বাঁশী রাও করিতে না পায় । আগুনিতে পুড়িলে বাঁশীর ছুঁথ জায় ॥

—ভবানন্দ কৃত হরিবংশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, পৃ ২১৩

৫২. চাম্পাগাজী

করণ ভাটিয়াল

বিরহ

তুই বন্ধের ছুরতের বলাই লইয়া, মুই মরিয়া যাইতুম, তুই বন্ধের বলাই লইয়া ॥ ধু
 পিরীতি আনল যাতে, দহিল মুই নারীর মাখে, পুড়িয়া হইলুম ভস্ম ছালি ।
 যদি আইসে প্রাণ পিয়া, হিয়ার উপরে থুইয়, এই রূপ যৌবন দিমু ঢালি ॥
 মাণিক্য পাইলুম বাটে, লইলুম আপনা হাতে, হৃদেতে রাখিলুম কথ কাল ।
 পড়শী হইল বৈরী, বন্ধেরে নিলেক হরি, নয়ালি যৌবন হইল জঞ্জাল ॥
 করিয়া ঘরের কাম, জপিএ তোমার নাম, দিশি নিশি জাগিয়া পোসাই ।
 ভজমান নারী ছাড়ি, যাও বন্ধু কার বাড়ী, হাম নারীর আর লক্ষ্য নাই ।
 বিনি বসন্তের বায়, যৌবন বাড়িয়া যায়, না দেখিঅ প্রাণবন্ধু মূখ ।
 চাম্পা গাজী ভণে পিরীতি যতনে, রাখিলে পাইবা পাছে স্বথ ॥১

বা. বৈ. ভা. সং ৪১, পৃ ৬০ ; অ. ৪, পৃ ৩ ; মু. ক. প. সং ২৪২, পৃ ১০৮

রামক্ৰিয়া

অধুরাগ

রাখিমু তোরে হিয়ার মাঝারে পরাণ যতন করি রাখিমু তোমাতে ॥ ধু
 যমুনাতে আনাগোনা কদমতলে থানা ।
 মুই নারীর বাড়ীতে আইতে তোরে কে করিবে মানা ॥
 যেখানে পিরীতি কৈলা মিঠামিঠা বাণী । গলে প্রেমকাসি দিয়া নিতে চাহ প্রাণি ॥
 কহে হীন চাম্পা গাজী শুন প্রাণেশ্বরী । এবে তোমার প্রেমে নাম জপে হরি ॥২

মু. ক. প. সং ৭৭, পৃ ৬১

মিলনাকাজক্ষা

কানড়া

সোণাবন্ধু রে আমার প্রাণবন্ধু, আইস যাও তুমি, নিদ্রারে না দিও মন হে । ধু
 মন্দ মন্দ করি, উত্তর দক্ষিণে, বহএ শীতল বাও ।
 বন্ধুআ বলিয়া, হাত বাড়াইলুম, প্রেম রসে বাকি গেল গাও ॥
 প্রেমের সাগরে, হিল্লোল উঠিল, কাষ্পএ মুই নারীর হিয়া ।
 অধরে অধরে যুগল দিঅ রে নিবাও প্রেমরস দিঅ ॥
 হেন সাধলয়, মুই নারীর হৃদেত, তোমাতে রাখিতুম ভরিয়া ।
 চাম্পা গাজী ভণে, না ভাবিঅ মনে, নারিবা রাখিতে ধরিয়া ॥ ৩

অ. ৪, পৃ ২ ; মু. ক. প. সং ৩১৬, পৃ ১২৮

বা. বৈ. মু. ক. প.—৭

৫৩. ছইফা ফকির

বাল্যলীলা

ও ধন যাছরে, ও ধন বাছা, ও তোরে মায়ে তোরে ডাকে রে, ধন যাছ রে ॥
 আর ছিকা কেনে লড়ে রে বাছা, লনৌ থাইল কুনে ।
 হায় রে, আমি তো না থাইছি মাও গো, থাইছে তোরে বিলাইয়ে ॥
 আর এত বয়সের যাছ রে মণি, মিছা শিশু কই ।
 হায় রে, সব লনৌ থাইয়া বল না থাইয়াছ দই ॥
 আর এক্ত-বাক্ত মনরে, তাক্ত যাছ রইল রে বসিয়া ।
 হায় রে, হস্তে বাড়ি লইয়া গো মায়ে নিল খেদাড়িয়া ॥
 আর হস্তে বাড়ি লইয়া রে মায়ে নিল খেদাইয়া ।
 হায় রে, লক্ষ্মি মারি উঠে রে যাছ কদম ডাল বাইয়া ॥
 আর ফালাইলাম হস্তের বাড়ি যাদব, ধারে লাম আইয়া ।
 ওয়রে, চিকনি কদমের ডাল পড়িবায় ভাঙ্গিয়া ॥
 আর দাক্ষণেরই দক্ষণ হস্ত মুখের কাল-স্বর ।
 হায় রে, এককুয়া লনৌর লাগিয়া যাদব গেল দূর ॥
 আর রাখালেরই গোক গো রাখা অনে আর বনে ।
 ওয় রে, আজুকুয়ার দেখ গো মারি রউকা যে বান্ধনে ॥
 আর কাছে কলসী লইয়া মায়ে যমুনাতে যায় ;
 হায় রে, শ্রবণের কলসীয়ে মায়ের গড়াগড়ি খায় ॥
 আর কিনা বুলি বুলে রে বাছা কি না লইল মনে ।
 হায় রে, আজুকুয়ার দেখ আমার রইতা যে বান্ধনে ॥
 আর দশমাস দশরে দিন উদরে রাখিয়া
 হায় রে, হেন কথা কইল যাছ কার পানে চাইয়া ।
 আর ছইফা ফকিরে বলে—লনৌর তছদুক ।
 হায় রে, হারাইয়া চান্দমণি বুকে রইল দুখ ॥ ১

৫৪. ছহিফা বানু

তাল পোস্তা

মাথুর

স্ববল, যারে বৃন্দাবন, দেখে আসগে রাধারানী আছেরে কেমন ॥
মথুরাতে আছি আমি পাগল আমার মন, রাধার জন্ত সदा আমার প্রাণ উচাটন ॥
রাধার পদে ধরে স্ববল করিস্ নিবেদন, দিবানিশি রাধাপ্যারী আছেরে স্মরণ ।
রাধার প্রেমে আছি বান্ধা জন্মের মতন, শীঘ্র গিয়ে দেখব আমি ঐ রাধা চরণ ॥
মথুরাতে আছি আমি হইয়ে রাজন, রাধার খেদে ত্যজ্য করব রাজ সিংহাসন ॥
ছহিফায় বলে শুন ভুবন মোহন, কুজার কুবুজিয়ে তুমি হয়েছ বন্ধন ॥ ১

আল ইসলাহ, ২৮ বর্ষ, ৭ম—৯ম সং, পৃ ১৭৮ ; ছহিফা সঙ্গীত, সং ১৩ ; বা. বৈ. ভা. সং ৪১ ক, পৃ ৬১

গান-সম্বাস

গৌরান্দ সম্বাস

হরিনাম মুখে বলে, নিমাই আমার কোথায় গেলে,
যাবার কালে মা বলিয়ে, কেন আমার না জাগালে ।
আজ নিশি প্রভাত কালে, মা জননীর প্রাণ বদিলে,
গুরুর কাছে কি শিখিলে, ডোর কোপীন মার করিলে ।
হাতেতে করঙ্গ লইয়ে, নাম জপতেছে ভিক্ষার ছলে,
গৌর-খেদে ছহিফায় বলে গৌরচন্দ্র পাব ধ্যান করিলে ॥২
আল ইসলাহ, ২৮ বর্ষ ৭ম—৯ম সং, পৃ ১৭৮ ; ছহিফা সঙ্গীত, সং ৩১

৫৫. ছাওয়াল শা

বিরহ

রাগিণী ভাটীওল তাল টেস কেওয়ালী

নয়ানে লাগল যারে তারে ভুলা যায় কেমনে । মন হইয়াছে উন্মাদিনী
উদাসিনী যার কারণে ॥
সখি রে, যে যার ডাকাতি করে সে কি তার দরদ জানে, দরদিয়ায় দরদ জানে ॥
সখি রে, জালে বন্ধি মীনের মত দহে প্রাণি অবরত ঠেকিয়াছিতার প্রেমফাদে ॥
সখি রে, বনপুড়া বনের হরিণী মনপুড়া আমি রমণী অভিলাষী কালার প্রেমে ।
সখি রে, ছাওয়াল শা ফকিরে বলে, মুরশিদ অস্ত্রিমকালে দিও দেখা নিদান ও
সঙ্কটের কালে ॥ ১

সখি, আমার এ দুর্দশা, দারুণ প্রেমে হইল গো নিশা ।
 কালা আমার কুলমান কালা গলার মালা ।
 দিবা গেল রাত্রি হইল কার সনে খেলি মু পাশা ॥
 ছাওয়াল শা ফকিরে কইন আমি কুল দিয়াছি যারে,
 মাতা পিতা ভাই বন্ধু না করি মু কেউর আশা ॥ ২
 তরিকতে হক্কানী, পৃ. ৬২ ; বা. বৈ. ভা. সং ৪২, পৃ. ৬১

৫৬. জঙ্গলিয়া মস্তান

বাউল

কালা, তোঁর নাম শুইনা রে আমি হইয়াছি পাগল ;
 রে কালা, তোঁর নাম শুইনা রে ॥ ধু
 আর আছমান কালা, জমিন কালা, কালা দুইটি আছি ;
 হিন্দুরের মাঝে আছইন কালা নয়ানে না দেখি ।
 আর আকাশ কালা, পাতাল কালা কালা নদীর জল ;
 কালার নাম ভরসা করি, আমি হইয়াছি পাগল ।
 আর ভাইনে গঙ্গা, বামে যমুনা মধ্যে বালুচর ;
 হাঘ, এক চউখে নি কইতে পারে আর চউখের খবর ।
 আর বৃক্ষের তলে গেলাম বা আল্লা ছায়া লইবার আশে ;
 পত্র কাড়ি রইদ লাগে আপন কর্ম-দোহিষে ॥
 আর গাঙের পারে গেলাম বা আমি গাঙ পারইবার আশে ;
 আমারে দেখিয়া নৌকায় ভিন্ন ভিন্ন বাসে ।
 আর জঙ্গলিয়া মস্তানে বলে কালা বড়ো ধন ;
 ছত-লোভ ছাড়িলে পাইবায় কালার দরশন । ১
 শ্রী. লো. স. সং ২৭৬, পৃ. ২৪৮

৫৭. জবান আলী ফকির

বাউল

ও-মোরে ঠগিলায়, ঠগিলায় রে, বন্ধু রে ! ধু
 বন্ধু রে ঠগিলায় আমারে, লাড়িয়া পিতলদিয়া রে বন্ধু, অবুলা ভাড়িলায় রে ।

আর ঠগের আশা, ঠগের বাসা ঠগের গৃহবাস ;
 ঠগ দি' বানাইছইন আল্লায় সয়াল সংসার রে ।
 আর চান্দে যে করইনি রে গৈরব উঠইন তেরা লইয়া ;
 রাধিকায় করইন গৈরব : আমার কাছুর গলায় মালা রে ।
 আর আলিমে করইনি রে গৈরব কোরান-কিতাব লইয়া ;
 মুই অধমে করি গৈরব : আমার পীর মুরশিদের বচন লইয়া রে ।
 আর আম ধরে ঝোপা রে ঝোপা তেঁতই ধরে বেকা
 দেশের বন্ধু বিদেশ যাইতে অরে না হইব দেখ রে ।
 আর, আমের পাতা চিরল-চিরল তেঁতইর পাতা রেকী ;
 এমত চাইয়া করিও পিরিতি মইলে যারে দেখি রে ।
 আর কইন তো ফকির জবান আলীয়ে নদীয়ার কূলে বইয়া ।
 পারইমু পারইমু করি আমার দিন তো যাইত্ৰা গইয়া রে ।১
 শ্রী. লো. স. সং ২৭৯, পৃ. ২৫২

৫৮. জমাদ আলী ফকির

বাউল

সুন্দর কালিয়া রে, আমি তোমার না পাইলাম রঙ কি রূপ ; সুন্দর কালিয়া রে ;
 আওরের মাঝারে রে কদম্বেরি গাছ রে তার উপর তিনটি ডাল আছে ;
 তার যে উপরে রে মনিয়ার বাসা রে প্রেমের ফান্দ পাতিয়া থইছে তারে ।
 সুন্দর কালিয়া রে, আধারের লাগিয়া রে জমিনে লামিল রে
 হাংরে, প্রেমের ফাঁদ লাগল স্বাধার গলে ।
 সুন্দর কালিয়া রে, চাইরি পাতা কালা ধলা
 বারো ডাল তার দেখতে ভালো : পাতাড় আঙড়ে ফুটিয়া রইছে ফুল ;
 সেই ফুল করিয়া যায় কোন্ সুজনে তারে পায় হায় রে, নয়নে না দেখি চান্দ মুখ ।
 সুন্দর কালিয়া রে চামিড়ের দড়ি দিয়া হস্ত পদ বন্ধ করিয়া
 আলিপেতে দিয়ান করি চাইয়ো ;
 উলট-কলট করি, উলট মনে টান করিয়া হায় রে, বসিয়া থাক নয়নের উপর
 সুন্দর কালিয়া রে চামিড়ের দড়ি দিয়া ছুই নয়ান বন্ধ করিয়া
 হায় রে, বসিয়া থাক অন্ধলার মতো ।
 সুন্দর কালিয়া রে' কইন তো ফকির জমাদ আলী

কলসী রহিল খালি ভরিতে না পাইলাম গঙ্গার জল ;
 মুরশিদ যদি সদয় অন্ন জল ভরিবার মনে লয়
 ও মুরশিদ দয়া রাখিয়ো বালক জানিয়া ।১
 শ্রী লো. স. সং ২৮৭, পৃ. ২৬২

৫৯. জাহির আলী পাগল

বাউল

সই সই, বন্ধুরে যদি পাই, কাজল বরণ আখি দিয়া আদরে বসাই ।
 বন্ধু আমার প্রাণের ধন শিবের মাণিক রতন ।
 হায় হায়, কতোদিনে পাইমু আমার প্রাণনাথ গোসাই ।
 পাগল জাহির আলি বলে বন্ধু রইলা বিদেশেতে
 আমি কেমনে রইমু ঘুমের ঘোরেতে । ১
 শ্রী. লো. স. সং ১৬২, পৃ. ১০১

৬০. জালালউদ্দী

মিশ্র ভৈরবী

দেহতব

আয়না রে ভাই শুনি অপরূপ রূপধনি স্বাক্ষরে বাজিছে দিন রজনী ॥
 কে বাজায় কোথায় বসে, চল যাই তার উদ্দেশে, মন কাছাইয়া সেই দেশে,
 তারে চিন নি ।
 সকল রাস্তা বন্ধ করে, চলো যাই অন্তঃপুরে তরঙ্গে বাজিছে তাল তুলিয়ে
 রাগিণী ॥
 শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে নিত্য নিত্য আসে যায় একটি রঙ্গিণী ।
 প্রেমে বাধ্য করে' যে রেখেছে তারে সে হইয়েছে এ সংসারে গুণ মণি ॥
 খেমটা খেয়ালে আক্সা চৌতালে নাগর নাগরী খেলে ক'রে টানাটানি ।
 ঠুংরি ধামালে সামালে সামালে তিন তারে মিশিয়া বলে আলোক রঙ্গানি ॥
 জালালউদ্দী বলে হৃদয় কমলে রংমহালের কলের গান কেমনে শুনি ।
 এস কালা রঙ্গে প্রেম তরঙ্গে তোমার লাগিয়ে আকুল পরাণী ॥২
 প্রবর্তক, ১৩৩৭ কাব্বিক, পৃ. ৬১৬ ; বা. বৈ. ভা. সং ৪০, পৃ. ৬১

৬১. জালালুদ্দীন

বিরহ

আমায় কান্দাইলে কি হইবে রে, ছাড়িব না তর মিলন আশা এ জীবন ভৈরে ॥
সদা আড়ালে লুকাও, আশা না পূরাও, আমার পানে চাইতে বুঝি লাগে
মৈরে যাও ।

তোমার ভাব দেখিয়া বিগ্ন জলে প্রেমের অনল অহরে ॥
তোমার মন ভাল না শ্রাম, আমি ভাবে বুঝিলাম,
মুখের ছুইটি কথা কইতে কে মানা করে ।
তুমি চাতুরী খেলিতে বুঝি ভেকে আনলে সংসারে ॥
জালালুদ্দীন আর কত কাল, তর গিরীতির জঙ্ঘাল,
সহ কৈরে, ধৈর্য বৈরে বাঁচিবে সংসারে ।
কে জানে তার কেমন করে আনু কৈরে তুই রৈলে দূরে ॥১
বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৬বাং ২য় সং, পৃ ৪৭

৬২. তন্না

বিরহ

আমার জালর ঘাটে নিল না নিল না মনোবাসনা পূর্ণ হইল না ॥
কলসী লইয়া কাঁখে কালা কালা করি ডাকে । কলকৌ রাবিকার পানে শ্রাম
চান্দে চাইল না ॥
পশ্বে ছিলাম দাঁড়াই আমি কালায় সঙ্গে নিব বলি । পশ্বে ছাড়ি গেল আমায়
প্রাণে কেন মাইল না ॥
উদাসী তন্নায় বলে বসি আজি বড় চতুলে । কালা কালা ডাকি মরি কালা
চান্দ আইল না ॥ ১

মুরের বাঁহার ১ম খণ্ড, সং ১২, পৃ ১২

বিরহ

ও গুলে গুলেস্থান আমাকে মারিলায় নহন বাণ ।
তুমি থাক ফুল বাগানে, আমি থাকি বনে বনে ।
শান্তি হয় কিরূপ মনে বল ওহে জানের জান ।
যথায় তথায় থাকি আমি, হৃদয় গাঁথা আছে তুমি ।



শুইলে স্বপনে দেখি জাগিয়া না পাই নিশান ।
 ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিরি চন্দ্রমনি নাহি হেরি ।
 কেবল হৃদয়ে আছে গুল বদনীর রূপ দিহান ।
 তুমি আছ শীতল চিত্তে, আমার হৃদয় অগ্নি জলে ।
 জলিয়া হইল ছাই প্রেমানলে দিল ও জান ॥
 শুন ওহে গুল বদনী, মন রতনী চন্দ্রমনি ।
 আর আমায় যাতনা দিয়া না করিও পরিশান ।
 উদাসী তন্নায় বলে, আছিলাম সুখ নদীয়ার কুলে ।
 দেখিয়া কালিয়ার রূপ গেল আমার দিল ও জান । ২
 নূরের ঝঙ্কার ১ম খণ্ড, সং ২২, পৃ ১৪

বিরহ

কারে কি বলিমু দেখ হৃদয় চিরিয়া গো আমার মনের জালা ॥
 প্রেম বনে নিধা আমায় বাঁধীর ললিত স্বরে । ছাড়িয়া গেলায় অনিল বনে
 আমাকে একেলা ॥
 বন পোড়া হরিণীর মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিরি । অন্তর জলিয়া ছার অঙ্গ
 হল কালা ॥
 বিজ্ঞা বুদ্ধি হারাইয়া পাগলের বেশে । ঘুরিয়া কিরি গলে দিয়া কলঙ্কের
 মালা ॥
 আর না পারি সহিবারে বিরহের জালা । কলার জালায় আমার অঙ্গ
 হল কালা ॥
 প্রেম জালায় গান গাই তাহার দিহানে । না পারিবার ছড়াইতে মাখে
 মারি ছিলা ॥
 প্রেমের অগ্নি জলে শয়াল জুড়িয়া । প্রেম দোষী নহে আমি জগতে একেলা ॥
 জল ছাড়া মীনের মত পড়ি বালুচরে । পিয়াছা হইয়া তন্না বিচ্ছেদে মরিলা ॥ ৩
 নূরের ঝঙ্কার ১ম খণ্ড, সং ২১, পৃ ১৩

প্রেমরোগী পরিচয়

প্রেমের মরা শান্তহারা, শান্তি নাই তার কোনস্থান । ভবে থাকে সদায়
 অপমান ॥
 প্রেমরোগের রোগী যারা, জীবন থাকিতে মরা । নাই তার ক্ষুধানিদ্রা, নাই
 তার কুলমান ॥

আখি ঘোর থাকে তার, সদায় থাকে ইন্তেজার । কার পানে নাহি চাহে অন্তরে
বন্ধের দিহান ॥
কারে কিছু নাহি বলে, ধারা বহে আখির জলে । ছদয়ে অগ্নি জলে, হেরিলে
বন্ধের-নিশান ॥
জীবনের নাই মায়া, ছাড়িয়াছে থাকের কায়া । আয়ু তাহার উড়িয়া যায় আছে
বন্ধু যেইস্থান ॥
বন্ধের তালাস করি, দেশে দেশে ঘুরে কিরি । ধরিয়া যোগীর বেশ ছাড়িয়া
যায় খানমান ॥
উদাসী তন্মায় বলে, ঠেকিয়া পীরিতের জালে । গকুল নগরে আমি মিটাইলাম
কুলমান ॥ ৪

নূরের স্বাক্ষর ১ম খণ্ড, সং ২৫, পৃ ১৩

জল-ভরা

শ্রাম কানাইয়া আমাকে বধিলাম রে জলের ঘাটে নিয়া ॥
জল ভরিতে গেলাম আমি, কলসী ভাঙ্গিয়া তুমি । এই বৃষ্টি পিরীতের রীতি
তোমার ও শ্রাম কানাইয়া ॥
সকলে ভরিয়া জল, আমায় কৈলায় জলের তল । কদম্বের ডালে বসি জলে
স্বলক দেখাইয়া ॥
প্রেম নদীয়ার ঘাটের জল, তাতে করে ঝলমল । পূর্ণিমাহের মত আমার রসের
চান্দ কালিয়া ॥
জল ভরিতে সখিগণ চলে আনন্দিত মন । সেখানে দাড়াইয়াছে সোনা চান্দ
কালিয়া ॥
উদাসী তন্মায় বলে আসিয়া নদীয়ার কূলে । না পাইয়া নীতল জল কিরি হতাশ
হইয়া ॥ ৫

নূরের স্বাক্ষর ১ম খণ্ড, সং ২৪, পৃ ১৫ ; বা. বৈ. ভা. সং ৪৪, পৃ ৬২

বিরহ

শ্রামচান্দের সংবাদ আমায় কে দিব আনিয়াগো হৃদয় চিরিয়া ।
কাল বিচ্ছেদের কাল হইল দরাজ । অঙ্গ আমার ছারখার জলিয়া জলিয়া ॥
বনপাখী উড়িয়াগেল আনিতে খবর । কিহইল কিহইল সে ত না আসে কিরিয়া ॥
শ্রামবন্ধুয়া বিনে নাথ উদাসী তন্মায়, আয়ু ছাড়া বনে কায়া রহিয়াছে
পড়িয়া ॥ ৬

নূরের স্বাক্ষর ১ম খণ্ড, সং ১৮, পৃ ১২



বিরহ

সখি, আগে আমি জানিনা দারুণ প্রেমের এতই যাতনা ॥

কুলমান তেজ্য করি, যার লাগি ঘুরিয়া ফিরি । ভুলক্রমে একদিনও সে দয়া
ধরি চাইল না ॥

ঘুরিয়া ফিরি যার আশে, সে ত আমায় ভিন্ন বাসে । সরল চিত্তে বিধু মুখে
মধু কথা বলেনা ॥

আকাশ ও পাতাল ঘুরি, শ্রামরূপ নাহি হেরি । কেবল আদম ছুরতে
মিলে কিছু নিশানা ॥

প্রেম জ্বালা যার অন্তরে, ঘুরিয়া ফিরে ঘরে ঘরে । যে দেখে সে হাস্ত করে
বলে পাগল দেওয়ানা ॥

যাও যাও বিধুমুখি আমায় তুমি দিয়া কাকি । নবীন পীরিতের মজা দুইদিন
তোমার রবেনা ॥

সূর্য্যাবরণ রূপ দিয়া, দিলায় অগ্নি জ্বালাইয়া । সর্ব অঙ্গ জলিয়া উঠে শীতল
এখন করনা ॥

উদাসী তন্ময় বলে, হিন্দুলগুলির পদস্থলে । আজমীর নগরে নিদ্রা পুরাও
মনের বাসনা ॥ ৭ ॥

নূরের কঙ্কার ১ম খণ্ড, সং ৩১, পৃ ১৯

৬৩. তুফানদ্দিন

বিরহ

সাত গাইয়া ভাঙা ছুহি রাগ ।

শুন মাই রে কাছে লাগি এ প্রেম বারাইলা ।

ঘরি এক বুলি বন্ধু গেলা মোর নখে কথ জুগ ভেলা । ধু

চান্দ নন্দনে ন জুরাএ পিয়া বিনে মোর মন (ন ?) ভা এ ।

এখেলা মন্দিরে বসি জাগি । পিয়া বিনে মোর মন (মনে ?) আগি ।

কহে তুফানদ্দিন এহি মানসে । পাইবা রসবতি মানসে । ১

বা. বৈ. ভা. সং ৪০, পৃ ৬০ ; মু. ক. প. সং ২৪৯, পৃ ১১০ ; সম্মিলন, ১০২৪ ভাদ্র ও আশ্বিন

৬৪. দানেশ

বিরহ

বাঁকা শ্রামে কৈও নয়ান ত্রিভঙ্গে ভাঙ্গে কুলধনি মান । ধু
নাশে জ্ঞানমূল কিসে জাতিকুল যাচি যৌবন কর দান ।
জগত নাশক অস্থির ঘাতক তুয়া কটাক্ষের শর ।
মুগ্ধ সে অবলা কোমল সরলা সহিতে সঙ্কট বড় ।
হেরি প্রাণ হরে অর্ধ-মৃত্যু করে এমন বধক কোথা ।
বিষপানে মরি কহিতে না পারি শ্রামের চরিত্র কথা ।
অবলা বধিলে কিবা সুখ মিলে রসিক নাগর রায় ?
জীবন যৌবন কৈলুঁ সমর্পণ ভজিলুঁ ঐ রাঙ্গা পায় ।
ভজমান ছাড়ে কেমন নাগরে কুলের কলঙ্কী হৈব ।
কাম হতাশন না সহে জীবন যমুনাতে ঝাপ্প দিব ।
শ্রীহীন দানেশ কহে উপদেশ খেদ পরিহরি রায় ।
সেই দয়ামিত্তি বিরহিনী বন্ধু সেবিতো ঐ রাঙ্গা পায় । ১
বা. বৈ. ভা. সং ৪৬, পৃ ৬৩ ; মু. ক. প. সং ২৪৮, পৃ ১০৭

৬৫. ছুলা মিঞা

নৌকাবিলাস

ধীরে ধীরে নীরে কর পার । তুকান দেখে হাল ছেড়ো না, রসিক কাণ্ডার ।
কুথেনে মেলিলা খেবা, অঘোর করিছে দেবা, মাঝে গাঙ্গে ডুবাইলে তরী,
কলঙ্ক তোমার ।
কহে হীন ছুলা মিঞা, শুন লো ব্রজের মাইয়া, ভজ গো রসিক নাইয়া হইবে
সুসার । ১

বা. বৈ. ভা. সং ৪৭, পৃ ৬৪ ; ব্র. ৪, পৃ ৩০ ; মু. ক. প. সং ১৬৭, পৃ ৮৩

৬৬. দৈখুরা

বিরহ

আমি মিছা কলঙ্কিনী সংসারে সখিরে, প্রাণ বন্ধে ছাড়িয়া গেল আমারে । ধু
বুন্দাবনে মধুপুরে হয় গো রসের খেলা, তাতে হয় মদন জালা হায় হায় হায় ।
এ গো শুকনা কমল শুকাই গেলে খায়না মধু ভমরে সখিরে



বৃন্দাবনে গেলা হরি না আসিলা আর
 হইল গোকুল অন্ধকার হায় হায় হায়
 এগো, পরম শোণে স্থচচারিনী বুঝে ভ্রমর নিরলে সখি রে ॥
 দৈখুরা পাগলে বলে আল্লার নাম সার, মিছা ভবের বাজার হায় হায় হায় ।
 এগো কি জোয়াব দিবায় মনা কবর হাসরে সখি রে ।১
 বা. ভৈ. বা. সং ৪৮, পৃ ৬৪ ; শিক্ষাসেবক, ১৩৩২ মাঘ, পৃ ৩৩

বাউল

কি দেখিলাম যমুনার জলে গো ননদী রাই, অপরূপে অলিরাজ বিরাজ করে
 কমলে । ধু
 ননদী গো ! মুই গেলু যমুনার জলে কলসী ভরিবার ছলে কিরূপ দেখিছ জলে ।
 জলে অলি কমলে বসে কখন হাসে কখন ভাসে কখন লুকি দেয় জলে গো
 ননদী রাই ।
 কলসী না গেল ভরা সন্দের সন্ধ্যা গেল তারা মুই অভাগী পড়ি রহিলাম ভূলে ।
 ধরিতে পারি না তার ঠেকিলাম বিষম দায় না ছিল মুই অভাগীর কপালে গো
 ননদী রাই ।
 অলি ধরিবার ছলে মুই নারী নামিলাম জলে তালাসিয়া পহু নাহি মিলে ।
 ছুয়ারেতে তাল দিয়া রাখছে পহু বন্ধ করিয়া খুলিতে নারিছ কোন ছলে গো
 ননদী রাই ।
 অলি না আসিল হাত দিন গেল হইল রাত কলসী ভাসাইয়া নিল জলে ।
 বৃথা কাজে দিন গরাইলু খালি হাতে ঘরে আইলু কি বলিযু পতি জিজ্ঞাসিলে ।
 পাগল দৈখুরায় কয় সুন ওগো রসময় মুশিদ ভজিলে পহু মিলে, গো
 ননদী রাই । ২

শিক্ষাসেবক, ১৩৩৫ মাঘ, পৃ ৩৪

৬৭. নওয়ারাজিস

প্রার্থনা

জগপতি সেবকেরে দেখ একবার । ধু
 তোমার সৃজনে আসিয়া সংসার মাঝ না বুঝি কি চরিত্র তোমার ।
 ধ্যান করি মনে হেরি ভকতি মিনতি করি আইস বন্ধু নিকটে আমার ।
 সবে কহে মথুরার হাটে বন্ধু যায় রাজ বাটে তথা গিয়া বসি নিরীক্ষিয়া ।

যে কেহ পশ্বেত হেরি তাহারে জিজ্ঞাসা করি কোথা বন্ধু দেও দেখাইয়া ।
 অবিরত ভাবি মনে বন্ধুরে দেখিছ কোনে উদ্দেশিতে আছ অনিবার ।
 এমন ব্যথিত কেবা জানাইতে বন্ধুর সেবা দেখাইতে স্থামেরে আমার ।
 সেবিতে নারিলুম পিয়া সেই লাগি দহে মোর হিয়া সেই ভাবি প্রাণি হইল শেব ।
 বিরহ অনল-তাপে বিবেচনা করি আপে অনলে গিয়া করিমু প্রবেশ ।
 কহে নওয়াজিস হানে বাতী আইসে রাত্র দিনে না পুরিল মনের বাঞ্ছিত ।
 দারুণ কর্মের লেখা না ঘটে পুণ্যের পেখা না দেখিলুম নয়ান বিদিত । ১
 বা. বৈ. ভা. সং ৪২, পৃ ৩৫ ; মু. ক. প. সং ৩৭৮, পৃ ১৪৮

৬৮. নজর পাগল

বিরহ

সোনাবন্ধু পিত্তরায়, তুমি বিনে প্রাণ রাখা দায় ।
 এগো, পড়িয়াছি সন্ধ্যা-সায়রে না দেখি গো উপায় ॥
 আর তোমার রূপ-কলক দেখি' আমার মন হইয়াছে উদাসিনী ।
 এগো, একবার আনি' দেখাও রূপ নহলে প্রাণি' জলিয়া যায় ॥
 আর মনে বড়ো আশা ছিল ও মই, দেখমু বলে চান্দমুখ ।
 ওরে আইজ দেখমু, কাইল দেখমু বলে দিনের পথে দিন যায় ॥
 আর পাগল নজর বলে আমি ঠেকিয়াছি পিরিতের কান্দে ।
 এগো, পিরিত করি ঠেকছি কান্দে ছাড়াইয়া যাইতে বিষম দায় ॥ ১
 ক্রী. লো. স. সং ৮৬, পৃ ৭১

৬৯. নজর মোহাম্মদ

রাগ-ধানসী

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

দেখ সখি ও নাগর মন মোহনিয়া । অনঙ্গে এড়ল অঙ্গ সে রূপ হেরিয়া ॥ ধু
 বদন দর্পণ যেন আখি-যুগ মণি । ভুরু ভঙ্গিমা দেখি মোহে মন-মুনি ॥
 স্বধারসময় হাসি বচন অমিয়া । স্থললিত অঙ্গরূপ মৃগাক জিনিয়া ॥
 কহে নজর মোহাম্মদে রাধার নেহা । ভক্ত সখি মো নাগর মনোহর গাহা ॥ ১
 বা. বৈ. ভা. সং ৫০, পৃ ৩৯ ; ম. বা. গী. সং ৩৪, পৃ ২৩ ; মু. ক. প. সং ৮, পৃ ৪২

৭০. নজির

বিবিধ

আসব কি না শ্রাম কালাচান্দ, খেলার বেলা মাদ্দ হইল ; কার কুঞ্জে প্রাণ
ভুলিয়া রইল ।
সখীগো যার লাগি ছুঃখের ভাগী সে আমার কোথা রইল, আশাপন্থে চাইতে
চাইতে কণ্ঠাগত প্রাণ হইল ।
হবিব যিনি গুণমণি, তিনি মোর কাণ্ডারী গো, যার গুণেতে হিসাবেতে
গোনাহ বখসা যাবে গো ।
সখীগো হু, জয়, ইয়া ও-রে, তার কিমানা হইল, ইমলা ভাবে হিসাবেতে
নজির আলী নাম হইল ॥১

রাগ মারিফত, সং ২৬, পৃ ১৬

বিবাহ

কুলমান ডুবাইলে রে বন্ধু তুই মানবকুল ডুবাইলে,
তুই আমারে এ জগতে কলঙ্কিনী কইলেরে বন্ধু নিদারুণ কঠিন বন্ধু রে ।
স্বপনেতে দিলায় রে দেখা না পাইলাম জাগিয়া,
কি দোষ পাইয়া আমায় না চাও কিরিয়া ।
মুই যদি জানিতুরে বন্ধু যাইবার রে ছাড়িয়া,
সারা নিশি পোষাইতু তোরে উরেতে লইয়া ।
সদায় জ্বলে হিয়া রে বন্ধু তুই শ্রামের লাগিয়া,
অধম জানি রূপা করি চাহনা কিরিয়া ।
অধম নাজিরে রে বলে মনেতে ভাবিয়া,
রাত্রি দিন গুনাহের মাঝে রহিয়াছি ডুবিয়া । ২
বা. বৈ. ভা. সং ৪১, পৃ ৬৬; রাগ মারিফত, সং ২৬, পৃ ১২

৭১. নশীর মামুদ

তুড়ি

গোষ্ঠলীলা

খেহু সঙ্গে, গোষ্ঠে রঙ্গে, খেলত রাম, সুন্দর শ্রাম,
পাঁচনি কাঁচনি বেত্র বেণু মুরলী খুল্লী গানরি ।
প্রিয় দাম শ্রীদাম সুদাম মেলি, তরুণী-তনয়া-তীরে কেলি,
ধবলি মাঙলি আওবি আওবি, ফুকরি চলত কানরি ॥

বাস কিশোর মোহন ভাঁতি, বদন ইন্দু জলদ কাঁতি,
চাক্র চন্দ্রি গুণাহার, বদনে মদন ভানরি ।

আগম নিগম বেদ সার, লীলা যে করত গোষ্ঠ বিহার,
নশীর মামুদ করত আশ, চরণে শরণ দানারি ॥ ১

কাবামালক, পৃ ৩০ ; পদকল্পতরু ২য় খণ্ড, সং ১৩২৯, পৃ ৩৪০ ; পদরসসার ; পা. পৃ ২ ;
বা. বৈ. ভা. সং ১২, পৃ ৬৭ ; ব্র ৩, পৃ ২৩ ; ম. বা. গী. সং ১৭, পৃ ১২ ; মু. ক. প. সং ৪০,
পৃ ৫০, ব পৃ ২ ; সাহিত্য, ১৩২৯ ভাদ্র, পৃ ৩২২ ; সু. সমাচার, পৃ ৩০৬ ; History of
Brajabuli Literature, পৃ ৫৮৬

মুহই

প্রেমের দুঃখ

বল দেখি, কি বৃদ্ধি করিব । কাহুর পিরীতি বড় পরমাদ, দৈবে মরিয়া

যাব । ধু

শান্তুড়ী ননদী মোরে কুবচন বলে । কভু নাহি ঠেকে রাঙ্গা নয়ান হিলোলে ॥

নশীর মামুদ কহে চিতে নৈল কথা । যে ছিল করমে মোর নিখিল বিধাতা ॥ ২

কাবামালক, পৃ ৩০ ; পা. পৃ ৭ ; ব্র ৩, পৃ ২৪ ; ব. পৃ ১০ ; সু. সমাচার, পৃ ৩০৭

৭. নাকিস্ত

বিরহ

প্রেমানল দিয়া হায় রে বন্ধু ছাড়িয়া গেলায় মোরে রে,

হায় রে বন্ধু কি বলিমু তোরে ।

মনে বড় সাধ করি রে হায় রে বন্ধুরে যদি পাই ;

চরণে ভক্তি দিয়া হায় রে অহরে লাগাই ।

আমি অভাগিনী ডাকি রে বন্ধু হইয়া কাতর,

আখির কাছে থাকি হায় রে বন্ধু না দেও উত্তর,

একই ঘরে থাকিয়া হায় রে বন্ধু না দেও মোরে চিন ।

তোমাতে কি দোষ দিমু হায় রে আমার ছুদিন ।

বুকে - মারিয়া গেলায় রে বন্ধু পিরিতের শেল ।

এ সে জীবন হইতে হায় রে মরণ হইলে ভাল ।

যে য রে কলঙ্ক করে রে বন্ধু ভবের বাজারে ।

উচিত না হয় । গের বন্ধু হায় রে ছাড়িয়া যাতে তারে ।

অনন্য নাহাইল য হায় রে বন্ধু খুরিয়া খুরিয়া

আংখি বুঝি অন্ধ হইব হায় রে পন্থের দিকে চাইয়া ।

নিশ্চয় জানিলাম রে বন্ধু কঠিন তোমর অন্তর,

মুখেতে অমৃত তোমার হায়রে হৃদয়ে জ্বর ॥

অধম নাকিস্তে কয় রে বন্ধু তোমার চরণ সার,

দেখা দিয়া প্রাণের নাথ হায়রে মোর করিও পার । ১

বা. বৈ. ভা. সং ৭৩, পৃ ৬৭ ; রাগমারিফত, সং ১৮, পৃ ১১

৭৩. নাছির

রামজিয়া

অহুরাগ

ওগো রাই, মুই কেনে আইলাম জলে । দেবিলুম বন্ধের রূপ ঐ কদম তলে ॥ ধু
ফুলেরমালা গলে রে চম্পারমালা দোলে । পুষ্পহার গলে দিয়া নাচে

কদমতলে ॥

সখীর সঙ্গে আইলাম জলে জলভরি গেল তারা । শ্রামরূপ নিরখিতে আমার

কলসী না গেল ভরা ॥

যমুনার জলেতে যাইতে ননদী দিল বাধা । ভাঙ্গিল কাঁথের কলসী হাতে

রৈল কাঁধা ॥

মুরলী বাজাএ শ্রাম কদমতলে বসি । শুনিতে রাধার তহু পড়ে খশি খশি ॥

মুরলী বাজাএ শ্রামে কদম্বের স্থানে । চলিছে বিনোদ রাধা কাসু দরশনে ॥

মুরলী বাজাএ শ্রামে কদম্বতলে রৈয়া । কদম্বের পত্রসারি পদে পদে চাইয়া ॥

কদম্বতলে থাকি করে পূর্ববার স্বন । শীতল বানী স্বরে না রহে পরাণ ॥

ফাজিল নাছিরে ভণে শুন ব্রজনারী । মুরলীর স্বরে রাধার প্রাণি নিল হরি ॥ ১

ব্র ৩, পৃ ২১ ; ম. বা. গী. সং ৭২, পৃ ৫২ ; মু. ক. প. সং ৭৩, পৃ ৬০

পঞ্চম

বিরহ

যাই কোন ঠাই সজ্জনী সই, বন্ধের লাগি যাব কোন ঠাই ? ধু

প্রেম বাড়াইয়া কালা, দিলি মোরে এখ জালা, কোথা গিয়া রহিলি ছাপাই ?

এ চারি প্রহর নিশি, শয্যার উপরে বসি, খুন্সি খুন্সি রজনী গোঁয়াই ॥

ঘোবন হইল ভারী, বৈখ্য ধরাইতে নারি, কিসে মন রাপিমু মানাই ।

এতিম নাছিরে ভণে, যাও ধনি কদম তলে, যদি চাহ সুন্দর কানাই ॥ ২

বা. বৈ. ভা. সং ৫৪, পৃ ৬৮ ; ব্র ৩, পৃ ১৯ ; মু. ক. প. সং ২৫৮, পৃ ১০৫

৭৪. নাছিরদ্দিন

দীপক

বিবিধ

আমি বনে ভাসি রে, আমি বনে ভাসি । ধু
হাসি হাসি বনে ভাসি দিন গেল বহিআ । না পূরিল মনের সাধ যাইমু কি
না লইয়া ॥
ভরিয়া স্বর্ণের ভরা ভাসাইলুম তরঙ্গে । কেহ করে হাসি খেলি (কেলি ?)
কেহ যাএ রঙ্গে ॥
বনে লইয়া বনস্পতি তরুআ গান্তারি । চালাইলে না চলে ভূর ভরা হৈল গাটি
(ভারি ?) ॥
কহে নাছিরদ্দিনে কি কাম করিলুম । নন্দিয়া কিনারায় বাসা কেনে এড়ি
আইলুম ॥ ১

ব্র ৩, পৃ ৩৪

গাফার

অহুয়াগ

আলো রে পরানের পোতলী বন্ধ, তুমি মোর তিলকের ফোঁটা ।
দৈব সে তোমার লাগি হৈয়াছমু বৈরাগী, তাতে কিবা লাজ খোঁটা ॥ ধু
পিরীতি অবশেষ, না রহিমু এই দেশ, আনল দিয়া যাইমু ঘরে ।
নিতি রাধার মন, করে উচাটন, বাহির হমু হমু প্রাণি করে ॥
করেতে কঙ্কণ, নয়ানে অঙ্কন, পিঙ্কনে পাটের মাড়ী ।
করেতে মন্দির, চরণে নেপূর, কেন কির বাড়ী বাড়ী ॥
অন্তরে আগুনি বাহিরে আগুনি, আগুনি এ দশ দিশ ।
নাছিরদ্দিন এ, মিনতি ভণএ, দয়া না ছাড়িও শেষ ॥২
বা. বৈ. ভা. সং ৩১, পৃ ৬৮; ব্র ৩, পৃ ১৬; ম. বা. গী. সং ৭৪, পৃ ৫১; মু. ক. প. সং ৬৬, পৃ ৫৮

৭৫. নাছির মহম্মদ

মাঘুরী

হোলী-লীলা

চলহ সখী নাগরী মান তুমি পরিহারি, দেখ আসি নন্দকি রায় । ধু
যত কুল ব্রজনারী, অঞ্জলি ভরি ভরি, আবীর ফেপেস্ত শ্যাম গায় ।
ব: বৈ: মু: ক: প: - ৮

ফণে যায় যমুনার জলে, ফণে ফণে তরুমূলে, ফণে ফণে বাঁশিটা বাজাএ ।

শুনিয়া বাঁশির তান, তাজে মানীর মান, শ্রুতি মন নিত্য তথা ধায় ॥

কহে নাছির মহম্মদে, ভজ রাখে শ্রামপদে, বিলম্ব করিতে না যুয়াএ ॥ ১

কাব্য মালক, পৃ ৩০ ; প্রাচীন পুথির বিবরণ, সং ২, পৃ ২ ; বা. বৈ. ভা. সং ৫৬, পৃ ৬২ ;

ত্র ৩, পৃ ১৯ ; মু. ক. প. সং ১১৫, পৃ ৭০, রাগমালা

ভাটিয়াল

বিরহ

জীবের ধন আমায় ছাড়ি গেলা কোন্ দোষে ?

তোমার পিরীতি থানি, মরমে রহিল হানি, তরু ফীণ প্রাণি হয় শেষে ॥ ধু

মুই যদি জানিতুম জালা মোরে দিলা জালিয়া, তবে কেনে বাড়াইলাম পিরীত ।

অন্তরে বাহিরে দহে, কথবা পরাণে সহে, জলিয়া জলিয়া উঠে চিত ॥

কি মোর গৃহের কাজ, কি মোর লোকের লাজ কিবা মোর গুরু গণন ।

অই ভাবনা মনে, প্রাণ (করে উচাটনে ?), কবে পাইমু বন্ধের দরশন ॥

কহে নাছির মহম্মদে, ভজ ধনি প্রভু পদে, (তবে পাইবা ?) কাহুর উদ্দেশ ।

কদম্বের তলে থাকে, বন্ধুয়া আসে যায় তিলে তিলে ধরে নব বেশ ॥ ২

ত্র ৩ পৃ ২২ ; ম. বা. গী. সং ১৪৪, পৃ ১৩৯ ; মু. ক. প. সং ২৪০, পৃ ১০১

শ্রী

আত্মবোধন

দিনে দিনে আইসে নাথ আমার বাড়ীর খবর । কি লৈয়া যাইমু আমি, আমার

শূন্য হুটি কর ॥ ধু

নাথ রে বণিজ কারণে আইলুম না বুঝিলুঁ ভাও । শুকাইল যমুনার জল চড়ে

লাগিল নাও ॥

নাথ রে তর নাই, কুল নাই, ধরিবারে ঠাই । বল বুঝি হারাই আমি ভাসিয়া

বেড়াই ॥

কলি হৈল বলী ধর্ম নাহি মনে । বলবুদ্ধি হারাই আমি কিরি বনে বনে ॥

ভরিলুম স্বর্ণের ভরা না রাখিলুঁ ধারে । লহরে মারিল নাও পাইয়া

বালুর চরে ॥

যথ ছিল পাইক মাঝি তারা দিল লুক । না জানি নছিবো মোর আছে কথ দুখ ॥

কোন পথে যাইমু আমি না দেখি উপায় । *

*

*

*

কহে নাছির মহম্মদ তরিতে ভব-সিন্ধু । প্রভু বিনে নাই মোর দীনদয়াল বন্ধু ॥৩
ব্র ৩, পৃ. ৩৫ ; ম. বা. গী. সং ২৭২, পৃ. ১৮৯, মু. ক. প. সং ৩১৯, পৃ. ১২৯

বিরহ

দেশকারী

বল কি উপায় সই রে বল কি উপায় । ধু
কিবা গৃহবাস মোর কিবা অভিলাষ । একপ যৌবনকালে পিয় নাহি পাশ ॥
হৃদয়ের অন্তরে মোর হানিল কামশর । নির্ভর হইয়া কালা গেল দূর দেশ ।
কহে নাছির মহম্মদে পিয়া নহে দূরে । ভাব প্রভু পাইবা ধনি নিজ অন্তঃপুরে ॥ ৪
ব্র ৩, পৃ. ২০ । মু. ক. প. সং ২৩৭, পৃ. ১০৪

৭৬. নাসির

বংশী

আ লো সজনি ও কে মুররী বাজায়
শুনিয়া বাঁশির সান তেজিয়া যে লাজ মান, শ্রুতি-মন নিত্য ধায় ।
বিনা দরশন জালা অমুক্ষণ কান্নুক রাখিমু ভায় ।
নাসির বচনী শুন লো রমণী ভক্ত-অন্ত ব্রজরায় ॥ ১
মু. ক. প. সং ১১৬, পৃ. ৭১

মারাট্টা

আক্ষেপ

আ লো সজনি ঘরে গিয়া কি বোল বুলিমু
শ্বাস্ত্রী ননদী বৈরী আর ছুটে পাড়াপড়ি কোনমতে ভাবিলুম । ধু
সই কেন রে আইলুম জলে ।
আচম্বিত কান্ন আসি ফেলিয়া হস্তের বাঁশী আলিঙ্গিয়া 'রাধা রাধা' বলে ॥
সইরে অধরে অধর দিয়া কুচযুগ তাড়িয়া কাঁচুলি বিদারিতলে নথমাত দিয়া ॥
সইরে এ দুঃখ কহিমু কারে ।
মাতুল বনিতা আমি হই তাহান মামী কলঙ্কিনী করিল মোরে ॥
সই রে এ সব নাসিরে ভণে
রাধে তেজ সেই রোষ হও পরিতোষ দুঃখ না ভাবিও মনে ॥ ২
মু. ক. প. সং ১৪১, পৃ. ৭৭

৭৭. নাসিরদ্দিন

রাগ-তুড়ি

আক্ষেপ

আহা রে যৌবন ফুল বৃন্দাবন অধরে ধামালি থেলা
বসন্ত পবন আনন্দ ভুবন ফলি ফলি চলি গেলা । ধু
এ লাস বিলাস হান্ত পরিহাস পিক ঝিক কুহ রোল
রসের মণ্ডলী অমৃত কুণ্ডলী পিরা মোহাগের কোল ।
জীবন গুমান রূপ সম্মান জীবন যাবত জানি
নাসিরদ্দিনের এ দুঃখ মনের মরমে রহিল হানি । ৩
ম. বা. গী. সং ১০৮, পৃ ৭৭ ; মু. ক. প. সং ১৪০ পৃ ৭৭

৭৮. নাসির মোহাম্মদ

ধানসী

রূপ

কিরূপ দেখিলুম আজু গোপ শিরোমণি । শত কোটি চাঁদ পড়ে সে মুখ নিছনি ॥
কমল নয়ান যেন ভুরু শরাসন । ধু । হেরিতে হরএ যুবতীর মন ॥
ললাটে কাণ্ডর ফোঁটা যেন দিবাকর । কত কত চান্দ দোলে চুড়ার উপর ॥
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে চরণে নেপূর । অধরে মুরলী পূরে মাধুরী মধুর ॥
কহে নাসির মোহাম্মদে গুন রে যুবতী । শ্রাম রূপ দরশনে পূরিব আরতি ॥ ১
মু. ক. প. সং ৪৬, পৃ ৪২

রাগ ভৈরব

অহরাস

কেন রে যমুনা আইলুম জল ভরিবার অপরূপ রূপ দেখি হইলুম ধন্যকার । ধু
ডংশিল অনঙ্গ নাগে হানি কামবাণ কিবা রূপ দেখাইয়া হরিলে পরাণ
সে অবধি প্রাণ মোর নাহি রহে ধড়ে ঘর মু'আইতে নারি 'উড়ম্,
উড়ম্' করে ।
পুনি যদি সেই রূপ দেখি আর বার । জীবন যৌবন দিমু নিছনি তাহার ॥
কহে নাসির মোহাম্মদ স্থির কর মন । ভাব প্রভু গোপতে পাইবা দরশন ॥ ২
মু. ক. প. সং ৭৬, পৃ ৬১

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

দেখ সখি তরুণুলে ঐ না নাগর রে । রসময় পূরে বাঁশি বজিমা অধরে ॥
ললাটেত ফোঁটা দোলে কুণ্ডল শ্রবণে । মানিনীর মন হরে কটাক্ষ চাহনে ॥
মালতীর মালা গলে বদন সুন্দর । পীত ধটি কাঁচুলি চরণে নেপুর ॥
কহে নাসির মোহাম্মদে শুন ধনি রাই । ভজ কামপুর অই নাগর কানাই ॥ ৩
ম. বা. দী. সং ৩১, পৃ ২১ ; ম. ক. প. সং ১, পৃ ৪১

৭৯. নিয়ামত হোসন

আক্ষেপ

সখী গো কলঙ্কিনী করিল গো প্রাণ নাথে,
যখনে প্রেম বাড়াইল বহুত ভরসা দিল, বলিছিল সঙ্গেতে গো নিতে ;
আগে না জানি প্রাণ সপিয়াছিলাম শঠের হাতে,
সাধ করি কলঙ্কের ডালা তুলিয়া লইলাম মাথে ।
পিরিতের শেল যার অন্তরে সে কি আর বাঁচিতে পারে, স্থখী হইয়া
আপনার গৃহে,
কুলটা হইলাম আমি প্রাণ বন্ধের পিরিতে ।
নিয়ামত হোসনে কয় প্রেম শেল খসিবার নয়, আছি বন্ধের দয়ার আশাতে
মুশিদ যদি দয়া করে তবে মান বাঁচিতে পারে । ১
রাগ মারিফত, সং ২০, পৃ ১০

৮০. নেমত হোসন

বাসক-সজ্জা

বন্ধু রইলে রে কোথায়, আয়রে বন্ধু আয়, এমন স্থখের নিশি পোহাইয়া যায় ।
সাজাইয়া নিকুঞ্জ মন্দির আমি বসিয়াছি আমার আশায় ।
নানা জাতি ফুল দিয়া রাখিয়াছি হার গাথিয়া দিব বলে বন্ধুয়ার গলায় ।
সে মালা ভূজঙ্গ হইয়া দংশিল রাখার গায় ।
বন্ধুহারা জীবন যার মিছা ভবে আশা তার, মানব জনম বিফলে কাটায় ;
মুশিদ পদে মাথা রাখি নেমত হোসনে গায় । ১
বা. বৈ. ভা. সং ৫৭, পৃ ৬৯ ; রাগ মারিফত, সং ১৯, পৃ ১২

৮১. পাগল কানাই

বিবিধ

এক বাপের দুই বেটা তাজা মরা কেহ নয়। সকলেরি এক রক্ত এক ঘরে

আশ্রয় ॥

এক মায়ের দুধ খেয়ে এক দরিয়ায় যায় ॥

কারো গায়ে শালের কোর্তা কারো গায়ে ছিট, দুই ভাইরে দেখতে ফিট।

কেবল জবানীতে ছোট বড় বোবা বাচাল চেনা যায় ॥

কেউ বলে দুর্গা হরি, কেউ বলে বিসমিল্লা আখেরি পানি খেতে যায় এক

দরিয়ায়।

মালা পৈতে একজন ধরে, কেহ বা স্তম্ভত করে।

তবে ভাই ভাইয়ে মারামারি ক'রে কেন যাচ্ছিস গোলায়। ১

বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৯৬৪ বাং, ২য় সং, পৃ ৮৫

দেহতত্ত্ব

কি মজার গড়েছে হাওয়া গাড়ী আমি তার হাজার তারিফ করি

গাড়ীর মধ্যে গাড়ীর গঠন গড়েছে কোন ফিকিরী

আট কুঠুরী নয় দরজা বোলজন রেখেছে গ্রহরী

তীর্থ ধাম গাড়ীর ভিতরে আছে শুনেছি মুরশিদেও মুখে

আরও ৫২ ধামে শাস্ত্রে প্রমাণ কোন্ ধামে কে আছে ?

কোন্ ধামে কে বিরাজ করে শুধাইলাম বয়াতিরও কাছে

কোন্ ধামে আছে মধুসূদন কোন্ ধামে আছে মধুব বৃন্দাবন

কোন্ ধামেতে ব্রহ্মার আসন কোন্ ধামেতে পঞ্চানন

পাগল কানাই বলে ওরে আমার মন কোন্ ধামে লাগে চন্দ্রগ্রহণ। ২

কবি পাগলা কানাই, সং ২৮

দেহতত্ত্ব

তোমরা নিজে ক্যান কর গোল গোলমাল করো না মমিন ভাইসকল

দুই চাকায় এক রথ গড়েছে, এমন রথ আর দেখি নাই

আমি তারিফ করি কামিলকারেক কি হেকমতে রথ গড়ে

সে রথ চলতেছে পবনের ভরে ॥ সে রথের আঠারো মোকাম

আগে চলে বলরাম কানাই বলাই সব ছেড়ে গেলে

রথের হর্তা মর্তা রেজেক দৌলত খাটবে না ভাই চীৎ হলে
চাঁদ সূর্য্য উড়িছা যাবে কানে লাগিবে তালি
সেদিন রথ খোলায় বেঁধে হবে বড় গোলমালি ॥
ও সে পাগল কানাই তাই বলে নতুন এক রথ তৈয়ার হইয়ে
পুরাণ রথ ভাই কেবা টানে সে রথ তৈয়ার হইছে দশমাস দশ দিনে ॥ ৩
কবি পাগলা কানাই, সং ৪৮

দেহতত্ত্ব

দেখ দেখ ভবের পরে চারটি ফুল কোটে দ্বারে দ্বারে
বার বার চক্ষিণ পক্ষ ফুল কোটে যুব নারীর ঘরে ।
সে ফুল আছে সবারই ঘরে তাই পাগলা কানাই বলে, ফুল চেনে না দিন কানা
কেন ঘুরে, মিছে তা না-না-না করে মরে ।
শক্তি শক্তি বিজ্ঞাহীন ব্যক্তি থাকতি ফুলের বিধমরে ।
দেখ দেখ নিরন্তরে আছে ফুল মঞ্জুতের ঘরে
মাড়ে মাড়ে মাড়ে চক্ষিণ বন্দ বন্দ ফুলের দ্বারে
এর কোন ফুলটি কোন রাগে এর আধ গোল মানে
আধ মূলাধারে বসেছে মূলের পারে ; ও তারে কেউ না চিনতে পারে ।
আর ভাসিল রসে মদিত রঙ্গে রতি করে টলমল ।
আর মূলপদে সে মূলাধার সে বসে মূলের পার ।
কীরদ নূতন ঘটে ফল, ফুলে ফল মেলন করে
তার শমন অহযোগের কালে ।
উর্দু উর্দু চারিটি ফুল কোটে চার ভাগে তাহা আছে রে চার ভাগে ।
রাধাকান্ত ফুল কৃষ্ণকান্ত জালি চার যুগ ধরেছে ভরে । ৪
বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৯৬৪, ২য় সং, পৃ ৯৮

বিরহ

পাগল কানাই বলে প্রেম বিচ্ছেদে প্রেমের জালায় সখীরে আমার প্রাণও
বাঁচে না ।
আসি বলে গেল মথুরায় আরতো ফিরে আলো না আমার প্রাণে প্রবোধ
মানে না ।
আর কতকাল সব জালা সখিরে, ঘরে আর রইতে পারি না ।
আস্তু যদি চেকুণ কালা সখিরে বাইত এ ভাব যন্ত্রণা ।

বন্ধুর সঙ্গে প্রেমরসে খেলিতাম প্রেমের খেলা আমি বলি এল না কালা ।
 আমি কার গলে কুলাব সখিরে এমন ফুলের মালা ।
 আরও শীত গেল বসন্ত আলো সখিরে মদন ত তসিলদার ভারী
 সে মাসে মাসে ক্ষতুরাজা এসে করে ভিগ্রীজারি বল প্রেমের উপায় কি করি
 আমার মনে বলে প্রাণ তেজিব সখিরে গলে দিবরে ছুরি । ৫
 কবি পাগলা কানাই, সং ১০৪

বিবিধ

পাগলা কানাই বলে ভাই সকলরে প্রেম কেউ ছা'ড়ে না
 কৃষ্ণপ্রেমের পদ বিনে কিছু হবে না
 এই সংসার থাকতে মর্ম এই সংসার থাকতে ধর্ম
 প্রেম ছাড়া সাধন ভজন কিছুই হবে না । ৬
 কবি পাগলা কানাই, সং ১০১

দেহতত্ত্ব

পাগলা কানাই বলে স্ততারের কি গুণপনা এক রথ গড়েছে দিনকানা ।
 আর একজন চড়েছে সে তো শুনে না
 আর একজন তার কনো কথা রথ ঠেলে নেয় যথা তথা
 ষোলজন গোপী ঠাকুর একজনা ।
 ঠাকুর পূজাদেয় ঘটা বাজায় তিনজনা ।
 ও চুড়ার পরে বসেছে ত্রৈলোক্যনাথ
 ও যে আট গলি আর নয় গাছ পথ ষোলজন গোপী সাথ ।
 নব দলে নব গোত্র করে সাথ গুরে প্রাপ্ত বস্ত্র বসে থাকি
 ত্রন্ধাও কে বুঝতে পারে বাহবা কি আজব নীলে গড়ে রথ
 কত পূকং পীরিত করে ঘটাঘট ।
 আট মুণ্ডর বার কামান চোদ্দ তালের পর
 শক্তের পর রথ গড়েছে এছাই কামিলকার,
 পাগলা কানাই চড়েছে দেখ সেই রথে
 ও চার যুগ উঠেছে পাছে ষোলজন গোপিনী সাথে নব দলে যাত্রা পেয়েছে ।
 গুরে গোপীগণে নেও সাথে করে আপনি রথের চাকা ঘোরে
 মহেশ্বর কিঞ্চিৎ দিয়েন পেয়েছে উর্দ নয়ন পক্ষে মিশেছে । ৭
 কবি পাগলা কানাই, সং ৩৩ । বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১ম বর্ষ ২য় সং, পৃ ৮৮

পাগল পাগল বলে সবে শোন বলি পাগলের কথা
 পাগল বিনে এ ভবেতে ভাল আছে কেবা
 এক পাগল শিব সন্ন্যাসী ত্যাজ্য করে কৈলাশ কানী
 ভাঙ্গ ধূতরা সিদ্ধের গোটা খায়, এক পাগল নারদ নিশি নিমাশায় বাজায় ল্যাঠা
 হরিলুটে পোলাপান পাগল সন্ধ্যাতে তুলসীতলা যায় একা ॥
 দোম পত্র লইয়া পাগল গর্ভে পাগল গর্ভাকার
 প্রসব বেদনায় মাতা পাগল প্রসব করিবার
 দাই পাগল নাড়ি কাটিতে জ্যোতিষ পাগল নাম রাখিতে
 শিশু পাগল দুধ খাইবার
 মাতা পিতা পাগল হোল মন্তবেতে পড়াইবার
 পড়ার জন্ত পণ্ডিত হয় পাগল ছেলে পাগল হয় পরীক্ষায় পাশ করিবার
 পাশ করিয়া পাগল হইয়া খোঁজে নানান চাকরী
 কেহ হাকিম অজ-মেজিষ্ট্রেট কেহ মহরী
 হাকিম পাগল ছকুম দিতে উকিল পাগল ছোয়াল জোটাইতে
 চোর পাগল করতে চুরি
 জরের জন্ত ডাক্তার পাগল জীবের ঔষধ দান করিতে
 রাধার জন্ত কৃষ্ণ হয় পাগল রাই পাগল শূন্যে কালার বাশরী ॥
 সাধু পাগল সত্য বলতে মাতাল পাগল মদেতে
 চাতক পাগল মেঘের আশে ভোমর ফুলেতে
 চোর ওণ্ডা বদ্মাইশ যারা পরনারীতে পাগল তার। মোল্লা পাগল দাওয়াতে
 কত যোগী মুনি ধ্যানে পাগল বসে আছে ধ্যানেতে
 কহ ভেবে গুণে রূপের হয় পাগল কেউ পাগল মরার আগে মতিতে ॥
 তাই পাগল কানাই টাকার পাগল গান গাহিয়া টাকা চায়
 ভজন সাধন কিছুই জানি না করি কি রে হায়
 অকূল নদীতে তুফান ভারী হাল ছেড় না ভাই কাণ্ডারী
 রাগ আমাতে চটে যায় জীর্ণ তরী উবুড়ু কখন যেন জল চোয়ায়
 তরী কখন যেন পাকে পড়ে রে সদায় দয়াল থাকো আমার লায় । ৮

বিবিধ

ফাস্তুন মাসের ২৬শে তে তারিখ মঙ্গলবার
হাল বইতে গিয়াছিলাম খাট্যামার চর
কোন থাক্যা যান যুক্তি কর্যা ঠাণ্ডা ধরলো দারুণ জ্বর
ইচ্ছা হয় হাল ছাড়ি তাড়াতাড়ি ঘাই বাড়ী
চাকাতে আট বাধে না রে ওরে রথ হয়েছে লড়বড়ে ॥
যখন এ-রথ নূতন ছিল চাকা ঘুরাতি
এখন লড়বড়ে হয্যাছে রে ভাই রথের সারথী
রথের দ্বার করে খাড়া ছেড়ে গেছে মিস্ত্রী
মিস্ত্রীকে নাগাল পেতাম যদি চাকা নিতাম সারি
আমরা চলতাম বাহার দিয়া রে লাগায়ে দুই মোমবাতি ॥
আগরাত থাগরাত সেই রথেরই পত্তন
মেটে তক্তায় চানকা কাটা কি মজারই মিলন
ওরে মুশিদে কয় পাগল কানাই ঘুরিয়া আসো ত্রিভুবন
বলাই ঘারে রথ ছেড়ে গোপাল নিবে চুরি করে
বাতিটা নিবে গেল রে, পথে হবে তো'র বিসর্জন ॥ ৯
কবি পাগলা কানাই, সং ৪০

বিবিধ

ভ্রমর জানা যায় ভ্রমরা গুণগুণ কৃষ্ণ গুণাগুণ
ও আগুন আগুন বলে ফেলে দিয়ে পায় ;
আধার নবদ্বীপ শূন্য হ'ল হায় ও মরি হায় ।
ও মায়ে'র কান্দন শুনে নবী কেন্দে কেন্দে কয়
কেন্দোনা কেন্দোনা 'মা' গো বলি তোমায় পাগল কানাই বলে
এই ভবে আর কেউ রবে না এ সব মিছে মায়াময় ॥
ও মিছে অনাহারী বলে কি কারণ ?
আইছো একা যাইবো একা সব অকারণ
ও বেটা পুত্র কেও কারো না ও সবে'রি মরণ
ও 'মা' জানো মা কেন করছো রোদন ।
এই নবীর উদ্ভূত যত ও তোমায় সবে বলবে 'মা'
তাইতি কি তোমার জীবন ও শান্তি হয় না ? ১০
কবি পাগলা কানাই, সং ২৩৩

দেহতত্ত্ব

শোন ভাই আজব একটি রথের কথা বলে যাই ।
 কামিলকার উত্তম ব্যক্তি রথের দীনবন্ধু সাঁই,
 দিয়ে তিনশ ঘাইট জোড়া রথ করেছে খাড়া ছুই চাকার পর,
 এমন রথ কভু দেখি নাই, আছে কোণী চন্দ্র তারা
 রথ করেছে খাড়া বাওহা মজা তাই ও রথ গড়েছে দীনবন্ধু সাঁই ।
 ও দয়াময়, ও রথে কি কাজ করতেছে,
 দ্বিদল অষ্টদল শতেকে দল রথের জুইটাছে, আরও করছে ছুই মাশাল
 বিনে তৈল জলে রাত্র দিনে বসে বাওহা একি দীনবন্ধুর কল
 সে রথের কতই মনিগণ ও সে করতেছে ভ্রমণ
 রথের চুড়ার' পরে লিখা আছে ঠাকুর মদন ও মোহন,
 রথের মধ্যে যমুনা নদী তার তীরে বৃন্দাবন
 অশেষ কোণী দেবতার সনে করতেছে আগমন
 আছে মস্তক সাপো লাগবে সঙ্কট করছে সেই রথে গঠন
 তাই পাগল কানাই বলে শুনতে পাই শতেক দল সেই সূতারের সিংহাসন ।১১
 কবি পাগলা কানাই, সং ৪৪

কীর্তন

হায় কি মজার দোকান পেতেছে নিতাই তোরা কেউ দেখতে বাবি ভাই
 প্রেমরসে ভেজেছে ঝুরি যে খেলে সে ঝুরছে তাই ॥
 কানে কানে দোকান ভরা হরিনাম মনোহরা
 তাপিত প্রাণ শীতল করা স্বধা পাবা যত খাই
 বাতায়াত সহজ সোজা খাজা গজার মুখে ছাই
 ভাবরসের কারবারী, না জানে দোকানদারী
 যে খায় এস্তার তারি প্রেমের বলিহারি যাই
 সম্মুখে সাজান নাল, দরতে ছুঁতে নাই বমাল
 দোকানী এমনি সামাল, খুঁজলে হাতে হাতে পাই ॥১২
 কবি পাগলা কানাই, সং ১০০ ; বাঙ্গালীর গান : বা. বৈ. ভা. সং ০৮, পৃ ৭০

পুত্রশোকাতুরা মা

হায়রে কোকিল ডাকিস নারে ডাকিস নারে
 কুহু কুহু বলিস নারে, আমি কই তোরে,

ও যেমন কুলস্বর্গ আখের স্বর, কে 'মা' বলবে আর
ও সারা রাত বইসে কান্দি আমি এই ঘরে, কোকিল তুই ডাকিস কেন বনে,
পুত্রশোক উঠে মনে, কত সয় মায়ের প্রাণে ; ওরে কোকিল রে ।
ও যেমন দৈবকিনীর কৃষ্ণহারী, ও ছুঃখে মায় পাগলপারা ও চক্ষে না রয় ধারা,
ও গোপাল উদরে রাখলাম, ও চন্দ্রমুখ না দেখিলাম,
ও প্রাণ থাকতে থাকতে পাষাণের গায় জ্যান্ত মরা,
ও বুদ্ধি সেই দশা আমার হলো, কেন ইমাম ছেড়ে গেল,
ইমাম শোক, আগুন রলো মায়ের বুকের পুড়া ।
ওরে কোকিল রে ! ও বনের পাখী, বনে থাকিস, ও পুত্রশোক জানিস নায়ে,
পাগল কানাই বলে যার মরেছে কোলের ছেলে সেই সে জানে,
ও কোকিল তুই ডাকিস কেন বনে,
পুত্রশোক উঠে মনে কত সয় মায়ের প্রাণে ওরে কোকিল রে । ১৩
কবি পাগলা কানাই, সং ২৩২

৮২. পাঞ্জ

বিবিধ

অধর স্বরূপে, মূলাধারে রূপ রয়েছে, স্বধনে শ্রাম গউর হয়েছে ॥
এবার শাস্ত রতি যার হয়েছে, পঞ্চগুণ ধ'রে সে রূপ দেখেছে ॥
স্বরূপ-শক্তি ক'রে সার, যাতে গোলকের আকার,
ও সেই রূপ-উদ্দেশে রূপের দেশে নিহেতু নিহার,
ও যার সাধনের গুণ হৃদয়ে আছে, সে মধুর রূপে বর্ত করেছে ॥
বিন্দুকোণের কিরণে মাতায় এ ত্রিভুবনে,
প্রেমানন্দে নিরানন্দ তার ঘুচে' গিয়াছে ।
ও যে বর্তমানে নিত্যসেবা সার ক'রে ব'সে আছে ॥
সর্পের খোলসেরি প্রায় ধসিয়া পড়িবে কায়,
সহচরী এসে করে ধ'রে শ্রীরূপের পদে দেয়,
অধীন পাঞ্জ বলে, বৈষ্ণব-ঘারে জানি, মোর কপালে কি আছে ॥ ১
বাংলার বাউল গান, সং ২২৭, পৃ ৭৪৬

নামাশ্রয়

আমারে দেও চরণ-তরী !

তোমার নামের জোরে পাখাণ গলে, অপারের কাণ্ডারী ।

পড়েছি এই ঘোর সাগরে, কুপাকে ডুবে মরি ॥

ভক্ত-অধীন নামটি শুনেছি, ভক্তের পিছে কিরতেছ হরি,

ভক্তহীন হ'য়েছি আমি অরণ নিলাম তোমারি ॥

নির্ধনের ধন, আন্ধলার নড়ি, নির্বলীর বল হও, গুণমণি,

পাপী তাপী সব তোমারি, আমায় কেলো না হরি ॥

অহল্যা এক পাখাণী ছিল, তোমার চরণ ধুলায় সেও মানব হ'লো,

পাঞ্জ কাঁদে ঘোর তুফানে, পারের উপায় কি করি ॥২

বাংলার বাউল গান, সং ২৭২, পৃ ৭৩২

বাউল

একবার অমুরাগ যার মনে উদয় হয়,

সুখা ব'লে গরল দেখ পান করে সদায় । ও তার গরল সুখা হয়ে যায় ॥

তার প্রমাণ দেখ, ভাই, এই মুক্তিকার ত্রায়,

কত মিষ্ট ফল হচ্ছে জন্ম, লোহা জেবে থায় ॥

যে জন অমুরাগী হয়, মিষ্ট ফল তার কৃষ্ণ-কথা বলতেছে সদায় ।

ও সে গুরু পদে নয়ন দেয়, রিপু করে পরাজয়,

ভব-নদীর মাঝে সদায় উজান তরী বায় ॥

করে গোপী-ভাব আশ্রয়, ব্রজগোপীর ভাব লয়ে সে চৈতন্য ভজয়,

করে মাধুর্য আশ্রয়, পূণ্য মুক্তি নাহি চায়,

পঞ্চবিধ মুক্তি ছেড়ে রূপে নয়ন দেয় ॥ তার ভক্তি-নিষ্ঠা হয়

এই স্বরূপে সহজ মানুষ ধরেছে নিশ্চয় ।

তার শমন-জালা নাই, ও সে রসিক মহাশয়,

হীরাটাদ কয়, পাঞ্জ রে, তোার শুধু হায় হায় ॥৩

বাংলার বাউল গান, সং ২৮৬, পৃ ৭৪০

বাউল

(ও মন) আয় না চলে যাই সাঁইজীর লীলা দেখিতে স্বরধুনী গঙ্গার ঘাটেতে ॥

শুধু জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে রে, ফুলের সৌরভে জগৎ মাতে ।

ফুলের মূল রয়েছে গোলক-নগরে, সে ফুল পাতালপুরে দীপ্ত করিতেছে,

সে ফুল ধরবে বলে সাধুজন রে ব'সে আছে যোগ-বিদ্যানেতে ॥
 সে ফুলের মধু পান করব ব'লে দয়াল কেলেসোনা অমর হয়েছে ;
 প্রভু ওন্‌ওন্‌ রব ধরেছে রে, সে রব জীবে না পায় শুনিতে ॥
 শুভযোগের মেঘে সে ফুল কুটেছে, যে জন যোগ চিনে সেই ঘাটে বসেছে,
 ও সে কোটি তীর্থের ফল পেয়েছে রে, পেরেছে অধরচাঁদকে ধরিতে ॥
 বড় আজব লীলা হচ্ছে সেই ঘাটে, বিষম অন্ধকারে বাতি জলতেছে,
 পতঙ্গের মত পাঞ্জ হ'য়ে, রে, উড়ে' পড়ে পুড়ে মরিতে ॥৪

বাংলার বাউল গান, সং ২৮৯, পৃ ৭৪২

বাউল

(ও সে) অপর মানুষ নদীর কূলে ঘাট বেঁধেছে ।
 তাহে মণিমুক্তা ভিমান ক'রে ঘাটে শান বেঁধে দিয়েছে ॥
 পদ্মা যমুনা মিলে ভাগীরথীর লোনা জোয়ারে ।
 এসে তিনভাবে তিন নদীর জলে ভাটা-জোয়ার খেলতেছে ॥
 আশ্র মানুষ অধরচাঁদে এক রূপ তিন রূপ ধরেছে ।
 তিন ধারে তিন রসে মিশে বারাম দিতেছে ॥
 মানুষ তিন রতি হ'রে, তিন রসেতে সোয়ার দিয়ে,
 ও সে সাধারণী, সমজসা, সমর্থী—তিন নাম ধরেছে ॥
 গরল রসে সাধারণী, সমজসায় শাস্তু শুনি,
 সমর্থী অমৃত রসে বিরাজ করতেছে ।
 যে জন রসিক হয়েছে, রসের ভিমান সে-ই জেনেছে ।
 ও যে গুরুর কৃপায়, ঘাটে নেমে তিন রতি উজান করেছে ॥
 রস-রতি উজান হ'লে গোপীকৃপা তাইরি বলে,
 (ও যে) সহজ রূপে নয়ন দিয়ে জেস্তে মরেছে,
 ঘাটে বসে রয়েছে ; অনায়াসে মানুষ ধরেছ ।
 ও সাঁই হীরচাঁদ কয়, ভাব না জেনে পাঞ্জ ঘুরে মলি মিছে ॥৫

বাংলার বাউল গান, সং ২৯৬, পৃ ৭৪৬

বাউল

খুঁজে কি আর পাবি সে অধরা, সে নয়নভারা ।
 এই মানুষে মিশে আছে গোপী-মনচোরা ॥

লীলা সাঙ্গ ক'রে গোরা স্বরূপেতে মিশে আছে মায়া-পাসরা ।
 স্বরূপ-রূপ রসে মিশে রসে হ'য়ে ভোরা ॥
 রসে আলো হয় ছেতারা, রসেতে রূপ গিল্টি করা দর্পণের পারা ।
 ও সে রসের নদী জোয়ার এসে বহে তিনটি ধারা ॥
 কারুণ্য তাকুণ্যামৃত লাভণ্যেতে তিনটি অর্থ, রসিক জানে তাহা ।
 তারা নদীর কূলে অধর ধরে, পাঞ্জ মণিহারী ॥ ৬
 বাংলার বাউল গান, সং ৩০১ পৃ ৭৪৯

গুরুনিষ্ঠা

গুরু, কোন্ রূপে কর দয়া ভুবনে ।
 অনন্ত অপার লীলা তোমার, মহিমা কে জানে ॥
 তুমি রাধা, তুমি কৃষ্ণ, মঙ্গদাতা তুমি ইষ্ট,
 মন্ত্র জানতে সঁপে দিলে সাধু-বৈষ্ণব চরণে ॥
 নবদ্বীপে গোরাচাঁদ, শ্রীক্ষেত্রে হও জগন্নাথ,
 সাধুবাক্য যাহাই হ'লো দয়া হবে না স্বরূপ বিনে ॥
 বৃন্দাবন আর গয়া-কাশী, সীতাকুণ্ড বারাণসী, মক্কা মদিনে,
 তীর্থে যদি গউর পেত, ভজন সাধন করে জীব কেনে ॥
 সাধু গুরুর চরণ পদ্ম, সব তীর্থ আছে বর্ত,
 পাঞ্জ বলে, অবোধ মন তোঁর মতি সরল হবে কোন্ দিনে ॥ ৭
 বাংলার বাউল গান, সং ৩১২, পৃ ৭৫৫

গুরুনিষ্ঠা

গুরুপদে নিষ্ঠারতি হয় না মতি, আমার গতি হবে কিসে ।
 মন আমার মূঢ়মতি, সাধন ভক্তি হ'ল না মোর মনের দোষে ॥
 মন আমার গুরু প্রতি দিবারাতি থাকত যদি চরণ-আশে ।
 তবে চরণ-দাসী হ'তাম, ব্রজে যেতাম, থাকতাম ঐ চরণে মিশে ॥
 পা'তাম যদি এমন বৈষ্ণব মনের বেয়াধ্য সেৱে দিত সেই মাহুষে ।
 লেগে চরণের জ্যোতি জ্ঞানের মতি সদায় হ'য়ে উঠত ভেসে ॥
 দীনহীন পাঞ্জর উক্তি চরণ-রতি পান করিতাম ঘরে ব'সে ।
 বাচতাম শমনের হাতে অন্তিমিতে সদয় হ'তেন গুরু এসে ॥ ৮
 বাংলার বাউল গান, সং ২৬৮, পৃ ৭৫০

বাউল

তারে ধরব কি সাধনে । ব্রহ্মা আদি পায় না যারে যুগযুগান্তর ব'সে ধ্যানে ॥
বেদ-পুরাণে পাবে নারে নিরূপ নৈরাকারে,
নিরাকারে জ্যোতির্ময় আছে ব'সে নিত্যস্থানে ॥
অনাদির আদি মাহুষ আছে সে গোপনে,
সেই মাহুষ সাধ্য করে রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ॥
চিত্তামণি-ভূমিবৃক্ষ-কল্প একে বলে গোপী-কুপা
যার হ'য়েছে, সেই পেয়েছে রত্নধনে ॥
সখীরূপে যে দেখেছে গুরুর দিয়ানে,
পাঞ্জ বলে সেই রসিক দাসী হবে শ্রীচরণে ॥ ৯

বাংলার বাউল গান, সং ৩০৬, পৃ ৭০১ ; বা. বৈ. ভা. সং ৩৯, পৃ ৭০

বিবিধ

নিগূঢ় লীলা রসিক জানে, সে যে অধিকারী হয় ভজনে ॥
অবতারে হয় কাণ্ডারী জীবের নিস্তার কারণে ॥
দয়া কর নিমাই-রূপী, আর আছে হজরত নবী,
নিমাই-হজরত একে ভিন্ন ছবি, সাই একা একেশ্বর ।
কাহে হিন্দু কাহে মোছলমান মিলজল হও, মন, সাই-সেবনে ॥
কেহ পুরুষ, কেহ প্রকৃতি, সর্বঘটে সাইএর বসতি,
করছে খেলা রস-রতি দেখি জগৎমর ।
এক দিকে হয় ব্রহ্মার সৃষ্টি, এক দিকে প্রেম সাধু জানে ॥
গুরু দেহে করো স্থিতি, যদি হয় মন নিষ্ঠারতি ;
শুদ্ধ ভক্তি অহৈতুকী মূঢ় পাঞ্জার ঘটবে কেনে ॥ ১০

বাংলার বাউল গান, সং ৩১৮, পৃ ৭০২

বাউল

ভজন সাধন করবি, রে মন, কোন রাগে । আগে মেয়ের অহুগত হও গে ॥
জগৎ-জোড়া মেয়ের বেড়া রে, কেবল একপতি সাইজী জাগে ॥
মেয়ে সামান্য ধন নয়, জগৎ করছে আলোময়,
কোটা চন্দ্র জিনি' কিরণ বুদ্ধি আছে মেয়ের পায় ।
মেয়ে ছাড়া ভজন করা রে তা হবে না কোনো যুগে ॥

যদি রূপার টাকা পায়, জীব কপালে ছোঁওয়ায়,
কত রজত-কাঞ্চন সোনা-রূপা পতি দিচ্ছে মেয়ের পায় ।
মেয়ে এমন ধন নাহি চিনে রে জীব পড়বে পাপের ভোগে ॥
মেয়ে মেরো নারে ভাই, মারলে গুরু মারা হয়,
মেয়ের আহলাদিনী নাম রেখেছেন চৈতন্য গোসাই ।
ও যার দরশনে দুঃখ হরে রে ও তার চরণে শরণ নিগে ॥
বলে হীকটাদ আমার, মেয়ে মনোহর,
যার আকর্ষণে জগৎপতি করল রাধার দাস-স্বীকার ।
তুই ধরবি যদি গুরুর চরণ রে, পাঞ্জ মেয়ের চরণ ধর আগে ॥১১
বাংলার বাউল গান, সং ৩১০, পৃ ৭৫৩

যার হয়েছে নিষ্ঠারতি, তা'র গুরু প্রতি সদায় মতি গুরু ভিন্ন নাই গতি ।
যেমন ইন্দ্রবারি নিষ্ঠা ক'রে রয়েছে চাতক জাতি ॥
তার সাক্ষী দেখ রাম-অবতারে, শিষ্য হনু রাম নিষ্ঠা করে,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি পশুর হ'লো, নিষ্ঠা প্রেমের এই রীতি ॥
গুরুনিষ্ঠা হ'লে ভজনের উপায়, আছে সত্য সর্বশাস্ত্রে কয়,
সত্য প্রেমী গণ্য হয়, তার শমন পারে না ছুঁতি ॥
যার বাঙ্খা আছে শ্রীচরণ ব'লে পরের কথায় সে কি যায় টলে,
ভুলো না, মন, কারো ভোলে, করি তোমায় মিনতি ।
যেমন গোবরে পোকা ভ্রমরের সাথে পীরিত করেছিল জগতে,
পাঞ্জ বলে, সতের সাথে ম'লেও হয় গঙ্গাপ্রাপ্তি ॥১২
বাংলার বাউল গান, সং ২৭৩, পৃ ৭৫২

বাউল

যে জানে ব্রজগোপীর মহাভাব, ও সে জেস্তে ম'রে কৃষ্ণপ্রেমের করিছে আলাপ ॥
অনুরাগের জোরে বিদ্রি কলম নাহি সে মানে,
বেদ-বেদান্ত দূরে রেখে করে প্রেমলাপ ॥
গোপীর সনে গোপী হ'য়ে, রিপু ইন্দ্রিয় আসন ক'রে,
স্বরূপ নিষ্ঠা ক'রে ভোবে প্রেমেরই তরঙ্গে ; কাম-কুণ্ঠীরে ধ'রে
পঞ্চবাণে তারে সাংহারে, রস-রতি দিবারাতি করে তোল-মাপ ॥
বার তিথির বাকুণীতে যোগেশ্বরীর মহাযোগে
রসের ভি়ানে, পাত্র অন্তরে লয়ে, কৃতংপাক সেই রসিক করে ;

ও সে গুরু আত্মা শিষ্টা-আত্মা করেছে মিলাপ ॥
 অটল হ'য়ে কৃষ্ণসেবা, মানে না সে দেবীদেবা,
 প্রেমে মত্ত হ'য়ে থাকে নিহেতু নিহারে,
 সাঁই হীরাচাঁদে কয়, সে প্রেম কি ঘারে তারে হয়,
 পাঞ্জ রে তোঁর মুখের কথা, গেল না স্বভাব ॥ ১৩
 বাংলার বাউল গান, সং ৩২০, পৃ ৭৬০

বিবিধ

যে দেখেছে বক্রুর রূপ সে ত আর ভুলবে না ।
 সেরূপ দেখতে আছে, কইতে মানা ; সে রূপের না মিলে তুলনা ॥
 দর্পণে যে রূপ দেখেছে, তার মনের আঁধার ঘুচে গেছে ;
 রূপে নয়ন দিয়ে আছে দূরে গেছে পারের ভাবনা ॥
 সদায় থাকে রূপ-দ্বিগানে, দেবদেবী সে মানবে কেনে,
 মন দিয়েছে শ্রীচরণে, গুরু ভিন্ন অত্র রূপ মানে না ॥
 তার সাধ্য সাধন গোপীর সনে, ভজ্ঞে গুরু বর্তমানে,
 প্রাপ্তি হয় তার নিত্যস্থানে, অধীন পাঞ্জর মনের ঘোর গেল না ॥ ১৪
 বাংলার বাউল গান, সং ৩১৪, পৃ ৭৫৩

বাউল

রূপে যে দিয়াছে নয়ন, সে জেনেছে ত্রিকাণ্ড-মাক্ষে গুরুরূপে নিরঞ্জন ।
 জেনে শুনে সঁপেছে সে গুরুপদে দেহমন ॥
 তার মন হ'য়েছে ফুলের জ্যোতি, মধুর রতি উপার্জন ।
 মধুর লোভে গুরু করে আত্মার সঙ্গে সন্মিলন ॥
 তার হৃদয় মাক্ষে গুরু রাজা, গুরু প্রজা সর্বক্ষণ ।
 পূজা ক'রে প্রাপ্তি করে নিত্য মধুর বৃন্দাবন ॥
 সে নিত্যসেবায় বর্ত থেকে করছে প্রেমের আশ্বাদন ।
 সে যজ্ঞে অবোধ্য হ'য়ে অধীন পাঞ্জর যায় জীবন ॥ ১৫
 বাংলার বাউল গান, সং ২২০, পৃ ৭৪৩

বাউল

শুধু কি আল্লা ব'লে ডাকলে তারে পাবি ওরে মন-পাগেলা ।
 যে ভাবে আল্লাতালার বিষম লীলা ত্রিজগতে করছে খেলা ॥
 কত জন জপে মালা তুলসী-তলা, হাতে ঝোলে মালার ঝোলা,

আর কতজন হরি বলি মারে তালি, নেচে গেয়ে হয় মাতেলা ॥
 কত জন হয় উদাসী, তীর্থবাসী, মকাত্তে দিয়াছে মেলা
 কেউ বা মসজিদে বসে তার উদ্দেশে সদায় করে আল্লা আল্লা ॥
 স্বরূপে মাহুস মিশে, স্বরূপ দেশে বোবায় কালায় নিত্য লীলা ।
 স্বরূপের ভাব না জেনে চামর কিনে হচ্ছে কত গাজীর চেলা ॥
 নিত্যসেবায় নিত্যলীলা চরণমালা, ধরা দিবে অধরকাল ।
 পাশ্চ তাই ক'রে হেলা ঘটল জ্বালা, কি হবে নিকাশের বেলা ॥ ১৬
 বাংলার বাউল গান, সং ২৭৭, পৃ ৭৩২

৮৩. পিয়াশা, ঠাকুর

বিরহ

মুই নারীয়ে কি দোষ ক'ল, রে পাগল,
 হায়রে নাগর, মুই নারীয়ে কি দোষ কইলু ॥
 শয্যা না করি' অভাগী নারী রইলাম পশ্বে চাইয়া ।
 আসিবায় আসিবায় করি' আমার রাত্রি গেল গইয়া ॥
 যারে বলি বন্ধু, রে বন্ধু, বন্ধে বাসইন ভিন্ ।
 জনম ভরি রইল দুঃখ মোর না পাইলাম গোবিন্ ॥
 ঠাকুর পিয়াশা'য় কইন হইয়া বেভুল
 হিরুছ ভাবি' ভুলিয়া রইলাম না পাইলাম তোর কুল ॥ ১
 ক্রী. লো. স. সং ১১৪, পৃ ৯০

৮৪. পীর মোহাম্মদ

নৌকাবিলাস

তুড়ী

না যাইমু মুই মথুরার হাটে নৌকা কিরাইয়া দে । ধু
 মুই অভাগিনী নৌকাতে চড়িলুম কানাইয়া ধরিল খেবা ।
 হেনহি সময়ে মোর বৈরী হয়ে চলিল মলয়া দেবা ।
 একে আভাঙ্গা নাও কিবা বইটা বাও চৌদিকে উঠে পানি ।
 এহা কি পরিহাস জাতি কুল নাশ ধনে প্রাণে হইলুম হানি ।

দবি ছুড় মোর যতেক আছিল সব হইল ঘোল ।

যেই ঘাটে কানাই নৌকাতে চড়িলুম সেই ঘাটে নিয়া মোরে তোল ।

শুন শুন রাই তোমাতে বুঝাই পীর মোহাম্মদে বলে

এই ঘাট পার হইয়াছ বার বার মথুরা ঘাইবার ছলে । ১

বা. বৈ. ভা. সং ৬০, পৃ ৭১ ; ব ৪, পৃ ৪০ ; ম. বা. গী. সং ১২৯, পৃ ৮৯ ; মু. ক. প. সং ১৬৬
পৃ ৮৪

রাগ-আসোয়ারি

মান

মুনি-মন মোহনে মানিনী মনে

মৃগেন্দ্র মাতঙ্গ মন্তকে মারল মন হোহে মারে মদনে । ধু

মোহন মুরতি মণিময় মোতি মনোহর মুখ-মুকুরে

মালতী মঞ্জুল মুকলিত মাল মকরন্দ মন্ত মধুকরে

মলয়া মাক্ত মধুকর মণ্ডল মিলিত মোলিত মাতে

মৃগমদ মলয়জ মঞ্জুন মর্দন সানন্দ মনমথ মাথে ।

মথুরার মাঝে মন্দয় মন্দয় মুরছএ মুররী মধুরি ।

মতি পীর মোহাম্মদ মজিত মুরছিত মানস মিলব মোহোরি । ২

ম. বা. গী. সং ১২১, পৃ ১০২ ; মু. ক. প. সং ২০৮, পৃ ৯৭

৮৫. ফজর রহমান

বাউল

করিব হরির নাম স্মরণ, কর পথে পদার্পণ

জলে হরি, স্থলে হরি, সে বিনা তরিতে নারি,

আদি অন্তে সেই হরি, জপ তেই সর্বক্ষণ অনাহত চক্রে মন, মজাইল অহঙ্কণ

শূন্য পথে সনয়ন, পুষ্পহারে নিরক্ষণ মন পরিচিহ্ন করি, পঞ্চভূত সিদ্ধিধারী

দশ বায়ু রুদ্ধ করি, চারিস্থল অধেষণ

আষ্ট আষ্ট বজ্রিশেতে, ভক্তি করি আনন্দিতে

অরবিন্দ দৃষ্টিপাতে, করহ স্থখে ভ্রমণ

স্থখে নির্জনেতে বসি, দেখ রশ্মি স্থর শশী

মনে দিক ভীত বাসি, কহে ফজর রহমানে ॥ ১

গোলশনে বাহার, পৃ ১৭০

নিবেদন

নমঃ নমঃ প্রভু নমঃ নারায়ণ । রক্ষাকর ভজিলুম রাঙ্গা শ্রীচরণ ॥ ধু
তন্ত্র মন্ত্র দেবারাধ্য, সেবা শান্তিযোগে বাধ্য । এক নাম বিনে সব অকারণ ।
তুমিত সতত সঙ্গে, খেলিতেছ রঙ্গে সঙ্গে, অদর্শন ভাবিতেছি হৃদয়ে নাই নয়ন ॥
উদ্ধার সঙ্কট তাজি, তোমা রাঙ্গা পদে ভজি, গান রচে হীন ফকীর রহমান । ২
গোলশনে বাহার, পৃ ৫০ ; বা. বৈ. ভা. সং ৬১, পৃ ৭১

৮৬. ফকীর শাহ

বাউল

রহিয়াছে প্রভু করতার ।
অমাবস্তা প্রতিপদ ছুতিয়াএ লৈল হট জোয়ার না কিরে একবার ।
কী করিমু কোথাএ যাইমু কাতে যুক্তি বিমর্ষিমু এ বে সে মরণ হৈল সার ।
আব অতস বাত থাকের ধড় বাঁশী ফুকে নিরন্তর না বুকি রাধিকা অভাগিনী ।
ছুই বাঁশী এক স্বর নৌকা ঠেলে বারে বারে নৌকা ঠেকিল বালুচরে ।
মুই অভাগিনী নারী নিশিদিশি বসি ঝুরি বন্ধুরে দেখিতে একবার
বন্ধু মোর নিষ্ঠুর হৈল আশ্রা প্রতি ছাড়ি গেল এ ঘর করিয়া অন্ধকার ।
কাজলা কোঠার ঘর আন্ধার হৈল মোর সব মোর হৈল অথাস্তর ।
দিব্য আঁখি ধনুধরি অনেক যতন করি মানে বৈসাইলা বাম পাশ
বাম পাশে থাকি চোরে মাণিক্য হরি নিল মোরে একা আশ্রি কি
বুলিমু কারে ।

ফকীর সাহার বাণী পির পদে তব জানি রৈলুম চরণে তোমার ১ ।

বা. বৈ. ভা. সং ৬২, পৃ ৭২ ; মু. ক. প. সং ৩৩১, পৃ ১০৪

৮৭. ফজলউদ্দিন

বিচ্ছেদ

বিরহ

আমি যার লাগি আসিলাম কুঞ্জে সে বা কৈ প্রাণ সৈ । ধু ।
আমার বন্ধু বিনে মনের বাখা কারে ডাকিয়া কৈ প্রাণ সৈ ॥
ললিতা বিশখা সখি এখন উপায় করি কি ।

অবসান হইল নিশি নারীর চিত্তে কত সৈ ॥

কেওয়া না কেতকী ফুলে বাসর সাজাই কোশলে ।

ওলি বিনে সেই শয্যা অগ্নিকুণ্ডে ফেলি দই ॥

সত্যধর আশায় থাক বঞ্চিৎ না হও গো সৈ ।

বন্ধু আসলে যাবে ছুখ ফজল উদ্দিনে কৈ ॥১

হজরত শাহ হিন্দেক তবকাতী ও হজরত শাহ ইছমাইল তবকাতীর জীবন চরিত, পৃ ৪৮

বিচ্ছেদ

বিরহ

প্রেমানলে পুড়িয়া হইলাম ছার সখি গো কৈ রৈল প্রাণ বন্ধুয়া আমার । ধু

থাকিতে জীবন হল না পদার্পণ বল সখি উপায় কি তাহার ।

বিচ্ছেদের জ্বালায় কান্দে প্রাণ সদায় কেমনে ধারে যাই তার

পিরীতি করিয়া রৈল সাম লুকাইয়া বহু দোষ পাইয়া আমার ।

আমি ছুরাচারী চরণের ভিখারী কেমনে ভুলি ত্রিভঙ্গিনী তার

জিতে না হইল দেখা শুন গো বিশখা মরিলে হবে নি গো আর

বলে হীন ফজলে ভেইবে প্রেমাকুলে ও তোর কৃপাওনে লাগাও কিনার

সখি কৈ রৈল প্রাণনাথ বন্ধু আমার ॥২

বা. বৈ. ভা. সং ৩৩, পৃ ৭৩, হজরত শাহ হিন্দেক তবকাতী ও হজরত শাহ ইছমাইল তবকাতীর জীবন চরিত, পৃ ৪৪

বিচ্ছেদ

বিরহ

বাণীর স্বরে যুবতীর মনহরা সখি গো কুলনাশা বাণীয় কি এই ধারা । ধু

আর সখি গো বিরহ বিচ্ছেদ আনলে নারীর মন সদায় পুড়ে আসব বইলে

নিশি হইল সারা ॥

না পুরিল মনের সাদ ঘরে সদায় পরিবাদ রাজদিন ননদী দেয় পাহারা ।

সখি গো যখন শয্যায় শুইয়া যাই বলে শুনি রাই রাই কর্ণপাতে হই যাই

বুদ্ধিহারা ॥

নিজাভঙ্গ হইয়া গেলে কেবা কোথায় যায় গো চইলে নারীর মন হই যাই

পারাপার ।

সখি গো আমার বন্ধু রসের নাগড় থাকে সে পবনের ঘর প্রেম ফাঁদ বিনে না

যায় ধরা ॥

যে পাচ্ছে পিরিতের কান্দ ঠেকেছে পূর্ণিমায়ের চান্দ

ফজল উদ্দিন কর্মভাব ছাড়া সখি গো কুলনাশা । ৩

হজরত শাহ ছিদ্দিক তবকাতী ও হজরত শাহ ইচ্ছামাইল তবকাতীর জীবন চরিত, পৃ ৪৬

বিচ্ছেদ

বিরহ

বিচ্ছেদ আনলে নারী মন উত্তালা ছুথি গো ছন্দ মন্দিরে সাম চিকন কালা । ধু

মোহন মররীর রবে ঝরঝরিত তরু হবে কার ঠাই ফোকারী মুই অবলা ।

যার ঠাই বলিব দুঃখ সে হইয়া যায় বৈমুখ মাখে মোর কুলকলঙ্কের ডালা ।

সখি গো রজনী হইল শেষ না পাইলাম বন্ধের উদ্দেশ মুই রইলাম একেলা

আপনার কর্মদোষে বন্ধে মোরে ভিন্ন বাসে তার মধ্য ননদীর জালা

ছুথি গো ফজল উদ্দিনে বলে পড়িও না ননদীর ছলে

নিরাইবেলা গাথ পুষ্পের মালা বৃন্দাবন বিচারিয়া সর্বফুল মিলাইয়া

হার গাথিয়া পৈরাও নিশাবেলা ছুথি গো ছন্দ মন্দিরে সাম চিকন কালা । ৪

হজরত শাহ ছিদ্দিক তবকাতী ও হজরত শাহ ইচ্ছামাইল তবকাতীর জীবন চরিত, পৃ ৪৬

৮৮ ফজল হক

গজল

বিরহ

কালা চাঁদে বাসি ভাল আরত প্রাণে বাচিনা । কালা কালা জপি মদা পেলেম
কত যাতনা ॥

এমন কঠিন প্রাণ বল প্রিয়ে কি কারণ । চুরি করি নিয়ে মন, ভাল আমায

বাস না ॥

ভাল শিথিয়াছ প্রিয়ে, চুরি করি মন নিয়ে । কাদাই কোতুক দেখ মজ্জি মত

আপনা ॥

জানিনা যে তব মনে, আছি কিনা হীন জনে । দরা আছি তব হাতে

পালাইতে পারি না । ১

বা. বৈ. ভা. সং ৬৪, পৃ ৭৩ ; মহাম্মদী একে ভাগ্যাব, সং ১২, পৃ ১২

গজল

বিরহ

কোথায় লুকাইয়ে রৈলে ওহে কালাচাঁদ । তোমাকে হারাইয়া রৈল উদাসিনী মন ॥



তুমিমোর কাল শশি, গলাতে লাগাইয়া ফাঁসি । দূরেখাক টান রসি না যায় ও
সহন ॥

তুমি মোর প্রাণপ্রিয়া, তোমায় বিনে জলে হিয়া । তুমি মোর প্রাণেশ্বর ওহে
প্রাণধন ॥

তুমি মোর প্রাণ সখা, কবে হবে তোমার দেখা । কৃপা করি দিয়ে দেখা
জুড়াও প্রাণ ॥

দেখা যদি না দেও প্রিয়া, নিজ গলে ছুরি দিয়া । জীবনে মরিয়া যাব না যায়
সহন ॥ ২

মহাশব্দী একে ভাণ্ডার, সং ২২, পৃ ১০

গজল

বিরহ

দুঃখ আর সহেনা আমার প্রাণের বন্ধুরে, দুঃখ আর সহেনা আমার ॥
বিরহ বেদনা চিতে, নাহি মজে অগ্র ভিতে, পলে পলে প্রাণ তোমার চায় ॥
নিদারুণ প্রেমেরজালা, জলিহইল শরীরকাল রে, দিনেদিনে অঙ্গ স্থথায় জায় ॥
কুকিলের কুহ রবে, ভমরা গুঞ্জরে যবে, চিত্ত মোর বিকল সদায় ॥
গেলে যমুনার তীরে, বাঁশী স্বরে ডাকে মোরে, আরত প্রাণ ধরা না যায় ॥
কারে কব দুঃখের কথা, কে বুঝিবে মনের বেথা, প্রিয়া বিনে হিয়া কাটি যায় ॥
কান্ত বিনে শান্ত নহে, নয়নে ঝরনা বহে, প্রিয়া প্রিয়া জপনা সদায় ॥ ৩

মহাশব্দী একে ভাণ্ডার, সং ২, পৃ ৬

৮৯. ফতন

ধানশী

আক্ষেপ

আরে মোর একি পরমাদ হইল ।
ছটকট করে হিয়া, কহ না বধুরে ঘাইয়া, কি দিয়া কিবা গুণ কৈল ॥
জীতে মোর নাহি সাধ, মিছামিছি পরিবাদ, মিছা পাকে ঠেকিয়া বৈল ॥
এমন করম মোর, কলঙ্কের নাহি ওর কলঙ্কে কলঙ্কে মুই মৈল ॥
সহিতে না পারি আর, কৃপা করি করতার, জনম অবধি দুঃখ পাইল ॥

অধম ফতনের সাধ, ক্ষেম প্রভু অপরাধ, রাঙ্গা পায় শরণ লৈলু । ১

কাব্যমালিকা, পৃ ৩৪ ; পা. পৃ ২ ; ব্র ৪, পৃ ৩৪ ; ম. বা. গী. সং ১০৭, পৃ ৭৪ ; মু. ক. প. সং ১৪২, পৃ ৭৮ ; ব. পৃ ১১ ; যু. সমাচার, পৃ ৩০৮

রাগ রামগরা

খণ্ডিতা

কার ঘরের নাপর তুষ্টি কালিআ সোনা, কার ঘরের নাগর তুষ্টি ।

আউলাই কুন্তল মু' থানি ঝাপিআ রৈছে ভালে চিনিতে নারি আমি ॥ ধু

নঅনের কাজল বআনে লাগিছে কথাএ আছিল পর্বাসী ।

ঘুমের আলমে হালি ঢলি পড়ে শুতি না ছিল আজু নিশি ॥

প্রেমের আনলে সকল শরীর জলে কি হৈল জঞ্জাল দিআ ।

হীন ফতান কহে ওরে সোনার বন্ধু কঠিন তোষ্কার হিআ ॥ ২

বা. বৈ. ভা. সং ৬২, পৃ ৭৪ ; ভা. ১৩২০ কার্তিক, পৃ ৭০২ ; মু. ক. প. সং ২০২, পৃ ২৭

৯০. ফতেখান

রাগ কহ

বিরহ

প্রাণ সহি কি কহব হামো হতভাগী ।

হুঃসহ মদন শরে দহে মোরে নিরন্তরে উঠি বসি নিশি রহো জাগি ॥ ধু

বসন্ত খরিএ গেল পাউকের রিত ভেল এবেছ ন আইসে পীউ মেয়া ।

ঘন ঘন গরজন বিজুলি চমকে ঘন দশদিশ বহে ঘন ধারা ॥

কুলিস দাহুরি নাদ পাপী অতি পরমাদ কুহুম পরসে তহু কাম্পে ।

মুগমদ সৌরভ চন্দন পরিমল পিআ বিনে সকলি সন্তাপে ॥

কিএ বিধি ভেল বাম পিআ গেল দূর ঠাম তহু সে যৌবন গেল ভারী ।

যদি সে না মিলে পিউ আনলে তেজি মু জিউ পিআ বিনে সব আন্দিয়ারী ॥

কহে ফতেখানে সখি উপায় আছএ নাকি শ্রীযুত এব্রাহিম খান ।

ভব কলপ তরু জানহ আশ্কার ওঃ পির মির সাহা ছুলতান ॥ ১

বা. বৈ. ভা. সং ৬৬, পৃ ৭৪ ; ম. বা. গী. সং ২৪১, পৃ ১৬৮ ; মু. ক. প. সং ২২৩, পৃ ১০০ ;

সরিপন, ১৩২৪ ভাদ্র ৩ আশ্বিন, পৃ ১৮৩

৯১. ফরমুজ

বিরহ

সোনা বন্ধু, আও আও রে, মুই অভাগী জানিয়া ;
 আরে বাড়াইয়া প্রেমের পিরিত ও তুমি না যাইও ছাড়িয়া ।
 আর না জানি পিরিতের ভাও না জানি তার কল ।
 হায় রে কেবলমাত্র মুরশিদের দোওয়া মুই বেয়াকল ॥
 আর পিরিতি করিলাম আমি হইয়া ছাবাল ।
 ওরে, অল্প বয়সের পিরিতখানি ও তুমি রাখিয়ো বহাল ॥
 আর জানিবা গোকুলের লোকে পিরিতে আছি আমি ।
 ওরে, লোকেতে জানিলে দেখা নাহি দেও তুমি ॥
 আর গোপনের পিরিতখানি হইলে প্রচার
 ওরে, লোকের মাঝে কলঙ্কিনী হইব নাম আমার ॥
 আর শশুড়ী-ননদী বৈরী ঘরেতে আমার
 ওরে, সময়ে না পাইলাম আমি হইতে ঘরের বার ॥
 আর যাইমু যাইমু করি জীবন গেলা গইয়া ।
 ওরে, কতকাল রাখিমু যৌবন আমি লোকের বৈরী হইয়া ॥
 আর মনে লয় ; যুগুনী হইতাম তুইন বন্ধের কারণ ;
 ওরে, কোথায় যাইমু, কোথায় পাইমু, সদায় ছতাশন ॥
 আর অধম ফরমুজে বলে মুরশিদের পদে ধরি
 ওরে, মুই অধম বালকে ডাকি হইয়া ভিখারী ॥১

শ্রী. লো. স. সং ২২৭, পৃ ২৭৪

৯২. ফাজিল

বিরহ

আইলায় না, আইলায় না বন্ধু রে । ধু
 নিন্দ হইল বৈরী, এগো, একেলা মন্দিরে ঝুরি আমি নারী অভাগিনী রে ।
 আর এক প'র রাত্রি যাইতে বন্ধু রে, আইলাম তো'র বাসরে,
 এগো, স্ব স্বামী ভাড়িয়া আইলাম বালক দিয়া কোলে রে ॥
 আর দুই প'র রাত্রি যায় বন্ধু রে, ফুটে চাম্পা নাগেশ্বর,
 এগো, কেওয়া না কেতকী ফুলে সাজাইলাম বাসর রে

আর তৃতীয়া প'র নিশি যাইতে বন্ধু রে, কোকিলায় কাড়ে রাও,
এগো, উঠ-উঠ প্রাণের বন্ধু; কত নিদ্রা যাও রে
আর রাত্রি না পোসাইয়া যাইতে বন্ধু রে, পূবে উদয় ধলা
এগো, রাধিকার অঞ্চল ছাড়ি কান্ন জলে করে খেলা রে
আর রাত্রি না পোসাইয়া যাইতে বন্ধু রে, পূবে উদয় ভান্ন
এগো, রাধিকার অঞ্চল ধরি বিদায় মাঙ্গইন কান্ন রে
আর অধম ফাজিলে কহে বন্ধু রে, নদীয়ার কূলে বইয়া,
এগো, পারইমু পারইমু করি আমার দিন তো যায় গইয়া রে ।১
শ্রী. লো. স. সং ২২৮, পৃ ২৭৯

৯৩. বক্সা আলী

বিরহ

হাসি বুলি কণ্ঠ ধরি বাড়াই মিছা পিরীতি, ডুবাইলা শ্রাম অবলার জাতি । ধু
জদেতে কালী রাখিয়া শ্রাম, মুখে মিছা মায়া দিয়া পুরাইলা মনস্কাম ।
লোকের বৈরী মোরে করি ছাড়ি গেলা কুমতি । আমার এখন একুল ঐকুল
দোন কুল ডুবাইলা ।
কোন কামিনীর ফাঁদে গেলা, ও নাগর কানাই । আমার এই মনের ছঃখ কৈমু
কারে ?
কি জগ্গে নিদয়া জানি হইলা আমারে । নিদয়া হৈয়া কেন কালী না পুরাইলা
আরতি ।

হীন বক্সা আলীর বচন * * * । ১

বা. বৈ. ভা. সং ৬৭, পৃ ৭২ ; ব্র ৪, পৃ ২২ ; মু. ক প. সং ১২৫, পৃ ২২

৯৪. বদিমুজ্জমা

বাউল

আরে ভরিয়া স্বর্ণের ভরা না রাখিলাম ধারে ।
লহরে মারিয়ারে নৌকা ঠেকাইল বালুচরে রে নাইহরের বন্ধু ।
আরে কাল ধলা দুইটারে পাখী এই সংসারে চরে ।
আপনার মন পরিচয় নাই বিবাদ ঘরে ঘরে ॥
আহাদ আছিল রে প্রভু মিম জন্মাইয়া ।

ত্রিভুবন স্বজিল রে প্রভু কুদরতে কলিয়া ॥

সবে বোলে কালারে কালা আমি বলি শ্রাম ।

কালার ভিতরে লুকাই রে রৈছে মওলার নিজ নাম ॥

আসমান কালা জমিন রে কালা কালা পবন পানি ॥

চাঁদ কালা সূর্য রে কালা কালা মওলাজি রক্বানী ॥

কহে রে বদায়ুজ্জমা একি ধন্ধকার । আয় মিম একা যুক্তে কররে নিস্তার ॥ ১

বা. বৈ. ভা. সং ৬৮, পৃ ৭৫ ; ম. ক. প. সং ৩২৫, পৃ ১৩১

৯৫. বদায়ুদ্দিন

লচাড়ি

দেহতত্ত্ব

দেখা দিয়া জুড়াও পরাণ । ধু ।

অবলা মন্দিরে বসি, প্রাণের নাথ বাজায় বাঁশী, অভাগিনী শুনি বাঁশীর গীত ॥

অই বন্ধের বাঁশীর সানে, ধৈর্যজ ন মানে প্রাণে, আকুল করিল নারীর চিত ॥

শুনিয়া মোহন বাঁশী, হইলুম তোমার দাসী, ভজিলুম তুই শ্রামের চরণে ।

না দেখি তোমার জ্যোতি, স্থির নহে মোর মতি, একবার দেখা কর

নারীর সনে ॥

দয়ার ঠাকুর তুমি, তোমার ভাবক আমি, তুমি দয়া ন করিলে মোরে ।

তুমি প্রাণনাথ বিনে, আর দয়া করিব কোনে, তুমি বিনে কে আছে সংসারে ॥

তোমার রূপা কলে, মোহর ভাগোর বলে, আসিয়াছ অবলা মন্দিরে ।

এই ঘর আন্ধার করি, একদিন যাইবা ছাড়ি, কেনে দেখা নদেও রাখারে ॥

তবুও অন্তরে পশি, মন্থরা রহিছে বসি, কিরূপে ভজিলে দেখা পাই ।

কহন্ত বদায়ুদ্দিনে, গুরুর আদেশ বিনে, দেখিবার আর লক্ষ্য নাই ॥ ১

কাব্যমালক, পৃ ৪২ ; প্রাচীন পুথির বিবরণ, সং ৮৭, পৃ ৬৩ ; ফাতেমার ছুরত নামা ; বা. বৈ.

ভা. সং ৬৯, পৃ ৭৬ ; অ ৪, পৃ ৪১ ; ম. বা. গী. সং ১০৪, পৃ ৭২

৯৬. বহরাম

আত্মবোধন

বাউল

ঘটেত মাণিক্য ধন দেখিলে শাস্ত হৈব নারীর মন । ধু

ঘটে আছে পঞ্চজন মিলাই মিশিব তার সন তবে শাস্ত হৈব নারীর মন ।

পঞ্চজনের সনমিল প্রাণের বন (বন্ধু) তবে বেদেখিবা বৃন্দাবন ।

কহে বহরাম মিত্রের কারণ যদি তেজ দিলের টলমল ।

তবে মিত্র দেখা পাইবা তে-মোহানী কদমতল । ১

মু. ক. প. সংযোজন, পৃ ১২৫

অনুবাদ

বিরহ

হৃৎ সহিতে নারি অবলা পিরীতি করলাম কদমতলায় । ধু

বন্ধুর লাগি ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত মোর হৈল কালা ।

উদাদিনী কৈলা মোরে দিয়া তুমি প্রেম-জ্বালা ।

প্রেম জ্বালা সহিতে নারি আমি অবলা ।

স্বপ্ন দিয়া মরিমু জলে না পাইলে চিকণ কালা ।

ভণে বহরাম হীনে বুঝ প্রেম-খেলা

অল্প বসে কৈলে পিরীত সেই পিরীতির প্রেম ভালা । ২

বা. বৈ. ভা. সং ৭০, পৃ ৭৭ ; মু. ক. প. সংযোজন, পৃ ১২৫

৯৭. বামুশা

দর্শনাকাজক্ষা

ও শ্রাম বন্ধুয়া রে, ও বন্ধু, আমি তোমার দরশন ভিখারী রে, শ্রাম রে । ধু

আর বন্ধুর হাতে, তোতার ছাও ও আল্লা, খেওয়া ঘাটে নাইরে নাও রে ;

ও আমার খেওয়ানীয়ে থাইছে লঙ্কার বাঘে বা শ্রাম বন্ধুয়া রে ।

আর বন্ধুর হাতে তালের পাখা ও আল্লা, তাতে রাধার নামটি লেখা রে ।

ও আমার কালার নামটি কে দিল লিখাইয়া, বা শ্রাম বন্ধুয়ারে ।

আর হৃৎখের হৃৎখিলা যত ও আল্লা তারারে ফলাইলাম পক্ষ রে ;

ও আল্লা, তারা রইলা আল্লার দিগে চাইয়া, বা শ্রাম বন্ধুয়া রে ;

আর কইন তো ফকির বাহু শায় ও আল্লা, দিনের পক্ষে দিন তো যায় রে,

ও আমি বেরখা জনম গওয়াইলাম হেথায় বা শ্রাম বন্ধুয়ারে । ১

শ্রী. লো. স, সং ২৭৫, পৃ ২৪৭

৯৮. বুরহানী

তাল বাকুয়া যৎ

বাউল

অপূর্ব কৌশলে খেলা খেলিতেছে শ্রামরায় । ধু

দিয়ানে হৃৎবিণের কলে নিকুঞ্জে বসিয়া চাইলে ।

বহুরূপ খেলিতেছে নিমিষেতে দেখা যায় ॥
কত যে ভঙ্গিমা করে কতরঙ্গে রূপ ধরে ।
কখন উন্মাদ হইয়া হাসে কান্দে নাচে গায় ॥
আদালত আসনে বসি আপন গলে দিয়ে ফাসী ।
কখন গোদারাঘাটে মাঝিরূপে তরী বায় ॥
ধাকে বন্ধু ছিরীপুরে সে দেশ অনেক দূরে ।
ভাবেতে বিভোর হইলে নিকটেতে পাওয়া যায় ॥
অপরূপ লীলাপরে শ্রামবন্ধু ছিরীপুরে ।
দেখিয়া হুর্বিণের কলে ককির বুরহানী কয় ॥ ১

একে গোলজার, সং ৩২, পৃ ৩২

তাল মুর বাউলা

বাঁশী

আজি নিশি নিদ্রাভঙ্গে উঠিলাম কান্দিয়া গো শুনিয়া বিষম রাগিণী । ধু
প্রেম জ্বালায় জ্বলি মু করি আগে ত না জানি ॥
জলন্ত আগুনের মাঝে পড়িয়াছি দুঃখিনী গো ।
সপের মুখে হাত দিয়াছি আমি অভাগিনী ॥
বিষম কালিয়ার বিষে রক্ত কইল পানি গো ।
দংশিল কালিয়ার নাগে কিবা দোষ জানি ॥
নিশ্চয় জেনেছি আমার যাইব পরানি গো ।
এই জনমের মত মোরে কইল বিরহিনী ॥
আর কত সহি মু জ্বালা দুঃখিনী তাপিনী হইয়া গো ।
জ্বলিয়া উঠিল দেহ বাঁশীর গান শুনি ॥
বুরহানী কয় বাজায় বাঁশী শ্রাম-গুণমণি গো ॥ ২

একে গোলজার, সং ২৮, পৃ ২৬

তাল জলদ হাথির

বিরহ

আমায় কি শেল মারিয়াছ ধনী মন জানে আর আমি জানি । ধু
অঙ্গ জলে প্রেমানলে বিচ্ছেদ জ্বালা হৃদ-কমলে ।
যে দাগ লাগাইছে বুকে বিনোদিনী প্রাণ সজনী ॥
ভাবিতে পাথর টুটে কত কথা মনে উঠে ।

জলিতেছে সর্বদা বিচ্ছেদের আশুনি ।
 আহা মরি সখি রাই কেমনে তোমাকে পাই ।
 দেখিয়া তোর রূপের ছবি আকুল হইল পরানি ॥
 সরল চিতে প্রেম করিয়া কেন যাও আমায় ছাড়িয়া ।
 যে দুঃখের দুঃখী আমি জানে সখী রাইমণি ॥
 ফকির বুরহানী গায় থিড়কি দোয়ারে চায় ।
 মনোবাঞ্ছা না পূরিল প্রভাত হইল যামিনী ॥ ৩
 একে গোলজার সং ১৪, পৃ ১৫

সুর বাউলা

বংশী

আমি কি আনন্দ হেরিলাম গো সুরধনীর তীরে । ধু
 সখিগণ সবে মিলি করিতেছে জলকেলি । কদম ডালে বসিয়া বন্ধে বাজায়
 বাশরী গো ॥
 শুনিয়া বাশীর ধ্বনি হইল সব উগ্গাদিনী । ঘরে যাইতে মন চলে না কি
 উপায় করি গো ॥
 যখন বন্ধু গানকরে যমুনা উজানধরে । ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় বাজে শ্রামের
 মুররী গো ॥
 বাশীতে করিয়াযাহ বাহির কইল ঘরের বধু । চল সব সখিগণ শ্রামরূপ
 হেরি গো ॥
 এমন রসিক শ্রাম লইয়া তাহার নাম । আমরা গোকুলেতে হইব ভিখারী গো ॥
 অধীন বুরহানীকর মোরমনে হেনলয় । অবশ্য আসিবা বন্ধু গোকুল
 নগরী গো ॥ ৪

একে গোলজার, সং ১২, পৃ ১৪

গান বাউলা

নিবেদন

প্রাণ বন্ধুয়ার চরণ সেবা আমি হইতে হইল না । ধু
 প্রাণ বন্ধুয়ার চরণ ধরি কত যে মিনতি করি । তবু না করিল দয়া কঠিন
 কালিয়ার সোনা ॥
 শুন বন্ধু চিকন কালা দিওনা আমাবে জালা । কোমল পরানী আমার চিতে
 ধৈর্য ধরে না ॥

ফকির বুরহানীকয় দঢ়াকর দয়াময় । অকূলে বসিয়া কান্দি আশা পূর্ণ

কর না ॥ ৫

একে গোলজার, সং ৭১, পৃ ৪৮

তাল ঝাপ মহাম

বিচ্ছেদ

বদনে বদন মিশাইয়া অধরে অধর রাখিয়া । খেলিব প্রেমেরি খেলা আমরা

তুইজনে ॥

ধরিয়া তাহারই হাতে চলে যাব বাগানেতে । কহিব মনেরি কথা সজল নয়নে ॥

তার প্রেমেতে মজিয়া নিকুঞ্জে বসিয়া । কত যে ভাবনা আমি ভাবিতেছি মনে ॥

আমার বিনোদিনী রাই কোন স্থানে পাই । জড়িয়ে ধরিব তার কমল চরণে ॥

কিবা শোভা মুখখানি পূর্ণিমার চান্দ জিনি । তুলিবনা ঐ রূপ জীওনে মরণে ॥

অতীত পথিকে ডাকি পশ্ব নিরখিয়া থাকি । জলিতেছে হিয়াখানি বিচ্ছেদ

আগুনে ॥

কুসুম উছানে যাব কোকিলেরি গান শুনিব । কিবা তো বসিয়া রবো যোগিয়া

আসনে ॥

বুরহানী মরিয়াযাবে প্রেমলীলা শেষহইবে । গাইল প্রেমেরি গান বিষন্নবদনে ॥৬

একে গোলজার সং ২১, পৃ ২০

খাখাজ

বিরহ

বলিয়া দে সজনী আমার কোথায় বিনোদিনী রাই । ধু

মনেতে বাসনা রাখি নয়ান ভরিয়া দেখি গো ;

হৃদয়ে তুলিয়া রাখি একবার যদি তারে পাই ॥

দিবানিশি এ ভাবনা কোথায় যাব নাই ঠিকানা ।

পড়েছি বিষম বিপদে বল আমি কোথায় যাই ॥

কান্দিয়া পুসাই রজনী কোথায় গো রাই বিনোদিনী ।

আইস গো দেখিয়া তোরে তাপিত প্রাণ জুড়াই ॥

কি যাহু করিলে মোরে বত্রিশ পাঞ্চর সুরে ।

বিচ্ছেদ আগুনে দেহ জলিয়া হইল ছাই ॥

প্রেমেতে আকুল মতি কি হবে আমার গতি ।

ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখি আমার দরদী নাই ॥

নজির হসেন যেই ককির বুরহানী সেই ।

ছুই নামেতে একজনেতে খেলিছে প্রেমের লাই ॥ ৭

একে গোলজার, সং ১৭, পৃ ১৮

গান বাউলা

নিবেদন

শ্রামের চরণে দিব কুলমান সপিয়া গো । ধু

দেখিতে শ্রাম কালাসোনা কুলমানের ভয় রাখে না ।

হুভাগো দেখিলাম আমি প্রাণবন্ধু কালিয়া গো ॥

শুন বন্ধু দয়াময় যদি তোমার মনে লয় ।

শ্রীচরণে রাখ মৌরে ছুঃখিনী জানিয়া গো ॥

গেলে বন্ধু আর পাব না, মনে রইব প্রেম বাতনা ।

বুরহানী কয় শ্রাম বন্ধুরে যৌবন দেও যাচিয়া গো ॥ ৮

একে গোলজার সং ৭০, পৃ ৪৮; বা. বৈ. ভা. সং ৭১, পৃ ৭৭

৯৯. ভেলা শা

রাগ-বড়ারি

বাউল

আগো সখী বিনোদিনী আমার সে কালেনি হইব বন্ধের দেখা ।

ঘরে বৈরি ননদিনী বাহারের বিধানে ।

রহিতে না পারি ঘরে বন্ধুয়ার বাণীর সুরে ।

মরুপে থাকিতেরে বন্ধু না ভুলিলু তরে এ ভবে জন্মিয়া মুই ফিরি ঘরে ঘরে ॥

নিতি নিতি পিরীতি হয়রে বন্ধু গোকুলনগরে ।

বাহির হইয়া না চাইতে পাইলু ননদিনীর ডরে ॥

দয়ার নাখে ধরলে দয়া যাইব ছুঃখেরচিন । ঘরেতে বিরাজ করে নিরঞ্জন ॥

কইন ককির ভেলা শায় শোকের শেল খাইয়া ।

কারে কি দোষিমু বন্ধু না চাইলু বিচারিয়া ॥ ১

পল্লীগীতি সংগ্রহ

দেহতত্ত্ব

আমার না হইল না হইল দেখারে শ্রাম নূতন বয়সের কালে ।

পিংলা বরণ বৃক্ষগুলি ফুল তার কালা স্বর্ণে তার মূল পাতালে করে খেলা ।

বঃ বৈঃ মুঃ কঃ পাঃ—১০

বন্ধের বাড়ীর শুয়াপক্ষী কদম ডালে বাসা ।
 দুই ডালে কিরে পক্ষী ঘোবনের নাই তার আশা ।
 রং আছে খুমবয় নাই এরে নি কহে ফুল ।
 অভাগির সনে করিয়া পিরীত আমার গেল জাতিকুল ।
 সব বলে বোদ্ধিবন্দরে মুই বলি তাহারে ।
 হরিণ রূপে দেখা দিয়া ও রাই বাঘ রূপে ধরে ।
 ভেলা শা ফকিরে কৈন হৈয়া কেবল মরা ।
 বাদে ভৈষে ধরছে লড়াই যাইবার পড়িল ছাড়া । ২
 পল্লীগীতি সংগ্রহ

বংশী

আলো রাই, কি হইল মোরে দিয়া ।
 মনে লয় হইতাম ঘরের বা'র পিরিতের লাগিয়া ॥
 বন্ধের সনে করিতে পিরিতি না দেয় ননদিনী ।
 রহিতে না পারি ঘরে রে শুনিয়া বাঁশীর ধনি ॥
 ঘরে বৈরি ননদিনী কি হইল প্রমাদ ।
 কতো বা মইব ছুখ রাই কাহু পরবাদ ॥
 মুই তো অভাগীর রে নারী কুল বিনাশিলু ।
 কদমতলে বন্ধের খেলা রাই বিচারি না পাইলু ॥
 বন্ধের লাগি 'জলি' তহু হইয়া গেল কালা ।
 এমন নিষ্ঠুর বন্ধু তেব দেয় জালা ॥
 কহে ফকির ভেলা রে শাহে বাঁশীর নিলয় না পাই ।
 কোন্ নাম জপে বাঁশীয়ে উদেশ করে। চাই ॥ ৩
 জি. পো. স. সং ৩০২, পৃ ২৮৪

রাগ-উদয়তুড়ি

জল-ভরা

আলো রাই ! যমুনায় নি যাইতে ।
 ভাঙ্গিল মাটির কলসী প্রাণ বন্ধুয়ার দিগে চাইতে ॥
 ওরে হৈলু ঘরের বার সঙ্গে লৈয়া দাসী ।
 ভাঙ্গিল মাটির কলসী মোর গোকুলে বৈল হাসি ॥
 পায়েতে নেপুর শোভে গলে শোভে হার । চলিলা সুন্দরী রাখে জল ভরিবার ॥

চলিলা যতেক সখী কুন্ত লৈয়া মাথে । আচরিত শুনিলা বানী যমুনাতে যাইতে ।
 কদম ভালে বসিয়া বন্ধে কুকে মোহন বানী ।
 না গেলু যমুনার ঘাটে ও মুই হৈলু উদাসী ॥
 কুঞ্জে হৈলুরে বার অঞ্চল ঠেকিল মাথে ।
 ছুখিলা বাঘের হাতে ও মুই ঠেকিলু রাজপথে ॥
 না ভরিলু যমুনার জল মুই নারী অভাগিনী ।
 বাহিরে বন্ধুয়ার জালা ঘরে ননদিনী ॥
 সব সখী গেলা ঘরে জল লৈয়া তারা ।
 কৈন ফকির ভেলা শায় ও মোর কলসী না গেল ভরা ॥ ৪
 পল্লীগীতি সংগ্রহ ; বা. বৈ. ভা. সং ৭২, পৃ. ৭৭

রাগ-উদয়তুড়ি

গোষ্ঠ

চলরে রাখাল ভাই ! সাজিয়া চল রাজপুরে যাই ।
 সাজ সাজ করিয়ারে, বানীয়ে দিল শান । শুনিয়া অভূলা রাখার উড়িল পরাণ ॥
 সাজনের ধন্টি, আমি কি কহিমু আর । পায়েতে নূপুর বাধে গলে শোভে হার ॥
 সাজনের ধন্টি বাধে, রাখালের সঙ্গে । হাসিয়া চলিয়া পড়ে এ রান্দা চরণে ॥
 এক হাতে পানের বাটা আর হাতে ঝারি । বাসুকি বে ধরলা ছান্টি হইয়া
 সারি সারি ॥
 ভেলা শা ফকিরে কৈন বুকিয়া পছের রীত । প্রেম দুঃখী হইয়া শুন রাখালের
 গীত ॥ ৫

পল্লীগীতি সংগ্রহ

বাউল

নিন্দ হইল প্রাণের বৈরি রে নাইয়র নিন্দ হইল প্রাণের বৈরি ।
 এ দাসের ভরসা নাই পলকে হইব চুরি ॥
 নাইয়র রে নিমের তলে নিমের জড় অগ্নিজলে নিরন্তর ধূঁয়াতর লাগিয়াছে
 আকাশে ।
 সেই ধূঁয়ার প্রকাশে ঘোর অন্ধকার দুইটা আখি লাগিয়া যাইব শেষে ॥
 নাইয়র রে দুঃখের মন্দিরে স্থখে নিজা যাওরে স্থখ ছাড়ি হইবার পরবাসী ।
 স্থখের মন্দিরে নয়ানে না দেখিয়ে জাগিয়া মুই হইলু উদাসী ॥
 নাইয়র রে শ্রাম বন্ধের লাগিয়া মনের স্বাদ পুরাইতু জাগিয়া ।

পাগল মন যে করে ছুরাচারি ।

ভেলা শা ফকিরে কয় রাজপন্থে মিলন হয় এই ছিল নছিবের বাটারে ॥ ৬

পল্লীগীতি সংগ্রহ

রাগ বিহাগড়া

মাথুর

নিশ্চিতে নি রইলায় রে বন্ধু মথুরা নগর ।

তোম মনে এই ছিল ভাব বদিতায় পরাণেরে ॥

ঘরে বৈরি ননদিনী তহু জর জর ।

কার ঠাই কহিমু হুখে ডাকি যে তোমারে ॥

কলঙ্কিনী হইলাম রাধে গোকুল নগরে ।

যৌবন হইল প্রাণের বৈরি দোষ দিমু কারে ॥

উড়িতে পক্ষ নাইরে রইতে না পারি ঘরে ।

তুই কাল। কেমনে রইলে ছাড়িয়া রাধারে ॥

নিরবধি ঝুরে গো রাধার তুই বন্ধের লাগিয়া ।

জানিলাম কলঙ্কি রইলাম জগৎ ভরিয়া ॥

ভাবিতে চিন্তিতে রাধার তহু হৈল হীন ।

কহে ফকির ভেলা শায়ে মোর কলঙ্কে যায় দিন ॥ ৭

পল্লীগীতি সংগ্রহ

বিরহ

প্রাণনাথ বন্ধু আমি কত কাতরে জ্বালা সহিমু । ধু

মনে উঠে অনেক জ্বালা কান্দি শরীর কইলাম কালা ঘরে বৈরী ননদিনী রে ॥

স্বাণ্ডী ননদী হইল বৈরী ঘরের বাহির হইতে না পারি লোকে বলে রাধা

কলঙ্কিনী রে ।

দয়া কর শ্রাম কালা সন্দেহরি নেও অবলা আমি নারী পিরীতের মরা রে ॥

গোকুলের লোকে বলে আর পিরীতি হইল গলার হার কেমনে বন্ধিমু আমি

ঘরে রে ।

ভেলা শা ফকিরে কয় প্রেমের জ্বালায় তহুক্ষয় বিচার করি দেখ কেও কেওয়ের

নয় রে ॥ ৮

শ্রাম রূপ কে পাইয়াছে তরুণে । নিরবধি বাজে বাণী বন্ধু বন্ধু বলে ।
 অনীল পর্বতের মাঝে সদায় বাণীর গান । রহিতে না পারি ঘরে উড়িছে পরাণ ॥
 ঘরে ঘরে বাজে বাণী জপে বন্ধের নাম । কোন কালে বাজে বাণী জপে
 কোন নাম ।
 কদম ডালে বসিয়া বন্ধে সদায় ফুকে বাণী । না ভরিলু যমুনার জল হইয়া
 উদাসী ॥
 কোথা হইতে আইসে বাণীর স্বর কোথায় চলি যায় । দিহান করি চাইয়া দেখ
 কোথায় মিশায় ।
 কৈন ফকির ভেলা শায় বাণী বড় ধন । নিকুঞ্জ মন্দিরে বাণীর স্বড় জপে
 নিরন্তর ॥ ৯

পল্লীগীতি সংগ্রহ

রাগ ভাটিয়াল

বিরহ

হায় রে বন্ধুয়ার লাগিয়া রহিতে না পারি ঘরে কি হইল মোরে দিয়া ।
 বিরহিণী হইলু আমি জলিয়া অঙ্গার । কতদিনে হইব আমার বন্ধুয়ার দিদার ॥
 আসমানের ডুরি বার লাইগাছে মাথায় । পাতালের ডুরি দিয়া বান্ধিছে দুই পায় ॥
 আখি মলিন হইল মোর পশু নিরখিয়া । কতদিনে হইব দেখা মরিরে সুরিয়া ॥
 স্মৃতিতে স্বপন দেখি আখিয়ে নিদ্রা না আইসে । তুই কালাঘ ছাড়িয়া মোরে
 রহিয়ায় কিসে ॥
 দিন গেল টালে টুলে সকলি অসার । কৈন ফকির ভেলা শায় সকল হইল
 অসার ॥ ১০

পল্লীগীতি সংগ্রহ

বিরহ

হায় রে সোনার বরণ তনু ছিল আমার কাল হইল কেমনে ।
 আরে বন্ধু, কি হইল দারুণ মনে ॥
 রূপ গেল যৌবন গেল পরাণ বাকী আর ।
 তুই বন্ধুর কারণে আমি হইলাম ঘরের বার ॥
 তোমার পিরীত আরে বন্ধু নিয়বের পানি ।

১৫০

বান্দালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা

মা বাপে থুইছে নাম রাধা কলঙ্কিনী ।
 মনের দুঃখ কারে কৈমু রে বন্ধু, নিরলে বসিয়া ।
 নয়ন জলে ভাটির পানে চলুছি রে ভাসিয়া ।
 ভাবিতে চিন্তিতে অভাগিনীর জালা হইল দ্বিগুণ ।
 সোনার শরীলের মাঝে পরবেশিল ঘুণ ।
 জলিয়া জলিয়া উঠে আমার মনের আগুনি ।
 পুড়িল অন্তরায় মাঝে দেখ কুমারের পুনি ।
 ভেলা শাহ ককিধে কহে পিরীত এমন জন ।
 তার সনে করিও পিরীত যে জানে বেদন ॥ ১১

বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৬ ২য় সং, পৃ ৬৪

১০০ মছনতাজ

রাগ গান্ধার

বিবিধ

কামিনী না কর গুমান শুনু ধনি । যৌবন রূপ ধন না রৈবে নিদানি ॥ ধু
 আন্ধার বচন তোন্ধা ন সাবিলা কাল । অবসর গেলে পাছে ঠেকিব জ্ঞান ॥
 না হকে বুঝল সখী তোন্ধা নাহি জ্ঞান । আসিতে যাইতে আসে নিশি

শেষ বেহান ॥

কহে মছনতাজ সখী শুন দিআ কান । স্পৃহকের বোল কহু ন টলিবে জান ॥ ১
 বা. বৈ. ভা. সং ৭০, পৃ ৭৮ ; ম. বা. গী. সং ১২০, পৃ ১০২ ; মু. ক. প. সং ১২২, পৃ ২৪ ;
 সম্মিলন, ১৩২৪ ভাদ্র ও আশ্বিন, পৃ ১৮৪

১০১. মজাইদ চান্দ

বাউল

তুই আমারে পাগল করিলায় রে অনাথের নাথ গৌর রে ।
 আর পাগল করিলায় গৌর ও গৌর দেওয়ানা বানাইলে ।
 ওরে অকুলীয়ে কুল দিয়া আমারে ভাসাইলায় রে ॥
 আর সর্প হইয়া কামড় মারে রে ও গৌর, উঝা হইয়া ঝাড়ে ।
 ওরে ঝাড়িতে না লামে বিষ বিবে উজান ধরে রে ॥

আর কোহ মাপে মাইল কামড় রে ও গোর, সর্বঅঙ্গ জারে ।
আরে ওই বিষ ঝাড়িতা পারইন ঠাকুর মজাইদ চান্দে রে ॥ ১

শ্রী. লো. স. সং ১৬০, পৃ ১২৯

অমরাগ

তুখ তো ঠাই বিনে কা ঠাই কই শ্রামকে লাগাল পাইলাম না গো মই ॥
শ্রাম যদি হইত মাথার চুল উচ্চা করি বাক্তু খোপা বেড়াইতাম গোকুল ॥
এগো কাঞ্চের কলস ভূমিত থইয়া তোমার বানে চাইয়া রই ॥
কালো তোমার বানে চাইয়া রই ॥
আর মুরশিদ মজাইদ চান্দে বলইন
মই শ্রাম বাক্তা রাই-প্রেমের মাঝে আর যাইবায় কই ॥
এগো এক সঙ্গে দুই অঙ্গ হইয়ে রাই-রূপে লুকাইয়া রই ॥
কালো রাই-রূপে লুকাইয়া রই ॥২

শ্রী. লো. স. সং ১৬১, পৃ ১৩০

বাউল

বন্ধু আমার নয়নের ধার গো কালো, আমার নয়নের ধার ॥
আর পূর্বে দিয়া উঠে চান্দ ঘর বইয়া দেখি ॥
বেছ'শ হইয়া ঘুমাই রইলে নয়ানে না দেখি গো ॥
আর আগে যদি জানতাম বন্ধুরে যাইবায় রে ছাড়িয়া
অভাগিনী না যাইতাম নিন্দে গো ॥
আর কইন মুরশিদ মজাইদ চান্দে বিয়ানে বিয়ান
বিয়ানে আছইন মুরশিদ পবনে মিলান ॥৩

শ্রী. লো. স. সং ১২২, পৃ ১৪৮

১০২ মতাহির

বাউল

শ্রাম বন্ধুয়ার আড়ালে, ভাইসে উঠি নয়ন জলে ॥
ভবে আসি লাগছে কাসি কান্দি বসি নিরলে ॥
(আর) ডাক্তার বাবু বলে মোরে, তোমার কালো জ্বর হইছে শরীরে ॥
আমি বলি মরি জলি নাহি কলি স্নফুলে ॥

দিবানিশি আছি জাগি ; বন্ধু তোর দ্বারে ভিক্ষা মাগি ॥
 আসবে বলে দাস বানাইলে না আসিলে শেষকালে ॥
 আগে দেখাই শশীকলা ; বন্ধো ! শেষে দিলে কানমলা ॥
 গাছে তুইলে মই সরাইলে চোর ঠরাইলে দলিলে ॥
 মতাহিরে ভাবনা করে, বন্ধো ! দিন কাটাইলাম ভাইকা তোমারে ॥
 মরণকালে কলমা দিলে কিবা দুঃখ যায় চলে ॥১
 বা. বৈ. ভা. সং ৭৪, পৃ ৭৮ ; ক্ষদ্রবীণা, ১ম খণ্ড, সং ১৪, পৃ ১০

১০৩. মদন শা

বিবিধ

চিকন গোয়ালিনি গো, রসের ময়লানি
 এইরূপ যৌবন গো তোমার জোয়ারের পানি । গো চিকন গোয়ালিনি ।
 হায় বা' গোয়াল রে, আড়ি কোণা ঘোর করিয়া মেঘে দিল ডাক ।
 ভাঙ্গিল কাঁড়ারীর বৈঠা, নৌকায় লইল পাক ।
 ভাগিনা কানাই হইল ছই পরিয়া ডাকাইত । ল'চিকন গোয়ালিনি ॥
 হায় বা' গোয়াল রে, দই বেচ, দুধ বেচ, আর যে বেচ লনৌ ;
 দইবেচ আনাআনা, দুধবেচ' পণ । ভাগিনা কানাইরে যাচ' ওই লাথের যৌবন ।
 ল' চিকন গোয়ালিনি ।
 হায় বা' গোয়াল রে, কয় তো সাধু মদন শায় লঙ্গাইর পার বইয়া ;
 এই লাথের যৌবন গেল আমি না পাইলাম ধুড়িয়া । গো চিকন গোয়ালিনি ॥১
 শ্রী. লো. স. সং ২৭৯, পৃ ২২৩

১০৪. মনকর

বিবাহ

তুই বন্ধুর পিরীতে রে হারাইলাম জাতি কুল ।
 লোকে বলে কলঙ্কিনী, তুই হাসাইলে গকুল ।
 তুই ভাসাইলে ছই কুল । রে অন্তরায় রইল শূল ।
 আমার গো আশা মনে রইল 'অমূল' (অপূর্ণ)
 ফুলের বাগানে যেমন বঞ্চিত বুলবুল । রে অন্তরায় রইল শূল ।

অবীন মনকরে বলে ভাবিয়া রহুল ।

আমার আশায় দিন ফুরাইল চইক্ষে দিয়া ধূল । রে অন্তরায় রইল শূল ।১

বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১০৬৮১২য় সং, পৃ ৪৪ ; বা. বৈ. ভা. সং ৭৪ক, পৃ ৭৯

১০৫. মনোহর

দান

অ কি মই না লো মই মাফী হইও তুয়া পায় ।

দেখ সখি বাটে বাট কাহু কৈল মহা ঠাট

কুচয়ুগ মাগি পরিহার । মুই গেলাম হাটে বিহানে

দধির পমার মাখে লুটিল দেবকীর হুতে নয়ালি যৌবন মাগে দানে ।

কলঙ্কিনী কৈল ঘাটে শ্রাম চিকনিয়া হাটে দৈবে নাই মোর ঠাই ।

উরুযুগে চাপি তনে ঘুচাইমু রাঙ্গাসনে যদি পশ্ছে মিলে সে কানাই

মনোহর শুনে ভাণে তেজ রাধে লাজ মানে

দেও রাধে রতি দান ছুখ না ভাবিও প্রাণ ।১

ম. বা. গী. সং ১২০, পৃ ৮২ ; মু. ক. প. সং ১০২, পৃ ৮২

কানড়া বা পুরবী

বাংলী

বন্ধুয়া বলিমু কোন লাঞ্জে রে স্বজনী মই, কালিয়া বলিমু কোন লাঞ্জে ॥ ধু

বন্ধুয়া বন্ধুয়া কালিয়া তোঁর নাম । প্রভাত হইতে কর ঘর-গৃহ কাম ॥

গৃহঘরের কামকর বাথানে রাখ দেখ । মৌলশ' গোপিনী মাঝে এক রাধাকাহু ॥

আরের বন্ধুয়া বৈসে পালঙ্ক মহলে । আসিলে আমার বন্ধু বৈসে কদমতলে ॥

কদম্বের তলে থাকি শ্রামে বাঁশী টানে । মন উদাদিনী কৈল সেই বাঁশীর সানে ॥

দেখি মনোহরে কহে কদম্বমালা গলে । দিবেক সেসব মালা কাঁচা রাধার গলে ॥২

বা. বৈ. ভা. সং ৭২, পৃ ৭৯ ; ব্র ৪, পৃ ৪২ ; মু. ক. প. সং ১১৯, পৃ ৭১

১০৬. মনোঅর

নটরাগ দীর্ঘহন্দ

বিরহ

অকি মাধব আর রোস খেমা কর মোহে ।

জানি কি কৈরাছি দোস তাত নাকি কয় রোস করপুটে নিবেদহৌ তোহে ॥ ধু

হামো কুল বিহিনী তুআ নাম গুণি গুণি রহল জামিনী বর জাগি ।
 এ নব জৌবন ভার সহিমু কথেক আর সতত দহএ মন আগি ॥
 এ চুআ চন্দন মোহে গরল সে উগহে তুআ বিনে আন নাহি জাগে ।
 করিয়া জুগিনী ভেস জাইমু মথুরা দেশ পুরিবে মানস থাকে ভাগে ॥
 শবদ শুনিয়া হাটে ধাই আইহু জমুনা ঘাটে তাত নাহি মাধবের দেখা ।
 হীন মনোঅরে ভণে ভজ গুরুপদ জান ভাবিলে পাইবে থাকে লেখা ॥ ১

ভা. ১৩২৩ কার্তিক, পৃ ৭৩৭ ; ম. বা. গী. সং ২৪৭, পৃ ১৭১ ; মু. ক. প. সং ২৩১, পৃ ১০৩

বরাহি

মিলন

আজু লো পছ দেখিয়া আনন্দচিত ।
 কমল নআন অমল বআন জেহেন চান্দরিত ॥ ধু
 এঘোর মন্দির উকল করিল অনন্ত আনন্দ ভেল ।
 পিআ দরশনে জখ হুখ মনে বন্দ হই চলি গেল ॥
 বছদিনে নিধি আনি দিল বিবি আনন্দ কি উপাম ।
 চিত্ত পুলকিত তহু উল্লাসিত হরি (হেরি ?) পছ গুণ ধাম ॥
 সাহা আএনদিন ছো পছ প্রবিন দেখি আনন্দ পরাণ ।
 হীন মনোঅর মাগি জুড়ি কর মোকে দেখ দআ দান ॥ ২

ম. বা. গী. সং ১৬০, পৃ ১১৫ ; মু. ক. প. সং ১৬২, পৃ ৮২ ; সম্মিলন, ১৩২৪ ভাদ্র ৩ আশ্বিন,
 পৃ ১৮২

আহির পরহ

অগ্নে-মিলন

আজু সহি কি দেখিলুং স্বপনে । বিদিত বিমল হরি মিলিল আপনে ॥ ধু
 সারদ সমএ যেন যামিনী উকল । ঝলকিত ভেল আভা চমক চপল ॥
 নআনে লাগিলরূপ আসি আচুখিত । জাগিতে হারাইলুং হরি শোকে দহে চিত ॥
 কি দেখিলুং কি হইল পলক অন্তর । ভজ গুরু পাইবে পুনি কহে মহুঅর ॥ ৩

বা. বৈ. ভা. সং ৭৩, পৃ ৮০ ; ভা. ১৩২৩ কার্তিক, পৃ ৭৩৭ ; ভা. ১৩২৫ পৌষ, পৃ ৭৮ ;
 মু. ক. প. সং ৭২, পৃ ৫৯

বাগ নটগাছার

অহরাগ

ওকি হালিচলি পড়ে রাখে কালিন্দীর তীরে ।
 না জানি কি হৈল আজু মরম অন্তরে ॥ ধু

হৃন্দর ললিত অঙ্গ পরসিঁছে সাপে । জর জর হৈল তহু থর থর কম্পে ॥
কনক কমল মুখ আপিল চিকুরে । ক্ষীণকটি লতা জেন বাএ হালি পড়ে ॥
গগনের শশী জেন ভূমিতলে পড়ে । হাতে ধরি শ্রামে আসি তুলি লএ কোরে ॥
মহুঅরে কহে এহি ডংশিছে মদনে । করিছে সন্ধান রাধে কেলির কারণে ॥ ৪
ভা. ১৩২৩ কার্তিক, পৃ ৭৩৭ ; মু. ক. প. সং ৭০, পৃ ৫০

বেলোআর

নৃত্যলীলা

নাচে কাহু ঘুমিঘুমি রমনীর সমাজে । ঝুপুঝুপু ঝাকে ঝলকিত বাজে । ধু
কিনিকিনি কিঙ্কিনী নপুর কি রিমিকিমি ঝুহুঝুহু পুহুপুহু পুরে রসবাণী ।
মুদঙ্গ করতালিআ নাচে তাধিতাধৈআ । কিঙ্কিটিকিমিকীটি বাজে থাকর থৈআ ।
ঝাকে উড়ে পড়ে শশি ঝলকএ রাশি রাশি ঝাকে উড়ে ঝাকে পড়ে সঙ্গে
শ্রাম বাশী ।

রসময় নাটপুরে মথুরায় নটবরে ভজ রঙ্গে তা ধনী ভণে মনোঅরে । ৫
ভা. ১৩২৩ কার্তিক, পৃ ৭৩৭ ; মু. ক. প. সং ৫৮, পৃ ৫০

নট সিদ্ধুরা

বিরহ

নিল মোর নাগর কে হরিআ । কিরূপে রহিমু ঘরে কালারে না দেখিআ ॥ ধু
জীবেরজীবন নাগরমোর সেই বন্ধুআ । জুগল নআন কালা মোর ভাল বন্ধুআ ॥
বল বুদ্ধি জ্ঞান নাগর এরঙ্গ রঙ্গিআ । রসের রসিআ নাগর কে নিল ভাড়াইআ ॥
হেন যদি জানি নাগর জাইবে ছাড়াইআ । মনোঅরে কহে হৈতুম তার সঙ্গে
সঙ্গিআ ॥ ৬

ভা. ১৩২৩ কার্তিক, পৃ ৭৩৭ ; ম. বা. গী. সং ২৩৩, পৃ ১৬১ ; মু. ক. প. সং ২৩২, পৃ ১০০

মালসী ভৈরব

অহুরাগ

রৈআরৈআ উঠেমনে ঐহি বিনোদিআ । দেখিআছি অবধি রূপ না পাসরে
হিআ ॥ ধু

কদম্বেরতলে থাকি নিতি আশিঠারে । কুলের কামিনী দেখি রৈতেনারি ঘরে ॥
কিএ মোর হাসলাস গৃহবাস অকারণ । ঐরূপ কালারভাবে লাগিআছে মন ॥
হৃন্দর হৃন্দর কান্ত রসিআ নাগর । অবিলম্বে ভজধনি ভণে মহুঅর ॥ ৭
ভা. ১৩২৩ কার্তিক, পৃ ৭৩৭ ; মু. ক. প. সং ৭১ পৃ ৫২

১০৭. মতুর্জা গাজি

মারহাটি

আত্মবোধন

অকি নাগর কালাবিনে না রৈমু ঘরে ।
 চিকন স্ততার কাপড় মাঝে কাটিআগেল নৌআলি জৌবনের ভরে ॥ ধু
 সই রে বাথুআ গাছেতে বেল
 আবাল দেওরিআ লাগি ফান্দ পাতিয়া আছয় ভাই খণ্ডর রাগিয়া গেল ॥
 সই রে নেপুর না দিও পাএ ।
 ঘরে আছে হুর্জন ননদী জাগিব নেপুর শবদ রাত্র ॥
 সই রে মুই নারী কি কাম কৈলুং ।
 জাচিয়া জৌবন শ্রাম বন্ধুরে দিয়া লোকের কুচর্চা এ মৈলুং ॥
 সই রে পোন্তের বহল দানা ।
 দেশের মতুর্জা গাজি দেশে ত জাইব বুকে দিয়া জাইব হানা ॥ ১

ভা. ১০২০ পৌষ, পৃ ৭৭ ; মু. ক. প. সং ২৮৫, পৃ ১১৯

রাগ-জালালি

মাথুর

কি আজু কুদিন ভেলিএ । ছাড়িয়া গোকুল নন্দলাল মথুরা চলিয়া গেলিএ । ধু
 আজু মথুরা উষল ভেলিএ গোকুল মলিন আজু রাত্রিএ ।
 মতুর্জা গাজীএ কহএ সারএ নন্দসুত বাটোয়ার কাহ্ন নিশ্চএ । ২

বা. বৈ. ভা. সং ৭৭, পৃ ৮০ ; মু. ক. প. সং ২১৮, পৃ ৯৯

১০৮. মিয়াধন

সফল বিচ্ছেদ

স্বপ্নে দর্শন

আজু কি ভাগ্যের গুণে গো সখী শ্রাম দেখলাম স্বপনে ।
 এগো চমকিচমকি উঠেবসি স্বপন দেখা হনে গো । সখী শ্রাম দেখলাম স্বপনে । ধু
 সু সোমবারে শুভ নিশি গো সখী আশিক লোকে জানে ।
 এগো যে নিশিতে স্বর্ণচন্দ্র হেরিয়াছি নয়নে গো ।

সুখ লাভণ্য রসের ভরা গো সখী কটাক্ষ নয়নে ।
এগো অবলার মন কাড়িয়া নিল সুর-ললিত বচনে গো ।
শারদ শশী নায় তুলনা গো সখী সেরূপ সামনে ।
পাগল মিয়াধনে বলে বাহুবান্ধ্য সে রাঙ্গা চরণে গো । ১
প্রেমভাণ্ডার, পৃ ১২

বাউলা খেদ

স্বপ্নে দর্শন

আজু নিশিতে শয়নে, গো সই রাই দেখলাম স্বপনে । ধু
এগো একবার চক্ষু মেলি না দেখিলাম নিদ্রা আইল নয়নে ।
দয়াধরি রাই কিশোরী আইলা দরশনে ।
এ গো আমি না পাইলাম সাধন ভক্তি রাইর রাঙ্গা চরণে ।
কমল হস্ত বুকে দিয়া সুরললিত বচনে, সুর ললিত বচনে ।
এগো প্রেম কাঞ্চালী দাস বলিয়া ডাকছে ঘনে ঘনে ।
কত শান্তি কৈল মোরে চুষন আলিঙ্গনে, চুষন আলিঙ্গনে ।
এগো কইছে সবে পাইমু তারে রাখলে মনে মনে ।
হারে মরি রাই কিশোরী পাশরি কেমনে, পাশরি কেমনে ।
ও আমি দীন ছঃখিনীর নামটি লিখ যুগল ও চরণে ।
দয়াল মুশিদের জানা আছে যে বাসনা মনে, যে বাসনা মনে ।
এগো স্বপনে দেখিয়াছি যারে বলে মিয়াধনে । ২
প্রেমভাণ্ডার, পৃ ২

বাউলা খেদ

বিরহ

আমায় তুলিওনা কখনে, রে শ্রাম তুলিওনা কখনে । ধু
এ গো তুলিলে দাসীর প্রাণ রাখিব কেমনে ॥
আমি দাসী চির দোষী জাহিরে বাতুনে, জাহিরে বাতুনে ।
ও আমার দোষ ক্ষেমা করিয়া দেও বন্ধু দয়াল নামের গুণে ॥
বুদ্ধিহীন বলে কীণ আর হীন ধনে, আর হীন ধনে ।
এ গো শ্রামের সেবা দিতে না পাইলাম চিন্তার কারণে ॥
আমার ঘরে বসিয়া রহিলাম নিশিতে গোপনে, নিশিতে গোপনে ।
এ গো কোন নিশিতে দিবায়ে দেখা হেরিমু নয়নে ॥

আসবে কি না বলরে বন্ধু শুনি মোর কারণে, শুনি মোর কারণে ।

এ গো আসলে চন্দ্র যাবে ধরা বলে মিয়াধনে ॥ ৩

প্রেমভাণ্ডার, পৃ ১১

বাউলা খামালি

বি

আমার কলঙ্ক নাম যে হইতে, প্রাণ বন্ধুরে আনিয়া দে গো ললিতে । ধু

এগো প্রেমানলে অঙ্গ সারা বাচিব ল কি মতে ॥

বিদেশী বন্ধুঘার মনে প্রেম করিলাম নিগূঢ় বনে ।

এগো ফুকানী কান্দিতে নারি পাড়ার লোকের ডরেতে ॥

কার বাপের মুড়াইলাম মাথা ও সেই পথে ঘাটে খোচা কথা ।

এ গো খোচা কথা যে বলিব বাস হইব তার নরকে ॥

বিষ খাইয়া মরি গো সখী ও সেই কি করি জীন্দগি রাখি ।

এ গো মিয়াধনের পূর্ব আশা অভাগী রাই মইলেতে ॥ ৪

প্রেমভাণ্ডার, পৃ ৫

বাউলা চৌপদী

বিরহ

আমার প্রাণ নিলায় কিশোরী, প্রাণ নিলায় কিশোরী । ধু

এ গো তোমার পিরীতের লাগি হইমু দেশান্তরী ॥

তোমার কথা উঠিলে মনে রহিয়া রহিয়া ঝুরি, ছুঃখ সহিতে না পারি ।

এগো কোন রসের রসিক পাইয়া আমায় যাও পাশরী ॥

জলিয়া উঠে প্রেমের আনল দাহা দাহা করি, আনল নিবাও দর্শন দান করি ।

এগো দর্শনের জল ঢালিয়া দিলে শীতল হইতে পারি গো ॥

ছাড়িয়া লাজ ধরছি সাজ পিরীতের ভিখারী, আমি প্রেম ভিক্ষা করি ।

ও তোমার প্রেমদানে রাখব প্রাণ ঐ নিবেদন করি গো ॥

তোমার প্রেম সরোবরে ভাসল আমার তরী, তুমি হও নাওয়ের কাণ্ডারী ।

তোমার নামেতে কলঙ্ক রহিব যদি ডুবিয়া মরি গো ॥

মিয়াধনের যত আশা তোমার কেবল জানা, ভবে আর কেও জানে না ।

পাইলে চরণ ছাড়মু না কখন বাঁচি কিবা মরি গো ॥ ৫

প্রেমভাণ্ডার, পৃ ৮

বাউল বিচ্ছেদ

বিরহ

আমার প্রেম স্ফূর্মী কালা গো, যার প্রেমেতে জগত উজালা । ধু

একবার পাইতাম যদি তার রাঙ্গা চরণ মাথায় লইতাম ধূলা গো ॥

আমি দাসী প্রেম উদাসী কান্দিয়া ভাঙ্গিলাম গলা ।
 ও আমার ছুই নয়নে বহে বারি যেমন আবাড় মাসের গোলা গো ॥
 বাতাসে উড়াইয়া যেমন নেয় শিমুলের তুলা ।
 তেমনি মতে বন্ধে আমার প্রাণটি হরি নিলা গো ॥
 প্রেম সাগরে ভাসিয়া কিরি যেমন স্রুতের শেওলা ।
 শ্রাম ছাড়া রাই কিশোরী কেমনে থাকইন একেলা গো ॥
 পাগল মিয়াধনে কয় সয়না প্রেমের জালা ।
 থাকতে যৌবন হইল না দর্শন ও আমার আশায় জীবন গেলা গো ॥ ৬
 প্রেমভাণ্ডার, পৃ ৪

বাউল

স্বপ্নে-মিলন

একবার কোলে বইস প্রাণ জুড়াই, দেও আলিঙ্গন নাগড় কানাই । ধু
 চাই না তোমার ধন কড়িরে বন্ধ ও বন্ধ প্রেম কাঙ্গালী আমি রাই ॥
 কি হেরিলাম গত নিশি তরুতলে উদয় শশী রাঙ্গা রূপের বলক দেখতে পাই ।
 জাগিয়া না পাইলাম তারে ও বন্ধ কোনখানে রহিলায় ছাপাই ॥
 আইস যদি প্রাণের সখা নিরলে করিব দেখা রূপের রূপ মিশাই ।
 ওরে নয়নের কাজল বানাইরে বন্ধ ও বন্ধ নয়নে রাখিমু লাগাই ॥
 জানিয়া বিরহিনী দাসী একবার কথা বল হাসি হাসি শুনলে সর্বদা জুড়াই ।
 ওরে তোমার চিত্রপট দেও আমারে রে বন্ধ ও বন্ধ হেরি মুক্ত হইয়া যাই ॥
 মিয়াধন কয় ভাবিবাধা পাবেনা শ্রাম থাকি এখা, থাকি এখা ভাবে বুঝতে পাই ।
 ওরে যাত্রাকালে পাইলে ও বন্ধ যত্নাপদে মুক্তি চাই, দেও আলিঙ্গ
 নাগড় কানাই ॥ ৭

প্রেমভাণ্ডার, পৃ ১৪

বাউলা ধামালি

বিরহ

কঠিন শ্রামের নাম গো তোরা কেউ লইও না । ধু
 শ্রাম পিরীতির এত জালা আপে আমি জানি না ॥
 দূতী বলি বারেবার শ্রামের কথা আমার কাছে বলিও না গো আর ।
 এগো বলতে পার ছুঃখের কথা লোক সমাজে কহিও না ॥
 আর মনের কথা প্রকাশি যদি ছুটিলা কুটিলা তারা সদায় গো বাদী ।

এগো মিছা দোষের দোষী পাইয়া সদায় দেয় গো যাতনা ॥
 পাগল মিছাধনে বলে প্রেমরত্ন মানিক কি গো সহজে মিলে ।
 যে জানে না প্রেমের মর্ম তার সনে প্রেম করিও না ॥ ৮
 প্রেমভাণ্ডার, পৃ ১৪

বাউল বিচ্ছেদ

বিরহ

কাল ননদী তুমি মর গো, একদিন বন্ধুয়ার রূপ দেখি । ধু
 ও তারে দেখবার আশে রইলাম বসে এ জীবনের আর নাই বাকী গো ॥
 কাল বোবনে বসন ঠেলে ভোর ধন্নি মানে না ।
 এগো দিবানিশি চমকে যৌবন কাচা কেমিকেল সোনা ॥
 জলের ছলে কদম তলে রূপ দেখিতে যাই ।
 ননদীর কি ভরা মাইলাম সঙ্গে থাকে তাই গো ॥
 আমি এখান প্রেম কইলাম কার বা কইলাম বুঝা ।
 ও নন্দে আরিপরি ডাকিয়া দেখায় মুখ মারিয়া মুরা গো ॥
 মিছাধন কয় আমার ননন্দ হয় বিষম বইতল ।
 ও স্বামীর সনে লাগাই বিবাদ পালায় কলসীর জল গো ॥ ৯
 প্রেমভাণ্ডার, পৃ ৩

বাউলা খামালি

মান

কেনে মান কর গো রাই । ধু আজ বুকি রাধার সনে মিলিবা কানাই ॥
 লং এলাচি জায়ফল যত্রি কর্পূরের গুড়ি ।
 এগো সোনা মুখে তুলিয়া কেনে লওনা পানের বিড়ি ॥
 আতর গুলাববাস কাশেতে ভরিয়া ।
 এগো সোনা বন্ধের অঙ্গে দিও ছিটাইয়া ছিটাইয়া ॥
 কিবা নারী কিবা সতী তোরা এত বড়াই ।
 তোমার মত রঙ্গে রূপে আর কি মানুষ নাই ॥
 পাগল মিছাধনে বলে কুলে আও গো রাই ।
 শ্রামচান্দ প্রাণের নাথ হারিয়াছি কানাই ॥ ১০
 প্রেমভাণ্ডার, পৃ ১০

বাউলা ধামালি

বংশী

তোরা দেখ আসিয়া ললিতে, ঐ নাকি শ্রাম বাজায় বংশী কদমতলাতে । ধু
 শ্রামের বংশীর স্বর প্রাণ নিল মোর কেমনে থাকি ঘরেতে ॥
 কাল হইল সই বংশীর ধনি ও সই ধৈর্য ত না মানে প্রাণী ।
 নারীর যৌবন লইয়া টানাটানি দাগ লাগাইলাম কুলেতে ॥
 শ্রামের অঙ্গে স্বর্ণমাথা ও তার কপালে তিলকের রেখা ।
 ও সে ভঙ্গিমাতে দিল দেখা রমণীর মন ভুলাইতে ॥
 প্রেম চিন্তে চৈতন্য হারা অধর চন্দ্র যায় না ধরা ।
 ও সে ভক্তের হাতে থাইছে ধরা প্রেম লাবণ্যের ভোরেতে ॥
 যে যাহারে সদায় ভাবে ও সই ঘরে বসিয়া তারে পাবে ।
 পাগল মিথ্যাবাদ বলে নিশ্চয়েতে দেখা হবে নিরলে ॥ ১১
 প্রেমভাণ্ডার, পৃ ৬

বাউলা খেদ

বিবহ

দাসীর নাম লিখ চরণে, রে শ্রাম নাম লিখ চরণে । ধু
 এগো চরণ পানে শরণ হইলে দাসীরে পড়ব মনে ॥
 প্রেমের আশে রহিলাম বসে নিশি জাগরণে, নিশি জাগরণে ।
 এগো আইল না মোর সোনা বন্ধু মজিয়াছে কার সনে গো ॥
 কার কাছে কই মনের দুঃখ বল গো সখীগণে, বল গো সখীগণে ।
 এগো কে আনিয়া দিত বন্ধু নিশিতে গোপনে ॥
 বসন ভূষণ নাহি মানে নবীন ও যৌবনে, নবীন ও যৌবনে ।
 এগো বন্ধু বিনে নবীন যৌবন শপি কার চরণে ॥
 পিরীতের কাঙ্ক্ষালি হইয়া বলে মিথ্যাবাদে, বলে মিথ্যাবাদে ।
 ও প্রেম করছে যে জন মরছে সে জন স্বপ্ন নাই তার জীবনে ॥ ১২
 প্রেমভাণ্ডার, পৃ ১০

বাউলা ধামালি

বিবহ

পাইমুনি শ্রাম কালা গো সই, পাইমুনি শ্রাম কালা । ধু
 এগো ঘারে ভাবি রাত্রদিনে মন হইছে বাহলা গো ॥

থাকে যদি বন্ধের মনে কহি গো সরলা, কহি গো সরলা ।
 এগো ভোর নিশিতে দিত দেখা আসিয়া একেলা ॥
 পায়ে ধরি গো সহচরী বন্ধু আনি মিলা, বন্ধু আনি মিলা ।
 এগো তুমবারে করিমু দান বিনা স্নেহের মালা ॥
 পাগল মিয়াধনে বলে প্রেম নয় কেওরের জুলা, প্রেম নয় কেওরের জুলা ।
 ও প্রেম করছে যে জন মরছে সে জন রসের চিকন কালা ॥ ১৩
 প্রেমভাণ্ডার, পৃ ৭

বাউল ধামালি

বিরহ

প্রাণ ললিতা তোরা যাওগো, বন্ধুরে আনিয়া দেও স্বরা । ধু
 আমি দাসী চির দোষী শ্রাম পিরীতের মারা গো ॥
 ললিতা বিশখা সখী যাও গো স্বরা করি ।
 আনিয়া দেও মোর প্রাণ বন্ধুরে দেখি নয়ন ভরি গো ॥
 আমার বন্ধু প্রেম রসিক প্রেমভক্ত আছে ।
 এগো ভক্ত পাইলে আদর করিয়া প্রেম বাচে গো ॥
 নূতন যৌবন আমার কেমন কেমন করে ।
 এগো আসলে বন্ধু নূতন যৌবন সপিয়া দিতাম তারে গো ॥
 শ্রাম ভক্ত যেই নারী স্বর্গে পাইছে বাস ।
 পাগল মিয়াধনে কয় গো আমার না পুরিল আশ গো ॥ ১৪
 প্রেমভাণ্ডার, পৃ ৩ ; বা. বৈ. ভা. সং ৭৮, পৃ ৮১

গান বিচ্ছেদ

নাম জপ

শুধু নাম জপ নিরালা গো, কালার নাম সার কর গলের মালা । ধু
 এগো কালার নামের আশে কাশে জীবন অন্ত বেলা ॥
 সহজ ভজন প্রেমালিঙ্গন কালায় প্রকাশিলা ।
 এগো রাধাকান্ত দুইজনে কইলা প্রেম লীলা গো ॥
 সবে বলে কান্ত কাল রাধা রূপবতী ।
 এগো তবু না ছাড়ল রাধিকা কালার পিরীতি ॥
 পাগল মিয়াধন বলে কালার নামটি শ্রুতি ।
 এগো মৃত্যুপদে যে নাম প্রভু পাক বারী গো ॥ ১৫
 প্রেমভাণ্ডার, পৃ ১১

১০৯ মীর কয়সুজা

কৃষ্ণ বসন্ত

বিরহ

আহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ কে নিল হরিদা । কান্দে সব গোপনারী গোবিন্দ দেখাইয়া ॥
নন্দ কান্দে যশোদা কান্দে কান্দে রোহিণী । আহা তেজিয়া কান্দে বনের হরিণী ॥
না কান্দ না কান্দ গোপী স্থির কর মন । কংস বধিয়া কৃষ্ণ আসিব এখন ॥
জাতি যুথি মালতী পুষ্প ঘারে লাগাইলুম । নিষ্ঠুর কালিয়ার সনে পিরীতি
বাড়াইলুম ॥

ফুটিল মালতী ফুল গন্ধ গেল দূর । ছাড়ি গেল প্রাণনাথ নিমায়ী নিষ্ঠুর ॥
মীর কয়সুজা কহে ধৈর্যজ ধরহ চিত । ফিরিব কানাই মনে না ভাবিহ ভীত ॥ ১
ব্র ত. পৃ ১০ ; ম. বা. গী. সং ২৩৮, পৃ ১৬৬ ; ম. ক. প. সং ২২৪, পৃ ১০১

বংশী

কেনে আল জলে রে মুই কেনে আইলাম জলে জলের ছলে বন্ধুরে দেখিলাম
কদম্বতলে । ধু
সখীসঙ্গে জলে আইলু জলভরি গেল তারা আমি ত অবলা রাধে কলসী না
গেল ভরা ।

মুররী বাজায় বন্ধু কদম্ব তলে রৈয়া কদম্বের পত্র সারি বন্ধুর পদের ছায়া ।
হাতেশাখ কানেসোনা পিঙ্কনে পাটেরশাড়ী হাতনাড়ি কহেকথা রাধিকা সুন্দরী ।
মুররী বাজায় শ্রামে কদম্বের স্থানে চলিছে সুন্দরী রাধে কান্দ দরশনে ।
মীর কয়সুজাহ কহে কদম্বের তলা বংশীর ধ্বনিতে যায় করিবারে মেলা ১২
ম. ক. প. সং ৩২৮, পৃ ১৩৪

রামজিয়া

অনুরাগ

চল দেখিগিয়া রূপ, বন্ধু চল দেখিগিয়া । কিরূপে ধরাইমু হিয়া শ্রামে না
দেখিয়া ॥ ধু
মালতীরমালা গলে শোভিআছে ভাল । মুখানি পূর্ণিমাশনী বরণ চিকণ কালা ॥
সাক্ষীহৈও সাক্ষীহৈও এ পাড়াপড়নী । শান্তুড়ী ননদীর বাদে হৈলাম দেশান্তরী ॥
কদম্বের ডালে বসি বাজাএ মুররি । আবরিছে কদম্বের পত্র সারি সারি ॥
মীর কয়সুজা কহে মনেতে ভাবিয়া । দেখ দেখি শ্রাম রূপ জল ছলে গিয়া ॥ ৩
ব্র ত. পৃ ২ । ম. ক. প. সং ৩০, পৃ ৩৬

তুড়ী

রূপ

দেখে সখি শ্রাম মোহনিয়া,
 এ রূপ যৌবন করিএ নিছন শ্রাম পদে ভজ গিয়া । ধু
 মোহনিয়া কালা মোহনিয়া মালা মোহনিয়া বাঁশী বাজাএ ।
 ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা দিতে নারি সীমা জগ-মন মূক্ছএ ।
 চুড়ার ছন্দে অন্তর বান্ধে ধরে নটবর বেশ ।
 কপালে চন্দন মদন মোহন মজাইল গোকুল দেশ ।
 মকর কুণ্ডল অরুণ মণ্ডল মূরছিত কোটি কাম ।
 বচন সে শোভা মুনি-মন-লোভা আনন্দ রসেরি ধাম । * * *
 বাঁশের বাঁশী গরল রাশি যুবতী বদিতে কঁাসি ।
 শুনি বাঁশীর ধ্বনি গোকুল রমণী বিনি মূলে হএ দাসী ।
 মীর ফয়জুল্লা ভণে লাগিল নয়ানে কেমনে বৈরজ ধরি ।
 শ্রাম স্নানাগর রসের সাগর তিলেক না দেখি মরি । ৪
 ব্র ৩. পৃ ৭ ; ম. বা. গী. সং ৬২, পৃ ৪৩ ; মু. ক. প. সং ৩২, পৃ ৪৮

তুরি গুজরা ।

অহরাগ

রাই রাই কর অবধান । তুআভাবে আকুল রসময় কান ॥ ধু
 কালিন্দীরতীরে বাস নিরক্ষিএ তোক্ষা । রসের আবেস হৈআ সদাএ আছি
 আক্ষা ॥

তোক্ষা নদেখিআ শ্রামে হাতেরবাঁশী ফেলে । ভূমিতে পড়িআ বাঁশী রাধা
 রাধা বোলে ॥

খেনে হাসি খেনে বাঁশী খেনে গড়ি জাএ । অধরে মুররি থুইআ তুআ গুণ গায় ॥
 মীর ফয়জুল্লা কহে রসবতী রাই । রসের পসার লৈআ ভেটগে কানাই ॥ ৫
 ম. বা. গী. সং ৮০, পৃ ৫৫ ; মু. ক. প. সং ৬১, পৃ ৫৬ ; সখিলন, ১৯২৬ ভাদ্র ও আশ্বিন, পৃ ১৮২

কেশার

মিলন

রাধা মাধব নিকুঞ্জ বনে । ধু
 ব্রক্ষা জারে স্তুতি করে চারি বআনে । হেন হরি নারায়ন দেখিবা নআনে ॥
 পুষ্প চন্দন লৈআ গুণী সব ধাএ । মেলি মেলি মাঝে পুষ্প গুবিন্দে গাএ ॥

পুষ্প চন্দনের ঘাএ অর্জরিত হরি । মাধবিলতার তলে লুকাএ মুরারি ॥
মাধবিলতার তলে নন্দস্থত রৈলা । শ্রীকৃষ্ণ বুলিয়া গুপী কান্দিতে লাগিলা ॥
মীর ফএজোলা কহে অপকুর লিলা । শ্রামরূপ দরশনে দরবহে শিলা ॥৬

বা. বৈ. ভা. সং ৭৯, পৃ ৮১ ; ভা. ১৩২৩ কার্তিক, পৃ ৭৫৪ ; ভা. ১৩২৫ পৌষ, পৃ ৭৭ ; মু. ক. প. সং ৩১, পৃ ৪৮.

১১০ মীর্জা কান্দালী

রাগ গান্ধার

বিরহ

আলো রে পরাণের সহরে নিষ্ঠুর কালারে আইনা মোরেদে, মোনাইআ

মোরে দে । ধু

এথেক প্রকারে সেবিছ কালারে জৌবন ধন দিআ দান ।
নিষ্ঠুর কালাবর এবে না ভেল মোর দৈবে সে তেজিমু প্রাণ ॥
জাতি কুল ছিল সব তেআগিল তবে হো মোরে বিমতি ।
নিষ্ঠুর কালাবিনে আর না লএ মনে ন জানি কি হৈব গতি ॥
মোর নিবেদন শুন সখীগণ কহিঅ বন্ধুর আগে ।
দরশন দিতে শ্রাম কেনেরে হইব বাম দেখিতে কথেক ধন লাগে ॥
মির্জা কান্দালী ভণে কেনে দুঃখভাব মনে তোরে নাহি শ্রামের মন ।
পরের পিরীতি থানি ভাটি না জোআরের পানি জানিলুং নিশির স্বপন ॥১

মু. ক. প. সং ২৩৩, পৃ ১০৩ ; সম্মিলন, ১৩২৪ ভাদ্র ও আশ্বিন, পৃ ১৮৪

নট সিকুরা

নৃত্য

কালিআ নাচে রে রমণী সমাজে ভাল । ধু
মুদঙ্গ বাজেরে তাইথে বাজে করতাল । সহস্র গোপিনী মাঝে কাহ্ন নাচে ভাল ॥
করেত কঙ্কণ শোভে কটিতে কিঙ্কিনী । চরণে নেপুর বাজে কুহুহু শুনি ॥
নাচে আর গাহে কালা রমণী সমাজে । রবাব বেণু বাঁশী মধুর মধুর গাজে ॥২
মির্জা কান্দালী ভণে দেখহ চরিত । তারা সব সঙ্গে চান্দ নাচএ ভূমিত ॥

কাবামালক, পৃ ৩৫ ; মু. ক. প. সং ৩৭, পৃ ৪৯ ; সম্মিলন, ১৩২৪ ভাদ্র ও আশ্বিন, পৃ ১৮৪

রামকেলি (মতান্তরে সুহই)

অনুবোধ

কিরে শ্রাম, এমন উচিত নহে তোমার । ধু
অঘোর সাঁঝুয়া বেলা, কিবোল বলিয়া গেলা, সাঁচা যদি না আছিল মনে ।
এক কহ আর হয়, এমন উচিত নয়, এতখ না সহ্য পরাণে ।
যখন পিরীতি কৈলা, দিবারাত্রি আইলা গেলা, ভিন্ন ভাব না আছিল মনে ।
সাধিয়া আপনা কাজ, কুলেতে রাখিলা লাজ, কিরিয়া না চাহ আঁখি কোণে ।
তুই বন্ধের কঠিন হিয়া, আনলেতে তৃণ দিয়া, কোথা গিয়া রহিলা ভুলিয়া ?
মীর্জা কান্দালী ভণে, জল ঢাল সে আনলে, নিবাও লো প্রেমরস দিয়া । ৩

এই পদের সঙ্গে হাসমত রচিত “বসন্ত আইল প্রাণের বৈরী” পদের অংশ বিশেষের মিল আছে । শুধু এই পদের প্রথম পংক্তি “কিরে শ্রাম এমন উচিত নহে তোমার । ধু”—হাসমতের পদে নাই ।

কাব্যমাল্য, পৃ. ৩৩ ; প্রাচীন পুথির বিবরণ, ২য় ভাগ, সং ৫০১, পৃ. ৬৭ ; বা. বৈ. ভা. সং ৮০, পৃ. ৮২ ; ব্র. ৩. পৃ. ১১ ; ম. বা. গী. সং ১৮৩, পৃ. ১২৭ ; মু. ক. প. সং ২০৬, পৃ. ৯৬ ; রাগমালা

অনুবোধ

কেনে আইলুম যমুনার জলে । ধু
যাইতে যমুনার জলে, কি দেখিলুম কদমতলে, সে অবধি ঘরে না লয় মোর প্রাণি ।
হানিয়াছে কালা-বাণে জাগিয়াছে মোর মনে আমারে বধিবে হেন জানি ।
বিষ লাগে গৃহ-কাজ আর কিবা কুলে লাজ ঘরবাড়ি তেজি মু সকল ।
ননদীর নাহি ভয় কি মোর আপন পর কালারূপে করিলা বিভোল ।
সব সখী আইল সঙ্গে তারা গেল রঙ্গে সঙ্গে মুই কেনে ঠেকিলুম কালার কান্দে ।
মীর্জা কান্দালীর বাণী শুন রাখা ঠাকুরাণী মরমে হানিছে কালাচান্দে । ৪
মু. ক. প. সং ৯৯, পৃ. ৬৬

করণ ভাটিয়াল

বংশী

বদলে খুইয়া যাও বংশী রে রাধার বন্ধু বদলে খুইয়া যাও বংশী । ধু
এই বংশী মধুরা বাইব পুনি নি গোকুলে আইব লাগ পাইলে মধুরা নাগরী ।
এই বংশী যতন কৈলুম ছুই কুলে কলঙ্কী হৈলুম বংশী হইল মোর প্রাণের বৈরী ।
মন মোর ঘোর নিশি তুমি মোর প্রাণ শশী রসিয়া নাগর যেই জন ।
যার সঙ্গে নিত্য হাসি আমিরা সাগর-বাসি সে নারীর সাকল্য জীবন ।

মীর্জা কাদালী কহে সোনা নহে রূপা : হে তরল পাকের যে বাণী ।
আজ্ঞা কর প্রাণ নাথ বাণী দেও মোর হাত অনামুলে হৈছা গেলুম দাসী । ৫
ম. বা. গী. সং ১০১, পৃ ৭১ ; মৃ. ক. প. সং ১১৮, পৃ ৭১

১১১ মীর্জা কয়জুল্লা

ধানশী

অচর্য

সজনী সই, কাহ্ন সে প্রাণধন মোর । ধু
যে বলে বলুক মোরে, যে করে করিব নিজ পতি ।
সকলি ছাড়িয়া মুই, কাহ্নর শরণ লই দিক মোর এই ঘরে বসতি ॥
তোমরা যথেক সমী ঘরে যাও কুল রাখি কাহ্নর ভাবে হৈয়াছি বিভোর ।
শুনিতে বাণীর গান, অবীভূত হএ পাষণ, রমণীর প্রাণ কথ দড় ॥
চিন্ত উতরোল দেখি চৌদিকে পলকে আঁখি, সকলি দেখিএ শ্রাম রায় ।
মনে হেন সাধ করে, নিত্য দেখি বন্ধুধারে, ভজিতে না পারি রাদা পায় ॥
মীর্জা কয়জুল্লা বাণী, শুন রাধা ঠাকুরাণী মনে ভাব মন্দিরে বসিধা ।
জীবন জোয়ারের পানি তরল তরঙ্গ জানি ঐ রাধা চরণ ভজিয়া ॥ ১
বা. বৈ. ভা. সং ৮১, পৃ ৮২ ; ব্র ৩, পৃ ৮ ; ম. বা. গী. সং ৭২, পৃ ৮২ ; মৃ. ক. প. সং ৭২, পৃ ৭৬

১১২ মুছা

বাউল

রসিক চিনিয়া প্রেম করিতে হয়,
এগো অরসিকে প্রাণ দিলে আনু থাকতে মরতে হয় ।
বন্ধুরে রসিক জানি হইয়াছিলাম উদাসিনী,
এগো প্রেমানলে জলে হিয়া মরণের আর বাকী নয় ।
নিষ্ঠুর বন্ধের প্রেমানলে সদায় মোর অঙ্গ জলে,
এগো আশায় আশায় দিন গেল রজনী প্রভাত হয় ।
কিবা নর কিবা নারী যতই আছ প্রেমভিখারী,
এগো নিষ্ঠুর প্রেমে না মজিবার না করিয়া পরিচয় ।
মহুয়ের প্রেম করিলে মহাপ্রেমের সন্ধান মিলে,
এগো যে জন করিছে স্বজন তার প্রেমে মজতে হয় ।

দীনহীন মুছায় বলে প্রেমানলে অঙ্গ জলে,
এগো হাসরের বিচার কালে পাইবায় তার পরিচয় ।১
বা. বৈ. ভা. সং ৮২, পৃ ৮৩ ; বাগ মারিকত, সং ১৬, পৃ ১০

১১৩ মুজমিল নাগর

খণ্ডিতা

ছুইয়ো না ছুইয়ো না কালা ছুইয়ো না ছুইয়ো না মোরে ॥
আর খাইতে বসি, ছায়া দিয়ো না, তোরা অঙ্গে দেখি রে শ্রাম অপক্লপ নমুনা ।
এ গো তোরা গায়ে কিরণের দাগ কোন্ রমণীয়ে দিয়াছে তোরে ॥
আর অতরাত্রি ছিলায় কার ঘর, গলে আছিল সোনারমালা ছিঁড়া একছি ল'র ।
ও তোরে বারে বারে করি মানা যাইয়ো না পরারি ঘরে ॥
আর মুজমিল নাগরে গো বলে সিনান করি' আও গো ত্বর যমুনার জলে ।
এ গো বইবার দিমু ছাপরখাট বৈবন দান করিমু তোরে ॥১
শ্রী. লো. স. সং ১২১, পৃ ৮৮

বিবাহ

যার লাগি' কান্দিয়া মরি দুই নয়ানে বইছে বারি ॥
আর ফুলের মালা পরাইছি গলে চিকন কালায় বাজায় বঁশী কদম্বের তলে ।
ওরে মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম কুলমান ত্যজ্য করি' ॥
আর শরম হনে মরণ গো ভালো প্রাণ-বন্ধুর পিরিতে আমার জাতিকুল গেল ।
ওয় গো তোমার আনল জলছে দেহায় ঘরে বঞ্চিত না পারি ॥
আর মুজমিল নাগরে গো বলে লাগাইছি পিরিতের ছাটা কদম্বের তলে ।
ওয় গো কদমতলায় জলের ঘাটে বদ্বহরা বংশীধারী ॥ ২
শ্রী. লো. স. সং ৯৯, পৃ ৮২

১১৪ মোছন আলী

নৌকাবিলাস

মথুরা বাজারে যাই, পার করি দে নন্দের কানাই । ধু
চলিছে রাধে মথুরা বাজার, ভাও ভরি মাখে করি দধির পসার ।

ঘাটে চৌকি নন্দের কানাই, বলে দধি দেবে থাই ।

নানা ভোলা নুতন ঘোবনী, কি দিয়া মানাই বাইনু ঘাটোয়াল মাঝি ?

ভুমি কমল আমি ভ্রমর, একা কুঞ্জে চল সাথ পুরাই ॥

কহে হীন মোছন আলী রাই, দান করি নয়ালি ঘোবন, পার কর কানাই ।

ভুমি নাগর ধর কাণ্ডার, আমি দিগু তোরে পান বানাই ॥ ১

বা. বৈ. ভা. সং ৮৩, পৃ ৮৩ ; ব্র ৩, পৃ ২৮ ; ম. বা. গী. সং ১২২, পৃ ৮৪ ; মু. ক. প. সং ১৬১, পৃ ৮৩

১১৫ মোহাম্মদ

না গোদা ভাটিয়াল

পূর্বরাগ

ওকি অপক্লপ পেখিলুং বিপিন মাঝে ।

জার জখ হিত চিত্ত প্রকাশিত সাফল নআন সাজে ॥ ধু

কতুক কারণে গেলু বৃন্দাবনে দেখিতে ছো বন্ধু শ্রাম ।

কুঞ্জ নিকুঞ্জ বনে অলিকুল গুঞ্জরে মধু পিএ রঙ্গে আর ঢঙ্গে ।

মল্লিক কিং শুক হেরি পছ মুখ হাসি বিকশিত রঙ্গে ॥

নানা পক্ষী রবে স্বধারস গাবে পিআগুণ অহুপাম ।

পিকধনি বিক চাতক ঘাতক পিউ পিউ জপে নাম ॥

কহে মোহাম্মদ রহেমান সম্পদ প্রভুপদে করহ ভকতি ।

ও রাঙ্গা চরণে লইলুম শরণে মরণে তরিতে গতি ॥ ১

বা. বৈ. ভা. সং ৮৪, পৃ ৮৪ ; ম. বা. গী. সং ৩৩, পৃ ২২ ; মু. ক. প. সং ১২, পৃ ৪৩ ;
সম্মিলন, ১৩২৪ ভাদ্র ও আশ্বিন, পৃ ১৮৩

১১৬ মোহাম্মদ আলী

গুর্জরী

পূর্বরাগ-রাধার

নাগর কানাইয়ারে, কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে । ধু

জঙ্গম মেঘের আড়ে যুগল খঞ্জন নাচেচরে, তা দেখিয়া মোর হিয়া ফাটে ।

যমুনার জলে যাইতে বৃষ্টি পাইল রাজপথে, ধোলাইল শিরের সিন্দূর রে ।
বেহানে পড়িল বাধা, কেনে গেলুম্ কলঙ্কী রাধা, শ্রামের অঙ্গে অঙ্গ মোর পড়ি
গেল ঢেঁশা রে ।

পদ পরে পদ থুইয়া, কদম্ব হেলান দিয়া, বাজএ বাঁশী প্রিয়া নাম লৈয়া রে ।

দংশিল অনঙ্গ নাগে, বেদ মন্ত্র নাহি লাগে, বিষে ছাইল সর্ব অঙ্গ রে ।

মহম্মদ আলীএ ভণে, না ভাবিও ছুংখ মনে, ভাব প্রভু এক সার রে ।

বা. বৈ. ভা. সং ৮২, পৃ ৮৫ ; ব্র ৪, পৃ ১ ; ম. বা. গী. সং ১০৬, পৃ ৭৩ ; মু. ক. প. সং ১৪২
পৃ ৭৭

১১৭ মোহাম্মদ চুহর

চন্দাবলী-ছন্দ

অভিমান

সাজ এ কুমারী পরম সুন্দরী শ্রাম উদ্দেশে গমনা ।
সব সখী নাগরী কুমারীক বেড়ি করএ বিবিধ সাজনা ।
লইয়া চাচরি বিনি জটা ছিরি সজোগে ত্রিপ্যাচ গুণনা ।
মুক্তামালা ছড়া গুছিল লড়া লড়া বিনি ফাঁসে কৈল গোপনা ।
সিন্দূর প্রচুর যেন প্রাতঃ সূর স্থির-স্বর্ণ-প্রায় শোভনা ।
খাচামত বলি খাড়ি গঙ্গাজলি সুন্দরী করিলা ভূষণা ।
গাএত পঞ্চম শব্দ মনোরম নূপুর কহু কহু বাজনা ।

বা. বৈ. ভা. সং ৮৫ (ক), পৃ ৮৫ ; বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৭ তৃতীয় সং, পৃ ৬০

১১৮ মোহাম্মদ-পরাণ

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

হরির অরিপতি তাহান সন্ততি বাম পাশে চুড়া টালিছে ।
মাথে নানাকুল দেখি অলিকুল উড়ে উড়ে অগ্নি রহিছে ।
পঙ্কজ লোচন নাসিকা গঠন ভুবনে নাহিক তুলনা ।
না চলে নয়ান হেরিতে বয়ান হেরি মুনি-মন মোহনা ।
ভাল এ শ্রীখণ্ড ভুরু কামদণ্ড নয়ান অঙ্গনে রহিছে ।
ভুজ ভুজঙ্গিনী কটিতে কিঙ্গিনী তাতে বনমালা শোভিছে ।

স্থললিত ধনি গাগরী কিঙ্কিনী চলিতে কহুকুহু বাজিছে ।

কহে মোহাম্মদ পরাণ এই পদে লেখে নাম সংসার ছাড়ি মন লাগিছে । ১

বা. বৈ. ভা. সং ৮৬, পৃ ৮৬ ; মু. ক. প. সং ১০, পৃ ৪০

১১৯ মোহাম্মদ হানিফ

কল্যাণ

পূর্বরাগ

মধুর মুরড়ি ধনি শুনিতে স্বস্বর । ভুবন মোহন রূপ চলহ মধুর ॥ ধু

কি রঙ্গ দেখিলাম রে মই যমুনার কূলে । পুলকিয়া উঠে প্রাণ ছটকট করে ॥

কালিয়ার নাচনি চাইতে প্রাণি নিলহরি । কামরু কামরু নাচে আপনা পাসরি ॥

মোহাম্মদ হানিফে কহে কি রঙ্গ দেখিলুম । মেঘেরে চলিআ যাইতে নিরক্ষি

চাহিলুম ॥ ১

কাব্যমালক, পৃ ৪১ ; প্রাচীন পুথির বিবরণ, সং ২২৯, পৃ ১৭৮ ; বা. বৈ. ভা. সং ৮৭, পৃ ৮৭ ; ত্র ৩, পৃ ২৯ ; মু. ক. প. সং ১০, পৃ ৪৪ ; রাগমালা

১২০ মোহাম্মদ হাসিম

রাগ দীপক

বিরহ

অরে শ্রাম গেলা কোন্দেশ, কোন্ দেশে গেলা শ্রাম নাপাই উদ্দেশ । ধু

পিয়া মোরে বিছোড়ল তিলে যুগ জানি, পিয়া বিনে হই গো পনি ।

আকাশের চন্দ্র প্রিয়া কিবা শিরোমণি, আসিবা আসিবা করি গোয়াইলাম রজনী ।

মুহাম্মদ হাসিমে কহে নিরবধি হিয়া দহে, মুখে না আসে বাণী গুরুজনের ভয়ে । ১

মু. ক. প. সং ২৪০, পৃ ১০৬

আত্মবোধন

কৈয়াম কৈয়াম মুক্টির ননদীর আশ্রমে । রাত্রিদিবা কানাকানি নাসহে পরাণে ॥

শান্তড়ী ননদী জাল সতিনী মোহিনী । একঘরে চারিজন মুক্তি সে অভাগিনী ॥

সোয়ামী রসিয়ানাগর মুক্তি সে অভাগিনী । ননদীর বাক্যধরে তব নাহি জানি ॥

সোয়ামী পদে সেবা দিতে রহেনা চিত । এত হৃৎদেখি আঁখি ভাঙ্গি পরে নিত ॥

মোহাম্মদ হাসিমের কহে শুন রে বউয়ারি । কালকেতু হইল বৈরী ননদী

তোয়ারি ॥ ২

মু. ক. প. সং. ৩৩৬, পৃ. ১০৪

রাগ—গাফার

বংশী

নজানো নচিনো কেবা জমুনার কুলে । দূরে থাকি বাজাএ বংশী ফুলের মালা

গলে ॥ ধু

খেণে হাটে খেণে বাটে খেণে তরুমুলে । খেণে খেণে তার বংশী রাধা রাধা বোলে ॥

খেণে খেণে বাস্কে চুড়া খেণে খেণে খোলে । খেণে খেণে বংশীর নাদে জল

তোলে কুলে ॥

মোহাম্মদ হাসিমের কহে ভুবন মোহিলে । কার বংশী হেনহি বুলিবে ব্রজকুলে ॥ ৩

কাবামালক. পৃ ৪১ ; বা. বৈ. ভা. সং ৮৮, পৃ ৮৭ ; ভা. ১৩২০ কাতিক, পৃ ৭৩৬ ; ম. বা
সী. সং ১০২, পৃ ৭১ ; মু. ক. প. সং ১২৬, পৃ ৭৩ ; রাগনামা

কানড়া

বিরহ

নব যৌবনী তোর রূপ নিরীক্ষিতে না রহে পরাণি । ধু

যমুনার জলেরে জাইতে ননদী চলিল সাথে লাজে নারী না বোলাই বন্ধেরে ।

আঞ্চলে ঢাকিয়া বুক মনেতে রহিল হুঃখ কান্দি কান্দি আইলুম নিজ ঘরে ॥

উকল নিকল ঘাট নামিতে সঙ্কট তাত নামিয়াছি এ চন্দ্র বদনী ।

তিলেক দাঙাই জাও জুড়াউক শ্রামের গাও কলসী ভরিয়া দিমু আমি ॥

কহিও বন্ধুর আগে মাথার শপথ লাগে থাধা চুয়াই পড়ে পানি ।

থাধার পানিএ লোটন ভিজিল রে কাঞ্চা ঘুমে কে দিল আগুনি ॥

তুমি ন জৌবনী কাহ্ন মনমোহিনী তাত দেখি ঐ রূপথানি ।

মোহাম্মদ হাসিমের কহে এই না হুঃখ গাএ সহে তোর লাগি তেজিমু পরাণি ॥ ৪

ভা. ১৩২০ পৌষ, পৃ ৭৮

তুরি পরহ

বংশী

রূপ দেখি কেবা জাইব ঘরে । চিত্ত-কাড়া কালার বংশী লাগিছে অন্তরে ॥ ধু

কিবা দিনে কিবা খেনে বন্ধুরদনে দেখা । জেবা ছিল জাতিকুল ন জাইব রাখা ॥

সে যেজানে কালার বাশী লাগি আছে জারে । ছাড়িব জগৎমায়া উরাইবেকারে ॥
মোহাম্মদ হাসিমেকহে রূপেরনিছনি । কিবা আছে কিবাদিমু সবে অধাপ্রাণি ॥ ৫
ভা. ১৩২৩ কাৰ্ত্তিক, পৃ ৭৩৬ ; ম. বা. গী. সং ১০৩, পৃ ৭২ ; ম. ক. প. সং ১০৮, পৃ ৭৬

রাগ কেদার

অহরাস

শ্রীমুখ দহে বিরহ আওনি । ধু
যবে করে রোষ তবে হইব দোষ তে কারণে বসিছিল
আলো রাই ননদিনী পিছে লাগিয়াছে শনি সেই কহিয়া দিল ।
মোহাম্মদ হাসিমে কহে গুরুজনের ভয়ে মুখে না আইসয় বাণী
কহিলে এক কথা মনে লাগে ব্যথা অকীৰ্ত্তি হইবে জানি । ৬
ম. ক. প. সং ৮০, পৃ ৬২

রাগ দেশকার

বিরহ

সহিমু কথা বিরহ আওনি । ধু
জবে করি রোষ তবে হৈবে দোষ তে কারণে বসি শুনি ।
কহিলে এ হএ আনলে বাহিরে দএ পিছে লাগি আছে শনি ॥
মোহাম্মদ হাসিমে কহে গুরুজনের ভয়ে মুখে ন আইসএ বাণী ।
কহিলে এ কথা মনে লাগে বেথা অকীৰ্ত্তি হইবে জানি ॥ ৭
ভা. ১৩২৩ কাৰ্ত্তিক, পৃ ৭৩৬ ; ম. ক. প. সং ২৪২, পৃ ১০৬

১২১ রইছ অধম

প্রার্থনা

কালো চান্দ, তুমি বেলো বেলো বেলো না, পুরাইবা য় নি মন-বাসনা ।
এগো জীবনেরি নাই গো আশা, কালোচান্দের দেখা বিনা ॥
আর জীবনদান করিলাম বন্ধুরে জানিয়া আপনা ।
এগো তুমি বিনে ছঃখীয়ার কে করিব যতনা ॥
আর প্রেম-ছাটা বড়ো লেঠা লাগলে ছুটে না ।

এগো, তুমি বিনে অন্ম জনে মন আমারি মজে না ॥

আর অধম রইছে বলইন যে করিয়াছে দেওয়ানা ।

এগো, জীবন থাকিতে মোরে দেখা আসি' দিলায় না ॥ ১

শ্রী. লো. স. সং ৮৭, পৃ. ৭২

১২২ রউফ

বিবিধ

বন্ধুর বিচ্ছেদে গো আমি ডুবতে গেলাম যমুনার কিনার । এপাড় ওপাড় দেখি

বন্ধু নাই আমার ।

শুন ওহে প্রাণ, সখা জগতের সার, বিপদ কালেতে মোরে কর না উদ্ধার ।

মিনতি করিয়ে পদে বলি বারে বার, মরণ কালে না আসিবে এ কেমন বিচার ।

রউফ বলে, কান্দিয়ে কেন বল না আবার, পার করিবে তারে ও যে না জানে

সীতার । ১

বিচ্ছেদ সঙ্গীত, সং ৮. পৃ. ৪

বিবহ

বন্ধুরে দেখিতে যাব আমি গো নদীয়া, পাইলে তারে জিজ্ঞাসিব পায়েতে ধরিয়া ।

শুন শুন ওহে নাথ শুন মন দিয়া, ছাড়িয়া আসিলে মোরে কি দোষ দেখিয়া ॥

শত দোষের দোষী আমি আছিত জানিয়া, ক্ষমা চাই তব পদে বিনয় করিয়া ॥

দয়াকর মোর প্রতি হুঃখিত জানিয়া, নহেত মরিব আমি ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া ॥

রউফ বলে বল তার পায়েতে ধরিয়া, মরণ সময়কালে দেখে যে আসিয়া ॥ ২

বা. বৈ. ভা. সং ৮২, পৃ. ৮৭ ; বিচ্ছেদ সঙ্গীত, সং ১২, পৃ. ২

জল-ভরা

যাব আমি যমুনায় সখি চল, চাহিয়া দেখনা কেনে সূর্য অস্তে গেল ।

কাকোতে কলসী নিয়া যাব যে পথে নাচিয়া, ভরিব কলসী মোরা দেখে জল

ভাল ।

আর একটি কথা তোমায় বলিব গোপনে, চুরিয়া দেখিব কোথায় মনচুরা কাল ।

রউফ বলে সখিগণ বুধা কেন করভ্রমণ । ভেবেছ মনেতে যাহা হবেনা সফল । ৩

বিচ্ছেদ সঙ্গীত, সং ১, পৃ. ১

১২৩ রজবউদ্দিন

গান

বিবিধ

ওরে শ্রাম তোরে ডাকিরে, বারে বারে বৈদ্য নদীর কূলে ।
 পার করে দাও দয়াল নিধি মোরে এঘোর সমদূরে রে শ্রাম ॥
 ইষ্ট নাই কুটুম্ব নাই নাইরে হাতে কড়ি ।
 সন্ধ্যা হৈলে ভাবছি এখন যাইমু কার বাড়ীরে শ্রাম ॥
 উপরে বিজুলী চমকে ঘোর আন্ধাইর পথ ।
 চলিতে না পারি আমার ভাঙ্গা ছয় রথ ॥
 কে বুঝিবে মনের ব্যথা কার কাছে দুঃখ কৈলে ।
 কে আসিয়া উদ্ধারিবে নাম ধরি ডাকিলে ॥
 অধম রজবউদ্দিন কয় দুঃখনাম গোকুলে ।
 কে আসে তুলিবে কোলে মুই কলঙ্কিনীরে ॥
 তুমি না তুলিলে, তোমার নামেতে কলঙ্ক রবে আমি অকূলে ডুবিলে ॥ ১
 মুর্শিদ ভাটিয়ালী, পৃ ৮

বাউল

বিবিধ

জলে অঙ্গ জলে গো বিবে । কামড় মাইল প্রেম সাপে ।
 কোন সে নাগে, মাইল গো কামড় গুণিন কি তার আছে ।
 ডান অঙ্গে কৈল ভর, বামে বিকাশ জর,
 জলদি করি নেও মোরে, শ্রাম শ্মশানে যদি পরাণ পচে ।
 ওগো ভোগ বৈজ্ঞ সব দিতে আছি গয়না ঘাটি সব বেচে ।
 যখন অসহ্য হয় প্রেম জালা, জুড়াই শূন্য কলসীর গলা ।
 কোথায় গেল পরাণ কালা ধরা দিয়া পাছে ।
 পোকাক্রমে সে সামাইল হাড়ে, রক্ত খাইতে আছে চুষে ।
 রজব বলে, এখন কি আর বুঝবায় গো বোলে ।
 প্রেমে কি যন্ত্রণা বুঝবায় জৈষ্ঠ আমাড় মাসে ।
 কপটিনী ঘরে থইয়া ধন কান্দাইছ শ্রাম গুণমণি ।
 এখন কপাল ফেরে লাগছে ফাকি চিনবে বিনোদিনী ।
 এখন হাসবে কানাই কান্দো তুমি বলে প্রেম দাসে । ২
 মুর্শিদ ভাটিয়ালী, পৃ ১২

তুমি ত ভুলিয়া যাইবায় কলঙ্কিনীর কথা রে শ্রাম
 শ্রাম আমি কি ভুলিতে পারি হায় ।
 শ্রাম রে আকাশে থাকে রে চান জলেতে কুমির
 বনের হরিণী হৈয়া তুই শিকারীর কান্দ
 কেমনে লাগাইলাম গলায়, কৈতেকথা মনে না জুয়ায় আমি বাঁচি কি আশায় ।
 শ্রাম রে বিবেতে আকুল প্রাণ ক্ষিন্ন হৈল তন
 আগুন দেখি বনের পোকা উড়িয়া আসি হারাইলাম জীবন ।
 হায় কি যাহু মায়ায়, কহিতে অঙ্গ জ্বলে রে জ্বালায়
 যাইতে না চরণ চলে বাক্সা দুই পায় ।
 আমি বুঝি রে শিকারীরজালে, ধরামাছ বেকলে প্রেম বরি লাগিয়াছে গলায় ।
 এখন কি না দূরে থাকি চাইয়া হাসিবায়
 কহে রজবউদ্দিন শুনি শুন রাই কমলিনী
 যার সঙ্গে প্রেম করিয়া হৈলাম কলঙ্কিনী
 সে বুঝি গো ছাড়িয়া গেল মারি শেল কলিজায় এমন কলম মাইলা বিধাতায় ।
 আমাদের কান্দাইয়া সোনা বন্ধুরে তুমি কান্দবায় ।
 একবার শেষ বেলায় দুঃখিনীর কান্দায় । ৩
 মুশিদি ভাটিয়ালী, পৃ ১০

পরাণ মঁপি শ্রীচরণে আমি হৈলাম দাসী কি আশায় ।
 ও প্রাণ সখি গো কৈও ছুঃখ শ্রাম বন্ধুর পায় ॥
 নবীন যৌবন পুষ্প চন্দন না যায় বার মাস ।
 চিন্তা বিষে দিনে দিনে আমার পক্ষ আড় শুকায় ॥
 কালা চুল পাকাইল বারে পাইল একবার কাল চিন্তায় ।
 আগে ভাল বাসিয়া শ্রামবন্ধু কালিয়া শেষে কেনে দাগা দিয়া কান্দায় ।
 আমি কান্দি মনের হুখে বন্ধু হুখে ঘুমায়ে তিন তালায় ।
 আমি পিঞ্জরার পাখি, পিঞ্জরায় মরি কুরিয়া মরি প্রেম জ্বালায় ।

অদীন রজবউদ্দিনে বলে প্রথম পিরীতির কালে মুখে মধুর দিল বন্ধুয়ায়
শুকনা দেখি নারীকুল ভরষা এখন না কিরি চায় অবলায়
তার কলঙ্ক লৈয়া মরবো সখি ডুবিয়া প্রেম যমুনায়া । ৪
মুশিদি ভাটিয়ালী, পৃ. ১০

গান

বিরহ

শ্রাম একবার আশ্রয়গরে আমি তোরে ডাকিবে শ্রাম রাপি হৃদয়মন্দিরে শ্রাম ।
আমি তোরে নামের ভিখারী ছায়ায় ছায়ায় ঘুরি লৈয়া তুই শ্রামেরি নাম ॥
ফুলের বিছানা রঙিল ঘরে আশ্রয় দিয়া তোরে দায় ।
আমি ফকির হৈয়া ঘুরি কেন গাছ তলায় রে শ্রাম ॥
চরণে তোরে সঁপিয়া প্রাণ হৈছি চরণদাসী ।
কি বুকে সেথাকে ঘরে যারে ডাকে বনের বাশী রে শ্রাম ॥
পাথরে মাখা ভাঙ্গিয়া যাইব মরিয়া ।
দেখি আমার হুঃখে কি কান্দ শ্রাম কান্দিয়া দাগা দিয়া কোথায় রৈলি ছাপিয়া ॥
কৈ গেলায় হুঃখিনীর বন্ধু না শুন কান্দন ॥
কিরিয়া কি পাইমু আমি একবার হারিলে যৌবন ॥
অদম রজবউদ্দিনে কইন সই পিরীতের বিবম জালা ।
না দেইন শ্রাম বন্ধু দেখা গো বুঝি না ছিড়িলে গলার মালা ॥ ৫
মুশিদি ভাটিয়ালী, পৃ. ১০

গান

বংশী

সখি ঐ শুন বাজায় কে বাশী কদমতলে ।
আমার অঙ্গের বেসর দিলাম খুলি সখি গো ! দিয়া আয় তার চরণতলে ॥
কইও তারে কইও গো সখী শ্রীরাধা তার চরণদাসী ।
দেখা দিবা কি প্রাণবন্ধে আসি ধূলায় ঐ তহু লোটাইলে ॥
নাম ধরি লাগায় সোনা করে অঙ্গের গয়না ।
ঘরে থাকিতে পারি না, আমি নামের দেওয়ানা ॥
রজব বলে চাইলে দিবা কি প্রাণ বন্ধে বাশী ঐ তনের বদলে ॥ ৬
মুশিদি ভাটিয়ালী, পৃ. ১০

বাউল

বিরহ

সখি ! চাইয়া দেখুগি যদি পাছ গো তারে পথে ।
 যায় সে গোপীমোহন বংশীবদন দেখু নিয়া বংশী হাতে ॥
 আমার নয়নের বালি বনমালি পায় যদি গো চন্দ্রাবলী ।
 রাখবে না আর নয়নমোহন সব জ্বালার অন্ত করবে অঙ্গ মিশাই অঙ্গেতে ॥
 গলায় তার বনমালা চিকনকলা গোপীনার সাজে ।
 'বোলশ' গোপীনার মাঝে নিতি করে খেলা ॥
 ভাবছি পাই যদি গো আমি অবলা চিকনকলা ।
 তারে কি বা পরি গলে কি বা বাকি অঙ্কলেতে ।
 ছাপাইয়া রাখি কিবা আউলা চুলের বেণীতে ॥
 রজব বলে ও প্রাণশয়ী পাইতে পার সেই উদাসী
 বোঁটাইয়া প্রেমখেলিয়া শাওড়ীটাইয়া বুঝাইতে যদি পার প্রেম খেলা খেলাইতে ॥৭

বা. বৈ. ভা. সং ২০, পৃ ৮৮ ; মুর্শিদ ভাটিয়ালী, পৃ ১০

বাউল

বিরহ

সখি ! তারে আনো গিয়া গো তারে আনো গিয়া
 যে সাপে মারিয়াছে কামড় সে দেউক ঝারিয়া নৈলে বিষ যাইবে কি ছাড়িয়া ।
 গিয়াছিলাম যমুনাতে জল আনিতে
 কপাল দোষে কাল সাপে মাইল কামড় পাইয়া পথে
 ওগো ঝারিতে না নামে বিষ চলে উজাইয়া আমি উঠমু কি বাঁচিয়া ।
 বিষের দায়ে প্রাণ যায়, বুকেতে কালিয়ার রূপ আমি ঠেকিয়াছি কি ভীষম দায়
 ওগো ধুইলে ওরূপ যায়না মুছিয়া দেখি চোক মুজিয়া ওকা আন বিচারিয়া ।
 রজবউদ্দিন কহে রাই এ বিষের ওকা নাই জীবন গেল ওকা বিচারিয়া
 ওগো প্রেমসাপে মাইলে গো জীবন যায় কান্দিয়া স্থখ নাই গো জনম নিয়া । ৮

মুর্শিদ ভাটিয়ালী, পৃ ১১

১২৪ রহিমুদ্দিন

দর্শনাকাজ্ঞা

কেমনে পাইমু তারে যার লাগিয়া কুরে মন ? সে বিনে সেই বাঁচে না জীবন ।
 কি বাছ করিল মোরে রহিতে না পারি ঘরে
 এগো চম্কে চম্কে উঠে মনে সদায় মন উচ্চাটন ।
 চান্দরূপে দেখা দিল রূপ দেখাইয়া প্রাণে মারিল
 এগো এখন কোথায় লুকাই রইল পাইনা তার দরশন ।
 মনের দুঃখ মনে রইল যে আমারে প্রাণে মাইল
 এগো পাইলে তার ধরমু গলে কহিমু দুঃখের বিবরণ ।
 রূপের ঝলক দেখাইয়া প্রাণটি কাড়ি নিল গিয়া
 এগো আমারে যে প্রাণে মাইল সে মইল না কি কারণ ।
 ফকির রহিমুদ্দিন বলে তারে পাইমু কোন্ কালে
 এগো লাহতে লুকাইয়া রহিছে সদায় মাহুষ প্রাণের ধন । ১
 বাগ মারিকত, ১ম ভাগ, সং ৭, পৃ ৪

বাঁশী

কোন নাম জপে গো শ্রাম বন্ধের বাঁশী জান কিগো প্রাণ সজনী
 বাঁশীর মাঝে বাছুর ফাঁসী আমার নিল গো পরাণী ।
 যেই নাম বাঁশীয়ে বলে সেই নামের ভেদ পাইলে গো
 এগো লাহতের তালা খোলে অন্ধকার হয় রৌশনি ।
 এই নাম পাশরিলে মরণ হইব সেই কালে গো
 এগো জ্ঞাতি আর ছিকতি হুরে ঐ নামের ভেদখানি ।
 ত্রিপুরিয়ার ঘাটে বসি কালাচান্দে বাজায় বাঁশী গো
 এগো বাঁশীর স্বরে প্রাণী হরে করিল মোরে উদাসিনী ।
 দারুণ বাঁশীর স্বরে রহিতে না পারি ঘরে গো
 এগো মনে লয় দেখিতাম গিয়া সঙ্গে বৈরী ননদিনী ।
 কুলমানে দিছি কালি অলঙ্কার লোকের গালি গো
 এগো নাই রে আমার লাজ ভয় দৈবে রাখা কলঙ্কিনী ।
 প্রাণের ছতী বলি তোরে আনিয়া দে মোর প্রাণ বন্ধুরে
 এগো জিতে না হইলে দেখা মইলে আর পাইমুনি ।

ওরে তুমি পরদেশী কুল বিনাশী করে দোষী মোরে ॥
 পাইয়া কুলের কুলবালা বানালে চপল চঞ্চলা এ অবলা জ্বালায় জ্বলে মরে ।
 ওরে পেয়ে কি দুখ হ'লে বিমুখ গেলে বুক শূন্য করে ।
 দুই আছতে বহালে জল ঐ কি তোর প্রেমের প্রতিকল,
 করে পাগল প্রাণটি নিলে হরে ।
 ও রিয়াছত বলে মরণ কালে চরণ তলে রাখিও মোরে ॥ ১

প্রণয় গাথা, সং ২২, পৃ ১২

বিরহ

আমার মনের শোকে মরে যাই । এ জীবনে বন্ধের দেখা নাহি পাই ॥
 ও সখি রে জীবন কাঁদিয়া গেল বন্ধের দেখা না হইল
 বিচ্ছেদ জ্বালায় জ্বলে এখন রাই ।
 হৃদয়টে দুঃখ ভরা আইল না রে মন চোরা,
 গেল প্রাণ করিয়া সারা আরত বন্ধের দেখা নাই ॥
 সখি রে যদি এমন মনে ছিল তে' কেন পিরিতি কইল
 ছাড়িয়ে গেল উদাসী বানাই ।
 ঐ কি ছিল বন্ধের মনে আমারে মারিতে প্রাণে
 হৃদয় বেধে পাষাণে কই রইলো গো প্রাণ কানাই ॥
 সখি রে প্রেম করিয়া প্রাণে মইলাম গকুলে কলঙ্ক হইলাম
 সবে বলে কলঙ্কিনী রাই ।
 লোকনিন্দা পরিহারে আছি আমি আশা করে,
 আইল না দুখিনীর ঘরে বন্ধের মনে দয়া নাই ।
 সখি রে যখন আমার মরণ আসে থাকিও তোরা আমার পাশে
 কর্ণে দিও কৃষ্ণ নাম শুনাই ।

যদি বন্ধ নাহি আসে সে যে আমায় ভালবাসে
 রিয়াছত বলে যার আশে কাঁদিয়া জীবন কাটাই ॥ ২

প্রণয় গাথা, সং ৪১, পৃ ১৬

বিরহ

আমি আপন দেশে যাই গো সখি, আপন দেশে যাই ।
 বন্ধু আইলে কইও গো সই আমি ভবে নাই ॥
 ওরে যার কারণে দুনয়ানে কাঁদিয়া ধারা বহাই ॥

বন্ধে নিয়ে দারুণ ব্যথা ভাবতে ভাবতে বন্ধের কথা
 যাবার কালে বন্ধু বলে যাই !
 তুমি স্মরণ করি সব কথা কইও বার্তা বন্ধুর ঠাই ॥
 এমন করে বলো কথা শুনে যেন পায় না ব্যথা মৃত্যু বার্তা আমার কানাই ।
 পর জনমে হবে দেখা এ জনমের সাধ মিঠাই ॥
 দেখো বন্ধে দুখ পায় যদি আমার মৃত্যু সংবাদ
 কইছ না সখী মুই অপরাধী আছি কিবা নাই ।
 বন্ধুর স্থখে রিয়াছত স্থখী দুঃখে বন্ধুর দুঃখ পাই ॥ ৩
 প্রণয় গাথা, সং ৩৩, পৃ ১৩

গোষ্ঠ

আয় আয় কাহ্ন ওরে ওণের ভাই । আয় রে মোরা গোষ্ঠেতে যাই ।
 ওরে সব রাখাল গোষ্ঠে গেল বিলম্বের আর সময় নাই ॥
 পূব আকাশে উঠল ভান্স চেয়ে দেখ ও ভাই কাহ্ন
 গোষ্ঠের সময় হয়েছে রে ভাই ।
 শীঘ্র করি সর ননী খেয়ে চল প্রাণ কানাই ॥
 তোমায় না হেরে ধবলী ডাকে কোথায় বনমালী তৃণ আদি মুখে লয় না ভাই ।
 ও সন্দে শ্রীদাম সুদাম সব রাখাল পাছেতে দাদা বলাই ॥
 রিয়াছত বলে বনমালী বাজাইয়া চলরলী মনানন্দে গেয়ে সবে যাই ।
 ওরে আজ তোমারে গোষ্ঠে নিয়া ব্রজের রাখাল সাজাই ॥ ৪
 প্রণয় গাথা, সং ৩২, পৃ ২৭

অনুরাগ

একবার দাড়াও তোমায় দেখি শ্রাম বন্ধুরে । একবার দাড়াও তোমায় দেখি ॥
 আমি জনমের মত দেখিয়ে তোমায় ছুড়াই পোড়া আশি ॥
 যথা-তথা যাওরে বন্ধু আমি আশায় থাকি ।
 তোমার চিত্র-পটো স্মৃতি-পটে একে আমি রাখি ॥
 হৃদপিণ্ডের স্থান দিয়াছি তুমি প্রাণ পানী ॥
 তুমি বন্ধু বিদেশে গেলে আমি কেঁদে কেঁদে ডাকি ॥
 দূরদেশে গেলে বন্ধু একলা কেমনে থাকি । আমারে রাখিও শান্ত চিঠিপত্র লিখি ॥
 আমার নয়ানের সাধ মিটিলে আর কি কহু ডাকি ।



রিয়াছত বলে সাধ পোরাইও না দিও ফাঁকি ॥ ৫

প্রণয় গাথা, সং ৩৭, পৃ. ১৫

বংশী

ঐ শোন কালাচান্দের বাঁশী প্রাণ সপি গো ।
 কালার বাঁশের বাঁশীর হবে মন প্রাণ উদাসী ॥
 কালার বাঁশের বাঁশীর তানে গৃহ কর্ম না লয় মনে গো ।
 যাই চল কালা যেখানে যাবে মুই ভালবাসি ॥
 ঐ শুনা যায় বাঁশীর ধ্বনি ডাকছে শোন রাধারানী গো ।
 বাঁশীর স্বরে গুণমণি গলেতে দিল ফাঁসি ॥
 বাঁশী বাজায় রইয়া রইয়া প্রাণ উঠে মোর চমকিয়া গো ॥
 কালারে ভালবাসিয়া গকুলেতে দোষী গো ॥
 বাউল রিয়াছত কেন্দে বলে বুক ভেসে যায় নয়ন জ্বলে গো ।
 কেন ব্যথা দিল দিলে আমি হু তার দাসী ॥ ৬

প্রণয় গাথা, সং ৩৮, পৃ. ২২

বংশী

ঐ শোন বাঁশী কে বাজাইয়া যায় । প্রাণ সপি আস দেখি গিয়া বন্ধু যমুনায়ে ॥
 সেত আমার বন্ধু নাকি যে আমার মনচোরা পাখী গো ।
 যে আমারে দিল ফাঁকি আসলো নাকি শ্রামরায় ।
 সে যে মোর বন্ধু আসিয়াছে রাধা রাধা বলে ডাকছে গো ।
 আয় গো রাধে আমার কাছে কদম তলে আয় গো আয় ॥
 যদি মোর বন্ধু না হইত 'রাধা' নাম সে কোথায় পাইত গো ।
 ডাকছে শোন অবিরত বসিয়া কদম তলায় ॥
 শীঘ্র করি লও কলসী ডাকছে আমার শ্রামের বাঁশী গো ।
 মন্দ কয় পাড়ার পরসী শ্রামের বাঁশীর ইসারায় ॥
 রিয়াছত বলে সয়না দেবী ডাকছে আমার বংশীদারী গো ।
 ডাকছে শুধু রাই কিশোরী তোরা নিয়ে চল আমায় ॥ ৭

প্রণয় গাথা, সং ৩৭, পৃ. ২০

হরিনাম

ওমন হরি বলে ডাকলে না পরকালের উপায় আর দেখি না ॥

মন রে রঞ্জে ঢঞ্জে ভুলিয়ে রইলে পর কালের কি করিলে
সেই ভাবনা একদিন ভাবলে না ।

অন্তরে নাই সাধন ভক্তি শেষ দিনের কি হবে গতি,
মন রে তুমি তার প্রতি কিরিয়া চাইলে না ॥

মন রে মত্ত হয়ে মায়ার জালে হরি নাম তুই ভুলে রইলে,
সে বিনে আর কে রে আপন ।

আদরের স্ত্রী-পুত্র সেইদিন তোমার হবে শত্রু
ভাই বন্ধু ইষ্ট মিত্র সঙ্গতে যাবে না ॥

মন রে করিয়া তুই আপন আপন হারালে যা ছিল আপন
ভবের হাটে আপনা তোর কোন জন ।

কেবল ঈশ্বর বিশ্বপতি, দয়াময় দয়াল অতি ও তার দয়া হতে বঞ্চিত হইও না ॥
মন রে নামের মালা গলে পরি দিন থাকিতে বল হরি
মহান নামের জঠর ধর না ।

সর্বময়ে কৃপা করি লইবে রে সঙ্কট উদ্ধারি
প্রিয়াছত বলে হেলা করি দয়াময় নাম ভুলিও না ॥ ৮

প্রণয় গাথা, সং ১৫, পৃ ৬

প্রার্থনা

কত ভাবে ডাকি গো প্রভু শুনেও কি শোন না ।
দিবানিশি কাঁদি বসি দেখে ও কি দেখ না ॥
দয়া যারে কর তারে কর আমারে কাদায়ে মার ।
আমি অকূলে ডুবিয়া মরি কৈ করলেরে করুণা ॥
অকূলে ডুবিয়া মরি ডাকি এগো দয়াল হরি ।
দীন দুঃখীর দুঃখ তুমি বুঝে ও কি বুঝ না ॥
কত জনে করলে দয়া আমার না দিলে গো চরণ ছায়া ।
ধনীর ভগবান তুমি কাজেতে গেল আনা ॥
প্রিয়াছত বলে দয়ার অংশ পাবে সবে ।

আমার লাগি বধির হলে, হলে নাকি কান ॥ ৯

প্রণয় গাথা, সং ১৭, পৃ ৩

বিরহ

করে রাখি ফুলের বিছানায় ।
আইল না মোর প্রাণবন্ধু যামিনী গোয়াইয়া যায় ।

সারা নিশি আশায় গেল প্রাণবদ্ধ না আসিল গো ।
 স্থথের নিশি ছুঃখে গেল রাও কাড়িয়াছে কুকিলায় ॥
 সারা রাতি জ্বালাই বাতি আসবে বদ্ধ আশা অতি রে
 কে করিবে আদর প্রীতি কঁাদে যদি রাধিকায় ॥
 কার লাগি সাজাইলাম শব্দ্য প্রেম ফুলে মধুর থাকারে ।
 এ কি বদ্ধ দিলায় জ্বালা বিরহ যে জ্বালাইলায় ॥
 কুকিলা রে প্রাণের সখা ত্রিভঙ্গ নয়ন বঁাকা রে ।
 বন্ধুরে আনিয়া দেখা কাদিয়া রিয়াছত মারা যায় । ১০
 প্রণয় গাথা, সং ৬৩, পৃ ২৫

কুঞ্জভঙ্গ

কুকিলায় করিয়াছে ধ্বনি যামিনী আর নাই গো নাই ।
 বিদায় দেও গো ঘরে যাই ॥
 সখি গো সারা নিশি রঙ্গে ঢঙ্গে আমোদে কাটাই ।
 তোমার সনে আলাপনে রজনী পোসাই ॥
 উদয় হল দিনমণি যামিনী আর নাই ।
 নিশি ভোরে কুহ স্থরে ধ্বনি শুনতে পাই ॥
 সখি গো তোমার আমার মিলনেতে কে ফেলিল ছাই ।
 নিশি শেষে পাগল বেশে কেঁদে মরে যাই ॥
 সখি গো তোমার আমার মিলন যেন কায়েম রাখেন সাই ।
 জনমের মত আবার তোমায় দেখতে যেন পাই ।
 সখি গো ছেড়ে যেতে মন মানেনা কেমনে ঘরে যাই ।
 রিয়াছত বলে উদাস মনে বিদায় গাথা গাই । ১১
 প্রণয় গাথা, সং ৬৬, পৃ ২৬

মাথুর

কেউ যদি গো মথুরাতে যাও ।
 অভাগীর খবর কইও যদি বন্ধের দেখা পাও !
 বলিও তোরা বন্ধের কাছে কি বুকে রাধা ভুলিয়াছে গো ।
 অর্ধমরা রাধা আছে চায় গো তার পীরিতের বাণ্ড ॥
 বন্ধুর দেখা মিলে যদি বলিও কঁাদে রাধা নিরবধি গো ।
 দেখতে চায় রাধা অপরাধী মরণকালে রাঙ্গা পাও ॥

বলিও বন্ধুর দেখা পাইলে হার গাঁথিয়া নানা ফুলে গো ।
 যামিনী মোর যায় বিফলে কুকিল কয় নৈরাশী রাও ॥
 বাউল রিয়াছত বলে মরণকালে স্থানটি চাই তার চরণতলে গো ।
 বলিও বন্ধুর দেখা পাইলে ভিড়াইয়া পানসী নাও ॥ ১২

প্রণয় গাথা, সং ৩০, পৃ. ১৪

বিঃহ

কোথায় গিয়া তাপিত প্রাণ জুড়াই ।
 আমার বলরে স্ববল ভাই কোথায় গিয়া তাপিত প্রাণ জুড়াই ॥
 দাহ দাহ করে জলছে আগুন কি দিয়া নিবাই ॥
 হায় রে একি কাল আগুন জল দিলে সে জলে দ্বিগুণ রে ।
 কোথায় গিয়ে করিয়ে কেমন বিনোদিনী পাই ॥
 কি করিব কোথায় যাব কোথায় গিয়ে প্রাণ জুড়াব রে ।
 আমায় প্রাণে মারি কই লুকাইলো কমলিনী রাই ॥
 বাউল রিয়াছত কয় কাঁদিয়া রাধার প্রেমে দুঃখ পাইয়ারে ।
 আমার দুঃখে দুঃখে জীবন গেল সুখ কি আমার নাই । ১৩

প্রণয় গাথা, সং ৩১, পৃ. ১৬

জল-ভরা

চল মোরা জল ভরিতে যাই প্রাণ সখি গো ॥
 জলের ঘাটে নদীর তটে বাজায় বাঁশী প্রাণ কানাই ॥
 যাইব যমুনার জলে প্রাণ বন্ধুরে দেখবো বলে গো ।
 দেখে কালা কদম তলে জন্মের মত প্রাণ জুড়াই ॥
 ঐ শুন গো বাজায় বাঁশী মন প্রাণ করিয়ে উদাসী গো ।
 আমি তার লাগি হইয়াছি দোষী গকূলে কলঙ্কি রাই ॥
 রিয়াছত বলে চল সকালে যাইব যমুনার জলে গো ।
 বলোক লোকে যাই বলে যদি বন্ধুরে দেখা পাই ॥ ১৪

প্রণয় গাথা, সং ৩২, পৃ. ২১

চিন্তাগোণ

চিন্তার ঔষধ নাই কি ভুবনে ।
 ভাই রে স্ববল আমারে বল আছেন কোন স্থানে ॥

যারে পাইছে চিন্তা জরে সে কি আর শুইতে পারে রে ।
 রাত্র-দিনে তার অন্তরে কাটে রে বজ্রধ্বনে ॥
 হইয়া রাধার অচরারাগী আমি হইলাম চিন্তারোগী রে ।
 দেশে হইলাম দোষের ভাগী মন্দ কয় অন্ধ গণে ॥
 রাধার প্রেমে মরছি প্রাণে তার চিন্তা আমার মনে রে ।
 যার ব্যথা সেই জানে অন্ম জানবে কেমনে ॥
 আমার মত মরছে যারা আমার দুঃখ বুঝবে তারা রে ।
 বুঝে তারা চিন্তার ধারা বুঝবে না অন্ম জনে ॥
 যেই চিন্তা আমার প্রাণে বুঝবে কি আর অন্ধগণে রে ।
 আমার ঔষধ নাই ভুজনে রিঘাছত কয় রাধা বিনে ॥ ১৫
 প্রণয় গাথা, সং ৪৬, পৃ ১৮

জলভরা

জলে তোরা কে যাবে গো আর ।
 ঐ শোন রাধা রাধা বলে প্রাণবন্ধে বাঁশী বাজায় ॥
 সখি যদি যাও জলে কলসী লও কাকে তুলে গো ।
 রাধিকার বন্ধুরে পাইলে ইমারাতে দেখাই বায় ॥
 প্রাণ বন্ধের বাঁশীর টান আকুল করিল প্রাণ গো ।
 আমার ধর্মে কর্মে নাই অবধান যাই চল গো যমুনায় ॥
 যদি বন্ধে দেখা করে জনমের মত দেখব তারে গো ।
 মন প্রাণ উৎসর্গ করে দিগ্ বন্ধের রাঙ্গা পায় ॥
 জলের ঘাটে কদমতলে বসে বন্ধু বৃক্ষমূলে গো ।
 রাধারাগীর প্রেমছলে রিঘাছত কয় বাঁশী বাজায় ॥ ১৬
 প্রণয় গাথা, সং ৪৬, পৃ ২২

বিরহ

জলে হয় না নিবারণ জলে গৈয়া গৈয়া ।
 মোর অন্তরে তুষের আগুন কে দিল জ্বলাইয়া ॥
 দেহার মাঝে জলে আগুন দাহ দাহ করিয়া ।
 কোথায় গেল প্রাণ বন্ধু দেখাও গো আনিয়া ॥
 কোথায় যাব কি করিব পাই না গো চুরিয়া ।
 দিবানিশি জলে আগুন নিবাইব কি দিয়া ॥

বন্ধু বিনে বাঁচি কেমনে প্রাণ যাবে উড়িয়া ।
 প্রাণ বন্ধু পাষণ হল শ্রামচান কালিয়া ॥
 দিবানিশি ফিরি ভাসি অকূলে পড়িয়া ।
 এ দেশে দরদী নাই মোর কে নিবে তুলিয়া ॥
 দয়াল বলে নামটি শুনি ভগত জুড়িয়া ।
 আমারে না কইল দয়া কি দোষ জানিয়া ॥
 আমি যদি যাই মরিয়া অকূলে ডুবিয়া ।
 দয়াল নামে হয় কলঙ্ক রিদ্দাছত কর কান্দিয়া ॥ ১৭
 প্রণয় গাথা, সং ৩১, পৃ ২০

বিবহ

তমাল ডালে কুহ রবে ডাকছে শোন কুকিলায় । সেই গো যামিনী গৈয়া যায় ॥
 সখি গো সাজাইয়া ফুলের শয্যা রাখলাম কার আশায় ।
 সোয়া চন্দন মিশ্রি মাঙ্গন রাখলাম কটরায় ॥
 সখি গো আতর গোলাপ ছিটাইলাম ফুলের বিছানায় ।
 যৌবনেরি ফুল ফুটিয়া ডাকছে প্রাণের ভমরায় ॥
 সখি গো একা কুঞ্জে তাপিত রাধা যামিনী কাটায় ।
 আমার বন্ধু পরদেশে কার কুঞ্জে পাশা খেলায় ॥
 সখি গো ভ্রমরা ছুটেছে বনে মধুর আশায় ।
 আমার ভ্রমর স্বদূর দেশে ফিরে নাহি আয় ॥
 সখি গো প্রাণবন্ধু নাই গো ঘরে কাঁদিছে রাধায় ।
 নিশি শেষে পাগল বেশে বাউল রিদ্দাছত কেঁদে গায় ॥ ১৮
 প্রণয় গাথা, সং ৩১, পৃ ২৩

মাথুর

তোরলাগি প্রাণ কান্দেবে সদায় । ফাঁকিদিয়া প্রাণনিয়া কই রইলেবে শ্রামরায় ॥
 কাল বিকালে আসবে বলে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে রে ।
 এখন পাষণ হয়ে ভুলে রইলে কুবজার সনে মথুরায় ॥
 প্রেম করলাম স্বথের আশে তুই বন্ধু রইলে বিদেশে রে ।
 এখন জটিলায় কুটিলায় হাসে পাড়ার লোকে মন্দ গায় ॥
 মন প্রাণ করিয়া চুরি কোথা রইলে চোরা হরি রে ।
 রিদ্দাছত বলে সয়না দেবী পোড়া প্রাণী যায় রে যায় ॥ ১৯
 প্রণয় গাথা, সং ৩০, পৃ ২০

নগরে কুলটা আমি হইলাম গো যার লাগিয়া ।
 সে কি আমার ভুলতে পারে লোকের কথা লইয়া গো ॥
 ব্রজপুরে ঘরে ঘরে দোষী সবে বলে মোরে গো ।
 শ্রামপিরীতে কলকিনী জগত জুড়িয়া গো ॥
 জাতি কুল সবই দিলাম তবু বন্ধের মন না পাইলাম গো ।
 প্রাণ দিয়া পাবনি মোর কঠিন কালিয়া গো ॥
 শ্রামের প্রেমে স্থখ হল না দিয়া গেল প্রতারণা গো ।
 আসবে বলে গেল বন্ধু আইল না ফিরিয়া গো ॥
 ভুলছে বন্ধে ভুলোক মোরে আমি না ভুলিমু তারে গো ।
 বিচ্ছেদ জালা রবে মনে যাই যদি মরিয়া গো ॥
 রিখাছত বলে মরি যদি কেঁদে কেঁদে নিরবধি গো ।
 প্রাণ বন্ধু আসে যদি কইও বুঝাইয়া গো ॥ ২০

প্রণয় গাথা, সং ৬০, পৃ ২৪

পরদেশীবন্ধুরে পাষণহ'য়ে রইলে রে । পরাণে মারিলে পিরিতি শিখাইয়া ॥
 ও বন্ধুরে কোন দেশে ভুলে রইলে পাষণ হৈয়া রে পাষণ হইয়া ।
 তোম প্রেমে কলক নামে গোকুল জুড়িয়া রে ॥
 বন্ধুরে তোম আশে পাগল বেশে মাই বাপ ছাড়িয়া রে মাই বাপ ছাড়িয়া ।
 সদায় থাকি আসবে বলে পক্ষ নিরখিয়া রে ॥
 বন্ধুরে নদীর কূলে করছি বাসা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া রে বন্ধু ঘর বাড়ী ছাড়িয়া ।
 যদি তুমি আস বন্ধু মাঝির বেশ ধরিয়া রে ॥
 বন্ধুরে কদম ফুলে অশ্রু ফুলে হার রাখি গাঁথিয়া রে বন্ধু হার রাখি গাঁথিয়া ।
 যদি আস প্রাণ বন্ধু গলে দেই পরাইয়া রে ॥
 বন্ধুরে জীবন কাঁদিয়া গেল তোমার লাগিয়া রে বন্ধু তোমার লাগিয়া ।
 এমন পাষণ হিয়া রাখিলে বান্দিয়া রে ॥
 বন্ধুরে মরণ কালে দেখিও আসি রিখাছত কয় কান্দিয়া রে
 রিখাছত কয় কান্দিয়া । কণ্ঠে কেবল আছে প্রাণটি দরশনের লাগিয়া রে ॥ ২১

প্রণয় গাথা, সং ৪০, পৃ ১৭

বংশী

প্রেমের বংশী বাজায় বসি চল গো সখি জলে যাই ।
 কোন বিপিনে বাজায় বংশী আমার প্রাণ কানাই ॥
 হায় গো শ্রামের বংশী সর্বনাশী ভালবাসি ছুঁষী রাই ॥
 বাজায় বংশী দূরে বসি প্রাণ কানাইয়া হাসি হাসি
 গলে দিয়া প্রেম ফাঁসি কলঙ্ক বানাই ।
 গেল বন্ধু পরদেশী সদা আশে থাকি বসি
 আমি যে তার চিরদাসী আমারে তার মনে নাই ॥
 সখি গো করলো বন্ধে যত খুসী বুকেতে লাগাইল অসি
 গলে রশি গেল গো লাগাই ॥
 তবু রিঘাছত খুসী শুনলে বংশী আর যদি তার চরণ পাই ॥ ২২
 প্রণয় গাথা, সং ৭২, পৃ ২২

বিরহ

প্রেমের বিধে অঙ্গ আমার নিল প্রাণ সখি গো ।
 আমি বিষ বিষ করে মইলাম প্রাণে কলিজায় ধরিল ॥
 বল সখি কোথা যাই কোথায় গিয়ে প্রাণী ছুড়াই গো ।
 আমার সোনার অঙ্গ পুড়িয়া ছাই রাধা কোথায় রইল ॥
 ডাক্তার বৈদ্য ঔষধ করে প্রেমের বিধে উজান ধরে গো ।
 আমার রাধা রাধা প্রাণে করে রাধিকার দংশিল ॥
 আমি যদি যাই মরিয়া রাধারে কইও বুঝাইয়া গো ।
 বিষ বিষ করিয়া তার বাউল রিঘাছত মইলো ॥ ২৩
 প্রণয় গাথা, সং ৮৭, পৃ ১২

বিরহ

ফুলের শয্যা আমি কার লাগি সাজাইলাম গো । ও সে অহিল না ॥
 হায় গো রইয়া রইয়া উঠছে প্রাণে বিরহের বেদনা গো ॥
 যখন দিনমণি অস্ত গেল তাপিত রাধা আশায় রইল গো ।
 আসবে বন্ধু কৃপাসিন্ধু ঘুটিবে যন্ত্রণা গো ॥
 ফুলের শয্যা বাসি হইল কুকিলায় ও ফলি কইল গো ।
 নিশির অবসান হইল রাধার হইল যাতনা গো ।

সারা রাতি জ্বালাই বাতি আসবে বলে আশা অতি গো ।

হায় গো নয়ন জলে সদা তিত্তি বন্ধু ত আইল না গো ॥

বাউল রিয়াছত কেঁদে বলে স্বথের নিশি বিকলে গো ।

আমি না মরিয়া গেলে কালা আর আসবে না গো ॥ ২৪

প্রণয় গাথা, সং ৬৪, পৃ ২৩

বিবহ

বন্ধু কেন নিদয়া হইল গো বন্ধু ।

পিরিত্তি করিয়া আমারে ছাড়িয়া, পরানী লইয়া বন্ধু কই লুকাইল ॥

হায় গো আগে না জানিয়া, স্বথের লাগিয়া, পিরিত্তি করিয়া এখন জ্বালা হইল ।

আমি হইয়া তার সাথী, বিনাশিলাম জাতি, চঞ্চলমতি বন্ধে কেন বানাইল ॥

শুন সখী তোরা রাধার মন চোরা হইয়াছে হারা আজ বহুদিন হল ।

তোরা যদি পার, গিয়ে তারে ধর, নইলে মোরে মার ডুবায়ে জল ।

হায়গো প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া রাধারে ভুলিয়া

কুজার সঙ্গে পাইয়া বন্ধু মথুরায় রইল ।

বলে বাউল রিয়াছতে যদি এমন ছিল মনেতে পিরীতি করিতে কে সাবিল ॥ ২৫

প্রণয় গাথা, সং ৬২, পৃ ২১

বাৎসল্য

বলরাম রে আমার গোপাল ত আইল না রে ।

ওরে দিন গিয়া রাত্রি হইল মাঘের প্রানী ঝুবে ॥

অন্ত গেল দিনমণি রাখাল আইল ঘরে ।

ওরে কত কথা জাগে মার অন্তরে রে ॥

আর কি প্রাণে বৈধ মানে কিরি ঘরে বায়ে। ওরে ধবলী কবলী আইল কিবে রে ॥

মাঘের নিষেধ না শুনিয়া খেহু চরাইবারে ।

ওরে গেল বাচা নীলমণি আইল না আর কিরে

পরানের নিধি আমার বুক শূন্য করে ।

ওরে বৃষ্টি বা পড়িয়াছে যাহু দাক্ষিণ কংসের চরে ॥

রিয়াছত বলে মাঘের মনে বৈধ কেমনে ধরে

ওরে মনিহারী ফলীর মত কেঁদে কেঁদে মরে রে ॥ ২৬

প্রণয় গাথা, সং ৭০, পৃ ২৮

কুঞ্জভদ্র

বিদায় দেওগো কমলিনীরাই । সারানিশি তোমারকুঞ্জে কত আমোশে কাটাই ।
 বিদায়-বাথা নয় না মনে বিচ্ছেদ আগুন জলে প্রাণে গো ।
 চন্দ্রাবলীর মোর কারণে সারা নিশি নিদ্রা নাই ॥
 যোলশ' প্রাণ উদাস মনে চেয়ে আছে পছ পানে গো ।
 চেয়ে আছে আমার পানে (যে) আসবে আমার প্রাণ কানাই ॥
 কি দিব আর বিদায়কালে লহ মালা অশ্রু ফুলে গো ।
 সব ছুঃখ যাও ভুলে ঘামিনী আর নাই গো নাই ।
 ফিরে আসবো তোমার কোলে আসবো আমি কাল বিকালে গো ।
 রিয়াছত বলে যাত্রাকালে বিদায়গাথা গেয়ে যাই ॥ ২৭

প্রণয় গাথা, সং ৩৭, পৃ ২৭

বিবিধ

মরণকালে, মরণকালে রে কে আছে তোমার ।
 যেদিন ছেড়ে যাবে ও পাখাণ মন প্রেমময়ের এ সংসার ॥
 যেদিন আসবে শমন করবে গমন ভাই বন্ধু পরিবার ।
 কেউনি মন আর রাখবে তোরে করবে সবে ঘরের বার ॥
 মন রে ভবেতে পাঠাইল যে জন করিতে বেপার ।
 কিবা মহামন্ত্রে ভুলে ছাড়িলে তার কারবার ॥
 মন রে চেয়ে দেখ ছুদিনের তরে এ ভব সংসার ।
 কত রাজা বাদশা গেল চলে গেল কত জমিদার ॥
 মন রে পরকালের উপায় কর ছাড় হাহাকার ॥
 কেবল আঁখি বুঝি দেখবে ও মন দেখবে রে সব অন্ধকার ॥
 মন রে আসল খন হারাইয়া তুমি নকল কইলে সার ।
 দিন থাকিতে বল হরি রিয়াছত কয় রে মন আমার ॥ ২৮

প্রণয় গাথা, সং ১৮, পৃ ৭

মাধুর

রাধিকায় পিরিত্তি জানে না । ভাইরে স্তবল কি করি বল প্রাণী আমার বাঁচে না ॥
 যখন ছিলাম বৃন্দাবনে প্রেম খেলিতাম রাধার মনে রে ।
 পিরিত্তি করিয়া গোপনে দিল কত যন্ত্রণা ॥

সে বিনে বাচে না প্রাণী কোথা পাই বল রাখারাগীরে ।
 প্রেমাগুনে জলে প্রাণী সহিতে আর পারি না ॥
 ভাই রে স্ববল প্রাণের সখা প্রাণ থাকতে রাই আনিয়া দেখা রে ।
 মথুরাতে কঠিন থাকা উঠল প্রেমের বেদনা ॥
 বাউল রিয়াছত বলে গেল জাতি করিয়া শঠের পিরীতি রে ।
 নারী জাতি কঠিন অতি পুরুষের বেদ জানে না ॥ ২৯
 প্রণয় গাথা, সং ৩৬, পৃ ১৪

বিরহ

শ্রাম বিচ্ছেদে পোড়ে হলেম ছাই
 ঘুবে ঘুবে জলছে অনল বন্ধু আমার দেশে নাই ॥
 আমি নারী কুল বালা কত সহি আর বিচ্ছেদ জালা গো ।
 জলে পোড়ে হলেম কালা শ্রাম জল আমি কোথায় পাই ॥
 শাশুড়ী ননদীর জালা আরত বন্ধুয়ার জালা গো ।
 তার উপরে বিচ্ছেদ জালা বিরহে মরিবে রাই ॥
 প্রেমিকা পিরীতে মত্ত কোলের শিশু ছুঁয়ে মত্ত গো ।
 আমি যে বিরহে মত্ত কেঁদে কেঁদে দিন কাটাই ॥
 বিরহে প্রেমিকের মরণ যদি বন্ধের না হয় স্বরণ গো ।
 রিয়াছতের মরণ বরণ যদি বন্ধু দেশে নাই ॥ ৩০
 প্রণয় গাথা, সং ৩৮, পৃ ২০

বিরহ

সহি গো আর মোর কাল আসবে না সহি ।
 কালা কাল বলে গেল ভুলিয়া রইলো কার সঙ্গ পাইল আর আইল না ॥
 কালা কাল আসবে করে' গেল মধুপুরে কাকি দিয়ে আমারে করে ছলনা ॥
 আমি কাল কাল কত কাল সহিব জঞ্জাল তার বুঝি গো কাল ফুরায় না ॥
 নারীর ঘোবন জোয়ার যেমন থাকিতে জীবন আশা পোরল না ॥
 জোয়ারের পানি গেলে আর আসবেনি ভাটা লাগলে জোয়ার আর আসে না ॥
 কবে আসবে প্রাণপাখী সেকালের কয়দিন বাকি, পরাণসখী আমায় বল না ॥
 কালগেলে আসেকাল এইভাবে কতকাল বসিয়া থাকিবে রিয়াছত দেওয়ানা ॥ ৩১
 প্রণয় গাথা, সং ৩৮, পৃ ১৪

বিরহ

সোনা রঙ্গ পুড়িয়া ছাই হইল গো যার লাগিয়া ।
 সোনা বন্ধে মোরে ছেড়ে গেল কি দোষ জানিয়া গো ॥
 বন্ধু হারা জিতে মরা কণী যেমন মণি হারা গো ।
 হায় গো মীন যেমন সলিল হারা রাধা হারা পিউয়া গো ॥
 যে দিন বন্ধে ছেড়ে গেল কলিজায় আগুন জলিল গো ।
 হায়গো গইয়া গইয়া জলছে অনল না গেল নিবাইয়া গো ॥
 বিরহ বিচ্ছেদানলে বিরহিনীর প্রাণী জলে গো ।
 কেঁদে গেল এ ঘামিনী কঠিন হৈল কালিয়া গো ॥
 অন্ধ যেমন যষ্টি হারা আমার হল তেমনি ধারা গো ।
 হায় গো এদেশে মোর নাই গো স্বস্তি তারে দেয় আনিয়া গো ॥
 শ্রাম বিচ্ছেদে যাব মারা কেঁদে করলাম জীবন সারা গো ।
 হায় গো যেমন জুলিকা ইউরুফ হারা রিয়াছত কয় কান্দিয়া গো ॥ ৩২
 প্রথম গাথা, সং ২২, পৃ ২৩

১২৬ রেয়াছক

পূরবী

রূপ

হের দে কালারে নয়ন ভরিয়া রূপ দেখি । ধু
 বন্ধুর বন্ধন ছাখীর কাঞ্চন নির্ধনিয়ার ধন ভুমি ।
 মধুর বচন বুলি অগত করিছ বন্দী নিষ্ঠুর হইয়া কেনে থাক ।
 মায়ার জগাল ছাড়ি রেয়াছি আনন্দ করি কিসের লাগিয়া ভুমি কান্দ ।
 কহে রেয়াছক এহি অপনে ভুলাও আমি তোমারে না দেখি আমি মরি । ১
 বা. বৈ. ভা. সং ২২, পৃ ২২ ; মু. ক. প. সং ১১, পৃ ৪৩

১২৭ লালন

কৃষ্ণলীলা

অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণনিধি, তার কি আছে কত গোষ্ঠ-খেলা ।
 ব্রহ্ম-রূপে সে অটলে বসে, লীলাকারী তার অংশ-কলা ॥
 পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণ রসিক-শেখর শক্তির উদয় শরীরে যার,
 শক্তিতে শিরে মহাসংকর্ষণ, বেদ-আগমে যারে বিষ্ণু বলা ॥

সত্য সত্য শরণ বেদ-আগমে গায় চিদানন্দরূপ পূর্ণব্রহ্ম হয়,
জন্ম মৃত্যু যার নাহি ভবের' পর, তবু তো নয় মোহং নন্দলালা ॥
দরবেশের দেল-দরিয়া অথাই, অজান খবর সেইজানে ভাই,
ভজ দরবেশ, পাবি উপদেশ, লালন কয়, তার উজ্জল হৃদ-কমলা ॥ ১

বা. বা. বা. সং ১৩৬, পৃ ৬২৭; লা. গী. সং ৮৬, পৃ ৬০; লা. লা. গী. সং ৮৭, পৃ ৮৪

বিবিধ

অমর্তের এক ব্যাধ বেটা হাওয়ায় এসে ফাঁদ পেতেছে ।
লবো কি ফাঁদের কথা কাক মারিতে কামান পাতা,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নর, নারায়ণ সেই ফাঁদে ধরা পড়েছে ॥
পাতিয়ে ফাঁদের-চুয়া সে ব্যাধ বেটা দিচ্ছে খেয়া
লোভের চার খাটিয়ে, চার খাবার আশে
প'ড়ে সেই বিষম পাশে, কত লোভী কামী মারা যেতেছে ॥
জেন্তে ম'রে খেলে যারা, ফাঁদ ছিড়িয়ে যাবে তারা,
সিরাজ সাঁই কয়, ওরে লালন, মনে রাখিস আসল বচন
জন্ম-মৃত্যুর ফাঁদ তুই এড়াবি কিসে ॥ ২

বা. বা. বা. সং ৯৯, পৃ ৬০৬

গৌরলীলা

আগে কে জানে গো এমন হবে । গৌর প্রেম করে আমার কুল-মান যাবে ॥
ছিলাম কুলের কুলবালা প্রেম ফাঁসের ফাঁসে বাঁধলো গলা,
টানলে তো আর না যায় থোলা, বল্লে কে বোঝে ॥
যা হবার তাই হল আমার, সে সব কথায় কি কল আমার,
জল খেয়ে জাতের বিচার, করলে কি হবে ॥
এখন আমি এই বর চাই বাতে মজ্জলাম তাই যেন পাই
লালন বলে, কুল বালাই গেল যাক ভবে ॥ ৩

লা. লা. গী. সং ১৭২, পৃ ১৫৫

বিবিধ

আছে যার মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা ।
অতি নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা ॥
কাছে রয়ে ডাকে তারে উচ্চস্বরে কোন পাগলা ।
ওরে যে যা বোঝে, তাই সে বুঝে থাক রে ভোলা ॥

যথা যার ব্যথা নেহাৎ সেইখানে হাত ডলা-মলা ।

তেমনি জেনো মনের মাহুষ মনে তোলা ॥

যে জন দেখে সে রূপ, করিয়ে চূপ, রয় নিরালা ।

ও সে লালন ভেড়োর লোক-জানানো হরি বলা, মুখে হরি হরি বলা ॥ ৪

বা. বা. বা. সং ৩৭, পৃ ৫৮১ ; লা. গী. সং ৭, পৃ ৭

গৌরলীলা

আজ আমার অন্তরে কি হ'লো সাঁই

আজ ঘুমের ঘোরে চাঁদ গৌর হেরে ওগো আমি যেন আমি নাই ॥

আজ আমার গৌরপদে মন মজিল

আর কিছু না লাগে ভালো সদায় মনের চিন্তা ঐ ॥

আমার সর্বস্ব ধন ও চাঁদ গৌরান্ন ধন

সেই ধন কিসে পাই গো তাই শুধাই ॥

যদি মরি গৌর বিচ্ছেদ বাণে

গৌর নাম শুনাইও কানে সবাক্কে লিখো নামের বই ॥

এই বর দে গো সবো আমি জন্মেজন্মে যেন এই গৌরপদে দাসী হই ॥

বন পোড়ে তো সবাই দেখে

মনের আগুন কেবা দেখে আমার রসরাজ চৈতন্য বই ॥

গোপীর এমনি দশা ওকি মরণ দশা অবোধ লালন রে তোঁর সে ভাব কই ॥ ৫

লা. গী. সং ৩২৩, পৃ ২২৩ ; লা. লা. গী. সং ১৫২, পৃ ১৩২ ;

কৃষ্ণলীলা

আজ কি দেখতে এলি গো তোঁরা বল না তাই ।

আমার কানাই নাম নন্দের গৃহে, আর তো সে ভাবো নাই ॥

কানাই হেন ধন হারিয়ে আছি সদায় হত হয়ে,

বল রে কোন দেশে গেলে আমি সে নীলরতন পাই ॥

ধন ধরা গজবাজি, তাতে মন না হয় রাজী

ওরে আমার কানাইয়ে পাবার জন্মে প্রাণ আকুল সদায় ॥

কি হবে অন্তিম কালে সে কথাটি রৈলাম ভুলে

ফকির লালন বলে, এ মায়াজাল কাটার কি উপায় ॥ ৬

লা. গী. সং ৩০৭, পৃ ২৪৫ ; লা. লা. গী. সং ৯১, পৃ ৯০

বৈরাগ্যলীলা

আজগবি বৈরাগ্য-লীলা দেখতে পাই ।
হাত বানান চুল দাড়ি জট কোন ভাবকের ভাব রে ভাই ॥
যাত্রার দলেতে দেখি বেশ করিয়ে হয় রে যোগী,
ঠিক যেন সে জাল বৈরাগী বাসায় গেলে কিছুই নয় ॥
ফকীর-বৈষ্ণবের তরে ভক্তিকে ভৎসনা করে,
নইলে কেন বেহাল পরে বোললে কিছু শুনতে পাই ॥
না জানি এই কলির শেষে আর কত রং উঠবে দেশে,
লালন ভেঁড়ের দিন গিয়েছে যে বাচ সে দেখবে ভাই ॥ ৭

লা. লা. গী. সং ২২২, পৃ ২৭৪

কৃষ্ণলীলা

আজ ব্রজপুরে কোন পথে যাই ও তাই বল রে স্বরূপ বল রে তাই ।
আমার সাথেই সাথী আর কেহই নাই ॥
কোথা রাধে কোথা কৃষ্ণদন, কোথায় যে তার সব সখীগণ,
আর কতদিন চলিলে সে চরণ পাই ॥
যার লেগে আজ মুড়িয়েছি মাথা, তারে পেলে যায় মনের ব্যথা,
কি সাধনে সে চরণে পাবো ঠাই ॥
তোমার যত স্বরূপগণেতে বর দে কৃষ্ণের চরণ পাই যাতে,
লালন বলে, কৃষ্ণলীলের অস্ত্র নাই ॥ ৮

লা. গী. সং ৩৩০, পৃ ২২২

প্রার্থনা

আমায় চরণ ছাড়া করো না দয়াল হরি ।
আমি অধম পামর বটে দোহাই দেই তোমারি ॥
চরণের যোগ্য মন নয়, তবু মন ঐ রাঙ্গা চরণ চায়,
দয়াল তাঁদের দয়া হলে পারে যাবো অ-পারী ॥
অনিত্য স্থখের সব ঠাই তাই দিয়ে জীব ভূলাও গৌসাই,
চরণ দিতে কেন তাতে করছো চাতুরী ॥
ক্ষম অধীন দাসের অপরাধ, নীতল চরণ দেও হে দীন নাথ
লালন বলে, ঘুরায়ে না হে মায়া করি ॥ ৯

লা. লা. গী. সং ১২০, পৃ ১৭০

আমার আপন খবর আপনার হয় না ।
 একবার আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা ॥
 সাই নিকট থেকে দূরে দেখায়, যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় দেখ না ।
 আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে কিরি, আমার কোলের ঘোর তো যায় না ॥
 আত্মরূপে কর্তা হরি, মনে নিষ্ঠা হ'লে মিলবে তারি ঠিকানা ।
 বেদ-বেদান্ত পড়বে যত বাড়বে তত লক্ষণা ॥
 আমি আমি কে বলে মন, যে জানে তার চরণ শরণ লগ্না ।
 ফকির লালন বলে মনের ঘোরে হ'লাম চোখ থাকিতে কানা ॥ ১০
 বা. বা. বা. সং ৮২, পৃ ৫২৬ ; লা. গী. সং ৪, পৃ ৫

আমার একি কবার কথা আপন বেগে আপনি মরি ।
 গৌর এসে হৃদয়ে বসে করে আমার মন চুরি ॥
 কিবা গৌররূপ লম্পটে ধৈর্যভুরি দেয় গো কেটে
 লজ্জা-ভয় সব পালায় ছুটে যখন ঐ রূপ মনে করি ॥
 গৌর দেখা দিয়ে যুগের ঘোরে চেতন হ'য়ে পাইনে তারে
 পলাইল কোন শহরে নব দলের রাস-বিহারী ॥
 মেঘে যেমন চাতকেরে দেখা দিয়ে ফাঁকি করে
 লালন বলে, তাই আমারে কল্লেন গুরু বরাবরি ॥ ১১
 লা. গী. সং ৩২৪, পৃ ২২৩ ; লা. লা. গী. সং ১৩৪, পৃ ১৪২

আমার ঠাহর নেই গো মন-বেপারী ।
 এবার ত্রিধারায় বৃষ্টি ভোবে আমার তরী ॥
 যেমনি দাঁড়ি-মাল্লা বেয়াড়া তেমনি মাঝি দিশেহারা,
 কোন্‌দিকে যে বায় তাহার, আমার পাড়ি দেওয়া কঠিন হ'লো ভারী ॥
 একটি নদীর তিনটি ধারা সে নদীতে নাই কুল-কিনারা ;
 সেখা বেগে তুফান বয়, দেখে লাগে ভয়, ভিত্তি বাঁচাবার উপায় কি করি ॥
 কোথা হে দয়াল হরি, আপনি এসে হও কাণ্ডারী ;
 তোমায় স্মরণ করি, ভাসাই তরী, লালন কয়, যেন বিপাকে না পড়ি ॥ ১২
 বা. বা. বা. সং ১১৬, পৃ ৩১৭ ; লা. গী. সং ১০১, পৃ ৩৩ ; লা. লা. গী. সং ৩৩৩, পৃ ৩০৪

বিবিধ

আমার মন চোরারে কোথা পাই। কোথা যাই মন আজ কি যে বোকাই।
নিকলছ ছিলাম ঘরে, কিবা রূপ নয়নে হেরে প্রাণ তো আমার ধৈর্য নাই।
ও সে চান বটে মানুষ দেখে, হলাম বেহাশ থেকেথেকে আমার মনেপড়ে রাই।
বিষম রোগে আমায় দংশিলে, বিষ উঠলো সে ব্রহ্মদূলে, কেমনেতে বিব
নামাই।

ও বিষ গাঁটরি করা না যায় হরা কি করিবে এসে কবিরাজ গোমাই।
মন বুঝে ধন দিতে পারে কে আছে এই ভাব নগরে কার কাছে এই প্রাণ
জুড়াই।

যদি গুরু দয়াময় এ অনল নিভায়,
ফকির লালন বলে, তাহার সেই কেবল উপায়। ১৩
লা. গী. সং ৫২৮, পৃ ২২৬

স্বপ্নে দর্শন

আমার মনের মানুষের সনে মিলন হবে কতদিনে।
চাতক প্রায় অহর্নিশি চেয়ে আছি কালো শশী,
হব বলে চরণদাসী, তা হয় না কপালগুণে।
মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন লুকালে না পায় অশ্বেষণ,
কালারে হারালেম তেমন ও রূপ হেরিয়ে স্বপনে।
যখন ঐ রূপ অরণ হয় থাকে না লোক লজ্জার ভয়;
অধীন লালন বলে সদায় প্রেম যে করে সেই জানে। ১৪

বা. বা. বা. সং ৭৭, পৃ ৫২৩; লা. গী. সং ৩৩২, পৃ ২৪৮; লা. লা. গী. সং ৩০৮, পৃ ২৮৪

বাগ পুরবী

বিবিধ

আমি যার ভাবে মুড়িয়েছি মাথা।
সে জানে আর মনে জানে আর জানবে কে তা।
মনের মানুষ রাখবো মনে বলব না তা কারো সনে
ও তার ঋণ শুনিব কতদিনে, মনে সদাই সেই চিন্তা।
সুখের কথা বোঝ সুখী ও ভাই দুখের কথা দুখী,
ও সে পাগল বিনে পাগলের কি বোঝে মনের ব্যথা।



যা রে ছিদাম যা রে তুই ভাই আমার হাল আর শুনে কাজ নাই
অতি বিনয় ক'রে বলে লালন, কানাই পদে রবে তা ॥ ১৫

লা. গী. সং ৩০১, পৃ ২০৭; লা. লা. গী. সং ১৮৭, পৃ ১৬৭

গোরলীলা

আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা ।
মুড়িয়ে মাথা, গলে কাঁথা, কটিতে কোপীন পরা ॥
গোরা হাসে কান্দে ভাবের অন্ত নাই, সদা দীন-দরদী বলে ছাড়ে হাই,
জিজ্ঞাসিলে কয়না কথা হয়েছে কি ধনহারা ।
গোরা শাল ছেড়ে কোপীন পরেছে, আপনি মেতে জগৎ মাতিয়েছে,
মরি হায় কি লীলা কলিকালে বেদ বিধি চমৎকারা ।
সত্য-দ্রোতা-দ্বাপর-কলি হয়, গোরা তার মাঝে একদিব্য যুগ দেখায়
অধীন লালন বলে, ভাবুক হলে সে ভাব জানে তারা । ১৬

প্রবাসী, ১৩২২ মাঘ, পৃ ৪০৫; বা. বা. বা. সং ২১, পৃ ৫৫২; বা. বৈ. ভা. সং ২৩, পৃ ৮৯;
লা. গী. সং ৩০২, পৃ ২০৮

কৃষ্ণলীলা

আর আমায় রাধার কথা বল না ।
ঠেকে শিখলাম গো কালো রূপ আর হেরব না ॥
যেমন ও কালো ওর মন কালো । তোর প্রেমের এই শিক্ষে,
বেড়ায় ব্যঞ্জন চেখে লজ্জা গণে না ।
এক মন কয় জায়গায় বিকায়, তা-ত বুঝলাম না ॥
যদি থাকতো শ্রাম গোকুলে তবে কি কুজারে স্পর্শ করত না
লজ্জায় মরে ঘাই অমন প্রেম আর করব না ॥
যেমন চন্দ্রাবলী, তেমন রাখালগুলি থাকে ছ'জনা
শুনে রাধার বোল লালনের বোল সরে না ॥ ১৭

লা. লা. গী. সং ৩৪২, পৃ ৩১১

ননীচুরি

আর আমারে মারিস নে না ।
বলি তোর চরণ ধরে ননী চুরি আর ক'রবো না ॥

ননীর জন্মে আজ আমারে মারলি গো মা বেঁধে ধরে
 দয়া নাই মা তোরা অন্তরে অন্তরে মন গেল জানা ॥
 পরে মারে পরের ছেলে কেঁদে ঘেয়ে মাকে বলে
 মা জননী নিষ্ঠুর হ'লে কে বোঝে শিশুর বেদনা ॥
 ছেড়ে দে মা হাতের বন্ধন যাই আমার বে দিকে যায় মন
 পরের মাকে থাকবো এখন, তোমার গৃহে আর থাকবো না ॥ ১৮
 লা. গী. সং ৩৪২, পৃ ২৪০ ; লা. লা. গী. সং ২০, পৃ ৮৬

কৃষ্ণের বাল্যলীলা

আর কি আসবে সেই কেলেশনী এই গোকুলে ।
 তারে চেনে না গোকুলবাসী কি ভোলে ॥
 ননীচোরা বলে ওমনি মারলে তারে নন্দরানী
 আর নানারূপ অপমানি হইলে ॥
 অনাদির আদি সেই গোবিন্দে, তারে রাখাল বানায় নন্দে,
 আরও রাখালগণ তার স্বন্ধে চড়িলে ॥
 হারালে চায় পেলে নেয় না ভব জীবের ভ্রান্ত যায় না
 তাইতে লালন কয়, দৃষ্ট হয় না নরলীলে ॥ ১৯
 লা. গী. সং ৩৪২, পৃ ২৪২ ; লা. লা. গী. সং ১১০, পৃ ১০৩

গৌরলীলা

আর কি গৌর আসবেকিরে । মাহুধ ভঞ্জে ঘেঘা'করো, গৌরচাঁদ গিয়েছে সেরে ॥
 একবার এসে এই নদীয়ায় মাহুধরূপে হয়ে উদয়
 প্রেম বিলায়ে যথা তথা গেলেন প্রভু নিজপুরে ॥
 চার যুগের ভজন আদি বেদেতে রাখিয়ে বিধি
 বেদেরো নিগূঢ় রসপন্থী সপে গেলেন শ্রীরূপে ॥
 আর কি সেই অদ্বৈত গৌসাই আনবে গৌর এই নদীয়ায়,
 লালন কয় সে দয়াময়ে কে জানিবে এ সংসারে ॥ ২০
 বা. বা. বা. সং ২৪, পৃ ৪৬১ ; লা. গী. সং ৩৩২, পৃ ২২৮ ; লা. লা. গী. সং ১৮৪, পৃ ১৬৪

গৌরলীলা

আর তো কালার সে ভাব নাইকো মই ।
 সে না তেজিয়ে মদন প্রেম-পাথারে খেলছে সদায় প্রেম ঝাঁপাই ।



অগোর চন্দন ভূষিত যে সদায় সেই কালাচাঁদ ধুলায় লুটায়
ও না থেকে থেকে বলছে সদায় সাঁই দরদী কৈলো কৈ ।
সন্তক বিরিকি আদি বার তারি আঁচলা খোলা করোয়া কোপীন সার
প্রভু শেষ লীলে করলেন জারী আনকা আইন দেখ না ঐ ।
বেদবিধি তাজিয়ে দয়াময় কি নূতন ভাব আনিলে নদীয়ায়,
ফকির লালন বলে, আমি সে ত ভাব জানিবার যোগ্য নই । ২১
লা. গী. সং ৩০৮, পৃ ২১২ ; লা. লা. গী. সং ১১৩, পৃ ১০৬

জগন্নাথ মাহাত্ম্য

একবার জগন্নাথে দেখ রে যেয়ে জাত কেমন রাখ বাঁচিয়ে ।
চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণে তাই খায় লয়ে ॥
জোলা ছিল কবীর দাস, তার তোড়ানি বার মাস উঠবে উথলিয়ে ।
সেই তোড়ানি খায় যে ধনী, সেই আসে দরশন পেয়ে ॥
ধর্ম-প্রভু জগন্নাথ, চায় না রে সে জাত-অজাত, ভক্তের অধীন সে ।
যত জাত-বিচারী ছুরাচারী যায় তারা সব দূর হয়ে ॥
জাত না গেলে পাই নে হরি, কি ছাঁর জাতের গৌরব করি ছুঁসনে বলিয়ে ।
লালন কয়, জাত হাতে পেলে পুড়াতাম আগুন দিয়ে ॥ ২২
বা. বা. বা. সং ১২২, পৃ ৬১২ ; লা. গী. সং ৪৪৬, পৃ ৩০৭ ; লা. লা. গী. সং ২২০, পৃ ২৬৬

গৌরলীলা

এ-কুল রাখি কি ও-কুল রাখি । গৌর-রূপ হেরে আমার হল এ কি ॥
না দেখে রূপ ছিলাম ভাল, কেন রূপে নবু গেল,
গৃহ-কুল আর গৌর-কুল যাই কোন দিকি ॥
আসতে কাটা যেতে কাটা গৌর হেরে, প্রাণ আমার যাবে ছো-ধারে
লালন এখন করে বোলবে কি ॥ ২৩
লা. লা. গী. সং ১৭৪, পৃ ১৪৭

বিরহ

এখনো এলো না কালা, মন কেন হল উদাসী ।
বাড়িল বিরহ আলা, কই এল সেই কাল শশী ॥
কালার আসার আশে বাসর শয্যা সাজাইয়ে, জেগে পোহাইলাম নিশি ।

সে আশা নিরাশা হল, আগল ব্রজের ব্রজবাসী ।
 আমবে বলে চিকন কালা গাঁথিয়ে বন-ফুলের মালা সে মালা মোর হল বাসি ।
 কার গলে ছুলাব মালা কোন চরণে হব দাসী ॥
 নাজেনে প্রেম করেছিলাম ছইহাতে ভুলিয়ে নিলাম শ্রাম-কলংকের প্রেম-ফাসী ।
 একবার এসে হৃদয় মাঝে (এবার) বানী বাজাও কাল শশী ।
 আমি যাই যমুনার কূলে চেউ দিয়ে ঐ কালো জলে রূপ দরশন করে আসি ।
 গিরাজ বলে অবোধ লালন গুরু-পদে প্রাণ মপে আজ হও রে দাসী ॥ ২৪
 লা. লা. গী. সং ১২৮, পৃ ১১৮

শ্রাম-কলঙ্কী

এ গোকুলে শ্রামের প্রেমে কেবা না মজেছে সখি ।
 কারো কথা কেউ বলে না আমি একা হই কলঙ্কী ॥
 অনেকেতে প্রেম করে এমন দশা ঘটে কারে
 গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে শ্রামের পদে দিয়ে আমি ॥
 তলে তলে তল গোজা যায় লোকের কাছে সতী বলায়,
 এমন সং অনেক পাওয়া যায় সদর যে হয় সেই পাতকী ॥
 অহুরাগী রসিক হলে সে কি ভরায় কুলশীলে
 লালন বেড়ায় কুকুছি খেলে ঘোমটা দিয়ে চায় আড়চোখি ॥ ২৫
 লা. গী. সং ৩৬৪, পৃ ২০০ ; লা. লা. গী. সং ১০৬, পৃ ৬০

গৌরলীলা

এ ধন-যৌবন চির দিনের নয় । অতি বিনয় করে নিমাই মায়েরে কয় ॥
 কোন দিন পবন ছেড়ে যাবে এ দেহ শ্রামানে যাবে
 কোঠা-বালা ঘর কোথায় রবে কার, লোভ-লালসে কেবল ছুকুল হারায় ॥
 কেউ রাজা কেউ বাদশা গিরি, ছাড়িয়ে কেউ হয় ফকীরী,
 আমি এ নিমাই কি ছার নিমাই কি ধন ছেড়ে বেহাল লয়েছি গায় ॥
 রও শচী মা গৃহে বেয়ে আমারে বিসজ্ঞন দিয়ে
 এই বলে নিমাই ধরে মায়ের পায় লালন বলে, ধন্য ধন্য নিমাই ॥ ২৬
 লা. লা. গী. সং ১০০, পৃ ১০৭

গৌরলীলা

এনেছে এক নবীন গোরা নূতন আইন নদীয়াতে ।
 বেদ-পুরাণ সব দিচ্ছে ছুখে সেই আইনের বিচার মতে ॥

সাতবারে খেয়ে একবার চান নাই পূজা নাই পাপপুণ্য জ্ঞান
 অসাধ্যের সাধ্য বিধান শিখাচ্ছে সব ঘাটে পথে ॥
 না করে সে জেতের বিচার কেবল শুদ্ধ প্রেমের আচার
 মত্যা মিথ্যা দেখে প্রচার সাদৃশ্য জাতে অজাতে ॥
 ভজ ঈশ্বরের চরণা তাই বলে সে বেদ মানে না
 লালন কর, তার উপাসনা কর দেখি মন কি দাম তাতে ॥ ২৭
 লা. গী. সং ৩২১, পৃ ২২১ ; লা. লা. গী. সং ১৫৮, পৃ ১২৭

গৌরলীলা

ঐ গোরা কি শুধুই গোরা । আছে রাধা-রূপে রসান করা ॥
 ভামাতে সোনা হল করিলে চিনে নেওয়া কি কঠিন বলে ;
 এমনি রাধার অঙ্গ অঙ্গ পরশিলে তাইতে কাল রূপে গৌর রূপের পারা ॥
 আহা মরি মরি, এ কি রে ভাব অত্র, অস্তুরে কা-রূপ বাহিরে গৌরাঙ্গ ;
 গোরা পেয়েছিল ভাল ভাবিনীর সঙ্গ তাইতে রূপে রূপ বোপে রেখেছে ধরা ॥
 গোরার ভাব বুঝিতে পারে কে এমন ছিল পুরুষ করল নারীর বেশ ধারণ,
 গুরু অহুসারে কহিছে লালন, আছে শতদলে ভাব নিহারা ॥ ২৮
 লা. লা. গী. সং ১৬৮, পৃ ১৫২

গৌরলীলা

ওই গোরা কি শুধুই গোরা ওগো নাগরী । দেখ দেখ ঠাউরে দেখ কেমন শ্রী ॥
 শ্রাম অঙ্গে গৌরাঙ্গ মাখা নয়ন ছুটি বাকা বাকা মনে যেন দিচ্ছে দেখা ব্রজের
 হরি ॥

না জানি কোন্ ভাব ল'য়ে এসেছে শ্রাম গৌর হ'য়ে
 কদিন বা রাখবে ঢাকিয়ে নিজ মাধুরী ॥
 যে হোক সে নাগরা ক'রবে কুলের কুল সারা,
 লালন বলে, দেখবে যারা সৌভাগ্য তারি ॥ ২৯
 লা. গী. সং ৩১১, পৃ. ২১৪ ; লা. লা. গী. সং ১৬৯, পৃ ১৫৩

কৃষ্ণলীলা

ও কালার কথা কেন বল আজ আমায় । যা শুনলে আগুন লাগে গায় ॥
 তুমি বৃন্দে নামটি ধর জলে অনল দিতে পার,
 রাধারে ভুলতে তোর এবার বুঝি কঠিন হয় ॥

যে কৃষ্ণ রাধার অলি তারে ভূলায় চন্দ্রাবলী,
এ কথা আর কারে বলি ঘুণায় জীবন যায় ॥
শতেক হাঁড়ির ব্যঞ্জন চাখা রাই বলে বিক্ তারে দেখা,
লালন বলে, এবার বীকা সোজা হবে মানের দায় ॥ ৩০
লা. গী. সং ৩৬৮, পৃ ২৫৩; লা. লা. গী. সং ১১৪, পৃ ১০৭

কৃষ্ণলীলা

ওগো ব্রজলীলে এ কি লীলে, কৃষ্ণ গোপিকায়ে জনালে ॥
যারে নিজ শক্তিতে গঠলেন নারায়ণ আবার গুরু বলে ভজলে তার চরণ,
এ কি ব্যবহার শুনে চমৎকার জীবের বোঝা ভার ভুমণ্ডলে ॥
লীলে দেখিয়ে কম্পিত ব্রজধাম নারীর মান ঘুচাইতে যোগী হ'ল শ্রাম
হুর্জয় মানের দায় বীকা শ্রাম রায় নারীর পাদপন্ন মাথায় নিলে ।
ত্রিজগতের চিন্তা শ্রীহরি আজ নারীর চিন্তা হ'লেন গো হরি
অসম্ভাব বচন ভেবে কয় লালন, রাধার দাসথতে শ্রাম বিকালে ॥ ৩১
লা. গী. সং ৩৭২, পৃ ২৫৪; লা. লা. গী. সং ১১৯, পৃ ১১১

গৌরলীলা

ওগো রাই-সাগরে নামলো শ্রামরায় । তোরা ধর গো হরি নাগর ভেসে যায় ॥
রাই-প্রেমের তরঙ্গ ভারি, তাতে ঠাই দিতে কি পারবেন গো হরি
ছেড়ে রাজস্ব, প্রেমে ঔদাস্ত কৃষ্ণের চিন্তা কেঁতা ওড়ে গায় ॥
ওগো চার যুগেতে ঐ কেলে সোনা, তবু শ্রীরাধার দাস হইতে পাল্লেনা,
যদি হইত দাস, যেত অভিলাষ তবে আসবে কেন নদীয়ায় ॥
তিনটি বাঙ্গা অভিলাষ ক'রে হরি জন্ম নিলেন শচীর উদরে,
সিরাজ-চরণ ভেবে কয় লালন সে ভাব জানায় ॥ ৩২
লা. গী. সং ৩৩২, পৃ ২৩০; লা. লা. গী. সং ১০৪, পৃ ৯৮

বিবিধ

ওগো, আমান্তে কি সেই অধর চাঁদকে পাবে ।
যার আগে হল যোগী দেবের দেব মহাদেবে ॥
ভাব জেনে ভাব না দিলে তখন, বুঝা যাবে সেই ভক্তি-ভজন ।
বাঙ্গা যদি হয় সে চরণ ভাব দে না সে ভাবে ॥
যে ভাবে সব গোপিনী তারা, হয়েছিল পাগল পারা,
চরণ ফেলে তেমনি ধারা ভাব দিতে তাই হবে ॥

২০৬

বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা

নিহেতু ভজন গোপীকার, তাইতে সদায় বাঁধা নটবর ।

লালন বলে, মন রে তোমার মরণ ভব-লোভে ॥ ৩৩

লা. লা. গী. সং ১২২, পৃ. ১১২

গৌরলীলা

ও গোঁরের প্রেম রাখিতে সামান্তে কি পারবি তোরা ।

কুলশীল ত্যাগ করিয়ে হাতে হবে জ্যান্তে মরা ॥

থেকে থেকে গোরার হৃদয় কত ভাব হয় গো উদয়

ভাব জেনে ভাব দিতে সদায় জানবি কঠিন কেমন ধারা ।

পুরুষ নারীর ভাব থাকিতে পারবি না সে ভাব রাখিতে

আপনার আপনি হয় তুলিতে যে জন গৌর-রূপ নেহারি ।

গৃহে ছিলি ভালই ছিলি গৌর ভজিয়ে মরতে এলি,

লালন বলে, কি আর বলি ছুকুল যেন হ'সনে হারা ॥ ৩৪

লা. গী. সং ৩২২, পৃ. ২২১ ; লা. লা. গী. সং ১৬০, পৃ. ১৪৫

বিবিধ

ও মন যে যা বোঝে সেইরূপ সে হয় ।

সে যে রাম রহিম করিম কালা এক আল্লা জগৎময় ॥

কুলে শাইন সহিত খোদা আপন জ্বানে কয় সে কথা ।

যার নাই রে আচার বিচার বেদ পড়িয়ে গোল বাঁধায় ॥

আকার সাকার নিরাকার হয় একেতে অনন্ত উদয় ।

নির্জন ঘরে রূপ নেহারে এক বিনে কি দেখা যায় ॥

এক নেহারে দেও মন আমার ভজ না রে দেখ তায় ।

লালন বলে এক রূপ খেলে ঘটে পটে সব জাগায় ॥ ৩৫

লা. গী. সং ২৭৬, পৃ. ১৮৭

বাল্যলীলা

ও মা যশোদে গো তা আর বললে কি হবে ।

গোপাল কে যে এঁটো দেই মা মনে যে ভাব ভেবে ॥

মিঠার জন্ত এঁটো দেই মা পাপ-পুণ্য জ্ঞান থাকে না

গোপাল খেলে হই সাস্বনা, পাপ আর পুণ্য কে ভাবে ॥

ঝঞ্জে চড়ায় ঝঞ্জে চড়ি যে ভাব ধরায় সেই ভাব ধরি,
এ সবও বাসনা তার বৃষ্টি ছিল গো পূর্বে ॥

গোপালের মনে যে ভাব বলতে বলতে আকুল হই মা তা সব,
লালন বলে, পাপ-পুণ্য-লাভ তুলহয় গোপালকে সেবে ॥ ৩৬

লা. গী. সং ৩৪৩, পৃ ২৩৬ ; লা. লা. গী. সং ৮২, পৃ ৮৫

ভক্তি পরীক্ষা

ওরে, মন আমার গেল জানা ।

কারো রবে না এ ধন জীবন-যৌবন, তবে রে কেন এত বাসনা ॥

একবার সবুরের দেশে বও দেখি দম ক'বে, উঠিস না রে ভেসে পেয়ে দাতনা ॥

যে করিল কালার চরণেরি আশা জান না রে ও মন, তাহার কি দশা,

ভক্ত বলি রাজা ছিল, রাজত্ব তার নিল বামনরূপে প্রভু করে ছলনা ॥

কর্ণ রাজা ভবে বড় দাতা ছিল, অতিথিরূপে তার সবংশ নাশিল,

তবু না হইল দুখী, রইল অম্বরগী, ভক্তিতে রে মন পেল সাধনা ॥

প্রহ্লাদ চরিত্র দেখ, কত কষ্ট তার হ'লো, কৃষ্ণ নামে তার অগ্নিতে ফেলিল,

জলে ডুবাইল, তবু না ছাড়িল শ্রীনাম-সাধনা ॥

রামের ভক্ত লক্ষণ ছিল সর্বকালে, শক্তিশেল হানিল তাহার বক্ষস্থলে,

তবু রামচন্দ্রের প্রতি না তুলিল ভক্তি লালন বলে করো এ বিবেচনা ॥ ৩৭

বা. বা. বা. সং ৬২, পৃ ৪০৪ ; লা. গী. সং ৪১২, পৃ ৩১৬ ; লা. লা. গী. সং ১৮৮, পৃ ১৪৮

বিবিধ

ওরে মানুষ মানুষ সবাই বলে । আছে কোন্ মানুষের বসত কোন্ দলে ॥

অযোনি, সহজ, সংস্কার-তারে কি সন্ধান সাধক একবার ?

বড় গহীন মানুষ-লীলে ওরে মানুষ-লীলে ॥

ভজন সাধন নাহি জানি, কোথা পাই সহজ, কোথা অযোনি,

বেড়াই গোলে হরিবোল ব'লে ওরে গোলে হরিবোল ব'লে ॥

তিন মানুষের করণ বিচক্ষণ তারে জানলে হবে এক নিরূপণ

অধীন লালন প'লো গোলমালাে ওমন, গোলমালাে ॥ ৩৮

বা. বা. বা. সং ৪৩, পৃ ২৭৪ ; লা. লা. গী. সং ৩৩২, পৃ ৩০৬

প্রেমের ক্ষমতা

ও সে প্রেম করা কি কথারি কথা ।

প্রেমে মজে হরির হ'লো গলায়ে কেতা ।

এক দিন রাধে মান করিয়ে, ছিলেন ধনি শ্রাম তেজিয়ে,
মানের দায়ে শ্রাম যোগী হয়ে, মুড়ালে মাথা ॥

আরেক প্রেমে মজে ভোলা শ্রমানে মশানে খেলা
গলে শক্তি হাড়ের মালা পাগল অবস্থা ॥

রূপ সনাতন উজীর ছিল, প্রেমে মজে ফকির হ'লো
লালন বলে, এমনি জেনো প্রেমের ক্ষমত ॥ ৩৯

লা. গী. সং ১৭২, পৃ ১১৬ ; লা. লা. গী. সং ১৬৬, পৃ ১৫০

গৌরলীলা

কাজ কি আমার এ ছার কুলে । আমার গৌরচাঁদকে যদি মেলে ॥

মনচোরা সেই যে গোরারায় অকুলের কুল জগৎময় রে
ভোগের আশায় যে কুল ছুষয় বিপদ ঘটবে তার কপালে ॥

কুলে কালি দিয়ে ভজিবো সেই অন্তিম কালের বান্ধব যেই,
ভব বন্ধুজন কি করবে তখন দীনবন্ধুর দয়া না হইলে ॥

কুল-গৌরবী লোক যারা, গুরু-গৌরব কি জানে তারা,

যে ভাবের যে লাভ, জানা যাবে সব, লালন বলে, আখের হিসাব কালে ॥ ৪০

লা. গী. সং ৩২৭, পৃ ২২৫ ; লা. লা. গী. ১৬২, পৃ ১৪৭

কৃষ্ণলীলা

কানাই, একবার এই ব্রজের দশা দেখে যা রে ।

তোর মা যশোদা কিরূপ হালে আছে রে ॥

শোকে তোর পিতা নন্দ কেঁদে কেঁদে হল অন্ধ,

আরও গোপীগণ হয়ে ধন্দ রয়েছে ॥

বাল-বৃদ্ধ-যুবা আদি নিরানন্দ নিরবধি

তারা না দেখে চরণ-নিধি তোর ওরে ॥

পশু পক্ষী উচাটন না শুনে তোর বাশীর গান

লালন কয়, ছিদাম করে হেন বিনয় রে ॥ ৪১

লা. গী. সং ৩৫৩, পৃ ২৪২ ; লা. লা. গী. সং ১০৩, পৃ ৯৭

গৌরলীলা

কানাই, কারভাবে তোর এতাব দেখি রে ।

ব্রজের সে ভাব তো দেখিনে রে ॥

পরণে ছিল পীতধড়া, মাথায় ছিল মোহন চূড়া করে বাঁশী রে ।
 আজ দেখি তোমার করোয়া কোপীনসার ব্রজের সে ভাব কোথায় রাখলি রে ॥
 দাস দাসী তাজিয়ে কানাই একা একা কিরছো রে ভাই কাদাল বেশ ধরে ।
 ভিখারী হলি কেন্দ্রা সার করলি কিসের অভাবে রে ॥
 ব্রজবাসীর হ'য়ে নিদয় আসিয়ে ভাই এই নদীয়ায় কি স্থখ পেলি রে ।
 লালন বলে আর কার বা রাজ্য কার সব দেবি আজ মিছে রে ॥ ৪২
 লা. গী. সং ৩০৭, পৃ ২১১ ; লা. লা. গী. সং ২২, পৃ ২৪

গৌরলীলা

কার ভাবে এ ভাব বল রে কানাই, রাজ রাজ্য ছেড়ে কেন বেহাগ দেখতে পাই ॥
 ভেবে তোর এ ভাব বুঝিতে নারি আজ কিসের কাদাল আমার অটলবিহারী,
 ছিল অগোর চন্দন যে অঙ্গে ভূষণ, সে অঙ্গ আজ কেন লুপ্তিত ধরায় ॥
 ব্রহ্মাও ভাবুক যারে ভাবিয়ে সে ভাবুক আজ কাহার ভাব লয়ে ।
 একি অসম্ভব ভাবনা সম্ভব কোন্ জনা মরি মরি ভাবের বলিহারি যাই ॥
 অহুভাবে ভেবে কতই করি সার, শ্রামচাদের উত্তম কি চাঁদ আছে আর ।
 করে চাঁদে চাঁদ হরণ সেহি বা কেমন ভক্তিবহীন লালন বসে ভাবে তাই ॥ ৪৩
 লা. গী. সং ৩০৪, পৃ ২০৯ ; লা. লা. গী. সং ২৮, পৃ ২৩

গৌরলীলা

কার ভাবে এ ভাব হারে জীবন কানাই । করে বাঁশী নাই, মাথে চূড়া নাই ॥
 ক্ষীর সর ননী খেতে বাঁশীটি সদাই বাজাতে
 কি অ-স্থখ পেয়ে তাতে ককির হ'লি ভাই ॥
 অগোর চন্দন আদি মাখিতে নিরবধি
 সেই অঙ্গ ধুলায় অদ্ভুতি এখন দেখতে পাই ॥
 বৃন্দাবন যথার্থ বন তো বিনে হ'ল রে এখন,
 মাছুষ লীলে করবে কোন্ জন লালন বলে তাই ॥ ৪৪
 লা. গী. সং ৩০২, পৃ ২১০ ; লা. লা. গী. সং ২৭, পৃ ২২

গৌরলীলা

কার ভাবে শ্রাম নদেয় এলো । ও তার ব্রজের ভাবের কি অহুসার ছিল ॥
 গোলোকেরি ভাব তাজিয়ে যে ভাব প্রভু ব্রজপুরে লয়েছিল যেহি ভাব,
 এবে নাই ত সে ভাব দেখি নূতন ভাব এ ভাব বুঝিতে কঠিন হ'লো ॥

সত্য যুগে সঙ্গে কে সঙ্গী ছিল ত্রেতায় সঙ্গী সীতে লক্ষ্মী হ'লো,
 স্বাপরে সঙ্গিনী রাধা রঙ্গিনী কলির ভাবে তারা কোথায় ব'লো ॥
 কলিযুগের ভাব একি অসম ভাব নাহি ব্রত-পূজা নাহি অঙ্কভাব,
 ছিল দণ্ডিবেশ, কেবল দণ্ড কমণ্ডলু নিতাই এসে তাহা ভেঙ্গে দিল ॥
 উহার ভাব জেনে ভাব নেওয়া হ'লো দায় না জানি কখন কি ভাব উদয়
 করলে তিনটি লীলে এক নদীয়ায়, লালন ভেবে দিশে নাহি পেলো ॥ ৪৫

লা. গী. সং ৩০৩, পৃ ২০৮; লা. লা. গী. সং ১৫৭, পৃ ১৪৩

গৌরলীলা

কি কঠিন ভারতী না জানি। পরাইল কোন প্রাণে কপিনী ॥
 হেন ছেলে ফকীর হয় যার শত শত ধন্য সে মার,
 কেমন রয়েছে সে ঘর ছেড়ে সোনার গৌরমণি ॥
 পরের ছেলে দেখিয়ে এ হাল শোকানলে আমরা বেহাল,
 না জানি এ শোকের কি হাল জলছে উহার মা জননী ॥
 তারে যে দিয়েছে এ কপিনী ভোর,
 তারে বিধি দেখাইত মোর, ঘুচাইত মনের ঘোর লালন বলে, কিছু বাণী ॥ ৪৬

লা. লা. গী. সং ১৭১, পৃ ১৫৮

কৃষ্ণলীলা

কি ছার রাজস্ব করি। গোপাল হেন পুত্র আমার অকুর এসে করলে চুরি ॥
 মিছে রাজ্য নামটি আছে লক্ষী সে তো গা তুলেছে
 যে হতে গোপাল গিয়েছে সেই হতে অন্ধকার পুরী ॥
 নন্দ যশোদার ছিল অকুর শনি বিষম কাল,
 প্রাপ্ত কৃষ্ণ হরে নিল, লালন কয়, এ দুখ ভারী ॥ ৪৭

লা. গী. সং ৩০৮, পৃ ২৪৬; লা. লা. গী. সং ২৪, পৃ ৮২

গৌরলীলা

কি বলিস গো তোরা আজ আমারে।
 চাঁদ গৌরান্দ ভুজঙ্গ কণী দংশিল যার হৃদয় মাঝারে ॥
 গৌররূপের কালে যারে দংশয় সে ধাত কি বোঝে ওঝায়
 বিষ ফণেক জলে, ফণেক সাজায়, ধন্যস্তরি ঐবধ যায় গো কিরে ॥



আমি ভুলবো না ভুলবো না বলি, কটাক্ষেতে অমনি ভুলি,
আমার জ্ঞান পরশ যায় সকলি ব্রহ্মমন্ত্রে ঝাড়িলে না সারে ॥
যদি মেলে রসিক হুজুন রসিকজনার জুড়ায় জীবন
বিনয় করে বলছে লালন অরসিকের কথায় দুখ ধরে ॥ ৪৮

লা. গী. সং ৩২২, পৃ ২২৬ ; লা. লা. গী. সং ১৬৩, পৃ ১৪৮

গৌরলীলা

কি ভাব নিমাই তোর অন্তরে ।
মা বলিয়ে চক্ষের দেখা তাতে কি তোর ধর্ম যায় রে ॥
কল্পতরু হও রে যদি তবু মা বাপ গুরু নিধি
এ গুরু ছাড়িতে বিধি কে তোরে দিয়েছে ইহা রে ॥
আগে যদি জানলে ইহা তবে কেন করলে বিয়া
এখন সে বিষ্ণুপ্রিয়া কেমনে রাখিব ঘরে ॥
নদীয়ার ভাবের কথা অধীন লালন কি জানে তা
হা হতাশে শচীমাতা বলে নিমাই দেখা দে রে ॥ ৪৯

লা. গী. সং ৩১৮, পৃ ২১২ ; লা. লা. গী. সং ১৪৭, পৃ ১৩৫

বিবিধ

কি রূপ সাধনের বলে অধর ধরা যায় ।
নিগূঢ় সন্ধান জেনে শুনে সাধন করতে হয় ।
পঞ্চতরু সাধন করে পেত যদি সে চাঁদেরে (হে)
তবে বৈরাগীরা কেনে আঁচলা গুছড়ি টানে
কুলের বাহির হয় সে চরণ বাহ্যায় ॥
বৈষ্ণবের ভজন ভাল তাই বলিয়ে ভক্তি ছিল (হে)
তাতে ব্রহ্মজ্ঞানী দ্বারা সদায় বলে তারা শক্তি বৈষ্ণবের নাই স্বয়ং পরিচয় ॥
শুনি ব্রহ্মজ্ঞানীর বাক্য দরবেশে তাই করে তর্ক (হে)
বস্তুজ্ঞান যার নাই, নাম ব্রহ্মায় কি পায়
লালন কয়, দরবীশ এ কি কথা কয় ॥ ৫০

লা. লা. গী. সং ২০২, পৃ ১৮১

বিবিধ

কি সাধনে আমি পাই গো তারে । ও সে ব্রহ্মাবিষ্ণু ধ্যানে পায় না যারে ।

স্বর্ণ শিখর যার নির্জন গোফা স্বরূপে সেই তো চন্দের আভা
ও সে আভা চাই, হাতে নাহি পাই, কেমনে সে রূপ যায় গো সরে ॥
তিন রসের সাধন করো, রূপ স্বরূপের তব ধরো,
লালন কয় তবে যদি পারো প্রাণ জুড়াতে সে রূপ হেরে । ৫১
বা. বা. বা. সং ৬৫, পৃ ৫৮৬

কৃষ্ণলীলা

কৃষ্ণ পদ্মেরি কথা করোরে দিশে ।
রাধা কান্তি পদ্মের উদয় হয় মাসে মাসে ॥
না জেনে সেই যোগ নিরূপণ, রসিক নাম ধরা সে কেমন ।
অসময়ে চাষ করলে তখন কৃষি হয় কিসে ॥
সামান্য বিচার কর বিশ্বাস লইয়ে ধর ।
অমূল্য ফল পেতে পার তাহে অনায়াসে ॥
শুনতে নাই আন্দাজী কথা বর্তমানে জান হেথা ।
লালন কয়, সে জগলতা দেখরে কিসে ॥ ৫২
লা. গী. সং ১৪৫, পৃ ২২ ; লা. লা. গী. সং ১২১, পৃ ১১০

কৃষ্ণলীলা

কৃষ্ণ বিনে তেঁটা-ত্যাগী, ভবে সেই বটে গো শুদ্ধ অহুরাগী ॥
মেঘের জল বৈ চাতক যেমন অল্প জল করে না গ্রহণ,
তেমনি কৃষ্ণভক্ত জন একান্ত কোট মনে কৃষ্ণের লাগি ॥
স্বর্গেরও স্থখ নাহি চায় সে, মিশিতে না চায় সাযুজ্যে,
ও তার ভাবে বুঝায় পষ্ট কেবল সেই কৃষ্ণসুখের স্থখী ॥
কৃষ্ণ প্রেম যার মনে, তার বিক্রম সে-ই তা জানে,
অধীন লালন বলে, আমার মুখসর্বস্ব মন বিবাগী ॥ ৫৩
বা. বা. বা. সং ১৪০, পৃ ৬৩০ ; লা. গী. সং ৪৫২, পৃ ৩১১ ; লা. লা. গী. সং ১০৫, পৃ ২৮

গৌরলীলা

কে আজ কৌপীন পরালে তোরে ।
তার কি দয়ামায়া কিছুই নাই অন্তরে ॥
এক পুত্র তুই রে নিমাই অভাগিনীর আর কেহ নাই ।
কি দোষে আমায় ছেড়ে রে নিমাই ফকির হলি এমন বয়সে রে ॥

মনে ইহাই ছিল তোরি হ'বি রে পথের ভিখারী ।
তবে কেন বিয়ে করি পবের মেয়ে কেমনে আজ আমি রাখবো ঘরে ॥
ত্যাগ করে মাতাপিতা কি ধর্ম আর ক'রবি কোথা ।
মায়ের কথায় চল, কোপীন খুলে কেল লালন কয়, যেকুশ তোর মায়ে

কয় রে ॥ ৫৪

লা. গী. সং ৩২০, পৃ ২২০ ; লা. লা. গী. সং ১৪৬, পৃ ১০৪

গৌরলীলা

কেন চাঁদের জন্ত চাঁদ কাঁদে রে, এই লীলের অন্ত পাইনে রে ॥
দেখে শুনে ভাবছি বসে মনে কই কারে ॥
আমরা দেখে ঐ গৌরাচাঁদ, ধরবো বলে পেতেছি ফাঁদ ।
আবার কোন্ চাঁদেতে এ চাঁদেবো মন হরে ॥
জীবেরো কি ভুল দিতে সবায় গৌরচাঁদ আর চাঁদের কথা কয় ।
পাইনে এবার কি ভাব হয় উহার অন্তরে ॥
এ চাঁদে সে চাঁদ করে ভাবনা মন আমার আজ হ'লো দোটানা ।
তাই বলছে লালন, প'লাম এখন কি ঘোরে ॥ ৫৫

লা. গী. সং ৩৩৪, পৃ ২৩০ ; লা. লা. গী. সং ১৭৮, পৃ ১৬০

কৃষ্ণলীলা

কে বোঝে সেই কৃষ্ণের অপার লীলে ।
তিনি তিলার্থ নাই ব্রজ ছাড়া, কে তবে মথুরায় রাজা হ'লে ॥
কৃষ্ণ রাধা ছাড়া তিলার্থ নাই ভারত পুরাণে তাই কয় ।
তবে ধনি কেন দুর্জয় বিচ্ছেদ এ জগতে জানালে ॥
সবে বলে অটল হরি সে কেন হয় দণ্ডধারী
কিসের অভাব তারি, ঐ ভাবনা ভেবে ঠিক না মেলে ॥
নিগম খবর জানা গেল কৃষ্ণ হইতে রাধা হ'লো ।
তবে কেন এমন বলো আগে রাধা পাছে কৃষ্ণ বলে ॥
কৃষ্ণ-লীলার লীলা অথাই থাই দিবে কেউ সে সাধ্য নাই ।
কি ভাবিয়ে কি করে যাই, লালন বলে, প'লাম বিষম ভোলে ॥ ৫৬

লা. গী. সং ৩৪৬, পৃ ২৪৪ ; লা. লা. গী. সং ১২০, পৃ ১১২

কৃষ্ণলীলা

কোথা কানাই গেলি রে প্রাণের ভাই । একবার এসে দেখা দে রে প্রাণ জুড়াই ॥
 শোকে তোর পিতা নন্দ কেঁদে কেঁদে হল অন্ধ আরও সবে নিরানন্দ দেখু গাই ॥
 কি দোষে গেলি তুই রে আমাদের সব অনাথ ক'রে,
 দয়ামায়া তোর শরীরে কিছুই নাই ॥
 পশুপক্ষী নর আদি নিরানন্দ নিরবধি ।
 লালন শুনে ছিদাম উক্তি বলে তাই ॥ ৫৭

লা. গী. সং ৩৪৮, পৃ ২৩২ ; লা. লা. গী. সং ১০০, পৃ ২৪

গোষ্ঠলীলা

কোথা গেলি রে কানাই । সকল বন খুঁজিয়ে তোরে নাগাল পাইনে ভাই ॥
 বনে আজ হারিয়ে তোরে গৃহে যাব কেমন করে ।
 কি বলব মা যশোদারে ভাবনা হ'ল তাই ॥
 মনের ভাব বুঝিতে নারি কি ভাবের ভাব তোমারি ।
 খেলতে খেলতে দেশাস্তুরী ভাব তো দেখতে পাই ॥
 আজ বুঝি গোচারণ-খেলা খেললি না রে নন্দলালা ।
 লালন বলে, চরণ খেলা তলা পাইনে বুঝি ঠাই ॥ ৫৮

লা. গী. সং ৩৪৭, পৃ ২৩৮ ; লা. লা. গী. সং ৩১৩, পৃ ২৮৮

বিবিধ

কোন্ রসে প্রেম সেধে হরি গৌর বর্ণ হলো সে ।
 না জেনে সে প্রেমের অর্থ প্রেম যাজন কবে হয় কিসে ॥
 প্রভুর যে মত ঐ মত সার আর যত সব যায় ছারখার ।
 আমি তাইতে ঘুরি কিবা করি ব্রজের পথ না পাই দিশে ।
 অনেকে কয় অনেক মতে ঐক্য হয় না মনের সাথে ।
 ও সে ব্রজতত্ত্ব পরম অর্থ, ফিরি তাই জানার আশে ॥
 কামী থেকে নিকামী কি হয় আজব একটা এও শুনা যায় ।
 ও সে কি তার মর্ম কে মোরে কয়, লালন তাই ভাবে বসে ॥ ৫৯

লা. গী. সং ৩৫৮, পৃ ২৩২ ; লা. লা. গী. সং ১২৬, পৃ ১৭৩

গুরু কি হবে আমার গতি কতই জেনে কতই শুনে

ঠিক হ'লো না মন কোন প্রতি ॥

যাত্রা ভঙ্গ যার নাম শুনে, সেই বনের পশু হুহুমান্,

আছে নিষ্ঠাশ্রুণ তার রামচরণে, সাধুর খাতায় স্থখ্যাতি ॥

মুচির কোঠায় গন্ধা এল, কলার ডাণ্ডর সর্প হ'লো

সকলি ভক্তির বল, আমার নেই সে শক্তি ॥

মেঘপানে চাতকের ধ্যান, অগ্র জল সে করে না পান,

ফকির লালন বলে জগতের প্রমাণ আছে ভক্তির প্রতি । ৬০

হারামনি, ৩য় খণ্ড, সং ৫৬, পৃ ৩৭

গুরু-গৌরাদ

গুরু দেখায় গৌর তাই দেখি কি গুরু দেখি ।

গৌর দেখতে গুরু হারাই কোন রূপে দেই আশি ॥

গুরু গৌর রহিল দুই ঠাই কিরূপে একরূপ করি তাই ।

এক নিরূপণ না হলে মন সকল হবে ফাঁকি ॥

প্রবর্তের নাই কোন টিকানা সিদ্ধি হবে কি সে হবে সাধনা ।

মিছে সদায় সাধু হাটায় নাম পড়াই সাধ কি ॥

একরাজ্যে হ'লে দুজন্য রাজ্য কার হুকুমে গত হয় প্রজা ।

লালন বলে, তেমনি গোলে খাতায় প'লো বাকী ॥ ৬১

লা. গী. সং ৮২, পৃ ৫২

গুরু-গৌরাদ

গুরু, দোহাই তোমার, মনকে আমার লও গো স্থপথে ।

তোমার দয়া বিনে তোমায় সাধবো কি মতে ॥

তুমি যারে হও গো সদয়, সে তোমাতে সাধনে পায় ;

বিবাদী তার স্ববশে রয় তোমার কৃপাতে ॥

যন্ত্বেতে যদ্বী যেমন যেমন বাজায় বাজে তেমন ।

তেমনি যন্ত আমার মন, বোল তোমার হাতে ॥

জগাই মাধাই দস্ত্য ছিল, তারে গুরুর কৃপা হ'ল ।

অধীন লালন দোহাই দিল সেই আশাতে ॥ ৬২

বা. বা. বা. সং ৭২, পৃ ৫২০ ; লা. গী. সং ৪৩১, পৃ ৩১৭ ; হারামনি, ৩য় খণ্ড, সং ১৩, পৃ ৪৮

বাল্যলীলা

গোপাল আর গোষ্ঠে যাবে না । যারে যা বলাই তোরাই হবে যা ॥
 কু-স্বপন দেখেছি সে যে গোপাল যেন হারিয়েছে ।
 বনে বনে কিরছি কৈদে খুঁজে পেলাম না ॥
 অভাগিনীর আর কেহ নাই হবে মাত্র একা কানাই ।
 সে ধন হারা হই রে বলাই, কিসের ঘর কন্না ॥
 বনে আছে অশ্বরের ভয়, কখন যেন কি দশা হয় ।
 দিবা-রেতে তাইতে সদায় সন্দ ঘোচে না ॥
 দেবের চরিত্র বচন শুনে খেদে কোরে লালন ।
 কি ছলে তার গমনাগমন দিশে হল না ॥ ৬৩

লা. লা. গী. সং ২২, পৃ ৮৮

বাল্যলীলা

গোপালকে আজ মারলি গো মা কেমন পরাণে ।
 সে কি সামান্য ছেলে মা তাই ভাবলি মনে ॥
 দেবের ছলভ গোপাল চেনে না যার ফেরের কপাল ।
 ওমা যে চরণ আশায় শশানবাসী হয় দেবের দেব শিব পঞ্চাননে ॥
 একদিন যার দেখু হ'রে, নিলেন ব্রহ্মা পাতালপুরে ।
 তাইতে ব্রহ্মা দোষী হয় সবায় জানতে পায় তুমি জান না এই বৃন্দাবনে ॥
 যোগীন্দ্র মণীন্দ্র আদি যোগ সেধে না পায় যে নিধি ।
 সেই কৃষ্ণধন তোমার গোপাল লালন বলে একি ঘোর এখানে ॥ ৬৪

লা. গী. সং ৩১০, পৃ ২৪০ ; লা. লা. গী. সং ২২, পৃ ৮৭

গৌরলীলা

গোল ক'রো না ও নাগরী, গোল ক'রো না গো ।
 দেখি দেখি ঠাউরে দেখি কেমন গৌরাঙ্গ ॥
 সাধু কি ও যাহুকর এসেছে এই নদেপুরী ।
 খাটবে না হেথা জারিজুরি তাই কি ভেবেছো ॥
 বেদ-পুরাণে কয় সমাচার, কলিতে আর নাই অবতার ।
 তবে সে কয় সেই গিরিধর এসেছে দেখো ॥

বেদে যা নাই তাই যদি হয়, পুঁথি পড়ে কে মরতে যায় ।

লালন বলে, ভজবো সবাই তবে ঐ গৌরপদো ॥ ৬৫

লা. গী. সং ৩১০, পৃ ২১৩ ; লা. লা. গী. সং ১৭০, পৃ ১৫৪

গৌরলীলা

গৌসাই আমার দিন কি যাবে এই হালে, আমি পড়ে আছি অকূলে ।

(তুমি) কত অধম পাপী তাপী অবহেলে তারিলে ॥

জগাই মাধাই দুটি ভাই কান্দা ফেলে মারলে গায় তারে তো নিলে ।

আমি পাপী ডাকছি সদায়, দয়া হবে কোন্ কালে ॥

অহল্যা পাষণ ছিল, সেও তো মানুষ হইল তোমার চরণ ধূলাতে ।

আমি তোমার কেউ নহি গো তাই কি মনে ভাবিলে ॥

তোমার নাম লয়ে যদি মরি দেখবে তবু তোমারি, আর যাব কোন্ কূলে,

তোমা বই আর কেউ নাই আমার অধম লালন কেন্দ্রে বলে ॥ ৬৬

বা. বা. বা. সং ৮, পৃ ৫৫১ ; লা. গী. সং ৪১১, পৃ ২৮৪ ; লা. লা. গী. সং ১২২, পৃ ১৭২

গৌরলীলা

গৌর কি আইন আনিলে নদীয়ার । এ তো জীবের সম্ভব নয় ॥

আন্কা বিচার, আন্কা আচার দেখে শুনে লাগে ভয় ॥

ধর্মধর্ম বলিতে কিছুমাত্র নাই তাতে, প্রেমের গুণ গায় ।

জাতের বোল রাখলে না সে তো করলে একাকার ময় ॥

শুদ্ধ অশুদ্ধ নাইকো জ্ঞান, সাতবার খেয়ে একবার চান করেন সদায় ।

আবার অসাধ্যরে সাধ্য করে, জীবে না যায় ছোঁয় ঘৃণায় ॥

যবন ছিল দবীর খাস, তারে গৌসাই-পদ প্রকাশ করল গোরা রায় ।

আর লালন বলে মোমিন বংশে জামালকে বৈরাগ্য দেয় ॥ ৬৭

বা. বা. বা. সং ৭৫, পৃ ৫২২ ; লা. গী. সং ৩১২, পৃ ২১৪ ; লা. লা. গী. সং ১৪৩, পৃ ১৩১

গৌরলীলা

গৌর-প্রেম অথাই আমি ঝাঁপ দিয়েছি তায় ।

এখন আমার প্রাণ বাঁচা ভার করি কি উপায় ॥

ইন্দ্র বারি শাসিত করে উজান ভাঁটা বইতে পারে

সে ভাব আমার নাই অন্তরে কোট সাধি কোথায় ॥

একে সে প্রেম নদীর জলে থাই মেলে না নোঙর কেলে
বেহুঁশিয়ারে নাইতে গেলে কাম কুমীরে থায় ॥

গৌর-প্রেমের এমনি লেঠা আসতে কাটা যেতে কাটা

না বুঝে মুড়ালাম মাথা অধীন লালন কয় ॥ ৬৮

লা. গী. সং ১৬৭, পৃ ১১০; লা. লা. গী. সং ১৭১, পৃ ১০৫

গৌরলীলা

ঘরে কি হয় না ককীরী। কেন হলি রে নিমাই আজ দেশান্তরী ॥

অমি বার বসে তের, আরও তো হতে পারে কার,

বলে গেলে হয়, সে ও তো কথা নয় মন না হলে নির্বিকারী ॥

মন না মুড়ায়ে কেশ মুড়ালে তাইতে কি রতন মেলে,

মন দিয়ে মন বেঁধেছ যে জন তারি কছে সদায় বাধা হরি ॥

ফিরে ঘরে চলরে নিমাই ঘরে সাধলে হবে কামাই

বলে এই কথা কাদে শচীমাতা লালন বলে, লীলের বালিহারী ॥ ৬৯

লা. লা. গী. সং ১৪২, পৃ ১০৭

গৌরলীলা

চরণ পাই যেন অস্তিম কালে। ফেল না নরাদম বলে ॥

সাধনে পাইব তোমায়, সে ক্ষমতা নাই হে আমায়,

দয়াল নাম শুনিয়ে আশায় আছি অধীন কাঙালে ॥

জগাই মাধাই পাপী ছিল কাদা ফেলে গায় মারিল

তাহে প্রভুর দয়া হল আমায় দয়া কর সেই হালে ॥

ভারত পুরাণে শুনি, পতিত পাবন নানের ধনি,

লালন বলে, সত্য জানি আমারে চরণ দিলে ॥ ৭০

লা. লা. গী. সং ১৮২, পৃ ১৬২

গৌরলীলা

চাঁদ বলে চাঁদ কাদে কেনে।

আমার গৌরচাঁদ ত্রিজগতের চাঁদ চাঁদে চাঁদ ঘেরা ঐ আভরণে ॥

গৌরচাঁদে শ্রাম-চাঁদেরি আভা, কোটি চন্দ্র জিনিয়ে শোভা

রূপে মূনির মন করে আকর্ষণ, সূধা শান্ত সূধা বরিষণে ॥

গোলোকেরি চাঁদ গোকুলেরি চাঁদ নদীয়ায় গৌরান্দ্র সেই পূর্ণচাঁদ
আর কি আছে চাঁদ সে আর কেমন চাঁদ আমার ঐ ভাবনা মনে মনে ॥
লয়েছি এই গলে গৌরান্দ্র চাঁদের কঁাদ আবার শুনি আছে পরম চাঁদ,
থাক সে চাঁদের গুণ কেঁদে কয় লালন আমার নাই উপায় গৌরচাঁদ বিনে ॥ ৭১
লা. গী. সং ৩৪০, পৃ ২৩৪ ; লা. লা. গী. সং ১৩৭, পৃ ১৭২

বাল্যলীলা

চেনে না যশোদা রাণী । গোপাল কি সামান্য ছেলে ধ্যানে যারে পায় না মূনি ॥
একদিন চরণ থেমেছিল তাইতে মন্দাকিনী হ'ল,
পাপহরা স্নানীতল সে মধুর চরণ ছ'খানি ॥
বিবিকি-বাহিত সে ধন মাহুসরূপে এই বৃন্দাবন
জানে যত রসিক স্নান সে কালার গুণ বাখানি ॥
দেবের দুর্লভ গোপাল ব্রহ্মা অর হরিল গোপাল
লালন বলে, আবার গোপাল কীৰ্ত্তি গোপাল ক'রলে শুনি ॥ ৭২
লা. গী. সং ৩৪৪, পৃ ২৩৬ ; লা. লা. গী. সং ১০১, পৃ ২০

মান

ছার মানে মজে কৃষ্ণধনকে চেন না ।
থাক থাক ওগো প্যারী ছুদিন বই যাবে জানা ॥
কৃষ্ণেরে কাদালে যত তুমি সে কাদিবে তত
ধারিলে শুধিতে চিরদিন ত প্রচলিত আছে কিনা ॥
যখন বলবে কোথা হরি এনে দে গো সহচরী
এখন যে সাধিলাম প্যারী তা কি মনে জান না ॥
বাড়াবাড়ি হ'লে ক্রমে কু ঘটতে নাই আটক কর্ণে
লালন কয়, পাষণ ঘামে শুনে বৃন্দের বন্দনা ॥ ৭৩
লা. গী. সং ৩৬২, পৃ ২৪৩ ; লা. লা. গী. সং ১১৭, পৃ ১০৮

গুরুমাহাত্ম্য

জান গে যা গুরুর দ্বারে জ্ঞান উপাসনা ।
কোন মাহুসের কেমন কৃতি যাবে রে জানা ॥
পুরুষ পরশমণি কালাকাল তার কি সে জানি
জল দিয়ে সব চাতকিনী করে সাধনা ॥

যার আশায় জগৎ বিহালো তার কি আছে সকাল বিকাল
তিলেকমাত্র না দিলে জল ত্রুষ্ণাও রয় না ॥

বেদবিধির অগোচর সদাই কৃষ্ণপদ্ম নিতি উদয়
লালন বলে, মনের বিধায় দেখে দেখ না ॥ ৭৪

লা. গী. সং ২৫, পৃ ৬৫ ; লা. লা. গী. সং ১৫৬, পৃ ১২৫

গৌরলীলা

জানবো হে এই পাপী হইতে । যদি এসেছ হে গৌর জীবকে তারিতে ॥

নদীয়া নগরে বতজন সবারে বিলালে প্রেমধন,

আমি নর-অধম না জানি মরম, চাইলে না হে গৌর আমা পানেতে ॥

তোমারি হৃদ্রেমের হাওয়ায় কাষ্ঠের পুতুলী নলিন হয়,

আমি দীনহীন ভজন-বিহীন উপায়হীন বসে আছি এক কোণেতে ॥

মলয় পর্বতের উপর যত বৃক্ষ সকলি হয় সার,

কেবল যায় জানা বাশে সার হয় না, লালন পেলো তেমনি প্রেমশূন্য চিতে ॥ ৭৫

বা. বা. বা. সং ১০, পৃ ৫৫০ ; লা. গী. সং ৪১২, পৃ ২৮৫ ; লা. লা. গী. সং ১২৪, পৃ ১৭৪

কৃষ্ণলীলা

জানরে মন সেই রাগের করণ যাতে কৃষ্ণ বরণ হ'ল গৌর বরণ ।

শতকোটি গোপীর সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেম রসরঙ্গে,

সে যে টলের কার্য নয় অটল না বলায় সে আর কেমন ॥

রাধারে কি ভাব কৃষ্ণেরো কি ভাবে বশ গোপিকারো

সে ভাব না জেনে সে সঙ্গ কেমনে পাবে কোন জন ॥

সাম্য রসের উপাসনা না জানিলে রসিক হয় না

লালন বলে, সে যে নিগূঢ় করণ ব্রজে অকৈতব ধন ॥ ৭৬

লা. গী. সং ১৪০, পৃ ২৭ ; লা. লা. গী. সং ৩১৫, পৃ ২২০

বিবিধ

জানি মন প্রেমের প্রেমী কাজে পেলো ।

পুরুষ-প্রকৃতি-স্বভাব থাকতে কি প্রেমরসিক বলে ॥

মদন জালায় ছিন্ন-ভিন্ন, প্রেম প্রেম বলে জগত জানানো ।

অ-হৃদদারে রসিক মান্ত খুসকি জারি প্রেম-টাকশালে ॥

সহজ স্বরসিক জনা শোষায় শোষে বাণ ছাড়ে না ।

সে প্রেমের সন্ধি জানা যায় না ম'রে না ডুবিলে ॥

তিনরসে প্রেম সাধলে হরি, শ্রামাঙ্গ গৌরাঙ্গ তারি ।

লালন বলে, বিনয় করি, সেই রসে প্রেম-রসিক খেলে ॥ ৭৭

বা. বা. বা. সং ১২৭, পৃ ৩২২ ; লা. গী. সং ১৭৩, পৃ ১১৩ ; লা. লা. গী. সং ২১৪, পৃ ১২১

বিবিধ

জীব ম'লে জীব যায় কোন্ সংসারে ।

ঈশ্বরের ঘরবাড়ি যদি হয় অসার ভুবনে ॥

রাম নারায়ণ গৌর হরি ঈশ্বর যদি গণ্য করি ।

তারা তবে গর্ভধারী এ সংসারে হয় কেনে ॥

যারে তারে ঈশ্বর বলা বুদ্ধি নাই তার অর্ধতোলা ।

ঈশ্বরের হয় যম-জালা ভাবো কিসে তাই মনে ॥

ত্রিজগতের মূলধার সাঁই জগন্মত্যা তার কিছু নাই ।

সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তাই থাকো সদায় ঠিক জেনে ॥ ৭৮

লা. গী. সং ৪৪০, পৃ ৩০৪ ; লা. লা. গী. সং ২৭৩, পৃ ২৩১

বিবিধ

ঠাণ্ডর নাই মোর মন-কাণ্ডারী বুদ্ধি তিরো ধারায় এবার ডুবাই তরী ।

যেমন মাঝি দিশে হারা, তেমনি দাঁড়ী মালা তারা ।

এরা কে কোন্ দিকে বয় কেউ কারো বশ নয়, পারে যাওয়া কঠিন হ'লো তারি ।

এক নদীর তিন বইছে ধারা, নাই কো নদীর কূল কিনারা ।

ও সে বেগে তুফান ধায়, দেখে লাগে ভয়, ভাসিয়েছি ডিঙ্গা উপায় কি করি ।

কোথায় হে দয়াল হরি এসে আমার হও কাণ্ডারী ।

তর স্বরণলয়ে তরণী ভাসিয়ে যাই, অদীন লালন বলে বুদ্ধি বিপাকে মরি । ৭৯

লা. গী. সং ১০১, পৃ ৬৯

কৃষ্ণলীলা

তারে কি আর ভুলতে পারি আমার এই মনে, দিয়েছি মন যে চরণে ।

আমি যেদিকে ফিরি সেই দিকে হেরি ঐ রূপের মাধুরী ছই নয়নে ।

সবে বলে কালো কালো কালো নয় সে চাঁদের আলো ।

সেই যে কালাচাঁদ নাই আর এমন চাঁদ যে চাঁদের তুলনা তাহারি মনে ।

দেবের দেব শিব ভোলা তার গুরু ঐ চিকন কালা ।

তোরা বলিস চিরকাল তারি গো রাখাল কেমন রাখাল জান গে

বেদ-পুরাণে ।

সাধে কি মজেছে রাধে, সে কালার প্রেম-ফাদে সে তোরা কি জানবি

লালন বলে, বল্লো কি মানবি শ্রামের গুণ রাই জানে । ৮০

লা. পী. সং ৩৬৩, পৃ ২৪২ ; লা. লা. গী. সং ১৬৭, পৃ ১০১

গৌরলীলা

তারে চিনবে কে এই মাছুষে । মেরে সাঁই ফেরে কি রূপ সে ॥

গোলকে অটল হরি, ব্রজপুরে বংশীধারী,

হলেন নদীয়াতে অবতারি ভক্তরূপে প্রকাশে ॥

মাঘের গুরু, পুতের শিষ্য দেখে জীবের জ্ঞান নৈরাশ

এবার কি তাহরে মনের উদ্ভিগ্ন ভেবে বোঝা যায় কিসে ॥

আমি বলি নয় নিরাকার সে ফেরে স্বরূপ আকার,

সিরাজ সাঁই কর, লালন তোমার কই হলো রে সে দিশে ॥ ৮১

লা. লা. গী. সং ১৭৫, পৃ. ১০৭

মান

তোমরা আর আমায় কালার কথা বলো না ।

ঠেকে শিখলাম গো কালোরূপ আর হেরব না ॥

পরলাম কলঙ্কের হার তবু ত ও কালার মন তো পেলাম না ॥

যেমন রূপ কালো তেয়নি উহার মন কালো

প্রেমের কি এই শিখে বেড়ায় ব্যঞ্জন চেখে লজ্জা গণে না ।

দুণায় মরে যাই, এমন প্রেম আর ক'রবো না ॥

যেমন চন্দ্রাবলী তেমন রাখাল অলি থাক্ সে দুই জনা মনে ।

লালন কর, রাখার বোল সরে না ॥ ৮২

লা. পী. সং ৩৬৩, পৃ ২০১ ; লা. লা. গী. সং ৩১৬, পৃ ২২১

বাল্যলীলা

তোর ছেলে যে গোপাল সে সামান্ত নয় মা ।

আমরা চিনেছি তারে বলি মা তোরে, তুই ভাবিস না ॥

কার্য দ্বারা জ্ঞান হয়েছে অমন চাঁদ নেবেছে ব্রজে,
নইলে বিষম কালিদয় বিবের জালায় বাঁচিত না ॥
যে ধন বাঞ্ছিত সদায় তোর ঘরে মা সে দয়াময়
নইলে কি গো তার বাঁশী-স্বরে দার করে গঙ্গা ॥
যেমন ছেলে গোপাল তোমার অমন ছেলে আর আছে কার,
লালন বলে যে গোপালের অঙ্গে গোপাল হয় মা ॥ ৮৩
লা. গী. সং ৩৪১, পৃ ২৩৪ ; লা. লা. গী. সং ৩১৭, পৃ ২২৩

গৌরলীলা

তোরা আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা ।
মুড়িয়ে মাথা গলে থেঁতা কটিতে কপিন ধড়া ॥
গোরা হাসে-কাদে ভাবের অন্ত নাই সদা দীন দরদী বলে ছাড়ছে হাই
জিজ্ঞাসিলে কয় না কথা হয়েছে কি ধন-হারা ॥
গোরা শাল ছেড়ে কপিনী পরেছে আপনি মেতে জগত মাতিয়েছে,
মরি হায় কি লীলে কলিকালে বেদ-বিধি চমৎকারা ।
সত্য ত্রেতা ঘাপন্ন কলি হয় তার মাঝে এক দিব্য যুগ দেখায়
অধীন লালন বলে, ভাবুক হ'লে সে ভাব জানে তারা ॥ ৮৪
লা. গী. সং ৩০২, পৃ ২০৮ ; লা. লা. গী. সং ১৩৯, পৃ ১২৮

গৌরলীলা

তোরা কেউ বাসু নে ও পাগলের কাছে । তিন পাগলে হ'লো মেলা নদের এসে ॥
একটা পাগলামো করে, কোল দেয় জাত অজাতেরে দৌড়িয়ে যেয়ে ।
ও তার নাই জেতের রোগ, এমন পাগল কে দেখেছে ॥
একটা নারকোলের মালা তাতে জল তোলা ফেলা করঙ্গ সে ।
আবার হরি ব'লে পড়ে ঢলে ধুলার মাঝে ॥
দেখতে যে যাবি পাগল সেইতো হ'বি পাগল বুঝবি শেষে ।
ছেড়ে তারো ঘর-দুয়ার কিরবি নে যে ॥
পাগলের নামটি এমন বলিতে অধীন লালন হয় তরাসে ।
চৈতে নিতে অঙ্গে পাগল নাম ধরেছে ॥ ৮৫
লা. গী. সং ৩১৩, পৃ ২১৭ ; লা. লা. গী. সং ১৮০, পৃ ১৬১

থাক না মন একান্ত হয়ে । গুরু গৌসাইর বাক লয়ে ॥
 চাতকের প্রাণ যদি যায় তবু কি অস্ত্র জল খায়
 উর্ধ্বমুখে থাকে সদায় নব-ঘন জল চেয়ে ।
 তেমনি মত হলে সাধন সিদ্ধি হবে এই দেহে ॥
 এক নিরিখ দেখ ধনি সূর্যগত কমলিনী
 দিনে বিকশিত তেমনি নিশিতে মুদিত রহে ।
 তেমনি যেন ভক্তের লক্ষণ একরূপে বাধে হিয়ে ॥
 বহু বেদ পড়াশুনা সখিতে পায় রে মনা সদা শিব যোগী সে না,
 কিকিৎ ধ্যান করিয়ে শ্মশানে মশানে ফেরে কিকিতের লাগিয়ে ॥
 গুরু ছেড়ে গৌর ভজে তাতে নরকে মজে
 দেখ না পুঁথি পাখি সত্য কি মিথ্যা কহে ॥
 মন তোরে বুঝাবো কত লালন কয় দিন যায় বয়ে ॥ ৮৬
 লা. গী. সং ১২০, পৃ ৮২

গৌরলীলা

দয়াল নিতাই কারো ফেলে যাবে না । চরণ ছেড়ো না রে ছেড়ো না ॥
 দৃঢ় বিশ্বাস করি এখন ধরো নিতাইচাঁদের চরণ
 এবার পার হবি পার হবি তুকান, অপারে কেউ থাকবে না ॥
 হরির নাম-তরণী ল'য়ে, কিরেছে নিতাই নেয়ে হ'য়ে,
 এমন দয়াল চাঁদকে পেয়ে শরণ কেনে নিলে না ॥
 কলির জীবকে হ'য়ে সদয় পারে যেতে ডাকছে নিতাই,
 অধীন লালন বলে মন চলো যাই, এমন দয়াল মিলবে না ॥ ৮৭
 বা. বা. বা. সং ১৫, পৃ ২০৬ ; লা. গী. সং ৪১৬, পৃ ২৮৮ ; লা. লা. গী. সং ১৮৫, পৃ ১৬৫

গৌরলীলা

দাঁড়া কানাই একবার দেখি ।
 কে তোরে করিল বে-হাল হলি রে কোন্ হুখের হুখী ॥
 পরণে ছিল পীত ধড়া, মাথায় ছিল মোহন চূড়া,
 সে বেশ হইলি ছাড়া বে-হাল বেশ নিলি কোন্ স্ত্রী ॥

ধেয় রাখতে মোদের সাথে আবা আবা ধনি দিতে
এখন এসে নদীয়াতে হরির ধনি দেও এ ভাবে কি ॥
ভুল বুদ্ধি পড়েছে ভাই তোর, আমি সেই ছিদাম নকর,
লালন কর, ভাব শুনে বেভোর দেখলে সকল হত আঁখি ॥ ৮৮
লা. গী. সং ৩৫১, পৃ ২৪১ ; লা. লা. গী. সং ১৫৪, পৃ ১৪১

গৌরলীলা

দাঁড়া রে তোরে একবার দেখি ভাই । এতদিন খুঁজে তোরে পাইনে রে কানাই ॥
ষড়ৈশ্বর্য ত্যাজ্য করে আলি রে ভাই নদেপুরে ।
কি ভাবের ভাব তোর অন্তরে আমার সত্য বল রে ভাই ॥
তোর শোকে যশোদা রাগী হয়ে আছে কান্দালিনী ।
ও সে হায় নীলমণি নীলমণি বলে সদায় ছাড়ছে হাই ॥
দৃষ্ট করে দেখ তুমি তোমার ছিদাম নকর আমি ।
লালন কেন্দে বলে, আমি ভাবের বলিহারি যাই ॥ ৮৯
লা. গী. সং ৩৫৪, পৃ ২৪৩ ; লা. লা. গী. সং ১০২, পৃ ১০৬

কৃষ্ণলীলা

ধন্য ভাব গোপী ভাব আহা মরি মরি । যাতে বাদা ব্রজের শ্রীহরি ॥
ছিল কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এমন যে ভাবে যে করে ভজন তাইতে হয় তারি ॥
সে প্রতিজ্ঞা তার না রহিল আর করলে গোপীর ভাবে মন চুরি ॥
ধর্মধর্ম নাই সে বিচার কৃষ্ণ স্থখে স্থখ গোপিকার হয় নিরন্তরি ॥
তাইতে দয়াময় গোপীরে সদয় মনের ভ্রমে জানতে নারি ॥
গোপীভাব সামান্য বুঝে হরিকে না পেল খুঁজে শ্রীনারায়ণী ॥
লালন কয়, এমন আছে কত জন বলতে হয় দিন আখেরি ॥ ৯০
লা. গী. সং ৩৫২, পৃ ২৪৬ ; লা. লা. গী. সং ১২৩, পৃ ১১৪

গৌরলীলা

ধন্য মাঘের নিমাই ছেলে । এমন বয়সে নিমাই ঘর ছেড়ে ককিরী নিলে ॥
ধন্য রে ভারতী যিনি সোনার অঙ্গে দেয় কোপিনী ।
শিখাইল হরির ধনি করেতে করঙ্গ নিলে ॥

ধন্য পিতা বলি তারি ঠাকুর জগন্নাথ মিশ্রী ।

যার ঘরে গৌরাঙ্গ হরি মানুষ রূপে জন্মাইলে ॥

ধন্য রে নদীয়া বাসী হরিল গৌরাঙ্গ শশী ।

যে বলে সে জীব সম্যাসী লালন কয় সে কেবেরে প'লে ॥ ২১

লা. গী. সং ৩১৬, পৃ ২২৭ ; লা. লা. গী. সং ১৪৪, পৃ ১৩৩

গৌরলীলা

ধন্য রে রূপ সনাতন জগত মাঝে ।

উজিরানা ত্যজিয়ে সে না কপিনী সার করিছে ॥

শাল দোশালা ত্যজিয়ে সনাতন সে কপিনী কাঁথা করিল ধারণ ।

অন্ন বিনে শাক-শুধানে ও সে জীবন রক্ষা করিয়েছে ॥

সে ছাড়িয়ে লোকের আলাপন একা প্রাণী কোন পথে ভ্রমণ,

বন পশুকে শুধায় ডেকে ব্রজে যাই আজ কোন পথে ॥

সে না আহা প্রভু বলিয়ে আকুল হয়, অমনি অঘাটে অ-পথে পড়ে রয় ।

লালন বলে, এমনি হালে গুরুর দেখা হয়েছে ॥ ২২

লা. লা. গী. সং ১৮৬, পৃ ১৬৬

গৌরলীলা

ধর গো ধর গৌরাঙ্গ চাদেরে । গৌর যেন পড়ে না বিভোর হ'য়ে ভূমের উপরে ॥

ভাবে গৌর হ'য়ে মত্ত বাছ তুলে করে নৃত্য ।

কোথা হস্ত, কোথা পদ ঠাওর নাই রে উহার অন্তরে ॥

মুখে বলে হরি হরি, নয়নে বহিছে বারি ।

চল চল তহু-তরী, বুঝি পড়া মাত্র যায় ম'রে ॥

কার ভাবে শচী-সুত হানছে বেহান গলে কেঁতা

লালন বলে, ব্রজের কথা বুঝি পড়েছে মনের দ্বারে ॥ ২৩

লা. গী. সং ৩৩৭, পৃ ২৩২

বিবিধ

না জানি কেমন রূপ সে নামের সৌরভ রূপে ত্রিভুবন মোহিত করেছে ॥

দেখতে যদি হয় বাসনা, করতে হয় তার উপাসনা,

কোথায় বাড়ী কোথায় ঠিকানা খুঁজে পাব কোন বা দেশে ॥

আকার কি সাকার, ভাবিব নিরাকার,

কি ছোয়াতিরূপ, সে কথা কারে শুধাব, বল সৃষ্টি ক'রলেন কোথায় বসে ॥
উপাসনায় গোল যদি হয়, কি বলিতে কি বলা যায়,
গোলের হরি বলিলে কি হয়, ফকির লালন ভেবে পায় না দিশে ॥ ২৪
হারামনি, ৩য় খণ্ড, সং ২৩, পৃ ৬৩

বিবিধ

না জেনে করণ কারণ কথায় কি হবে ।
কথায় যদি ফলে কৃষি তবে বীজ কেন রোপে ॥
গুড় বললে কি মুখ মিঠা হয় দীপ না জ্বাললে আধার কি যায়,
তেমনি জেনো হরি বলায় হরি কি পাবে ॥
রাজায় পৌরুষ করে জমির কর সে বাঁচে না রে,
তেমনি সাঁইর একরাবী কাজ রে পৌরুষে ছাড়বে ॥
গুরু ধর খোদকে চেনো সাঁইর আইন আমলে আনো
লালন বলে, তবে মন সাঁই তোরে নিবে ॥ ২৫
লা. গী. সং ১৪২, পৃ ২৭ ; লা. লা. গী. সং ২৩৪, পৃ ২১৪

মান

নারীর এত মান ভাল নয় ও রাই কিশোরী ।
যত সাধে শ্রাম, আরো মান বাড়িও ভারী ॥
ধন্য তোর বৃকের জোর কাঁদাও জগত ঈশ্বর ক'রে মান জারি,
ইহার প্রতিশোধ না নিবেন কি সেই হরি ॥
তবে বুঝলাম দড় শ্রাম হতে মান বড় হ'লো তোমারি,
থাকো থাকো রাই দেখবো সব ভারি ভুরি ॥
দেখছো কে কোথায় পুরুষকে নারীর পায় ধরায় কোন্ নারী,
রাগে কয় বিন্দে লালন কি জানে তারি ॥ ২৬
লা. গী. সং ৩৬৭, পৃ ২৫২ ; লা. লা. গী. সং ১১৬, পৃ ১০২

বিবিধ

নিরাকারে ভাসছে রে সে ফুল ।
বিধি, বিষ্ণু, হর আদি, পুরন্দর, তাদের সে ফুল হয় মাতুল ॥
কি বলিব সেই ফুলের গুণবিচার পঞ্চমুখে সীমা দিতে নাহে হর,
যারে বলি মুলাধার, সেই ত অধর, ফুলের সঙ্গে ধরা তার সমতুল ॥

মিলে মূলবস্ত্র ফুলের সাধনে, বেদের অগোচর কেহ নাহি জানে,
সেই ফুলের নগর আছে কোন্ স্থানে সাধুজনা ভেবে করছেন উল ॥
কোথায় সে ফুলের বৃক্ষ, কোথায় সে ডাল,
তরঙ্গের উপরে ভাসছে রে চিরকাল, কখন আসে অলি মধু খায় সে ফুলি
লালন ধরতে গেলে পায় না সে ফুল ॥ ২৭

বা. বা. বা. সং ২৭, পৃ ৬০৫ ; লা. গী. সং ৯৮, পৃ ৬৭ ; লা. লা. গী. সং ২১৭, পৃ ১২৪

দেহতত্ত্ব

পড়গে নামাজ জেনে শুনে । নিয়াত বাদগে মাহুষ মক্কা পানে ॥
মাহুষে মনস্কামনা সিদ্ধি করো বর্তমানে ।
(দেখ) খেলছে খেলা বিনোদ কালা এই মাহুষের তনু ভুবনে ॥
শতদল কমলে কালার আসন শূন্য সিংহাসনে
চৌদ্দ ভুবন ঘোরায় নিশান ঝলক দিচ্ছে নয়ন কোণে ॥
মুরশিদের মেহেরে মোহর বার খুলেছে সেই তা জানে ।
(এবার) বলছে লালন, ঘর ছেড়ে ধন খুঁজিস কেন বনে বনে ॥ ২৮
লা. গী. সং ২২৪, পৃ ১২২ ; লা. লা. গী. সং ১২, পৃ ১৪

গৌরলীলা

পারে কে বাবি তোরা আয় না জুটে ।
আমার দয়াল চাঁদ হয়েছে নেয়ে ভবের ঘাটে ॥
হরির নামের তরী যার রাধা নামের বাদাম তার ।
ভব তুফান বলে ভয় কি রে তার সেই নায় উঠে ॥
নিতাই বড় দয়াময়, পাড়ের কড়ি নাই হে নেয় ।
এমন দয়াল মিলবে কোথায় এই ললাটে ॥
ভাগ্যমান বে ছিল সে তরীতে পার হল ।
লালন ঘোর তুফানে প'ল ভক্তি চটে ॥ ২৯
লা. লা. গী. সং ২১২, পৃ ১২৬

বিবিধ

পিরিতি অমূল্য নিধি । বিশেষ বিশ্বাস মতে কারো হয় যদি ॥
এক পিরিতি শক্তিপদে মজেছিল চণ্ডী-চাঁদে ।
জানলে সে ভাব মনকে বেঁধে খুচে যেতো পথের বিবাদী ॥

এক পিরিত ভবানীর সনে করে ছিল পঞ্চাননে ।
 নাম রহিল ত্রিভুবনে কিঞ্চিং ধ্যানে মহাদেব সিদ্ধি ॥
 এক পিরিতি রাধার অঙ্গ পরশিয়ে শ্রাম গৌরাঙ্গ ।
 কর লালন এমনি সঙ্গ কহে সিরাজ সাই নিরবধি ॥ ১০০
 লা. গী. সং ১৭৭, পৃ ১১২ ; লা. লা. গী. সং ১১২, পৃ ১০৫

বিবিধ

প্যারী, ক্ষম অপরাধ আমার, মান তরঙ্গে কর পার ॥
 তুমি রাধে কল্পতরু ভাব প্রেম রসের গুরু ।
 তোমা সম অলু কারু না দেখি জগতে আর ॥
 পূর্বেরাগ অবধি যারে আশ্রয় দিলে নরেকারে ।
 স্বল্প দোষে সে দাসেরে ত্যাগিলে কি পৌরুষ তোমার ॥
 ভাল মন্দ যতই করি তথায়ে প্রেমদাস তোমারি ।
 লালন বলে, মরি মরি হরির এ কি ঝগ স্বীকার ॥ ১০১
 লা. গী. সং ৩৭১, পৃ ২৫৪ ; লা. লা. গী. সং ১০৮, পৃ ১০১

গৌরলীলা

প্রেম কি সামান্যেতে রাখা যায় । প্রেমে মজলে ধর্মাধর্ম ছাড়তে হয় ॥
 দেখ রে সেই প্রেমের লেগে হরি দিল দাসখত লিখে ।
 যঁড়ৈখধ তেজ্য করে কাঙ্কাল হয়ে ফেরে নদীঘায় ॥
 ব্রজে ছিল জলদ কালো প্রেম সেধে গৌরাঙ্গ হ'লো ।
 সে প্রেম কি সামান্য বলো, যে প্রেমেরো রসিক দয়াময় ॥
 প্রেম পিরিতের এমনি ধারা, এক মরণে দুইজন মরা ।
 ধর্মাধর্ম যায় না তারা লালন বলে, প্রেমের রীতি তাই ॥ ১০২
 লা. গী. সং ১৭০, পৃ ১১৪

বিবিধ

প্রেম না জেনে প্রেমের হাটের বুলবুলা ।
 ও তার কথায় দেখি ব্রহ্ম-আলাপ, মনে গলদ বোলকলা ॥
 খাঁদা বাধা ভূত-ছাড়ানি সেইটে বড় ভালো জানি ।
 ও তোর সাধুর হাটের ঘুসঘুসানি মিছে সে আলাপনা ॥
 বেশ করে সে বোষ্টমগিরি, রস নাই তার গুমর ভারী ।

মুখে হরিনামে ডুবায় তরী, তিলক নেয় আর জপের মালা ॥

তার মন মেতেছে মদন-রসে, সদায় থাকে সেই আবেশে ।

লালন বলে, মিছে মিছে লোক-জানানী প্রেম উতলা ॥ ১০৩

বা. বা. বা. সং ১৩৪, পৃ ৬২৬ ; লা. গী. সং ১৭৪, পৃ ১১৭ ; লা. লা. গী. সং ২৭৬, পৃ ২০০

কুমলীলা

বনে এসে হারালাম কানাই । যেয়ে কি ব'লবো মা যশোদারে ভেবে দিশে নাই ॥

খেললাম সবে লুকালুকি আবার হ'ল দেখাদেখি ।

মোদের কানাই গেল কোন মুহুরি খুঁজে নাহি পাই ॥

ছিদাম বলে নিব খুঁজে পালাবে কোথা বনমাঝে ।

দাদা বলাই বলে, আর বুঝি সে দেখা দেয় না ভাই ॥

স্ববল বলে, প'লো মনে বলেছিল একদিনে ।

কানাই বাবে গুপ্ত বৃন্দাবনে গেলেন বুঝি তাই ॥ ১০৪

লা. গী. সং ৩৪৬, পৃ ২৩৮

গৌরলীলা

বল গো সজনি আমায় কেমন গো সেই গৌরমণি ।

জগত জনার মন নামে করে পাগলিনী ॥

একবার যদি দেখতাম তারে রাখতাম সে রূপ হৃদয়ে পুরে ।

রোগ শোক সব যেত দূরে শীতল হইত মহাপ্রাণী ॥

মন মোহিণীর মন-হরা দেখলি কোথা সেই যে গোরা ।

আমায় নিয়ে চল গো তোরা দেখে শীতল হই গো ধনি ॥

নদেবাসীর ভাগ্যে ছিল গৌর হেরে মুক্তি পেল ।

অবোধ লালন ফেরে প'লো না পেয়ে সে চরণখানি ॥ ১০৫

লা. গী. সং ৩২৩, পৃ ২২২ ; লা. লা. গী. সং ১৫৯, পৃ ১৪৩

গৌরলীলা

বল রে নিমাই বল আমারে । রাধা বলে অ-জাগরে কানলি কেন ঘুমের ঘোরে ॥

সেই যে রাধার কি মহিমা দেবে দিতে নারে সীমা ।

ধ্যানে যারে পায় না ব্রহ্মা কিরূপ জানলি সে রাধারে ॥

রাধে তোমার কি হয় নিমাই সত্য ক'রে বল গো আমায় ।

এমন বালক সময় এ বোল কে শিখালে তোরে ॥
তুমি শিশু ছেলে আমার মা হয়ে ভেদ পাইনে তোমার ।
লালন বলে, শচীর কুমার জগৎ ফেললে চমৎকারে ॥ ১০৬
লা. গী. সং ৩১৭, পৃ ২১৮ ; লা. লা. গী. সং ১৪৭, পৃ ১৩৩

কৃষ্ণলীলা

বল রে বলাই, তোদের ধরন কেমন হৈ রে ।
তোরা বলিস চিরকাল ঈশ্বর এই গোপাল, মানিস কৈ রে ।
বনে যেয়ে বনফল পাও, এঁটো করে গোপালকে দেও ।
তোদের এ কেমন ধর্ম বলো সেই ধর্ম আজ আমারে ॥
গোষ্ঠে গোপাল যে দুঃখ পায় কৈদে কৈদে বলে আমায় ।
তোরা ঈশ্বর বলিস যার স্বক্কে চড়িস তার কোন্ বিচারে ॥
আমারে বুঝাও রে বলাই তোদের ত সে ভাব দেখি নাই ।
ফকির লালন বলে, তার ভাব বোঝা ভার এ সংসারে ॥ ১০৭
লা. গী. সং ৩৪২, পৃ ২৩৩ ; লা. লা. গী. সং ৮৮, পৃ ৮৫

গৌরলীলা

বল স্বরূপ কোথায় আমার সাধের সারী । যার জন্মে হয়েছে রে দণ্ডারী ॥
কোথা সে নিকুঞ্জবন কোথা সে যমুনা । এখন কোথা সে গোপিনীগণ, আহা মরি ॥
রামানন্দের দরশনে পৃষ্ট ভাব উদয় মনে,
বাই আমি কাহার মনে সেই পুরী ॥
আর কি সেই সঙ্গী পাব মনের সাধ পুরাবো,
পরম আনন্দে রবো, ঐ রূপ হেরি ॥
গৌর চাঁদ ঐ দিন ব'লে আকুল হয় তিলে তিলে
লালন কয়, সেহি লীলে স্ব-মাধুরী ॥ ১০৮
লা. গী. সং ৩৩৬, পৃ ২৩১ ; লা. লা. গী. সং ১০৭, পৃ ১০০ ; হারামণি, সং ১৯, পৃ ১৪

গৌরলীলা

বলো বলো কে দেখেছ গৌর চাঁদেরে ।
গৌর গোপীনাথ মন্দিরে গেল আর ত না এলো ফিরে ॥

যার লাগি কুল গেল সেই আমারে ফাঁকি দিলো,
 কলঙ্কী নাম প্রকাশ হ'লো কি বল গো আজ আমারে ॥
 দরশনে দুর্গতি যায় পরশে পরশ করে নিশ্চয়,
 হেন চাঁদ হইয়ে উদয় লুকাল কোন শহরে ॥
 শুধু গৌর নয় গৌরাঙ্গ অস্তরে আছে গৌরাঙ্গ
 লালন বলে, হেন সঙ্গ পেলাম না কর্মের ফেরে ॥ ১০৯
 লা. গী. সং ৩৩০, পৃ ২২৭ ; লা. লা. গী. সং ১৭৯, পৃ ১৩০

বিবিধ

বেদে কি তার মর্ম জানে । যেকূপে সাঁইর লীলা-খেলা আছে এই দেহ-ভুবনে ॥
 পঞ্চতর বেদের বিচার পণ্ডিতেরা করেন প্রচার,
 মানুষ তব ভক্তনের সার, বেদ ছাড়া বৈরাগোর মনে ॥
 গোলে হরি বললে কি হয়, নিগূঢ় তব নিরালা পায়,
 নীরে ক্ষীরে যুগলে রয়, সাঁইর বারামখানা সেইখানে ॥
 পড়িলে কি পায় পদার্থ আত্মতবে যারা আঁন্ত,
 লালন বলে সাধু মোহান্ত সিদ্ধি হয় আপনারে চিনে ॥ ১১০
 বা. বা. বা. সং ৮৭, পৃ ৫৯৮ ; লা. গী. সং ১৩৩, পৃ ৯১ ; লা. লা. গী. সং ২২২, পৃ ১৯৮

গৌরলীলা

অজের সে প্রেমের মর্ম সবায় কি জানে ।
 শ্রাম অঙ্গ গৌরাঙ্গ হল যে প্রেম সাধনে ॥
 সামান্ত বিশ্বাস রতি যুগল চলে যুগল গতি ।
 বিশ্বাস সাধিতে বাদী হয় গো সামান্তে ॥
 প্রেমময়ী কমলী রাই কমলাকান্তের কামরূপ সদায় ।
 কামী প্রেমী সে দুজন হয় প্রণয় কেমনে ॥
 সহজে দেয় রাই রতিদান শ্রামরতির কৈ হয় সে প্রমাণ ।
 লালন বলে, তার কি সন্ধান পায় গুরু বিনে ॥ ১১১
 লা. গী. সং ৩৩৯, পৃ ২৩০

কৃষ্ণলীলা

অজের সে ভাব সবায় কি জানে । যে ভাবে শ্রাম বাঁধা আছে গোপীর মনে ।
 গোপী-অনুগত যারা, অজের সে ভাব জানে তারা,

নিহেতু ভাব অধর ধরা আছে যাহাদের সনে ॥
 গোপী ভিন্ন জানে কে বা, শুদ্ধ রস অমৃত সেবা ।
 পাপ-পুণ্যের জ্ঞান থাকে না কৃষ্ণ দরশনে ॥
 টলে জীব অটলে ঈশ্বর নইলে কি হয় রসিক-শিখর ।
 লালন বলে, রসিক বিভোর আছে সেই রস ভি়ানে ॥ ১১২
 লা. লা. গী. সং ১২৪, পৃ ১১৫

বিবিধ

ভক্তির দ্বারে বাধা আছেন সাই ।
 হিন্দু কি যবন ব'লে তাঁর কাছে জাতের বিচার নাই ॥
 ভক্ত কবীর জেতে জোলা, প্রেম-ভক্তিতে মাতোয়ালা,
 ধরেছে সেই ব্রজের কালা দিয়ে সর্বস্ব ধন তার ।
 রামদাস মুচি এই ভবের' পরে পেলো রতন ভক্তির জোরে,
 তার স্বর্গে সদাই ঘণ্টা পড়ে সাধুর মুখে শুনতে পাই ॥
 এক চাঁদে হয় জগৎ আলো, এক বীজে সব জন্ম হ'লো,
 ফকির লালন কয়, মিছে কল' কেন করিস সদাই ॥ ১১৩
 বা. বা. বা. সং ১০২, পৃ ৬০৭ ; লা. গী. সং ৫৩, পৃ ৩৭ ; লা. লা. গী. সং ৩০১, পৃ ২৭৬

বিবিধ

মন আমার গেল জানা, কারো রবে না, এ ধন জীবন যৌবন
 তবে রে মন তোঁর এতই বাসনা ।
 সবুরেরি দেশে রয়, দেখি দম-কমে উঠিস না রে ভেসে পেয়ে যন্ত্রণা ॥
 যে করিবে কালার চরণেরি আশা, তুমি জান না রে তার ও কি দুর্দশা ।
 ও সে ভক্ত বলিরাজা ছিল রাজ্যোথর বামন রূপে প্রভু করে ছলনা ॥
 কর্ণরাজা ভবে বড় ভক্ত ছিল, অতিথ রূপে তারে স্ববংশে নাশিল
 কর্ণ অহুরাগী না হইল, দুঃখী অতিথের মন করে সাস্থনা ॥
 প্রহ্লাদ-চরিত্র দেখ এহি পৃথিবীধামে, কত দুঃখ তার এহি কৃষ্ণ নামে,
 ও তার জলে ডুবাইল, অগ্নিতে ফেলিল, তবু না ছাড়িল শ্রীনাম সাধনা ॥
 রামের ভক্ত লক্ষণ ছিল চিরকালে, শক্তিশেল হানিল তাহার বক্ষস্থলে,
 তবু রামচন্দ্রের প্রতি না ভুলিল ভক্তি,
 ফকির লালন বলে তাহার কর বিবেচনা ॥ ১১৪
 হারামনি, ৩য় খণ্ড, সং ২১, পৃ ২৬

গৌরলীলা

মন জানো সেই রাগের করণ । যাতে কৃষ্ণ বরণ হল গৌর বরণ ॥
 শত-কোটি গোপীর সংগে, কৃষ্ণ-প্রেম রস রঞ্জে
 সে যে টেলের কার্য নয় অটল না বলায় সে আর কেমন ॥
 রাধাতে কিভাবে কৃষ্ণেরো কি ভাবে বস গোপী তারো
 সে ভাব না জেনে সে সংগ কেমনে পাবে কোন জন ॥
 শুভ্র রসের উপাসনা না জানিলে রসিক হয় না
 লালন বলে, সে যে নিগূঢ় করণ ব্রজে অকৈতব ধন ॥ ১১৫
 লা. লা. গী. সং ১০২, পৃ ১২২

গৌরলীলা

মন বুঝি মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে ।
 জানে না কানছির খবর রং মহলের নিকাশ নিচ্ছে ॥
 ঠিক পড়ে না কুড়ো-কাঠা ধূলে ধরে সত্তুর গণ্ডা
 অকারণ খাটিয়ে মনটা পাগলামি প্রকাশ করছে ॥
 যে জমির নাই আড়া-দীঘল তা কি রূপ কালি করে সেখা,
 শোনে চৌদ্ধ পেয়ার কথা কুড়ো-কাঠা কয় আন্দাজে
 কৃষ্ণদাস পণ্ডিত ভাল কৃষ্ণ-লীলা সীমা দিল
 আর পণ্ডিত চূর্ণ হল টুনি এক পক্ষীর কাছে ॥
 বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যায় তেমনি আমার মন মহুরায়,
 লালন বলে, কবে কোথায় এমন পাগল দেখেছে ॥ ১১৬
 লা. লা. গী. সং ২৮৩, পৃ ২৪২

বিবিধ

মন রে, সামান্য কি তারে পায় । শুদ্ধ প্রেম ভক্তির বশ দয়াময় ॥
 কৃষ্ণের আনন্দ-পুরে কামী লোভী যেতে পারে
 শুদ্ধ ভক্তি ভক্তের ঘারে সে চরণ-কমল নিকটে যায় ।
 বাহ্য খাকলে সিদ্ধি মুক্তি তারে বলে হেতু ভুক্তি
 নি-হেতু ভক্তের রতি সবে মাত্র দীননাথের পায় ॥
 অজ্ঞের নিগূঢ় তত্ত্ব গৌসাই রূপে সর্ব জানালো তাই
 লালন বলে, মোর সাধ্য নাই সে দলে যে মত্ত রসিক মহাশয় ॥ ১১৭
 লা. গী. সং ১৬৪, পৃ ১১১; লা. লা. গী. সং ১২২, পৃ ১১৪

গৌরলীলা

মনের কথা বলবো কারে ।

মন জানে আর জানে মরমে মজেছি মন দিয়ে যারে ।

মনেরো তিনটি বাসনা নদীয়ায় করবো সাধনা,

নইলে মনের বিয়োগ যায় না, তাইতে ছিদাম এ হাল মোরে ॥

কটিতে কোপীন পরবো করেতে করঙ্গ নেবো

মনের মানুষ মনে রাখবো কর যোগাব মনের শিরে ।

যে দায়ের দায়ে আমার এমন রসিক বিনে বুঝবে কোন জন,

গৌর হয়ে নন্দের নন্দন লালন কয় সে বিনয় করে ॥ ১১৮

লা. গী. সং ৩০৭, পৃ. ২০৭ ; লা. লা. গী. সং ১০৬, পৃ. ১৪৩

গৌরলীলা

মরা গৌর স্বয়ং কার শিক্ষায় বলি ।

গৌর বলে হরি বলে শুনেতে পাই তা সকলি ॥

শুধাই কোন জনে বলে আমি না চাই তুল্য

সে বাক্য হলে অমান্য কই থাকে গুরু প্রণালী ।

গুরু বাক্য লঙ্ঘন হলে আন্দাজী পণ্ডিত হলে

নিকাশী ফাঁস বাধবে গলে জেনে-শুনে কেন ভুলি ॥

চৈতন্য চৈতন সদায়, জন্ম-মৃত্যু তার কিছুই নাই

লালন ভাবে, সে মূল কোথায় কেন বাধাই গোলমালি ॥ ১১৯

লা. লা. গী. সং ১৮১, পৃ. ১৬২

কৃষ্ণলীলা

মা তোর গোপাল নেবেছে কালিদয় । সে যে বাঁচে এমন রূপ ও নয় ॥

কালিদয় কমল তুলিতে দিলে কেন গোপালে যেতে

মরে সে সাপের হাতে বিষ লেগে গোপালের গায় ॥

কালকূটে কাল রাগ তারা কালিদয় রয়েছে পুরা

বিষে করল জারা জারা, তাইতে তার প্রাণ যায় ॥

কংসের পাপের কারণ কালিদয় মরিল নীলরতন

লালন বলে, পুত্রের কারণ বাঁচিবে না যশোদা মায় ॥ ১২০

লা. গী. সং ৩৩৩, পৃ. ২৪৪ ; লা. লা. গী. সং ৯৩, পৃ. ৮৯

গৌরলীলা

মাছুষ লুকাইল কোন শহরে । এবার মাছুষ খুঁজে পাইনে গো তারে ॥
 ব্রজ ছেড়ে নদেয় এলো, তার পূর্বান্তরে খবর ছিল,
 এবে নদে ছেড়ে কোথা গেল, যে জানো বল মোরে ॥
 স্বরূপে সেই রূপ দেখা যেমন চাঁদের আভা
 এমনি মতো থেকে কোথা প্রভু ক্ষণেক ক্ষণেক বারাম দেয় রে ॥
 কেউ বলে তার নিজ ভজন, করে নিজ দেশে গমন,
 মনে মনে ভাবে লালন, এবার নিজ দেশ বলি কারে ॥ ১২১
 লা. গী. সং ২০০, পৃ ১৩৪ ; লা. লা. গী. সং ১৮০, পৃ ১৬৪

বিবিধ

মূলের ঠিক না পেলে সাধন হয় কিসে ।
 কেউ বলে শ্রীকৃষ্ণ মূল, কেউ বলে মূল ব্রজ সে ॥
 ব্রজ ঈশ্বর দুই তো লেখা যায় সাধ্য যত
 উচানিচা কি তারো তো করিতে হয় সেও দিশে ॥
 কোথা যাই কি বা করি ব'লে বেড়াই গোলে হরি
 লালন কয়, এক জানতে নারি তাইতে বেড়ায় মন ভেসে ॥ ১২২
 লা. গী. সং ৪৩৮, পৃ ৩০২ ; লা. লা. গী. সং ১৩০, পৃ ১২০

গৌরলীলা

যদি গৌরচাঁদকে পাই । গেল গেল এ ছার কুল আর তাতে ক্ষতি নাই ॥
 জন্মিলে মরিতে হবে কুল কি কারো সঙ্গে যাবে
 মিছে কেবল দুদিন ভবে করি কুলের বড়াই ॥
 কি ছার কুলের গৌরব করি অকুলের কুল গৌর হরি
 ভব-তরঙ্গের তরী গৌর গৌসাই ॥
 ছিলাম কুলের কুলবালা স্বপ্নে নিলাম আঁচলা কোলা ।
 লালন বলে, গৌর-বালা আর কারে ডরাই ॥ ১২৩
 লা. গী. সং ৩২৬, পৃ ২২৪ ; লা. লা. গী. সং ১৩১, পৃ ১৪৬

কৃষ্ণলীলা

যাই ব্রজপুরে যাই, কোন পথে যাই, ওরে বল রে তাই ।
 আমার সাথেই সাথী আর কেহ নাই ॥



কোথা রাধে, কোথা কৃষ্ণ ধন, কোথা রে তোরা সব সঙ্গিগণ ;
আর কতদিন চলিলে সে চরণ পাই ॥
যার জন্ত মুড়িয়েছি মাথা তারে পেলে যায় মনের ব্যথা,
কি সাধনে সে চরণে পাব ঠাই ॥
তোরা বত স্বরূপ গণেতে বর দে গো কৃষ্ণের চরণ পাই যাতে ;
অধীন লালন বলে, কৃষ্ণ লীলার অন্ত নাই ॥ ১২৪
লা. লা. গী. সং ১১৮, পৃ. ১১০

অভিমান

যাও হে শ্রাম রাই-কুঞ্জে আর এসো না, এলে ভাল হবে না ॥
গাছ কেটে জল ঢালছ পাতায় এ চাতুরী শিখলে কোথায়
উচিত ফল পাইবে হেথায়, তা নইলে টের পাবে না ॥
করতে চাও শ্রাম নাগরালি যাও যথা সেই চন্দ্রাবলী
এ পথে পড়েছে কালি এ কালি আর যাবে না ॥
কেনে বধু জানা গেলো উপর কালো ভিতর কালো
লালন বলে, উভয় ভালো করি উভয় বন্দনা ॥ ১২৫
লা. গী. সং ৩৭০, পৃ. ২৪৪ ; লা. লা. গী. সং ১১৭, পৃ. ১১০

গৌরলীলা

যাবো রে এ স্বরূপ কোন্ পথে ।
স্বরূপ আয় রে আয় এসে আমায় ব্রজের পথ বলে দে ॥
যার জন্তে ঝোরে নয়ন তারে কোথা পাব এখন
যাব আমি শ্রীবৃন্দাবন, পথ না পারি আর চিনিতে ॥
দেখবো সেই সুন্দর কুমার মনে সাধ হয় রে আমার
মিগ্নতি করি তোমার সেই পথের উদ্দিশ জানিতে ॥
একবার সেই গোকুলের চাঁদ দেখলে জুড়ায় মোর নয়ন-চাঁদ
লালন বলে গৌরানন্দ ঐ রূপ কেঁদে আকুল হই চিতে ॥ ১২৬
লা. গী. সং ৩৩১, পৃ. ২২৮ ; লা. লা. গী. সং ২৬, পৃ. ২১

গৌরলীলা

যে প্রেমে শ্রাম গৌর হয়েছে, সামান্য তার মর্ম জানা কি সাধ্য আছে ।
না জেনে সে প্রেমের অর্থ, আন্দাজী প্রেম ক'রছে কতো

মরণ-কাসী নিচ্ছে সে তো, পস্তাতে পাছে ॥

মারে মৎস্ত না ছোঁয় পানি, হাওয়া ধরে বায় তরণী,

ওমনি জেনে প্রেম করণি, রসিকের কাছে ॥

গোসাঁই অহুসঙ্গী যারা এবে সে প্রেম জানবে তারা

লালন ককির পাগল পারা সে-প্রেম লালসে ॥ ১২৭

লা. গী. সং ১২১, পৃ. ১২২ ; লা. লা. গী. সং ১৭৩, পৃ. ১৫৬ ; হারামনি, ৩য় খণ্ড, সং ১০৬, পৃ. ২১

কৃষ্ণলীলা

বে ভাব গোপীর ভাবনা । সাম তের কাজ নয় সে ভাব জানা ॥

বৈরাগ্য-ভাব বেদের বিধি, গোপিকা-ভাব প্রেমের নিধি,

ডুবে থাকে তাহে নিরবধি রসিক জনা ॥

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ঘারে পায় না যোগধ্যান ক'রে,

সেই কৃষ্ণ গোপীর ঘারে রয়েছে কেনা ॥

যে জন গোপী অহুগত, জেনেছে সেই নিগূঢ় তত্ত্ব ;

লালন কয়, রসিক মত্ত পেয়ে সেই রসের ঠিকানা ॥ ১২৮

বা. বা. বা. সং ১১৩, পৃ. ৩১৪ ; লা. গী. সং ৩৭৩, পৃ. ২৫৬ ; লা. লা. গী. সং ১২৫, পৃ. ১১৬

গৌরলীলা

যে বাবি আজ গৌর-প্রেমের হাটে ।

তোরা আয় না মনে হ'য়ে খাটি ধাক্কায় যেন বাসনে চটে ফেটে ॥

ও সে প্রেম-সাগরের তুফান ভারি ধাক্কা লাগে ব্রহ্ম পুরী

কর্মযোগে ধর্মতরী কারো কারো তাতে বেয়ে ওঠে

চতুরালি থাকলে বলো প্রেমবাজনে বাধবে কলো

হারিয়ে সে সে ছুটি কুল কঁদাকাটি লাগাবে পথে ঘাটে ॥

আগে দুঃখ পাছে সুখ হয় সয়ে বয়ে কেউ যদি রয়,

লালন বলে, প্রেমের পরশ পায় সামান্য মনে কি তাই ঘটে ॥ ১২৯

লা. গী. সং ১৬২, পৃ. ১১৪ ; লা. লা. গী. সং ১৪২, পৃ. ১৩০

বিবিধ

যে বা ভাবে সেই রূপ সে হয় । রাম রহিম করিম কালা এক আল্লা জগৎময় ॥

'কুল্লৈ শাইন মোহিত' খোদা আপনা জ্বানে কয়ে এ কথা

যার নাই রে বিচার, বুদ্ধি নাচার, পড়িয়ে সে গোল বাধায় ॥
 আকার সাকার নয়, নরেকার এক জনা উদয়,
 নির্জন ঘরে রূপ নেহারে এক বিনে কি দেখা যায় ॥
 একে নেহার দাও মন আমার ছাড়িয়ে রে দো-খোদায় ।
 লালন বলে একরূপ খেলে ঘটে পটে সব জায়গায় ॥ ১৩০
 বা. বা. বা. সং ২২, পৃ ৫৬০ ; ল। গী. সং ৪২০, পৃ ২২০

বিবিধ

যে রূপে সাঁই আছে মাহুদে, তালার উপর তালা তাহার ভিতর কালা
 মাহুদ ঝলক দেয় সে দিনের বেলা শুধু রসেতে
 লা মকামে আছে ছুরি সে কথা অকথা ভারি
 লালন কয় সে ঘরের দ্বারী নইলে কি জানা যায় ॥ ১৩১
 হারামণি, অয় খণ্ড, সং ১১৪, পৃ ২৬

বিবিধ

রাত পোয়ালে পাখিটে বলে দে রে তাই ।
 (তখন) গুরু কার্য মাথায় থুয়ে কি করিরে কেমনে যাই ॥
 আমি বলি আত্মারাম, নেওরে মুখে কৃষ্ণনাম, যাতে মুক্তি পাই ।
 সে নামেতো হয় না রত, খাবো খাবো রব সদাই ॥
 এমন পাখী কে পোষে, খেতে চায় সাগর চূষে কেমনে যোগাই ।
 আমার বুদ্ধি গেল সাধিয়া গেল সার হ'লরে পেটকো বাই ॥
 আমি একজন নাল পড়া পাখিটে মোর সেই আড়া তার সাবরি কিছুই নাই ।
 (তাইত) লালন বলে, পেট ভরলে হয় কি আর গুরু গৌসাই ॥ ১৩২
 ল। গী. সং ৫৬, পৃ ৩৯ ; ল। ল। গী. সং ২৩০, পৃ ২১০

গৌরলীলা

রাধার গুণ কত নন্দলাল তা জানে না ।
 কিঞ্চিৎ জানলে তো লম্পটো ভাব থাকতো না ॥
 করে সে পিরিতি, নাই তার সুরীতি,
 কুরীতি ছলনা, বলে তাই সত্য দেখি অগ্র ভাব না ॥
 যদি মন দিলে রাধারে, তবে শ্রাম কুবুজারে স্পর্শ ক'রত না,

এক মন কয় জায়গায় বেচে তাঙ ত জানলাম না ॥
 চন্দ্রাবলীর সনে মত্ত কোন্ রসরঙ্গে ভেবে দেখ না,
 তেমনি অনন্ত আশ্রয় শ্রামের যায় জানা ॥
 জানলে প্রেম গোফুলে নয় ত কেঁতা গাঁলে নদেয় আসতো না,
 অধীন লালন কয় ক'রো এ বিবেচনা ॥ ১৩৩
 লা. গী. সং ৩৬৫, পৃ ২৫০ ; লা. লা. গী. সং ১০৯, পৃ ১০২

বিবিধ

রাধার তুলনা পিরিত সামান্য কেহ যদি করে ।
 মরে বা না মরে পাপী অবশ্য যায় ছারেধারে ॥
 কোন প্রেমে সে ব্রজপুরী বিভোরা কিশোর-কিশোরী
 কে পাইবে গন্ধ তারই কিঙ্কিৎ ব্যক্ত গোপীর ঘারে ॥
 গোপী অম্লগত যারা এবে সে প্রেম জানবে তারা
 তাদের কামের ঘরে স্বরকি মারা মরায় মরে ধরায় ধরে ॥
 পুরুষ-প্রকৃতি স্বরণ থাকতে কি হয় প্রেমের করণ
 সিংহের দায় দিয়ে লালন শৃগালের কাজ করে ফেরে ॥ ১৩৪
 লা. গী. সং ১৭৬, পৃ ১১৮ ; লা. লা. গী. সং ১১১, পৃ ১০৪

বিবিধ

লাগলো ধুম প্রেমের থানাতে মন-চোরা পড়েছে ধরা কালা রসিকের হাতে ॥
 বৃন্দাবনে রসে রে খেলা, তা জানে রাজুবালা,
 তার সন্ধান কি পাবি তোরা চাঁদ ধরিতে ॥
 ভক্তিরাম জমাদারের হাতে, দুই দিনকর চাঁদ জিহ্বা আছে
 তিন দিনের দিন চালান করে চলে আট কৌশলেতে ॥
 চোর আছে অটলের ঘরে, কার সন্ধান কে চিনে ধরে,
 লালন কয়, সাধনের জোরে পাবি অধর চাঁদ হাতে ॥ ১৩৫
 লা. লা. গী. সং ২৭৫, পৃ ২৫২

বিবিধ

শুদ্ধ প্রেম না দিলে ভজে কে আর পায় ।
 ও সে না মানে আচার না মানে বিচার, প্রেমের রসে রসিক সে দয়াময় ॥
 জান না মন শুদ্ধ কাঠে কবে তার মালক ফোটে,

ওমনি প্রেম নাই যার ওমনি কষ্টে, সে নিজ স্বধ মাথনা বলিদান দেয় ॥
সে প্রেমের প্রেমী যারা ফণী যেন মণিহারী,
দেখলে তার মুখ হৃদয়ে বাড়ে স্বথ, আমার দয়াল চাঁদ তাহারে থাকে সদয় ॥
যোগেন্দ্র মণীন্দ্র আদি, যোগ সেবে না পায় সে নিধি,
প্রেম দিয়ে আর বাঁধলে গোপীরে,
লালন বলে, সে প্রেম কি ঘটবে আমার ॥ ১৩৬
লা. গী. সং. ১৩৪, পৃ ১১১ ; লা. লা. গী. সং ১৩৩, পৃ ১২২

গৌরলীলা

শুনে অজানা এক মানুষের কথা । প্রভু গৌরচাঁদ মুড়ালে মাথা ॥
হায় মানুষ কোথায় সে মানুষ, বলে প্রভু হলো বেহুঁশ,
দেখে সব নদীয়ার মানুষ বলে না তা ॥
কোন্ প্রেমের দায়ে গৌর পাগল, পাগল করলে নদের সকল ।
রাখলো না কারো জেতের বোল প্রেমে একাকার ক'রলে সেথা ॥
যার চিন্তে জগৎ চিন্তে তার চিন্তে কার চিন্তে
লালন বলে, হইল চিন্তে কে গো আছে সে অচিনতা ॥ ১৩৭
লা. গী. সং ৩১৪, পৃ ২১৬ ; লা. লা. গী. সং ১৪৮, পৃ ১৪৪

বিবিধ

ষড় রসিক বিনে কেবা তারে চেনে যার নাম অধরা ।
শাক্ত শক্তি বুঝে সে রূপ যে মজে বৈষ্ণবের বিষ্ণুরূপ নেহারি ॥
বলে সপ্তপদীর মত সপ্তরূপ বেষ্টিত রসিকের মন নয় তাহে রত ।
রসিকের মন রসেতে মগন রূপ রস জানিয়ে খেলেছে তারি ॥
হলে পঞ্চতত্ত্ব জানী পঞ্চরূপ বাখানি, রসিক বলে সেও তো লীলে রূপ গণি,
বেদবিবিতে যার লীলার নাই প্রচার নিগম শহরে সাঁইজী মেরা ॥
যেজন ব্রহ্মজানী হয় সেও ত কথায় কয়, না দেখে নাম ব্রহ্ম সার করে হৃদয় ।
স্বরূপ-দর্পণে রূপ দেখে নহনে, লালন বলে, রসিক দীপ্ত যারি ॥ ১৩৮
লা. গী. সং ১৩৭, পৃ ২০ ; লা. লা. গী. সং ২০১, পৃ ১৮০

বিবিধ

সকল দেব-ধর্ম আমার বেষ্টামী । ইষ্ট ছাড়া কষ্ট নাই মোর ঐটে ছাড়া নষ্টামী ॥
আজ কেমন স্বথ ভাত রাঁধ জল আনা তাই কেন কেউ করে দেখ না,
বা. বৈ. মু. ক. প.—১৬

দুটো মুখের কথায় মোল্লা দিয়ে ইষ্ট গোঁসাইর কষ্টামী ॥
 বোষ্টমী মোর শীতকালের খেঁতা তখন ইষ্ট গোঁসাই রয় কোথা ।
 কোন্ কালে পরকাল হবে তাইতে ভজব গোঁসামী ॥
 বোষ্টমীর গুণ বিষ্ণু জানে ভাই, আর জানি মুই চিত্তেরাম গোঁসাই ।
 লালন কয়, বোষ্টমী রতন হৈসেলেবো শালগ্রামী ॥ ১৩৯
 লা. লা. গী. সং ২৭৭, পৃ ২৭৪

বিবিধ

সকলি কপালে করে !
 কপালের নাম গোপালচন্দ্র, কপালের নাম গুয়ে-গোবরে ॥
 যদি থাকে এই কপালে, রত্ন এনে দেয় গোপালে ।
 কপাল বিমতি হলে দুর্ববনে বাঘে মারে ॥
 কেউ রাজা কেউ হয় ভিখারী, কপালের ফের হয় সবারি ।
 মনের ফেরে বুঝতে নারি, খেটে মরি অন্ধকারে ॥
 যার ঘেমন মনের ঘটনা তেমনি ফল পেয়েছে সে না ।
 লালন বলে ভাবলে হয় না, বিধির কলম আর কি ফেরে ॥ ১৪০
 বা. বা. বা. সং ১৯, পৃ ৫৫৮ ; লা. গী. সং ৪১৮, পৃ ২৮৯ ; লা. লা. গী. সং ২৭৯, পৃ ২৩৯

গোষ্ঠ

সকালে বাই দেখু ল'য়ে । এ বনেতে ভয় আছে ভাই মা আমায় দিয়েছে ক'য়ে ॥
 আজকার খেলা এই অবধি গোছা রে ভাই দেখু আদি ।
 প্রাণে বেঁচে থাক যদি কাল আবার খেলো আসিয়ে ॥
 নিত্য নিত্য বন ছাড়ি সকালে বাইতাম বাড়ি ।
 আজ আমাদের দেখে দেখি, মা আছে পথপানে চেয়ে ॥
 বলেছিল মা যশোদে কানাইকে দিলাম বলা'র হাতে ।
 ভাল মন্দ হ'লে তাতে, লালন কয়, কি বলবো যেয়ে ॥ ১৪১
 লা. গী. সং ৩৪৫, পৃ ২৩৭

বিবিধ

সনা মন, থাক বা-হৌশ মাছুষ রূপ নিহারে ।
 আয়না আঁটা রূপের ছটা চিলেকোঠায় বলক মারে ॥
 স্বরূপে যার রূপটি জানা সেই তো বটে উপাসনা ।

গাঁজায় দম চড়িয়ে মনা বোম কালী আর বলো না রে ॥
 বর্তমানে দেখ ধরি নর-দেহ অটল বিহারী ।
 পড় কেন হরি বড়ি কাঠের মালা টিপে হারে ॥
 দিল চুঁড়ে দরবীশ যারা রূপ নিহারে সিদ্ধ তারা ।
 লালন কয়, এবার আমার ভাঙা-গুলি সার হল রে ॥ ১৪২
 লা. লা. গী. সং ২২৬, পৃ ২৭১

বিবিধ

সবে বলে, লালন ককীর হিন্দু কি যবন ।
 লালন বলে, আমার আমি না জানি সন্ধান ॥
 একই ঘাটে আসা-যাওয়া, একই পাটনৌ দিচ্ছে থেওয়া ।
 কেউ খায় না কার ছোওয়া, বিভিন্ন জল কে কোথায় পান ॥
 বেদ-পুরাণে করেছে জারী যবনের সাঁই হিন্দুর হরি ।
 লালন বলে, তাও বুঝতে নারি ইরূপ সৃষ্টি করলেন কিরূপ প্রমাণ ॥
 বিবিদের নাই মুসলমানী, পৈতা নাই যার সেও বাণী ।
 বোঝো রে ভাই দিব্য জ্ঞানী, লালন তেমনি খাতনার জাত এক খান ॥ ১৪৩
 লা. লা. গী. সং ২২৩, পৃ ২৬৯

বিবিধ

সাঁই আমার কখন খেলে কোন্ খেলা । জীবের কি সাধ্য আছে তাই বলা ॥
 কখনো ধরে আকার, কখনো হয় নিরাকার ।
 কেউ বলে সাকার, কেউ নিরাকার, অপার ভেবে হই ঘোলা ॥
 অবতার অবতারী সে তো স্বভাবে তারি ।
 দেখো জগৎ ভরি এক চাঁদে হয় উজলা ॥
 ভাও বেতাও মাঝে সাঁইবিনে কি খেল আছে ।
 লালন কয় নাম ধরেছে কৃষ্ণ করিম কালা ॥ ১৪৪
 বা. বা. বা. সং ৮৮, পৃ ৬০০ ; লা. গী. সং ২৭৫, পৃ ১৮৬ ; লা. লা. গী. সং ৬৩ পৃ ৬২

বিবিধ

সামান্বে কি অধর চাঁদ পাবে । যার লেগে হল যোগী দেবের দেব মহাদেবে ॥
 ভাব জেনে ভাব না দিলে তখন বুঝা যাবে সে ভক্তি ভজন

বাঙ্খা যদি হয় সে চরণ ভাব দে না সে ভাবে ॥
 যে ভাবে সব গোপিনীরা হয়েছিল পাগলপারা
 চরণ চিনে তেমনি ধারা ভাব দিতে (তায়) হবে ॥
 নি-হেতু ভজন গোপিকার; তাইতে সদায় বাধা নটবর
 লালন বলে, মনরে তোমার মরণ ভব-লোভে ॥ ১৪৫
 লা. গী. সং ১৮৯, পৃ ১২৭; লা. লা. গী. সং ৩২৭, পৃ ৩০০

গৌরলীলা

সামান্তে কি তার মর্ম জানা যায়। যে ভাবে অটল হরি এলো নদীয়ায় ॥
 জীব তরান অংশ হইতে, বাঙ্খা তার নিজের আসিতে।
 আর বাঙ্খা হ'লো অদ্বৈতের বাঙ্খায় ॥
 শুনে অদ্বৈতের হৃদয়কারি এলেন কৃষ্ণ নদে পুরী।
 বেদেরো অগোচর তারি, সেই লীলে হয় ॥
 ধন্য রে গৌর-অবতার, কলিকালে হ'লো প্রচার।
 কলির জীব পাইল নিস্তার, লালন গোল বাধায় ॥ ১৪৬
 লা. গী. সং ৩১৫, পৃ ২১৭; লা. লা. গী. সং ১২৩, পৃ ১৪০

বিবিধ

সামান্তে কি সে ধন পাবে। দীনের অধীন হয়ে সাধিতে হবে ॥
 সাধন-পথে কি না হলো বাদশারা বাদশাই ছাড়িল।
 কুলবতীর কুল গেল কালারে ভেবে ॥
 কত কত মুনি-ঋষি যুগ-যুগান্তর বনবাসী।
 পাব বলে কালশশী বসিয়ে তপে ॥
 গুরুপদে কত জনা বিনামূল্যে হ'য়ে কেনা।
 করে গুরুর দাস্তপনা সে ধনের লোভে ॥
 চরণ-ধনের যারো আশা অকৃত ধনের নাই লালসা।
 লালন ভেড়ের বুদ্ধিনাশা দো ভাষা ভবে ॥ ১৪৭
 লা. গী. সং ৩২, পৃ ২২; লা. লা. গী. সং ১৩৭, পৃ ১২৬

বিবিধ

সামান্তে কি সে প্রেম হবে। গুরু পরশিলে আপনি প্রেম উদয় দিবে ॥
 যে প্রেমে রাই হরে কৃষ্ণের মন, অটকতব সে প্রেমেরি কারণ,

যোগ্য অহুসর মর্ম জানে তার অযোগ্য পাত্রে কি সে ভাব সম্ভবে ॥
 বলবো কি সেই প্রেমের বাণী, কামে থেকে হয় নিকামী ।
 সে যে শুদ্ধ সহজ রস করিয়ে বিশ্বাস, দৌহার মন করে দৌহার ভাবে ॥
 কমলিনী প্রফুল্ল-বদন, সে সে লক্ষ যোজন অন্তে দৌহার প্রেম,
 একান্তে লালন কয়, রসিকের তেমনি প্রেম-ভাব ॥ ১৪৮
 লা. গী. সং ১৩২, পৃ ১০৯ ; লা. লা. গী. সং ১২৯, পৃ ১৭৮

বিবধ

সেই অটল রূপের উপাসনা ভবে কেউ জানে কেউ জানে না ।
 বৈকুণ্ঠ গোলোকের উপর আছে রে সে রূপেরো বিহার
 কৃষ্ণের কেউ নয় রাধার পতি সে জনা ॥
 স্বরূপ রূপের এই জেনো ধরন দৌহার ভাবে টলে দৌহার মন
 অটলকে টলাতে পারে কোন্ জনা ॥
 নরেকার যা হতে জন্মায় শক্তিধারা সেই আবিষ্কে
 অধীন লালন বলে, দিন থাকিতে জানলে না ॥ ১৪৯
 লা. গী. সং ৪৩৪, পৃ ৩০০ ; লা. লা. গী. সং ১৩১, পৃ ১২১

গৌরলীলা

সেই কালাচাঁদ নদেয় এসেছে ।
 সে না বাজিয়ে বাঁশী কিরতো সদায় ব্রজাঙ্গনার কুল-নাশে ॥
 যদি মজবি ও কালার পীরিত, আগে জান্গে উহার কেমন রীতি ।
 উহার প্রেম করা নয় গ্রাণে মরা অহুমানে বুঝিয়েছে ॥
 যদি রাজ্য ও পদে কেউ দেয় তবু ও কালার মন না পাওয়া যায় ।
 রাধা ব'লে বাজে বাঁশী এখন তারে কত কাঁদিয়েছে ॥
 ও না ব্রজে ছিল জলদ কালো না জানি কি সাধনে গৌর হ'লো ।
 ফকির লালন বলে, চিহ্ন কেবল ছনয়ন বাঁকা আছে ॥ ১৫০
 লা. গী. সং ৩০৯, পৃ ২১৩ ; লা. লা. গী. সং ১৪০, পৃ ১২২

কৃষ্ণলীলা

সে কালার প্রেম করা কথার কথা নয় ।
 ভাল হইলে ভালই, ভাল নইলে লাঠা হয় ॥
 সামান্যে কি এ জগতে পারে কি কেউ প্রেম মজিতে

প্রেমী নাম পাড়ায়ে, মিছে দুকুল হারায় ॥

এক প্রেমের ভাব অশেষ প্রকার প্রাপ্তি হয় সে ভাব অল্পসার ।

ভাব জেনে ভাব না দিলে তার প্রেমে কি ফল পায় ॥

গোপী যেমন প্রেম আচরি যাতে রাধা বংশীধারী,

লালন বলে, সে প্রেমেরি ধন্য জগৎময় ॥ ১৫১

লা. গী. সং ৩৬০, পৃ ২৪৭ ; লা. লা. গী. সং ৩২৯, পৃ ৩০১

বিবিধ

সে ধন কি পড়লে মেলে । হরি ভক্তের অধীন কালাকালে ॥

ভক্তের বড় পণ্ডিত নয় প্রমাণ তারে প্রহ্লাদে কর,

যারে আপনি কৃষ্ণের গোসাই অগ্নির কুণ্ড বাঁচাইলে ॥

বল রে একটা পশু বই নয়, ভক্ত হনুমান তারে কর

রাম-রূপ সে কৃষ্ণ-রূপ ধরায় অ-ভক্তরে দেয় না দেখা ॥

কেবল শুদ্ধ ভক্তের সখা তারে শুধু দেয় গো দেখা

লালন ভেড়ের স্বভাব বাকা অধর চাঁদকে রইলে ভুলে ॥ ১৫২

লা. লা. গী. সং ২৬২, পৃ ২৪১

গৌরলীলা

সে নিমাই কি ভোলা ছেলে হবে ।

ভুলেছে ভারতীয় কথায় এমন কথা কেন বলে হবে ॥

যখন ব্রজবাসী ছিল ব্রজের সব ভুলাইল ।

সে নাগর নদেয় এলো দেখনা রে কারে না ভোলাবে ॥

আপনি হয়ে কপট ভোলা ত্রিজগতের মন ছলা ।

কে বুঝে তার লীলে খেলা বুঝতে গেলে সেই যে ভুলে যাবে ॥

তারে ছেলে বলে যে লোক-সকল সে পাগল তার বংশ পাগল ।

লালন কর, আমি এক পাগল গুরু ছেড়ে বেড়াই গৌর ভেবে ॥ ১৫৩

লা. গী. সং ৩১৯, পৃ ২১৯ ; লা. লা. গী. সং ১৪৮, পৃ ১৩৬

বিবিধ

সে পরশের জোর যে পরশ সে পরশ চিনিলে না ।

সামান্য পরশের গুণ লোহার কাছে গেল জানা ॥

পরশমণি স্বরূপ গোসাই সে পরশের তুলনা নাই ।

পরশিবে যে জনা তাই ঘুচিবে জঠর-যন্ত্রণা ॥
 কুমীরেতে পরকে যেমন ধরায় সে আপন ধরন ।
 পরশে জানিবে মন এমনি যেন পরশে সোনা ॥
 ব্রজের ঐ জলদ কালো যে পরশে পরশ হ'লো ।
 লালন বলে, মন রে চলো জানিতে সেই উপাসনা ॥ ১৫৪
 লা. গী. সং ৭৬, পৃ ৫৩ ; লা. লা. গী. সং ১২৭, পৃ ১১৭

গৌরলীলা

সে প্রেম গুরু জানাও আমায় । আমার মনের কৈতব-আদি যাতে ঘুচে যায় ॥
 দাসীকে আজ নিদয় হযো না, দাও হে কিঞ্চিৎ প্রেম উপাসনা ।
 ব্রজে : জলদ কালো গৌরান্ধ হলো কোন্ প্রেম সেধে, সে বাঁকা শ্রামরায় ॥
 পুরুষ কোন্ দিন সহজ ঘটে, তাই জানলে সন্দ যায় মিটে ।
 তবে ত জানি প্রেমের করনি, সহজে সহজে লেনা-দেনা হয় ॥
 কোন্ প্রেমে সব গোপীর দ্বারে, কোন্ প্রেমে শ্রাম রাধার পায় ধরে,
 বলো বুঝায়ে হে গুরু গোঁসাই, দীন অধীন লালন বিনয় করে কয় ॥ ১৫৫
 লা. গী. সং ১৬৩, পৃ ১১০ ; লা. লা. গী. সং ১২৭, পৃ ১৭৬

গৌরলীলা

সে প্রেম সামান্যেতে কি জানা যায় । সে প্রেম সেধে গৌর শ্রামরায় ॥
 দেবের দেব পকাননে, জেনেছিল সেই এক জনে
 শক্তির আসন বুকে দেয় সে মহাশয় ॥
 প্রেমী একজন চণ্ডীদাসে, বিকালো ব্রজকী-পাশে,
 মরিয়া জীবন সে, দান পায় ॥
 ম'রে যদি ডুবতে পারে সে প্রেম গুরু জানায় তারে,
 সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোরে তাই জানাই ॥ ১৫৬
 লা. গী. সং ৫১, পৃ ৩৬

গৌরলীলা

সে প্রেম সামান্যেতে কি রাখা যায় । প্রেমে মজিলে ধর্মার্থ ছাড়তে হয় ॥
 দেখ যে প্রেমের লেগে হরি দিলেন দাসখত লিখে,
 বৈষ্ণব ত্যজিয়ে সেজে কাঙ্গাল হয়ে এলো নদীয়ায় ॥

ব্রজে ছিল জলদ কাল, প্রেম সেধে গৌরান্ধ হল,
 সে প্রেম কি সামান্য বল যে প্রেমের রসিক দয়াময় ॥
 প্রেম-পীরিতের এমনি ধারা এক মরণে দুইজন মরা,
 ধর্মধর্ম চায় না তারা, লালন বলে, প্রেমের রীতি তায় ॥ ১৫৭
 ল। ল। গী. সং ১২৮, পৃ ১৭৭

কৃষ্ণলীলা

সে ভাব কি সবাই জানে । যে ভাবে শ্রাম আছে বঁধা গোপীর মনে ॥
 গোপীপ্রেম জানে কারা শুদ্ধ রসেয় ভ্রমরা যারা,
 গোপীর পাপ-পুণ্যের জ্ঞান থাকে না কৃষ্ণ দরশনে ॥
 গোপী অহুগত যারা ব্রজের সে ভাব জানে তারা,
 তারাই জানে অধর ধরা গোপীর মনে ॥
 টলে জীব, অটলে ঈশ্বর, তা জানলেই কি হয় রসিক নাগর,
 লালন কয়, রসিক বিভোর রস ভিড়ানে ॥ ১৫৮

বা. বা. বা. সং ১৩৩, পৃ ৩২৬ ; ল। গী. সং ৩৩১, পৃ ২৪৮ ; ল। ল। গী. সং ৩৩০, পৃ ৩০২

বিবিধ

হতে চাও হজুরের দাসী । মনে গোল ত পোরা রাশি রাশি ।
 না জান সেবা সাধনা, না জান প্রেম উপাসনা,
 সদাই দেখি ইতর পনা, প্রভু রাজি হবে কিমি ?
 কেশ বেঁধে বেশ করিলে কি হয় রস বোধ না যদি রয়,
 রসবতী কে তারে কয়, কেবল মুখে কাষ্ঠ হাসি ।
 কৃষ্ণপদে গোপী স্তম্ভন । করেছিল দাস্ত্র সেবন,
 লালন বলে তাই কিরে মন পারবি ছেড়ে স্থখ বিলাসী ॥ ১৫৯

প্রবাসী, ১৩২২ পৌষ, পৃ ২৯৪ ; বা. বা. বা. সং ১২৩, পৃ ৩২০ ; ল। ল। গী. সং ২৬৬, পৃ ২৪৭

গৌরলীলা

হরি কাদে হরি ব'লে কেনে । ধারা বহে ছনয়ানে ॥
 হরি ব'লে হরি ভোরা, নয়নে বয় জলধারা,
 জানি কি ছলে এসেছে গোরা এই নদীয়ার ভুবনে ॥
 মোরা যত পুরুষ নারী, দেখিতে আইলাম হরি,
 হরিকে হরিল হরি, জানি সেই হরি কোনখানে ॥

গৌর হরি দেখে এবার কত পুরুষ নারী ছেড়ে যায় ঘর ।
জানি সেই হরি কি করে এবার ও তাই লালন ভাবে মনে ॥ ১৬০
লা. গী. সং ৩০৬, পৃ ২২১ ; লা. লা. গী. সং ১৭৬, পৃ ১৪৮

১২৮ লাল বেগ

মিলন-স্বপ্নে

কি করিল সখীসবে মোরে নিদে জাগাইয়া । ধু
আইল চিকন কালা সময় জানিয়া ॥
চাপিল প্রেমের নিদে শ্রাম কোল পাইয়া । কহিছে বিনয় করি উরে হাত দিয়া ॥
যৌবনের গরবে মূই না চাইলু কিরিয়া ।
পিউ পিউ বলিয়া বালিম লৈলু উরে ।
চৈতন্য পাইয়া দেখো পিয়া নাই মোর কোলে ॥
মনের আকুতে মূই এথলা নিদ ঘাম । কেনে রে দারুন বিধি মোরে হৈল বাম ॥
কহে কবি লাল বেগে স্বপ্নেত জাগিয়া । খণ্ডিল জন্মের দুঃখ চান্দ মুখ চাইয়া ॥ ১
কাব্যমালয়, পৃ ৩২ (সালবেগের ভণিতা) ; প্রাচীন পুথির বিবরণ, সং ৩২৭, পৃ ২৪২ ; বা. বৈ.
ভা. সং ২৪, পৃ ২০ ; ব্র ৪, পৃ ৩৩ ; ম. বা. গী. সং ১০২, পৃ ৭৪ ; ম. ক. প. সং ১৪৬, পৃ ৭৮ ;
সাহিত্য, ১৩১০ ফাল্গুন, পৃ ৬৬৪

১২৯. লাল মামুদ

হরিনাম শ্রবণ

দয়াল হরি কৈ আমার । আমি পড়েছি ভবকারাগারে, আমায় কে করে উদ্ধার ॥
ষড় রিপূর জালা প্রাণে সহ হয় না আর ।
শত দোষের দোষী বলে, জন্ম দিলে যবন কুলে, বিফলে গেল দিন আমার ।
আমি কুল ধর্মে পরম ধর্ম ভুলি কত কল্লেম কদাচার ॥
যদিও তুমি আল্লা খোদা, তুমি লক্ষ্মী তুমি সারদা, সব রজ ত্রিগুণের আধার ।
তবু হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ডাকতে প্রাণ কাদে আমার ॥
দীনহীন লাল মামুদে ঠেকিয়ে সংসার গারদে মনের খেদে বলতেছে এবার,
জীবনান্ত কালে হরি বলে প্রাণ যায় যেন আমার ॥ ১
সৌরভ, ১৩২৩ বৈশাখ, পৃ ২০০

প্রভো, বিশ্ব মূল্যধার, অনন্ত নাম ধর তুমি, তোমার হয় অনন্ত আকার ।
 কখন সাকারেতে বিরাজ কর, কখন নিরাকার ॥
 কেহ তোমাথ বলে কালী, কেহ বলে বনমালী ।
 কেহ খোদা আল্লা বলি, তোমাকে ডাকে সারাংসার ॥
 নামের গুণে পারের দিনে সকলি হয় পার ।
 অনন্ত নাম ধরে ধরে, ভক্তে বঁধ ভক্তি ডোরে, তোমাতে টানে অনিবার ॥
 তুমি দয়া করে ঘুচাও নাথ মনের অন্ধকার ।
 হিন্দু কিম্বা হোক মুসলমান, তোমার পক্ষে সবই সমান,
 আপন সন্তান জাতির কি বিচার ?
 ভক্ত, সকল জাতির শ্রেষ্ঠ চণ্ডাল কি চামার ॥
 জন্ম নিয়া মুসলমানে বঞ্চিত হব শ্রীচরণে, আমি মনে ভাবি না একবার ॥
 (এবার) লাল মামুদে হরে কৃষ্ণ নাম করেছে সার ॥ ২

বা. বৈ. ভা. সং ২৫, পৃ ২০ ; সৌরভ, ১৩২০ বৈশাখ, পৃ ২০০

বংশীধ্বনি আকৃষ্টা রাধা

চিতান—সখি মনে স্ব ভবনে বসে আছেন রাই ।

এমন সময় কালে, জয়রাধা শ্রীরাধাবলে, বংশীধ্বনি করিলেন কানাই ।

লহর—শুনে সেই বাশরী বৈষ্ণবহারী রাই কিশোরী,

পড়িলেন ঢলে, অগ্নি ধেয়ে সখি সকলে,

কোলে তুলে রাই রতনে, জিজ্ঞাসে মধুর বচনে,

এমন হলে কি কারণে, বল গো মন খুলে ॥

মিল—ললিতার গলে ধরি কমলিনী কয়

নারীর প্রাণে আর কত সখ, নিদারুণ বাশীর আকর্ষণ ।

মহড়া—আর যেন বাজায় না বাণী শ্রামকে যেয়ে কর গো বারণ ।

ধূয়া—শুনলে শ্রামের মোহন বাণী, আমি যে কি স্থখে ভাসি, তোরা জানিস্ নে ।

দারুণ শ্রামের বাণী পশিয়া প্রাণে,

কুলমান কলঙ্কের ভয়, লজ্জা বৈষ্ণব আর যত হয়,

সকলি মোর কাড়িয়া লয়, আমি হই পাগলীর মতন ॥

খাদ—পরাদিনী নারী আমি, ঘরে গুরুজন ॥

লহর—যদি ননদিনী, কৃষ্ণ প্রেমের বিবাদিনী

শুনে এ সকল, তবে হবে বড় অমঙ্গল,

আমায় দেখলে ধৈর্য হারা অগ্নি হাতে লবে খাড়া,

দায় হবে রক্ষা করা জীবন কেবল ।

মিল—দাক্ষণ প্রেমের ফাঁসী, বাণী নিদাক্ষণ,

কুল নারী করিতে খুন, কোন বিধি করিল গঠন ।

ঝুমুর—সখি আর সহিতে নারী, শ্রামের বাণী হৈল প্রাণের বেরী ॥

পরাণ ধরিয়া টানে, নিষেধ বাধা নাই মানে, বলনা কি করি ।

শুনিলে সে ধ্বনি, শুন গো সজনি, বুঝি না বাচি কি মরি ॥

পরচিতান—সুখা বিধে, আছে মিশে, বাশরী রবে ।

আমার যে যন্ত্রণা, প্রাণে জানে আর কেউ জানে না

বল্ সখি কি উপায় হবে ?

লহর—বাণীর মিঠাতে প্রাণ, আকুল করে থাকে না জ্ঞান,

বিধে পুড়ে যায়, এখন হবে বল কি উপায়,

মনে কয় যে দিবানিশি, শুনি শ্রামের মধুর বাণী,

মধুর সঙ্গে বিধে আসি, পরাণ পোড়ায় । ৩

সৌরভ, ১৩২৩ বৈশাখ, পৃ: ২০৩

গৌরলীলা

সোনারমাহুষ ন'দে এলো রে, ভক্তসঙ্গে, প্রেমতরঙ্গে, ভাসিছে শ্রীবাসের ঘরে ॥

(ও তাঁর) সোনার বরণ, রূপের কিরণ, দেখতে নয়ন ঝরে ॥

(গৌর) হরি নামের বজ্রা আনি, ধস্ত করেছে ধরণী,

বিরাম নাই আর দিন রজনী,

নামেরশ্রোত চলেছে ধীরেধীরে, কলির জীবকে ভাসাইয়ানিচ্ছে প্রেম সাগরে ॥

সোনার মাহুষ, সোনার বরণ, সোনার হুপূর, সোনার চরণ,

চারিদিকে সোনার কিরণ, ছুটেছে আলোকিত করে,

কত লোহার মাহুষ, সোনা হল গৌর অবতারে ॥

ঘারা ভজে সোনার মাহুষ, তাঁরাও হবে সোনার মাহুষ,

লাল মামুদের হৈল না হুম, এখন আর দোষ দিবে কারে ?

সে যে সারা জীবন কাটাইল রাঙ্গের বাজারে ॥ ৪

সৌরভ, ১৩২৩ বৈশাখ, পৃ ২০৩

১৩০. শাহ আকবর

মুরট

গৌরলীলা

জীউ জীউ মেরে মন-চোরা গোরা । আপহি নাচত আপন রসে ভোরা ॥ ধু
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া । আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া ॥
পদ দুই চারি চুপু নটিয়া । থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতোয়ালিয়া ॥
ঐছন পছঁকে বাহ বলিহারী । শাহ আকবর তেরে প্রেম ভিখারী ॥ ১

কাব্যমাল্য, পৃ ৩৬ ; গৌরপদ তরঙ্গিনী, ২য় সং, সং ২২ ; পা. পৃ ১ ; বা. বৈ. ভা. সং ২৬,
পৃ ২১ ; ব্র ৪, পৃ ৩৬ ; ম. বা. গী. সং ১০, পৃ ৭ ; মু. ক. প. সং ৩৮৮, পৃ ১৫১ ; র. পৃ ১ ; যু.
সমাচার, পৃ ৩০৬.

১৩১. শা হুছন আলম

বংশী

নিদারুণ পরাণের বন্ধু রে, বড়ো নিদারুণ ।
হয় রে ইদরেতে জালাইয়া দিলায় পিরিতের আওইন রে ।
ও আমার বন্ধু বড়ো নিদারুণ রে । ধু
বাঁশীটি বাজাও বন্ধুরে, আমারে শিখাও,
ওয় রে, আমি বাজাই মোহন বাঁশী বন্ধু, তুমি ভুলিলাও রে ।
আর কদম্বেরি ডালে বসি' বন্ধু রে, বাঁশীটি বাজাও,
হয় রে, নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশীয়ে প্রাণি নিতে চায় রে ।
আর গয়া-কাশী বিচারিলু বন্ধু, তিরতিয়া বানারসী,
কাল নিদ্রাতে গিয়া দেখি দমে ফুঁকে মোহন বাঁশী রে ।
আর শা হুছন আলমে কয় বন্ধুরে, আছি একাশরী,
বন্ধুরে বিচারতে আমারে কাল ননদী বয়রী । ১

শ্রী. লো. স. সং ২৫৮, পৃ ২২৫

১৩২. শিতালং

রাগ বাউল ভাটিয়ালি

বিরহ

আইল বন্ধু কালাচান্দ ডাকি আমি তরে ।
অভাগি নির্লজ্জা হইয়া বসিয়াছি ছুয়ারে ।

তুমিত জগত পতি জগ মোহিনী, আমি ত অভাগি নারী কলঙ্ক দুঃখিনী ।
 রূপেতে ঝলমল করে ক্ষুদ্রে দেখি মোর ।
 তোম প্রেমে হিয়া মোর হইল জর জর ।
 আসবে বলি প্রাণ নাথ উদাসিনী প্রায়,
 নিশা ভাগে চাইয়া আমি বসি তর দায় । নিশি তো গইয়া যায় অহে শ্রাম রায় ।
 যুবতী রহিমু কেমনে কি করি উপায় ।
 আসবে আসবে প্রাণনাথ রাত্রি যায় গইয়া ।
 রাত্রি শেষে আইলায় না তুমি অনাথিনী জানিয়া ।
 শিতালং ফকিরে কহে বন্ধের রূপ হেরি ।
 কালাচাঁদ বিহনে আমি হইলাম দেশান্তরী । ১
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

দর্শনাকাজক্ষা

রাগ বসন্ত সুহি

আইল রে বসন্ত ঋতু কালিয়া বরণ । কালারূপে প্রাণি রাখে দিয়া দরশন ॥
 সন্ধ্যালের চক্ষু দান কালিয়া বরণ । একা রূপে কর মোর নয়ানে রসন ॥
 জগৎ ভুবন কালা একি আচম্বিত । কালারূপে খেলা করে বন্ধের সহিত ॥
 কালার বিরহে মোর আকুলিত মন । অন্তরেতে আইল কালা মোর নিকেতন ॥
 কালা রঙ্গে খেলা তোম কালারূপে লীলা । দরশন দেও প্রভু শ্রাম চিকন কালা ॥
 কালা ধলা রঙ্গে খেলা জগৎ সন্ধ্যাল । কালা রূপে খেলা কর নাছুত মলকুত হে ॥
 প্রেমিকের সঙ্গে মিলে জবরত লাহত । পলকেতে আছে কালা, কালার
 কালিয়া হে ॥

শুইয়া বিরাজ কালা, কালা রং লইয়া । কালারূপে কর খেলা মনুহু পাতাল হে ॥
 জগৎ জুড়িয়া কালা ঠাকুর দয়াল । কালা কালা ডাকি বন্ধু কাল প্রেম দল হে ॥
 শিতালং ফকিরে কহে না হইল মিলন । প্রাণ রক্ষা কর কালা দিয়া দরশন ॥ ২
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

মাথুর

আমার বন্ধুয়া কোন স্থান, শুন সজনী, প্রেমবদনী, বন্ধু আনি রাখ প্রাণ ।
 সখি গো, যাও ধনী, কমলিনী, মথুরার স্থান ।

আন প্রিয়া, কাটে হিয়া, উয়াদিনী হৈল প্রাণ ।
 সখি গো, বন্ধু বিনে, অদর্শনে, গেল কুলমান ।
 না পাই দিশা, মন ভরসা, আসবেনি প্রাণ কুঞ্জস্থান ।
 সখি গো, মনহরা, প্রাণচোরা, খেলে সর্বস্থান ।
 কুলমান, নিলপ্রাণ, হারা হইলাম বুদ্ধিজ্ঞান ।
 সখি গো, প্রাণহরা, না যায় ধরা, নাহিত নিশান ।
 ভ্রমণায় ঘুরে প্রায়, কোন স্থানে নাহি তার স্থান ।
 সখি গো, নদন বাণে শর মদনে, কটাক্ষেতে মাইল বাণ ।
 বনবেহারী, ধরতে নারী, পাইনা কইলে যোগদ্যান ।
 সখি গো, শিতালক্ষে, বলে সঙ্গে, গেল কুলমান,
 গেল মান, বুদ্ধি জ্ঞান, ব্যাকুল হইল প্রাণ । ৩
 শিতালঙ্গী রাগ, সং ৭, পৃ ৮

দর্শনাকাজ্ঞা

রাগ বাউল

আমি কি করি উপায়, আইল না বন্ধু প্রাণ খুরে সদায় ।
 শুন সখী প্রেমসিনী বলি যে তোমায়, আন প্রিয়া কাটে হিয়া অঙ্গ জলি যায় ।
 বিমল ঘরে বসিরা ডাকি প্রাণ বন্ধু কোথায় ।
 প্রেম সাগরে বুদ্ধি ভাসাইল আমায় ।
 প্রেম সাগরে ফেলিয়া মোরে কালাচান্দে যায়, প্রেম সাগরে ঘুরি পঞ্চকের বায় ।
 ভাসিয়ে সিন্ধু ডাকি বন্ধু রাখিও রূপায়, দরশনের নৌকা দিয়া তরাও আমায় ।
 প্রেমের সাগরের মাঝে ছধারে উজার ।
 সাক্ষাতে চাদের হাটে খেলে ছিরকুলায়, বিমল ঘরে সিংদারেতে ভুজঙ্গ দাঁড়ায় ।
 একে তিনে মাতে পাঁচে ত্রিশূল চালায়, সোনাপুরে স্থখে পার্থীয়ে নাম জপে সদায় ।
 জঙ্ঘলপুরে চন্দ্র উদয় গগনে লুটায়, শিতালং ককিরে বলে আকছুছ সদায় ।
 দরশন না হইল বুদ্ধি দোষগুণে আমায় । ৪
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

অপ্নে দর্শন

বাউল

আমি ঠেকলাম দায় লাঞ্ছনায়,
 কাল নিশি স্বপন দায় দেখাদিল আসিয়ে কালায় ।

স্বপনে আসিয়ে প্রাণে সামায় দেখা দিয়ে গেল তায় ।
 এগো দেহা শূন্য করি নিল প্রাণ হরি প্রেম দায় ।
 দেখা দিল বিছাদরী স্বপনে আসিয়ে আমায় ।
 সে অবধি প্রাণ বুঝে হিয়া কুঞ্জ মনুরায় ।
 অপরূপ কাহিনী রূপ দেখা দিল স্বপন দায় ।
 দেব কি গন্ধর্ব নর দেখা দিল আসিয়ে আমায় ।
 গোলাপের পুষ্প জিনি দেখিয়াছি রঙ্গ তায় ।
 দেখা দিয়ে প্রাণি নিল সন্ন্যাসী করি আমায় ।
 শিতালং ফকিরে কহে শ্রাম বিনে প্রাণ যায় ।
 শ্রামার বিহনে মোর দেহ জলে জলনায় । ৫
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিরহ

রাগ বাউল

আমি বন্ধ তায়, হইলাম প্রায়, প্রাণেশ্বর শ্রামের দায় ।
 প্রেমের ফাঁসি লাইগাছে গলায় ।
 শ্রামের বিচ্ছেদে মোর প্রেমানলে প্রাণজালায় ।
 প্রেম ভিক্ষা দিয়া প্রাণ রক্ষা কর প্রাণ শ্রামরায় ।
 প্রেমানলে সন্ন্যাসিনী হইয়া ফিরি ভ্রমণায় ।
 করেতে করঙ্গ নিয়া দাড়াইয়াছি ভিক্ষার দায় ।
 শ্রামরূপ হৃদে মোর নব্ব হৈল প্রেম দায় ।
 কটাক্ষেতে প্রাণি নিল উদাসিনী করি আমায় ।
 শ্রামের বিচ্ছেদে মোর অগ্নি জলে সর্বগায় ।
 অদর্শনে প্রাণি বুঝে বল কি করি উপায় ।
 শিতালং ফকিরে মাঞ্জে ভিক্ষা দেও গো প্রাণ শ্রামরায় ।
 প্রেমের দায় ভিক্ষার ছলে দাড়াইয়াছি তার দরজায় । ৬
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিরহ

এগো প্রাণ সহ না আসিল প্রাণনাথ কুণ্ঠেতে ।
 প্রেমানল দিয়া গায় বন্ধে মোরে ছাড়িয়া যায় ।
 বিরহিনী হৈয়া বন্ধু ডাকিয়ে তোমায় ।

দেখিমু নি রূপ তোর ত্রিপুরিয়ার ঘাটেতে ।
 দেহা মোর জলি যায় প্রাণ বুঝে তোর প্রেম দায়,
 দরশন দিয়া মোরে রাখয়ে কুপায় ।
 না চিনিলু বন্ধু তোরে আসিয়া সে ভবেতে ।
 দমে দমে বাঁশী বাও পহু নিরখিয়া চাও ।
 পরম নাম জপিয়া সে পবনে উজায় ।
 দেখিবে উদয় চান্দ প্রকাশিত জ্বরুতে ।
 যে জন রসিক হয় সে দেখে চন্দের উদয় ।
 লাহতের তালু কুড়ি সে জলে খুলয় ।
 নিকুঞ্জে জলিবে দীপ প্রকাশিবে লাহতে ।
 শিতালং ফকিরে গায় হিয়া দহে প্রেমদায় ।
 বিনা দরশনে মোর দেহা জলি যায় ।
 বিরহিনী হইয়া ফিরি চান্দ রূপ হেরিতে । ৭
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিবিধ

রাগ বাউল ত্রিপদী

ও মাঝি ভাই তুমি হইয়াছ রে বেদিশা । বেদারে চালাইছ নৌকা দেখ না ।
 ভব সাগরে নাইরে কুলাকুল শরকেতুরের মত হইয়াছ বেতুল ।
 এগো ভালা কইলে বুঝা বুঝে উঠা তার জাতের বুলা ।
 পাড়ি ধরলাম অকুল সাগরে ঠিক রাইখ হালের কাটা পড়বায় যে ফেরে ।
 চাকে ডুবিল নৌকাখানি পাতালে করব রে বাসা ।
 ব্রজপুরের বত বেপারি, বাজারে আসিয়া তার। যায় বেপার করি ।
 এগো জনম ভরি তোর মোর কেবেরংকালি গেল না ।
 আমার গোপাল বড়রে চতুর, ত্রিজগতে দেখি না গো এমন দাঙ্কাখুর ।
 সর লনি মাখন খায় পিছ খাটালে বসিয়া ।
 ছিল মোর কপালে লেখা, খালে রইল বাড়ি ভাত আমি রইলাম পাকা ।
 এগো শিতালঙ্গে বলে মোর কপালে লাপল বন্ধের ছাটা । ৮
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

তোতিরাজ-প্রসঙ্গ

কদম্বেরি ডালে দূতী গো তোতিরাজ খেলে
 প্রবেশেতে প্রবেশ হৈয়া বিরাজে কমলে

দূতী গো, অপরূপ তোতিরাজ বৃক্ষেতে বসতি ।
 দেশান্তরী হইয়া যাইতে উলম্বিত মতি ।
 দূতী গো, আমি অপরাধী নারী জগতের দুঃখিনী ।
 কোকিলার নাদ শুনি আকুলিত প্রাণী ।
 দূতী গো, স্থললিত তোতিরাজ ফিরে ডালে ডালে ।
 মকরন্দ পান করি প্রবেশে কমলে ।
 দূতী গো, তোতিরাজে নাদ করে বৃক্ষেতে বসিয়া ।
 তাহার সুরেতে নিল পাঞ্জর শোষিয়া ।
 দূতী গো, ত্রিপুরীতে নাদ করি পঞ্চমেতে গায় ।
 সর্বস্থানে ফিরে পংখী কোঠায় কোঠায় ।
 দূতী গো, তোতিরাজে খেলা করে লাহতের স্থান
 রতন কোঠায় প্রবেশিলে হৈয়ে বেনিশান ।
 দূতী গো তিন অক্ষর দমে দমে যে করে স্মরণ
 সে দেখিবে তোতিরাজ সুন্দর বরণ ।
 দূতী গো এক অক্ষর যেই জনে জপনা করিবে ।
 সম্মুখেতে চন্দ্র আসি উদয় হইবে ।
 দূতী গো, শিতালং ফকিরে কহে আকুলিত হিয়া
 না আসিল তোতিরাজ যায় লুকি দিয়া । ২
 নোকদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

রাগ বাউল

মাথুর

কান্ত যখন হয় রে স্মরণ, প্রাণ হইয়া যায় উদাসী
 প্রভুর বিরহে হইলাম সন্ন্যাসী ।
 প্রভু গেলা মথুরায়, প্রাণ বুঝে মোর সর্বদায়
 বিচ্ছেদের অনল মোর সহন না যায় ।
 এ গো অধেষিয়া বিপিনেতে হইয়া ফিরি বনবাসী ।
 প্রভুর বিরহে মোর হইল রে মন উচাটন ।
 হাটে ঘাটে মাঠে ফিরি করি অধেষণ ।
 এ গো বিচ্ছেদের তীক্ষ্ণরে মন হইল উদাসী ।
 বৃক্ষে যত পুষ্প কলি রইল মুকুল বন্ধ করি

প্রভুবিনে ঝঙ্কারেতে প্রাণ ত্যজিল সব অলি ।
 এ গো কুঞ্জ বন অন্ধকার হইল না উদয় শশী ।
 শুন গো দূতী প্রাণেশ্বরী, বলি যে চরণে ধরি ।
 তোমরানি দেইখাছ আমার নিকুঞ্জ বিহারী ।
 এ গো বল গো সখি কুশলের কথা পাই কিসেতে প্রাণশশী ।
 প্রভুবিনে মনান্তরে বুক চোষিল তীক্ষ্ণ শরে ।
 জল দেও জল দেও বলি ডাকি নিরন্তর ।
 এ গো চাতক যেমন উর্ধ্ব মুখে জল বিনে থাকে বসি ।
 প্রভু বিনে বিরহেতে বুক চোষিল তীক্ষ্ণ শরে ।
 জলন্ত অনল আমি না পারি সহিতে ।
 এ গো জলবিনেতে বুক চোষিল মন মজাইল প্রিয় শশী ।
 ডাকি প্রভু সোনা রতন কুঞ্জে কর আগমন
 দরশন দেও প্রভু মদন মোহন ।
 এ গো কুঞ্জবনে কদমতলে প্রেম সুরে বাজাও বাশী ।
 শিতালং অহুক্ষণ ডাকি প্রভু নিরঞ্জন প্রবাসী অতিথি জানি দেও দরশন ।
 এ গো দরশনে পাপনাশে জিন্দাকায়া মোরশি । ১০
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

রাগ মুলতান চৌহন্দি

বিরহ

কালাচান্দ আইলায় না, আমার বিরাজ হইল না ।
 আইস বন্ধু কৃপা করি, অন্তরে সুরিয়া মরি, হৃদয়েতে প্রেমেরি অনল ।
 আকুলিত মোর হিয়া যদি আইস প্রাণ প্রিয়া হইব মোর আনন্দ মঙ্গল ।
 কৃপার সাগর তুই জগতে কলঙ্কী মুই প্রেম শোকে শোষিল পাঞ্জর ।
 পঙ্খ নিয়থিয়া থাকি তর নাম বলি ডাকি আইস বন্ধু কৃপার সাগর ।
 শরীরে বা কত সহে, অঙ্গেতে অনল দহে, প্রাণ রাখ দিয়া দরশন ।
 বিনয়েতে ডাকি তোরে কিরিয়া না চাও মোরে এই দুঃখে ত্যজিমু জীবন ।
 বিরহে আকুল মতি, বন্ধু বিনে নাহি গতি, সদায়ে দগধে মোর প্রাণ ।
 শুন মোর নিবেদন উচাটন হৈল মন হৃদয়েতে বিক্ষিপ্ত কামবাণ ।
 গলে দিয়া প্রেম ডুরি তোর নাম লইয়া কিরি দেশে দেশে করিয়া ভ্রমণ ।
 আইস বন্ধু প্রাণপ্রিয়া প্রেমানলে দহে হিয়া তুষ্ট কর দিয়া দরশন ।

শিতালং ফকিরে কহে বিরহেতে অঙ্গদহে আইস বন্ধু চিকন কালিয়া ।
বিনয়েতে বলি তোরে দরশন দেও মোরে তোরে প্রেমে দহে মোর হিয়া । ১১
মোকদ্দা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বাগ উদিত

কাল-মাহাত্ম্য

কালারূপে লীলা সয়াল জুড়িয়া । কালারূপে ভাব সঙ্গে খেলা ।
চান্দ্রের হৃদয়ে দাগ কালিয়া বরণ । ভাস্করের মধ্যে কালারূপে তাপিস কিরণ ।
স্বর্ণ কালারূপে ভূমি কালারূপে রঙ্গে খেলা । কুকাফের রং কালারূপে মধ্য বর্ণ নীলা ।
মন পবন বৃষ্টি কালারূপে আবছায়া । বিরাজে চিকন কালারূপে সয়াল জুড়িয়া ।
ফলক আফলাক কালারূপে মঞ্চদয় সয়াল । সাগরের জল কালারূপে সে পাতাল ।
কালারূপে ছাড়া বাকী নাই কালারূপে সর্ব অঙ্গ । নক্ষত্র প্রকাশে তার জমি কালারূপে রঙ্গ ।
বৃষ্টির সঙ্গে চলে চপলা যখন । মধ্যে তার কালারূপে রঙ্গ প্রকাশে তখন ।
সর্ব মধ্যে কালারূপে রঙ্গ অপরূপ লীলা । স্বর্গেতে কামান চড়ে কালারূপে বর্ণ চিলা ।
খাকি হুরি মধ্যে কালারূপে কালারূপে বলি জানি । কালবর্ণ আদমের প্রকাশে নয়ন ।
শিতালং ফকিরে বলে আকুলিত মন । দরশন দেও প্রভু কালিয়া বরণ ।
কালারূপে কালারূপে কালারূপে লীলা । সয়ালজুড়িয়া কালারূপে ভবসঙ্কেতে খেলা । ১২
মোকদ্দা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

জল-ভরা

গোপিনী সকল জলে যায় প্রিয় সজনী কালচান্দ্রে মুররী বাজায় ।
গোকুলের বত নারী সকলে আনন্দ করি এ গো ঘাটে চলে যথা শ্রামরায় ।
কলসী কাংখেতে করি সকলে মন্ত্রণা করি এ গো প্রেমমালা পরায় গলায় ।
নীলবস্ত্র শোভে অঙ্গে জলেতে চলয় রঙ্গে নীলবস্ত্র বাতাসে উড়ায় ।
করি সবে জয়ধ্বনি চলে যত প্রেমসিনী আনন্দ রঙ্গেতে জলে যায় ।
চলে যত ব্রজ দারা কুরঙ্গ নয়নী যারা কটাক্ষেতে প্রাণ নিয়ে যায় ।
আগর চন্দন অঙ্গে জলেতে চলয় রঙ্গে হু বাতায় চামর দোলায় ।
আগে পাছে সর্বধনী মধ্যে রাধা চন্দ্রমণি ঘাটে গিয়ে পুলিনে দাঁড়ায় ।
গোপীগণ জলে যায় বেহার সখাদ গায় প্রবেশিল কদম্ব তলায় ।
চন্দ্রাবলী বিশখায় শ্রীমতী শ্রীরাবিকায় আনন্দিত বিরাজ খেলায় ।
হেরিয়ে পরশমণি প্রণামিল সর্বধনী মুররী বাজায় শ্রামরায় ।
শিতালং ফকিরে কহে অন্তরে আনন্দ দহে বুঝে প্রাণ তোরে প্রেম দায় । ১৩
মোকদ্দা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

গো সজনী সই আমার বন্ধু নি মিলিবা চান্দরূপে ।
 তোমাতে নি বলিয়াছইন মিলিবা স্বরূপে ।
 সজনী সই শুন গো সখী দয়াময়ী তোমাতে মরম'কহি ।
 যত ইতি বিরহের কাহিনী ।
 সন্যাস বলয়ে মোরে ধরিয়ে চরণ তোর কাহার মন্দিরে নীলমণি ।
 বিচ্ছেদ অনলে মোর অঙ্গ জলে নিরন্তর বিরহেতে চিত্ত ব্যাকুল ।
 কি করি মুই হায় হায় কলঙ্কিনী তোর দায় প্রেম ভাবে গেল জাতি কুল ।
 শুন গো সখী কমলিনী প্রেম শেল গুণমণি অন্তরেতে করিয়াছে ঘাও ।
 বন্ধু কি বলিমু তোরে প্রাণে বধিয়া মোরে কর্মদোষে কিরিয়া না চাও ।
 হৃদয়েতে কাম শর অন্তরে হানিল মোর সর্বক্ষেতে জলন্ত অনল ।
 চন্দ্র গোসাই বিনে আর ঔষধ নাহি তার দরশনে করয়ে শীতল ।
 মুহুত হইল যারা সমাইর সঙ্গে তারা প্রেমভাবে থাকে লা মুকাম ।
 মলকৃত করিয়া ভর জবরতে মারিয়া পর স্বরূপ দেখে তারা রূপে বেনিশান ।
 শিতালং ফকিরে কহে হৃদয়ে আনল দহে জলিয়া হইলু ভস্মাকার ।
 রমিক বন্ধুয়া শ্রমি নিরলে বসিয়া বুরি আইস প্রিয়া মন্দিরে আমার । ১৪
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

গো সজনী সই নিকুঞ্জেতে মোর মন খুরে ।
 কদম ডালে দহে হিয়া না দেখি তোমাতে ॥
 চাঁদরূপ না দেখিয়া আকুল হইয়াছি হিয়া । অন্তরেতে অনল জলে মোর ॥
 তুই বন্ধু আসিবে করি পন্থ নিরখিয়া বুরি । স্বরূপে হেরিতে রূপ তোর ॥
 প্রেমের ভিখারী আমি কৃপা যদি কর তুমি । ভিক্ষা দিয়া প্রাণ রক্ষা কর ॥
 আমি দোষী অপরাধী দরশন দেও যদি, পাপ নষ্ট হইয়া যাবে মোর ॥
 নিকুঞ্জ মন্দির ঘর প্রকাশ না হয় মোর, অন্ধকার হইল বিষম ॥
 বৃন্দাবনে গোপীগণ আকুলিত হৈল মন, কোকিলায় ত্যজিল পঞ্চম ॥
 বৃন্দাবন অন্ধকার তোর শোকে ছারখার, প্রেমানলে জলি হৈল ভয় ॥
 পুষ্পেতে না বসে অলি মকরন্দ আছে খুলি, ভমরায় না করয়ে পরশ ॥

আমাকে অনাথ করি গিয়া রইলায় মধুপুরি, গোকুলে না কর আগমন ॥
 নিকুঞ্জ মন্দিরে মোর আইস প্রিয়া প্রাণেশ্বর, প্রকাশিত কর বৃন্দাবন ॥
 তুই বন্ধু আসিবে যবে আনন্দেতে বিরাজিবে, স্বগন্ধি হইবে সর্বস্থান ॥
 হৈবে অতি কোলাহল ফুটিবে কদম্ব ফুল, অলিয়ে করিবে মধুপান ॥
 নিকুঞ্জে আসিবে বন্ধু যেন পূর্ণিমার ইন্দু, ত্রিপুরী হইবে দীপ্তিময় ॥
 মথুরায় ঘণ্টা মারি শ্রীকুলায় শব্দ করি, চাঁদরূপে হইবে উদয় ॥
 সজনী সই প্রাণ প্রিয়া আকুলিত হৈল হিয়া, দরশন দিয়া রাখ প্রাণ ॥
 দেখিমু স্বরূপেতে ফটিকের দালানেতে, যথা হয় কামরসদান ॥
 শিতালং ককিরে বলে হিয়াদহে প্রেমানলে, রহে আকুল মোর মন ॥
 কমা করি অপরাধ পুরাও মনের সাদ, প্রেম ভাবে করয়ে মিলন ॥ ১৫

মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

রূপ সাধন

চান্দ গুরু চান্দ মুখেতে শুনিছি গুরু স্ববচন ।
 ভাব সাধিলে হয় রে সাধক রূপের সাধন ।
 ভাবের ভাবি হৈল যেই প্রেম ডুরি দিয়া সেই ভাবের মালা করয়ে গাঁথন ।
 ভাবক ফুলেরহার গলে শোভিয়াছে তার ভাবসঙ্গে তারমন আসি হয় সম্মিলন ।
 ফুলভাবক গলে যার প্রেমানল দহে তার জলে যেন অরণ্যে আনল ।
 অন্তরে আনল জলে রূপের সঙ্গেতে মিলে প্রেমভাবে অন্তরেতে খুলিবে কমল ।
 প্রেমানলে দাহে যার সদানন্দ হয় তার দরশনে প্রফুল্লিত মন ।
 প্রেমানলে অঙ্গ জলে নিকুঞ্জে বন্ধু মিলে প্রেমভাবে ত্রিপুরীতে হর দরশন ।
 ভাব সঙ্গেতে যার খেলা দেখেছে প্রভুর লীলা স্বরূপেতে চান্দের বাজার ।
 মথুরায় খেলা হয় শ্রীপুরে চান্দের উদয় সোনাপুরে দীপ্তময় রঞ্জের বেহার ।
 প্রেমভাবি হৈল যেই রূপ সাধন করে সেই স্বরূপের করে অবেষণ ।
 কামরতি তেয়াগিয়া ভাবের মালা গাঁথিয়া রূপ সঙ্গেতে সম্মিলনে থাকে অহঙ্কণ ।
 রূপ সঙ্গেতে মিশে যারা প্রেমের প্রেমিক তারা ভঙ্গনে দিহান না হয় কখন ।
 রূপেরসে কাঙ্কালিনী রূপবিনে হয় আকুলিনী মণিহারাইহলে কণী তেয়াগে জীবন ।
 মই পাপী মহাদোষী কলঙ্কিনী কর্মনাশী না হৈল রূপের সাধন ।
 রূপের মন্দির যথা প্রেমসী ত নাই তথা পঙ্খ আগুলিয়া আছে ভুজঙ্গ দুর্জন ।
 নিকুঞ্জেতে রূপ দয়াল ভুজঙ্গিনীরা খাওয়াল রাজ দুয়ারে করয়ে গর্জন ।

পহু ছাড়ি না দেয় মোরে যাইতে না পারি ঘরে রাজ ছ্যারে প্রবেশিতে

কৈল বিড়ম্বন ।

শিতালং ফকির কহে প্রেমানলে অঙ্গ দহে রূপ সঙ্গিতে না হৈল মিলন ।

রাজ ছ্যারে কুরিয়া মরি আন্দরে যাইতে নারি রূপ বিনেতে আকুলিনী হৈল

মোর মন । ১৬

মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পত্নলিপি

বিয়হ

ছাড়িয়া না যাও মোরে প্রেমানল দিয়া রে ।

বন্ধু শ্রাম কালিয়া, আইস প্রভু জগত বন্ধু রে ॥

নিষ্টরজানিয়া মোরে নাধাইয়ো ছাড়িয়া । প্রাণরক্ষা কর মোর দরশন দিয়া রে ॥

প্রেমানলে অঙ্গ জলে সহিতে না পারি । অবগেতে গুনি বাজে মুকুন্দ মুররী রে ॥

প্রেমস্থরে বাইয়ো বাঁশী রসিক বন্ধুয়া । অবুলায় প্রাণী নেও হরেতে টানিয়া রে ॥

পবনেতে বাইয়োবাঁশী ডাকি' নামধরি । যৌবতী সবেস তুমি প্রাণীনেও হরি রে ॥

মুররী বাজাইয়ো সাধু কোকিলার স্বরে । প্রাণী হরি নেও মোর দগধে অন্তর রে ॥

মথুরায় বাইয়ো বাঁশী কদম্ব হেলিয়া । সোনাপুরে জপে নাম স্বন্দর তুতিয়া রে ॥

সোনাপুরে আছে সাধু রূপের ভাণ্ডারী । রূপেতে হরিয়া সাধু তুতিয়া পসারি রে ॥

সোনাপুরে বাইয়ো সাধু করিয়া ঘোষণ । মিলিবা তুতিয়া সাধু চান্দেব বরণ রে ॥

আনন্দে প্রবেশ হইয়া শ্রীকুলার হাটে । দেখিতে রসিক বন্ধু, ত্রিপুরীর ঘাটে রে ॥

শিতালং ফকিরে কহে না ভজিলাম প্রিয়া । মোরে নাহি চায় বন্ধু কলঙ্কী

জানিয়া রে ॥ ১৭

শ্রী. লো. স. সং ২৭৮, পৃ ২৫১

বাউল

নাম-জপ

জপ মন অহুক্ষণ গুরুবাক্য প্রেম ধন, হিয়া কুঞ্জে রাখিয়া স্মরণ ।

প্রেম সাগর প্রেম সিদ্ধ, সীতারে কর লঙ্ঘন ।

এ গো মদন তরঙ্গে বসি দিবে আসি দরশন ।

নিকুঞ্জে বেহার হৈলে বিপিনে করে ভ্রমণ ।

এ গো বিরহিনী হৈয়া করে স্বরূপের অন্বেষণ ।

রসিক মহন্ত যেই সাধে সেই রূপ সাধন ।

এ গো প্রেম ভাবে জপে নাম শ্রীগুরুর সুবচন ।
শিতালং ফকিরে বলে তরাইবে নিরঞ্জন ।
এ গো ভবিষ্যতে মোক্ষফার পদাশ্রয় মম শরণ । ১৮
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

জলভরা

জলেনি যাইবায় সখী গো চল প্রাণেশ্বরী, যমুনার ঘাটে বাজে মোহন মুররী ।
কাংখেতে কলসী লইয়া না কর বিরাজ, অবিলম্বে গিয়া সবে দেখি যুবরাজ ।
মুররী বাজায় কালী নামে নামে ডাকে, কলসী লইয়া চল যার মনে থাকে ।
সব সখী চলে গেল দিয়া প্রেম মালা, আনন্দে মিলল আসি শ্রাম চিকন কালা ।
গোকুলের যত নারী আনন্দ রঞ্জেতে, কাংখেতে কলসী লইয়া চলিলা রঞ্জেতে ।
কাংখেতে লৈয়া কুস্ত সব সখী চলে, প্রেমমালা দিয়া যত কলসীর গলে ।
সারি সারি হৈয়া চলে যুবতী সকল, চলিলা ঘাটের কূলে ভরিবারে জল ।
কদম্বের তলে কালা ফুঁকে মোহন বাঁশী, নিরখিয়া চায় রূপ যতেক রূপসী ।
বাঁশী বায় চিকন কালা কোকিলার স্বরে, যুবতী সবে গুনি দরদ অহরে ।
কাংখেতে কলসী লইয়া যত ব্রজদারা, দেখে প্রভুর লীলা খাড়া হইয়া তারা ।
প্রেমমালা হাতে লইয়া সখী সবে চলে, প্রেম ভাবি হইয়া দেয় মনচোরার গলে ।
আনন্দে মোহিয়া প্রভু আকুলিত মন, কামভাবি হৈয়া দেয় প্রেম আলিঙ্গন ।
রাঙ্গা পদে প্রণামিয়া যতেক রূপসী, জলেতে চলিলা সবে ভরিতে কলসী ।
সারি সারি হৈয়া চলে ঘাটের কূলেতে, জল ক্রীড়া খেলে তারা সকলে জলেতে ।
জলক্রীড়া করি সবে খেলে এক সঙ্গে, কলসী ভরিয়া চলে আনন্দিত সঙ্গে ।
কলসী ভরিলা যদি সকল যুবতী, দেখিয়া চিকন কালা আকুলিত মতি ।
শিতালং ফকিরেকয় ভবেতে আসিয়া কলসী নাহিল ভরা নাভজিলু প্রিয়া । ১৯
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিরহ

জলিয়াছে বিচ্ছেদের অনল, হারা হইলাম বুদ্ধিবল ।
বল বল বন্ধুয়ার কথা বল ॥
প্রাণের বন্ধু যারে বলি, সেত আমায় প্রাণে মাইল ।
এ গো তবু তারে না দেখিলে খুঁরে আংখি টলটল ॥
কি করিম কোন লাজে, যাব আমি যোগীর সাজে ।
এ গো যথা গেলে বন্ধু মিলে তথায় যাব চল চল ॥

কেহ যদি দেখে শুনে, বসিয়া থাকে ঘরের কোণে ।
এ গো ঘরে আছে কাল ননদী মুখে হাসে খল খল ॥
শিতালং ফকিরে বলে, সাক্ষাতে সঙ্কট কালে ।
এ গো বুকে নাই তোর দয়ামায়া মুখে মধু গলগল ॥ ২০
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিবিধ

তোরে লইয়া নিগূঢ় বনে ললিত স্বরে গান করি ;
দেশে আইল নবীন কিশোরী । ধু
তোর বাড়ী ঘাইতে বন্ধু রে, ও বন্ধু, রইদে করে দাক্ষাকি ;
এ গো, তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তুমি আমার দয়ার বন্ধু,
ছিরের উপর ধর ছাতি ।
মোর বাড়ী ঘাইতে বন্ধু রে, ও বন্ধু, খালায়-নালায় আইল পানি ;
আয় রে এওতের দিমু লিলুয়া ঘোড়া বরিষার দিমু নাও খিনি ।
মথুরারি হাটে গিয়া ও বন্ধু, কিনিয়া আনলাম লাকুড়ি ;
এ গো শুকনার কাঠে নাও বান্ধাইয়া জলে ভাসায় সুন্দরী ।
শিতালং ফকির কইনি ও সই, এখন আমি কি করি ;
এ গো, এ বঙ্গ-সংসারের মাঝে ফকির নামে বাস করি । ২১

শ্রী. লো. স. সং ২৮০, পৃ ২০৪

বিব্রহ

দিয়া প্রাণ কুলমান মন পাইলাম না সজনী ।
আমি হইলাম গো সই কুলকলঙ্কিনী ॥ ধু
আংখি দিলাম রূপ দর্শনে কর্ণ দিলাম নাম শুনি ।
এ গো রূপ দিলাম তার অঙ্গের বদল প্রাণ দিলাম তার নিশানি ॥
আর তন্ ছুড় মন ছুড় ছুড় ঘর বাসনি ।
এ গো ফুটিব কমল পুষ্প স্থগন্ধিত মোহিনী ॥
আর শুনিয়াছি গুরুর মুখে এসব কাহিনী ।
এ গো নারী লোকের না হর দেখা মিছা আশা বঞ্নি ॥
আর জিজ্ঞাসিতে নগরেতে বন্ধু আমার আসব নি ।
এ গো একালে না হইলে দেখা পরকালে হইব নি ॥

ও ভাই চাতকীর মত দিবা নিশি রজনী ।
 এ গো পরেতে পরার বেদন বুঝব নি প্রাণ সজনী ॥
 প্রেম তাপিত যে জন তার হৃদয়ে আগুনি ।
 এ গো আলিঙ্গন দিয়া প্রভু শীতল কর পরানী ॥
 আর শিতালং ফকিরে কইন শুনো এগো বিরহিণী ।
 এ গো তোমার পিরীতের কাছে জান করতাম কোরবাণী ॥ ২২
 শিক্ষাসেবক, ১০০৫ কার্তিক, পৃ ১২ ; ত্রি. লো. স. সং ১৩৮, পৃ ১৩৬

বাউল

বিরহ

দূতী বল গো উপায়, জ্বলনে অন্তর জ্বলে প্রাণ বন্ধের প্রেম জ্বলায় ।
 প্রাণ বন্ধের বিরহে প্রাণি আমার জ্বলি যায় ।
 এ গো জ্বলনে সর্বাক জ্বলে প্রাণ বন্ধে মাইল আমায় ।
 আমারে ছাড়িয়া গেলায় কি দোষেতে কি কথায় ।
 এ গো প্রেম ফাঁসি দিয়া গলে গেলায় তুমি মথুরায় ।
 মথুরায় যাইবার কালে বলিলায় আমায় ।
 এ গো তোমারে ছাড়িয়া আমি রহিমু কার আশায় ।
 কলঙ্কিনী করিয়া মোরে রহিলায় তুমি মথুরায় ।
 এ গো তুহানলে মন প্রাণ দেহ আমার জ্বলি যায় ।
 মথুরায় গেলায় বন্ধু প্রেম ফাঁসি দিয়া আমায় ।
 প্রেম ফাঁসি লাইগাছে গলে ছাড়াইলে না ছাড়া যায় ।
 প্রাণ বন্ধের প্রেমানলে হানিল মোর সর্বগায় ।
 এগো প্রেম সায়রে ভাসাইল বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় ।
 শিতালং ফকিরে কহে পদাশ্রয় দাও আমায় ।
 এগো বিলম্ব করিও না প্রভু বিলম্বেতে প্রাণী যায় । ২৩
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

দেহতত্ত্ব

দেহার লীলা অসম্ভব দেখলে হবে হাল বেহাল ।
 দেখ মনা তোমার হৃদয়ে গোলমাল ।
 রূপ সিন্ধু যমুনার মাঝে বেরকে প্রাণ বন্ধু সাজে গো,
 যোগী লোকে গোলবনিতে রক্ত নেহারিয়া হয় নিহাল ।

কলন্দরা কৈল যেই রূপ সায়েরে ডুবল সেই গো,
 রঙ্গ হেরি তুষ্ট হয় জিন্দাকায়া সর্বকাল ।
 রসিক ত্রিপুরীর ঘাটে বিরাজে চান্দে'র হাটে গো,
 নাম জপে সোনাপুরে নামে পংখী হীরালাল ।
 অকাব কাওয়াছিনের স্থলে হায়াত নদী বেগে চলে গো,
 সেই নদীর জল ভক্ষিলে মৃত্যু নাই তার কালে কাল ।
 ত্রিপাল নদীর উপর অংশে কুলছম নদী উজান ভাসে গো,
 শীতল নদীর জল চুমিলে যম সাক্ষাৎ সর্বকাল ।
 শিতালং ফকিরে কহে প্রাণ বুঝে মোর অঙ্গ দহে গো,
 দিন তো গেল কু আচরণে কি গতি মোর পরকাল । ২৪
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি, শিতালঙ্গী রাগ, প্রথম খণ্ড, সং ৩, পৃ ৪

রাগ বাউল

বংশী

না লো সজনী আমি শুনিয়াছি শ্রবণে । ত্রিপুরীয়ে বাজিল জয়ধ্বনি ।
 উদাসিনী করিয়া মোরে বংশীয়ে নিল প্রাণী । প্রেমবায়ে বংশীয়ে ডাকে নাম ধরি ।
 সম্মাসী করিল মোরে মুকুন্দ মুররী । হাটে ঘাটে মাঠে ফিরি হৈয়া কলঙ্কিনী ।
 যথায় তথায় যাইয়া শুনি বংশীর প্রেমধ্বনি । কদমতলে বাজাও বংশী শুনি
 কর্মনাশী ।

মনচুরা বংশীয়ে মোরে কৈল উদাসী । বৃন্দাবনে হয় শব্দ আখিয়ে না হেরি ।
 পাঞ্জর চোখিল বংশী বিরহেতে কুরি । কুঞ্জবনে বাজাও বংশী রসের চুড়ামণি ।
 শব্দ শুনি প্রাণদহে জলন্ত আগুনি । রস প্রেম প্রভু তুই অপূর্ব কাহিনী ।
 বংশীতে আছে বন্দী জগতের প্রাণী । শিতালং ফকিরে কহে প্রেমগুণমণি ।
 বিনা দরশনে হৈলু কলঙ্কী ছঃখিনী । ২৫

মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

পিরীতি পরিচয়

পিরীতের ছেল বুকে যার কলঙ্ক তার অলঙ্কার,
 কুলমানের ভয় নাইরে তার ॥
 পিরীতের নয় নিশানি সদায় থাকে উদাসিনী গো,
 এ গো চেরা মলিন থাকে তার দিবানিশি বেকরার ॥

সুখা নিদ্রা নাই তার মনে জল ধারা ছই নয়নে গো,
এ গো ছির ঘুরে প্রেম ধুন্ধে দিবানিশি ইন্তিজার ॥
হাসি খুসী নাই তার মনে সদায় থাকে সোর নয়নে গো,
এ গো লাজ ভয় নাই তার কলঙ্ক তার অলঙ্কার ॥
যার গলে পিরীতের ফাঁসী সে হয় সকলের দাসী গো,
এ গো লোকের নিন্দন পুষ্প চন্দন অলঙ্কার পইরাছে গায় ॥
প্রথমকু পিরীতে মজা দ্বিতীয়ে পিরীতে সাজা গো,
এ গো তৃতীয়ে পিরীতে রাজা রঙ্গ খুশী বেসমার ॥
শিতালং ফকিরে বলে প্রেমের মালা যার গলে গো,
এ গো তারা কেওরের কথা নাহি শুনে কেবল বন্ধু বন্ধু বন্ধু সার ॥ ২৬

কাব্য মালক, পৃ ৪২ : বা. বৈ. ভা. সং ২৭, পৃ ২১ : শিকাসেবক, ১০০২ কাঠিক, পৃ ১৮ :
শ্রী. লো. স. সং ১৪০, পৃ ১১৩

রাগ তুড়ী

বিরহ

প্রভু ডাকি হে তোমায় ! প্রেমের আনলে মোর দেহা জলি যায় ।
দেহা জলি যায় রে মোর শোষিল পাঞ্জর, প্রভু বিনে কামানলে দগধে অন্তর ।
জাঙ্গালেসে আওরে বন্ধু জাঙ্গালেসে যাও, শ্রীকুলার হাটে গিয়া মুররী বাজাও ।
মুররী বাজাওরে বন্ধু পবন সহিত, অবলা রাধায় শুনি ব্যাকুল চিত ।
বাশীটি বাজাও প্রভু ঠাকুল দয়াল, বাশীতে আছয়ে বন্দী জগত সয়াল ।
জগত সয়াল বন্দী যত জীব দান, বাঙ্কিয়াছ মুররীতে অবলার প্রাণ ।
প্রভুর বিচ্ছেদে জলে বিরহে আকুল, অন্তর দগধে মোর না হয় শীতল ।
শীতল না হইরে দেহা কি করি উপায়, পশু নিরখিয়া থাকি তোর প্রেম দায় ।
নিতি নিতি-যাও ওরে প্রভু মথুরার হাট, বিরাজিত করে অলি ত্রিপুরার ঘাট ।
ধরিতে না যায় ধরা কি করিরে নাথ, ভ্রমিয়া করয়ে খেলা পবনের সাথ ।
নিকুঞ্জেতে আওরে বন্ধু নিকুঞ্জেতে যাও, মুই দোষী কর্মনাশী ফিরিয়া না চাও ।
অঙ্গ জলে বিরহেতে না যায় সহন, জবরত মঞ্জিলে প্রভু বিরাজ যখন ।
চন্দ্র যেন প্রকাশ হয় উদিত গগন, গগনে উদিতে যেন আনন্দ মোহন ।
হৃদয়ের সহিতে মোর শশী সন্মিলন, প্রভুবিনে অঙ্গ মোর দহে নিরন্তর ।
নিদয়া নিষ্ঠুর বন্ধু দয়া নাহি তোর, অন্তরেতে কামানলে আকুলিত মন ।
নিকুঞ্জ মন্দিরে খেলে প্রভু কুঙ্কলাল, কাজল কুঠায় প্রবেশিলে হৃদয়ের ছাওয়াল ।

হৃদয়ের ছাওয়ালা নহে ঠাকুর দয়াল, দরশন দিয়া মোরে করহে নিহাল ।
 শিতালং ফকিরে কহে না হৈল চিন, বিনা দরশনে মুই গওয়াইলু দিন ।
 বৃথা কাজে দিন গেল না হৈল মিলন, প্রভুর বিরহে মোর আকুলিত মন । ২৭
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিবিধ

প্রভু প্রিয় প্রেম ধন, কামানলে দহে অঙ্গ না যায় সহন ।
 অখিলের নাথ প্রভু জগত তারণ, তোর প্রেমে আনন্দিত সয়াল ভুবন ।
 আমি দোষী কলঙ্কিনী তুই প্রভু নিরঞ্জন, কৃপায় কর মোর কলঙ্ক মোচন ।
 বিরহেতে প্রাণদহে ব্যাকুল মন, প্রাণরক্ষা কর প্রভু দিয়া দরশন ।
 লাহত মঞ্জিলে প্রভু বিরাজ যখন, কিশোরীমোহন আসি মিলয়ে তখন ।
 আনন্দে করয়ে প্রভু প্রেম আলাপন, প্রেমিকের সঙ্গে মিলে মদন মোহন ।
 নাছতে বিরাজে প্রভু বেরঙ্গ বরণ, উর্ধ্ব পাতালে খেলে সহিতে গগন ।
 তথ্যে সুন্দর পক্ষী ডাকে ঘনে ঘন, হু হু শব্দে নিজ নাম করয়ে স্মরণ ।
 মলকুত মঞ্জিলে প্রভু সাজিয়া সাজন, দৃষ্টি যোগেতে হর যুবতীর মন ।
 দৃষ্টি কর প্রভু মদন মোহন, মিলন আশেতে কান্দে যুবতীর মন ।
 অবরুত মঞ্জিলে প্রভু চান্দ্রের বরণ, নক্ষত্র সহিতে খেলে চৌদিকে রসন ।
 হর মনোহর তথা আনন্দে মগন, ইন্দ্রের সহিতে শশী করয়ে মিলন ।
 কামানলে অঙ্গ দহে না যায় সহন, মম হৃদয়েতে আইস শ্রাম নিরঞ্জন ।
 শিতালং ফকিরে কহে মম আলাপন, মৃত্যুযোগে আল্লা আল্লা থাকয়ে স্মরণ । ২৮
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

রাগ বাউল ত্রিপদী

বিবাহ

প্রভু বিনে অঙ্গ দহে শীতল হয় না পরাণী,
 সজনী প্রভু বিরহের শুন কাহিনী ।
 বেতুল হইয়া ফিরি মনাকার, দিন যায় আপনার,
 নৌকায় ভরিয়া ধন পলাইল নীলমণি ।
 বণিজের না জানি ভাও, দেখিয়া ভর ধন, তুমি ডুবাইলায় কাঞ্চন,
 যমুনার তরঙ্গ দেখি ভয়ে কাঁপে পরাণী ।
 নিজে বিনাশিয়া ধন, বরাবর অকারণ তুমি হারিলায় রতন,
 তরঙ্গ বিষম ঘাটে ঘাটে ধন হারাইয়া ছুঃখিনী ।

কেউরের কথা কেউ না শুনে, রত্নমণিবাসী তারা গোকুল নিবাসী,
রাজ পদ পলাইয়া কেউ যাবে না রমণী ।
যার সঙ্গ যেবালায় অন্তর, সঙ্কট দেখ ছরন্তর,
বাড়াইল ভাব আমি হুঃখের সঙ্গে হুঃখিনী ।
শিতালং ফকিরে কহে মোর প্রাণী, শুন প্রভুর কাহিনী,
মৃত্যুযোগে দোষ ক্ষেমিয়া তরাও রবগনি । ২২
মোকদ্দা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

রাগ বাউল ত্রিপদী

মাথুর

প্রভু বিনে মদন বাণে মন হইল উদাসিনী ।
সজ্জনী হৃদয়ে জ্বলিলরে বিচ্ছেদের আগুনি ।
ভাসিয়া কিরিলু লাখ সাগর, স্থতের শেওলা বরাবর ।
নিরমূলি সাগর হনে তরাও প্রভু রবগনি ।
ঢেউর ছঙ্কারে নদী শব্দ হাহাকার, তাতে বাণের সঙ্কার ।
নাগের গর্জন আর অন্ধকার ঘামিনী ।
মথুরার নগরে প্রভু রইল ব্রজপুর, হইল মধ্যে সমুদ্র ।
দরশনের নৌকা দিয়া ভব তরাও নীলমণি ।
ব্রজপুর রমণীবাসী কতই আদরিনী আমি গোকুল কলহিনী ।
মথুরায় রহিল প্রভু পক্ষ সেত হুঃখিনী ।
প্রভুবিনে অঙ্গ দহে সয়না বিরহিনী, যেমন জ্বলন্ত আগুনি ।
বিরহের কামবাণে প্রাণ তাজিমু রমণী ।
কটাক্ষেতে হেরিয়া বন্ধু হরিয়া নিল প্রাণী, মোরে মাইলে নয়ান বাণ ।
বিরহিনীর ছঙ্কারেতে ভোলে পাষণ মেদিনী ।
শিতালং ফকিরে কহে বিরহের জালা, কোথায় রইলে চিকন কালা ।
ছংকারেতে মধুমিলে দান দেহ প্রাণ রবগনি । ৩০
মোকদ্দা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বংশী

প্রাণ কালিয়া আইস প্রভু জগত বন্ধুয়ারে,
ছাড়িয়া না যাও মোরে প্রেমানল দিয়ারে ।
নিষ্ঠুর জানিয়া মোরে না যাও ছাড়িয়া, প্রাণ রক্ষা কর প্রভু দরশন দিয়ারে ।
প্রেমানলে অঙ্গ দহে সহিতে না পারি, অবশেষে শুনি, বাজে মুকুন্দ মুরারীয়ে ।

প্রেম হুঁরে বায় বাঁশী, রসিক বন্ধুয়া, অবলার প্রাণী নেয় হুঁরেতে হরিয়ারে ।
 পবনেতে বায় বাঁশী, ডাকে নাম ধরি, যুবতী সবেব সেই, প্রাণ নেয় হরিরে ।
 মুরারী বাজাও প্রভু কোকিলার হুঁরে, প্রাণ হরি নিল মোরে দণ্ডে অন্তরে ।
 মথুরায় বায় বাঁশী কদম্ব হেলিয়া, সোনাপুরে অপে নাম, হৃন্দর তোতিয়ারে ।
 সোনাপুরে আছে সাধু রূপের ভাণ্ডারী, রূপের বেহারী সাধু তোতিয়ানসারী ।
 সোনাপুরে যায় সেই করিয়া গমন, মিলিবে তোতিয়া সাধু চান্দ্রের বরণরে ।
 আনন্দে প্রবেশ হইয়া শ্রীকুলার হাট, দেবিবে রসিক বন্ধু ত্রিপুরীয়ার ঘাটরে ।
 শিতালং ফকিরে কহে না ভজিহু প্রিয়া, মোরে নাহি চাহে বন্ধু কলকী
 জানিয়ারে । ৩১

শিতালদী রাগ, সং ১২, পৃ ১৩

মিলনাকাজ্জা

রাগ আহির

প্রাণনাথ বন্ধু আওরে নিশি অন্ন আছে শুনি কুইলার সম্বাদ ।
 বৈকালেতে প্রাণনাথ মনেতে ভরসা । যামিনী যুগেতে নাথ পুরাইবে আশা ॥
 একলামন্দিরে আমি খুরি কর্মনাশী । পুরাও মনেরসাধ নাথ নিশিযোগে আসি ॥
 প্রথম প্রহর নিশি নাথ ফুটে নাগেশ্বর । বিরহিনী হৈয়া খুরি আইস প্রাণেশ্বর ॥
 পঞ্চ নিরখিয়া থাকি নাথ শয্যার উপরে । পিউপিউবলি ডাকি প্রিয়নাই মোর ঘরে ॥
 দ্বিতীয় প্রহরে ফুটে বন্ধু চামেলী গোলাব । প্রাণরক্ষা কর নাথ আসিয়া সিতাব ॥
 দ্বিতীয় যুগেতে প্রাণনাথ যামিনী প্রবল । বিরহেতে অঙ্গদহে নাথ নাহয় শীতল ॥
 তৃতীয় প্রহরে ফুটে নাথ সেউতির ফুল । মদনশোকেতে প্রাণীমোর বিরহে আকুল ॥
 চতুর্থ প্রহরে ফুটে নাথ চাঁপাগন্ধরাজ । প্রেমশোকী হইয়া ডাকি আইস যুবরাজ ॥
 কালার মন্দিরে গিয়া নাথ হৈলে প্রেমবশ । কোনবিজ্ঞা ধরিয়া নাথ পিয়কামরস ॥
 কোথায় রইলায় প্রাণনাথ নাপাই উদ্দেশ । বিয়ানেতে হায় নাথ নিশি হৈল শেষ ॥
 নিশি তবে শেষ হইল উদিত গগন । ছুঃখিনী জানিয়া নাথ দেও দরশন ॥
 শিতালং ফকিরে কহে কান্ত রহিলে কোথায় ।
 কান্ত কান্ত বলি হায়রে প্রভু প্রাণী মোর যায় ॥ ৩২
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

অপেক্ষমানা নায়িকা

রাগ আহির

প্রাণনাথ বন্ধু আওরে নিশি গইয়া যায়, বন্ধু না পাই তোমারে রে ।
 নিশিযোগে থাকিরে নাথ শয্যার উপর । সারা নিশি গইয়া যায় নাথ হইল পসর ॥

নিকুঞ্জমন্দিরে থাকিরে নাথ হইয়ামগন । আমি অভাগীয়েডাকিনাথ দেওদরশন ॥
কুল মান গেলরে নাথ তোমার কারণ । ছুঃখের ছুঃখিনী আমি বন্ধু করহ মুছন ॥
তোর প্রেমের ভাবে মোর বন্ধু শোষিল পাণ্ডর ।
অভাগীর ভাবে কর বন্ধু দয়ার আচরণ রে ॥
কালার মন্দিরে গিয়া নাথ হইলে উদিত ।
সারা নিশি গত হইল বন্ধু ভাষ প্রকাশিত ॥
ক্ষুধা নিদ্রা নাই মোর বন্ধু কারণে তোমার ।
তুমি হেন দয়ার নাথ বন্ধু দেখা দেও আমাবে রে ।
শিতালং ফকিরে কহে রে বন্ধু হইয়া আকুল ।
মোক্ষফার পদের তলে বন্ধু মোরে দিবার কুল রে ॥ ৩৩
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিবিধ

রাগ বাউল দেহতত্ত্ব

প্রাণ সজনী রাই ! প্রাণ বন্ধু মোর কোন স্থানে ধুড়িয়া না পাই ।
পাইলেবন্ধু গুণ সিন্ধু দেহেতে মিশাই । বিচ্ছেদজ্বালা দিয়াকাল রইল কোনঠাই ।
তাপিতঅঙ্গ শীতলঅঙ্গ কখন হাসেনাই । রংমহলেনিকুঞ্জস্থানেপ্রেমখেলেগোসাই ।
ভুজঙ্গসনে হইললড়াই সহরেছিপাই । জিকরেজ্বলি দিয়াগুল্লিমস্তকে মারবারচায় ।
অস্ত্রাঘাতে ভুজঙ্গ সাথে যে করে লড়াই । খায় তীর ভুজঙ্গ বীর অঙ্গ নিবে নাই ।
ভুজঙ্গ মহলে জয় হবে ঘুচিবে বলাই ।
পুণ্য নয়ন ঘোরে তখন রূপ দয়াল গোসাই ।
বিমল ঘরে প্রবেশ করে রসিক যে জন ভাই ।
দেখবে তখন ভক্ত মোহনরং দেখি নিতাই । শিতালঙ্গে বলে বন্ধুরে যদি পাই ॥ ৩৪
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিরহ

প্রিয় সখি ! বলিয়ে তোমায় । দেহ জ্বলে বিচ্ছেদেতে প্রাণবন্ধের প্রেম জ্বলায় ।
গৃহে বসি শ্রবণেতে গো আমি শুনলাম বাঁশী বাজায় ।
প্রাণহরি নিল বাঁশী উদাসিনী করিয়ে আমায় ।
কুক্ষণেতে জলের ঘাটে গো গিয়াছিলাম যমুনায় ।
কদমতলে দেখলাম আমি প্রাণ বন্ধে বাঁশী বাজায় ।

দাঁড়াইয়াছে কালাচান্দে গো দেখলাম কদম তলায় ।
 সে অবধি উদাসিনী প্রাণ বন্ধে কৈল আমায় ।
 নয়ন বাণ প্রাণবন্ধে গো মাইল মাইল প্রেম জ্বালায় ।
 মন উদাসী করি মোর প্রাণ নিল প্রাণ বন্ধুয়ায় ।
 মন প্রাণ হরি নিয়ে গো প্রাণ বন্ধু রৈল কোথায় ।
 অপরাধী দেখিয়ে মোরে প্রাণবন্ধে না কিরিয়া চায় ।
 শিতালং ফকিরে বলে গো দেহ মোর জলিয়া যায় ।
 কলঙ্কিনী কৈল মোরে বিচ্ছেদে প্রাণ বন্ধুয়ায় । ৩৫
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিরহ

রাগ বাউল

প্রেম বিজ্ঞা তরঙ্গ বিজ্ঞা কে শিখাইল বন্ধুরে । সেই কটাক্ষেতে মন যে হরে ।
 কি সন্ধানে বাজায় বাঁশী মধুর স্বরে, চিত্ত মোর উচাটন ধৈর্য নাহি মানে ।
 উন্মাদিনী কইল মোরে সেই কেমনে রহিব ঘরে ।
 নিল কুলমান সেত যাছুকরে, কলঙ্কিনী হইয়া যদি পাইতাম বন্ধুরে ।
 স্বখে কাল কাটাইতাম গো সেই দুঃখ থৈয়া দূরে ।
 ব্রজপুরের যতনারী আছে তারা ঘরে । নিকলঙ্কী আছে তারা চায় না বন্ধুরে ।
 যেচাহিল প্রাণেমইল ভাসলাম অকুলসায়রে । নয়নে যখন গো সেই দেখা হয় তারে,
 মনে লয় বন্ধুরে রাখি হৃদয়ের মাঝারে । চায় না কেবল লোকের ভয়ে গো ।
 নয়ান রাখি শ্রাম পানে বিরহের জ্বালা, আমার গো সেই আমার অন্তরে ।
 শিতালং বলে ধনি নাদেখিলে নারি । সেজ্বালায় জলিয়া মৈলামদহে সদায় অন্তরে । ৩৬
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

দর্শনাকাজ্ঞা

রাগ বসন্ত

বন্ধু নিরুদ্দেশ, প্রাণধন বন্ধু রইলায় কোন দেশ ।
 সন্ধ্যায় জ্বালাইয়া বাতি পোহাইলাম সারারাতি আইস বন্ধু প্রিয় প্রেম ধন ।
 তোম নাম লইয়া কুরি যুগল নয়নে বারি বহে মোর ধারা বরিষণ ।
 হৃদয়েতে দহে মোর কৃপা যদি হয় তোম প্রেমভাবে দোষ ক্ষমা কর ।
 বিরহেতে অঙ্গ দহে প্রাণে মোর নাহি সহ্যে ডাকি বন্ধু রূপের সাগর ।
 নিশি গত হইয়া যায় আইস বন্ধু শ্রামরায় বইস আসি নয়ানেতে মোর ।
 যদি আইস মোর ঘর যিনি শশী দিবাকর অঙ্গকার হইব পসর ।

যদি প্রেম থাকে মনে আইস মোর নিকেতনে আসিয়া দেখাও চাঁদ মুখ ।
 প্রভাত হইয়া যায় কোকিলায় পঞ্চম গায় জাগিয়া উঠিবে সর্বলোক ।
 মারুত ঘোড়ায় চড়ি আইস যাও ঘড়ি ঘড়ি উর্ধ্ব পাতালে কর খেলা ।
 আইস বন্ধু প্রেমধন দেও মোরে দরশন মদনে নিবাও প্রেম জালা ।
 ডাকি আমি অপরাধী তোমার প্রেম হয় যদি দরশন দেও আসি মোরে ।
 শিতালং ফকিরে কহে কামানলে অঙ্গ দহে প্রেম ভাবে আইস মোর ঘরে । ৩৭
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বাংলী

রাগ টুমরি

বন্ধুয়া রে রসের রসিক বন্ধু নিকুঞ্জে ভজন হইল না ।
 বন্ধুয়া রে কদম্বেরি ডালে বসি স্থললিত বাণ বানী ডাকে বানী মোর নাম লৈয়া ।
 শুনিয়া বানীর টান উলচিতি হৈল প্রাণ নিল মোর পাঞ্জর চোষিয়া ।
 বন্ধুয়া রে বানীতে করিয়া ছন্দি জগতে হইয়াছ বন্দী পবনে মোহিয়া বানী বাণ ।
 শুনিয়া বানীর ধ্বনি যত সখী মোহাগিনী অন্তরেতে হয় প্রেম ঘাণ ।
 বন্ধুয়ারে প্রেমভাবি যেই সখী বিনয়ে বন্ধুকে ডাকি লা মুকামে পায় সে কালিয়া ।
 ভক্তি ভাবে যে ডাকিবে আইসে মিলন হৈবে আসিবেক রাজপদ দিয়া ।
 বন্ধুয়ারে রসিক হইয়াছে যারা লা মুকামে থাকে তারা দরশন হয় সেই দাম ।
 প্রেম ডুরে মন বাক্তি দেখা দিবে কালা চান্দে একেও পদ্যষট্টিয়ে জপ নাম ।
 বন্ধুয়ারে শিতালং ফকিরেকহে প্রেমানলে প্রাণিদহে আইসবন্ধু শ্রাম বিনোদিয়া ।
 বিনয়েতে বলি তোরে দরশন দেও মোরে প্রেম ভাবে মিলয় আসিয়া । ৩৮
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিরহ

বন্ধু রঙ্গীয়া ও ঠাকুর দয়াল, তোমার প্রেমে তুষ্ট আছে জগত সয়াল ।
 রসিক বন্ধুয়া তুই কলঙ্কিনী হইয়া মুই, ডাকি বন্ধু রসের নাগর ।
 ধারা বহে নয়নেতে আইস মোর হৃদয়েতে, প্রাণবন্ধু স্বর্গের ভাঙ্কর ।
 আছ প্রভু সন্নিকটে, প্রবেশিয়া ঘটে ঘটে, তব রূপে জগত সয়াল ।
 তুই ছাড়া কোন ঠাই, বিরাজিতে বাকি নাই, সর্ব ঘটে ঠাকুর দয়াল ।
 লাহতের মঞ্জিলেতে, অপূর্ব কাহিনী তাতে, প্রেমসঙ্গে প্রেমিক মিলয় ।
 নিতাইর নিকটে থাকি, বন্ধুকে বলিয়া ডাকি, প্রেমভাবে হইবে সদয় ।
 লাহত মঞ্জিল স্থানে, প্রেম ডুরে বাক্তি আনে, উর্ধ্ব মুখে পবনে উজায় ।
 কলেবর কণ্ঠধরি, দেখিবে দৃষ্টি করি, নক্ষত্র লইয়া চান্দে বিরাজ খেলায় ।

প্রেমানলে জলে হিয়া, নিকটে আছয়ে প্রিয়া, লুকিদিয়া মোরে বাস ভিন ।
 অন্তর দগধে মোর, দয়া না হইল তোঁর, কলকোতে গেল মোর দিন ।
 বিরহে আকুল মতি, বন্ধুবিনে নাহি গতি, প্রেমের আনলে জলে অঙ্গ ।
 ডাকি আমি অপরাধী, দরশন দেও যদি, তুষ্ট থাকিবে শিতালং । ৩৯
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

দর্শনাকাজ্ঞা

রাগ বিয়াগড়া

বন্ধু রসিয়া ও রসের নাগর, দরশন দেও বন্ধু কুপার সাগর ।
 ছাদালেতে আইস যাও মথুরার হাট । মুররি বাজাও শুনি পঞ্চমীর ঘাট ।
 কদম তলে বাও বান শুনিতে মধুর বিরহিনী হৈয়া কুরি শুনিয়া সে সুর ।
 রসিক বন্ধুয়া তুমি গিরি প্রেমধন প্রেম ভাবি হইয়া মরি দেও দরশন ।
 অন্তরে দগধে মোর প্রেমের আনল কামানলে অঙ্গ দহে না হয় শীতল ।
 তোঁর প্রেম ভাবে মোর শোষিল পাঞ্জর যোগিনীর বেশে ফিরি দেশ দেশান্তর ।
 ভক্তি ভাবে যে ডাকিবে বন্ধুয়া সে পায় প্রেম সিদ্ধ মধ্য বন্ধু বিরাজে সদায় ।
 আমি অপরাধী নারী না হৈল বিহার কিসেতে আসিবে বন্ধু না জানি শৃঙ্গার ।
 মোর হৃদয়েতে আইস প্রভু কুঞ্জলাল তোঁর প্রেমে আনন্দিত জগত সয়াল ।
 দেশান্তরি হইয়া ফিরি তোঁ প্রেম দায় দরশন দিয়া মোরে রাখিও কুপায় ।
 কুপাবোগে আইসবন্ধু নাবাসিও ভিন তোঁর প্রেম হইলেমোর হইব শুভদিন ।
 শিতালং ফকিরে কহে আকুলিত হিয়া দরশন দেও মোরে শ্যাম বিনোদিয়া । ৪০
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

দর্শনাকাজ্ঞা

রাগ তুফানি

বন্ধুবে তোঁর অপরূপ লীলা, প্রেম সঙ্গে খেল বন্ধু চিকন কালা ।
 বন্ধু বন্ধু ডাকিবে বন্ধু গ্রামরে কালিয়া, দুইটি আঁখি অন্ধ হইল পন্থ নিরুখিয়া ।
 নয়নেতে বহরে বারি দারা বরিষণ, না আসিল রসিক বন্ধু থাকিতে ঘোবন ।
 বড়ই কঠিন রে বন্ধু হৃদয় তোঁর, এমন ঘোবন গেল বন্ধু চোষিল পাঞ্জর ।
 একেলা মন্দিরে থাকিবে বন্ধু অন্ধকারে বসি,
 দরশন দেও মোরে রে বন্ধু চান্দরূপে আসি ।
 পাপেতে ভরিল দেহা মোর না হইল মিলন পাপ নষ্ট কর বন্ধু মোর দিয়া দরশন ।
 তব প্রেম হইলে মোর খুলিবে অন্তর, রবি শশী অন্ধকারে হইবে পশর ।
 লাহতে জবদতে খেলে বিরাজ করিয়া, ত্রিপুরার ঘাটে যদি যাও দেখা দিয়া ।

যে ভাই করিতে পারে জবরতে গমন, ভঞ্জন মন্দিরে পায় সেই চান্দেব মিলন ।
শিতালং ফকিরে কহে গলে প্রেম ডুর, না ছাড়িও প্রাণের বন্ধু জানিয়া নিহুর । ৪১
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিরহ

রাগ বাণেশ্বর ভাটিয়াল

বন্ধুরে স্বপনে যদি পাই, চরণ শিয়রে রাখি হৃদয়ে বসাই ।
বন্ধুরবিরহে দেহা পুড়িয়াহইল ছাই । পাইলে তারে হেরে রূপ হৃদয়ে বসাই ॥
অন্বেষণকরি মুইরে বন্ধুরে যদি পাই । একাসনে ভরকরিয়া ভঞ্জে দাঁড়াই ॥
মনের অভিলাষে বন্ধু বসিয়া রূপ চাই । সম মুণ্ড চরণখানি নহনে লাগাই ॥
গলেতে প্রেমেরডুরিবন্ধুরে ছুয়ারে দাঁড়াই । যোগী রূপ ধরনেতে কিরি ঠাই ঠাই ॥
মুখেতে কলঙ্কে বন্ধু ছুয়ারে দাঁড়াই । প্রেম ভিক্ষা কর দান রূপের গোসাই ॥
আসনে বসিয়া আমি যদি পাই নিতাই । পদে ধরি যুগল চরণ যৌবন লুটাই ॥
ব্রজপুর মথুরায় তরে চাইল ঠাই ঠাই । বৃন্দাবন কুঞ্জ ছাড়ি না পাইলাম কানাই ॥
নিরল আসনে বসি বন্ধুরে যদি পাই, বিরহের আনল মোর বন্ধুরে দেখাই ॥
শিতালং ফকিরে কহে বন্ধুরে যদি পাই, পদযুগে দাঁড়াই তার চরণ ঢুলাই ॥ ৪২
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিরহ

রাগ মাওয়ার

বন্ধুর লাগিয়া কিরি, করি অন্বেষণ, কেবল প্রেমের কারণ ।
কামানলে অঙ্গ জলে না যায় সহন । বিরহিণী হৈয়া কিরি ব্যাকুল মন ॥
নগরে বাজারে কিরি প্রতি ঘরেঘর । বিচ্ছেদের আনলে মোর শোষিল পাঞ্জর ॥
রসিক বন্ধুয়া তুই জগতে রঞ্জন । প্রেম শোকী হইয়া কিরি দেও দরশন ॥
তোর প্রেমে তুষ্ট যত প্রেমিকের মন । আনন্দিত তোর প্রেমে জগত ভুবন ॥
একরূপে প্রেম খেলা না যায় খেলন । তে কারণে মোহাম্মদ করিলা সৃজন ॥
বেমিমেতে ছিলেন নবি পূর্বেতে যখন । মিম মিশাইয়া কইল প্রেমের আলাপন ॥
আহাদ হইতে হইল আহাম্মদ রঙ্গ । মদনেতে উখলিল প্রেমের তরঙ্গ ॥
প্রেমানলে প্রকাশিত হইল আরস । জবরতে ঘোরে কিরে প্রেমের মায়াবস ॥
জগত সয়াল জুড়ি প্রেমের আনল । মদনেতে মত্ত হইল প্রেমিক সকল ॥
শিতালং ফকিরে কহে না হইল মিলন । প্রেমের আনল মোর জলে অশ্রুক্ষণ ॥ ৪৩
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিরহ

রাগ কঙ্কণা ভাটিয়ল চৌহুদি

বন্ধের সঙ্গিনী হইয়া মুই না লইলু ছায়া, বন্ধু বিনে নিফলন্ত কায়া ।
 কি দোষে ছাড়িয়া গেলে অন্ধেতে আনল জলে, অন্তরে দগধে মোর হিয়া ।
 চিকণ কালিয়া চান্দে ঠেকাইল প্রেম ফান্দে, ছাড়ি গেল উদাসী করিয়া ।
 নিদয়া নিষ্ঠুর তুই অন্ধকারে বসি মুই, ডাকি বন্ধু আকুলিত হৈয়া ।
 অন্বেষণ করি তরে চলি মাইমু দেশান্তরে যথা পাইমু শ্রাম বিনোদিয়া ।
 প্রাণবন্ধু রসিয়া নিরুজ্জতে বসিয়া আনন্দে বিয়াজ করে মোর মন ।
 হৃদয়েতে আইস বন্ধু, যেন প্রকাশিত ইন্দু, প্রেমভাবে দেও দরশন ।
 বন্ধুবিনে প্রেমশোকে খেদঙ্গ হানিল বুকে প্রেমানল উঠিল জলিয়া ।
 বিরহেতে অঙ্গ দহে প্রাণে মোর নাহি সহে কর্মদোষে না চাও কিরিয়া ।
 তোম প্রেমে জলে হিয়া, যাও মোরে দেখা দিয়া কর্মনাশি অনিষ্ট জানিয়া ।
 যদি আইস মোর ঘরে, হৃৎখ মোর যাইব দূরে, শীতল হইব মোর হিয়া ।
 শিতালং ফকিরে কহে বন্ধু বিনে অঙ্গ দহে বিরহেতে মরিমু ঝুরিয়া ।
 তুই বন্ধু আসিবে যবে, স্বগন্ধি প্রকাশ হবে, পাপ মোর যাইবে বিনাশিয়া । ৪৪
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিরহ

বিরহেতে ডাকিরে বন্ধু নব গুণমনি, কামানলে জলে দেহা হৈয়ে উদাসিনী ।
 কামানলে মাইলেরে বন্ধু সয়নি বিবহিণী, প্রাণেবধ কৈলেমোরে, প্রেমাছলহানি ।
 কালাচান্দে বায়রেবাসী গৃহেবসি শুনি, প্রাণচোরা বাসীয়েমোরে কৈল উদাসিনী ।
 শুনিয়া বাসীর ধ্বনি প্রাণ আকুলিনী, ধৈর্য নাহি মানে চিতেরে সদা ঝুরে প্রাণী ।
 ছস হারা বুদ্ধি হারা কলঙ্কী হৃৎখিনী, পদ নিরখিয়া ডাকি আইস নীলমণি ।
 মম কুঞ্জে আইসরে বন্ধু ডাকি বিচ্ছেদিনী, তব আগমনে হয়রে কায়া স্বগন্ধিনী ।
 না পুরিল বাজারে বন্ধু গতহয় রজনী, কোকিলার নাদ শুনিবে প্রভাত যামিনী ।
 বিচ্ছেদেতে জলেরে দেহাজলন্তআগুনি, প্রকাশিতআছি আমিহে ব্রজের তাপিনী ।
 পাপেতে ভরিল দেহা হৈয়াছি পাপিনী, বৃদ্ধবাল্য সবে কহে গোকুল কলঙ্কিনী ।
 নব জলধরে দেখি হৈয়া পিয়াসিনী, বারি দে বারি দে বলি ডাকি চাতকিনী ।
 দীপ্ত নখো যেন জলে পতঙ্গিনী, তোষানলে মরি আমিহে জলি অভাগিনী ।
 শিতালং ফকিরে বলে হৈয়া উদাসিনী, দরশন দিয়া বন্ধুরে তুষ্ট কর প্রাণী । ৪৫
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

দেহতর

মনে ভয় ধনহয়, সন্ধ্যা কালে স্মরিতে প্রেমের প্রেমিকেরে নিবে রঙ্গিয়া সে ঘরে ।
 নাজানি কিরূপে আইসে যম রাজ্যে স্বররে, ঘরে সিং দিবে রে চোরা তিমির করিয়া ।
 দক্ষিণে প্রবেশ হৈয়া হরি নিবে স্মরারে, চতুর্থ মোহনরে আছে ঘরে প্রবেশিয়া ।
 একে একে নিকুলিয়া অঙ্গ তেজাগিয়ারে প্রেমশোকী হইয়াবে কায়া করিবে রোদন ।
 ছাড়িয়া না যাও মোরে চতুর্থ মোহনরে, শ্রীকুলার হাটে রে শব্দ না হৈবে রোল ।
 জরুরত লাহতে হৈবে মহাগুণগোলরে, আয়ু পলাতক কবে হৈবে যমরূপ হেরি ।
 কে ওয়াড়ে মারিয়া কুঞ্জিনিকালিবে গিরীরে, কুঞ্জের মোহনরে ঘাইবে যমের তরঙ্গে ।
 ফেপারাজা পলাইবে পাগলনারীর সঙ্গে রে, শোষিল চাটার তেল নিবিল সে বাতি ।
 মায়ায় ছাড়িবে কায়া সাধের পিরীতিরে, রসের রসিকরে ঘাইবে ছাড়িয়া প্রেমভুরি ।
 মথুরায় না বাজিবে মুকুন্দমুরারীরে, জ্বরুরতে না হৈবে রে ধনি কোকিলার স্বর ।
 জোয়ারে ছাড়িবে ভাটা শোষিয়া সমুদ্ররে, তিমির হৈয়াবে ঘাইবে কুঞ্জের কন্দিল ।
 কোঠায় কোঠায় হৈবে খেয়াড়েতে খিল রে, নিবিবে কুঞ্জের দীপ্ত না হৈবে পসর ।
 পিঞ্জিরা ছাড়িয়া পংখী হৈবে অন্তররে, নিদ্রা নিষ্ঠুর পংখি চলিবে উড়িয়া ।
 লামোকামে প্রবেশিবে পিঞ্জিরা ছাড়িয়া রে, প্রাণীকোপে ডরে রে মোর স্ময়া হরিনিতে ।
 কি রূপে হৈবে দেখা যমের সহিত রে, শিতালং ফকিরে বলে গিরী মহাশয়,
 জীবন থাকিতে মোরে দিও পরিচয় রে । ৪৬

মোকদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

দেহতর

রাগ জয়সং চৌছন্দ

মোহিনী গো রাই ! অপরূপ পক্ষীরাজ নিকুঞ্জে বিরাজ খেলিছে ।
 প্রেমে জলে হিয়া বোর দয়া না হইল তোরা, বড়ই কঠিন সে কালিয়া ।
 তর নাম লইয়া ডাকি, পশু নিরখিয়া থাকি, আসিবে নি মুররী বাজাইয়া ।
 তুই বন্ধু আসিবে করি, নিরলে বসিয়া ঝুরি, প্রেমভাবে আকুলিত মন ।
 ডাকি আমি প্রিয়া প্রিয়া, আকুলিত মোর হিয়া, কৃপাযোগে দেও দরশন ।
 দোসর নাহিক রাখ, স্বর্গ-পাতালে দেখ, দৃষ্টি রাইখাছ সমালেতে ।
 বন্ধুকে বলিয়া ডাকি, রাজপন্থে বসিয়া থাকি, দেখি মুনি স্বরূপে আসিতে ।
 আমি অপরাধী নারী বন্ধুকে চুরিয়া ফিরি, না পাইলু করি অন্বেষণ ।
 থাকি পশু নিরখিয়া কিঞ্চিৎ করহ দয়া, ইন্দ্রপুরে করয়ে মিলন ।
 কলি মোর দমকলে, লাহতের কুঞ্জি খুলে ফুসাদা হইব পশু তার ।
 দমকল দাবাইয়ে উল্ট চরকিয়ে, লাহতের খুলিবে কে ওয়াড় ।

কেওয়াড় খুলিয়া যবে স্নগন্ধি প্রকাশ হবে অলিয়ে করিবে মধুপান ।
 কাজল কোঠায় প্রবেশিলে বেলোয়ারি ঝাড় খুলে রত্ন কোঠায় প্রেম হয় দান ।
 রত্ন প্রবেশিবে, রবিশশী বিরাজিবে স্নগন্ধি হইবে আমোদিত ।
 পক্ষীরাজ মত্ত হইয়া কমলেতে প্রবেশিয়া বিরাজ করিবে স্থললিত ।
 লাহতকাবাতুল্লাঘর, আসনেতে পেগাঘর জিকির করইন মোস্তফায় ।
 দক্ষিণে ব্রজধ মওলা বামেতে করে খেলা, আনন্দিত বিরাজ খেলায় ।
 শিতালং ফকিরে কহে বিরহে আনল দহে, না চিনিলু শ্রিয়া আপনায় ।
 পক্ষীরাজ না মিলিল, বুধা কাজে দিন গেল, না হইল গিরীর মিলন । ৪৭
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

দেহতত্ত্ব

রাগ বিনয়

রঙ্গিল বাড়ইয়া ! কলেতে সৃজিয়া ঘর পবন কাষ্ঠের ধুম দিয়া ।
 আরবায় নাছিরাদিয়া ঐতু নিরঞ্জন পরম যতনে ঘর করিলায় সৃজন ।
 ঘরের ছ্যারে দশ আচানক কল যোগাসনে বসিয়াছে ছ্যারী সকল ।
 প্রেমে বাঙ্কিল ঘর পবনের ধ্বনি মিরতিঙ্গা বাসের রুয়া উলুয়ে তার ছানি ।
 পবনেতে ঘুরে কল শব্দ হয় ধ্বনি কি সন্ধানে চলে ঘর পুতুলা মেদিনী ।
 ঘরের মধ্যে ছই দীপ ছ্যারেতে জলে পবনেতে ভর করিয়া মেদিনীতে চলে ।
 ঘরের মধ্যেতে যার অতি মনোহর অষ্টশ চল্লিশ তাতে কুঁহুরি স্তম্বর ।
 অপূর্ব কাহিনী ঘর অপূর্ণ লীলা ভুজঙ্গিনী ছ্যারেতে ঘরে চিকন কালা ।
 যোগাসনে যোগ সাধনে যে করে ধ্যান সর্পের মন্তকে মাঝে করিয়া নিশান ।
 জিকিরের শব্দ শুনি ভুজঙ্গ দুর্জয় পহু ছাড়ি পলাইবে করিয়া গর্জন ।
 ছ্যারে বসিয়া তপ করে যেই জন সেই সে হইবে যোগী যোগের সাধন ।
 যোগিয়া আসনে বসে যে হয় সৃজন শুদ্ধভাবে জিকির জালি করয়ে স্থাপন ।
 ঘরে বসিয়া রূপ হেরিবে যখন নিকুঞ্জে হইবে তার প্রিয়ার দরশন ।
 শিতালং ফকিরে কহে শ্রামেরে কালিয়া প্রকাশিত কর ঘর দরশন দিয়া । ৪৮
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিরহ

বাউল

রাই রঙ্গিনী বিরহ কোথায় বন্ধুকে মিলাও আনি কমলিনী কই তোমায় ।
 মন নিল প্রাণ নিল গো সেই প্রাণ বন্ধের প্রেম জালায় ।
 প্রাণ ছাড়া দেহ হইল বল এখন কি করি উপায় ।

বিচ্ছেদের তীক্ষ্ণ শরে প্রাণ বন্ধে মাইল আমায় ।
 বন্ধু বিনে দেহ জলে দাখ দাখিতে সর্ব গায় ।
 বিচ্ছেদের তীক্ষ্ণ শরে দেহ জলে জলনায় ।
 এগো প্রেম সাগরে ভাসাইল কালা চান্দে হায় হায় ।
 প্রাণ বন্ধের প্রেম ফাসি লাগছে মোর গলায় ।
 কসিলে প্রেমের ফাসি প্রাণী মোর যায় যায় ।
 বন্ধু বলি ডাকি সহি কিরি আমি ভ্রমণায় ।
 অবৈষিয়া কিরি আমি প্রাণবন্ধু কই তোমায় ।
 শিতালং ফকিরে বলে সহি প্রাণ বন্ধের প্রেম দায় ।
 জন্মে জন্মে মোরে বন্ধু রাখিও বন্ধু তোমার কৃপায় । ৪৯
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিবহ

বাউল

রূপবতী প্রাণের দূতী প্রাণ বন্ধে মাইল আমায় ।
 মাইল মাইল প্রাণ নিল বিচ্ছেদে বন্ধুয়ায় ।
 প্রাণে নাহি সহে দুখ দেহ জলে সবদায় ।
 এ গো দেহবন্দী পাষাণেতে কালাচান্দে নাহি চায় ।
 কুলিশ অন্তর প্রাণের বন্ধুরে দয়া নাই তোর দেহায় ।
 এ গো মন প্রাণ হরি মোর প্রাণবন্ধু রইল কোথায় ।
 দেহ শূন্য করি মোর প্রাণি নিল প্রাণ বন্ধুয়ায় ।
 এ গো জলে জলে দেহ জলে বুঝে কুঞ্জ মহুরায় ।
 অতি মহাভাগ্য যারা প্রাণবন্ধুয়া সেই পায় ।
 এ গো তাপিত অঙ্গ নীতল হয় দুখ তার দূরে যায় ।
 কার কুঞ্জেতে গিয়া বন্ধুরে রইলায় তুমি মথুরায় ।
 এ গো কোন না কামিনী পাইয়া ভুলিয়া রইলায় আমায় ।
 জলন্ত আনলে জলেতে প্রাণ বন্ধুর দায় ।
 এ গো বন্ধের বিচ্ছেদে বুক ছেদি বাহিরে যায় ।
 শিতালং ফকিরে কহে দোষগুণ মোর বন্ধুয়ায় ।
 এ গো অপরাধী জানি মোরে প্রাণবন্ধে না চায় আমায় । ৫০
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিবিধ

রাগ উদ্ভিত চৌহন্দ

রে প্রাণধন কালা, তোমার পিরীতে বিষম জালা অপার মহিমা তোার লীলা ।
 প্রেমে জলে হিয়া মোর, না দেখিয়া রূপ তোার বিনয়েতে ডাকিরে তোমায় ।
 ক্রমাকর অপরাধ, পুরাও মনের সাধ, বিনা দরশনে প্রাণী যায় ।
 নিশানা নমুনা নাই, কিরূপে বন্ধুয়া পাই আছে বন্ধু সখাল জুড়িয়া ।
 ভাবের ভাবিক হইয়া, নিজ নামে ডাকি প্রিয়া দরশন দিবে সে কালিয়া ।
 ছায়ারূপে যার কায়া, নিজে বেনিশানি হৈয়া, মিশিয়া থাকয়ে লা মুকাম ।
 কায়ারূপে ছায়া হৈলে, প্রিয়ার দরশন মিলে, আনন্দ বিরাজে তার প্রাণ ।
 ইরপানে ডুবিল যেই, অবরুত পৌছিল সেই, ভুবন মন্দিরে সেই ঠাম ।
 অবরুতে হয় ধনি, শ্রীপুরে শব্দ শুনি, শেরগঞ্জ পংক্তিয়ে জপে নাম ।
 লাহতে অপরূপ ছবি, ব্রজখে মোস্তফা নাবি, পিরের ব্রজখ সেহামিন্দ ।
 নাছতে মারুত ছোট, ইন্দু বর্ণ হৈয়া উঠে, অবরুতে বর্জখ মুশিদা ।
 বৃক্ষেতে বসিয়া অলি, পুষ্পেতে করয় কেলি পিউ পিউ করে মহবোল ।
 পশু পংখী যত জীবে নিজ নাম জপে সবে, শুকনা কাঠেতে ফুটে ফুল ।
 লাহতের মঞ্জিলেতে, বেলওয়ারি দলানেতে, বিরাজ করেন মোস্তফায় ।
 অপূর্ব কাহিনী কাম' মুকাম মাহমুদা নাম রূপে রূপে তরঙ্গ খেলায় ।
 শিতালং ককিরে কহে, অন্তরে অনল দহে না চিনিলা গিরী আপনার ।
 প্রেমে জলে মোর হিয়া, যদি নাহি আইসপ্রিয়া কামানল না নিবিবে আর । ৫১
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিরহ

শুন শুন সখী সজনী রাই, বল ধনী কমলিনী প্রাণ বন্ধুয়া কুঞ্জে নাই ।
 সখী গো বন্ধু বিনে না লয় মনে ধুড়িয়া না বন্ধু পাই ।
 উচাটন হইল মন হিতে বৈধ্ব মানে নাই ।
 সখী গো প্রেমে মন অলক্ষণ জলিয়া হইল ছাই ।
 আন বন্ধু গুণসিক্ত রূপ দয়াল প্রেম গোসাই ।
 সখী গো জলে জলে প্রেমানেলে জলনে বেড়াই ।
 দেখি রঙ্গে প্রিয়া সঙ্গে সাক্ষাতে না দেখতে পাই ।
 সখী গো খেদক্ষেতে কটাক্ষেতে প্রাণী নিল নিতাই ।
 মাঠ বিপিনে মাধবী বনে কুঞ্জবনে আবেষিলাম ঠাই ঠাই ।
 সখী গো প্রিয়া বিনে অন্বেষণে কোন দেশেতে নাই ।

জলিয়া যাক্ বুক ধাখ্ ধাখ্ ভয়বারী হইয়া যাই ।
 সখী গো শিতালং ফকিরে কহে শুন সজ্ঞনী রাই ।
 কান্ত বিনে না লয় মনে প্রাণ হারা হইয়া যাই । ৫২
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

মাধুর

শুন সজ্ঞনী প্রাণধনী বন্ধু আনি রাখ প্রাণ আমার বন্ধুয়া কোন স্থান ।
 সখীগো যাওধনী কমলিনী, মথুরার স্থান ।
 আনপ্রিয়া ফাটেহিয়া উদ্ধাদিনী হৈলপ্রাণ ।
 সখীগো বন্ধুবিনে অদর্শনে গেল কুলমান ।
 কুলমান নিলপ্রাণ হারাইলাম বুদ্ধিজ্ঞান ।
 সখীগো মনোহরা প্রাণচূরা খেলসর্বস্থান ।
 নাপাই দিশা মনভরসা অসবেনি শ্রামকুণ্ডস্থান ।
 সখীগো প্রাণিচূরা নাহিমিলে তাহার নিশান ।
 ভ্রমনায়ে ঘুরেফিরে কোনস্থানে নাই তারস্থান ।
 সখীগো নয়ানবাণে সর্বস্থানে কটাক্ষেতে মাইলবাণ ।
 বনবেহারী ধরতেনারি পাইনাকেবল যুগদিহান ।
 সখীগো শীতালং ফকিরে বলে গেল কুল মান ।
 কুলমান নিলবন্ধে ব্যাকুল হইল প্রাণ । ৫৩
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

পূর্বরাগ

শ্রাম স্তম্ভর হিন্দ্রে মোর কুরঙ্গ নয়নে তোর । মাইলে মাইলে গো প্রেম শর ।
 নাহেরিয়া রূপতোর প্রাণদহে নিরন্তর । তোষানলে জলেদেহা অদর্শনি হয়তোর ।
 কটাক্ষে জুড়িয়েশর অন্তরে হানিলেমোর । জলনে সবাঙ্গজলেজলেজলে মমাস্তর ।
 লাগাইয়ে প্রেমের শর অঙ্গ হৈল ঝর ঝর । জলনে ছটকট হিন্দ্রে শ্রামার
 বিচ্ছেদে মোর ।
 শ্রামরূপে মনোহর লাইগাছে নয়নেতে মোর । অণেধিয়ে রূপ তোর ফিরি দেশ
 দেশান্তর ।
 কালভুরি ধেমুধর, কালার্ঘ্য নয়নতোর । মস্তকে চিকুরকাল, জিনিব জলধর ।
 শিতালঙ্গে বলে মোর, লাগাইয়া বৃকে তীক্ষ্ণ শর । প্রাণেশ্বরী শ্রামার প্রেমে মন
 উদাসী হৈল মোর । ৫৪

মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিরহ

শ্রাম স্বরঙ্গ তোর দেখতে মোর অগ্নি জ্বলে । মমাস্তরদরশনেতে প্রাণ রক্ষা কর ।
 শ্রামেরবিরহে মোর বিচ্ছেদেজ্বলে পাঞ্জর, জ্বলেজ্বলে দেহাজ্বলে জ্বলেকুণ্ড জলন্তর ।
 প্রাণশ্রামা রূপেশ্বর বিজ্ঞানধরীমনোহর, দেবকি গন্ধর্বজিনি সেতুলা না আছে নর ।
 নয়নবাণ প্রেমশর বিদ্ধিয়াছে মমাস্তর । নিলনিল প্রাণনিল দেহাশূন্য করি মোর ।
 ললাটে ভাস্কর তোরপ্রাণ হরিনিল মোর । নয়নে অঞ্চল শোভেহুক্ষইন্দু লালধর ।
 বদন গোলাবী তোর লাগাইয়াছে নয়নেতে মোর । তোর রূপ অশেষিয়ে ফিরি
 আমি ঘরে ঘর ।

শিতালং বলেমোর শ্রামরূপ কামেশ্বর । রূপেরভিখারী তোরযুগলনয়ন মোর । ৫৫
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিবিধ

রাগ নাসুদ

সাধের বন্ধুয়ারে হিয়া দহে প্রাণে স্মরি, গলায় বান্ধিয়া প্রেম ডুরি ।
 আমি কলঙ্কিনী নারী, নগরে বাজারে কিরিরে ও বন্ধু প্রেম ভাবে হৈয়া ভিখারী ।
 কিরি আমি ঘরে ঘরে দরশন দেও মোরে ও বন্ধু বিরহ সহিতে না পারি ।
 কদম ডালে বাজাও বাঁশী শুনি আমি কর্মনাশী ও বন্ধু ডাকি বসি তোর নাম ধরি ।
 শুনিয়া বাঁশীর ধ্বনি উলচিত হইল প্রাণী ও বন্ধু উদাসিনী হৈয়া আমি কিরি ।
 বিনয়েতে বলি তোরে ছাড়িয়া না যাওমোরে ও বন্ধু তোরপ্রেমে কুরিয়া যে মরি ।
 যোগীরূপ বেশ হৈয়া ধুড়ি আমি প্রিয়া প্রিয়া, ও বন্ধু ভ্রমণায় করি অন্বেষণ ।
 রসিক হইল যারা প্রেমের প্রেমিক তারা ও বন্ধু প্রকাশ করয়ে চান্দ রূপ ।
 জবরুতে প্রবেশে যেই স্বরূপে পৌছিবে সেই ও বন্ধু দরশনে আশি হইবে ছুরি ।
 প্রেম ডুরি দিয়া গলে সোনাপুরে গিয়া মিলে ও বন্ধু সব হয় মুকুন্দ মুরারী ।
 সোনাপুরে বসি ডাকে তথায়সুন্দর পংখিয়েরে ও বন্ধু জপে নাম হৈয়া একাসরি ।
 ইপানে ডুবিলে যেই জবরুপে পৌছে সেই ও বন্ধু ভুবন মন্দির সেই ঠাই ।
 জবরুতে হয় ধ্বনি ছিরিপূরে শব্দ শুনি ও বন্ধু সেরগঞ্জে পাখীয়ে জপে নাম ।
 লাহতে অপরূপ ছবি ব্রজধে মোস্তাক নবী ও বন্ধু পিরের বজ্রকি হয় ফানা ।
 লাহত মারুত ছুটে ইন্দের বরণ হৈয়া উঠে ও বন্ধু জবরুতে বজ্রকে সুর ধ্বনি ।
 বৃক্ষেতে বসিয়া অলি পুষ্পেতে শতক কলি ও বন্ধু পিউ পিউ করে মকরন্দ ।
 পশু পংখি যত জাতে নিজ নামে জপে সবে ও বন্ধু শুকনাকণ্ঠে ফোটে ফুল কত ।
 লাহতের মজিলেতে বেলওয়ারি দালানেতে ও বন্ধু বিরাজ করইন মোস্তকায় ।
 অপরূপ কাহিনী মুকাম কাম মাহমুদা নাম ও বন্ধু রূপে রূপে তরঙ্গ খেলায় ।

শিতালং ফকিরেকহে প্রাণিদহে প্রেমানলেওবন্ধু প্রেমভাবি হৈয়াআমি ঝুরি ॥৫৬
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিরহ

রাগ হুলি চৌহান্দি

হায়রেপ্রভু অখিলেরনাথ বিরহতে নাছাড়িও মোরে, বিরহেতে না ছাড়িও

মোরে ।

মিনতি করি তোরে, ছাড়িয়া না যাও মোরে ছুটভাবে অনিষ্ট জানিয়া ।
আমাকে ছাড়িলে তুই দেশে দেশে ফিরি মূই বিনা দোষে না চাইলাম ফিরিয়া ।
সন্ন্যাসীর হইয়া বেশ, আউলাইয়া মাথার কেশ যোগীরূপ করিয়া ধারণ ।
কর্ণেতে কুণ্ডল দিয়া, ভ্রমণেরি বেশ হৈয়া ভ্রমণে করিমু অন্বেষণ ।
হায়রে কঠিন শ্রাম, জপিয়া তোমার নাম প্রেমভিক্ষা মাগিয়া বেড়াই ।
ফিরি আমি ঘরে ঘরে প্রেম ভিক্ষা দিয়া মোরে তুষ্ট কর স্বরূপ গোসাই ।
বারে বারে কি বলিমু আর কত নিবেদিমু কহ বন্ধু কে আছে আমার ।
কৃপা করি যদি আইস মোর হৃদয়েতে বৈস যাইব হুঃখ আনন্দ অপার ।
যার প্রেমে যেই আছে দূরে থাকি যায় কাছে দরশনে থাকে আনন্দিত ।
দয়ার সাগর তুই পাপী অপরাধী মূই ছাড়িয়া যাইতে না হয় উচিত ।
তোর প্রেম হৈল যার সকল জীবন তার মরা কাষ্ঠে পাইবে চৈতন ।
অমৃত তার কথা মরিয়া হইব জীতা থাকিতে না হইব মরণ ।
শিতালং ফকিরে বলে, অন্তরে আনল জ্বলে বিরহেতে আকুলিত মন ।
ক্ষমা কর অপরাধ, পুরাও মনের সাধ প্রেমভাবে দেও দরশন ॥ ৫৭
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিরহ

রাগ বসন্ত ভাটিয়াল

হায়রে বন্ধু গেল মোর রসের যৌবন । না দেখিয়া প্রাণনাথ ব্যাকুল মন ।
আইস বন্ধু রসিয়া, কোথায় রহিয়ায় গিয়া । ডাকি আমি আকুলিত হৈয়া ॥
নিরলে আসনে বসি ঝুরি আমি কর্মনাশী । আইস বন্ধু চিকন কালিয়া ॥
ছাড়িয়া না যাও মোরে, বিনয়েতে বলি তোরে । প্রাণঝুরে তোর প্রেম দায় ॥
আকুলিত হৈল মন দেও আসি দরশন । তোর প্রেমে মোর প্রাণি যায় ॥
অস্তুর দগধে মোর, দয়া না হইল তোর । গেল মোর রসের যৌবন ॥
যৌবন থাকিতে মোর, না আসিল প্রাণেশ্বর । এ হুখেতে ত্যজিমু জীবন ॥
যৌবন গইয়া গেলে বন্ধুয়া আসিয়া মিলে । পরকালে কি হৈব তার ॥

ঝরিয়া গেল ফুল, অমরায় না করে রুল কিনা দোষে বিনশিয়া যায় ॥
 ক্ষমা কর অপরাধ, পূরাও মনের সাধ । আইস বন্ধু প্রাণের সাগর ॥
 ডাকি আমি অপরাধী দরশন দেও যদি, দুঃখ মোর যাইবে অন্তরের ॥
 ত্রিপুরার ঘাটে আসি যেন পূর্ণিমার শশী, আনন্দে খেলাও তুমি রঙ্গেরে ॥
 দরদশন দেওমোরে মিনতি করিতে তোরে, আইস প্রতুড়াকে শিতালদ্বারে ॥৫৮
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

১৩৩. শেখ কবির

শ্রীরাধার রূপ

ধানশী বেলাবলী

অকি অপরূপরূপে রমনী ধনিধনি । চলিতে পেখল গজরাজগমনী ধনিধনি ॥ ধু
 কাজলেরজিত নয়ন ধনি ধবলভালে । অমরা ভোলল বিমল কমল দলে ॥
 গুমান নাকর ধনি খিন অতি মাঝাখানি ।
 কুচগিরি ফলেরভরে ভাঙ্গিআপড়িব জৌবনি ॥
 সুন্দরী চান্দমুখি বচন বোলসি হাসি ।
 অমিআবরিষে জানি জৈছে শরদে পূরণশশী ॥
 শেখ কবিরে ভণে অহি গুণ পামরে জানে ।
 ছলতান নছিরা শাহা ভুলিছে কমল বনে ॥ ১

বা. বৈ. ভা. সং ২৮, পৃ ২২ ; ভা. ১৩২৫ পৌষ, পৃ ৭৮ ; ম. বা. গী. সং ৩৮, পৃ. ২৫ ; মু. ক. প.
 সং ২৪, পৃ ৪৬ ;

১৩৪. শেখ ভিখন

খণ্ডিতা

বিভাস

সভাই বলে রাধার পরাণ কানাই । তুমি রজনী বকিলে কোন্ ঠাই । ধু
 কেমনে বনাতে চূড়া, শ্রবণে ছলিতেছে, মেলিতে নার দুটি আঁখি ।
 হব না মথুরা গতি, কি কব চূড়ার ভাতি, শ্রাম অঙ্গে লাগিয়াছে সাখি ।
 কঙ্কম কঙ্করী আর, হৃগন্ধি তাবুল, থুইয়াছিছ শিয়র উপরে ।
 হা হরি হা হরি করি, জাগিয়া পোহাছ নিশি, তুমি ছিলে কাহার মন্দিরে ।
 শেখ ভিখনে ভণে বড় দুঃখ রাইয়ের মনে, পাসরিলে পুরব পিরীতি ।

আমার করম দোষে, তুমি থাক অস্ত্র পাশে হোক মেনে রাখার মিরিতি । ১

কাব্য মালক, পৃ. ৪০ ; পা. পৃ. ১০ ; বা. বৈ. ভা. সং ২২, পৃ ২৩ ; ব্র. ৪, পৃ ৩২, ম. বা. গী.

সং ১৮৬, পৃ ১২২ ; মু. ক. প. সং ২০৩, পৃ ২২ ; র. পৃ ১৩ ; সু সমাচার, পৃ ৩০৮

১৩৫. শেখ লাল

বিরহ

বরাড়ি

শুন লো স্বজন, কিছুই না জানি, কি বুধি করিব আমি ।

তরিতে নারিব, দৈবে মরিব, নিশ্চয় জানিহ তুমি ॥

শয়নে স্বপনে, শ্রাম বধুর সনে, স্থখে গিয়াছিহু নিদ ।

পাঁজর কাটি, শ্রাম বধুরে কেবা, দিয়া নিল সিঁদ ॥

শয়নে স্বপনে, ঘরেতে পিরীতি, করিহু শ্রামের সনে ।

সেই হইতে মোর, চিত বেয়াকুল, কিছুই না লয় মনে ॥

তোমায়ে কহিহু সখি, পিরীতির এই রীতি, সদাই পরবশ দে ।

শেখ লালে কয়, যে জন তাহার হয়, সে বিনে জানিবে কে ॥ ১

পা. পৃ ৮ ; বা. বৈ. ভা. সং ১০০, পৃ ২৩ ; ব্র. ৪, পৃ ৩২ ; ম. বা. গী. সং ২৪২, পৃ ১৭২ ; মু.

ক. প. সং ২৩৫, পৃ ১০৪ ; র. পৃ ১০ ; সু সমাচার, পৃ ৩০৮

১৩৬. সদাই শাহ

বাউল

আমি করি গো মানা, শ্রামরূপ নিরখি গো জলে ঢেউ দিও না ।

যদি রূপ ধরিতেচাও হেগো পরাণসজনী জলেতে নামিয়া গোটোরা ঢেউ দিওনা ।

নাওয়ের মধ্যে পঞ্চজন, একজন কাণ্ডারী গো আমার তিনজন গুণারী ।

মাস্তুলেতে পাল চড়াইছি গো পরাণ সজনী, আমার মনাই ভাই বেপারী ।

সদাই শাহ ফকিরে কয়, হয়ে আউলা ঝাউলা গো সখী হয়ে আউলা ঝাউলা ।

আমি চড়াইছি রাঙ্গনেরজুইত গো পরাণসজনী আমার ভাতরইল ফুটি চাউলা । ১

বা. বৈ. ভা. সং ১০২, পৃ ২৪ ; বাগ মারিফত, সং ৩২, পৃ ২২ ; শ্রী. লো. সং ২১৭, পৃ ১৮১

১৩৭. সমসের

বিরহ

ভ্রমে অভাগিনী ন চাহিলাম গুণমণি ।

আসিল রে প্রাণবদ্ধ, না কৈলাম দরশন, ধরি পড়শির বোল । (হাম অভাগিনী)

বন্ধুআ নাগর গুণের সাগর, গোপত পরশ হার । (হাম অভাগিনী)
 পুরাণ পিরীতি, ছিল যথ ইতি, সেই সব লাগে ধাক্কা । (হাম অভাগিনী)
 এবে দিনে দিনে, চিত্ত বিঁধে যুগে, জীউ রহে মাত্র বাক্কা । (হাম অভাগিনী)
 কহে সমসেরে, গুণের সাগরে, এখনে বন্ধরে পাম ! (হাম অভাগিনী)
 মনের আগুনি, কহিয়া কাহিনী, চরণে মিশিয়া যাম্ ॥ (হাম অভাগিনী) ১
 বা. বৈ. ভা. সং ১০২, পৃ ২৪ ; ত্র. ৪. পৃ ৩২ ; মু. ক. প. সং ১০১, পৃ ৮০

১৩৮. সফতোলা

বংশী

গীত সারঙ্গ

ও মন দেখ রে ! সতত মুরলী ফুকে কে ॥ ধু
 নন্দিয়া কিনারে, কদম্ব শিকড়ে, শুন মুরলীর স্বরে ।
 হারাই যে জ্ঞান, ছটফট প্রাণ, রহিতে না পারি ঘরে ॥
 শুনিতে মুরলী, ছাড়ি গৃহ বাড়ী, স্থির নহে নারীর চিত ।
 হেন হি মাধুরী, সে বাঁশীতে ভরি, সদা গাহে কেন গীত ॥
 মুইতো অভাগী, ঋতু সঙ্গী লাগি, নিকালিতে নাহি পারি ।
 গৃহ কর্ম ছাড়ি, সঙ্গে আর চারি, তার ভয় করি নারী ॥
 দেয়ারিয়া ঘরে, ননদিনী ডরে, শাস্ত্রী কালের কাল ।
 সতিনীর জ্বালা, সদা মুখ কালা, বিষ প্রায় হৈল জাল ॥
 সদা মনে দুখ, গৃহে নাহি সুখ, পড়শী হইল অরি ।
 কহিতে লাঘব, নাহিক বান্ধব, সতত এ দুখে মরি ॥
 সকল হারাই, পছ নাহি পাই, গুরু বিহ্ন লক্ষ্য আর ।
 সেই পদ বিনে, ত্রিলোক ভুবনে, সেই বস্তু নাহি সার ॥
 কাতর কিঙ্করে, ডাকে বারে বারে, শাহ আলিরজা পায় ।
 সারেঙ্গির স্বরে, কান্দিয়ে নির্ভরে, হীন সফতোলা গায় ॥ ১
 বা. বৈ. ভা. সং ১০৩, পৃ ২২ ; মু. ক. প. সং ১২৮, পৃ ৭৪ ; সাহিত্য সংহিতা, ১৩০৮ আঘাট,
 সং ৬, পৃ ১৮২

১.৩৯ সালবেগ

বিবিধ

আছে নীল শইল প্রবলমন্ত বারণ মো আরত নলিনীবনকু কর দলন । ধু

গজরাজ চিন্তা কলা থাই ঘোর জ্বলেন চক্র পেখি গ্রহা নাশি উদ্ধারিল আপন ।
ঘোর বনে মুণ্ডনীকি পড়িখিলা কখন কেড়ে বড় বিপত্তির করিছ তাণ ।
কুরু সভাতলে পুনি দ্রৌপদীর জনান কোটি বস্ত্র দেই হেলে লজ্জা কল বারণ ।
ব্রাবণর ভাই বিভীষণ গলা শরণ শরণ সম্ভালি তাকু লঙ্কে কল রাজন ।
শ্রুতাদ পিতা সে যে বড় দুষ্ট দারুণ স্তম্ভক বাহারি তাকু বিদারিল তক্ষণ ।
কহে সালবেগ হীন জাতিরে মু যবন শ্রীরামা চরণ তলে কর আচ্ছি জনান । ১

ও. সা. প. ১ম খণ্ড, সং ২, পৃ ৩১৫

বিহগড়া—তাল চর্চরী

রূপ

জয় জয় রাধে গোপাল গোপাঙ্গনারে ॥ ধু
শীশ মোর মুকুট নট শোহে কটি পীতপট কিঙ্কিনী অধিক শোহাওনা রে ॥
ভাল কেশর-তিলক কানে কুণ্ডল ঝলক অবর পর মুরলি স্থথ পাওনা রে ।
যমুনা তট রঙ্গিনী সকল রমণী মণি রূপ নব-দামিনী-গঞ্জনা রে ॥
ঘনন ননঘ বর-বর উঘট ভেদ যন্ত্র বর সাত স্বর তান্ বিশ মুর্ছনা রে ।
খিগিনি গিনি খিঙ্কিকট ভগধেনাং তিস্তিগট সালবেগ পুরল মন-কামনা রে ॥ ২

পদকল্পতরু, সং ২২৭২, ; যু. ক. প. সং ৪৩, পৃ ৫১

তুড়ি

শ্রীরাধার রূপ

নাগরী নাগরী নাগরী । কত প্রেমের আগরী নব নাগরী ॥ ধু
কনক কেতকী চম্পা তড়িত বরণী । ইন্দীবর নীলমণি জলদ বসনী ॥
মৃগ পঙ্কজ মীন খঞ্জন নয়ানী । কামধনু ভ্রমর পংক্তি তুর তুজঙ্গিনী ॥
নাসা তিল ফুল খগ চাম্পাকলি জিতা । যামি জল বহন্তি বেণী স্বাপি ঝলকিতা ॥
ভালে সে সিন্দূরবিন্দু শোভে কেশশোভা । জিনি ইন্দীবর বাহু তমালের আভা ॥
ভালে বিরাজিত বর উরে মোতিম হারা । হংস বক শ্রেণী গঙ্গা জল ছুট ধারা ॥
কহ সালবেগ হীন জগত পামরা । রসের কলিকা রাই কাহু সে ভ্রমরা ॥ ৩

কাব্যমালক, পৃ ৩৯ ; কীর্তন পদাবলী, পৃ ১৪৯ ; পদকল্পতরু, সং ২৪৭২ ; পা. পৃ ৫ ; বৈষ্ণব
গীতাঞ্জলি, সং ৬৪৮, পৃ ২৮৮ ; ব্র ৪, পৃ ২৫ ; ম. বা. গী. সং ৪৬, পৃ ৩১ ; যু. ক. প. সং ৩,
পৃ ৪১ ; র. পৃ ৬ ; সাহিত্য, ১২৯৯ ভাঙ্গ, পৃ ৩০২ ; যু. সমাচার, পৃ ৩০৭

মিলন

বায়ে সখিগন বিবিধ বাজন বায়ে অতি অধুপাম রে ।
মুদক চক্ৰ উপাঙ্গ স্মধুর সপ্ত স্বর তিন গাম রে ॥

কোই নাচত তাল বজায়ত নাচত শ্রামা শ্রাম রে ।

আনন্দে তরঙ্গিত, বহুই যমুনা এরূপ সখি-সুখ ধাম রে ॥

নব নাগর কাছ রাধা তরুণী । নব জলধরে কিয়ে শোভিত দামিনী ॥ ধু

মোহিত নারদ স্বর নর মুনি মোহিত ব্রহ্মা শঙ্করে ।

চাঁদ কিরণহি বিকসি কুমুদিনী শোভিত সুভগ সরোবরে ॥

হংস সারস তবকি তাণ্ডব ডাহকি-শব্দ মনোহরে ।

সালবেগ পিয় নিরখি লাবণি বরণি নহি কছু যাত রে ॥ ৪

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, সং ৪৫৩, পৃ ১৩২; পদরস সার; বা. বৈ. ভা. সং ১০৪, পৃ ২৬; যু. ক. প. সং ১৮৮, পৃ ২১

রূপ

শ্রাম গোরা, আজত বেশ বড় তোরা । ধু

ত্রিভঙ্গি ছন্দে উভা করে মুরলী শোভা এ কুল যুড়াইবু পরারে ।

শিখিলা প্রায় করি ডাকুছু নাম ধরি এ গোপে ন রখিবু পরারে

তোর চুলকু অনা উড়ুছি নেত বানা তু নন্দরাজা পুত্র পরারে

যা উছু রাজদাণ্ডে পড়িবু কাম কাণ্ডে তু কামে মরাযিবু পরারে

কহে সালবেগ হীন রাধা কৃষ্ণ পদে ধ্যান মু মুচ জাতিরে যবন । ৫

ও. সা. প. ১ম খণ্ড, সং ৩, পৃ ৩১৬

বংশী

সখি ! কুঞ্জবনে বংশী কে বাজাইলা গো । ধু

শুক তরুমাণে থিলে, ধ্বনি শুনি পল্লবিলে পবন স্বকিত হোই রহিলা গো ।

পাষণ হস্তি পাণি যমুনা টেকে উজানি জল তেজি মীন কূলে রহিলা গো ।

বাজি ধীরে ক্ষুদ্র ঘণ্টি লজ্জাবদ্ধ গলাকিটি বসন পিঙ্কন্তে তর নোহিলা গো ।

ঝসিক আসন টলি রসরে পড়িলা চলি ব্যাঘ্র পছে কুরঙ্গী গোড়াইলা গো ।

কহে সালবেগ হীন, জাতিরে অটে যবন রাধা কৃষ্ণ পদে চিত্ত রহিলা গো । ৬

ও. সা. প. ১ম খণ্ড, সং ৪, পৃ ৩১৬

ভক্তের আকৃতি

সতেক মো জীব থিব থিবি বৃন্দাবন দর্শন করিবি যাই নন্দর নন্দন । ধু

থিবি চাণ্ডে শ্রামকুণ্ডে করিবি স্নাহান রাধাকুণ্ড পঙ্ক লাগি মথারে চন্দন ।

রাসহলী নিকটে করিবি শয়ন তুণ্ডে হরি ন বোইলে শুভুথিব কর্ণ ।

মাধুকরি ভিক্ষা মাগি বধুথিবি দিন পরিক্রমা করুথিবি গিরি গোবর্দ্ধন ।

কহে সালবেগ হীন জাতিরে যবন শ্রীরাঙ্গা চরণ তলে কহ মোর মন । ৭

ও. সা. প. ১ম খণ্ড, সং ১, পৃ ৩১৭

রাগ—আসোয়ারী। তাল—উড়িয়া খেমটা

[শ্রীশ্রীগঙ্গাধ পক্ষে]

হের হো নীলগিরি-রাজহি ।

সুভদ্রা বলরাম, সঙ্গে অতুপাম, সিনান মণ্ডপ মাঝ হি ॥ ধু

শঙ্খ ঘণ্টা কাসী বেণু বাঁশী বাঁশী, মধুর হৃন্দুতি বাজন্তি ।

সেবাতি পড়ারী ঘট ভরি বারি, চারউ তাকঙ্ক মাথন্তি ॥

জয় জয় ধনি, স্বর নর মুনি, স্তুতি নতি প্রণিপাত হি ।

শ্রীমুখ চন্দ্রকু, সৌরভ আউছ, গজেন্দ্র বেশউ আপহি ॥

জয় যত্ন পতি, তিন লোক গতি, বহু উপহার ভোজন্তি ।

মণি কোটা চলে, সালবেগ বলে, দেব নারীগণ নাচন্তি ॥ ৮

পদকল্পতরু, সং ১৫৪২ ; ব্র ৪, পৃ ২৪ ; মু. ক. প. সং ২, পৃ ৪১

১৪০. সিরতাজ

বিবিধ

ছুহি সিদ্ধুবা

সই সই কহিতে খাঁখার পিআর বেভার শুন প্রাণ সই রে । ধু

সই সই কি মোর রাঙ্কন কি মোর বাঙ্কন কি মোর হলদি বাটা ।

মনের আওনে বনেতে জাইমু রাখিমু সোআমীর খোঁটা ॥

সই সই গাছে ধরে ফল নারাদি কমল বাহুরে চুসিআ খাএ ।

আক্ষার সোআমী হালিআ গোঁআর শুতিলে সে নিদ্রা জাএ ॥

সই সই বাহার সোআমী রসিআ নাগর সে নারীর কিসের দুঃখ ।

দিনের পাপখানি দিনেতে খণ্ডাইব দেখিয়া সে চান্দ মুখ ॥

সই সই বাপ না মা এরে কি দোষ দিমু রে কুল চাহি দিল বিহা ।

হাতে হাতে ধরি গলাএ বান্ধি দড়ি সাগরে ডুবাইল নিআ ॥

সই সই কি মোর নিশি কি মোর দিশী কি মোর এ রবি শশী ।

ঘরের সোআমী হাসিআ ন বোলাএ মুণ্ডি অপরাধী ছুসি (দোষী) ॥

সই সই ন জানি কি দোষে পিআ মোরে রোষে নিদ্রা জুদএ পিউ ।

কহে সিরতাজে সোআমী উদ্দেশে সহজে তেজিমু জিউ ॥ ১

বা. বৈ. ভা. সং ১০৫, পৃ ৯৭ ; ম. বা. গী. সং ১৮০, পৃ ১২৫ ; মু. ক. প. সং ৭৫, পৃ ৩০ ;

ঐ সং ২০৫, পৃ ৯৬ ; সন্নিধান, ১০২৪ ভাদ্র ও আশ্বিন, পৃ ১৮৩

বা. বৈ. মু. ক. প.—১২



১৪১. সেরচান্দ

দান-লীলা

ললিত

পদ্ম ছাড় ঘরে যাই রে, নিলাজ কানাই । ধু
 মাথায় পসরা করি চলিছ গোপালের নারী কোথায় তোর ঘর বাড়ী ?
 মথুরাতে যাইতে চাহ, কিছু দান দিয়া যাহ, অনাদানে ছাড়িতে না পারি ॥
 হওমু মূই গোপালের নারী, গোকুলেতে ঘর করি, মথুরাতে করি হাট ঘাট ।
 চিরকাল এই পন্থে, না দেখিছি দান লৈতে, আজু কেনে নিরোধিত বাট ॥
 তুমি ত নন্দের স্তুত, কর্ম কর অদভুত, পদ্ম মধ্যে কর বাটোয়ারি ।
 রাজা আছে কংসাস্থর বড়াই করিব চুর, পাছে দোষ না দিও আমারি ॥
 হীন সেরচান্দের বাণী শুন রাধে ঠাকুরাণী, ভজ গিয়া কানু গুণসার ।
 তরিতে পাতকী লোক, না ভাবিও মনে দুখ, কানু বিনে গতি নাহি আর ॥ ১
 বা. বৈ. ভা. সং ১০৬, পৃ ৯৮ ; ব্র ৩, পৃ ২৭ ; ম. বা. গী. সং ১২১, পৃ ৮০ ; মু. ক. প. সং ১৩০,
 পৃ ৮২

১৪২. সৈয়দ আইনদ্দিন

রূপাস্থরাগ

মালগী

ধোস না লাগে মোর গৃহের বেভার । রাজপন্থে ননদিয়া দিছে আখি ঠার ॥ ধু
 একেত চিকন কালা আর বিনোদিয়া । ঠমকে মোহিত কৈল অবলার হিআ ॥
 তড়িত চমক জিনি ঐরূপ ভঙ্গিমা । অরুণ নিন্দিয়া আছে অধর রঙ্গিমা ॥
 কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে ধৈর্যজ ধরিয়া । গোপত মন্দিরে নাগর লঅত বরিয়া ॥ ১
 ভা. ১৩২০ কার্তিক, পৃ ৭০১ ; ম. বা. গী. সং ৩২, পৃ ২১ ; মু. ক. প. সং ৫, পৃ ৪২

অভিসার

মল্লার

নাইহরের বন্ধু রে দেখি আজু কেনে মান । এ বুক বিদরে দেখি মলিন বয়ান ॥ ধু
 মুখে মুখ দিয়া পতি করিছে শয়ন । তিলে তিলে ননদী জাগএ গুরুজন ॥
 এ মেঘ আন্ধার রাত্রি গহন প্রবেশ । হাতে প্রাণ লই আইলু' কিকহিমু বিশেষ ॥
 কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে পছ'নিঠুরিয়া । আজু পতিপাইলে সে নাদিমু ছাড়িয়া ॥ ২
 মু. ক. প. সং ১৭০, পৃ ৮৬

অভিসার

মাধবী

বিনোদ, আজু যাও ঘর । তোমারে খাইব সাপে বন্ধু, কলক রহিব মোর ॥ ধু
উঠানেত হাটু পানি সন্মুখে গড়খাই । সোনা হেন বন্ধুআ রাখিমু কোন ঠাই ॥
ঘরে থাকে থলুআ কুকুর চৌদিকে মান্দার । কেমনে হইব বাহির বন্ধু,

ঘরেতু আমার ॥

ঘরেত জঞ্জাল রে বন্ধু আর বাপ ভাই । মাঝিআলে শুতিআছে ভগিনীআমাই ॥
কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে মন কর শান্ত । এক চিত্তে প্রভুভাব মিলাইব কান্ত ॥ ৩

ব্র ৩, পৃ ১৪ ; মু. ক. প. সং ১৬৯, পৃ ৮২

মিলন

দেশকারী

বৃন্দাবনে রাধা কাহ্ন রঙ্গের বন্ধিআ । চল রে সখী সব রূপ দেখি গিয়া ॥ ধু
তুমি ত চিকন-কালারূপেতে মোহন । কনক-বরণ-রাধে মিলিছে আপন ॥
রাধা বালা নব শশী কাহ্ন পূর্ণ চান্দ । একি অপরূপ দেখি চান্দের উপরে চান্দ ॥
রূপেতে নৈরূপ বৈসে রূপে অরূপাম । রূপ না থাকিলে কার রাধা কাহ্ন নাম ॥
কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে হেরি রূপ পূর । সব রূপ একই রূপ রূপ কি মধুর ॥ ৪

ব্র ৩, পৃ ১৩ ; ম. বা. গী. সং ১৩৭, পৃ ১১৩ ; মু. ক. প. সং ১৮০, পৃ ৮৮

মাধুর

বামকেলি

মরম দগধে প্রেমবাণে । বন্ধুগারে শরীর ভেদিল কামবাণে ॥ ধু
তোমা সঙ্গে করি প্রেম, হারাইলাম জাতি ধর্ম, আর মরি লোক পরিবাদে ।
তোমা কি কহিব বন্ধু, আমার কপাল মন্দ, কি করিলা অই দীননাথে ॥
তোমার কঠিন হিয়া, ভজ নানা নারী লৈয়া, কোথা গেলা বসি রৈহু আমি ।
পালঙ্ক সাজাই নারী, জাগিয়া কান্দিয়া পুড়ি, নিশি গেল না আসিলা তুমি ॥
কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে, প্রভু ভাব রাত্র দিনে, মায়া জালে না করিও হেলা ।
আমারে অনাথ করি, তুমি যাও মধুপুরী, আর কি পাইব তব মেলা ॥ ৫

বা. বৈ. ভা. সং ১০৭, পৃ ২৮ ; ব্র ৩, পৃ ১২ ; ম. বা. গী. সং ১৭৮, পৃ ১২০, ঐ সং ২৪২,
পৃ ১৬৮ ; মু. ক. প. সং ২০৭, পৃ ২৭

বিরহ

রাগ পাহিড়া

মলআনিল বন্ধুতে কহিঅ পরণাম ।

জাইতে না পারি ভরে রিপুগণ আছে ঘরে দগধএ হিষা বাণ কাম ॥ ধু

সোআমী দুর্জন অতি শাস্তি চঞ্চল মতি দেঅরিআ বড়ই চতুর ।
 ভাই খন্তরে ন বাসে ভাল জালের বিষম জাল নিতি কহে বচন কঠোর ॥
 সতিনী বিসাল অতি ননদী চাণক্য ভাতি নেপুর আছএ মোর পাএ ।
 পদ অহুসারি জবে সুনাকুনি বাজে তবে কোলের ছাবাল কান্দে রাএ ॥
 জদি বন্ধু আইস এথা বিরলে কহিমু কথা খণ্ডিব মনের দুঃখের ভার ।
 ছৈঅদ আইনদ্দিনে কহে কিরূপে জীবন রহে সজ্জন বিচ্ছেদ হএ জার ॥ ৬
 ভা. ১৩২৩ কাতিক, পৃ ৭৩৪ ; মৃ. ক. প. সং ২৩০, পৃ ১০২

অনুরাগ

দীপক

রূপের নিছনি যাই । রসিয়া নাগর বন্ধু কি দিলে জুটাই । ধু
 যবে ধরি দেখিয়াছি নাগর সুন্দর মনসিজে তহু প্রাণ কৈল জর জর ।
 তরুয়া কদম্ব তলে মোহন ভঙ্গিমা নানা রবে পূরে বাঁশী দিতে নাহি সীমা ।
 কহে সৈয়দ আইনদ্দিন পূরিব আরতি শাহ আকবরের পদে করএ ভকতি । ৭
 মৃ. ক. প. সং ৬৪ ; পৃ ৫৮

নৃত্য

রামক্ৰিয়া

সই, দেখরে রঙ্গ কেলি । এ নাট মন্দিরে নাচে রাধা বনমালী ॥ ধু
 খেলে রাই কাহু মিলি দুই তহু । সেই রূপে উজলএ জিনি কোটি ভাহু ॥
 খেনে খেনে শ্রাম নাগর গোকুলে ব্যাপিত । শ্রামরূপ হেরিআ রাধা হরষিত ॥
 কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে আনন্দ কথা । শুনিতে শ্রবণে সুখ গাও যথা তথা ॥ ৮
 প্রাচীন পুথির বিবরণ, সং ৮২, পৃ ৫২ ; ভ ৩, পৃ ১২ ; মৃ. ক. প. সং ৪, পৃ ৪১, ভ্রমং ১৮১, পৃ ৮২

১৪৩. সৈয়দ আকিল

বিবিধ

ও আমি পাইলাম না গো আমার বন্ধুরে মানাইতে ।
 তোমরা নি যারায় গো সখি, কদম তলায় ফুল পাড়িতে ॥
 আর দারুণ চাম্পানাগেশ্বর ফুল ফুটে গো ডালে-ডালে ।
 বা' আল্লা, ফুটে গো ডালে-ডালে । *
 ওরে, রাহিত অইলে হায়রে ফুল লুকায় পাতে-পাতে ॥
 আর দারুণ বলওয়া ফুল ফুটে গো নিশা কালে ; বা' আল্লা ফুটে গো নিশাকালে ।
 আর তার লাগি' কতেক রইছইন ফুল গাছের তলে ॥

আর সৈয়দ আকিলে কইন ফুলের তলে বইয়া ; বা আল্লা ফুলের তলে বইয়া ।
সারা নিশি প'র গো দিলাম ফুলের লাগিয়া ॥ ১

ক্রী. লো. স. সং. ২২১, পৃ ১৮৫

১৪৪ সৈয়দ আলী

দেহতত্ত্ব

গৌর আজ্জায় বিচারিলে পাইবায় তার দরশন ।
এই তনে ছাপিয়া রইছে সেই রতন ।
কিতাব কোরাণ পড়ি না পাই তার দরশন ।
'ওজ্জিকা'তে শুদ্ধ বচন চিন্লাম না রে অজ্ঞান মন ।
থানা পানি খাইয়া থাকে নিশাভাগে হয় চেতন ।
রূপের ঘরে রূপ জলতেছে বিনা চক্ষে দরশন ।
কহিল ফকির ছৈয়দ আলী জিতে না হইল মরণ ।
আঠার মোকাম ধুড়ি ত্রিপুরিতে দরশন । ১
বা. বৈ. ভা. সং ১০৮, পৃ ৯২ ; রাগ মারিকত, ১ম ভাগ, সং ৩০, পৃ ১২

১৪৫ সৈয়দ জহুরুল হুছেন (জহুর)

বাউল

রাগিণী-সিঁহিট, পুরবী তান

অকলে ঢাকিয়ে রূপ বিরাজে ঘরে ঘরে ওলো সখি নেহারি মিহিরে ।
মান আরাক নকছাহ, ফাকাদ্ আরাক রাব্বাহ,
ভাবে ভাবে জানতে পারলে, চন্দ্র ফুটে অন্ধকারে ।
ধুড়িলে বন্ধুরে পাবে, এমনি ধন কি নিয়ে যাবে ?
প্রথমে তালাশ কর, মোহাম্মদী ঐ হুরে ।
রসিক চাঁদের হাটে যাবে, তখা মাথাটি মুড়াবে,
ছেতার বাজার কল শিথিয়ে, ছুলতান পুরের চলবে পারে ।
দুব্বীনেতে ধ্যান ধর, রেখা টাইনে ছবি কর,
প্রেমানন্দে প্রাণ ভরিয়ে, প্রাণের প্রাণ আন ঘরে ।
নানা বর্ণে বর্ণমালা, তমাল তরু চিকন কালা,
বলরে ওমন আল্লা আল্লা, পাষণ গলে নামের জোরে ।

দিগ দিগন্তর পরকাশি, দেখা দিবে পূর্ণ শশী,
অচক্ষিতে আগ্নেয়গিরি, দিবে যে আলো করে ।
সে অগ্নিতে হৃদয় মণি, সাধন কর তব জানি,
চিত্তে হয়ে চিন্তামণি, যত্ন করে পূজ তারে ।
সে বিনে আর সব যাছ, ধূকাবাজি আছে শুধু,
বন্ধ হয়ে মিছা মায়ায়, মজ না মন যাছঘরে ।
জ্বল হৈল বন্ধু হারা, গলে রশি জীতে মরা,
ভাবে ভাবে তত্ন সারা, আর জানি কি আছে পরে । ১
জাওয়াহির, সং ১১, পৃ ২

রাগিণী—খাছাজ, ফিরোজী তান

বাউল

আমার মন মজরে ঐ মোহন বাঁশী রবে, দিন বামিনী বাজে বীণা আমি তার
হব কবে ?
আকাশে পাতালে সত্য এক ডুরির বাঁধা, যার চিত্তে প্রেমনাই শূন্যে লাগে ধাঁধা ।
কত মতে বলিরে মন উত্তর তব নাই, চোর আসি প্রবেশিলে মানিক রবে নাই ।
নব রঙী কোঠা দেখ আছে সারিসারি, কি মতে খুলিব তালা বুদ্ধিতে না পারি ।
নক্ষত্র ও থকী কলব্রহ্ম লতিকার ধনি, সত্য নামে খুলে যায় কিতাবে বাথানি ।
মাহুয জনম গেল মোর অবহেলে চলে, বংশী ধনি শুনি তারে ধর গিয়ে গলে ।
ইছবাতের বাজারে তারে ধর বিচারিয়ে, প্রেমানন্দ যেবা হয় ধরে তারে গিয়ে ।
দীনহীন জ্বরে বলে একি পরমাদ, বামনে ধরিতে চাও আকাশের চাঁদ । ২
জাওয়াহির সং ৮, পৃ ৬

রাগিণী—হাথির, কানেকা তান

বাউল

ওলো সজনী সে ত সন্নিধানে, চুপি চুপি-বাজাও ভেরী, বাজাও বন্দাবনে ।
দমকলে মুরারী টান হাকজ দমভরিয়ে, কলুটিপিয়ে কল্পনাতে ভাইনেবায় আনে ।
হৃদবিণেতে ধ্যান ধর গুল্বন খেছিয়ে, আবজলালে মারে বৈটা দীলদরিয়ায় টানে ।
স্বরধুনী তীরে বাতি কিরণের ছটা, হৃদয় উদয় কর পূর্ণমাসি টানে ।
দম ভরিয়ে দম সাধনে চিত্তে হও চতুর, যমুনাতে কাষ্প দিয়ে ধৈর্য ধর আসনে ।
আসনেতে শুদ্ধমতি হৃদবিণ হেরিয়ে, হার্ষবেহালে উদ্বৈগুণে উদ্ভিত হয় হৃদ-গগনে ।
দীনহীন জ্বরে বলে শুদ্ধ হও মনে, ফাদ পাতে চাঁদ ধরে দেখ নির্মল নয়নে । ৩
জাওয়াহির, সং ১০১, পৃ ৮৬



রাগিনী—কৈদার, মনোহর সাই তান

বিবিধ

কংসের পীরিতে দিন গেল ওলো সজনী নন্দের ভক্তনে দিন গেল ।
 কল্‌মা পড় কল্‌মা দড় শুনিতে মধুর, কল্‌মার অন্তরের ধন আছে বহু দূর ।
 নমাজ পড় রোজা রাখ জগতে মান্তর, নমাজ মেরাজ হনে আমি বৈতু দূর ।
 না ভজিলাম পীর মুর্শিদ না চেন্‌লাম আমান, ছথরাত হুমণ ঘাটে লুটিব ইমান ।
 অন্ধকার ধন্ধকার গোরের মাঝারে, মনকী নকীর বাবে ছুদালের তরে ।
 কেনরে অবোধ মন রহিলে বসিয়ে, মাথার বেড়ী পা রাখিয়ে দিনত গেল গয়ে ।
 জহর বলে ছাড়ে দাও নন্দের বাসর, নামে প্রেমে মাথাইলে তরিবে হাশর । ৪
 জাওয়াহির সং ৮৩, পৃ ৭০

রাগিনী—পরজ, কানেংড়া তান

বাউল

কামিনী বৃন্দাবনে মোহ লোভে করে খেলা আমার মন পাখী হৈলরে হরবোলা ।
 কখন বধু কখন সাধু, কখন ভূতের চেলা,
 দিন যামিনী ভূত বেগারে মন করে উতলা ।
 কখন পানী কখন বহি কাম সাগরে মেলা ।
 বেদ-বেদান্ত আদেশ মানা করে অবহেলা,
 বারে বারে ডাকি তারে, পিঙ্গর রাখে খোলা,
 দিগ-দিগন্তর উড়ে চলে আঁখি না রাখে মেলা ।
 গেলে পাখী আয় না ফিরে এ কি বিষম জালা,
 দিলু দরিয়ায় ডুব দিয়ে দেখ বন্ধ চাবি যায় খোলা ।
 কপাট খোলে নয়ন মেলে দেখরে রঙের খেলা,
 জহর বলে রঙ-মহলে, বাজে কেবল একতালা । ৫
 জাওয়াহির, সং ৪১, পৃ ৩০

রাগিনী—বেহাগ, কানেংড়া তান

বাউল

কেন পরিহর অনাথেরে বা মনের স্বামী, কেন পরিহর অনাথেরে ।
 আমি যখন কিছু নয়, তুমি মন মহাশয়, ভেঙ্কি দিয়ে জগত ভূলাও ।
 আমি তোমার পালা পাখী, যথা রাখ তথা থাকি, তবে কেন অপরাধী আমি ।
 এক হস্তে ফেলিয়ে দেও, অন্য হাতে কোলে নেও, যাছবাজি বুঝিতে সংকট ।
 তোমার হাতে মহামারী, টান পড়িলে রৈতে নারি, তবে কেন রহিলে অন্তর ।

ওহে নাথ আইব শূণ্য, একথা সকলে গণ্য, গোকুলেতে রাধা কলঙ্কিনী ।
হারেজহর ইয়াহবলবুল, লীলাতে ঘটাইল গোল, রাজি নারাজিতে ভাল মন্দ । ৬
জাওয়াহির, সং ৪১, পৃ ৩৯

রাগিনী—ভৈরবী, কানেংড়া তান

বাউল

কেন বসিয়াছ বিরহেতে বা নন্দের স্তত, কেন বসিয়াছ বিরহেতে ।
হাতে পরা সোনার বালা, গলে শোভে মোহন মালা,
পদে ছপূর করে ঝুহর ঝুহর । (বা নন্দের স্তত)
কার কামে মজিয়ে এথা, বেহার কর যথা তথা,
ইষ্ট-কুটুম ত্যজিয়ে সকল । (বা নন্দের স্তত)
ঘরে বধু রূপসিনী, সাজে আছে দিন যামিনী,
পূর্ণচন্দ্র গগন মোহন । (বা নন্দের স্তত)
চোখ থাকিতে দিনের কাণা, বাহু কেত্রে আনাগোনা ।
চাইলে নারে কাঞ্চন মালা রূপে । (বা নন্দের স্তত)
বনে থাক আগর মাখ, রিপু-কুল সঙ্গে রাখ,
সংহারিব অযোগ পাইলে । (বা নন্দের স্তত)
ছেতারে ধরিয়ে তার, তারে তারে কর সার,
বাজলে পরে ঘুচিবে সংকট । (বা নন্দের স্তত)
দীনহীন জহর মাত্র খালি, সৈয়দ ইজাবত আলি,
পিতা তার মধুপুরে ঘর । (বা নন্দের স্তত) । ৭
জাওয়াহির, সং ৪২, পৃ ৪১

রাগিনী—মালকোব, পূরবী তান

বাউল

চল গো, সজ্জনী যাই ঐ শ্রীবৃন্দাবনে, পুষ্প-মালা গলে দিয়ে দেখব রে ছ-নয়নে ।
ত্রিবেণীতে বহে ধারা দেখতে চমৎকার, কি রে শুন্তে ভয়ঙ্কর,
ওগো, পাড়ি দিলে মিলে পদ যাইতে গোলেস্থানে ।
গোলেস্থানে গোলাব মালা, উলটু কলে ধরেছে,
ওগো কোটি কোটি পাপড়ি মাঝে, ভ্রমর আছে আসনে ।
উলটু কমল পুষ্পলীলা, ফুটলে হবে হাল বেহাল,
ওগো, ধরতে গেলে না দেয় ধরা, ওম্ হয়ে যায় আপনে ।
মণির হাতে পুষ্প মালা ওঙ্ চমৎকার তাতে গন্ধ মনোহর,

ওগো ফুল ফুটিলে জিকির জপে, দমে হাজার জবানে ।
 মুর্শিদ বাণী দমে হাজার যে সাধু পুরাবে,
 ওগো, উলট কমল ফুটে গিয়ে পূর্ণ-চন্দ্র গগনে ।
 লক্ষ লক্ষ পুষ্প মালা পইরিবে ত সে জনে,
 ওগো, রাজা বাদশা বুঝতে নারে বুঝবে প্রেমিক স্বজনে ।
 অধম জহুরে বলে প্রেম করা সামান্য নয়,
 ভাবের মুগ ধরা গেলে অসি চালায় গর্দানে । ৮
 জাওয়াহির, সং ১১৩ ; পৃ ২৮

রাগিনী—ভৈরবী, কুরঙ্গী তান

বাউল

ডুব্ ডুব্বে বাউলের মন, ভাব সাগরে ডুব দিয়ে যা জন্ম মরণ করে পণ ।
 দৃঢ় মনে শক্ত ভাবে প্রাণ করিলে সমর্পণ,
 ভাবে ভাবে ভাবের পুতুল হবে তোর দরশন ।
 পুতুল খেলায় পুতুল সাজে, বনমালী সাফাতে,
 দেখা দিয়ে গুপ্ত ভাবে গুপ্ত হয়ে যায় সেই রতন ।
 ডুবলে বাঁচে ঐ সাগরে, ভাসলে তোমার হয়না ফল,
 চরণ তরী চড়গে রে মন, ফাঁকি দিবে কাল শমন ।
 মগণ হয়ে চালাও তরী, দিলালপুরের হও বেপারী,
 কলছুম নদীর তীরে গেলে, মুক্তি হবে নাই মরণ ।
 হৃদয় তারে চরণ তরী, গুণ টানিবে নিশিদিন,
 ভাবের বাদাম অহুরাগে, হাওয়ার জোরে হয় বাহন ।
 জহুর বলে মিছা কাজে, দিন গেল মোর ভবের সাজে,
 ডুবি ডুবি ডুব্বে নারি, মিলবে নারে সেই রতন । ৯
 জাওয়াহির, সং ৪৩, পৃ ৩৪

রাগিনী—মূলতান, মনোহর সাই তান

বাউল

তোরা কে কে যাবে গো সজনী বৃন্দাবনে, আমি যাব কালিঘার বংশী তানে ।
 একি হেরি চমৎকার, আলোকে আধারে তার,
 বহুরূপে একাকার, নিশি দিবা বাজে বীণে ।
 ধবুতে গেলে না দেয় ধরা, অধরায় ধরিয়ে ধরা,
 হয়ে যা তুই জীতে মরা, ঐ মোহন বাঁশী সন্ধানে ।

এ ব্রহ্মাণ্ডে আর কি আছে, যা আছে নরর কাছে,
মুক্তি-পদ তোর সদা যাচে, কেন হে রয়েছ অজ্ঞানে ।
কাল শমন আসিবে যখন, ভেরী রবে হবে মগন,
ছাইড়ে দিয়ে যাবে তখন, বেহার তব বীণা সনে ।
জহর সে মুক্তির প্রত্যাশী, বীণার সনে গলে ফাঁসি,
ভাবে কাটায় দিবানিশি, স্থান চায় রাঙা চরণে । ১০

জাওয়াহির, সং ১২৯, পৃ ১১১

রাগিনী—সুখট মল্লার, সারাদ্বী তান

বিবধ

না যাই ও নন্দনীর আলয় ও গো প্রাণ সজনী সখী গো তোর ভাল না পড়িবে ।
রাজপন্থে আছে চোর, চোরা নয় অতি দূর, সন্ধানেতে করিবে হরণ ।
পীরিতভঞ্জে প্রেমলাগায়, অমৃতের গরল মিশায়, ভক্ষণ করিলে অগ্নি হয় নিবারণ ।
অগ্নিতে পড়িলে ছাই, বৃন্দাবনে রবে নাই, পিঙ্করেতে সোয়ার মরণ ।
শ্রামশোক পাখী বন্ধখানা, নামিলে তার খানাপিনা সেখানিতে মৃত জীব পায় ।
দীনহীন জহরে কয়, রাজ-পন্থে মিলন হয় মুর্শিদ-বাণী করিয়ে স্বরণ । ১১

জাওয়াহির, সং ৮২, পৃ ৩৯

রাগিনী—খিঁখিট, পরজ বাহার তান

বাউল

প্রাণ কঁাদে প্রাণ বন্ধের লাগিয়ে, দিবা নিশি ঝুরে মনে বসিয়ে ।
নিকুঞ্জ মন্দিরে থাকি, যেমন পিঙ্করের পাখী গো,
ও গো, ছুধ-ছান। সাক্ষাতে আছে, প্রাণত গেছে চলিয়ে ।
শিকল পাখীর মত মন, সদায় করে উচাটন গো,
ওগো, শত শত তীরের কল, হৃদে আছে বিদ্ধিয়ে ।
নাই আশা নাই ভরসা, পিঙ্করে সদায় বাসা গো,
ওগো, কোন কলে যমুনায় যাব, কুস্তুরী সঙ্গে নিয়ে ।
রূপ-সিদ্ধ যমুনার জলে, যাইতে হবে কি কৌশলে গো,
ওগো, সব সখী সাঝে আইল, মুহূর্ত বৈরু ভুলিয়ে ।
যে সখী যমুনায় গেল, পূর্ণ জন্ম তার হৈল গো,
ওগো, আমানিশি দেখে শশী, চক্ষুতে ছুব্বিণ বাধিয়ে ।
ছুলতানে নাছির। আর, মোকামে মাহমুদ তার গো
ওগো, পলখে ভ্রমণ করে, ফিরে আসে চলিয়ে ।

দীনহীন জহুরে কয়, প্রেম বারিতে মিলন হয় গো,
ওগো, বালুচরায় কসল হয় না, দিনত গেল মোর কাটিয়ে । ১২
জাওয়াহির, সং ১০২, পৃ ২৪

রাগিনী—আশোয়ারী, বিভাগ তান

বাউল

প্রেমানলে অঙ্গ জলে ভাবে ভাবে প্রাণ যায় ওলো রাই চল যাই নদীয়ায় ।
তমাল-তরু-চিকণ-কালী, বংশী স্বরে দ্বিগুণ জালা,
ঘরে অরি কুজারাগী, অঙ্গ জুড়ে বিমে ছায় ।
চল মধি দেখি জলে, কুস্ত বাধে দিয়ে গলে,
নিদাগেতে দাগ লাগায়ে, চিত্ত চোরা কোথা যায় ।
নদীটির সোত উজান চলে, জল ভরিও দমের কলে,
যতনে রাখিলে তারে, পূর্ণ-চন্দ্র দেখা পায় ।
এই নদীর নাই জোয়ার ভাটা, সোজা রাখ মনের কাটা,
এক মনেতে দু'মন দিলে, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় ।
কাল নদীতে গেল যারা, সেই নদীর জল পায়না তারা,
চক্র-খেলায় দিন কাটিয়ে, বালি-চরা দেখতে পায় ।
জহুর হৈল ছুঁ মতি, ভুল পড়ে তার মনের গতি,
কখন বালি কখন পানী, কণে কণে দেখতে পায় । ১৩
জাওয়াহির, সং ২১, পৃ ১৭

রাগিনী—জয়ন্তী তান

বাউল

বল গো সজ্জনী আমায় কে ডাকে, হৃদ মন্দিরে শব্দরোল নিশিদিন থাকে থাকে ।
পরম যতন করে, দিন যামিনী ডাকে মোরে,
কুজারাগী মস্ত দিয়ে, দিন কাটিল ফাঁকে ফাঁকে ।
কংস বংশ চতুর্দিকে, দিবানিশি পাড়া থাকে,
উত্তর দিতে বংশীর স্বরে, বিষ ঘটায় বাকে হাকে ।
মোহ লোভে করে রোল, সেই ডাকে পড়িল গোল,
গুণগোলে দিন কাটিয়ে, কাজ কি হবে সন্ধ্যা ডাকে ।
হারে জহুর হও খবরদার, খড়ি মাটি এ সংসার,
ছেতার বাজাও তারে তারে, উত্তর দাও তার যে জন ডাকে । ১৪
জাওয়াহির, সং ১২, পৃ ১৭



রাগিনী—দেবকিরী, মুলতান তান

বাউল

বল গো মজনী হেন কি শুনি কানে, মোহন স্বরে উদাস কৈল ঐ শ্রীবৃন্দাবনে ।
 কে বাজায় কোথা বসে, চল সখী ছদ্মবেশে,
 গেলে পাব কোন দেশে, হারা হলেম মন প্রাণে ।
 হু-করে ধরিয়ে বীণা, বাজায় কেবল তানা না-না,
 ভাবে কিছু না যায় জানা, খুঁজলে মিলে কুঞ্জবনে ।
 আলিক-লাম রা-র সনে, ঢোঁড় বীণী মন প্রাণে,
 টাইনে আন ধ্যানে ধ্যানে, পরশিবে মহাপ্রাণে ।
 আলিক্, দাল, মিম নগরে, বাজে ভেরী ঘরে ঘরে,
 চতুর হয়ে যে তালাশ করে, তবু পায় মুর্শিদ সন্ধানে ।
 হারে জহর পন্থ-ভোলা, হয়ে বা মোহন চেলা,
 নামে প্রেমে গলার মালা, রাখে দেখ ছ'নয়নে । ১৫
 জাওয়াহির, সং ৯৯, পৃ ৮২

রাগিনী—বেহাগ, বাগেশ্রী তান

বাউল

বীণী ফুঁকে মনচোরা, নাম ধরিয়ে ডাকে বীণী আলিক-লাম-রা ।
 বাজে বীণী মন উদাসী কদম ডালে লীলা,
 সঙ্কত জানি বংশী ধ্বনি, ধর-গে'লো মই তরা তরা ।
 টল্ টলাটল করতু অটল, আলিক্ লাম মিম,
 দালে লামে বাধে কামে, মুর্শিদ বাণী করতু সারা ।
 তিন তারে গোরান্ন ঘুরে, চালাও তরী ভাব সাগরে,
 ডুব দিয়ে যা অতল নীরে, দেখবেরে মুখ হাসি ভরা ।
 লুপ্তাকারে ঐ সাগরে, ছুলতানগঞ্জে যাও বেপারে,
 যুগে যুগে যোগ করিলে, অধর চাঁদে দিবে ধরা ।
 হৃদয় তারে স্বধাকরে, বাধরে ও মন শূন্যভরে,
 নয়নে টানিয়ে বাণে, নিশান কর মনচোরা ।
 হৃদ মন্দিরে মিহির করে, যে রসিকে সাজন করে,
 লুঠে মধু যে হয় সাধু, পায়না যারা বচন-চোরা ।
 জহর বলে হৃদয় তারে, বাজাও বাজাও ভাব ছেতারে,

বাজলে পরে দেখবে ওরে, কোথা আছে মনোহরা । ১৬

জাওয়াহির, সং ৫৭, পৃ ৪৫

রাগিণী—পুরবী, মুরট মল্লার তান

বাউল

বাঁশী বাজলে কি আয়রে শশী, বংশী ধ্বনি শুনেলে আসে হয়ে মন উদাসী ।
 বাঁশীর মূলে হৃদয় খুলে, কান পাতিল যে জনা,
 শুনে ধ্বনি মাবুদ্ গণি, কেবলমাত্র শূন্যে বসি ।
 ডাকে বাঁশী শূন্যে বসি, জগজ্জনে বেরিয়ে,
 প্রাণটি খুলে উত্তর দিলে, গলে লাগে তার ফাঁসি ।
 মন-চোরা দিবে ধরা, ঐ মোহন বাঁশী রবে,
 বাঁশীর গতি হয়ে পাখি, উলট কর কালনিশি ।
 নিগূঢ় ঘরে হৃদ মাঝারে, বাজাও ভেরী যতনে,
 করলে যতন মিলবে রতন, দেখবে রে কালশশী ।
 নক্ছ কল্ব নিকাল তার রব, ধ্যানে মনে বসি,
 মন বে-খেদে আপন বেঁধে, মিলবে নারে বনবাসী ।
 বাজাও বাঁশী মন উদাসী, মুশিদ চরণ সেবিয়ে,
 সেবলে তারে মিলবে ওরে, প্রেম করিতে ব্রজবাসী ।
 জহুর কয় তোর মূলে দেখ, শুকনা মাটি হয় কি পেক,
 মন টলানি মিছা বাণী, মিলবে নারে বনবাসী । ১৭

জাওয়াহির, সং ৫৯, পৃ ৪৭

রাগিণী—ইমন ভূপালী, কানোড়া তান

বাউল

বেশ ভূষণে সজ্জা করে পাড়ি দিতে যমুনারি পারবে না রে মনা বেপারি ।
 স্বরধুনী তটে ঘাইতে, গরল ছাইড়ে সরল হৈতে
 কাজ কিরে তোর একতার ছ-তার, দস্তপান্না আর জটাধারী ।
 কথায় কথায় শ্লোক বলে, রশি ফেলে লোকের গলে,
 ত্রিশ অক্ষরের মর্ম বলে, কাজ করিল দাগাদারী ।
 উত্তর দিতে চাতুরালি, অন্তরে তার কেবল খালি,
 শরীর ছকুম সকল ফেলি, দীর্ঘ কল্কি হাতে ধরি ।
 ঠকাতে পুলিশের ভরে, ঢং ধরিল তরে তরে,
 মোকামে মোকামে ঘুরে, কৃষ্ণ জুলা অঙ্গে পরি ।

যে যে কার্য শাস্ত্রে মানা, বলে এসব হালাল জানা,
কিছুমাত্র নাই মানা, আপনা বেগ্না সমান করি ।
দেখরে জগতের স্বামী, সেইত আছে অন্তর্যামী,
তোমার যত বিপথগামী, নিমিষে যায় বরাবরি ।
গরল ছাড় সরল ধর, অন্তর বাহার সমান কর,
আপন স্বার্থ মূলে মার, পার হৈতে যমুনারী ।
জহরল ছছনে কয়, শরা ছাড়া মারফত নয়,
নমাজ রোজা করে আদায়, শিখে লওরে দোকানদারী । ১৮

জাওয়াহির, সং ৬৩, পৃ ৫১

রাগিণী—সিন্ধু ভৈরবী, বিভাষ তান

বাউল

বৃন্দাবনে কে টানে মুরারী ওলো সজনী বৃন্দাবনে কে টানে মুরারী ।
মোহন স্বরে বাজে বীণা, শুন্তে মধুর তানা না না,
কে-বা বাজায় আমার সাক্ষাতে । (ওলো সজনী)
আমি যদি জানি আগে, ভেরীটি ধরিত রাগে,
তবে বংশী হৈত আপনা । (ওলো সজনী)
সরল বাশের বীণী, তার সনে আছে শশী, তার তানে বৃন্দাবন হৈল প্রকাশ ।
দিন যামিনী বুঝে মরি, হৃদয় পিঞ্জর করি, কোন সন্ধানে হবে পরিচয় ।
কোন নাম জপে বীণী, বাধিল মোর গলে কঁাসি, না পাইল তার উদ্দেশ ।
ত্রিবেণীতে জপে নাম, অজপা তাহার কাম, পরিচয় মুর্শিদ সন্ধানে ।
বলে জহরল ছছন, ভাব-বীণা বাজাও সাধুজন, অন্ধকার হইবে বিনাশ । ১৯

জাওয়াহির, সং ৬৪, পৃ ৭১

রাগিণী ভৈরবী, মনোবল্লভ তান

বাউল

ভাবে ভাবে ভাবের খেলা হবে ঐ কুঞ্জবনে, গো প্রাণের সজনী,
গোপালে রাখিও সবতনে ।
গোপাল কোথা আমি কোথা, পড়ে রলেম যথা তথা,
কংস আসি বসিল সাক্ষাতে । (গো প্রাণের সজনী)
কংস রাণীর ধ্বংস চিত, বসিল গাইতে গীত,
মোহন স্বরে পোষিল যামিনী । (গো প্রাণের)
নাতিন আমার সঙ্গত, হাসি খুসী অবিরত,

থেমটা তালে হৈল মাতোয়ারা । (গো প্রাণের সজনী)
 নাতিন আমার রসের মাদুর, হেছ কা টানে নেয় কতদূর,
 পুষ্প রেণু দেয় মুখে ঢালি । (গো প্রাণের)
 গোপাল হেথা বন্ধখানা, না মিলে তার খানাপিনা,
 শ্রাম পীরিতে ঘটিল জঞ্জাল । (গো প্রাণের)
 গোপাল আমার সঙ্গ সাথী, তা' বিনে মোর নাই গতি,
 হরে নিল কংসের পীরিতে । (গো প্রাণের)
 বেলা গেল সন্ধ্যা হৈল, গোপাল সব হারে গেল,
 আমি রাখাল চলিছ একেলা । (গো প্রাণের)
 মহাজনে জিজ্ঞাসিব, উত্তর তার কি বলিব,
 লাভে মূলে ভরা হৈল তল । (গো প্রাণের)
 জহর হৈল লক্ষীছাড়া, ফসল ক্ষেত্রে না দেয় বেড়া,
 লোঠে নিল শূকরের দলে । (গো প্রাণের) ২০

জাওয়াহির, সং ১৭, পৃ ১২

রাগিণী—বেহাগ, হাথির তান

বাউল

মনে বুঝে নারে কি হৈল প্রমাদ নিশিদিন শুনতে চায় কংসের সংবাদ ।
 কংসরাণী কুলনাশিণীগোয়ালিনী সনে, বাড়িল নাগরের পীরিত টপকাবাজা গানে ।
 বারেবারে নিবেদিতায় প্রবোধনাহি মানে, টিকিতে না পারে ঘরে, দৌড়ে হেছ কাটানে ।
 কাম কামিনী মদন বাণে নিয়ে যায় তারে, আহা বিহার করে যশোদা মন্দিরে ।
 দিন যামিনী ঘুরে ফিরে নাহি লয় স্থিতি, অকস্মাৎ আসি তার ঘটিবে দুর্গতি ।
 স্বদেশ বিদেশ কিছু না রাখে খবর, বিদেশীর সনে পিরীত করিল বিস্তর ।
 কোথা ছিল কোথা আইল কেবা নিব হরি, অহরহঃ করে কেবল ভুতের বেগারী ।
 জহর বলে পাগল ধর পাগল হৈয়ে, বাউলের বেড়ী আন তালাশ করিয়ে । ২১

জাওয়াহির, সং ৬৪, পৃ ৫২

রাগিণী—লুম, বাখাজ তান

বাউল

মুক্তি আছে স্বরধুনী কূলে বা কালিয়ার কাছ মুক্তি আছে স্বরধুনী কূলে ।
 গঙ্গা ও যমুনার জল, তাতে স্বধা নিরমল, কংস আছে তার পাটে বসি ।
 কুলবধু দেশগোয়ালিনী, আনিতে যমুনারি পানি গেল ঠেকে যশোদা মন্দিরে ।
 কংস হাতে নিয়ে বাঁশী, ফুঁকে তারে হাসি হাসি, ভুলায় যত রমণীর মন ।

নন্দিনী রূপসী সনে, বেহার করে সখিগণে, ক্ষণে বসে তমালের তলে ।
 ধন-মান-প্রাণ দিয়ে, অভাবেতে ভাব নিয়ে, কুন্ত নিল জলে ভাসাইয়ে ।
 হায়রে বাউল মম, আসা যাওয়া অকারণ যমুনাতে না হৈল মিলন ।
 দিন গেল সন্ধ্যা হ'ল, মান কুল গওয়াইল, ভাবে বলে জহরুল হচ্ছেন ।' ২২
 জাওয়াহির, সং ৬০, পৃ ৫০

বাউল

রাগিনী—মনোহরসাই তান

মুর্শিদবাগী সত্যজানি, জপরে নাম নিরলে, দমকলে, প্রাণবন্ধের কৃপা নি মিলে । ধু
 তিন তারে চালায়ে থবর, ছয় থানাতে নজর কর,
 পঞ্চঘরে হীরা লাল গাঁথুনী, কিরে হায় হায় হায় ।
 ওগো বিদুবারি স্নান করি, রূপ-সিন্ধুর মিশ গে জলে । (দমকলে)
 জপ নাম শক্ত মনে, নিশিকাল অবসানে,
 দিন রজনী ঐ চরণের আশে, কিরে হায় হায় হায়,
 ওগো নিরানন্দে রাখে তোমায়, দেখবে মনে কি বলে । (দমকলে)
 রূপ-সিন্ধু যমুনার জলে, যার কপালে কৃপা থুলে,
 তাতে মিলে দুইটি নিশান, কিরে হায় হায় হায়,
 ওগো, বিশ্বাসে আশ্রুশ দিয়ে, সত্য মিথ্যা দেখ মূলে । (দমকলে)
 মগন হয়ে চালাও মন, চরণ তরী অলক্ষণ,
 চালাও ভিঙ্গা সুরধুনী নীরে, কিরে হায় হায় হায়,
 ওগো, যেমন তোমার, তেমন হয় তার, সত্য সত্য সত্য বলে । (দমকলে)
 গলে পর প্রেম রশি, দেখবে রে তুই কালশশী,
 হৃদয় মন্দির হইবে প্রকাশ কিরে হায় হায় হায়,
 ওগো, শিশুর মত হৈলেরে মন, যত্ন করে লয় কোলে । (দমকলে)
 জহরুল হচ্ছেনে কয়, মনে কিছু শান্ত নয়,
 সিলেটের তরফে নিবাস, কিরে হায় হায় হায়,
 ওগো, কৃপা মাত্র মনে যাচি, আর শকায়াত রছলে । (দমকলে) ২৩
 জাওয়াহির, সং ৬১, পৃ ৪৯

রাগিনী—ভৈরবী, কানেংড়া তান

যমুনা পুলিনে থাকি, ডাকি নাথ আদরে আয়, হারে প্রাণের বন্ধে না চায় ।
 আমি অতি অপরাধী, চতুর্দিকে আছে বাদী,
 ডাকি তোমায় নিরবধি, নিরাপদে রাখিবায় ।

তোমার আমার হৃদয়ের কথা, কম পড়িলে রতিমায়া,
অকলে ঢাকিয়ে মুখ, ক্রকুটী দেখাও আমায় ।
তুমি আমার মন মহাজন, আমি হেন ঐ ক্ষুদ্রজন,
লাভে মূলে করে পতন, বাকী রৈল মোট জমায় ।
ওহে নাথ কৃপা করি, সকল দোষ অপসারি,
অধম দাস মনে করি, শোধারিয়ে নিবে তায় ।
মণিহারী কণীপারী, আমি একটি জীতা মরা,
আমার ডাকে ফাঁক পড়িলে, ক্ষমা করে নিবে তায় ।
কার বা আছে হৃদ মন্দিরে, পূর্ণশশী কেলি করে,
তালাশিয়ে পাইনা তারে, একি হৈল মহাদায় ।
কর বা না কর পার, মিনতি করেছি সার
যমুনা কূলেতে খাড়া, জহর তোমার ভিক্ষা চায় । ২৪
কাণ্ডগ্রাহির, সং ৪, পৃ ৩

রাগিনী—খাখাজ, পরজ বাহার তান

দেহতত্ত্ব

রাখাল আমার আছে কারসনে রে নগরবাসী, গোপাল আমার রৈল কোনবনে ।
দিনমণি অন্ত গেল মন্দির হৈল খালি
যশোদা আসিবে ঘরে দিল হাতে তালি, (রে নগরবাসী)
আজি গেল কাল গেল হৈল কত কাল
চণ্ডালিনী সনে পীরিত ঘটিল জঞ্জাল । (রে নগরবাসী)
বনে বনে ঘুরে সদা নাহি রাখে ডর
গোট দেখু হারিয়ে পীরিত করিল বিস্তর । (রে নগরবাসী)
ডাক ডাকি করি কত নাহি শুনে কানে
কুলবধু ত্যজিয়ে ঘরে গেল নিগূঢ় বনে । (রে নগরবাসী)
ঘুরে কিরে দিন রজনী আশানেতে বাসা
চিতার সনে করে খেলা জীবনের নাই আশা । (রে নগরবাসী)
গো-পাল হারিয়ে রাখাল গেল অতি দূর দেহাতত্ত্ব বলেদায় দীনহীন জহর । ২৫
কাণ্ডগ্রাহির, সং ৫৩, পৃ ৪২

রাগিনী—জয় জয়ন্তী, দেবগিরী তান

রে কালিয়ার কাহ্ন, নাগরের পীরিত ছাড়ে হাতে ধর বেণু,
অরি সনে বনে যাও দেখু তোমার মনে,

অষ্ট অলংকার পরা আছে তোমার অঙ্গে । (রে কালিদার কাহ্ন)
 দেখু বেণু অলংকার রাখিয়ে কানাই,
 কাম সাগরে স্বাম্প দিল খেলিবারে লাই । (রে কালিদার কাহ্ন)
 খেলনাতে মত্ত হয়ে বেলা হ'ল শেষ, অহুরাগে উঠল বধু আলো শিরের বেশ ।
 বেশরবাশী যথা ছিল নাপায় খুঁজিয়ে, কবলী দেখু গোঠেরবাছুর গিথেছেহারিয়ে ।
 সন্ধ্যাহ'ল গোঠচলিল হাথারব বলি, রাখালসনে গোপালআইল বাছুর রৈলখালি ।
 হারেকাহ্ন কোথা বেণু এ ছিল কি মনে, এমন সোনারবাছুর হারিলে কোনবনে ।
 ভেরী হারি কানাই ঠাকুর হইল অসতী, বাছুর হারিয়ে গেল কংসের পীরিতি ।
 বাজাওবাশী মনউদাসী গণে সর্বক্ষণ বংশী স্বরে বাছুর আইব বলিল ছছন । ২৬
 জাওয়াহির, সং ৮২, পৃ ৭১

রাগিনী—ইমন, প্রসাদী তান

সজনীতোর ভাল নাহয় রীতি, গোপালসনে মাঠেআসি ভাঙ্গিলে পীরিতি । হে
 অঙ্গেরমাধুরী তোর খেয়েছেসব ঘুণে, নাজানি কার প্রেমমজ্জে আছ নিগূঢ়
 বনে । হে
 সখীসনে বেহারকর ধামালী খেলাও, কল্ল-তরু পানে কিছু কিরিয়ে নাচাও । হে
 কালেকালে হবেরে তোর হন্তে গলে বন্ধ, যশোদা মন্দিরে গেলে আখি হুবে
 অন্ধ হে ।
 ভূতালয় ভূতের সনে কর উলামেলা, গোপাল তোমার রৈল কোথা সন্ধ্যা হৈল
 বেলা । হে
 শুনরে সোনা বাজাও বাঁণা অহুরাগের সাথে, দেখু নিয়ে বাড়ী চল যাইও না
 কুপথে । হে
 গোপাল হারিয়ে গেলে হাতে দিব কড়ি, জেলখানায় বাধিয়ে নিয়ে পায়ে দিব
 বেড়ী । হে
 দীনহীন জহুরে বলে মনে রাখ ডর, সামান্য কালের জন্ত মধুপুর ঘর । ২৭
 জাওয়াহির, সং ৭২, পৃ ৬০

রাগিনী—কানেড়া, খুরট মল্লার তান

সজনী রজনীর যোগে, কোন কলে বাজেরে বংশী ধ্বনি,
 কুঞ্জবনে দীপ্তি জ্বালি, বেণী টানে বনমালী, হালিয়ে চলিয়ে পড়ে অবলা নন্দিনী ।
 দশ সখী সঙ্গে আনি, প্রবেশিল কংস রাণী,
 ঘিরিয়ে রাখিল তার, ঐ মোহন বাশী ধ্বনি ।
 কংস রাণীর ধ্বংস চিত, তার যত কু-চরিত,

তালি দিয়ে ভঙ্গ করে ঐ স্তম্ভেরি যামিনী ।
 মুখেতে অমৃত ভরা, অমৃতে গরল ছারা,
 গালেতে ঢালিয়ে বিড়ী, বাশীটি নিল টানি ।
 সখী সনে কংস রাণী, বেহার করে মধুবানী
 পুষ্প-মালা গলে দিল, মুণ্ডেতে পরশমণি ।
 চতুর্দিকে ডংকা বাজে কংস সিংহাসনে সাজে,
 মন্ত্রী সাজাইল তার, ছিল যে কুজারানী ।
 নৃপতি নন্দিনী লয়ে, গঙ্গা ও যমুনা পায়ে, বন্ধ করে দিল পন্থ, ছিল যত তরণী ।
 দীনহীন জহরে কয়, সত্য পন্থ যেই লয়,
 কংস রাণীর বংশ হনে দূর করে তার পরানী । ২৮

জাওয়াহির, সং ১০৬, পৃ ২২

রাগিনী—বাস্তাজ, ভৈরবী তান

বাউল

সারথীলইয়ে তোরনাগর গেল বনে, ওলো দূতী, আজি ভাল নাদেখিল গতি । ধু
 কানাই ঠাকুর বনে গেল হরষিত চিত,
 নগরের নাগরী যত গাইতে রৈল গীত । (ওলো দূতী)
 থেমটা খেয়াল চোঁপা ধামাল দেয় শত শত,
 সারথী করিল তারা অপনার মত । (ওলো দূতী)
 কেহ হাতে কাঞ্চন দেয়, কেহ আনে শাড়ি,
 বধুরে সাজায়ে তারা কিরে বাড়ী বাড়ী । (ওলো দূতী)
 এক সখী উঠে বলে, 'কান্ধ মোর সারথী, প্রলোভনে মজাইব বধুর মুরতি । (ওলোদূতী)
 আরেক সখী বলে, 'কানে শুন বধু মাই, কামিনী কান্ধন বিনে আর কিছু নাই ।
 কানাই ঠাকুর মত্ত হৈল হয়ে বনবাসী, চেয়ে দেখে চুরি হৈল লগুণ আর বাশী ।
 তনার সনে মনার খেলা শোভে হার গলে, চন্দন ছিটায় তারা মূর্তি নিল ছলে ।
 ওহে জহর 'করতু গউর' ছুরবিন হাতে নিয়ে,
 ভাল মতে চায়ে দেখ সব গেছে গয়ে । ২৯

জাওয়াহির, সং ১০৮, পৃ ২৩

রাগিনী—আড়েনা, হাথিরী তান

বাউল

হুঁশইয়ারে, চালাও দাঁড় বাদায় রসি টাইনে ওগো সজনী, সন্ধানে বাঁচাও
 জীবন তরণী ।

আকাই, হ'শাই, শুকাই, ছবাই, বাইছা নিয়ে সাধু,
ভব সাগরে দিল পাড়ি সঙ্গে নিয়ে বধু । (ওলো সজনী)
কাম-ক্রোধ মোহ-লোভ অরি আছে সাথে,
সাধুর হাতে কুলবধু চায় কাইড়ে নিতে । (ওলো সজনী)
এক সখী উঠে বলে আমার নাই সে ডর,
সাধুর কোলে কুলবধু ভাসিব বেশর । (ওলো সজনী)
আরেক দাসী বলে, ঠাকুর দেখনা চাইয়ে, স্তম্ভরীর বস্ত্র নিব উলঙ্গ করিয়ে ।
আরেক ছেলি বলে, আমি আছি বিত্তমান, বধুরে যাইয়ে আমি দিব অপমান ।
কাহুর গলে গজমুক্তাহার করে শোভা, ছিঁড়িয়ে ফেলিল তারা আহা মনোলোভা,
দীনহীন জহুরে বলে শুনরে ও ভাই সাধু,
ভাল মতে চায়ে দেখ কোলে নাই তোর বধু । ৩০

জাওয়াহির, সং ৭৬, পৃ ৩৪

রাগিনী—ভৈরবী তান

বংশী

হেরলো সজনী কদম হেলিয়া, ত্রিবেণীতে বাজে বীণা প্রাণবন্ধু রসিয়া ।
মুই গেল যমুনার জলে, কুন্তটী সঙ্গে নিয়া । (প্রাণবন্ধু রসিয়া)
আচম্বিতে বংশী ধ্বনি গেল হৃদে বিদ্রিমা ।
বংশী না হয় ভেরী না হয় সর্পে দিল ছুয়া,
চলিয়ে পড়ে কাঞ্চনবালা আপনি-আপন হারিয়া । (প্রাণবন্ধু রসিয়া)
উদ্ধা গুণীর সাধ্য কি হয় বিষ নামাইতে ঝাড়িয়া,
যে দিয়াছে বিষের দারু সে যদি না যায় নিয়া । (প্রাণবন্ধু রসিয়া)
তোমার নামে সুরধুনী, উজান চলে নাচিয়া,
যে নামিল মৃতি নিল ঐ নদীতে ডুবিয়া । (প্রাণবন্ধু রসিয়া)
জহুর বলে দিনত গেল ভাবে ভাবে চলিয়া,
জীতে না দেখিলেরে প্রাণ কি ভরসা মরিয়া । ৩১

জাওয়াহির, সং ১৭, পৃ ১৪ ; বা. বৈ. ভা. মু. সং ১০২, পৃ ২২

রাগিনী—পরজ বাহার, কেদার-তান

বাউল

হের লো সজনী তমাল হেলিয়ে, অনাহত বীণা-ধ্বনি বাজায় কুঞ্জে বসিয়ে ।
বৃন্দাবনে ফুলের বাগান চিকণ কালা ডালে,
দেখলে তারে ফুলের কলি আপনি আপন মেলে গো । (হের লো সজনী)

রসময় পুষ্পমালা ধরে নানা রঙ,
 দেখতে গেলে না দেয় দেখা করে নানা ঢং গো । (হের লো সজনী)
 হিল্লোলে টলিয়ে তারে নেয় উড়াইয়ে,
 নব কোঠা তালা দাও দেখবে তারে গিয়ে গো । (হের লো সজনী)
 প্রাণে প্রাণে টান্ পড়িলে না হইবে বাধা,
 চিকণ কালা হাসি দিয়ে রঙ ধরিবে শাদা গো । (হের লো সজনী)
 মত্ত হয়ে সাধরে মন তব্ব নিয়ে ঠিক,
 সদয় নিদয় ভাবে না ফিরিবে দিক গো । (হের লো সজনী)
 অধম জহুরে বলে ময়লা আমার বেশী,
 তে কারণে সাজ বাধিয়ে দেখা না দেয় শশী গো । (হের লো সজনী) ৩২
 জ্ঞানোয়াহিব, সং ২২, পৃ ৭৮

১৪৬. সৈয়দ নাছিরদ্দিন

দীপক

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

আলোরে মুই রূপের নিছনি মরি যাই । ঐ রূপ রসিয়ার সঙ্গে কেদিব মিলাই । ধু
 যবে ধরি দেখি আছি নাগর সুন্দর । অবিরত তহু ক্ষীণ হিয়া জর জর ॥
 তরুয়া কদম্ব তলে ঐ রূপ রঙ্গিমা । নানা রস বাশীর সনে দিতে নারি সীমা ॥
 কহে সৈয়দ নাছিরদ্দিনে পুরিয়া আরতি । সাহা আবছুল্লা পদে কয়িয়া ভকতি ॥১
 বা. বৈ. ভা. সং ১১০, পৃ ১০০ ; ব্রত, পৃ ১৮ ; মু. ক. প. সং ৬৪, পৃ ৫৮

১৪৭. সৈয়দ নিয়ামত

বাউল

আপনা জালায় প্রাণ বাঁচে না ভাবতে আছ পরের দায়,
 দিন যায়, মন তুমি বসিয়া রইলে কার আশায় ।
 মনরে, মায়াজালে বন্দি হইয়ে বেড়ি দিলে আপন পায়,
 বেড় লাগাই মাকড়ের আশে ঠেক্বেবে আউলা সূতায় ।
 মনরে, পুত্র জন সৃজন হইলে ভালবাসে পিতামাতায়,
 আপনা শরীর কাহিল হইলে ডাক দিয়া হমকে বিলায় ।
 মনরে, স্ত্রীনাথপুরে সন্ধ্যা হইলে চলি যাবে মথুরায়,
 চোখের বাতী নিবে গেলে কান্দবে মনের খেদায় ।

৩১০

বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা

মনরে, ছৈয়দ নিয়ামতে কয় আমি না দেখি উপায়,

শব্দট তাঁরণ আমার মুর্শিদ শ্রামরায় । ১

বা. বৈ. ভা. সং ১১১, পৃ ১০০ ; রাগ বাউল, সং ২৮, পৃ ১৬

১৪৮. সৈয়দ মর্তুজা [ক]

বেনাবলী

আত্মনিবেদন

শ্রাম বন্ধু চিত-নিবারণ তুমি !

কোন শুভ দিনে, দেখা তোর সনে পাশরিতে নারি আমি ॥ ধু

যখন দেখিয়ে, ও চাঁদ বদনে ধৈরজ ধরিতে নারি ।

অভাগীর প্রাণ, করে আন্ধান দণ্ডে দশবার মরি ॥

মোরে কর দয়া, দেহ পদ ছায়া শুনহ পরাণ কাহ্ন !

কুলশীল সব, ভাসাইছ জলে প্রাণ না রহে তোমা বিহ্ন ॥

সৈয়দ মর্তুজা ভণে, কাহ্নর চরণে নিবেদন শুন হরি ।

সকল ছাড়িয়া, রহিলু তুয়া পায়ে জীবন মরণ ভরি ॥ ১

কাব্য মালক, পৃ ২৮ ; কীর্তন পদাবলী, পৃ ৪১৪ ; পদকল্পতরু, সং ২২৫৭ ; পা. পৃ ১৩ ; বিদ্যাপতি-
চণ্ডীদাস, পৃ ১৪৬ ; বৈষ্ণব পদাবলী (C.U), পৃ ১০০ ; বা. বৈ. ভা. সং ১১২, পৃ ১০১ ; ব্র. ১,
পৃ ৭ ; ম. বা. গী. সং ৭০, পৃ ৪৮, ঐ সং ২২০, পৃ ২০২ ; ম. ক. প. সং ৫২, পৃ ৫৪ ; র. পৃ ১৭

১৪৯. সৈয়দ মর্তুজা [খ]

হিলোল

অহরাগ

আজু মুই কুলের বাহিরহৈলুম । মথুরাতে (আজু) মুই গোবিন্দপাইলুম ॥ ধু ***

প্রতীক্ষায় আছিল সেই নিশি নৈরাশ । হুর্লভ সে রাধিকা ছাড়িল গৃহ বাস ॥

কথা হস্তে আইলা বন্ধু বৈস তরুতলে । প্রাণ হরিয়া নিল কালার বাশী স্বরে ॥

কথা হস্তে আইলা বন্ধু কর্ণে রাঙ্গা ফুল । মুখের মাধুরী দিয়া নিলা জাতি কুল ॥

সৈয়দ মর্তুজা কহে অপরূপ লীলা । শ্রামরূপ দরশনে ত্রব হয় শীলা ॥ ১

ভা. ১০২৫ পৌষ, পৃ ৭৭ ; ম. ক. প. সং ৫৫, পৃ ৫৫

মারহাটি

আক্ষেপ

আলো সহরে, চলিলুম হাটের কারণ ।

দধির পসার মাথে, লুটিল দৈবকী স্বতে আর মাগে নয়ালি ঘোবন ॥ ধু

একি সইলো, কালাবিনে জীবন কিফল ? সইরে, সেই বরকাহুর লাগি আমি মরি ।
 দেখ কাহ্ন বাবে বাবে, বাটোয়ারী করে মোরে কুচ যুগে করম কর জুড়ি ॥
 সইরে কলঙ্কিনী হৈল মোরে ঘাটে ?
 অলঙ্কিতে আলিঙ্গিয়া, অধরে অধর দিয়া জাতি কুল কৈল কাম পাটে ॥
 সইরে, কি কর্ম করিলুম মুই নারী ?
 যাচিয়া যৌবন থানি, বন্ধুরে দিলাম আমি লোক চর্চাতে আমি মরি ॥
 * * * সই না লো, মধুর মধুর বাণী
 কাজল কোঠার মাঝে, বন্ধুরে রাখিয়াছি ডাকাইতে করে টানাটানি । * * *
 সৈয়দ মর্তুজা গাজী, সইরে, রাবণে লৈল জাতিকুল ॥ ২

ব্র ১, পৃ ১৪

বেনাবলী

বিরহ

আলো সখি অন্ন নাহি খায় আন নাহি ভায় । আখির পলকে সখিরে নিশিনা
 পোহায় ॥ ধু
 গগনে গর্জ্জ এ মোহ শিখরে ময়ূর । আমারে ছাড়িয়া সখিরে পিয়া মধুপুর ॥
 কহিও বন্ধের আগে জীবন উপায় । চান্দ মুখ দরশনে নয়ান জুড়া এ ॥
 সৈয়দ মর্তুজা কহে অকুলী পাথার ॥ নন্দীয়া কিনারে থাকি না জানি সফার ॥ ৩
 ব্র ১, পৃ ১০

ধানশী

আক্ষেপ

ও কুলের বধু ! মজালি মজালি মজালি রে জাতিকুল ॥ ধু
 একেত কুলের বধু আর ত অবলা । কতেক সহিমু নাথ কলঙ্কের জালা ॥
 ঘরেগঞ্জে গুরুজন, বাহিরে রবির তাপ । পরের পিরীতি নাথ আন্দারঘরের সাপ ॥
 ঐকূলে বন্ধুরবাড়ী মাঝে ক্ষীরনদী । উড়িয়াইতাম সাধকরে, পাখা নাদেয় বিধি ॥
 সৈয়দ মর্তুজা কহে মনেত ভাবিয়া তন জলে মন পোড়ে ঐ বন্ধের লাগিয়া ॥ ৪
 ব্র ১, পৃ ৫ ; ব. বা. গী. সং ১০৫, পৃ ৭৩ ; মু. ক. প. সং ১০২, পৃ ৭৭

অহুরাগ

ওগো সই, কেবলে কালিয়াসোনা অন্তরে বাহিরেকালা কালানহে রসবিনোদিয়া ।
 মোহর নসিবে লেখা নহানে নয়ানে দেখা নয়ান ভাবে জর জর হিয়া ।
 সৈয়দ মর্তুজা কয় পর কি আপনা হয় মন বাধা পিরীতির লাগিয়া । ৫
 মু. ক. প. সং ২৮, পৃ ৬৩ ; (তুল ১১ সং পদ)

মুহই

আত্মনিবেদন

ওহে পরাণ বন্ধু তুমি । কি আর বলিব আমি ॥
 তুমিসে আমার আমিसे তোমার । তোমার তোমাকেদিতে, কিযাবে আমার ॥
 কেজানে মনের কথা কাহারে কহিব । তোমার তোমা-রে দিয়া, তোমার হইয়া রব ॥
 সৈয়দ মর্তুজা কহে আমি ত না জানি । ভবসিদ্ধ হইতে পার যে কর আপনি ॥ ৬
 পা. পৃ ১২ ; ব্র. ১, পৃ ৮ ; ম. বা. গী. সং ২২১, পৃ ২০০ ; মু. ক. প. সং ৩৫২, পৃ ১৪০

মালব

অভিসার

কাল মনোহর বন্ধু রস গুণনিধি, এত রূপ গুণ দিয়া সৃজিয়াছে বিধি । ধু
 এমেঘ আন্ধাররাত্রি বন্ধু কেহনাহি সাথে, একেলা আসিছ বন্ধু প্রাণিলই হাতে ।
 এমেঘ আন্ধাররাত্রি বন্ধু বিজলিরছটা, ধীরেধীরে বাড়াওপাও পিছলহৈছে ঘাটা ।
 এমেঘ আন্ধাররাত্রি বন্ধুভুজঙ্গম চরে, এত রাত্রি আইলা বন্ধু লইয়া যাও মোরে ।
 ঘরখানি ভাঙ্গা-চোড়া ছয়ারখানি নড়ে, কোন ছলে বাহির হৈমু দেখাদিতে তোরে ।
 এত রাত্রি আইলা বন্ধু শয্যা নাহি পাটি, যদি বন্ধুর দয়া থাকে শয়ন কর মাটি ।
 রাধারে অকলে বান্ধিলই যাও মোরে, পশ্ছেত রাদ্ধিয়া ভাত যোগাম তোমা-রে ।
 সৈয়দ মর্তুজা কহে মনেত ভাবিয়া, মন পোড়ে তন কুরে ঐ কালার লাগিয়া । ৭
 মু. ক. প. সং ১৭২, পৃ ৮৬, (তুল ২১ সং পদ)

বিভাস

রূপ

কালারূপ কেনে উপজিল গোকুলে কুলেবা ! ধু
 কাল আসন কালাবসন বর চিকণকাল । কালাকাল পুষ্পে গাথিয়া পৈর মালা ॥
 সাত পাচ সখী মিলি যমুনাতে গিয়া । চিত্ত উড়া করে মোর ঐ বন্ধের লাগিয়া ॥
 সিন্দূরের বিন্দু বিন্দু কাজলের রেখা । নবীন মেঘের আড়ে চান্দে দিল দেখা ॥
 সৈয়দ মর্তুজা কহে শুনরে কালিয়া । পর কি আপনা হয় শিরীতি লাগিয়া ॥৮
 ব্র. ১, পৃ ৩ ; মু. ক. প. সং ২০, পৃ ৪৬

বেলোয়ার

অশুরাগ

কি কহিব ওয়ি সখি কাল প্রাণনিধি । অনেক পুণ্যের ফলে মিলাইয়াছে বিধি ॥
 সাত পাচ সখি মিলি যমুনাতে আসি । কাল নিল জাতিকুল প্রাণিনিশ বাশী ॥
 চূড়াএ কদম্ব পুষ্প পত্র সারি সারি । দেখেছি অবধি রূপ শাসরিতে নারি ॥
 চৌদিকে নিকুঞ্জলতা মধোরে যমুনা । তার মাঝে বসিয়াছে নন্দের নন্দনা ॥



সৈয়দ মর্তুজা কহে শুন প্রাণসখি । এমন বিনোদ রূপ কভু নাহি দেখি ॥ ৯

ব্র ১, পৃ ২ ; ম. বা. গী. সং ৩৯, পৃ ৪৮ ; মু. ক. প. সং ৩৯৭, পৃ ১২০

কৃষ্ণলীলা

কে কে যাইবা যমুনার জলে কার সঙ্গে আমি যাইমু

কানাইয়ার দরশন কোথায় গেলে পাইমু ।

বাপে দিল জনমখানি মায়ে দিল ক্ষীর সৈয়দ মর্তুজা কহে জনমের ককির । ১০

মু. ক. প. সং ৩০১, পৃ ১২৪ ; (তুল ১৭ সং পদ)

পূর্বরাগ

পঞ্চম

কে বলে কালিয়া ভালা রাই ! ধু

কে বলে কালিয়া ভালা, অন্তরে বাহিরে কালা, কালা নহে, রস বিনোদিয়া ॥

কি মোর কপালে লেখা, নয়ানে নয়ানে দেখা, আঁখি-বাণে জর জর হিয়া ॥

সৈয়দ মর্তুজা কয়, পর কি আপনা হয়, মন বাঙ্কা শিরীতি লাগিয়া ॥ ১১

ব্র ১, পৃ ৪ ; (তুল ২ সং পদ)

কৃষ্ণলীলা

রাগ ভঙ্গ ভাটিয়াল

কৈল অঙ্ককার মেঘে কৈল অঙ্ককার চিনিতে না পারি পীন তহু আপনার ।

যে ক্ষণে ইতুর পূজা ভাঙ্গিল কানাই তখনে জানিলুম গোকুলে ভালাই নাই ।

গোকুলের ব্রজাণী শুয়ার ঘরের দেখু এহার বধের ভাগী হইব ছুধের রামকাহু ।

সৈয়দ মর্তুজা কহে শুন মন দিয়া সে কথা ভাবিতে মোর আর না লয় হিয়া ॥ ১২

মু. ক. প. সং ৩৮৪, পৃ ১২০

মান

দীপক

গেলা গেলা ওরে শ্রাম না গেলা মাতাইয়া ॥ ধু

ওরে শ্রাম গেলা কোন্ দেশে ? বৈরাগিনী হইয়া যাইমু বন্ধুর উদ্দেশে ॥

চান্দ্রের চান্দনি দিমু শ্রুগঘের ভাতি । যদি কর দয়া বন্ধু আজিকার রাতি ॥

আউলা এ মাথারকেশ কভু নাহিবাঞ্চে । রাধাকাহু অভিমানে গোপীসব কান্দে ॥

আড়িলাচাউলের ভাত ক্ষীরনদীর পানি । অলিয়াজলিয়া উঠে হৃদয়ের আগুনি ॥

বন্ধু যাইব দূর দেশ মনে লাগে ধাক্কা ।

বন্ধুর হাতের মোহন বানী ধুইয়া ঘাউক বাঙ্কা ॥

সোণা নয়রে রূপা নয়রে অঞ্চলে বাঙ্কিতাম্ ।

হৃদের উপরে ধুইয়া বানী, রজনী গোঞাইতাম্ ॥

প্রিয় মোর বিশ্বরণে তিলে যুগ জানি । প্রিয় বিনে জীবন হৈয়া গেল কানি ॥
 আকাশের চন্দ্র প্রিয় নয়ানেরমণি । আসিবা আসিবা করি পোহাইলাম রজনী ॥
 যথা তথা যাইও বন্ধু আমিও সকালে । তিলেক বিলম্ব হইলে স্বপ্ন দিব জলে ॥
 সৈয়দ মতুজা কহে ওহে পরবাসী । পঞ্চদিন লাগিয়া কেন এত উপহাসী ॥ ১৩
 ব্র ১, পৃ ৫ ; ম. বা. গী, সং ১৭৬, পৃ ১২২ ; মু. ক. প. সং ২০১, পৃ ২৪, সং ২১৬, পৃ ২২

বংশী

ধানসি পরহ

জানি জানি আগ রাই কালা যাইবে আমারে সমঝাই । ধু
 কালা যাইব না'এ না'এ আমি যাইমু তীরে ।
 কালার আমার হৈব দেখা ওহি কদম তলে ।
 ও কুলে কালার বাড়ী মাঝে ক্ষীর-নদী উড়ি যাইতুম-মাধ করে পক্ষ না দে বিদি ।
 ও কুলে বাজায় বাঁশি ঘরে বসি শুনি । কিরূপে হইমু পার কোলে যাহু মণি ।
 সৈয়দ মতুজা কহে শুন বনমালি । পালিয়া পুষিয়া যৌবন কারে দিমু ডালি । ১৪
 মু. ক. প. সং ১৩৭, পৃ ৬৮

রুফলীলা

নট

জানি জানিরে গুণের নিধি । তুমি বিনে আমি আর নাহি জানি ॥ ধু
 মাঠেথাকে দেখুৱাথে গলেদোলে মালা । তুমিত হুন্দরীরাধে ? কাহুকেন কালা ॥
 বাঁশী মূলে কহে কথা কেহনাহি শুনে । কাহু কালা রাধা গোরা সর্বলোকেজানে ॥
 হাতেশঙ্খ কানেসোনা পরি মোহনসাড়ী । করআখি সানেডাকে রাধিকা হুন্দরী ॥
 কে কে যাইবা যমুনার জলে কার সঙ্গে যাইব । কে দিবে আনিয়া শ্রাম কোথা
 গেলে পাইব ॥
 বাপে দিল জনম জননী দিল ক্ষীর । কহেন মতুজা আলী জনমের ফকির ॥ ১৫
 ব্র ১, পৃ ১২ ; (তুল ১৭ সং পদ)

মিলন

বিভাগ

স্বামরু কেনরে দেখি হরি নন্দলালা । ধু
 নন্দের নাগর, গুণের সাগর স্বামরু কেনরে দেখি ।
 রাধা ব্রজহরি, সখী সবে বেড়ি রাধার কাননে করে কেলি ।
 চুড়ার উপরে মালতীর মালা প্রভাতে নীহার করে ।
 পীত ধড়া গাছি ধরিতে ধরিতে খসিয়া খসিয়া পড়ে ।

বন্ধের বদ্বিয়া রজনী জাগিয়া আছিল বিবিধ আশে ।

ছুটিয়া ঘাইতে চলিয়া পড়িল মনে মোহন লাসে ।

আমি একেলা নারী, বন্ধের ভাবে মরি চিন্তা না করিয়ে মন্দা

সৈয়দ মতুজা কয়, পর কি আপনা হয় প্রেমে মজি সবে করে ধাক্কা । ১৬

ব্র ১, পৃ ৮ ; মৃ. ক. প. সং ১৭৭, পৃ ৮৮

কৃষ্ণলীলা

নাটিকা রাগিনী গীত

তুয়া বিনে আর নাহি জানি রে গুণের নিধি ।

মাঠে থাক, দেখু রাখ রাখোয়ালের মতি তুমিত চিকণ কালা না জান পীরিত্তি ।

তুমিত সুন্দরী রাখে কাহু কেনে কালা কালা সে যে কাহু রাখার গলের মালা ।

কাহু কালা রাখা গোরা সর্বলোকে জানে দোহে যেন এক মন খেলে বুন্দাবনে ।

হাতেশঙ্খ কানেসোনা পিঙ্কনে পাটেরশাড়ি । বাহুনাড়ি কহেকথা রাধিকা সুন্দরী ।

কেনে ঘাইব যমুনার জলে কার সঙ্গে ঘাইব

রাধিকার দরশন কোথায় গেলে পাইব ।

বাপে দিল জনম থানি মায়ে দিল ক্ষীর সৈয়দ মতুজা কহে জনম ককির । ১৭

মৃ. ক. প. সং ৪০১, পৃ ১০৫ (তুল ১০ সং পদ)

বংশী

ধান্ধী

তোর নি বাঁশীর রব শুনি গো রাই, তোর নি বাঁশীর রব শুনি ॥ ধু

উজানে রাজাও বাঁশী মথুরা বইয়া শুনি ।

কামিনী হেরল কাম বাঁশী তপস্তাছোড়ে মুনি ॥

কোন্ দেশে তরল বাঁশী বাজাইল বন্ধুয়া ।

রাধের প্রাণ হরিতে বাঁশী আনিল কানাইয়া ॥

যেই খানে বাজাও বাঁশী সেইখানে লাগত পাম্ ।

শিকর উফারি বাঁশী সাগরে ভাসাম্ ॥

সৈয়দ মতুজা কহে যৌবন দিমু ডালি । তন ছাড়ি প্রাণিটান তন হৈল খালি ॥ ১৮

ব্র ১, পৃ ১১ ; মৃ. ক. প. সং ১১০, পৃ ৬৯

বংশী

রাগ গুজরী

দাক্ষণ কালা সবে বলে কালা কালা আমি বলি শ্রাম ।

অকলে বাকিয়া রাখম কালার নিজ নাম ।

ভাও ভাঙ্গিয়া ননী থাবাইলুম তোরে তবেহ দারুণ কালা না হইলা আমারে ।
বনের হরিণী কহে কার ধার ধারি আপন মাংসের লাগি জগ কৈলু বৈরী ।
সৈয়দ মতু'জা কহে শুন রে কালিয়া নিভানো মনের আগুন কে দিল জালিয়া । ১৯
মু. ক. প. সং ৩০, পৃ ৪৭

অতুরাগ

রাগ সারাঙ্গ

দেখ সহি কালিন্দী কিনারে শ্যামরায় । ধু
কাঁখে গাগরী করি যমুনাতে জুল ভরি নীল বসন গোরা গায় ।
কালিন্দীর জলে কালা সিনান কৈরাছে ভালা কায়া-রূপ জলেতে মিশায় ।
আগর চন্দন গায় সোনার পাঞ্চনী পায় গীত গাহে বাঁশীটি বাজায় ।
শুনিয়া মুরারি গীত প্রাণি মোর নহে স্থিত নিত্য মন বৃন্দাবনে ধায় ।
সৈয়দ মতু'জা কহে গোপাল অখিল হয় রাধা সঙ্গে গোপী আর যায় । ২০
মু. ক. প. সং ৩৪, পৃ ৫৪

অভিসার

রাগ বড়ারি

ধীরে ধীরে বাড়িও এ মেঘ আধার রাত্রি বাঘের বড় ভয় ।
তুমি বন্ধু আসিবে করি মোর মনে লয় ।
এ মেঘ আধার রাত্রি ভুজঙ্গিনী চরএ নবীন জলের মন্ত্র ধরিতে নামএ ।
এতো রাত্রি আইলা বন্ধু লইয়া যাও মোরে ।
পছেতে রাঙ্গিয়া ভাত যোগাইম তোমারে ।
এতরাত্রি আইলা বন্ধুশয্যা নাহি মোরপাটি মোরে যদিদয়া থাকে শয্যা করমাটি ।
সৈয়দ মতু'জা কহে রাধা প্রাণের বৈরী দেখিলে ধৈর্য ধরে নাদেখিলে মরি । ২১
মু. ক. প. সং ১৭৩, পৃ ৮৭ (তুল ৭ সং পর)

বাঁশী

বসন্ত পঞ্চম

নাগর জাএ রে রাধার মন্দিরে নাগর জাএ রে । ধু
পিআ রাধা বুলিআ বিনাইআ বাঁশী বাহে রে ।
গজবর কুসুমিত চরণেতি সাজে ।
রাঙ্গা চরণে সোণার নপুর ন চলিতে বাজে ।
ছৈয়দ মতু'জা কহে শুন লো রমণি ।



কি মোকে (স্বথে ?) বৈআছ ঘরে শুনি বানীর ধ্বনি । ২২

ভা. ১৩২৫ পৌষ, পৃ ৭৭ ; মৃ. ক. প. সং ১০৬, পৃ ৬৮

বংশী

নট

না জানি ওরে গুণনিধি তুয়া বিনে আর নাহি জানি । ধু

(কাহ্ন) মাঠে থাকে দেখ রাখে গলে দোলে মালা ।

তুমি ত হৃন্দর রাধে কাহ্ন কেনে কালা ।

হাতে শঙ্খ কানে সোনা পরি মোহন শাড়ী । * * *

বলিও বন্ধুর আগে জীবন উপায় চান্দমুখ দরশনে নয়ান জুড়ায় ।

সৈয়দ মতু'জা কহে অকুল পাথার ।

নদীয়া কিনারে থাকি বন্ধু না জানম সঁাতার । ২৩

মৃ. ক. প. সং ২৬, পৃ ৪৭

নৌকা

শুহিনী ভাটীয়া

পার কর পার কর মোরে নাইয়া কানাই । কানাই মোরে পার কর রে ॥ ধু

ঘাটের ঘাটিয়া কানাই পাছের চৌকিদার ।

নয়ালি যৌবন দিমু খেদার পাই পার ॥

হইল হাটের বেলা না হইল বিকিকিনি । মাথার উপরে দেখে আইল দিনমণি ॥

সৈয়দ মতু'জা কহে রাধে গোপালিনী । কানাইয়ার বাজারে নষ্ট যত গোয়ালিনী ॥ ২৪

ত্র ১, পৃ ১ ; ম. বা. গী. সং ১২৮, পৃ ৮৮ ; মৃ. ক. প. সং ১৩২, পৃ ৮৪

অহুরাগ

হিন্দোল রাগ

প্রাণি হরি নিল কানাইয়া । ধু

ঘটেত না রহে মন সদাই করে উচাটন কি দিয়া রাখিমু মন মানাইয়া ।

কালিয়া কালিনীর কুলে দাণ্ডাই আছে তরু মূলে কত রূপ ধরি বেশ বানাইয়া ।

সৈয়দ মতু'জা কহে তেজ রাধে লাজ ভয়ে ঘরে যাও কাহ্নর মন মানাইয়া । ২৫

মৃ. ক. প. সং ৪২, পৃ ৫০

অহুরাগ

ত্রীগাভার

বন্ধু আমার কালিয়া সোনা । স্বপনে পাইলাম বন্ধু করিয়া কামনা ॥ ধু

স্বপনে বন্ধুয়াসনে দরশন ভেল । উলটি পাশ না দিতে বন্ধু কোনদেশে গেল ॥



যথাতথা যাওবন্ধু আসিও সকালে । তিলেক বিলম্বহৈলে বন্ধু ঝাম্প দিব জলে ॥
 আমি ভাবি বন্ধু বন্ধু, বন্ধু ভাবে ভিন্ । বন্ধের কি দোষ দিব আপনা কুদিন ॥
 বন্ধুয়াবন্ধুয়া মোর গোপতের পতি । পাষাণে নিশান রৈল তুই কালার পিরীতি ॥
 বন্ধুয়া বন্ধুয়া মোর স্বরণের তারা । তিলেক না দেখি তোরে আঁখি বহে ধারা ॥
 কেহবলে কালাকাল আমি বোলি শ্রাম । হৃদেতে লিখিয়া রাখম্ কালার নাম ॥
 সৈয়দ মতু'জা কহে শুনরে কালিয়া । পর কি আপনা হয় পিরীতি লাগিয়া ॥ ২৬
 ব. বা. গী. সং ৫৩, পৃ ৫৪

বংশী

পঞ্চম সিদ্ধুরা

বন্ধু মোরে ছুইওনা ছুইওনা রে
 নন্দের ঘরের কালা কাহ্ন রে মোরে ছুইও না । ধু
 কদম তলে থাক কাহ্নরে কদম পুষ্প চাইয়া ।
 প্রাণ হরিয়া নিলা শ্রামে বাঁশিটি বাজাইয়া ।
 কদম তলে থাক কাহ্নরে বাজাও মোহন বাঁশি
 বাঁশির স্বরে খসি পড়ে কাঁথের কলসী ।
 রাজপথে থাক কাহ্নরে করো বাটোয়ারি ।
 ছাড়ি দেও নেতের অঞ্চল বন্ধু ভাঙ্গিব গাগরি ।
 মাঠে থাক দেখু রাখ রাখোয়ালের মতি ।
 তুমি নি রাখিতে পার বন্ধু স্বজনের পিরীতি ।
 জাঙ্গালে সে আইস বন্ধু জাঙ্গালে সে যাও । কতধনদিবাকরি বন্ধু কিরিয়ানাচাও ।
 সৈয়দ মতু'জা কহেবন্ধু মনেত ভাবিয়া । তুমি নি আসিবাবন্ধু রাখার লাগিয়া ॥ ২৭
 ব. বা. গী. সং ৫৮, পৃ ৬২ ; মু. ক. প. সং ১০৮, পৃ ৬৩

অভিসার

রাগ ধানসী

বন্ধুর ভাবে জাগিতে চাপিল কাল ঘুমে । ধু
 ধরিয়া মোহন বেশ মন্দিরে কাহ্ন পরবেশ বিনোদিনী স্ততি আছে সিংহাসনে ।
 ঘুমের আলসে রাই নিদ্রাতে চৈতন্য নাই কোরে কাহ্ন রাখা নাহি জানে ।
 অধরে অধর দিয়া শ্রুতিমূলে কথা কৈয়া শুন রে রমণী ধনি রাই ।
 অন্ধের সৌরভ পাইয়া গাওখানি মোড়া দিয়া উঠে রাধে চান্দ মুখ চাই ।
 শুনিয়াছি রাধিকা রাই গোকুলে বসতি নাই, ব্রজকুলে বোলে হরি হরি ।
 সৈয়দ মতু'জা কয় রাখা কলঙ্কিনী হয়, ঐহি ভাবে সুরি সুরি মরি । ২৮
 ব. বা. গী. সং ১০৮, পৃ ১১৪ ; মু. ক. প. সং ১১৫, পৃ ৮৭

বসে ঠামে ঠামে কে বলে কালিয়া ভোলা অন্তরে
 বাহিরে কালা নহে রস বিনোদিয়া । ধু
 কি মোর নসিবের লেখা নয়ানে নয়ানে দেখা
 প্রাণি যায় খুরিয়া খুরিয়া । কালা নহে রস বিনোদিয়া,
 মনকাড়ে আর বাঁশিবাএ হালিয়াচলিয়া যায়, বাঁশীর সানে রাধার মন কান্দে ।
 কি তার চুড়ার ঠাম, মুখখানি পুণিয়ার চান্দ চুড়ার উপরে ভ্রমর গুঞ্জে ।
 সৈয়দ মতুজা কহে পর কি আপনা হয় পরের লাগি পরের মন কান্দে । ২২
 মু. ক. প. সং ২৮, পৃ. ৪৭

নিবেদন

রাগ মাধবী

বিনোদ আমার বাড়িত আয়
 আমার বাড়িত আইলে বিনোদ জাতি নাহি যায় । ধু
 হাড়ি দিমু বাসন দিমু বিনোদ বাড়ীর বেগুন
 সরু ধানের চাউল দিমু বিনোদ করিও রান্নাধন ॥
 শালিয়া ধানের চাউল দিমু বিসমালি ধানের খই
 আমার বাড়ি ত আইলে দিমু মিষ্ট ভাও দই ॥
 সৈয়দ মতুজা কহে মনেতে ভাবিয়া মন খুরে তন পোড়ে ঐ কালার লাগিয়া ॥ ৩০
 মু. ক. প. সং ৩২৩, পৃ. ১৪৩

বিরহ

রাগ বেলাবলী

ভজ সখি নন্দকিশোর, কেলি কলা রসে ভোর । ধু
 গগনে গরজে মেহ শিখরে ময়ূর । আমারে ছাড়িয়া প্রিয় রৈলা মধুপুর ॥
 অন্ন নাহি খায় সখি আন নাহি ভায় । আখির পলকে সখি নিশি না পোহায় ॥
 বহুরে পুছিও সখি জীবনের উপায় । চান্দমুখ দরশনে সখি নয়ান জুড়ায় ॥
 সৈয়দ মতুজা কহে সখি অকূল পাথার ।
 নদীয়ার কিনারে খুরি না জানি সীতার ॥ ৩১
 ম. বা. গী. সং ২৩৪, পৃ. ১৬৪ ; মু. ক. প. সং ২২১, পৃ. ১০০

রূপ

আহিরী

ভুবন মোহন রূপ অতি মনোহর, বলমল করে রূপ দেখিতে সুন্দর ॥ ধু

তরুণুলে করে কেলি ত্রিভঙ্গ হইয়া । কত কত নাগরী রহে চান্দ মুখ চাইয়া ॥
জিনি শশী দিবাকর জিনিয়া উকল । আন মোহিত হইল ব্রজ রমণী সকল ॥
কপালে তিলক চান্দ জিনি তারাগণে । চিকুর জিনিয়া ছটা পড়িছে গগনে ॥
সৈয়দ মতুর্জা কহে নাগর রসিয়া । আন ভূলায়ল মুরলী শুনাইয়া ॥ ৩২

পা. পৃ ৪ ; ব্র ১, পৃ ৩ ; ম. বা. গী. সং ৩৬, পৃ ২৪ ; মু. ক. প. সং ২৭, পৃ ৪৭ ; র. পৃ ৫ ;
মু. সমাচার, পৃ ৩০৬

অনুরাগ

তুড়ি আসোয়ারী

মজাইলুঁরে জাতি রসিয়া নাগরের হাতে । ধু
তুমি বন্ধু বাজাও বাঁশী আমি মরি লাজে, কলক রহিল রাধের গোকুল সমাজে ।
এক হাতে গুয়া বন্ধু আর হাতে পান, যাহার বন্ধুয়া তুমি তাহার পরাণ ।
সৈয়দ মতুর্জা কহে কালা প্রেমের জালা ।
ঘোলশত গোপিনী মাঝে রাধা গলার মালা ॥ ৩৩

মু. ক. প. সং ৪৮, পৃ ৪০

বিরহ

নট গাঙ্গার

মন মোর কি দিয়া বান্ধিমু, আজু কালু করি মন কতেক ভাঁড়িমু ॥ ধু
উঠিল তরঙ্গ ঢেউ প্রাণি থর থর, প্রিয়া বিছোড়নে লোর ঝরে নিরন্তর ॥
আপনা করমের দশা কি বলিমু কারে । খেমা কর অপরাধ কৃপা কর মোরে ॥
সৈয়দ মতুর্জা কহে তেজিলুঁ সংসার । পরাণের বৈরী হৈল পিরীতি তোমার ॥ ৩৪

মু. ক. প. সং ২১০, পৃ ২৮

বিরহ

রাগ অহির

মালিনি রে লই যা রে তোয় ধু ফুল । সোয়ামী ঘরেত নাহি চিত বেয়াকুল ॥
এক হাতে মর শঙ্খ আর হাতে ক্ষীর । একলি শয়নে মোর আঁখি বহে নীর ॥
গলার গলিয়া মোর শিখের সিন্দুর । কেবা হরি নিল মোর পায়ের নেপূর ॥
মন্দিরে আছ এ মোর খাট সিংহাসন । কোন বিধি হরি নিল গায়ের উড়ন ॥
চারি মাস বরিষা মুজিঁ আছিলু ভাল । মাঘ ফাগুনের শীতে বুকে লাগে শাল ॥
কাহাকে না পাম লাগ কহিয়া পাঠাম । আনল গরল বিষ খাইয়া মরি যাম ॥
সৈয়দ মতুর্জা কহে করমের পাক । তম গেলে হরি আইলো পাইবা পছ লাগ ॥ ৩৫

মু. ক. প. সং ২১০, পৃ ২৮

রাগ গুজরী ভাঙ্গা

অশ্রুবাণ

মুজি কেনে পীরিতি কৈলুং নিঠুর কালার সনে ।
 নিঠুর কালার প্রেমজালা না সহে পরাণে ॥ ধু
 ঘরেতে বসিয়া শুনি মথুরা বাজে বাশী । স্মৃতিলে স্বপন দেখি জাগিলে উদাসী ।
 বাও নাই বাতাস রে নাই, কদম্ব কেনে হেলে ।
 মুজি নারীর করমের দোষে ভাল ভাদি পড়ে ॥
 কলসীতে জলরেনাই বসিয়াঠৈলুং ঘরে । চলিতে নাপারি আমি যৌবনের ভরে ॥
 সৈয়দমতুজা কহে মনেতভাবিআ । মুজিকেনে বসিয়াঠৈলুং পীরিতি লাগিআ ॥ ৩৬
 কাব্যমালক, পৃ ২৮ ; ম. বা. গী, সং ১১০, পৃ ৭৬ ; মু. ক. প. সং ৪৭, পৃ ৫২ ; রাগমালা ;
 মাসিক মোহানন্দী, ১৩৪০ আষাঢ়, পৃ ৫৮৯

তুড়ি পটমঞ্জরী

আক্ষেপ

যৌবন গেল মোর রে । ধু
 হেদে রে সজনি মই দুঃখ হৈল মার, হারাইলুম লাথের যৌবন না পাইমু আর ।
 আবালকালে আছিলু ভালো কিহৈল বাড়িয়া
 দিনেদিনে বাড়ে যৌবন পাশ্বর ভেদিয়া ।
 হাটে যাম মই ঘাটে যাম মই মুণ্ডে আকল দিয়া ।
 কতকাল রাখিমু এ যৌবন লোকের বৈরী হইয়া ।
 অভাগী খোয়ারী লাগি না আইল যমরা শুকনা পুষ্পের মাঝে না পড়ে ভ্রমরা ।
 সৈয়দ মতুজা কহে শুন বনমালী পালিয়া পুখিয়া যৌবন কারে দিমু ভালি । ৩৭
 মু. ক. প. সং ৩২২, পৃ ১০৪

হিমোল

বংশী

রাথরে রাথরে মন মানাইয়া আমার প্রাণি হরিয়া নিল কানাইয়া ॥ ধু
 ঘটেতে না রহে মন, সদা করে উচাটন, কি দিয়া রাখিমু চিত্ত মানাইয়া ।
 কালিয়া কালিন্দীর কুলে, দাঙাইয়াছে তরুণুলে কত রূপ ধরে বেশ বানাইয়া ॥
 চুড়াটি টানিয়া বামে, ত্রিভঙ্গ হইয়া শ্রোমে বাজাএ বংশী মোর নাম লইয়া ।
 সৈয়দ মতুজা কয়, তেজ রাখে লাজভয় ঘরে যাও বন্ধের মন মানাইয়া ॥ ৩৮
 ব্র ১, পৃ ১৩

ধানশী

বংশী

রাধার আকুল রে বাঁশী না বাজাইয় ।

তবল বাঁশের বাঁশী তাতে পঞ্চ বেধা । বাঁশীয়া কেমনে জানে কলহিনী রাধা ॥

যে জড়ে আছিলি বাঁশী জড়ের লাগপাম্ ॥ জড়েমূলে কাটিবাঁশী সাগরে ভাসাম্ ।

সৈয়দমতুজা কহে শুনরে কালিয়া । নিবিহিল মনেরআগুন দিলি জ্বালাইয়া ॥ ৩৯

ব্র ১, পৃ ১২

রাগ কানড়া

বংশী

রে শ্রাম, তোমার মুরলী বড় রসিয়া ।

উঠৈঃস্বরে বাঁশী বাজে কুলের কামিনী সাজে কোটি কোটি চাঁদ পড়ে খসিয়া ॥ ধু

তোমার হৃদয় মাঝে অমূল্য মাণিক্য আছে দেখিলে গোপিনী নিবে পশিয়া ॥

নন্দের ছুলাল বলি' পশ্বে চল কত ছলি ; কেলিয়া কদম্ব-তলে বসিয়া ॥

সাধিতে আপন কাজ ভাব নাহি কুল-লাজ জলের নিয়রে রৈলু পড়িয়া ॥

সৈয়দ মতুজা কয় পর কি আপন হয় কলঙ্ক রহিল জগ ভরিয়া ॥ ৪০

কাব্যমালক, পৃ. ২৭ ; মু. ক. প. সং ১১১, পৃ ৬৯

ভুড়ি ভাটিয়াল

রূপ

শ্রাম, আন না লয় মনে । ভুবন মোহন রূপ লাগিছে মরমে । ধু

মণিময় কুণ্ডল কর্ণেত দোলে নবরঙ্গ বন মালা হিয়ার মাঝে লোলে ।

চরণে শরণ লৈলু না বাসিও ভিন সহজে অবলা মুক্তি পরের অধীন ।

সৈয়দ মতুজা কহে রসময় শ্রাম চরণে শরণে লৈলু পাইয়া নিজ নাম ॥ ৪১

মু. ক. প. সং ২৯, পৃ ৪৭

রাগ আশাবরী

অহরাগ

শ্রামল স্বন্দরত্ব দেখিলু স্বপনে । দেখিয়া মোহিতহৈলু আর না লয় মনে । ধু

মেঘের বরণ তহু চিকণিয়া কালা । বিজুলী চঞ্চলা দোলে নবগুণা মালা ॥

যে বোল বলহ বৃন্দা বোল ছরাচার । আপনে সদয় হইলে সেহ অলঙ্কার ॥

বন্ধুয়া আসিবকরি পাতিয়াছি ফান্দ । মুখানি নিছিয়াফেলাম লাখকোটি চান্দ ॥

কেহবলে কালাকাল আ মবলি শ্রাম । আকলে বান্ধিয়া রাখম কালার নিজ নাম ॥

সৈয়দ মতুজা কহে এহ বার বার । মন্থয় ছল ভ জন্ম না হইব আর ॥ ৪২

মু. ক. প. সং ৩৭, পৃ ৫৫

গুর্জরী

আত্মবোধন

সই, এক বিনে মাওলা এক বিনে আর নাহি কোই । ধু
আপে হরে আপে রাখে সখি, মাওলা আপে করে কেলি ।
আলন্দমোহন মাওলা খেলএ ধামালী ॥ আপেমন আপেতন আপেমন হরি ।
আপে কানু আপে রাধা আপে সে মুররি ।
সৈয়দমতুর্জা কহে সখি, মাওলা গোপতের চিন ।
পুরাণ পিরীতি থানি ভাবিলে নবীন ॥ ৪৩

ম. বা. গী. সং ২৬৯, পৃ ১৮৮ ; মু. ক. প. সং ২৮৬, পৃ ১১২

ধানশী.

বংশী

সইরে, আমার কি করে পরাণে । প্রাণি মোর হরি নিল কালার বাঁশী টানে ॥
যেচাহসি দিমুবাঁশী তোঁরযেই অঁকা । বাঙ্গাপায় মিনতিকরি বাঁশী নাভাকিয় রাধা ॥
সৈয়দ মতুর্জা কহে শুন মোর কথা । মন মোর মজি রৈল বাঁশী পূরে যথা ॥ ৪৪
ম. বা. গী. সং ২৬৯, পৃ ১৮৮

রামক্ৰিয়া মালসী

অহুঁরাগ

সখি নাগর কানাই বিনে আর জীব না রে । ধু
প্রিয়াপ্রিয়া করিয়া বালিসদিলুম কোড়ে । উলটিপলটিদেখি প্রিয়ানাই মোরঘরে ॥
কলসীতে জল নাই যমুনা বহুদূর । চলিতে না পারি আমি চরণে নেপূর ॥
ঘরে আছে গুরুজন তারে না ভরাই । মনের ভরমে মুই কাহুরে হারাই ।
কেহবোলেকালাকাল কেহবোলে শ্রাম । মুসলমান কলমাপড়ে হিন্দুবোলে রাম ॥
সৈয়দ মতুর্জা কহে প্রেম অহুঁদিন । রাধা-কাহু একপ্রাণ শরীর মাত্র ভিন ॥ ৪৫
ম. বা. গী. সং ২৬৯, পৃ ১১৬ ; মু. ক. প. সং ৫৬, পৃ ৫৫ ; এই সং ২১৪, পৃ ২৮

রাগ মালব

বংশী

সজনিগো সই তুমিকি আমারেবোল কালিয়াকাহুর বাঁশী বোলে কত বোল । ধু
দেখা নাহি শুনা নাহি নাহি পরিচয় অকারণে কানাইর বাঁশী রাধার নাম লয় ।
চুড়ায় শিখণ্ডী পুষ্প জলধর কালা বয়ানে পুরল বাঁশী গলে মোহন মালা ।
শুনিতে বাঁশীর ধনি পিকবর জিনি হেলায় হারাল মন কুলের কামিনী ।
সৈয়দ মতুর্জায় কহে শুন শুন রাধা । নামধরি ডাকেবাঁশী তোঁরনাম রাধা । ৪৬
ম. বা. গী. সং ২৬৯, পৃ ৬৭ ; মু. ক. প. সং ১০২, পৃ ৬২

ছুহি বেলোয়ার

মানি

সাম মোর বন্ধু আ নারে । ধু
পাখা এ চড়াইলু খির প্রাণি মোর নহে স্থির বিভোল হুখেতে দিলু পানি নারে ।
অথনে পিরীতি কৈলা রাত্রিদিনে আইলাগেলা কারবোলে তুঙ্গি নিছর হৈলা ।
জাহাতে মজিল মন কিবা হাড়ি কিবা ভোম জাউক জাতি রহক পিরীতি ।
যুই কেনে জবুনা আইলুং পাই নিধি হারাইলুং হারাইলুং মুঞি রসের নাগর ।
সৈয়দ মতুজার বাণী শুন রাধেঠাকুরাণি কাঞ্চাঘুমে তোরে কে দিল ভাঙ্গনি ॥৪৭
ভা. ১৩২০ পৌষ, পৃ ৭৭; ম. বা. গী. সং ১৭৭, পৃ ১২৩; ম. ক. প. সং ২০২, পৃ ২৭

সিদ্ধুরা

অহরাগ

হৃন্দরী তুমি নাগর ভুলাইতে জান ।
আড় নয়ন কোণে, হানিলে মদন বাণে জীউ ধরিয়া মোরে টান ॥ ধু
একে তোমার গোরা গা, না সহে ফুলের ঘা বায়ে হেলিছে সব অঙ্গ ।
দেখিয়া তোমার মুখ, অন্তরে বিদরে বুক কাম সাগরে উঠে তরঙ্গ ॥
তোমার যৌবনে আমি, কাঁপ দিব মনে জানি যদি কৃপা করহ আমারে ।
বুঝিয়া আপন কাজ, পার কর শ্রাম রাজ চড়াইয়া নৌকার উপরে ॥
সৈয়দ মতুজা বাণী, শুন রাধা ঠাকুরাণী ধনি ধনি তোমার জীবন ।
ব্রজা বিষ্ণু মহেশ্বর যারে ভাবে নিরন্তর সে তোমার কেবল শরণ ॥ ৪৮
কাবামালক পৃ ২২; তালনামা; পা. পৃ ১১; বা. বৈ. ভা. সং ১১৩, পৃ ১০২; ব্র ১, পৃ ৪;
ম. বা. গী. সং ৮১ পৃ ৫৩; ম. ক. প. সং ৫১, পৃ ৫৩; র, পৃ ১৫; ম. সমাচার, পৃ ৩০৭

গড়া

আক্ষেপ

সোনা বন্ধুর কি হৈল বেয়াধি । তাহার ঔষধ তোমরা কেহ জান যদি ॥ ধু
আমি ত অবলানারী কিছুত নাহি জানি । হৃদের অন্তরে আছে প্রেমের আগুনি ॥
ধনন্তরীর পাশে যাই চাহ জিজ্ঞাসিয়া । তারা নি পারিব বিষ নামাইতে ঝাড়িয়া ॥
সৈয়দমতুজা কহে শুনরে কামিনী তোমাতে দংশিয়া আছে প্রেমের আগুনি ॥৪৯
ব্র ১, পৃ ৬; ম. ক. প. সং ১৪৩, পৃ ৭৮

কানড়া

আশ্ববোধন

সোনা বন্ধুর এদেশে বসতি আর হবে না ॥ ধু

বন্ধু যাবে দূরদেশে মনেলাগে খাঙ্কা । কোমরের কাটারি শ্রাম রাখিয়াও বাঙ্কা ॥
 বন্ধু যাবে দূরদেশে হৃদেত আগুনি । হাতেদিয়া যাও মালা শ্রামের নিশানি ॥
 বন্ধু যাবে দূরদেশে সঞ্চে নাহি কড়ি । দেশের বন্ধুদেশেগেলে আরনি আসিব কিরি ॥
 বন্ধু যাবে দূরদেশে সঞ্চে কিনা নিবে । দেশের শ্রাম দেশে যাবে কিরি না আসিবে ॥
 সৈয়দ মতুজা কহে শুনরে কালিয়া । নিবারিল চিতের আনলকে দিল জালিয়া ॥৫০
 ব্র ১, পৃ ১০; মু. ক. প. সং ২৮৭, পৃ ১২০

ভাটিয়াল

অহুয়াগ

হেলায় হারাইলাম বনমালী পাইয়া স্বপনেরে নাথ ॥ ধু
 শিলাবাজে বেণুবাজে আর বাজে করতালি । মথুরা নগরে বাজে আনন্দ ধামালী ॥
 মথুরার ঘাটে গেলাম হাতে স্বর্ণঝারি । ভরমে হারাইয়া আইলাম হাতে কুম্ভঝারি ॥
 সৈয়দ মতুজা কহে ওহে বনমালি । পালিয়া পুষিয়া যৌবন ; কারেদিমু ডালি ॥৫১
 ব্র ১, পৃ ২; মু. ক. প. সং ৫০, পৃ ৫০

১৫০. সৈয়দ শা

বাউল

মনে লয়, বৈরাগী হয়ে বিদেশেতে যাই ।
 ওয়রে কালার নামটি কর্তে দিয়া ভিক্ষা মাগি খাই ॥
 আর পাঞ্চ ছিয়ায় চিঁড়া কুটে তীর্থে লইয়া যাইত ।
 ওয়রে, বৈরাগীয়ে করে কালাকালি বৈষ্ণবনী থইয়া যাইত ।
 আর যাও যাও প্রাণের বৈরাগী ও তুমি তীর্থে চলিয়া যাও ।
 ওয়রে আর নি আসিয়া তুমি বৈষ্ণবনীর লাগাল পাও রে ॥
 আর 'বৈরাগী বৈরাগী' বইলে বৈষ্ণবনীয়ে ডাকে ।
 ওয়রে, আমারে ছাড়িয়া যারায় তোমার বিধরতার ফাঁকে রে ॥
 আর আখড়া ভাঙব, বৈরাগী যাইব বৈষ্ণবনী রইবা চাইয়া ।
 ওয়রে, আর নি খাইতায় পসাদ বৈরাগীরে লইয়া ॥
 আর সৈয়দ শা' বাউল কইনি ভুটাপী টিলায় বইয়া
 ওয়রে, এই গীতি কচিলাম আমি আন্ধইর ঘরে বইয়া ॥ ১
 শ্রী. লো. সং ১৬৫, পৃ ১৩৩

১৫১. সৈয়দ শাহনূর

রাগ অস্থির

বিরহ

আইস আইস আরে বন্ধু করি নিবেদন । অবলা রাধাবে বন্ধু দেও দরশন ॥
 মিনতিকরিয়া রাধে কহিলা চরণে । তোমারশোকে পরাণ করে দহে কামবাণে ॥
 ছোড় মন্দির বাজাও বাঁশীরে দেখি তোমায়ে ।
 রাধার মনের অনল নিয়া ধরিব তোমায়ে ॥
 আমার ছাড়িয়া বন্ধু রৈলায় মধুপুর । না শুনি কানে বন্ধুর বচন মধুর ॥
 তোমার উদ্দেশ বন্ধু পাইমু কোনকালে । রাধিকারমনের অনল নিরবধি জলে ॥
 অবলা বেতুলা নারী অল্প বুদ্ধি লৈয়া । চাইতে পরাণের বন্ধু যায়রে পলাইয়া ॥
 ছৈয়দ শাহনূরে বলে হিয়া ধরাইতে না পারি ।
 একলা মন্দিরে রাধা সদায় বসি কুরি ॥ ১
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

রাগ একশী

বিরহ

আমার বন্ধু রৈলায় কার বাসরে । তুমি গিয়া রৈলায় কার মন্দিরে ॥
 কোনস্থানে গেলায় বন্ধু নাপাইলু উদ্দেশ । বালক থৈয়ারে বন্ধু রৈলায় কোন দেশ ॥
 কোনদেশে গেলায়রে বন্ধু নিদয় হৈয়া । অনাথ বালকে ডাকে পন্থ নিরাখিয়া ॥
 অধম বালকে দিলায় প্রেম বাসরে কান্দ ।
 কোনখানে গেলায় গিয়া আমার কালাচান্দ ॥
 আমার দয়ার ঠাকুর কোথায় রৈলায় গিয়া ।
 রাইতে দিনে কুরে পরাণী তোমার লাগিয়া ॥
 কোথায় গেলায় পরাণের বন্ধু চুরিয়া নাই পাই ।
 মনে কয় ছামনে বসি চান্দ মুখ চাই ॥
 চান্দ মুখ দেখিলে বন্ধু জুড়ায় সব গাও ।
 বন্ধুয়ার জুনারের তলে আমারে লাগাও ॥
 হুথিতে করিয়াদ করি বন্ধু পরাণের সুরী ।
 শাহনূরে কান্দন করি হৈয়া ভিখারী ॥
 ভিখারী হৈলু ঠাকুর পদের তলে আশ ।
 ফকীর নাম দিয়াছ ঠাকুর না কর বিনাশ ॥

ভিখারী করিয়াছ বন্ধু রাখ পদের তলে ।
লাহল দরিয়ায় ভাসি তুমি নেও কোলে ॥
ছেয়দ শাহনূরে কৈন ঠাকুর মঞ্জরে ।
পদের তলে বাসা মাংগী না কিছু তোমার নূরে ॥ ২
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

রাগ ভাটিয়াল

বিরহ

আমার বন্ধু হৈলায় নিষ্ঠুর । নিষ্ঠুর হৈলায় পরাণের বন্ধু আমারে ত্যজিয়া ॥
নিরবধি কুরে আত্মী তুই বন্ধুর লাগিয়া ।
তুইহেন বন্ধুরে কালা পরকাশিছ ঘরে । পূরেতার মনেরসাধরে বন্ধু সদায় মন্দিরে ॥
সে দেখিছে একদিনরে বন্ধু সে কি পাশরিব ।
কি কহিমু মনের ছুথরে কালা কে বা নিবারিব ॥
কহিতে মনের ছুথরে জলিয়া উঠে হিয়া । নিদ্রা নিষ্ঠুর বন্ধু না চায় কিরিয়া ॥
কোন খানে আইলায় বন্ধু নাই পাই । হিয়ার আগুনে জলিরে বন্ধু তহু হৈল ছাই ॥
নিরলে বসিয়া রইছে নাই তার বাসনা ।
অবলার মিনতি দেখিরে বন্ধু লাগেনা বেদনা ॥
বন্ধুবন্ধু ডাকিরে বন্ধু বন্ধু বড় ধন । বন্ধুরলাগি সুরিয়ামরিরে নালাগে বেদন ॥
ছেয়দ শাহনূরে বুলৈন কালা মুইসে অভাগিনী ।
ননদীয়ে বোলেরে রাধা শ্রামের পিয়ারিণী ॥ ৩
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

রাগ অহির

বিরহ

আমার ভাবে হৈলায় নিষ্ঠুর রে । আমার ভাবে হৈলায় নিষ্ঠুর ॥
তুমিত নিষ্ঠুর কালা রূপতোমার ষোলকলা । গলে পৈরচ রতন মোহন মালারে ॥
গুণমন্ত নাম ধর রতন মোহন মালাপর । বাশীর সুরে রাধারে বন্ধে ঠার ॥
কলিজায় অনলভৈরি, দিবানিশি সুরিয়ামরি । বন্ধেরলাগি আমি হৈয়াছি পাগল ॥
সুগন্ধী চন্দন গায়, নিপূর বন্ধের পায় । মুই অভাগী রাখ রাধা পায় ॥
তোমারশোকে তহুরেবন্ধু হৈল ঝরঝর । দিবানিশি রাখবন্ধু কলিজার ভিতর ॥
কহে ফাফর শাহনূরে তরাও বন্ধু চকরাতে মোরে ।
তরাণ কর আল্লানূরের মা বাপরে ॥ ৪
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

আমি যারে চাইরে নাথ সে এত নিষ্ঠুর । ধু
ধরিতে না পাইরেবন্ধু তোমার দীদার দেখা দিয়া পরাগী রাখ ছুঃখিনী রাখার ।
নব রঙ জল তনে করে ঝলমল, না দেখি পরাণে মরি হৈয়াছি পাগল ।
ধীয়ানে না পাইরে বন্ধু তোমার দীদার জুগুপীর মত আমি হৈমু ঘরের বার ।
ডাকিতে না শুন বন্ধু না দেও উত্তর, তোমায়ে দেখিবার শোকে তহু ঝর ঝর ।
খসুরী ননদী জাল দেওরা হৈলা বৈরি, দেখা না পাইরে বন্ধু নিরববি ঝুরি ।
ছৈয়দ শাহানূরে কৈন একি পরমাদ, খসুরী ননদী জালে কই সখাদ । ৫

শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সং, পৃ ১৩৫

রাগ বসন্ত

বিরহ

এমন বসন্তকালে বন্ধু নাই যে পাইলু । গাঁথিয়া পুষ্পের মালা পশ্বেচাইয়া রইলু ॥
ফুটিছে নানান ফুল ডালের উপর । ফুলের মালা গাঁথি আমি যাইমু কোন সহর ॥
সুগন্ধ পুষ্পেরে পাইয়া ভ্রমরা পাগল । বন্ধু বন্ধু করি রাখা হৈয়াছে বিফল ॥
কিকরিমু কোথাযাইমু দুখআইল মনে । রাখার মনের কথা পরাণকাল জানে ॥
ছৈয়দ শাহানূরে বোতলেন রাখা মহামতী ।
ছাড়াইতে না ছাড়ান বায়ু সজনের পিরীতি ॥ ৬

মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বাউল

ও মনরে, তুমি দমের বাঁশী বাইয়ো ।
হইতায় যমুনা পার হরদমে আল্লাজীর নাম লইয়ো ॥
ও মনরে, উপরে গাছের জড় জমিনে ডাল-পাল ।
দম হইতে আদম পয়দা ফুল ফুটিয়াছে জড় ॥
ও মনরে, দমে আয়, পলকে বায়ু দমের নাই থিত্তি ।
দম হইতে আদম পয়দা কি লয়ে বসতি ॥
ও মনরে, তিল পরিমাণ জা'গাখিনি আঠারো ছইজ্জা পড়ে ।
আল্লার দুস্ত মোহাম্মদ নবীয়ে কোন জা'গায় ছইজ্জা করে ॥
শাহানূর ছৈয়দে বলে বাঁশীর নাম বড়ো ।
এই দম ডুবিয়া গেলে সকাল নিয়া গাড়ে ॥ ৭

শ্রী. লো. স. সং ২২২, পৃ ১৮৩

কত হুঃখ সহিব শরীরে রে, ও প্রাণ বন্ধু ! কত হুঃখ সহিব শরীরে ॥
 ভূবির মাঝে অনল দিলে বন্ধু ধীরে ধীরে জলে ।
 যদি লাকড়ির আগুন হৈত, জলি পুড়ি নিভি যাইত ॥
 বন পুড়ে সয়ালে দেখে, ও বন্ধু মন পুড়ে কেউ না দেখে ।
 বন্ধু মনের অনল জলে নিরববি রে । মনের আগুন লিভাইলে নিভে না রে ॥
 তুই বন্ধু ভাড়িলে মোরে, ও বন্ধু ঘরের মাঝে অনল দিলে ।
 ও বন্ধু চাইয়া দেখ ঘর পোড়া পালাবে ॥
 তুইবন্ধু চিকনকাল। আমি ঘরের পোড়াপালা, চকু চারিধারে জলিয়া অঙ্গার রে ।
 ছৈয়দ শাহনূরে বলে, ও বন্ধু আমার তনে অনল দিলে
 ও বন্ধু নিভাইতে নি পার মনের অনল রে ॥ ৮
 বা. বৈ. ভা. সং ১১৪, পৃ ১০২ শ্রীভারতী, ১৩০০ আখিন, পৃ ১৬

চল চলরে ননদী জাল আমরা যাই জলে ।
 কদম্বতলে বসিছে কানাই বাণীয়ে কি বোল বোলে ॥
 জলে যায় রে রাধিকা স্তম্ভরী ললিতা যায় আগে ।
 কদম্বতলে বসিয়া কানাই রাধারে ডাকে রাগে ॥
 রাধাবলে ললিতে আমরা যাই জলে । কদম্বভালে কোনজন কোকিলস্বরে বলে ॥
 হদী (?) কুটিল। সঙ্গে আর সঙ্গীগণ । জল ভরি পারে থৈয়া সকল হৈলা ধন ॥
 কলসী ভরিয়া থৈলা অঞ্চল ঘাটের পারে ।
 আচম্বিতে কানাই আসি ধরিল রাধার চিরে ॥
 ছাড়ি দেওরে কালাচান্দ দেখিল কুটিল ।
 বাড়ীতে গেলে কৈয়া দিব মারিব জটিল ॥
 রাধিকা উঠিয়া বোলে সঙ্গে বৈরী মোর ।
 ছাড়ি দেওরে নিলাজ কালা চলি যাই ঘর ॥
 কুথেনে জলেবে আইছ পদ্ম বহুত দূর ।
 জল সম্বাদ রাধার বুটেন ছৈয়দ শাহনূর ॥ ৯
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিরহ

তর শরীরে দয়া মায়া নাই রে বন্ধু, তর শরীরে দয়া মায়া নাই ॥
 অতদিন আছিল এ বন্ধু আমার ঘরে বসিয়া ।
 যাইতে কেনে প্রাণবন্ধু না গেলা এ বলিয়া ॥
 পরবাসী আসিয়া তুমি রইলা এ মোর ঘরে ।
 কলঙ্ক করিয়া গেলা এ গকুল নগরে ॥
 শুনরে প্রাণের বন্ধু অবলা এ ডাকি তরে ॥
 তর লাগি গকুলের লোকে ঘোষণা কৈরে মরে ॥
 শান্তুড়ী ননদীর জালায় তারা হইল বৈরী । শান্তুড়ীর সেবায় স্থানমীত হারি ॥
 সৈয়দ শাহনূরে বলে, সৈয়দ নবুর বেটা ।
 কানাইরে ছাড়িয়া যাইতে থাইল প্রেমের ঝাঁটা ॥ ১০

বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৬। ২য় সং, পৃ ৬২

সয়দা খামাইল

বংশী

তরুয়া কদম্বতলে নাগরের বসতি । রাধারেমিলিতে কানু আইসে নিতি নিতি ॥
 কিসের লাগিয়া আইলু কলসী লৈয়া মাথে । রাধে কলঙ্কিনী খোটা রৈল জগতে ॥
 বাঁশীটী লৈয়া কানু তৈছে কদম ডালে । লীলুয়া বাতাসে বাঁশী রাধা রাধা বলে ॥
 রাধায় শুনিলা যবে মুররীর ধনি । চলিলা সুন্দরী রাধা হৈয়া উদাসিনী ॥
 এক সখির হাতে ধরি আর এক সাথ চলে । সকলের উলামেলা যমুনার জলে ॥
 আগাপিছা হৈয়া সখি চলেন ধীরে ধীরে । পন্থের উদ্দেশ্য করেন মুররীর স্বরে ॥
 এক সখিয়ে উঠিয়া বলে আর এক সখির স্থানে ।

ভরিতে যমুনার পানি কালা উঠে মনে ॥

গোকুলের যত সখি জল ভরিতে যায় । কাখে কলসী লৈয়া কানুর রঙ্গ চায় ॥
 কলসী লৈয়ী সখি চলিয়া গেলাঘরে । মুররী বাজাইয়া কানু যায় রাধার মন্দিরে ।
 রাধার মন্দিরে গিয়া কানু মুররী দিল টান ।
 রাধিকা সুন্দরী বোটেন ঘটে আইলা জান ॥

ছৈয়দ শাহনূরে বলে মিছা জালে রৈলু । এ সব দুর্লভ পন্থ বিফলে হারিলু ॥ ১১

মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বাগ উদয়ভূজি

বিরহ

তোমরা নি বন্ধুয়ার রূপ দেখগো সজনী সহ তোমরা নি বন্ধুয়ার রূপ দেখ ॥

আমারে ছাড়িয়া হরি রৈলায়গি মধুপুরী । আমি রৈলাম পশ্চেরদিকে চাইয়া গো ।
মুই হৈতু কুল নারী বন্ধে মোরে ভিন্নবাসী ॥ আমি রৈলাম বন্ধুয়ার আশে গো ।
খাণ্ডীননদী বৈরী, ঘরে না মুই রইতেপারি । বিরহের অনলে জলিয়া মরিগো ॥
শুনিয়া বাণীর শ্রুতি উলচিত রাধার প্রাণী । কোথায় পাইমু নিলয় না জানি গো ॥
ছৈয়দ শাহনুরে কয় সে কাল মানিবার নয় ওলো সখি না দেখি উপায় গো ॥ ১২
মোকদ্দা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

রাগ উদয়তুড়ি

গোষ্ঠলীলা

দেহু লইয়া চল মাঠে যাইরে সখিলা ভাই । দেহু লইয়া চল মাঠে যাই ।
হৈল অনেক বেলা উড়িল পশ্চের ধূলা আজি মাঠে যাইমু একেলা রে ॥
সন্ধে রাখাল ভাই ধুড়িয়া না পহু পাই বল আমি কোন পশ্চে যাইরে ।
বাণীতে সখাদ পূরে ডাক ছাড়ে উচ্চস্বরে সাড়া পড়ে গোকুল নগরে রে ॥
সন্ধের রাখাল যত আচম্বিতে চলি পহু চল যাই দেহু চরাইবার রে ।
শুইয়ে সাজিলা কান্ন দগধে রাধার তনু আজি মাঠে কি হৈব না জানি রে ॥
ছৈয়দ শাহনুরে কয় রাধা কান্ন চিন হয় রাধা কান্ন আপনার তনে রে ॥ ১৩
মোকদ্দা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

রাগ বসন্ত

বসন্তাগমে-রাধা

নায়ে নায়ে নায়ে, নায়ে নায়ে নায়ে, ও নায়ে নায়ে নায়ে ।
বসন্ত ফুল ফুটিয়াছে, এমন বসন্ত আইছে বন্ধে মোরে ভিন্ন বাসেরে ॥
কাল যদি গেল পলাইরে, বসন্ত ফুল ফুটিয়াছে,
তুই বন্ধু দয়াময়, কেনে নিদাক্ষণ হও অবলারে আসিয়া বোলাও রে ॥
আইসআইস পরাণপিয়া, তোলমোরে দেবাদিয়া বন্ধুবিনে কে আছে আবার রে ।
বন্ধু বন্ধু ডাকিয়া কিরি আও রাধার ঘরে । তোমার শোকে কলিজা অঙ্গার রে ॥
বন্ধে বলে রাধিকারে আছিলাম ঘরে এই কথা সেই দিন না আছিল মনে রে ।
আমি ডাকি বন্ধু বন্ধু তোরে, ভিন কেনে বাস মোরে বন্ধু তুমি নয়নের কাজল রে ।
ছৈয়দ শাহনুরে কয় বন্ধু আসিবার নি রে আসিবা বন্ধু গেলে চিত্তাপুর রে ॥ ১৪
মোকদ্দা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

দেহতত্ব

পাগেলা ফকিরের মনে দিদার মাদার নাই ।
সখি গো, মন-পবন কাণ্ডের নাও কাণ্ডারী কানাই ॥

নদী তো তরঙ্গ নদী সোত চলে ধারে ।
 অপূর। বিরিন্দাবন নদীয়ার কিনারে ॥
 আব হৈতে চলে নৌকা বাদ অইলে বন্ধ ।
 নায়ের মাঝে চৌদ্দ গুচ্ছা শুনতে লাগে ধন্ধ ॥
 বারো ডাল বিশ মাথা নাওয়ার মাঝে আছে ।
 বতিশ কান্ধুরা নাও গলইয়ে চেরাগ জলে ॥
 শুনিয়া চমকিত হইলা রাধিকা স্তন্দরী ।
 গহীন বনে আজু মোর কে বাজায় মুররী ॥
 মন-পবন কাঠের নাও সারি সারি গুড়া ;
 পীর মুরশিদ ছওয়ারী নাও শূঁতে করে উড়া ॥
 সৈয়দ শাহ'নূরে কয় আল্লাকে ভাবিয়া ।
 মিছা গৈরব করো রে মন থাকের তহু লইয়া ॥ ১৫
 শ্রী. লো. স. সং ৩৩৫, পৃ ৩৩৫

রাগ নৌকার হাইড় (সারি গান)

সারি পান

প্রাণদূতী—এ, এ, এ, আরে তোমার কানাইরে আনরে ।
 কানাইয়ার শোকে তহু আমার হৈল ঝর ঝর,
 তুমি নি, আনিয়া দিবায়ে বন্ধুয়ার খবর ।
 (আরে) যাও যাও ওগো দূতী বন্ধু আন চাইয়া,
 দেখি লৈমু বন্ধুয়ার রূপ নয়ান ভরিয়া । * * *
 দূতী বলে শুন কানাই তুমি আমার কথা,
 অবলা ত্যজিয়া তুমি বসি রৈছ কোথা ?
 কিশোরী দূতীর কথা শুনি বোল হায় হায়,
 ঘোল শ' গোপিনী কানাই কেমনে পালায় ?
 কানু যায় রাধার ঘরে ধরি দূতীর গলে, রাধা কানুর মিলন হৈল কদম্বের তলে ।
 তন রাধা মন কানু শাহানূরে বোলে,
 রাধা কানুর মিলন হৈল আড়াই হাতের তলে । ১৬
 শ্রীষ্ট-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১ম সং, পৃ ১০

রাগ লাহল

বাউল

লাহলে বসতি করে নিকুঞ্জ মন্দিরে । রাধার মন শান্ত রৈছে বন্ধুয়ার ঘরে ।
 নিকুঞ্জ মন্দিরে ঘর করি পরকাশ । তোমার পদ দেখিবারে মনে অভিলাষ ।

মনে আশারাখি বন্ধু তোমাতে দেখিবার ॥ অনাথজানিয়া মোরে দেখাও দীদার ॥
দীদারে দরশন মিলে দীদারে সকল ॥ তুমি বন্ধু দেখিবারে হৈলু বিকল ॥
তুমি বন্ধু দেখিবারে হৈলু লাজল ॥ রাইতে দিনে বুঝে আত্মী বন্ধু আইস কোল ॥
নিকুঞ্জ মন্দিরে ঘর দরজা নাই তার । ফণে আয় ঘরের ভিতর ফণে হয় বার ॥
আউতি যাউতি করি কাহ্ন হয় ঘরের বার । রাধা বলে পরাণ বন্ধু মুররী বাজার ॥
ছেয়দ শাহনূরে কয় যদি দেখা হয় । তুমি কালার জুনারের তলেরাখ দয়াময় ॥১৭
ঐতরতী, ১৩৫০ আশ্বিন, পৃ ২৩

রাগ জলসখাদ

যমুনা-বারি অনিয়নে রাধা

শুনগো ননদী জাল কোকিল স্বরে বলে । কাণ্ধে কলসী লৈয়া চল যমুনার জলে ॥
যাইবে কিনা যাইবে সহি বল জলদি করি । শুননি বাজায় বন্ধে মোহন মুররী ॥
রাধায়বলে ননদী জাল জলভরিলে ঘোনা । বুঝি তোমরা কানেশুন মনেভাবনা ॥
চল চল সব সখী ভরি গিয়া জল । যমুনাতে নামিলে তহু হৈব শীতল ॥
ননদীয়ে বলে তুমি রাধা বিনোদিনী । শ্রামের সোহাগিনী রাজার নন্দিনী ॥
রাধিকাজলেবোনাযকদম্বতলাদিয়া ॥ কানাইয়ে পাতিছে জাল রাধিকার লাগিয়া ॥
ছেয়দ শাহনূরে বুলেন রাধার ভাব ছান্দে । যমুনার জলে যাইতে ঠেকিলে

কানাইরকান্দে ॥১৮

মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

রাগ ভোর

কুঞ্জ-ভঙ্গ

শ্রাম বন্ধুরে রাত্রি হৈল ভোর, চল যাই সরোবর ।
শয্যায় রৈলায় বন্ধু নিজায় কাতর । রজনী পরভাত হইলরে ননদীর ডর ।
শ্বাশুড়ী ননদী জালে বলে কুবচন । শ্রামের কলঙ্ক দেয় সর্বজন ॥
রাধা বলে জাগো কাহ্ন যাও রাখালেরসাথ । কত নিজা যাওরেকাহ্ননাই শুনবাত ॥
গোকুলেরষতলোকজাগিলাঘরেঘরে । বেতুল তুমি কেনে রৈলায় রাধার মন্দিরে ॥
জাগিয়া গোকুলের নারী জলেত গমন । উঠ উঠ প্রাণনাথ রাণার পরাণধন ॥
লজ্জায় রৈলায় রে বন্ধু গোকুলের নাথ । আগর চন্দনে আতর আনিলা সাক্ষাৎ ॥
আগর চন্দনে বদন পাখালিয়া কাহ্ন । রাত্রি হৈল ভোর পূর্বে উদয় ভাহ্ন ॥
বিদ্রস বদনে রাধা থাটকন মন্দিরে । রাধারে মিলিয়া যাইন খেহু চরাইবারে ।
ছেয়দ শাহনূরে কয় ভবকুলেআসি । রাধারমন্দিরে কাহ্ন আছিলাপরবাসী ॥ ১৯
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

পিরীতি

হায়রে নিষ্ঠুর কালিয়া, তর পিরীতে মরিমু সুরিয়া ॥
 সেই বেলা কহিছলাম আমি পিরীত ভাল নাই ।
 তোমার দেশে যাইতে বন্ধু পিরীত বই ত নাই ॥
 আপনি আসিয়া বন্ধু পিরতি করিলে ।
 অকালে যুবতি কুল কেমনে ভুলিলে ॥
 সেই বেলা পিরীত কৈলে লোকে না দেখিতে ।
 ছাড়বায় না বলিয়া বন্ধু হস্ত দিছলাম মাথে ॥
 সৈয়দ শাহ-হুসে কয় বৃক্ষিতে না পারি ।
 পিরীতের আগুনে আমি রাইতে দিনে সুরি ॥ ২০

বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৬, ২য় সং, পৃ ৬২

১৫২. সৈয়দ সুলতান

রাগ বসন্ত

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

কত কত মোহন মোহোনি জান ॥ ধু
 কুটিল কুন্তল ফান্দ, বেড়ি আছে মুখ চান্দ গুপি গণে বাজাইতে আস ।
 জেহেন নির্মল শশি ঢাকিছে জলদে আসি, দেখা দিলে তিমির বিনাশ ॥
 স্নগন্ধি তিমির কেশ রহিছে মোহোন ভেস মুখ চান্দ রহিছে ছাপা এ ।
 একেবারে অহুপাম, নিশি দিশি একহি ঠাম লক্ষি বারে লক্ষ্যণ ন জা এ ॥
 কিবা রাত্র কিবা দিন, নহে রূপ ভিন্না ভিন এ চান্দ সুরজ নহে তার ।
 ছৈঅদ ছোলতানে কহ', সেই সে আন্ধার পহ' দেখা না দে বিদিত সভার ॥১
 রক্ষীয়া সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৪১, ২য় সং, পৃ ৫৩ ; ম. বা. গী. সং ৩৭, পৃ ২৪ ; যু. ক. প.
 সং ৩৩, পৃ ৪৮, ত্রৈ সং ২২৬, পৃ ১২৩

আত্মবোধন

কত পদ কুল অস্ত নাই । চৌদিকে করিলঘোর, পন্থের না পাইলাম ওর,
 গুরে বিবাদে লাগিল কাল দেবা রে ॥
 কহে সৈয়দ সুলতানে, নোকাখানি আনিলাম পানে, না করিলাম কোন ব্যবহার ।
 আগোপাছে না গুনিলাম, মায়াজলে বন্দীহৈলাম, ওরে জিজ্ঞাসিলে কিদিব উত্তর ॥২
 ত্র ৫, পৃ ৪৩ ; যু. ক. প. সং ২২৭, পৃ ১২৩

আশোয়ারী বা গৌরী

মিলন

নন্দ আসি জয় দেওরে, আমার গোপাল আইসে ঘরে । ধু
মনেতে আনন্দ অতি ঘরে কেহ নাই । আজু রাধার শুভ দিন মিলিল কানাই ॥
অপরূপ বিপরীত কি বলিব কারে । নানা রূপে করে কেলি ভ্রমরা না ছাড়ে ।
জল নাহি কলসে যমুনা বড় দূর । চলিতে না চলে রাধার চরণে মূপূর ॥
ভৃঙ্গারের জল দিয়া পাখাল ছুই পাও । গঙ্গার জল সাঁচরি বন্ধেরে করি বাও ।
কহে সৈয়দ সুলতানে মনেতে ভাবিয়া । পর কি আপনা হয় পিরীতি লাগিয়া ॥ ৩
বা. বৈ. ভা. সং ১১৭, পৃ ১০০ ; ব্র. ৪, পৃ ৪৬ ; মু. ক. প. সং ১৭৮, পৃ ২২

প্রার্থনা

শ্রাম মোরে করিও দয়া, একেবারে না ছাড়ে মায়া ; ও কালা চান্দ পরদেবী !
প্রেমসাগরে ডুবি, হর-ঘড়ি তোমারে সেবি ।
মন বান্ধাছ শিলার ভোরে, পাসরি রহিল মোরে ।
পিরীতি তোমার সনে, আড়া পাড়া সবে জানে,
নৈবে কলঙ্কিণী হৈলাম, নয়ান ভরি না চাহিলাম ।
স্বজনে পিরীতি করি, একেবারে না যায় ছাড়ি ।
জনমে জনমে পালে, সঙ্গে থাকে নিদান কালে ।
কহে সৈয়দ সুলতানে, রাখ প্রাণি দেখা দানে ॥ ৪
ব্র ৪, পৃ ৪৭ ; মু. ক. প. সং ৩৬৬, পৃ ১৪৪

রাগ মালসী -

অনুরাগ

মই বোলম মই জীব না রে কাহু আনিয়া দে ।
কালার ভাবে চিত্ত ব্যাকুল আকুল করিছে ॥ ধু
চিড়া নহে কলা নহে দধি মাখি খাইতুম ।
ঝলক দাপন নহে নয়ান ভরি চাইতুম ॥
কাম সিধুর নহে তুলিয়া দিতুম তবে ।
বন্ধুর ভাবে চিত্ত ব্যাকুল অদ ছাইছে বিবে ॥
চান্দ বাক্য কাহু বাক্য ঐ কদম তটে । চম্পার কলিকার ফুল প্রতি ঘটে ঘটে ॥
কহে সৈয়দ সুলতান শুন গুণিগণ । ধড়ের তিতর মুদ্রা করিছে রোসন ॥ ৫
ম. বা. গী. সং ৭১, পৃ ৪২ ; মু. ক. প. সং ৫৮, পৃ ৫৫

বিরহ

সাজহৈল বেলাগেল প্রতিঘরে বাতি তবুত নাআইসে যাহু দিনান্তে উপাসী । ধু
অপরূপ বিপরীত কি বলিমু কারে নানাক্রমে করে কেলি ভ্রমরা না ছাড়ে ।
জল নাহি কলসে যমুনা বহুদূর চলিতে না পারে রাধা চরণে নেপুর ।
ভিক্ষারের জল দিয়া পাখাল ছই পাও শীতল বিজনী দিয়া করিমু তোমা বাও ।
বারে বারে কহি নন্দ বেচিয়া পেলাও দেখু ।
গোকুলে মাগিয়া থাইমু কোলে লইয়া কাহু ।
কহে সৈয়দ সোলতানে মনে ত ভাবিয়া পর কি আপনা হয় পিরীতি লাগিয়া । ৬
মু. ক. প. সং ২৫৮, পৃ ১১০

আত্মবোধন

সাধুর ভরারে ডুবাইলুম মনের বেহার ।
ভরিয়া স্বর্ণের ভরা তুলি লৈলুম নায়ের পারা আগা পাছা তুলি দিলুম খাটা
ছিঁড়িল পানসীর দড়ি অই চিন্তা মনে করি সাধু ভাই বোলএ হায় রে হায় ॥ ধু
দক্ষিণে চঞ্চল বাও, না বুঝি বণিজের ভাও নৌকা মোর পাইল কু-বায় ।
নালায় থাকিতে পানি না নামাইলুম নৌকাখানি যমুনায় পড়িয়া গেল ভাটা ॥
দক্ষিণে চঞ্চল বাও, না বুঝি বণিজের ভাও নৌকা মোর পাইল কু-বায় ।
যমুনা ছাড়িয়া যায় রশি কাছি নাহি মানায় নাকাল নঙ্গরের ঘায় ॥
বাজ নারিলুম থেবা, আন্ধার করিল দেবা কুল কতদূর যমুনার
চৌদিকে করিল ঘোর না পাই পঙ্কের ওর বিবাদে লাগিল কাহু নৌকার ।
কহে সৈয়দ সুলতানে নৌকা আনলাম পাণে না করিলুম বণিজ বেহার ।
আথেরে কি জানি হয় আলস্তেত দিন যায় হাত মোড়ামোড়ি সার ॥ ৭
মু. ক. প. সং ২৯০, পৃ ১২১

১৫৩. সোন্দর ফকির

রাগ মালসি

রূপ

চলরে মুমিন ভাই রূপ দেখি গিয়া । ধু
এক হাতে বাজুবন্দ আর হাতে ঝাশি সোন্দর ফকিরে কহে হামো পরবাসী । ১
বা. বৈ. ভা. সং ১১৬, পৃ ১০৩ ; মু. ক. প. সং ৩০১, পৃ ১০৪

১৫৪. হবিব

আশাবরী

শ্রীকৃষ্ণের-রূপ

দেখ মাই অপরূপ নন্দ গোপাল ।

কপালে চন্দন ফোঁটা, বিনোদ টালনি ঝোঁটা গলে শোভে বকুল মাল ॥ ধু

শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, কটাক্ষে ভুবন ভোলে, শ্রীমুখ অতি অরূপাম ।

করতে মোহন বেণু, নির্মল কোমল তরু, অতসি কুমুম জিনি শ্রাম ॥

কটিতে পীতাম্বর, দেখিতে মনোহর, মুকুন্দ মোহন যত্নরায় ।

দাঁড়াইয়া কদম্বতলে, হৃনাদ মুরলী পূরে তিন লোক মোহিত যায় ॥

ফকির হবিব বলে, কাহ্নরে দেখিছ ভালে, যেন শশী পূর্ণ উদয় ।

হেন মোর করেহিয়া, কাহ্নরে সমুখে থুইয়া নিরবধি দেখছ সদায় ॥ ১

কাব্যমালক, পৃ ৩১; পা. পৃ ৩; বা. বৈ. ভা. সং ১১৭, পৃ ১০০; ব্র. ৪, পৃ ৩৭; ম. বা. গী., সং. ৩৫, পৃ ২৩; মু. ক. প. সং ১৪, পৃ ৪৪

১৫৫. হাছন রাজা

যম-ভীতি-হীন হাছন

আমার হৃদয়েতে শ্রীহরি, আমি কি তোম যমকে ভয় করি ।

শত যমকে তেড়ে দিব, সহায় শিব শঙ্করী ॥

আমি যখন উঠি রেগে, দেখে যমদূত ভাগে ।

আসে না মোর মায়ের আগে, দেখে যেনে লক্ষণজিরী ॥

হাছনরাজার সন্ধান আছে, যম কি আসবে তার কাছে ।

প্রাণ দিয়েছি হরির কাছে, যম করে নিবে ধরি ॥ ১

হা. উ. সং ১০১, পৃ ৬১

আমিই-মূল নাগর

আমিই মূল নাগর রে, আসিয়াছি থেইড় খেলিতে, ভব সাগর রে ।

আমি রাধা, আমি কাহ্ন, আমি শিব শঙ্করী ।

অধর চাঁদ হই আমি, আমি গৌরহরি ॥

খেলাখেলিবারে আইলাম এভবের বাজারে ।

চিনিয়া না কোন জনে আমায় ধরতে পারে ॥

আমিই মূল, আমিই কোল, আমি সর্বঠাই ।

আমি বিনে এ সংসারে আর কিছু নাই ॥

বা. বৈ. মু. ক. প.—২২



নাচ নাচ হছেন রাজা, কারে কর ভয় । আমিও ছাড়িয়া দিয়া, যাতে হইছ লয় ॥২
হা. উ. সং ১০০, পৃ ৬১

প্রেম-পাগল-হাছন

আমি তোমার কান্দালী গো সুন্দরী রাধা, আমি তোমার কান্দালী গো ।
তোমার লাগিয়া কান্দিয়া ফিরে, হাছন রাজা বাঙ্গালী গো ॥
তোমার প্রেমে হাছন রাজার, মনে হতাশন ।
একবার আসি ছদ কমলে, করয়ে আসন ॥
আইস আইস প্রাণ প্রিয়সী ধরি তোমার পায় ।
তোমার না দেখিলে আমার, জলিয়ে প্রাণ যায় ॥
ছট্ কট্ করে হাছন, তোমার কারণ । তরা করি না আসিলে হইব মরণ ॥
কান্দে কান্দে হাছন রাজা পড়ে পাছাড় খাইয়া ।
শীঘ্র করি প্রাণ প্রিয়সী, কোলে লও উঠাইয়া ॥
কোলে লইলে ঠাণ্ডা হইব, হাছন রাজার হিয়া !
সব ছুঃখ পাসরিব, চান্দ মুখ দেখিয়া ॥
হিন্দুয়ে বলে তোমায় রাধা, আমি বলি খোদা ।
রাধা বলিয়া ডাকিলে, মুন্সামুন্সিয়ে দেয় বাধা ॥
হাজন রাজা বলে আমি, না রাখিব জুদা । মুন্সামুন্সীর কথা যত সকলই বেহদা ॥৩
হা. উ. সং ১১৩, পৃ ৬৭

শ্রামচরণাকালী রাধা

আমি মরিয়া পাই যদি, শ্রামের রাঙ্গা চরণ ।
(আরে) তবে সে রঙ্গিনী রাধার, সাকল্য জীবন ॥
মরিয়া মরিয়া যদি, শ্রামের লাগাল পাই । রাঙ্গা চরণে ধরি জনম গোঁয়াই ॥
ছাড়াইলে না ছাড়িমু, ধরিমু চরণ । বাহা করে জগন্নাথ, জগৎমোহন ॥
হাছন রাজায় বলে জান, বাইবে বখন । সে সময়ে দেখতে চাই যুগল চরণ ॥ ৪
হা. উ. সং ১০৩, পৃ ৬২

কলঙ্কীরাধা

(আরে) তোরে লইয়া করেন খেলা আমার ঠাকুর কানাইয়ে ।
কেমনে খেলা কর গো রাধে ভাগিনাকে লইয়ে ॥
শুন গো রাধে বলি তোমারে, তোমার একি রীতি ।
ভবের মাইয়া তুমি গো হইয়া, কেন গো অসতী ॥
লাজ কি নাই তোব, নিলজ্জা রাধে যাও কদমতলে ।

নন্দের হৃতে গাঁথিয়া হার, দেয় তোমায় গলে ॥
 অখ্যাতি জগতে গো রাধে হইল প্রচার ।
 স্বদেশে বিদেশে কলঙ্ক রহিল, রাধে গো তোমার ॥
 (এখন) হাছন রাজ্যে তোমায় বুঝায়, তুমি নাহি বুঝ ।
 মায়াদয়া নাই গো তাঁর, তুমি কেন খোঁজ ॥ ৫
 হা. উ. সং ১৩০, পৃ ৭৬

বিরহ

এগো সুন্দরী দিদি, কথা শুনিয়া যা গো ।
 প্রাণ বন্ধু মোর কোথা আছে, বলিয়া মোরে দে গো ॥
 না হেরিয়া বন্ধু মম, হইয়া আছি মৃত সম । এখনে কি করি করি, করি গো ॥
 করিয়া আমার মন চুরি, কোথা গেল প্রাণ হরি ।
 ধরতে গেলে না যায় ধরা, কেমনে তারে ধরি গো ॥
 হাছন রাজা বলে দিদি, মনকে আমি কত সাধি ।
 মন হইয়াছে বিবাদী, মানে না সে বিনে গো ॥ ৬
 বা. বৈ. ভা. সং ১১৮, পৃ ১০৪ ; হা. উ. সং ১৩০, পৃ ৭৭, ঐ সং ১৪২, পৃ ৮৩

কালী সঙ্গীত

ওমা কালী ! কালী গো ! এতনি ভঙ্গিমা জান ।
 কত রঙ্গ ঢঙ্গ কর যা ইচ্ছা হয় মন ॥
 মাগো স্বামীর বুকে পা দেও মা ক্রোদ্ধ হইলে রণ ।
 কৃষ্ণরূপে প্রেমভাবে, স্বামীর বসন টান ॥
 আত্মশক্তি হইয়া মাগো ! পুত্রে লইলায় বর ।
 শতবার মারিয়া মাগো ; কর পুত্রের ঘর ॥
 কখন কালী, কখন রাধা, কখন গো তারিণী ।
 জ্ঞানচক্ষে চাইয়া দেখি, মা মোর পরাণী ॥
 কালীরূপ ধরিয়া মাগো ! অস্তর কইলায় নাশ ।
 রামরূপে রাক্ষসগণ, করিলায় বিনাশ ॥
 তুমি বাড়ী, তুমি ঘর মা ! তুমিই সংসার । তুমি বিনে অগ্রজনা কেহই নাই আর ॥
 নানা সময় নানারূপে, অবতার হইয়া । ভক্তবাহা পূর্ণ কর ছুটকে মারিয়া ॥
 হাছন রাজা কালীভক্ত, কালী পদ সার ।
 কে বুঝিতে পারে মায়ের, অনন্ত ব্যাপার ॥ ৭
 হা. উ. সং ১০৫, পৃ ৬৩

দেহতত্ত্ব

কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে ? রঙ্গের রঙ্গিয়া কানাই,
কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে । এই কথাটা হাছন রাজার উঠে মনে মনে ॥
স্বর্গপুরী ছাড়িয়া কানাই আইলায় এ ভুবনে ।
হাছন রাজায় জিজ্ঞাস করে আইলায় কি কারণে ॥
কানাইয়ে যে কর রঙ্গ রাধিকা হইছে চন্দ ।
এড়িয়া যাইব জুংরার পতঙ্গ খেলা হইব ভঙ্গ ॥
হাছন রাজায় জিজ্ঞাস করে কানাই কোন জন ।
ভাবনা চিন্তা করে দেখি কানাই যে হাছন ॥ ৮
হা. উ. সং ১১৭

বাউল সঙ্গীত

বিরহ

কাল! আয়রেআয় কুঞ্জেআয় প্রাণীকান্দে তোমারদায় । স্তথের রজনী গইয়াযায় ॥ধু
সাজাইয়া ফুলেরি সয্যা, কুঞ্জবাসী হইল রে ।
আইল না মোর প্রাণবন্ধু, দিলাম না ফুল রাঙ্গা পায় ॥
প্রাণনাথের প্রেমে মন, উদাস হইল রে ।
হীনহীন হাছন বলে, লাগলনা প্রেম আমারগায় ॥ স্তথের রজনী গইয়া যায় । ৯
হা. উ. সং ১০৭, পৃ ৬৪

বাউল

কিসের বাড়ী কিসের ঘর রে কিসের জমিদারী ।
মঙ্গের মঙ্গিয়া কেহই নাই তোরা, কেবল একাধরী ॥
ঐ যে তোমার ধন জন, সুন্দর সুন্দর স্ত্রী । কেহ নি যাইবে সঙ্গে যমে নিতে ধরি ॥
কিসের আশা, কিসের বাসা, কিসের লক্ষণছিন্নী ।
(আরে) কিছুই কিছুই নয়রে, সকলি গৌর হরি ॥
শুনরে হাছন আমার বচন, তুমি যে আমারি ।
ভবের মায়া ছাড়িয়ে সদায় থাক চরণ ধরি ॥
হাছন রাজায় প্রভুয়ে বুঝায় হস্তের মধ্যে ধরি ।
তোমার আমার এমনি বন্ধন ছাড়াইতে না পারি ॥ ১০
হা. উ. সং ১১, পৃ ৫০

বংশী

কেন আইলাম না রে, রাধার কালাচান্দ ।

বাঁশীটী বাজাইয়া আমার, লইয়া যাও পরাণ ॥
 তমালেরি ডালে বসি, সদায় বাজাও বাঁশী । শুনিয়া বাঁশীর রব, হইলাম উদাসী ॥
 বাঁশীর সুর শুনিয়া আমি, বঞ্চিত না পারি ।
 ঘরের কোনে পিছের ধাইরে করি ঘুরাঘুরি ॥
 কলঙ্ক হইয়া আছি, হইছে জানা জানি ।
 ঘরে বাইরে, আরি পরিষে, করে কানাকানি ॥
 মায়েবাণে গুটিকুটুমে, মুখআমার পুড়ে ।
 তবু দেখে হাছন জানে, কানাইরে না ছুড়ে ॥
 হাছনরাজায় বলে পিরীত, এমনই জঞ্জাল ।
 দেশেদেশে সবে দোষে, তবু বাসেভাল ॥ ১১
 হা. উ. সং ৫৪, পৃ ৩২

মাথুর

গোবিন্দের লাগিয়া রাধার সুরে দুই নয়ন গো এগো বৃন্দে ।
 শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া রাধা হায় হায় করিয়া কান্দে গো ॥
 মধুপুরে গেল কানাইরে, কানাইয়ারে হইছে বহুদিন ।
 এই চিন্তায় রাধে প্যারীর, তহু হইল ক্ষীণ গো ॥
 (আর) চিন্তায় চিন্তায় রাধে গো হইছে মূর্ছাগত ।
 উদ্দেশ করিতে নারে চলিতে নারে পথ গো ॥
 (আর) প্রেমের প্রেমিক যেই জনা জানবে তার বেদনা ।
 অ-প্রেমিকে জানবে কিসে চৌক থাকিতে কানা গো ॥
 হাছন রাজায় কান্দন করে দেখিয়ে রাধার দুখ ।
 রাধার দুঃখে হাছন রাজার ফাটিয়া যায় বুক গো এগো বৃন্দে ॥ ১২
 হা. উ. সং ৬০, পৃ ৩৫

দাসত্ব-আকাঙ্ক্ষা

দয়া নি করিবায মোরে রে ও বন্ধু দয়াল শ্রাম দয়া নি করিবায মোরে ।
 হাছন রাজায় বিনয় করি ডাকে হে তোমারে রে ॥
 আমি ত বসিয়া আছি বন্ধে করব দয়া ।
 অবশ্য মোর প্রাণের বন্ধে করিবেক মায়া রে ॥
 মায়া দয়ার আশি হইয়া আছি আমি চাইয়া ।
 মনের সাধ থাকি সদা দুই চরণ বেড়িয়া রে ॥



হাছন রাজায় বলে আমি চরণ ভিক্ষা চাই ।
 দুই চরণ ছাড়িয়া যেন কোথায়ও না যাই রে ॥
 চরণ ছায়ায় থাকি সদা দেখি যে তোমারে ।
 হাছন রাজায় বলে এই ভিক্ষা দেও মোরে রে ॥
 হাছন রাজার মনের মাঝে কেবল এই আশ ।
 চিরকালের জন্তে আমি হইতাম তোমার দাস রে ॥ ১৩
 হা. উ. সং ১১, পৃ ৮

তাল খেমটা

ভবসিদ্ধ পারকর্তা কানাই

দয়াল কানাই । দয়াল কানাই রে ; পার করিয়া দেও কাদালীরে ।
 ভবসিদ্ধ পার হইবার পয়সা কড়ি নাই ।
 দয়া করি পার করিয়া দেও বাড়ী চলি যাই ॥
 অকুল সমুদ্রের পাড়ি, পার করে দেও তাড়াতাড়ি ।
 সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, মনে ভয়শাই ॥ দয়ালবলিয়ে নাম তোয়, জানে সংসারে ।
 মুই অধমরে পার করিয়া দেও, চলি যাই ঘরে ॥
 হাছন রাজার ব্যগ্র দেখে, দয়া লাগে কানাইর বুকে ।
 আইস ত্বরিয়ে কানাই ডাকে, তোমায় নিয়া যাই ॥ ১৪
 হা. উ. সং ১২০, পৃ ৭৪

বাউল

দেখলাম দেখলাম তোরে হুরি, আমি বলি হুরি হুরি হিন্দুয়ে বলে হুরি ।
 বিয়ানে দেখিয়া তোরে দিনে রাইতে ঝুরি ।
 বলিয়া দে রে প্রাণের হুরি কেমনে তরে ধরি ॥
 দেখিয়া তোমার রূপ স্থির হইতে না পারি ।
 মত্ত হইয়া হাছনে বলে, কেমনে কি যে করি ॥
 কেহ বলে লাগিল ছাটা দৈল বুদ্ধি পরী ।
 হাছন রাজায় বলে ধরছে পিরীতের নাগরী ॥ ১৫
 হা. উ. সং ১৪, পৃ ১০

বাউল

পড়িয়ে ভব দরিয়ায় (হায় হায়) হাছন রাজায় কান্দে হায় ।
 আমি যে পরাণে মরি মায়া কি না লাগে হুরি ।

মইলাম মইলাম তছদুক তোঁর, একবার আমার কোলে আয় ॥
 হাছন রাজা মরিয়ে যায়, তবু বন্ধের পানে চায় ।
 বন্ধের প্রেমে মত্ত হইয়ে, নাচিয়ে নাচিয়ে গান গায় ॥
 আমি যে ডুবিয়ে মরি, বন্ধের আছে শতেক তরী ।
 তল হইলাম তল হইলাম, তবু নাহি উঠায় নায় ॥ ১৬
 হা. উ. সং ৫২, পৃ ৩১

বিবিধ

পদ্ম ছোড় যমুনাতে যাইরে, সুন্দর কানাইরে, কানাইরে ওরে কানাই ।
 পদ্মে পাইয়া পরের স্ত্রী, কর তুমি বলাজুরি । আজি রাধার কলঙ্ক রহিবেরে ॥
 শ্বাশুড়িনন্দী বৈরী, সেজালায় আমি মরি । আবার কাটাঘাথে, হুললাগাও তুমিরে ॥
 আমি তো অবলা নারী, হন্তে মোর রাখছ ধরি । রাজপদ্মে কর ঘুরাঘুরিরে ॥
 তুমি কর ছড়াছড়ি, আমি সরমেতে মরি । লোকে দেখিয়া বলখলাইয়া হাসেরে ॥
 কান্ধের কলসী ভাঙ্গিয়া যাবে, দেশেতে কলঙ্ক রবে । রাধার কলঙ্ক রবে, চিরকাল রে ॥
 রাধা কাহু টাটি দিহা, হাছন রাজা গান যায় গাইয়া ।
 তাবিয়া দেখ রাধা কানাই, কে রে হাছন রাজা রে ॥ ১৭
 হা. উ. সং ১৪২, পৃ ৮১

পিরীতি-রোগ

পিরীতে মোরে করিয়াছে দেওয়ানা । হাছন রাজা পিরীত করিয়ে হইয়াছে ফানা ।
 আরি পরি সকলেরই হইয়াছে জানা ।
 হাছন রাজার লাগিয়াছে শ্রাম পিরীতের টানা ॥
 হাছন রাজায় শুনে না তোঁর কটু মুল্লার মানা ।
 বাজান ঢোলক বাজায় তবল আর গায় গানা ॥ ১৮
 হা. উ. সং ১৫২, পৃ ৮২

দেহতত্ত্ব

বাতি জ্বলাইয়া দেখ শ্রাম, রাধার ঘরে করে কাম ।
 কেহই বলে রাধার কানু, হাছন রাজায় বলে দিলারাম ॥
 আন্ধাইর গুঁন্ধাইর ছড় ছড় করে, কেওরে নাহি সে যে ছাড়ে ।
 প্রেমের উতলা হয়ে, লাগাইছে ধুমধাম ॥
 প্রেমের বাতি জ্বলাইয়া, দেখ তারে নিরখিয়া ।
 হৃদ মন্দিরে বিরাজ করে, হাছন রাজা ধরে আম ॥ ১৯
 হা. উ. সং ২৭, পৃ ৫২

মুনিব হইয়া কর তুমি চুরি, ঠাকুরা চোরা,
 ঠাকুরা চোরা রে মুনিব হইয়া কর তুমি চুরি ।
 মন মোর কইলে চুরি, প্রাণ নিলে হরি ।
 সহিতে না পারি মুনিব, তোমার চাতুরি ॥
 মনে লয়ে কালু দিয়া গিয়া, আঞ্জা করিয়া ধরি ।
 তোমার প্রেমে মত্ত হইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরি ॥
 যে অবধি দেখিয়াছি, তোমার রঙ্গ হুরি ।
 আমার ঘরে আস্তে কেন কর জোরাজুরি ॥
 হাছন জানরে দান করিয়াছি, কত চরণ ধরি ।
 তোমার রূপ রঙ্গ দেখিয়া, বঞ্চিত না পারি ॥
 দিনে রাইতে তোমার লাগিয়া অভাগীয়া খুরি ।
 আমি তোমার দাস হইয়া দাসত্ব যে করি ॥
 এ বাসনা পূর্ণকর ওরে দয়ালহরি । যোগে যোগে কালেকালে হও তুমি আমারি ॥
 এই ভিক্ষা দেও হাছন রাজারে তোমারি ।
 প্রেমের ঔষধ হইয়া রক্ষা কর মোর বেমারি ॥
 আইস আইস ঠাকুর মুনিব করিয়ে স্বরাতরি ।
 প্রেমের ঔষধ হইয়া আইস নতু প্রাণে মরি ॥
 হাছন রাজার প্রাণ যায় লাগিয়ে ঠাকুরেরি ।
 ঠাকুরা চোরা ঠাকুরা চোরা রে, মুনিব হইয়া কর তুমি চুরি ॥ ২০

হা. উ. সং ৪৩, পৃ ২৫

মোরে দূর রাখিও না গো, প্রাণ হরি ।
 সাক্ষাতে না রাখলে মরি, জালায়ে প্রেমেরি গো প্রাণ হরি ॥
 কাকুতি মিনতি করি, আমি যে তোমারি ।
 আকাজ্জা মোর পূর্ণকর, থাকতাম চরণ ধরি গো ॥
 দিনে রাইতে তোমার লাগিয়া, মনে প্রাণে খুরি ।
 আমি তো হইয়াছি তোমার প্রেমের ভিখারী গো ॥
 মাখে মোর দেও প্রভু চরণ তোমারি ।
 জন্ম নাহি হউক মোর, সদায় তোমায় হেরি গো ॥
 হাছন রাজার মনে কেবল, এ বাসনা করি ।

সর্বদা দাসত্ব যে করি, হইয়ে তোমার দ্বারি গো ॥ ২১

হা. উ. সং ৩০, পৃ ১৮

বাউল

সাধের হু হু হু হু হু হু রে তোর মাঝে এতই আল্লার খেলা ।

আল্লার নাম বিনে কিছু নাহি লাগে ভাল ।

ছয় লতিকায় মার জেব এক দিল ভাবিয়া ।

ছাপ হইলে দেখিবায় শ্রাম বিনোদিয়া ।

নাম ধরি টান দিয়া, দম ভিতরে নিও ।

আহ্লাদে বকুয়ার নাম হৃদয়েতে লইও ॥

দম ছুড়িতে জরব করিও হু হু করিয়া ।

দিলের উপর মারিও জ্বব মমতা ভরিয়া ॥

আঁখি মুজিয়ারে ভাই, আঁখি করিও ঘোর ।

প্রেমের ভোরে টান দিলে, সাহেব আল্লার হজুর ॥

আশিক হাছন রাজায় কইন, এস্কের হইলে জোর ।

নাচিয়া কুদিয়া বকু আসিবা জরুর ॥ ২২

হা. উ. সং ৩১, পৃ ৩৫

দেহতব

সুন্দরী রাধে গো তোর, কানাইয়া যাইব ছাড়ি ।

তাই ভাবিয়া হাছন রাজা, ফিরে বাড়ী বাড়ী ॥

কানাইয়া ছাড়িয়া গেলে, লোকে বলবে এড়ি ।

কানাইয়ারে বান্ধিয়া রাখ, পায়ে দিয়া দড়ি ॥

মধুপুরে যাইব কনাই, আমার আছে জানা ।

গেলে পরে না আসিব, হইবায় তুমি কানা ॥

শীঘ্র করি বান্ধ রাধে, পায়ে দেও তার বেড়ি ।

বান্ধবার লাগি হাছন রাজায়, করে লড়ালড়ি ॥

গেলে না আসিব আর, ফিরিয়া লক্ষণছিন্নী ।

হাছন রাজায় কান্দন করে, যাই ও নায়ে হরি ॥ ২৩

হা. উ. সং ১২১ পৃ ৭১

বাউল

সোনা বন্ধে আমারে দেওয়ানা বানাইল ।

দেওয়ানা বানাইল মোরে, পাগল করিল ॥

আর না জানি কি মস্ত পড়িয়ে, যাহু করিল ॥
 কিবা ক্ষেণে হইল আমার, তার সঙ্গে দেখা ।
 অংশীদার নাইরে তার সে ত হয় একা ॥
 রূপের ঝলক দেখিয়ে তার, আমি হইলাম ফানা ।
 সে অবধি লাগল আমার, শ্রাম পিরীতের টানা ॥
 হাছন রাজা হইল পাগল, লোকের হইল জানা ।
 নাচে নাচে, ফালায় ফালায়, আর গায় গানা ॥
 মুখ চাইয়া হাসে আমার, যত আরি পরি ।
 দেখিয়াছি বন্ধের রূপ ভুলিতে না পারি ॥
 মনসন্দ যাই বল, তার লাগিয়া না ডরি ।
 লাজ লজ্জা ছাড়িয়া বন্ধের থাকব চরণ ধরি ॥
 দেওয়ানা হইয়া হাছন, কিসেতে কি বলে ।
 মার কাট যাই কর, থাকব চরণ তলে ॥ ২৪

হা. উ. সং ২২, পৃ ৫৬

বাউল

সোনা রাধে, সোনা রাধে গো ; আমার মন কেন তোর কান্দালিনী ।
 আড় নয়নে চাইয়া কেন, লইয়া যাও মোরে প্রাণী ॥
 চান্দ মুখ দেখিয়া তোমার বাঁচিতে না পারি ।
 আমি তো হইয়াছি তোমার প্রেমের ভিখারী ॥
 আমি যে পাগল তোমার, হইছে জানাজানি ॥
 ঘরে ঘরে আরি পরিয়ে, করে কানাকানি ।
 শুন শুন এগো রাধা, তুমি জগৎরাণী । রাধা বলিয়ে হিন্দুয়েডাকে, আমি নাহিমানী ॥
 আল্লাবিনে কিছু নাই, আর সবফানী । হাছনরাজাডাকে তোমায়, রহিম ও রক্কানী ॥
 রহিম ও রক্কানী ডাকে, আর ডাকে ছুবহানী ।
 আল্লা আল্লা বলিয়ে ডাকে, এক বিনে না জানি ॥ ২৫

হা. উ. সং ১৫০, পৃ ৮৬

হরি-কীর্তন

তাল খেমটা

হরির নামে কীর্তন কর সবে গো প্রাণসই হরির নামে কীর্তন কর সবে ।
 হরির নামে কীর্তন করলে, হরিয়ে কোল লবে গো মজ্জনী সই ॥
 বাজা ঢোল, বাজা তবল, বাজারে করতাল ।

হরির নামে উঠিয়া নাচ দিয়া তোরা কাল গো সজ্জনী মই ॥
 হাছন রাজায় কীর্তন করে হাততালী দিয়া ।
 এরে দেখিয়া হাস্তে আছে হাছন রাজার প্রিয়া গো সজ্জনী মই ॥
 থেমটা তালে নাচে হাছন, আর নাচে কাওয়ালী ।
 দেখ দেখ হাছন রাজা লইছে ফালাফালি গো সজ্জনী মই ॥
 সবে মিলিয়া কীর্তন কর, হাছন রাজার উক্তি ।
 হরির নামে কীর্তন করলে, পাইবায় মুক্তি গো সজ্জনী মই ॥
 হরির নামে কীর্তন কর সবে । ২৬

হা. উ. সং ২২, পৃ ৬০

হরি-কীর্তন

তাল থেমটা

হাছন রাজা প্রেমের মাথুষ, প্রেমের নাচন নাচন করে ।
 হরিবল মন, হরিবল মন বিকিয়ে হরির প্রেমবাজারে ॥
 হাছন রাজা বিকিয়ে আছে হরির নামে প্রেম বাজারে ।
 হরির নামে কীর্তন করিয়ে, সব বেড়ায় ঘুরে ঘুরে ॥
 হাছন রাজা নিমন্ত্রণ করে, আইসরে ভাই প্রেমবাজারে ।
 তুমি আমি সব মিলিয়ে, প্রেম বিলাব ঘরে ঘরে ॥
 হাছন রাজা যুক্তি করে, প্রেমিক চল যাই নগরে ।
 অপ্রেমিক পাইলে পরে, ধরিয়ে আনব প্রেম বাজারে ॥
 হাছন রাজায় নাচন করে, ধরিয়ে হরির শ্রীচরণে ।
 হরিবল মন হরি বল মন হরির চরণ ছাড়ব না রে ॥ ২৭

হা. উ. সং ২৮, পৃ ৫২

দাসত্ব-আকাজ্জা

হায়রে বন্ধু কালাচান্দ, তোমার লাগিয়া গেল প্রাণ রে ।
 হায়রে ! তোমার লাগিয়া, গেল মোর জ্ঞান রে ॥
 তোমার মায়ায় মজিয়া, তোমার চরণ ভজিয়া । গেল গেল কুল মানরে ।
 হইলাম তোমার কলঙ্কিনী, লোকের হইল জ্ঞানাজানি ।
 (আরে) ঘরে ঘরে করে কানাকানি রে ॥
 দেশে খেঁশে মুখ চাইয়া হাসে, কেহ নাহি ভালবাসে ।
 লজ্জায় না যাই, তাদের পাশে রে ॥
 চাই না আমি ভাই বন্ধু চাই না মুসলমান হিন্দু । কেবল চাই তোমার চরণ রে ॥

হাছন রাজার মনের আশ, থাকতাম আমি তোমার পাশ ।

চিরকালের হইতাম দাস রে ॥ ২৮

হা. উ. সং ১৪৩, পৃ ৮২

রূপ

হেরিয়ে হরি মুররী ধারী, গৃহে রইতে নারি রে ।

ভুলি ভুলি করি মনে, ভুলিতে না পারি রে ॥

ময় যো গেয়া কদমতলা, দেখা বঁাকা চিকণকলা ।

গলেতে ফুলের মালা, মুখে মধুর হাসি রে ॥

কপালে চন্দন মাখা, আর শ্রামের নয়ন বঁাকা ।

হেরিয়ে প্রাণ না যায় রাখা, প্রাণ নিল হরি রে ॥

হাতে বংশী, মাথে পাখা, জুলফওছে কান আছে ঢাকা ।

মম প্রাণ নিয়ে সখা, কৈল উদাসিনী রে ॥

আরে রে রঙ্গিলা শ্রাম, শ্রীকৃষ্ণ যে ধর নাম ।

হাছন রাজা রূপে তোরা, হইল পাগলিনী রে ॥ ২৯

হা. উ. সং ১০২, পৃ ৬১

১৫৬. হাসমত

বিরহ

কোড়া

বসন্ত আইল প্রাণের বৈরী, তোরা দেখলো সখিরে, বসন্ত আইল প্রাণের বৈরী । ধু

আইল বসন্ত রিত, ফুল ফোটে স্থললিত, মধুলোভে গুঞ্জরে ভ্রমরা ।

কামিনী পরশে ভানু, কামে অঙ্গ দহে তনু, বৃন্দাবনে ফুটিছে কমলা ॥

আইল শিশির-বৈরী, অঘোর গম্ভীর করি, নিশি দিশি নাহি মেলে আশি ।

দাহুরী কামদ গায়, স্বরিতে নয়ন ধায়, শুনি কহে ব্রজ ভানুর সূতা ॥

অঘোর সাঁঝুয়া বেলা, কি বোল বোলিয়া গেলা, যদি না আসিবা ছিল মনে ।

এক কহ আর হয়, এমন উচিত নয়, এত দুঃখ কেনে দেও মোরে ॥

বহুল যতন করি, শয্যা সাজাইলাম নারী, নানান স্নগন্ধি পুষ্প দিয়া ।

বাটায় তাহুল ভরি, অষ্ট অলঙ্কার পরি, সব নিশি জাগিলাম বসিয়া ॥

যখনে পিরীতি কৈলা, রাত্রি দিন আইলা গেলা, ভিন্ন ভাব না আছিল মনে ।

সাধিয়া আপনা কাজ, কূলেতে রাখিয়া লাজ, এবে সে না চাহ চক্ষুর কোণে ॥

তোমার কঠিন হিয়া, আনলেতে কাষ্ঠ দিয়া, কোথা গিয়া রহিলা ভুলিয়া ।

অধীন হাসমত বলে, জল ঢাল সে আনলে, নিবারহ প্রেমরস দিয়া ॥ ১

বা. বৈ. ভা. সং ১১৯, পৃ ১০৪; ব্র ৪. পৃ ৪৩; হু. ক. প. সং ১২৮, পৃ ২৩

১৫৭. হাসিম

রাধিকার বারমাস

প্রথম বৈশাখ, রাধার মনে শোক, দারুণি রবির জালা ।
 নূতন অবলা, আমা ছাড়ি গেলা, মথুরা নগরে কালা ॥
 গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, কিরিব যোগিনী হৈয়া ।
 যে ঘরে পাইব, আপনা বন্ধুআ, বান্ধিব (আনিব ?) বসন দিয়া ॥
 জ্যৈষ্ঠ মাসেতে, রাধার ব্রজেতে, চাতকী সুনাদ করে (বোলে ?) ।
 পাইয়া গোপিনী প্রভু শিরোমণি, রহিয়াছে কুতূহলে ॥
 আঘাড়ে বরিষা, জলে চরে হংসা, হংসিনী করএ জোড় ।
 ঘোরতর করি, যামিনী ছটরি, হেরিতে নয়ান ভোর ॥
 প্রাণে শ্রীমতী, করিয়া ভকতি, কৃষ্ণ পদ মনে স্মরি ।
 গেল প্রাণ নাথ, করিয়া অনাথ, ছাড়িয়া অবলা নারী ॥
 ভাদ্রেতে পূর্ণিমা, স্বর্গেতে চন্দ্রিমা, দেখিতে উন্মল অতি ।
 দেখিতে সাদরে, শিরীতি করিয়া, নিকটে নাহিক পতি ॥
 আশ্বিনে রজনী, জলে কুমুদিনী, দেখিতে লাগ এ শোভা ।
 পুরুষ নিষ্ঠুর, রহিল মধুপুর, কি মোর জীবন প্রভা ॥
 কার্তিকে কুমারী, থাকে ব্রজপুরী, কাকুতি মিনতি সার ।
 গেল প্রাণ নাথ, করিয়া অনাথ, কি ফল জীবন আর ॥
 অগ্রাণ মাসেতে, ভোগে নানান শাইল, যৌবন বিলাইব কারে ।
 নূতন কামিনী, রসের যামিনী, কেমনে রহিব ঘরে ॥
 পউষেতে কামিনী, ভিঘল যামিনী, দারুন হেমন্ত রিত ।
 আমি একাধর, নাহিক দোসর. সদা এ (বা জালাএ) দগধে-চিত ॥
 মাঘেতে পঞ্চমী, জগতের স্বামী, বসন্ত হইল রাজা ।
 গেল প্রাণ নাথ, করিয়া অনাথ, যৌবনে করিতুম্ পূজা ॥
 ফাল্গুন মাসেতে, রাধার ব্রজেতে, জলিল মনের আগুনি ।
 দারুণ কোকিলে, বৃন্দাবনে বোলে, পাষণ বিদরেতুনি ॥
 চৈত্র মধু মাস, পুরাইল বার মাস, হীন হাসিমের বাণী ।

কাকুতি করিয়া, কৈলে আরাধন, আসিয়া মিলিব পুনি ॥ ১

ত্র ৪. পৃ ৪ ; মু. ক. প. সং ২৬০. পৃ ১১১

আক্ষেপ

বিভাস

ফুলেরমালা গলেরে চাম্পারমালা দোলে । রূপ যৌবনহরি নিলমালতীরমালে ॥ ধু
অক্ষেণে গাঁথিয়াছেমালা মাঝেমাঝে ফুল । ফুলের মালাগলেদিয়া নিল জাতিকুল ॥
শেকালি ফুলের মাঝে গন্ধরাজ ফুল । ফুলের মহিমা জানে নন্দের ঠাকুর ॥
হীনহাসিমেরোলে ফুলেরমালা গলেদোলে । রূপযৌবনহরিনি ল মালতীর মালে ॥ ২
বা. বৈ. ভা. সং ১২০, পৃ ১০৫ ; ত্র ৪. পৃ ৪ ; মু. ক. প. সং ১৫০, পৃ ৭৯

১৫৮ ছছন

বাউল

বাউল ছপদী

গউর চান্দ আমার ! ধু
তোমার লাগি আমি ঘরের বার ।
তোমাতে না দেখি আমার দেহা জ্বলি যায় ॥
হায়স খামসার মুখে লাগাম দিলায় না ।
দেহার মাঝে কালাচান্দ তারে চিন না ॥
কালা ধলা লীলা চান্দ তীরিপুত্রীর ঘাট খেলা ।
যৌবতীরে ফাকি দিয়া রূপ দেখাই গেলা ॥
দিয়া চান্দ ফাকি আমারে গেলা জলের ঘাট রাখি ।
না দেখি তোমার রূপ উড়ে দেহার পাখী ॥
সমুদ্রের ফেনা হই রেহু হই ঘুরি ।
কতদিন ঘুরিমু চান্দ যৌবতীর যৌবন গেল অরি ॥
ছছন বলে পীরিত্তি বিষম লেটা মিটে না নছিবের লেখা ।
দয়ার চান্দে দয়া ধরি দিবনি মোরে দেখা ॥ ১
প্রেমসতী, ২য় খণ্ড, সং ৩, পৃ ২ ; বা. বৈ. ভা. সং ১২১, পৃ ১০৬

বাউল ছপদী

বাউল

শ্রাম চান্দ কালা । ধু
আমারে দিয়া জালা আমারে অকূলে ভাসাইয়া চান্দ কারঘরে গেলা ॥

আব আতম থাক বাদ লাগি আরসে আল্লার দিদার দেখি

শিঙিরা ছাড়ে চুয়া খরিদ কর পাখী ॥

চার আরওয়ায পায় চার কুছ চায় চার নফছের দায় ।

ত্রিশ অক্ষর বাইশ নক্সা এক রবি-বার শশি এ তনে লাগায় ॥

এ যোগে প্রেম জুড়িয় আগ পিছ দেখি । আগে কথা কইয়া পিছে দিব ফাকি ॥

হছনবলে আজল ফান্দ চক্ষে না দেখি । বাঘ গরু ধরিথায়না আজল থাকেবাকী ॥২

শ্রেমসতী, ২য় খণ্ড, পৃ ৯, পৃ ৪

সংযোজন

বিরহ

৩. আকবর আলী

আগেত না জানিবে বন্ধু পিরিতি ডাকাতি । ধু
সোনা বন্ধে ছাড়িয়া গেলা আমার ঘটিল দুর্গতি ॥
পাইতাম যদি সোনা বন্ধু, হৃদয়ে রাখতাম গাঁথি ॥
বন পোড়া হরিণীর মত আমার সোনা বন্ধের ব্রীতিরে ॥
আমি এক খান পিরিত কইরে, কার বা কইলাম ক্ষেতি ।
এ চৌদ্দ ভুবনের মাঝে কে রইয়াছে সতী রে ॥
পিরিতে মোর মন মজিল হইয়া যুবতী ।
আইতে যাইতে পাড়ার লোকে মন্দ বলে নিতি রে ॥
কইন ছাবাল আকবর আলী, শোন গো প্রাণের দূতী ।
প্রাণ বন্ধের পিরিতের কারণ গেল কুলমান জাতি রে ॥ ১
যৌবন বাহার, সং ২২, পৃ ১৫

বিরহ

গান—বাউলা

আমার প্রেম জ্বালা অস্তরে গো, প্রাণ বন্ধু কালিয়া দেখাও মোরে । ধু
হায় গো পাইলে তার রাঙ্গা চরণ হুঃখ যাবে দূরে গো ।
আনন্দে বলিব কথা পাই যদি তাহারে ॥
হায় গো সন্ধান করি পাইনা তারে রৈল কার বাসরে গো ।
নূতন যৌবনে মোরে উদাসিনী করে ।
হায় গো কার কাছে মুই জিজ্ঞাসিব কৈনা লোকের ডরে ।
কইন ছাবাল আকবর আলী পাগলিনী করে ।
হায় গো স্বলমল স্বলমলি করে যৌবনের বাহারে গো । ২
এক্ষে দেখানা, পৃ ১৬

বিরহ

আমার বন্ধু কোথায় পাই গো, চল গো সখী ফুল বাগানে যাই । ধু
কতই রঙ্গে ফুল ফুটিয়াছে ছুরত কেছাই ।
হায় গো ফুলের বাসে বন্ধে নাচে মুররি বাজাই গো ।



নবরঙ্গে প্রেম তরঙ্গে ফুল ফুটাইছে সাই ।
 হায় গো বিনা হতে হার গাঁথিয়া গলাতে পইরাই ।
 সঙ্গের সখী সবে মিলি ফুল তুলিতে যাই ।
 হায় গো পাইলে আমার প্রাণ বন্ধুরে প্রেম খেলা খেলাই ।
 কইন ছাবাল আকবর আলী বন্ধুরে না পাই ।
 হায় গো পাইব যখন ধরব চরণ ছাড়াছাড়ি নাই । ৩
 একে দেওয়ানা, পৃ ১৮

গান বাউলা খেদ

বিব্রহ

আমি প্রেম জ্বালায় জ্বলিয়া গো বাচিনা শ্রাম বন্ধুরা বিনে । ধু
 হায় গো যারে ধরে তারে মারে রাখে না জীবনে গো ।
 ছস হারা পাগলের মত, ঘুরি বনে বনে ॥
 হায় গো সব দুখ পাশরিব দেখিলে নয়ানে গো ॥
 আনন্দে বলিব কথা সিরি জ্বানে ॥
 হায় গো যৌবন লুটাইয়া দিব, ওই রাস্তা চরণে গো ॥
 কইন ছাবাল আকবর আলী যেই বাসনা মনে ॥
 হায় গো ভক্তিহীনের মনের আশা পুরব কত দিনে ॥ ৪
 একে দেওয়ানা, পৃ ১৬.

গান বাউল

বিব্রহ

কোথায় গেল গৌরান্দ রূপ দেখাইয়া কোথায় গেল । ধু
 হায় গো শিখাইয়া বুঝাইয়া বন্ধে কি মঙ্গলা দিল ।
 দেখা দিয়া প্রাণী নির্ল মোরে পাগল করিয়া গেল ।
 নবীন যুবতী যারা ঘরে না রহিল ।
 কেছারূপে দেখা দিল মূনির মন ভুলাইল ।
 পুরুষ কিবা নারী তারে চিনন ও না গেল ।
 ছাবাল আকবর আলী বলে, ঠেকিয়া রইলাম মায়া জালে ।
 হায় গো গণার দিন ফুড়াইয়া গেল আর কি পাবে বল । ৫
 একে দেওয়ানা, পৃ ১৯.

রাগ বেদ

বিব্রহ

তুমি আইলায় নারে মুই অভাগীর ঘরে বা শ্রামচান্দ তুমি আইলায় না রে । ধু
 বা. বৈ. মূ. ক. প.—২০

ফুলের বিছানা থইলু বিছাইয়া, আন্তর ওলাব কত আমি দিলাম সাজাইয়া বা ॥
 তুই বন্ধু আসিবে করি দরজায় না দেই দড়ি ।
 ভাবিয়া চিন্তিয়া মরি তুমি রইলায় কার বাড়ী ।
 সয়ালের দয়াল তুমি ছই নয়নের তারা ।
 চিরদিনের দাসী আমি তোমার পিরিতের মারা বা ॥
 তোমার পিরিতের লাগি কতই কষ্ট করি ।
 সইলে আইসে নিদয়া আমি সদায় জুইরে মরি ।
 কথায় রইলায় রে বন্ধু আমারে ভুলিয়া ।
 কার ঠাই জিজ্ঞাসা করি কে দিব জানিয়া ॥ ৬
 ফানায়ে জান, পৃ ২৪.

গান

দেহতব

দেখ চাইয়া তোর দেহার মাঝে বিরাজ করে কোন জনায় । ধু
 চাকার সহরে রঙ্গ বাজারে, সদায় আনন্দ করে ।
 ধরিতে না পারি গো তারে লামের ঘরে প্রেম খেলায় ॥
 লামের ঘরে লক্ষ্মীপতি, দেখ চাইয়া গো প্রাণদুতী,
 বিনা তেলে জলে গো বাতি, আশিক দলের রঙ্গ চায় ॥
 দেহার বিচার করছে যারা, মনের মাহুষ পাইছে তারা ।
 কহেন ছাবাল আকবর আলী মাকারে রূপ দেখা যায় ॥ ৭
 মৌবন বাহার, সং ৬, পৃ ৭.

গান বাউল

মিলনাকাঙ্ক্ষা

দেখছ নি কেউ তোরা গো কি আনন্দ শ্রামচান্দের ঘরে । ধু
 হায় গো চল তোরা যাব আমার বন্ধু দেখিবারে গো ।
 ফুল বাগানে যাই গো আমরা ফুল তুলিবারে ।
 হায় গো তুলব ফুল গাথব মালা দিব বন্ধের গলে ।
 আকুল করিল বন্ধের পিরীতে আমারে ।
 হায় গো নাচিয়া নাচিয়া যাইব আমরা বন্ধুয়ার হুজুরে গো ।
 কইন ছাবাল আকবর আলী মন উচাটন করে ।
 হায় গো নবরঙ্গে বাগ বাজে আর বাজে নেপুরে গো । ৮
 একে দেওয়ানা, পৃ ১৭.



মন মজিল শ্রামকালার পিরীতে মন মজিল । ধু
 হান গো দেখা দিয়া স্থনার বন্ধে কি মঙ্গলা দিল ।
 কি ষাহু করিল মোরে, আমি রইতে না পারি ঘরে ।
 ফুল পাইয়া ভমর যেমন পাগল হইল ।
 এমন মত কৈল মোরে, আমি কইনা কথা লোকের ডরে ।
 হায় গো প্রেম বিচ্ছেদের ছুরি বন্ধে বুকেতে মারিল ।
 ছাবাল আকবর আলী বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে ।
 হায় রে দেখা দিয়া প্রাণ বন্ধু কোথায় রে ছাপাইল । ৯
 একে দেওয়ানা, পৃ ১৮.

গান

দেহতব

সাধন জানি না তোমার, অসাধনে মায়া নদী কেমনে হইতাম পার ।
 লুলুয়ার জান নদী, নদী দেখতে চমৎকার ।
 সেও নদীতে ডুব দিলে মোতি বেসমার ॥
 মোতি, মুগা, লাল, কুম্ভ, মায়াজাল বাহার ।
 সেও নদীতে ডুব দিলে জীবন অসার ॥
 প্রেমের তরঙ্গ নদী, নদী বাইয়া যাও রে আর ।
 দড় মুইঠে ধরিও বৈঠা নায়ের কাণ্ডার ॥
 কহেন ছাবাল আকবর আলী দাড়ী মাঝি নায়ের ।
 ছয় জনা ডাকাইতের মাঝে কানাই সরদার । ১০
 যৌবন-বাহার, সং ২৮, পৃ ১২

৮. আবদুল ওয়াহিদ

গান কাওয়ালী

মালারচনা

কেতকী ফুলের মালা গেথেছি যতনে রে শ্রাম গেথেছি যতনে ।
 গোলাব ও কেতকী চাম্পা গন্ধে কি মন লোভা ।
 বুল বুল ও ভমরা অলি প্রেমেতে মাতহারা রে ।
 কেতকী ফুল দেখতে ভাল, কি বাহার তার পাঙ্করি ঢালা ।
 সুগন্ধে হয় মন উতলা, কি আনন্দ ভরা রে ।

কেতকী ফুলের কলি পড়িতেছে ঢলি ঢলি ।

মধু পান করে অলি ওয়াহিদে বলেছে রে ॥ ১

তওকুলিয়া প্রেমের মিঠাই, সং ২৭, পৃ ১৮

গান হকিকত ত্রিপদী

বিরহ

দেখ আসি ভারতবাসী প্রেম অগ্নি লাগিয়াছে গায় হায় রে হায় ।

মাইল মাইল গো প্রাণে মাইল বন্ধুয়ায় ।

আর প্রেমের আনল, না হয় শীতল, ঢালিয়া দিলে জল,

করে ধাকধাকি কেবল হায় হায় হায়, হায়রে দিবানিশি কান্দি বসি

এ দেশে দরদি নাই, হায়রে হায়, মাইল মাইল গো প্রাণে মাইল বন্ধুয়ায় ।

আর প্রেম সর্প আসিয়া দেখ অঙ্গে মাইল নেশ,

আমার প্রমাই কৈল শেষ হায় হায় হায় ।

হায় রে গেল গেল প্রাণী গেল জিতে মইলাম হায় রে হায় ।

আর মুখেতে মাখন মাখা অন্তর ভরা বিধে, বন্ধে পরাণী বিনাশে ।

আর আমার প্রাণী তুমি, আগলা বসি বসি হাসে খেলে রঙ্গ চায় ।

আর আপন ইচ্ছায় প্রেমের ফাঁসী পইরিয়াছি গলে এখন লাগছে বেকলে ।

প্রেমের ফাঁসী লাগল কশি ছাড়াইলে ছাড়ে না হায় কি উপায় ।

আর চাই না আমি ভাই বন্ধু হিন্দু মুসলমান ।

কে ওরে ভারতসন্তান, আমি বলছি যারে পাইলে তারে দেইখে তাপিতপ্রাণ

জুড়াই ।

আর আবহুল ওয়াহিদে কইন রক্ষা নাইরে আর, মৃত্যু নিকটে আমার ।

মরণ কালে কোথায় রইলায় প্রাণবন্ধুয়া শ্রামরায়, প্রাণী যায় ।

মাইল মাইল গো প্রাণে মাইল বন্ধুয়ায় । ২

তওকুলিয়া প্রেমের মিঠাই, সং ৩২, পৃ ২৩

১২৭. লালন

সাধু-মাহাত্ম্য

আমি আর কি বসবো এমন সাধু বাজারে ।

যেন কোন সময় কোন দশা হয় আমারে ॥

সাধুর বাজারে কি আনন্দময়, যেমন অমাবস্য়ায় পূর্ণচন্দ্রের উদয় রে ।

ভক্তি নয়ন যার সে চাঁদ দৃষ্ট তার, ও তার ভব বন্ধন আলা যায় গো দূরে ॥

দেবের দুর্লভপদ যে সাধু নাম তার শাস্ত্রে লেখে রে ।



গঙ্গা জননী পতিত পাবনী, ভবে সাধুর চরণ সে ও তো বাজা করে ।
 দাসের অহুদাস যোগ্য নয়, কি ভাবেতে এলাম এই সাধু সভায় রে,
 লালন ফকির কয় ভক্তি শূন্যময়, আমি আবার বুঝি প'লাম বন্ধ চারে ॥১
 হারামণি, ৩য় খণ্ড, সং ১৫, পৃ ৫৯

দাসাভাব

আমি ও চরণে দাসের যোগ্য নয় । নইলে মোর দশা কি এমন হয় ।
 ভাব জানিনে প্রেম জানিনে, দাসী হতে চাই চরণে,
 ভাব জেনে ভাব দিলে মনে, সেই সে রাঙ্গা চরণ পায় ।
 দয়া করে দীন বন্ধু, দেন যদি সেই পদারবিন্দু
 আমি যাতে তরি ভব সিদ্ধ, নইলে আর তো না দেখি উপায় ।
 অহল্যা পাষণী ছিল, প্রভুর চরণ ধুলায় মানব হল,
 ফকির লালন পথে পড়ে রইল, তুমি যা কর সাঁই দয়াময় ॥ ২
 হারামণি, ৩য় খণ্ড, সং ১২, পৃ ৫৮

৮[ক]. আবহুল করিম

বিরহ

ওরে কোকিল তুই ডাকছ কি কারণে ।
 প্রেমের আগুন জলে দিগুণ কোকিলারে তোর ডাক শুনে ।
 কুহু কুহু কুহু স্বরে এত রাত্রে পরেরে ।
 কেন ডাক ধীরে ধীরে মানে না কোমল প্রাণে ।
 কোকিল তরে করি মানা, কুহু স্বরে আর ডাকিছ না রে ।
 প্রাণে আর ধৈর্য মানে না, ছাই দিব কুলমানে ।
 বন্ধু হারা যে অবধি, আমার হয়েছে দারুণ ব্যাধি রে ।
 আমার শাশুড়ী ননদী বাদী, বসে কাঁদি ঘরের কোণে ।
 আবহুল করিম কয় কাঁদিয়া, আসত যদি শ্রাম কালিয়া রে ।
 কইতাম আমি পায়ে ধরিয়া বত হুঃখ আমার মনে ॥ ১
 মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিরহ

ফুল তুলে কেন শয্যা সাজাইলাম ।
 এল না মোর প্রাণবন্ধু সখী গো লজ্জা পাইলাম ।
 আসবে বলে মনচোরা, দূর করিয়া চকের নিদ্রা গো ।

হয়ে পাগলিনীর ধারা সারা নিশি জেগে রইলাম ॥

আসবে বলে না আসিল, স্বপ্নের নিশি প্রভাত হইল গো ।

কার কুঞ্জে ভুলিয়া রইল নিদ্রা নিদ্রার শ্রাম ॥

মজিয়া নিদ্রার প্রেমে, আমার কলঙ্ক নাম ব্রজধামে গো ।

কয় বাউল আবহুল করিমে, আমার কুলের মাথে ছাই দিলাম ॥২

মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

৬৪[ক] দুর্বিনশা.

স্বপ্নে মিলন

ও কোকিল তোর স্বরে কঁাদে প্রাণী ।

ডাক শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া হইলাম রে উদাসিনী ॥

ছিলাম আমি কাল স্বপ্নে প্রাণবন্ধু দেখি শ্রাম পরে ।

মিশাইয়া প্রাণে প্রাণে বলি দুঃখের কাহিনী ॥

কুহ কুহ গান শুনিয়া হঠাৎ গেল ঘুম ভাঙ্গিয়া রে ।

চক্ষু মেলি দেখি চাইয়া কাছে নাই গুণমণি ।

কোকিল বসন্ত কালে কঁাদাইতে কেন এলে রে ।

কইও বন্ধের চরণ তলে দুর্বিনশার খবর খানি ॥ ১

মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিবহ

দুঃখ বিনে আর স্বপ্ন হইল না ।

দুঃখের কপাল, গেল না চিরকাল, ঘটিল জঙ্ঘাল আমার কি যজ্ঞা ।

অলে প্রেমাগুনে, দুঃখ উঠে মনে, এ ত্রিভুবনে ঐশ্বর্য মিলে না ।

ঐশ্বর্য জানিলে, দেও তোরা বলে, কোথায় গেল ঐ কেলো সোনা ।

ওই কালার কারণে, নিশি জাগরণে, আকুল প্রাণে করি ভাবনা ।

তারে পাব কোথা, বলিব ব্যথা, ঠুকিয়ে মাথা করি কান্দনা ।

দেখিয়া তারে, যাই যদি মরে, মিটিয়া যাবে আমার মনের বাসনা ।

না দেখিয়া যদি পরাণ অভিজ্ঞান এই ঘোষণা ।

না পাইয়া খবর, হিয়া ঝরঝর কাদিতেছে অন্তর তোর বাতনা ।

দেখিতে আশা মনে ছিল ভরসা, পাগল দুর্বিনশায় বিধি দিল না ॥২

মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি



বিরহ

প্রাণী যাবে শ্রাম পিরিতের জরে । ঐ জরে গো প্রাণী যাবে শ্রাম পিরিতের জরে ।
লিলুয়া হিলোলে প্রাণী শূক্কাকাশে উড়ে ঐ উড়ে গো ।
শ্রম শেল বিক্লিল সখী আমার অন্তরে ।
ইন্জেকসনে ছাড়ে না জ্বর ঔষধে না ধরে
কলিজা করছে পানি ধরে না ভাত্তারে গো ।
পোষা পাখী কান্দে যেমন বসিয়া পিঞ্জিরে ।
হুর্বিনশার প্রাণ পাখী কেনে সে প্রকারে গো । ৩
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

প্রেমের বিধান

প্রেম করে হারালেম কুলমান ।
প্রেম করিলে কাদিতে হয় এই হল প্রেমের বিধান ।
প্রেম না করে ছিলাম গো ভালা, প্রেম করে ঘটালে জালা ।
সোনার অঙ্গ হইল কালা, গোকুলেতে অপমান ।
না জাইনে করে পিরিতি, ঘটাইলে কেন দুর্গতি ।
নিষ্ঠুর প্রেমের কঠিন রীতি, নিদয়া শক্ত পাষণ ।
যৌবনের কলি ফুটিলে, ভ্রমর আসে গন্ধ পাইলে ।
যৌবন কলি শুকাইল, ভ্রমরায় ছাড়ে বাগান ।
নিষ্ঠুর প্রেমে হল দুর্দশা, বলে পাগল এ হুর্বিনশা ।
আর কি দিয়া খেলব পাশা, যৌবন হল অবসান । ৪
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিরহ

প্রেমজালা সইব কতদিন । প্রেম করিয়া নিষ্ঠুর কালা ঘটাইয়া গেল হুর্দিন ।
কেন বা করিলে দোষী অবলারে ভালবাসি গো ।
জগতে রহিল হাসি দুঃখিনীর কলঙ্কের চিন ॥
গলে দিয়া প্রেম ফাঁসি কেন তুই হলে বিদেশী গো ।
একা একা কাদি বসি জল ছাড়া কি বাচে মীন ॥
জলে মরি প্রেম আগুনে, সহেনা জালা কোমল প্রাণে গো ।
কে যাবে ঔষধের জন্ত কে হবে দুঃখিনীর জামিন ॥

বলে পাগল ছুঁবিনশা কবে হবে স্বথের দশা গো ।
মিটল না ছুঁখিনীর আশা তহু আমার হৈল হীন ॥ ৫
মোকদ্দা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

বিরহ

বন্ধু যদি হইত নদীর জল ।
পিপাসাতে পান করিয়া, পুড়া প্রাণ করতাম শীতল ॥
মাইতাম ঘাটে কলসী নিয়া, মীন হইয়া থাকতাম মিশিয়া গো ।
আনন্দে সঁতার কাটিয়া মধ্য গাঙ্গে হইতাম তল ॥
হইয়াছি চরণ ছাড়া, বন পুড়া হরিণ ধারা গো ।
থাকিতাম জীবন ভরা সে যদি হইত জঙ্গল ॥
বন্ধু যদি হইত বানী আমি হইতাম কাল শশী গো ।
তমালের ডালে বসি তার নামে গাইতাম গজল ॥
সময় বাকী নাই গো বেশী, বন্ধু যদি হইত রশি গো ।
গলেতে লাগাইতাম ফাঁসি, বলে ছুঁবিনশা পাগল ॥ ৬
মোকদ্দা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

পরিশিষ্ট 'ক'

বর্ণানুক্রমিক পদকর্তা ও পদের প্রথম পঙ্ক্তি সূচী

সংখ্যা. কবির নাম.	পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পঙ্ক্তি.	পৃষ্ঠা.
১ অক্ষাণ	১	ওগো রাই সই কি দেখিআ কি শুনিআ	১
২ আইনদ্দিন	১	ওগো রাই কি করিমুরে কালা লাগিল মোর মনে	১
	২	কালারে মোর মনোহর, তুমি আমার রসের	২
	৩	কিরূপে ধরাইমু প্রাণ প্রিয়া নাহি ঘরে	২
	৪	না দেখি রহিতে নারি ছটপট করে হিআ	৩
	৫	বন্ধুআ মোর পরাণের পরাণ	৩
	৬	বিনোদিআ জলদ-বরণ কালা গো সই	৩
	৭	যশমতি নিরোধ নন্দন আপনা	৪
৩ আকবর-আলী	১	অধম জানিয়া বা শ্রামচান্দ সঙ্গে নেও আমারে	৪
	২	অন্তরে পিরিতের গো অনল, অনল নিবাইমু	৫
	৩	অমূল্য সাধনের বস্ত্র চিনিয়া লওরে মনা ভাই	৫
	৪	আইল না মোর শ্রামকাল সয়না প্রাণে	৫
	৫	আমায় নিল রাধার পারাণি গো	৬
	৬	আমার প্রাণ কান্দে শ্রাম বন্ধুয়ার লাগিয়া	৬
	৭	আমার বন্ধু নি আসিব রাধার ঘরে গো প্রাণ সজনী	৭
	৮	আমার মন কৈল উদাসী গো, কই বাজে	৭
	৯	আমি দিমু তোমার চরণে চন্দন, শ্রাম বন্ধুয়া হো	৭
	১০	আমি মইলাম তর পিরিতের জালায়, শ্রাম কালিয়া	৮
	১১	আর কত সইমু রে বন্ধু বন্ধু, তোয় পিরিতের জালা	৮
	১২	আর বাণী বাজাইয়ারে বন্ধু, জালাইও না মোরে	৯
	১৩	ও শ্রাম কালিয়ার পিরিতে, পাগল কৈল গো	৯
	১৪	কি আচানক মধুর হুরে শ্রামের বাণী বাজিতে আছে	১০
	১৫	দেখা দিল আনন্দিতে, শ্রাম রায় দেখা দিল	১০

সংখ্যা. কবির নাম.	পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
৩ আকবর-আলী	১৬	যার লাগি হইলাম পাগল পাইমুনি তারে	১০
	১৭	রহিতে না পারি ঘরে শ্রাম-কালার পিরিতের দায়	১১
	১৮	শুন গো সখি ললিতে মন মজিল তোর পিরিতে	১১
	১৯	হায়রে মোর প্রাণ নিয়ে যায়, আনন্দেতে মধুর স্বরে	১২
৪ আচন ফকির	১	আর জালা সয়না পরাণে, সুন্দরি কদমতলায় কে	১২
	২	নিবেদন, বলি তোর হৃদয়ে রে, ও বন্ধু, নিবেদন	১৩
৫ আছদ্দিন	১	গোকুল আজু আনন্দ অধিক ভেল	১৪
৬ আফজল	১	আয় মাধব নিবেদ হৌ তোহে, তুমি সদাশয়	১৪
	২	ওরে মন, তুমি নিতাই চান্দের সঙ্গ ধরো	১৪
	৩	ঘাম না সহে সজনী রে, রোদে উনাইয়া পড়ে ঘাম	১৫
	৪	সব ঋতু সঙ্গে আইল রস রঙ্গ সহিত	১৫
৭ আবজল	১	ও আমি পাইলাম না গো আমার জীবন থাকিতে	১৬
	২	গউর রে, তুমি ভাসাইলায় সাগরে	১৬
	৩	রে শ্রামবিশেষ চাতুরি ছোড়। কপট না কর কোঁর	১৬
৮ আবহুল	১	আমার বন্ধু কোথায় পাই গো, সখি রশের চিকন	১৭
ওয়াহিদ	২	আমার মনে চায় সর্বদায় বৈবনদান প্রেম খেলায়	১৭
	৩	জলিল জলিল জলিয়া উঠিল প্রেমেরি আগুনি	১৮
	৪	পথ পানে চাইয়া রইলাম, মনের অভিলাষ গো	১৮
৯ আবহুল বারী	১	আমার বন্ধে যেমন বাঁশি বাজায় গো সখি	১৯
	২	আমি বন্ধের আসকের মরা প্রাণ সহি গো	১৯
	৩	কদমতলায় বৈলে কালায়রে কালায় বাঁশরী বাজায়	২০
	৪	কার কাছে জানাইব গো দুঃখ কার কাছে জানাই	২০
	৫	তোরে মিনয় করি চরণ ধরি বৈলা দেগো রাই	২১
	৬	প্রাণ সখি গো পিরিত কৈরে ঠৈকলাম বিষম দায়	২১
	৭	বন্ধু তুমি আমার ইয়ার প্রাণধন তুমি বিনে	২২
	৮	বন্ধে কেন ভিন্ন ভাসে মোরে প্রাণ সহি গো	২২
	৯	সুনা বন্ধুরে আমার কি উপায়	২২
	১০	সুনা বন্ধুরে দুঃখিনীর খন কানাই	২৩
	১১	হাওয়ার বাঁশি দিবা নিশিবে বাঁশি বাজে গোপনে	২৩
১০ আবহুলমালিক	১	বন্ধুরে মোর পথিক বন্ধু, কইও গিয়া শ্রামচান্দের	২৩



সংখ্যা. কবির নাম.	পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
১১ আবদুল মালী	১	পরাণ বেদনি সেই জনম বিফলে গেল বৈয়া	২৪
১২ আবদুল্লা	১	একটি ফুলের তিনটি রসে আদম-শহর	২৪
১৩ আবাল ফকির	১	মুড়রি আনিআ মে রাধা মোরে ; (শ্রামের) মুরড়ি	২৫
১৪ আবুল হুছন	১	অপরূপ বরণ গো রূপ দেখ যমুনায়	২৫
	২	এক মুখে পারি না গো আমি গউর রূপ বাথানি	২৬
	৩	ঐ রূপ দেখাইয়া গো গেল, অবুলা বধিয়া	২৬
	৪	ও প্রাণ সখি গো আইল না রাধার মনচুরা	২৭
	৫	নবীন কালিয়ার রূপ দেখ গো আসিয়া	২৭
	৬	বন্ধুয়ার মরম গো সখি কইন্ বাথানিয়া	২৭
১৫ আমান	১	কে মিলাইবো, কে মিলাইবো, কে মিলাইবো কান ?	২৮
১৬ আশ্বর আলী	১	সখি, চল গো মোরে লইয়া, মথুরাতে	২৮
১৭ আরকুম	১	আজ কালার পিরিতে রে সাম আজ কালার	২৯
	২	আজ নিশা কালে রে সাম, আজ নিশা কালে	২৯
	৩	আজ বাশির অরে রে সাম আজ বাশির অরে	৩০
	৪	আজ রাধার ঘরে রে সাম আজ রাধার ঘরে	৩০
	৫	আমার বুকে যে আগুন গো হায় গো ললিতা সখি	৩০
	৬	আমি প্রেমের ঔষধ কোথায় পাই, লোকে বলে	৩১
	৭	ও আমি পিরিত করি কলঙ্কী হইয়াছি গকুলে	৩১
	৮	চাইর চিজে পিঞ্জিরা বানাই মোরে কইলায় বন্ধ	৩২
	৯	দেখছিবিধি কালরূপ কালনাগে ডংসিলো সই	৩২
	১০	দেখা দিয়া কইলায় মোরে প্রেমের দেওয়ানা হায় রে	৩৩
	১১	নবীন যুবতী না লো গগনের শশী	৩৪
	১২	পঙ্খ ছুড় যমুনাতে যাই রে নন্দের গোপাল রে	৩৪
	১৩	প্রাণনাথ আইও আইও কলঙ্কী রাধার মন্দিরে	৩৫
	১৪	প্রেম দিয়া নিলায়নি ভোজিয়া রে বন্ধু কালিয়া	৩৫
	১৫	বন্ধু রে তোর প্রেমের মালা দেওরে আমার গলে	৩৬
	১৬	বিনা দরশনে অঙ্গ জলিয়া হইল ছারখার	৩৬
	১৭	মোরে লও সঙ্কট উদ্ধারী বন্ধু প্রেমিকের কাণ্ডারী	৩৭
	১৮	শ্রাম বিনোদিয়া বন্ধু রসের বিনোদিয়া	৩৭
১৮ আলাওল	১	আজ স্থথের নাহি ওর আনন্দে মন বিভোর	৩৮

সংখ্যা. কবির নাম.	পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
১৮ আলাওল	২	আয় দীনবন্ধু এ ছুঃখ সিন্ধু আপনারে না পারোঁ	৩৮
	৩	আল সজনি তরু অবলম্বনে কে	৩৮
	৪	আ লো সখি কহ মুখে কৈ সে মিলায়ব কান	৩৯
	৫	একি মিতা কি কহব মুই তুঝে ঠাম	৩৯
	৬	কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে লো নাগর কানাইরে	৩৯
	৭	কলক নাচে মোর রঙ্গ শ্রাম	৪০
	৮	ননদিনী রস-বিনোদিনী, ও তোর কুবোল সহিতাম	৪০
	৯	না ল সজনি সই তুঝে বলম মুই নাকো	৪১
	১০	শ্রাম অঙ্গে বংশী রব হে অমিয়া তরঙ্গ	৪১
	১১	সইগণ, বড়ি অপকূপ সাজে	৪১
	১২	সই বোল কি উপায়, প্রাণ প্রিয়া বিনে হিয়া	৪২
	১৩	হা হা রে বন্ধুর বাশী, বিষম ফাঁসি, লাগিয়া রৈল	৪২
১৯ আলিমদ্দিন	১	এই মোর কপালে ছিল, প্রাণের নাথ ছাড়ি গেল	৪৩
২০ আলি রাজা	১	অথও মহিমা যার নাহিক তুলন	৪৩
	২	আজুকা না পারি নারী ঘুমাইতে ঘর, পহু হেরি	৪৩
	৩	আজু কেন অন্ধকার বদন চান্দ	৪৩
	৪	আমি কালার বিরহিনী জগতের মাঝে	৪৪
	৫	এই মাগি শ্রাম পায় অবলা মনে	৪৪
	৬	এ মোর করম দশা	৪৪
	৭	ঐ সে উঠে মনে মোর স্বপনে, দেখিলুম চন্দ্র সূর	৪৫
	৮	কমল চরণে ঠাই মাগম্ সততে, তুয়া বিহু প্রাণেশ্বর	৪৫
	৯	করুণাদি কালার বরণী শ্রামা কালী	৪৫
	১০	কাহু বিনে রাধার নালয় আন চিত	৪৫
	১১	কাল তোমা ভাল জানি, তোমার সঙ্গে প্রেম করি	৪৬
	১২	কি খেনে আসিলাম ঘাটে	৪৬
	১৩	কি রূপ দেখিহু সই সই, অই না যায় পাসুরা	৪৬
	১৪	কিরূপে যাইমু বোল ঘরে নিলাজ কাল	৪৭
	১৫	কোথাতে রাখিমু লুকাইয়া রে, পিরীতি তোরে	৪৭
	১৬	গোপী-শ্রাম প্রেমের রসাগার রাধাকাহু পিরীতি	৪৭
	১৭	জগপতি তুমি রূপে মনোহর কাল	৪৮



পরিশিষ্টে 'ক'

৩৬৫

সংখ্যা. কবির নাম.	পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
২০ আলি রাজা	১৮	তোমার মহিমা সিদ্ধ কি বুদ্ধিতে পারি	৪৮
	১৯	দাক্ষণ বন্ধের লাগি, প্রেমবিষে জ্বলে তুহু রে	৪৮
	২০	দেখ দেখ হে প্রাণের সহী ! শ্রাম চিকনিয়া বৃন্দাবনে	৪৯
	২১	না দেখি অবলা মন এ ভবে তরণী	৪৯
	২২	নানাবর্ণ রূপ ধরে বিষ্ণু চক্রপাণি	৪৯
	২৩	পিয়া কি করিলা মোরে	৪৯
	২৪	পিরীতি হৈল বৈরী। সততে মরমে দুঃখ	৫০
	২৫	প্রাণ ঠাকুর গো, তুমি বিহু ভবে কে আমার	৫০
	২৬	প্রাণে মোর কান্দে, কি ক্ষেণে ঠেকিয়া রহিলু	৫০
	২৭	বড় অপরূপ দেখিহু হৃক্ষেণে, নবঘনে দ্বিজ রাজ	৫০
	২৮	বলমালী, কি হেতু রাধারে ভাব ভিন	৫১
	২৯	বনমালী শ্রাম তোমার মুররী জগপ্রাণ	৫১
	৩০	বন্ধু মোর প্রাণের ঠাকুর। আখির কাজল তুমি	৫১
	৩১	বন্ধুয়ারে ! দেখিলুম কদম তলে তোঁর রূপ	৫২
	৩২	বানীর স্বরে পূরে যন্ত্র রাধা হৃদান্তরে	৫২
	৩৩	বিরহিনী মন ব্যথা অতি গুরুতর	৫২
	৩৪	রাধা কাহ্ন সর্বত্র বিলাসী	৫৩
	৩৫	রূপ হেরি মোহিত সদায়	৫৩
	৩৬	শুন প্রাণনাথ ! নিবেদন পদপদে বিরহ সন্বাদ	৫৩
	৩৭	শুন সখি সার কথা মোর। কুলবধু প্রাণি হরে	৫৪
	৩৮	শ্রাম কিরূপে দেখিমু তোরে, কালা কিরূপে	৫৪
	৩৯	সহী না লো হে! আমার দুঃখ সাক্ষী পীতাম্বর	৫৪
	৪০	সখিগণে লয়ে সঙ্গে, রাধিকা চলিলা রঙ্গে	৫৪
	৪১	সতত বধুর লাগি জ্বলে অবলার চিত	৫৫
	৪২	সদায় রাধার মনে জ্বালা শুন লো সহী	৫৫
	৪৩	সহন না যায় দুঃখ আর বন্ধুর লাগি	৫৫
	৪৪	হরিয়া লৈ গেল জাতিকুল মদনের বানী	৫৬
	৪৫	হাম নারী অতি হরি প্রেমেতে উদাস	৫৬
	৪৬	হাম রাধার কি ফল জীবন	৫৬
	৪৭	হাহা রে যৌবন, কি ফল জীবন	৫৭

সংখ্যা. কবির নাম.	পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
২১ আলীমিঞা	১	ছোটনা রাধিকা, ভরণকলসী, মাঝা হেলিটলি পড়ে	৫৭
২২ আসরাফ	১	কি দোষ আমার রে বন্ধু কি দোষ আমার	৫৮
২৩ ইছাক	১	চৌদিগে দি' চৌকি পা'রা, বাইরে আমি	৫৮
২৪ ইয়াছিন	১	প্রেম করিলে প্রেমানলে সর্বথা জ্বলিতে হয়	৫৯
	২	বন্ধুয়া রে, আমি তোমার দর্শন ভিখারী	৫৯
২৫ ইরকান	১	আমি কি দিয়া তুমি শ্রামের মন গো রাই	৬০
২৬ ইরপান	১	আমার বন্ধুরে দেখিতাম কুন ছৈলে গো সজনী সই	৬০
	২	ছাড়িয়া দে তোর ভবের আশা তিনঠাকুরের মেল	৬১
	৩	তর পিরীতে গেল কুলমান, গো সজনী সই	৬১
	৪	তরা চল গো আমার সাথে সখী চল গো	৬২
	৫	দিবানিশি নুরে মরি, বন্ধুবিনে রৈতে নারি	৬২
	৬	বন্ধু বাণী দেও আমারে, বন্ধু বাণী দেও আমারে	৬৩
২৭ উছমান	১	ও আমার বন্ধুরে পাইমু কোন কলে গো রাধে	৬৩
	২	তুমি মরে ভাসাইলায় সাগরে রে ও কালচান্দ	৬৪
	৩	মন বাছলে কয় বেতুল সদায়	৬৪
	৪	রে শ্রাম চান্দে বানী, বানীরে আকুল কৈলায় মরে	৬৫
২৮ উদাসী (ইব্রিস আলী.)	১	আমি মোহিত হইলাম গো গৌরাজ রূপ দেইখে	৬৫
	২	ও এ গো রূপসী আও না কুঞ্জে হাসি গো হাসি	৬৫
	৩	ও সই আগে আমি জানি না কালার প্রেমের	৬৬
	৪	ও সবি কে আনিল গো ঐ পথে, তুই নি আইলে	৬৬
	৫	কি করি গো এর উপায়, মইলাম গো সই	৬৬
	৬	মনে বড় আশা করি কালীগঞ্জ পাতি দোকান	৬৭
২৯ উম্মর পাগল	১	আমার কালা আসবে কিনা বল গো পরাণ সই	৬৭
	২	আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার	৬৮
	৩	কদম্বে মুররী কে বাজায় প্রিয় সজনী	৬৮
	৪	তোমার বাড়ী আইবানি গো তাইন ললিতার মা	৬৮
	৫	পাইলাম না তোর মন জুগাইতে ও চান্দ ঠগাইলায়	৬৯
	৬	মনের আশা পুরাও না আমার । সোনার বন্ধুয়া রে	৬৯
৩০ এবাদোলা	১	সহন না যাএ ছুঃখ, সহন না যাএ	৭০
৩১ এর্শাদুল্লাহ	১	কৈলে বধুর কথা কৈও গাইলে শ্রামের গীত গাইও	৭০



সংখ্যা. কবির নাম.	পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
৩২ ওয়াতির	১	অবুলা জানিয়া রে শ্রাম-চান্দের মনে দয়া নাই	৭১
৩৩ ওহাব ফকির	১	কি হৈল আমারে রে বন্ধু কি হৈল আমারে	৭১
	২	নিশি হৈল শেষ, রে প্রাণের বন্ধু নিশি হৈল শেষ	৭২
	৩	শ্রাম বন্ধু হ', কালা রে রতন, দরশন বিনে	৭২
	৪	হায়রে তুমি বিনে কে আছে আমার রে	৭২
	৫	হায় রে বন্ধু, বন্ধু তুমি রসিয়ার নাগর	৭৩
৩৪ কবীর	১	বরজ কিশোরী কাণ্ড খেলত রঙ্গে	৭৩
৩৫ কমর আলী	১	আল সেই প্রেম আনলে দহে ছদেতে । রৈয়া রৈয়া	৭৪
	২	ও মই, করি হাউসে পিরীতি, শরীরে না ময়রে	৭৪
	৩	কান্দি' কান্দি' বলিতেছে শ্রীমতী রাই	৭৫
	৪	কালাচান্দে আবুল কৈল, সে কি জানে মজ্জা	৭৫
	৫	কেন মোর দিলি অপমান হাউষের পিরীতি ভাঙলি	৭৬
	৬	কোথা গেলে কালা চান্দের দেখা পাইব	৭৬
	৭	তোমার মনের কালী দূর করি, কমল পদে রাখ	৭৭
	৮	তোর শরীরে দয়া নাই, থাউক থাউক	৭৭
	৯	দহে শ্রীরাধিকার প্রাণ অ শ্রাম কাহুর লাগিয়া	৭৭
	১০	দহে শ্রীরাধিকার প্রাণ অ মই তোমরা নি দেখেছ	৭৮
	১১	পিরীত অমূল্য ধন কে জানে পিরীতের মরম	৭৮
	১২	প্রাণনাথ ব্রজে না আইল এইরূপ যৌবন রহিল	৭৯
	১৩	বড় কঠিন তোর হিয়া, প্রাণের বন্ধু রে	৭৯
	১৪	বার মাসে ছয় রিত (ঋতু) জানিও নিশ্চয়	৭৯
	১৫	বিরহের জ্বালাএ মরি । কোথাএ গেল প্রাণের হরি	৮১
	১৬	লালসাদি যৌবন লুটিল বুঝিলাম না কাহুর ফাঁকি	৮১
	১৭	শ্রাম এই আছিল তোর মনেতে । ত' কেনে প্রেম	৮১
	১৮	শ্রাম কি কৈর্ষে তোর পিরীতে । পারলি না মোর	৮২
	১৯	শ্রাম বিনে আধার আমার হৈয়াছে বৃন্দাবন	৮২
	২০	শ্রাম বিনে বাচে না আর অবলার প্রাণ	৮৩
	২১	হাএরে মরিরে প্রেমের যজ্ঞা । আর পিরীতি কৈর্বনা	৮৩
৩৬ কাজি শা	১	কি হইল কি হইল প্রেম জ্বালা গো সজনী মই	৮৩
৩৭ কাহু শা ফকির	১	পাও যদি শ্রাম বন্দের লাগাল বাশী আনো কাড়ি	৮৪

সংখ্যা. কবির নাম.	পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
৩৮ কালা শা	১	আয় রে সোনা বন্ধু তোরে দিলাম জাতি কুল	৮৪
	২	তোমরা শুনছনি গো ললিতে বন্দে মোরে পাগল	৮৫
	৩	তোরা অন্তে জানবায় কেমনে প্রেমের আগুন	৮৫
	৪	দেখরে মন তালাস করি হায়াতের কাছারি	৮৬
	৫	প্রাণ বন্দে মাইল গো কলিজায় খেছঙ্গ তীর	৮৬
	৬	বন্দে মোরে দিয়া গেল ফাকি গো সখি	৮৭
	৭	বন্ধের লাগি হইলাম উদাসিনী ও প্রাণ সজ্ঞনী	৮৭
	৮	হায় রে মন পাগেলা বইস তুমি নিরालা	৮৮
৩৯ কালীপ্রসন্ন অর্থাৎ মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন	১	পীরিতি বিষম জালা পীরিতি বিষম জালা	৮৯
	২	রতনে রতন মেলে কিছু নহে যত্ন বিনা	৮৯
৪০ কাসিম	১	অরে বন্ধু না চিনিলুঁ তোরে অরে কার ডরে	৮৯
	২	মোর পিয়া নিমায়া অতি বেদনি সই রে	৯০
৪১ খতিসা	১	গৌর চান্দের নাম শুনিতে নাই তার বাসনা	৯০
৪২ খলিল	১	কহিতে দুঃখ ফাটে বুক শ্রাম পিরীতের লাজনা	৯১
৪৩ খাতা শা	১	সাধে সাধে প্রেম করিয়ে ঘটল একি যজ্ঞণা	৯১
৪৪ গনাই শা ফকির	১	আমার দিন যায় বেতুলে মজিয়া সই, আমার দিন	৯২
৪৫ গয়াজ	১	কেনে রাধার বন্ধু ডাক মোর নাম ধরি	৯২
	২	পবনা হে গমনেত না করিঅ বাধা	৯২
৪৬ গয়াস	১	বন্ধু বিনে না রহে জীবন, আমার বন্ধু বিনে	৯৩
	২	বাহির হইয়া দেখ রে রাধা বিনোদ রায় সাজে	৯৩
৪৭ গরীব	১	শরমে শরম পেলায়ে গেল	৯৩
৪৮ গোলাম হুছন[ক]	১	আলো রাই সঙ্গে নি নিবায় মোরে	৯৪
	২	আনন্দি আলো রাই। প্রেমের যৌবন দিয়া	৯৪
	৩	ধরাইয়া ধরাইয়া নাও বাইওরে ও ভাই নাইয়া	৯৫
৪৯ গোলাম হুছন[খ]	১	আবেবের পতন ঘর থাকের বন্ধন	৯৫
৫০ চাঁদ কাজী	১	বাণী বাজান জানো না। অসময়ের বাজাও বাণী	৯৫
৫১ চামারু	১	রাধার ভাবে কাছুর মন বাহিরহম বাহিরহম করে	৯৬
৫২ চাম্পা গাজী	১	তুই বন্ধের ছুরতের বলাইলইআ, মুই মরিআযাইতুম	৯৭
	২	রাখিমু তোরে হিয়ার মাঝারে পরাণ যতন করি	৯৭
	৩	সোনা বন্ধুরে আমার প্রাণবন্ধু, আইস যাও তুমি	৯৭



সংখ্যা. কবির নাম.	পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
৫৩ ছইকা ফকির	১	ও ধন যাছুরে ও ধন বাছা, ও তোঁর মায়ে তোঁরে	৯৮
৫৪ ছহিকা বাহু	১	স্ববল যারে বৃন্দাবন, দেখে আসগে রাধারানী	৯৯
	২	হরিনাম মুখে বলে, নিমাই আমার কোথায় গেলে	৯৯
৫৫ ছাওয়াল শা	১	নয়ানে লাগল যারে তারে ভূলা যায় কেমনে	৯৯
	২	সখি আমার এ দুর্দশা, দারুণ প্রেমে হইল গো নিশা	১০০
৫৬ জঙ্গলিয়া মস্তান	১	কালো, তোঁর নাম শুইনা রে আমি হইয়াছি পাগল	১০০
৫৭ জবান আলী ফকির	১	ও মোরে ঠগিলায় ঠগিলায় রে, বন্ধু রে	১০০
৫৮ জমাদ আলী ফকির	১	সুন্দর কালিয়া রে, আমি তোমার না পাইলাম	১০১
৫৯ জহির আলী পাগল	১	সই সই বন্ধুরে যদি পাই, কাজল বরণ আশি দিয়া	১০২
৬০ জালাল উদ্দী	১	আয়না রে ভাই শুনি অপরূপ রূপ ধনি ঝঞ্ঝারে	১০২
৬১ জালালুদ্দীন	১	আমায় কান্দাইলে কি হইবে রে, ছাড়ব না তর	১০৩
৬২ তস্রা	১	আমায় জলের ঘাটে নিল না নিল না	১০৩
	২	ও গুলে গুলেহান আমাকে মারিলায় নয়ন ষাণ	১০৩
	৩	কারে কি বলিমু দেখ হৃদয় চিরিয়া গো আমার	১০৪
	৪	প্রেমের মরা শাস্তহারা, শাস্তি নাই	১০৪
	৫	শ্রাম কানাইয়া আমাকে বধিলাম রে	১০৫
	৬	শ্রামচান্দে'র সংবাদ আমায় কে দিবে আনিয়া গো	১০৫
	৭	সখি, আগে আমি জানিনা দারুণ প্রেমের এতই	১০৬
৬৩ তুফানদ্দিন	১	শুন মাই রে কাছে লাগি এ প্রেম বারাইলা	১০৬
৬৪ দানেশ	১	বাক্য শ্রামে'রে কৈও নয়ান ত্রিভঙ্গে ভাঙ্গে	১০৭
৬৫ ছুলা মিঞা	১	দীরে দীরে নীরে কর পার । তুফান দেখে	১০৭
৬৬ দৈখুরা	১	আমি মিছা কলঙ্কিণী সংসারে সখিরে, প্রাণ বন্ধে	১০৭
	২	কি দেখিলাম বমুনায় জলে গো ননদী রাই,	১০৮
৬৭ নওয়াজিস	১	জগপতি সেবকেরে দেখ একবার	১০৮
৬৮ নজর পাগল	১	সোনাবন্ধু পিওরায়, তুমি বিণে প্রাণ রাখা দায়	১০৯
৬৯ নজর মোহাম্মদ	১	দেখ সখি ও নাগর মন মোহনিয়া	১০৯
৭০ নজির	১	আসব কিনা শ্রাম কালাচান্দ, খেলার বেলা সাদ	১১০
	২	কুলমান ডুবাইলে রে বন্ধু তুই মানবকুল ডুবাইলে	১১০
৭১ নশীর মামুন	১	দেখ সন্ধে, গোঠে রঙ্গে, খেলত রাম, সুন্দর শ্রাম	১১০
	২	বল দেখি, কি বুদি করিব । কাহুর পিরীতি বড়	১১১

সংখ্যা. কবির নাম.	পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
৭২ নাকিস্ত	১	প্রেমানল দিয়া হায় রে বন্ধু ছাড়িয়া গেলায়	১১১
৭৩ নাছির	১	ওগো রাই, মুই কেনে আইলাম জলে	১১২
	২	যাই কোন ঠাই সজনী সই, বন্ধের লাগি	১১২
৭৪ নাছিরদ্দিন	১	আমি বনে ভাসি রে, আমি বনে ভাসি	১১৩
	২	আলো রে পরাণের পোতলী বন্ধু, তুমি মোর	১১৩
৭৫ নাছির মহম্মদ	১	চলহ সখী নাগরী মান তুমি পরিহরি, দেখ আমি	১১৩
	২	জীবের ধন আমায় ছাড়ি গেলা কোন দোষো ?	১১৪
	৩	দিনে দিনে আইসে নাথ আমার বাড়ীর খবর	১১৪
	৪	বল কি উপায় সই রে বল কি উপায়	১১৫
৭৬ নাসির	১	আ লো সজনী ও কে মুররী বাজায়	১১৫
	২	আ লো সজনী ঘরে গিয়া কি বোল বুলিমু	১১৫
৭৭ নাসিরদ্দিন	১	আহা রে যৌবন ফুল বৃন্দাবন অধরে ধামালি খেলা	১১৬
৭৮ নাসির মোহাম্মদ	১	কি রূপ দেখিলুম আজু গোপ শিরোমণি	১১৬
	২	কেন রে যমুনা আইলুম জল ভরিবার অপরূপ রূপ	১১৬
	৩	দেখ সখি তরুমূলে ঐ না নাগর রে	১১৭
৭৯ নিয়ামত	১	সখী গো কলঙ্কিণী করিল গো প্রাণনাথে	১১৭
৮০ নেমত হোসেন	১	বন্ধু রইলে রে কোথায়, আয়রে বন্ধু আয়,	১১৭
৮১ পাগল কানাই	১	এক বাপের দুই বেটা তাজা মরা কেহ নয়	১১৮
	২	কি মজার গড়েছে হাওয়া গাড়ি আমি তার হাজার	১১৮
	৩	তোমরা নিজে ক্যান কর গোল গোলমাল করো	১১৮
	৪	দেখ দেখ ভবের পরে চারটি ফুল ফোটে ঘারেঘারে	১১৯
	৫	পাগল কানাই বলে প্রেম বিচ্ছেদে প্রেমের আলায়	১১৯
	৬	পাগলা কানাই বলে ভাই সকলেরে প্রেম কেউ	১২০
	৭	পাগলা কানাই বলে স্ততারের কি গুণপনা এক রথ	১২০
	৮	পাগল পাগল বলে সবে শোন বলি পাগলের কথা	১২১
	৯	ফাক্তন মাসের ২৪শে তে তারিখ মঙ্গলবার	১২২
	১০	ভ্রমর জানা যায় ভ্রমরা গুণগুণ কৃষ্ণ গুণাগুণ	১২২
	১১	শোন ভাই আজব একটি রথের কথা বলে যাই	১২৩
	১২	হায় কি মজার দোকান পেতেছে নিতাই	১২৩
	১৩	হায়রে কোকিল ডাকিস না রে ডাকিস না রে	১২৩



সংখ্যা. কবির নাম. পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
৮২ পাঞ্জ	১ অধর স্বরূপে, মূলাধারে রূপ রয়েছে, স্বধনে শ্রাম	১২৪
	২ আমারে দেও চরণ-তরী	১২৫
	৩ একবার অহরাগ যার মনে উদয় হয়	১২৫
	৪ (ও মন) আয় না চলে যাই মাইজীর লীলা	১২৫
	৫ (ও সে) অধর মাহুঘ নদীর কূলে ঘাট বেঁধেছে	১২৬
	৬ খুঁজে কি আর পাবি সে অধরা, সে নয়ন তারা	১২৬
	৭ গুরু, কোন্ রূপে কর দয়া ভুবনে	১২৭
	৮ গুরু পদে নিষ্ঠারতি হয় না মতি, আমার গতি	১২৭
	৯ তারে ধরব কি সাধনে। ব্রহ্মা আদি পায় না যারে	১২৮
	১০ নিগূঢ় লীলা রসিক জানে, সে যে অধিকারী হয়	১২৮
	১১ ভজন সাধন করবি, রে মন, কোন রাগে	১২৮
	১২ যার হয়েছে নিষ্ঠারতি, তার গুরু প্রতি সদায় মতি	১২৯
	১৩ যে জানে ব্রজগোপীর মহাভাব, ও সে যেহে	১২৯
	১৪ যে দেখেছে বকুর রূপ সে ত আর ভুলবে না	১৩০
	১৫ রূপে যে দিয়াছে নয়ন, সে জেনেছে ব্রহ্মাও-মাস্তে	১৩০
	১৬ শুধু কি আল্লা ব'লে ডাকলে তারে পাবি ওরে	১৩০
৮৩ পিয়াশা, ঠাকুর	১ মুই নারীয়ে কি দোষ কইলু, রে পাগল	১৩১
৮৪ পীর মোহাম্মদ	১ না যাইমু মুই মথুরার হাটে নৌকা কিরাইঘা দে	১৩১
	২ মুনি-মন মোহনে মানিনী মনে	১৩২
৮৫ ফজর রহমান	১ করিব হরির নাম শ্রবণ, কর পথে পদার্পণ	১৩২
	২ নমঃ নমঃ নমঃ প্রভু নমঃ নারায়ণ	১৩৩
৮৬ ফকীর শাহ	১ রহিয়াছে প্রভু করতার	১৩৩
৮৭ ফজলউদ্দিন	১ আমি যার লাগি আসিলাম কুঞ্জে সে বা কৈ	১৩৩
	২ প্রেমানলে পুড়িয়া হইলাম ছার সখি গো কৈ রৈল	১৩৪
	৩ বাণীক স্বরে যুবতীর মনহরা সখি গো কুলনাশা	১৩৪
	৪ বিচ্ছেদ আনলে নারী মন উত্তালা ছখি গো	১৩৫
৮৮ ফজল হক	১ কালা চাঁদে বাসি ভাল আরত প্রাণে বাচি না	১৩৫
	২ কোথায় লুকাইয়ে রৈলে ওহে কালাচাঁদ	১৩৫
	৩ ছুখ আর সহেনা আমার প্রাণের বন্ধুরে	১৩৬
৮৯ ফতন	১ আরে মোর একি পরমাদ হইল	১৩৬

সংখ্যা. কবির নাম.	পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
৮৯ ফতন	২	কার ঘরের নাগর তুষ্টি কালিআ সোনা	১৩৭
৯০ ফতেখান	১	প্রাণ সহি কি কহর হামো হতভাগী	১৩৭
৯১ ফরমুজ	১	সোনা বন্ধু, আও আও রে, মুই অভাগী জানিয়া	১৩৮
৯২ কাজিল	১	আইলায় না, আইলায় না বন্ধু রে	১৩৮
৯৩ বক্সা আলী	১	হাসি বুলি কঠ ধরি বাড়াই মিছা পিরীত,	১৩৯
৯৪ বদিয়েজ্জমা	১	আরে ভরিয়া স্বর্ণের ভরা না রাখিলাম ধারে	১৩৯
৯৫ বদিয়েদ্দিন	১	দেখা দিয়া জুড়াও পরাণ	১৪০
৯৬ বহরাম	১	ঘটেত মানিক্যধন দেখিলে শান্ত হৈব নারীর মন	১৪০
	২	ছুঃখ সহিতে নারি অবলা পিরীতি করলাম	১৪১
৯৭ বাহুশা	১	ও শ্রাম বন্ধুয়া রে, ও বন্ধু, আমি তোমার দরশন	১৪১
৯৮ বুয়হানী	১	অপূর্ব কোশলে খেলা খেলিতেছে শ্রামরায়	১৪১
	২	আজি নিশি নিদ্রাভঙ্গে উঠিলাম কানিয়া গো	১৪২
	৩	আমায় কি শেল মারিয়াছ ধনী মন জানে আর	১৪২
	৪	আমি কি আনন্দ হেরিলাম গো স্বর্ণধনীর তীরে	১৪৩
	৫	প্রাণ বন্ধুয়ার চরণ সেবা আমা হইতে হইল না	১৪৩
	৬	বদনে বদন মিশাইয়া অধরে অধর রাখিয়া	১৪৪
	৭	বলিয়া দে সজনী আমার কোথায় বিনোদিনী রাই	১৪৪
	৮	শ্রামের চরণে দিব কুলমান সপিয়া গো	১৪৫
৯৯ ভেলা শা	১	আগো সখী বিনোদিনী আমার সে কালেনি	১৪৫
	২	আমার না হইল না হইল দেখারে শ্রাম	১৪৫
	৩	আলো রাই কি হইল মোরে দিয়া	১৪৬
	৪	আলো রাই ! যমুনায় নি যাইতে	১৪৬
	৫	চলরে রাখাল ভাই ! সাজিয়া চল রাজপুরে যাই	১৪৭
	৬	নিদ্র হইল প্রাণের বৈরি রে নাইয়ের নিদ্র হইল	১৪৭
	৭	নিশ্চিতে নি রইলায় রে বন্ধু মথুরা নগর	১৪৮
	৮	প্রাণনাথ বন্ধু আমি কত কাতরে জালা সহিমু	১৪৮
	৯	শ্রামরূপ কে পাইয়াছে তরুণে । নিরবধি বাজে	১৪৯
	১০	হায়রে বন্ধুয়ার লাগিয়া রহিতে না পারি ঘরে	১৪৯
	১১	হায় রে সোনার বরণ তহু ছিল আমার	১৪৯
১০০ মছনতাজ	১	কামিনী না কর ওমান স্তন ধনি। যৌবন রূপ ধন	১৫০



সংখ্যা. কবির নাম.	পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
১০১ মজাইত চান্দ	১	তুই আমারে পাগল করিলায় রে অনাথের নাথ	১৫০
	২	দুখ তো ঠাই বিনে কা ঠাই কই শ্রামকে লাগাল	১৫১
	৩	বন্ধু আমার নয়নের দার গো কালা, আমার	১৫১
১০২ মতাহির	১	শ্রাম বন্ধুয়ার আড়ালে, ভাইনে উঠি নয়ন জলে	১৫১
১০৩ মদন শা	১	চিকন গোয়ালিনি গো, রসের ময়লানি	১৫২
১০৪ মনকর	১	তুই বন্ধুর পিরীতে রে হারাইলাম জাতিকুল	১৫২
১০৫ মনোহর	১	অ কি মই না লো মই সাক্ষী হইও তুয়া পায়	১৫৩
	২	বন্ধুয়া বলিমু কোন লাজে রে স্বজনী মই, কালিয়া	১৫৩
১০৬ মনোঅর	১	অ কি মাধব আর রোন খেমা কর মোহে	১৫৩
	২	আজু লো পছ দেখিআ আনন্দচিত	১৫৪
	৩	আজু মই কি দেখিলুং স্বপনে। বিদিত বিমল হরি	১৫৪
	৪	ওকি হালি ঢলি পড়ে রাধে কালিন্দীর তীরে	১৫৪
	৫	নাচে কাহু ঘুমিঘুমি রমনীর সমাজে	১৫৫
	৬	নিল মোর নাগর কে হরিআ। কিরূপে রহিমু ঘরে	১৫৫
	৭	রৈআ রৈআ উঠে মনে ঐহি বিনোদিয়া	১৫৫
১০৭ মতু'জা গাজি	১	অ কি নাগর কালা বিনে না রৈমু ঘরে	১৫৬
	২	কি আজু কুদিন ভেলিএ। ছাড়িয়া গোকুল	১৫৬
১০৮ মিঘাধন	১	আজু কি ভাগ্যের গুণে গো সখী শ্রাম দেখলাম	১৫৬
	২	আজু নিশিতে শয়নে, গো মই রাই দেখলাম	১৫৭
	৩	আমায় তুলিও না কখনে, রে শ্রাম তুলিও না	১৫৭
	৪	আমার কলঙ্ক নাম যে হইতে, প্রাণ বন্ধুরে	১৫৮
	৫	আমার প্রাণ নিলায় কিশোঙ্গী, প্রাণ নিলায়	১৫৮
	৬	আমার প্রেম স্বয়ামী কালা গো, যার প্রেমেতে	১৫৮
	৭	একবার কোলে বইস প্রাণ জুড়াই, দেও আলিঙ্গন	১৫৯
	৮	কঠিন শ্রামের নাম গো তোরা কেউ লইও না	১৫৯
	৯	কাল ননদী তুমি মরগো, একদিন বন্ধুয়ার রূপ দেখি	১৬০
	১০	কেনে মান কর গো রাই। আজ বৃষ্টি রাধার	১৬০
	১১	তোরা দেখ আসিয়া ললিতে, ঐ নাকি শ্রাম	১৬১
	১২	দাসীর নাম লিখ চরণে, রে শ্রাম নাম লিখ চরণে	১৬১
	১৩	পাইমুনি শ্রাম কালা গো মই, পাইমুনি শ্রাম কালা	১৬১

সংখ্যা. কবির নাম.	পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
১০৮ মিয়াধন	১৪	প্রাণ ললিতা তোরা যাওগো, বন্ধুরে আনিয়া দেও	১৬২
	১৫	শুধু নাম জপ নিরান্না গো, কালার নাম	১৬২
১০৯ মীর ফয়জুল্লা	১	আহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ কে নিল হরিয়া । কান্দে সব	১৬৩
	২	কেনে আল জলে রে মুই কেনে আইলাম জলে	১৬৩
	৩	চল দেখি গিয়া রূপ, বন্ধু চল দেখি গিয়া	১৬৩
	৪	দেখ সখি শ্রাম মোহনিয়া	১৬৪
	৫	রাই রাই কর অবধান । তুআভাবে আকুল রসময়	১৬৪
	৬	রাধামাধব নিকুঞ্জ বনে	১৬৪
১১০ মীর্জা কান্ধালী	১	আলোরে পরাণের সইরে নিষ্ঠুর কালায়ে	১৬৫
	২	কালিয়া নাচে রে রমনী সমাজে ভাল	১৬৫
	৩	কিরে শ্রাম, এমন উচিত নহে তোমার	১৬৬
	৪	কেনে আইলুম যমুনার জলে	১৬৬
	৫	বদলে থুইয়া যাও বানীরে রাধার বন্ধু বদলে	১৬৬
১১১ মীর্জা ফয়জুল্লা	১	সজনী সই, কান্না সে প্রাণধন মোর	১৬৭
১১২ মুছা	১	রসিক চিনিয়া প্রেম করতে হয়	১৬৭
১১৩ মুজমিল নাগর	১	ছুইয়ো না ছুইয়ো না কালা ছুইয়ো না ছুইয়ো না	১৬৮
	২	যার লাগি' কান্দিয়া মরি ছুই নয়ানে বইছে বারি	১৬৮
১১৪ মোছন আলী	১	মথুরা বাজারে যাই, পার করিদে নন্দের কানাই	১৬৮
১১৫ মোহাম্মদ	১	ও কি অপরূপ পেখিলুং বিপিন মাঝে	১৬৯
১১৬ মোহাম্মদ আলী	১	নাগর কানাইয়া রে, কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে	১৬৯
১১৭ মোহাম্মদ চুহর	১	সাজএ কুমারী পরম সুন্দরী শ্রাম উদ্দেশে গমনা	১৭০
১১৮ মোহাম্মদ পরাণ	১	হরির অরিপতি তাহান সম্ভতি বাম পাশে চুড়া	১৭০
১১৯ মোহাম্মদ হানিক	১	মধুরে মুরড়ি ফনি শুনিতে স্বপ্নর । ভুবন মোহন	১৭১
১২০ মোহাম্মদ হাসিম	১	অরে শ্রাম গেলা কোন্দেশ, কোন্ দেশে গেলা	১৭১
	২	কৈয়াম কৈয়াম মুক্টিরে ননদীর আগুনে	১৭১
	৩	ন জানো ন চিনো কেবা যমুনার কুলে । দূরে থাকি	১৭২
	৪	নব যৌবনী তোর রূপ নিরীক্ষতে না রহে পরাণি	১৭২
	৫	রূপ দেখি কেবা জাইব ঘরে । চিত্ত কাড়া কালার	১৭২
	৬	শ্রীমুখ দহে বিরহ আগুনি	১৭৩
	৭	সহিমু কথ বিরহ আগুনি	১৭৩



সংখ্যা. কবির নাম.	পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
১২১ রইচ অধম	১	কালচান্দ, ভূমিবলো বলে বলো না, পুরাইবায় নি	১৭৩
১২২ রউফ	১	বকুর বিচ্ছেদে গো আমি ডুবতে গেলাম	১৭৪
	২	বকুরে দেখিতে যাব আমি গো নদীয়া, পাইলে	১৭৪
	৩	যাব আমি যমুনায় সখি চল, চাহিয়া দেখনা	১৭৪
১২৩ রজব উদ্দিন	১	ওরে শ্রাম তোরে ডাকিরে, বারে বারে বৈয়া	১৭৫
	২	জলে অঙ্গ জলে গো বিধে। কামড় মাইল প্রেম	১৭৫
	৩	ভূমি ত ভুলিয়া যাইবায় কলঙ্কিনীর কথা রে শ্রাম	১৭৬
	৪	পরান সঁপি শ্রীচরণে আমি হৈলাম দাসী কি	১৭৬
	৫	শ্রাম একবার আও আওরে আমি তোরে	১৭৭
	৬	সখি ঐ শুন বাজায় কে বাণী কদমতলে	১৭৭
	৭	সখি! চাইয়া দেখগি যদি পাছ গো তারে পথে	১৭৮
	৮	সখি! তারে আনো গিয়া গো তারে আনো গিয়া	১৭৮
১২৪ রহিমুদ্দিন	১	কেমনে পাইমু তারে যার লাগিয়া কুরে মন?	১৭৯
	২	কোন নাম জপে গো শ্রাম বন্ধের বাণী জান কি গো	১৭৯
	৩	হরে কোন্ নাম জপে রে শ্রাম-বন্ধের বাণীয়ে	১৮০
১২৫ রিয়াছত আলী	১	আমার বকু! আমার বকু, আমারে ভুলিলে কেন	১৮০
	২	আমার মনের শোকে মরে যাই। এ জীবনে	১৮১
	৩	আমি আপন দেশে যাই গো সখি, আপন দেশে	১৮১
	৪	আয় আয় কাহ্ন ওরে ওণের ভাই। আয়রে মোরা	১৮২
	৫	একবার দাড়াও তোমায় দেখি শ্রাম বকুরে	১৮২
	৬	ঐ শোন কালচান্দের বাণী প্রাণ সখি গো	১৮৩
	৭	ঐ শোন বাণী কে বাজাইয়া যায়। প্রাণ সখি	১৮৩
	৮	ও মন হরি বলে ডাকলে না পরকালের উপায়	১৮৩
	৯	কত ভাবে ডাকি গো প্রভু শুনে ও কি শোন না	১৮৪
	১০	করে রাখি ফুলের বিছানায়	১৮৪
	১১	কুকিলায় করিয়াছে ধ্বনি যামিনী আর নাই গো	১৮৫
	১২	কেউ যদি গো মথুরাতে যাও	১৮৫
	১৩	কোথায় গিয়া তাপিত প্রাণ জুড়াই	১৮৬
	১৪	চল মোরা জল ভরিতে যাই প্রাণ সখি গো	১৮৬
	১৫	চিন্তার ষ্ঠবধ নাই কি ভুবনে	১৮৬

সংখ্যা.	কবির নাম.	পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
১২৫	রিয়াছত আলী	১৬	জলে তোরা কে যাবে গো আয়	১৮৭
		১৭	জলে হয় না নিবারণ জলে গৈয়া গৈয়া	১৮৭
		১৮	তমাল ডালে কুছ রবে ডাকছে শোন কুকিলায়	১৮৮
		১৯	তোর লাগি প্রাণ কান্দেরে সদায় । ফাঁকি দিয়া	১৮৮
		২০	নগরে কুলটা আমি হইলাম গো যার লাগিয়া	১৮৯
		২১	পরদেশী বন্ধুরে পাষণ হ'য়ে রইলে রে । পরাণে	১৮৯
		২২	প্রেমের বাঁশী বাজায় বসি চল গো সখি জলে যাই	১৯০
		২৩	প্রেমের বিষে অঙ্গ আমার নিল প্রাণ সখি গো	১৯০
		২৪	ফুলের শয্যা আমি কার লাগি সাজাইলাম গো	১৯০
		২৫	বন্ধু কেন নিদ্রা হইল গো বন্ধু	১৯১
		২৬	বলরাম রে আমার গোপাল ত আইল না রে	১৯১
		২৭	বিদায় দেও গো কমলিনী রাই । সারা নিশি	১৯২
		২৮	মরণ কালে, মরণ কালে কে আছে তোমার	১৯২
		২৯	রাধিকায় পিরিতি জানে না । ভাই রে সুবল	১৯২
		৩০	শ্রাম বিচ্ছেদে পোড়ে হলেম ছাই	১৯৩
		৩১	সই গো আর মোর কাল আসবে না সই	১৯৩
১২৬	রেয়াছক	১	হের দে কালারে নয়ন ভরিয়া রূপ দেখি	১৯৪
১২৭	লালন	১	অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণনিধি, তার কি আছে	১৯৪
		২	অমর্তের এক ব্যাধ বেটা হাওয়ায় এসে ফাঁদ	১৯৫
		৩	আগে কে জানে গো এমন হবে । গৌর প্রেম	১৯৫
		৪	আছে যার মনের মাহুয মনে দে কি জপে মালা	১৯৫
		৫	আজ আমার অন্তরে কি হ'লো সঁই	১৯৬
		৬	আজ কি দেখতে এলি গো তোরা বল না তাই	১৯৬
		৭	আজগবি বৈরাগ্য-লীলা দেখতে পাই	১৯৭
		৮	আজ ব্রজপুরে কোন পথে যাই ও তাই বল রে	১৯৭
		৯	আমার চরণ ছাড়া করো না দয়াল হরি	১৯৭
		১০	আমার আপন খবর আপনার হয় না	১৯৮
		১১	আমার একি কবার কথা আপন বেগে আপনি	১৯৮
		১২	আমার ঠাহর নেই গো মন-বেপারী	১৯৮
		১৩	আমার মন চোরায়ে কোথা পাই । কোথা যাই	১৯৯



সংখ্যা. কবির নাম. পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা.
১২৭ লালন	১৪ আমার মনের মানুষের সনে মিলন হবে কতদিনে	১৯৯
	১৫ আমি যার ভাবে মুড়িয়েছি মাথা	১৯৯
	১৬ আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা	২০০
	১৭ আর আমায় রাধার কথা বল না	২০০
	১৮ আর আমারে মারিস নে মা	২০০
	১৯ আর কি আসবে সেই কেলেশনী এই গোকুলে	২০১
	২০ আর কি গৌর আসবে কিরে । মানুষ ভজে	২০১
	২১ আর তো কালার সে ভাব নাইকো সহি	২০১
	২২ একবার জগন্নাথে দেখ রে যেয়ে জাত কেমন রাখ	২০২
	২৩ এ-কুল রাখি কি ও-কুল রাখি । গৌর-রূপ হেরে	২০২
	২৪ এখনো এলো না কালা, মন কেন হল উদাসী	২০২
	২৫ এ গোকুলে শ্রামের প্রেমে কেবা না মজেছে সখি	২০৩
	২৬ এ ধন-দৌবন চির দিনের নয় । অতি বিনয় করে	২০৩
	২৭ এনেছে এক নবীন গোরা নূতন আইন নদীয়াতে	২০৩
	২৮ ঐ গোরা কি শুধুই গোরা । আছে রাধা-রূপে	২০৪
	২৯ ওই গোরা কি শুধুই গোরা ওগো নাগরী	২০৪
	৩০ ও কালার কথা কেন বল আজ আমায়	২০৪
	৩১ ওগো ব্রজলীলে এ কি লীলে, কৃষ্ণ গোপিকারে	২০৫
	৩২ ওগো রাই-সাগরে নামলো শ্রামরায় । তোরা ধর	২০৫
	৩৩ ওগো সামান্বে কি সেই অধর চাঁদকে পাবে	২০৫
	৩৪ ও গৌরের, প্রেম রাখিতে সামান্বে কি পারবি	২০৬
	৩৫ ও মন যে যা বোঝে সেইরূপ সে হয়	২০৬
	৩৬ ও মা যশোদে গো তা আর বললে কি হবে	২০৬
	৩৭ ওরে, মন আমার গেল জানা	২০৭
	৩৮ ওরে মানুষ মানুষ সবাই বলে । আছে কোন্	২০৭
	৩৯ ও সে প্রেম করা কি কথারি কথা	২০৭
	৪০ কাজ কি আমার এ ছার কুলে । আমার	২০৮
	৪১ কানাই, একবার এই ব্রজের দশা দেখে যা রে	২০৮
	৪২ কানাই, কার ভাবে তোর এ ভাব দেখি রে	২০৮
	৪৩ কার ভাবে এ ভাব বল রে কানাই, রাজ-রাজ্য	২০৯

সংখ্যা. কবির নাম, পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
১২৭ লালন	৪৪ কার ভাবে এ ভাব হারে জীবন কানাই	২০২
	৪৫ কার ভাবে শ্রাম নদেয় এলো । ও তার ত্রজের	২০২
	৪৬ কি কঠিন ভারতী না জানি । পরাইল কোন প্রাণে	২১০
	৪৭ কি ছার রাজত্ব করি । গোপাল হেন পুত্র আমার	২১০
	৪৮ কি বলিস গো তোরা আজ আমারে	২১০
	৪৯ কি ভাব নিমাই তোর অন্তরে	২১০
	৫০ কি রূপ সাধনের বলে অধর ধরা যায়	২১১
	৫১ কি সাধনে আমি পাই গো তারে । ও সে ত্রফা	২১১
	৫২ কৃষ্ণ পদ্মেরি কথা করো রে দিশে	২১২
	৫৩ কৃষ্ণ বিনে তেঁষ্টা-ভাগী, ভবে সেই বটে গো শুদ্ধ	২১২
	৫৪ কে আজ কোপীন পরালে তোরে	২১২
	৫৫ কেন চাঁদের জন্ত চাঁদ কাঁদেবে, এই লীলের অন্ত	২১৩
	৫৬ কে বোঝে সেই কৃষ্ণের অপার লীলে	২১৩
	৫৭ কোথা কানাই গেলি রে প্রাণের ভাই । একবার	২১৪
	৫৮ কোথা গেলি রে কানাই । সকল বন খুঁজিয়ে	২১৪
	৫৯ কোমু রসে প্রেম সেধে হরি গৌরবর্ণ হলো সে	২১৪
	৬০ গুরু কি হবে আমার গতি কতই জেনে কতই শুনে	২১৫
	৬১ গুরু দেখায় গৌর তাই দেখি কি গুরু দেখি	২১৫
	৬২ গুরু, দোহাই তোমার, মনকে আমার লও গো	২১৫
	৬৩ গোপাল আর গোষ্ঠে যাবে না । যারে য'বলাই	২১৬
	৬৪ গোপালকে আজ মারলি গো মা কেমন পরাণে	২১৬
	৬৫ গোল ক'রো না ও নাগরী, গোল ক'রো না গো	২১৬
	৬৬ গোসাই আমার দিন কি যাবে এই হালে	২১৭
	৬৭ গৌর কি আইন আনিলে নদীয়ায়	২১৭
	৬৮ গৌর-প্রেম অথাই আমি স্বাপ দিয়েছি তায়	২১৭
	৬৯ ঘরে কি হয় না ফকীরী । কেন হলি রে নিমাই	২১৮
	৭০ চরণ পাই যেন অন্তিমকালে । ফেল না নরাধম	২১৮
	৭১ চাঁদ বলে চাঁদ কাঁদে কেনে	২১৮
	৭২ চেনো না যশোদা রানী । গোপাল কি সামান্য	২১৯
	৭৩ ছার মানে মজে কৃষ্ণধনকে চেন না	২১৯



সংখ্যা. কবির নাম. পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
১২৭ লালন	৭৪ জান গে যা গুরু ঘারে জান উপাসনা	২১৯
	৭৫ জানবো হে এই পাপী হইতে । যদি এসেছ হে	২২০
	৭৬ জানবো মন সেই রাগের করণ যাতে কৃষ্ণ বরণ	২২০
	৭৭ জানি মন প্রেমের প্রেমী কাজে পেল	২২০
	৭৮ জীব ম'লে জীব যায় কোন্ সংসারে	২২১
	৭৯ ঠাণ্ডর নাই মোর মন কাণ্ডারী বুদ্ধি তিরোধারায়	২২১
	৮০ তারে কি আর ভুলতে পারি আমার এই মনে,	২২১
	৮১ তারে চিনবে কে এই মাছমে । মেয়ে সাঁই ফেরে	২২২
	৮২ তোমরা আর আমার কালার কথা বলো না	২২২
	৮৩ তোমর ছেলে যে গোপাল সে সামান্য নয় মা	২২২
	৮৪ তোরা আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা	২২৩
	৮৫ তোরা কেউ ঘাসনে ও পাগলের কাছে	২২৩
	৮৬ থাক না মন একান্ত হয়ে । গুরু গোসাইর বাক	২২৪
	৮৭ দয়াল নিতাই কারো ফেলে যাবে না	২২৭
	৮৮ দাঁড়া কানাই একবার দেখি	২২৪
	৮৯ দাঁড়া রে তোরে একবার দেখি ভাই	২২৫
	৯০ ধন্য ভাব গোপী ভাব আছা মরি মরি	২২৫
	৯১ ধন্য মায়ের নিমাই ছেলে । এমন বয়সে নিমাই	২২৫
	৯২ ধন্য রে রূপ সনাতন জগত মাঝে	২২৬
	৯৩ ধর গো ধর গৌরাজ চাঁদেরে । গৌর যেন পড়ে না	২২৬
	৯৪ না জানি কেমন রূপ সে নামের সৌরভ রূপে	২২৬
	৯৫ না জেনে করণ কারণ কথায় কি হবে	২২৭
	৯৬ নারীর এত মান ভাল নয় ও রাই কিশোরী	২২৭
	৯৭ নিরাকারে ভাসছে রে সে ফুল	২২৭
	৯৮ পড় গে নামাজ জেনে শুনে । নিয়াত বাঁধ গে	২২৮
	৯৯ পারে কে যাবি তোরা আয় না ছুটে	২২৮
	১০০ পিরিতি অমূল্য নিধি । বিশেষ বিশ্বাস মতে	২২৮
	১০১ প্যারী, কম অপরাধ আমার, মান তরঙ্গে কর	২২৯
	১০২ প্রেম কি সামান্যেতে রাখা যায় । প্রেমে মজলে	২২৯
	১০৩ প্রেম না জেনে প্রেমের হাটের বুলবুলা	২২৯

সংখ্যা. কবির নাম.	পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
১২৭ লালন	১০৪	বনে এসে হারালাম কানাই । যেয়ে কি বলবো	২৩০
	১০৫	বল গো সজনি আমার কেমন গো সেই গৌরমণি	২৩০
	১০৬	বল রে নিমাই বল আমারে । রাধা বলে	২৩০
	১০৭	বল রে বলাই, তোদের ধরণ কেমন হাঁ রে	২৩১
	১০৮	বল স্বরূপ কোথায় আমার সাধের সারী	২৩১
	১০৯	বলো বলো কে দেখেছ গৌর চাদেরে	২৩১
	১১০	বেদে কি তার মর্ম জানে । যেকূপে সাঁইর লীলা	২৩২
	১১১	ব্রজের সে প্রেমের মর্ম সবায় কি জানে	২৩২
	১১২	ব্রজের সে ভাব সবায় কি জানে । যে ভাবে শ্রাম	২৩২
	১১৩	ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই	২৩৩
	১১৪	মন আমার গেল জানা, কারো হবে না, এ ধন	২৩৩
	১১৫	মন জানো সেই রাগের করণ । যাতে কৃষ্ণ বরণ	২৩৪
	১১৬	মন বুঝি মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে	২৩৪
	১১৭	মন রে, সামান্ত কি তারে পায় । শুদ্ধ প্রেম	২৩৪
	১১৮	মনের কথা বলবো কারে	২৩৪
	১১৯	মরা গৌর স্বয়ং কার শিক্ষায় বলি	২৩৫
	১২০	মা তোর গোপাল নেবেছে কালিদয়	২৩৫
	১২১	মাহুষ লুকাইল কোন সহরে । এবার মাহুষ	২৩৬
	১২২	মূলের ঠিক না পেলে সাধন হয় কিসে	২৩৬
	১২৩	যদি গৌর চাদকে পাই । গেল গেল এ ছার কুল	২৩৬
	১২৪	যাই ব্রজপুরে যাই, কোন পথে যাই, ওরে বলরে	২৩৬
	১২৫	যাও হে শ্রাম রাই কুন্ডে আর এসো না,	২৩৭
	১২৬	যাবো রে এ স্বরূপ কোন্ পথে	২৩৭
	১২৭	যে প্রেমে শ্রাম গৌর হয়েছে, সামান্ত তার মর্ম	২৩৭
	১২৮	যে ভাব গোপীর ভাবনা । সামান্তের কাজ নয়	২৩৮
	১২৯	যে যাবি আজ গৌর প্রেমের হাটে	২৩৮
	১৩০	যে যা ভাবে সেইরূপ সে হয় । রাম রহিম	২৩৮
	১৩১	যে রূপে সাঁই আছে মাহুষে, তালার উপর তালা	২৩৯
	১৩২	রাত পোয়ালে পাখিটে বলে দেরে তাই	২৩৯
	১৩৩	রাধার গুণ কত নন্দলাল তা জানে না	২৩৯



পরিশিষ্ট 'ক'

৩৮১

সংখ্যা. কবির নাম. পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
১২৭ লালন	১৩৪ রাধার তুলনা পিরিত সামান্ত কেহ যদি করে	২৪০
	১৩৫ লাগলো ধুম প্রেমের থানাতে মন-চোরা	২৪০
	১৩৬ শুদ্ধ প্রেম না দিলে ভজে কে আর পায়	২৪০
	১৩৭ শুনে অজানা এক মানুষের কথা	২৪১
	১৩৮ বড় রসিক বিনে কেবা তারে চেনে যার নাম	২৪১
	১৩৯ সকল দেব-ধর্ম আমার বেটামী । ইষ্ট ছাড়া	২৪১
	১৪০ সকলি কপালে করে !	২৪২
	১৪১ সকালে যাই দেখে ল'য়ে । এ বনেতে ভয় আছে	২৪২
	১৪২ সদা মন, থাক বা-হৌশ মানুষ রূপ নিহারে	২৪২
	১৪৩ সবে বলে, লালন ককীর হিন্দু কি যবন	২৪৩
	১৪৪ সাই আমার কখন খেলে কোন্ খেলা । জীবের	২৪৩
	১৪৫ সামান্তে কি অধর চাঁদ পাবে । যার লেগে হল	২৪৩
	১৪৬ সামান্তে কি তার মর্ম জানা যায়	২৪৪
	১৪৭ সামান্তে কি সে ধন পাবে । দীনের অধীন হয়ে	২৪৪
	১৪৮ সামান্তে কি সে প্রেম হবে গুরু পরশিলে	২৪৪
	১৪৯ সেই অটল রূপের উসাসনা ভবে কেউ জানে	২৪৫
	১৫০ সেই কালাচাঁদ নদেয় এসেছে	২৪৫
	১৫১ সে কালার প্রেম করা কথার কথা নয়	২৪৫
	১৫২ সে ধন কি পড়লে মেলে । হরি ভক্তের অধীন	২৪৬
	১৫৩ সে নিমাই কি ভোলা ছেলে হবে	২৪৬
	১৫৪ সে পরশের জোর যে পরশ সে পরশ চিনিলেনা	২৪৬
	১৫৫ সে প্রেম গুরু জানাও আমায় । আমার মনের	২৪৭
	১৫৬ সে প্রেম সামান্তেতে কি জানা যায় । সে প্রেম	২৪৭
	১৫৭ সে প্রেম সামান্তেতে কি রাখা যায়	২৪৭
	১৫৮ সে ভাব কি সবাই জানে । যে ভাবে শ্রাম	২৪৮
	১৫৯ হতে চাঁও হুজুরের দাসী । মনে গোল ত পোরা	২৪৮
	১৬০ হরি কাদে হরি বলে কেনে । ধারা বহে ছনয়ানে	২৪৮
১২৮ লাল বেগ	১ কি করিল সখী সবে মোরে নিদে জাগাইয়া	২৪৯
১২৯ লাল মামুদ	১ দয়াল হরি কৈ আমার । আমি পড়েছি ভব	২৪৯
	২ প্রভো, বিশ্ব মূল্যধার, অনন্ত নাম ধর তুমি	২৫০

সংখ্যা. কবির নাম. পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
১২৯ লাল মামুদ	৩ সখি সনে স্বভবনে বসে আছেন রাই	২৫০
	৪ সোনার মাহুয ন'দে এলো রে, ভক্ত সঙ্গে	২৫১
১৩০ শাহ আকবর	১ জীউ জীউ মেরে মন চোরা গোরা । আপহি	২৫২
১৩১ শাহ হুছন আলম	১ নিদারুণ পরাণের বন্ধুরে, বড়ো নিদারুণ	২৫২
১৩২ শিতালং	১ আইল বন্ধু কালাচান্দ ডাকি আমি তরে	২৫২
	২ আইল রে বসন্ত ঋতু কালিয়া বরণ	২৫৩
	৩ আমার বন্ধুয়া কোন স্থান, শুন সজনী, প্রেমবদনী	২৫৩
	৪ আমি কি করি উপায়, আইল না বন্ধু প্রাণ বুঝে	২৫৪
	৫ আমি ঠেকলাম দায় লাহিনায়	২৫৪
	৬ আমি বক্তায়, হইলাম প্রায়, প্রাণেশ্বর শ্রামের দায়	২৫৫
	৭ এগো প্রাণ সই না আনিল প্রাণনাথ কুঞ্জেতে	২৫৫
	৮ ও মাঝি ভাই তুমি হইয়াছ রে বেদিশা	২৫৬
	৯ কন্থেরি ডালে দূতী গো তোতিরাজ খেলে	২৫৬
	১০ কান্ত যখন হয় রে স্রবণ, প্রাণ হইয়া যায় উদাসী	২৫৭
	১১ কালাচান্দ আইলায় না, আমার বিরাজ হইল না	২৫৮
	১২ কালা রূপে লীলা সয়াল জুড়িয়া	২৫৯
	১৩ গোপিনী সকল জলে যায় প্রিয় সজনী	২৫৯
	১৪ গো সজনী সই আমার বন্ধু নি মিলিবা	২৬০
	১৫ গো সজনী সই নিকুঞ্জেতে মোর মন বুঝে	২৬০
	১৬ চান্দ গুরু চান্দ মুখেতে শুনছি গুরুর স্রবচন	২৬১
	১৭ ছাড়িয়া না যাও মোরে প্রেমানল দিয়া রে	২৬২
	১৮ জপ মন অহুক্ষণ গুরুবাক্য প্রেমধন, হিয়া কুঞ্জে	২৬২
	১৯ জলে নি যাইবার সখী গো চল প্রাণেশ্বরী	২৬৩
	২০ জলিয়াছে বিচ্ছেদের অনল, হারা হইলাম বুদ্ধি	২৬৩
	২১ তোর লইয়া নিগূঢ় বনে ললিত স্বরে গান করি	২৬৪
	২২ দিয়া প্রাণ কুলমান মন পাইলাম না সজনী	২৬৪
	২৩ দূতী বল গো উপায়, জলনে অন্তর জলে	২৬৫
	২৪ দেহার লীলা অসম্ভব দেখলে হবে হাল বেহাল	২৬৫
	২৫ না লো সজনী আমি শুনিয়াছি শ্রবণে	২৬৬
	২৬ পিরীতের ছেল বুকে যার কলঙ্ক তার অলঙ্কার	২৬৬



সংখ্যা. কবির নাম. পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা.
১৩২ শিতালং	২৭ প্রভু ডাকি হে তোমায় ! প্রেমের আনলে মোর	২৬৭
	২৮ প্রভু প্রিয় প্রেমধন, কামানলে দহে অঙ্গ না যায়	২৬৮
	২৯ প্রভু বিনে অঙ্গ দহে লীতল হয় না পরাণী	২৬৮
	৩০ প্রভু বিনে মদন বাণে মন হইল উদাসিনী	২৬৯
	৩১ প্রাণ কালিয়া আইস প্রভু জগৎ বন্ধুয়ারে	২৬৯
	৩২ প্রাণনাথ বন্ধু আওরে নিশি অঙ্গ আছে	২৭০
	৩৩ প্রাণনাথ বন্ধু আওরে নিশি গইয়া যায়	২৭০
	৩৪ প্রাণ সজ্ঞনী রাই ! প্রাণ বন্ধু মোর কোন স্থানে ধুড়িয়া	২৭১
	৩৫ প্রিয় সখি ! বলিয়ে তোমায় । দেহ জলে	২৭১
	৩৬ প্রেম বিজ্ঞা তরঙ্গ বিজ্ঞা কে শিখাইল বন্ধুরে	২৭২
	৩৭ বন্ধু নিরুদ্দেশ, প্রাণধন বন্ধু রইলায় কোন দেশ	২৭২
	৩৮ বন্ধুয়া রে রসের রসিক বন্ধু নিবুঝে ভজন হইল না	২৭৩
	৩৯ বন্ধু রঙ্গীয়া ও ঠাকুর দয়াল, তোর প্রেমে তুষ্ট	২৭৩
	৪০ বন্ধু রসিয়া ও রসের নাগর, দরশন দেও বন্ধু	২৭৪
	৪১ বন্ধুরে তোর অপরূপ লীলা, প্রেম সঙ্গে খেল	২৭৪
	৪২ বন্ধুরে স্বপনে যদি পাই, চরণ শিয়রে রাখি	২৭৫
	৪৩ বন্ধুরে লাগিয়া ফিরি, করি অধেষণ, কেবল	২৭৫
	৪৪ বন্ধুরে সঙ্গিনী হইয়া মুই না লইলু ছায়া, বন্ধু বিনে	২৭৬
	৪৫ বিরহেতে ডাকি রে বন্ধু নব গুণমনি কামানলে	২৭৬
	৪৬ মনে ভয় ধঙ্ক হয়, সঙ্কট কালে স্মরিয়ে প্রেমের	২৭৭
	৪৭ মোহিনী গো রাই ! অপরূপ পক্ষীরাজ নিবুঝে	২৭৭
	৪৮ রঙ্গিল বাড়ইয়া ! কলেতে সজ্জিলায় ঘর পবন	২৭৮
	৪৯ রাই রঙ্গিনী বিরঙ্গ কোথায় বন্ধুকে মিলাও আনি	২৭৮
	৫০ রূপবতী প্রাণের দূতী প্রাণ বন্ধে মাইল আমায়	২৭৯
	৫১ রে প্রাণধন কালা, তোমার পিরীতে বিষম জালা	২৮০
	৫২ সুন সুন সখী সজ্ঞনী রাই, বল ধনী কমলিনী	৩৮০
	৫৩ সুন সজ্ঞনী প্রাণধনী বন্ধু আনি রাখ প্রাণ আমার	২৮১
	৫৪ শ্রাম সুন্দর হৃদরে মোর কুরঙ্গ নয়নে তোর	২৮১
	৫৫ শ্রাম সুরঙ্গ তোর দেখতে মোর অগ্নি জলে	২৮২
	৫৬ সাধের বন্ধুয়ারে হিয়া দহে প্রাণে স্মরি	২৮২

সংখ্যা. কবির নাম. পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
১৩২ শিতালং	৫৭ হায়রে প্রভু অখিলের নাথ বিরহতে	২৮৩
	৫৮ হায়রে বন্ধু গেল মোর রসের যৌবন	২৮৩
১৩৩ শেখ কবির	১ অকি অপক্লপ রূপে রমণী ধনি ধনি	২৮৪
১৩৪ শেখ ভিখন	১ সভাই বলে রাধার পরাণ কানাই	২৮৪
১৩৫ শেখ লাল	১ শুন লো স্বজন, কিছুই না জানি	২৮৫
১৩৬ সদাই শাহ	১ আমি করি গো মানা, শ্রামরূপ নিরখি গো	২৮৫
১৩৭ সমসের	১ ভমে অভাগিনী ন চাহিলাম গুণমণি	২৮৫
১৩৮ সর্ফতোলা	১ ও মন দেখরে । সতত মুরলী ফুকে কে	২৮৬
১৩৯ সালবেগ	১ আহে নীল শইল প্রবলমত্ত বারণ মো আরত	২৮৬
	২ জয় জয় রাধে গোপাল গোপালনারে	২৮৭
	৩ নাগরী নাগরী নাগরী । কত প্রেমের আগরী	২৮৭
	৪ বায়ে সখীগণ বিবিধ বাজন বায়ে	২৮৭
	৫ শ্রাম গোরা, আজত বেশ বড় তোরা	২৮৮
	৬ সখি ! কুঞ্জবনে বংশী কে বাজাইলা গো	২৮৮
	৭ সতেক মো জীব খিব যিবি বৃন্দাবন দর্শন	২৮৮
	৮ হের হো নীলগিরি-রাজহি	২৮৯
১৪০ সিরতাজ	১ মই মই কহিতে খাঁখার পিআর বেভার	২৮৯
১৪১ সেরচন্দ	১ পহু ছাড় ঘরে যাইরে, নিলাজ কানাই	২৯০
১৪২ সৈয়দ-	১ খোস না লাগে মোর গৃহের বেভার	২৯০
আইনদ্দিন	২ নাইহরের বন্ধুরে দেখি আজু কেনে মান	২৯০
	৩ বিনোদ, আজু যাও ঘর । তোমারে খাইব সাপে	২৯১
	৪ বৃন্দাবনে রাধাকান্ত রঙ্গের রঙ্গিআ	২৯১
	৫ মরম দগধে প্রেমেরবাণে । বন্ধুয়া রে	২৯১
	৬ মলআনিল বন্ধুতে কহিঅ পরণাম	২৯১
	৭ রূপের নিছনি ছাই । বসিয়া নাগর বন্ধু	২৯২
	৮ মই, দেখরে রঙ্গ কেলি । এ নাট মন্দিরে নাচে	২৯২
১৪৩ সৈয়দ আকিল	১ ও আমি পাইলাম না গো আমার বন্ধুরে	২৯২
১৪৪ সৈয়দ আলী	১ গোর আজ্ঞায় বিচারিলে পাইবায় তার	২৯৩
১৪৫ সৈয়দ জহরুল-	১ অকলে ঢাকিয়ে রূপ বিরাজে ঘরে ঘরে ওলো	২৯৩
হছেন (জহর)	২ আমার মন মজরে ঐ মোহ বানী রবে	২৯৪



সংখ্যা. কবির নাম. পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
১৪৫ সৈয়দ জহরুল	৩ ওলো সজনী সে ত সম্মিধানে, চুপি চুপি	২২৪
হছেন [জহর]	৪ কংসের পীরিতে দিন গেল ওলো সজনী	২২৫
	৫ কামিনী বৃন্দাবনে মোহ লোভে করে খেলা	২২৫
	৬ কেন পরিহর অনাথেরে বা মনের স্বামী কেন	২২৫
	৭ কেন বসিয়াছ বিরহেতে বা নন্দের স্ত	২২৬
	৮ চল গো, সজনী যাই ঐ শ্রীবৃন্দাবনে	২২৬
	৯ ডুব ডুবরে বাউলের মন, ভাব সাগরে ডুব	২২৭
	১০ তোরা কে কে যাবে গো সজনী বৃন্দাবনে	২২৭
	১১ না যাইও নন্দনীর আশ্রয় ও গো প্রাণ সজনী	২২৮
	১২ প্রাণ কাদে প্রাণ বন্দের লাগিয়ে, দিবা নিশি	২২৮
	১৩ প্রেমানলে অঙ্গ জলে ভাবে ভাবে প্রাণ যায়	২২৯
	১৪ বল গো সজনী আমায় কে ডাকে, হৃদ মন্দিরে	২২৯
	১৫ বল গো সজনী হেন কি শুনি কানে, মোহন স্বরে	৩০০
	১৬ বাঁশী ফুঁকে মনচোরা, নাম ধরিয়ে ডাকে বাঁশী	৩০০
	১৭ বাঁশী বাজলে কি আয়রে শশী, বাঁশী ধ্বনি শুনলে	৩০১
	১৮ বেশ ভূষণে সজ্জাকরে পাড়ি দিতে যমুনারি	৩০২
	১৯ বৃন্দাবনে কে টানে মুরারী ওলো সজনী	৩০২
	২০ ভাবে ভাবে ভাবের খেলা হবে ঐ কুঙ্কবনে	৩০২
	২১ মনে বুঝে নারে কি হৈল প্রমাদ নিশিদিন	৩০৩
	২২ মুক্তি আছে স্বরধুনী কূলে বা কালিয়ার কান্ন	৩০৩
	২৩ মুশিদ বাণী সত্যজানি, জপরে নাম নিরলে	৩০৪
	২৪ যমুনা পুলিনে থাকি ; ডাকি নাথ আয়রে	৩০৪
	২৫ রাখাল আমার আছে কার সনে রে নগরবাসী	৩০৫
	২৬ রে কালিয়ার কান্ন, নাগরের পীরিত ছাড়ে	৩০৫
	২৭ সজনী তোর ভাল না হয় রীতি, গোপাল সনে	৩০৬
	২৮ সজনী রজনীর যোগে, কোন কলে বাজেরে	৩০৬
	২৯ সারথী লইয়ে তোর নাগর গেল বনে ওলো দূতী	৩০৭
	৩০ হুঁশিয়ায়ে চালাও দাড় বাদায় রসি টাইনে	৩০৭
	৩১ হের লো সজনী কদম হেলিয়া, দ্রিবেণীতে বাজে	৩০৮
	৩২ হেরলো সজনী তমাল হেলিয়ে, অনাহত বাঁণা	৩০৮

সংখ্যা.	কবির নাম.	পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
১৪৬	সৈ. নাছিরদ্দিন	১	আলোরে মুই রূপের নিছনি মরি যাই	৩০২
১৪৭	সৈয়দ নিয়ামত	১	আপনা জালায় প্রাণ বাচে না ভাবতে আছ	৩০২
১৪৮	সৈয়দ মতুজা[ক]	১	শ্রাম বন্ধু চিত্ত নিবারণ তুমি	৩১০
১৪৯	সৈয়দ মতুজা[খ]	১	আজু মুই কুলের বাহির হৈলুম। মথুরাতে	৩১০
		২	আলো সহরে, চলিলুম হাটের কারণ	৩১০
		৩	আলো সখি অন্ন নাহি খায় আন নাহি ভায়	৩১১
		৪	ওকুলের বধু! মজালি মজালি মজালি রে জাতিকুল	৩১১
		৫	ওগো সহি, কে বলে কালিয়া সোনা অস্তুরে	৩১১
		৬	ওহে পরাণ বন্ধু তুমি। কি আর বলিব আমি	৩১২
		৭	কালো মনোহর বন্ধু রস গুণনিধি, এত রূপ	৩১২
		৮	কালারূপ কেনে উপজিল গোকুলে কুলে বা	৩১২
		৯	কি কহিব ওয়ি সখি কালো প্রাণনিধি	৩১২
		১০	কে কে বাইবা যমুনার জলে কার সঙ্গে আমি	৩১৩
		১১	কে বলে কালিয়া ভালো রাই	৩১৩
		১২	কৈল অঙ্ককার মেঘে কৈল অঙ্ককার	৩১৩
		১৩	গেলা গেলা ওরে শ্রাম না গেলা মাতাইয়া	৩১৩
		১৪	জানি জানি আগ রাই কালো যাইবে	৩১৪
		১৫	জানি জানিরে গুণের নিধি। তুয়া বিনে	৩১৪
		১৬	ঝামক কেনরে দেখি হরি নন্দলালা	৩১৪
		১৭	তুয়া বিনে আর নাহি জানি রে গুণের নিধি	৩১৫
		১৮	তোর নি বাশীর রব শুনি গো রাই	৩১৫
		১৯	দারুণ-কালো সবে বলে কালো কালো আমি বলি	৩১৫
		২০	দেখ সহি কালিন্দী কিনারে শ্রাম রায়	৩১৬
		২১	ধীরে ধীরে বাড়িও এ মেঘ আধার রাত্রি	৩১৬
		২২	নাগর জাএ রে রাধার মন্দিরে নাগর জাএ রে	৩১৬
		২৩	না জানি ওরে গুণনিধি তুয়া বিনে	৩১৭
		২৪	পার কর পার কর মোরে নাইয়া কানাই	৩১৭
		২৫	প্রাণি হরি নিল কানাইয়া	৩১৭
		২৬	বন্ধু আমার কালিয়া সোনা। স্বপনে পাইলাম	৩১৭
		২৭	বন্ধু মোরে ছুইও না ছুইও না রে	৩১৮



সংখ্যা. কবির নাম. পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
১৪২ সৈয়দ	২৮ বন্ধুর ভাবে আগিতে চাপিল কাল ঘুমে	৩১৮
মতুর্জা[খ]	২৯ বসে ঠামে ঠামে কে বলে কালিয়া ভোলা	৩১৯
	৩০ বিনোদ আমার বাড়িত আয়	৩১৯
	৩১ ভজ সখি নন্দকিশোর, কেলি কলা রসে ভোর	৩১৯
	৩২ ভুবন মোহন রূপ অতি মনোহর, বলবল করে রূপ	৩১৯
	৩৩ মজাইলু'রে জাতি রসিয়া নাগরের হাতে	৩২০
	৩৪ মন মোর কি দিয়া বাঙ্কিমু, আজু কালু করি মন	৩২০
	৩৫ মালিনি রে লই যারে তোর ধুফুল। সোয়ামী ঘরে ত	৩২০
	৩৬ মুক্তি কেনে পীরিত্তি কৈলুং নিষ্ঠুর কালার মনে	৩২১
	৩৭ যৌবন গেল মোর রে	৩২১
	৩৮ রাখরে রাখরে মন মানাইয়া আমার প্রাণি হরিয়া	৩২১
	৩৯ রাধার আকুল রে বাঁশী না বাজাইয়	৩২২
	৪০ রে শ্রাম, তোমার মুরলী বড় রসিয়া	৩২২
	৪১ শ্রাম, আন না লয় মনে। ভুবন মোহন রূপ	৩২২
	৪২ শ্রামল সুন্দর তহু দেখিলু' স্বপনে। দেখিয়া মোহিত	৩২২
	৪৩ সই, এক বিনে মাওলা এক বিনে আর নাহি কোই	৩২৩
	৪৪ সইরে, আমার কি করে পরাণে। প্রাণি মোর	৩২৩
	৪৫ সখি নাগর কানাই বিনে আর জীব না রে	৩২৩
	৪৬ সজনি গো সই তুমি কি আমারে বোল কালিয়া	৩২৩
	৪৭ সাম মোর বন্ধু আ নায়ে	৩২৪
	৪৮ সুন্দরী তুমি নাগর ভুলাইতে জান	৩২৪
	৪৯ সোনা বন্ধুর কি হৈল বেয়াধি। তাহার ঔষধ	৩২৪
	৫০ বন্ধু যাবে দূর দেশে মনে লাগে দাক্ষা	৩২৫
	৫১ হেলায় হারাইলাম বনমালী পাইয়া স্বপনে রে নাথ	৩২৫
১৫০ সৈয়দ শা	১ মনে লয়, বৈরাগী হয়ে বিদেশেতে যাই	৩২৫
১৫১ সৈয়দ শাহনূর	১ আইস আইস আরে বন্ধু করি নিবেদন	৩২৬
	২ আমার বন্ধু রৈলায়কার বাসরে। তুমি গিয়া	৩২৬
	৩ আমার বন্ধু হৈলায় নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুর হৈলায় পরাণের	৩২৭
	৪ আমার ভাবে হৈলায় নিষ্ঠুর রে। আমার ভাবে	৩২৭
	৫ আমি যারে চাইরে নাথ সে এত নিষ্ঠুর	৩২৮

সংখ্যা. কবির নাম.	পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
১৫১ সৈয়দ শাহনূর	৬	এমন বসন্তকালে বন্ধু নাই যে পাইলু। গাঁথিয়া	৩২৮
	৭	ও মন রে, তুমি দমের বাঁশী বাইয়ো	৩২৮
	৮	কত ছুঃখ সহিব শরীরে রে, ও প্রাণ বন্ধু! কত ছুঃখ	৩২৯
	৯	চল চলরে ননদী জাল আমরা যাই জলে	৩২৯
	১০	তর শরীরে দয়া মায়া নাই রে বন্ধু, তর শরীরে	৩৩০
	১১	তরুয়া কদম্বতলে নাগরের বসতি। রাধারে	৩৩০
	১২	তোমরা নি বন্ধুয়ার রূপ দেখগো সজনী সহ	৩৩০
	১৩	ধেহু লইয়া চল মাঠে যাইরে সঙ্গিলা ভাই	৩৩১
	১৪	নারে নারে নারে, নারে নারে নারে, ও নারে	৩৩১
	১৫	পাগেলা ফকীরের সনে দিদার মাদার নাই	৩৩১
	১৬	প্রাণদুতী-এ, এ, এ, আরে তোমার কানাইরে	৩৩২
	১৭	লাহলে বসতি করে নিকুঞ্জ মন্দিরে। রাধার মন	৩৩২
	১৮	শুনগো ননদী জাল কোকিল স্বর বলে	৩৩৩
	১৯	শ্রাম বন্ধুরে রাজি হৈল ভোর, চল যাই সরোবর	৩৩৩
	২০	হায়রে নিষ্ঠুর কালিয়া, তর পিরীতে মরিমু	৩৩৪
১৫২ সৈয়দ সুলতান	১	কত কত মোহন মোহোনি জান	৩৩৪
	২	কত পশু কুল অন্ত নাই। চৌদিকে করিল ঘোর	৩৩৪
	৩	নন্দ আসি জয় দেও রে, আমার গোপাল আইসে	৩৩৫
	৪	শ্রাম মোরে করিও দয়া, একেবারে না ছাড়ো	৩৩৫
	৫	সই বোলম মুই জীব না রে কাহ্নু আনিয়া দে	৩৩৫
	৬	সাঁজ হৈল বেলা গেল প্রতি ঘরে বাতি তবুও না	৩৩৬
	৭	সাধুর ভরারে ডুবাইলুম মনের বেহার	৩৩৬
১৫৩ সোন্দর ফকির	১	চলরে মুমিন ভাই রূপ দেখি গিয়া	৩৩৬
১৫৪ হবিব	১	দেখ মাই অপরূপ নন্দ গোপাল	৩৩৭
১৫৫ হাছন রাজা	১	আমার হৃদয়েতে শ্রীহরি, আমি কি তোার যমকে	৩৩৭
	২	আমিই মূল নাগর রে, আসিয়াছি খেইড় খেলিতে	৩৩৭
	৩	আমি তোমার কাঞ্চালী গো হৃন্দরী রাধা	৩৩৮
	৪	আমি মরিয়া পাই যদি, শ্রামের রাজা চরণ	৩৩৮
	৫	(আরে) তোরে লইয়া করেন খেলা আমার	৩৩৮
	৬	ওগো হৃন্দরী দিদি, কথা শুনিয়া যা গো	৩৩৯

সংখ্যা. কবির নাম.	পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি.	পৃষ্ঠা.
১৫৫ হাছন রাজা	৭	ওমা কালী ! কালী গো ! এতনি ভজিয়া জান	৩৩৯
	৮	কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে ? রঙ্গের রঞ্জিয়া	৩৪০
	৯	কাল ! আয়রে আয় কুঞ্জে আয় প্রাণী কান্দে	৩৪০
	১০	কিসের বাড়ী কিসের ঘর রে কিসের জমিদারী	৩৪০
	১১	কেন আইলাম না রে, রাধার কালাচান্দ	৩৪০
	১২	গোবিন্দের লাগিয়া রাধার বুকে ছুই নয়ন গো	৩৪১
	১৩	দয়া নি করিবায়ে মোরে রে ও বন্ধু দয়াল শ্রাম	৩৪১
	১৪	দয়াল কানাই ! দয়াল কানাই রে, পার করিয়া	৩৪২
	১৫	দেখলাম দেখলাম তোরে হুরি, আমি বলি হুরি	৩৪২
	১৬	পড়িয়ে ভব দরিয়ায় (হায়) হাছন রাজায় কান্দে	৩৪২
	১৭	পন্থ ছোড় যমুনাতে বাইরে, স্নন্দর কানাইরে	৩৪৩
	১৮	পিরীতে মোরে করিয়াছে দেওয়ানা	৩৪৩
	১৯	বাস্তি জ্বালাইয়া দেখ শ্রাম, রাধার ঘরে করে কাম	৩৪৩
	২০	মুনিব হইয়া কর তুমি চুরি, ঠাকুরা চোরা	৩৪৪
	২১	মোরে দূর রাখিও না গো, প্রাণ হরি	৩৪৪
	২২	সাধের হু হু হু হু হু হু রে তোমার মাঝে এতই	৩৪৫
	২৩	স্নন্দরী রাধে গো তোমার, কানাইয়া বাইব ছাড়ি	৩৪৫
	২৪	সোনা বন্ধে আমারে দেওয়ানা বানাইল	৩৪৫
	২৫	সোনা রাধে, সোনা রাধে গো ; আমার মন কেন	৩৪৬
	২৬	হরি নামে কীর্তন কর সব গো প্রাণ লই	৩৪৬
	২৭	হাছন রাজা প্রেমের মাহুদ, প্রেমের নাচন	৩৪৭
	২৮	হায়রে বন্ধু কালাচান্দ, তোমার লাগিয়া গেল	৩৪৭
	২৯	হেরিয়ে হরি মুররী ধারী, গৃহে রইতে নারি রে	৩৪৮
১৫৬ হাসমত	১	বসন্ত আইল প্রাণের বৈরী, তোরা দেখিলো	৩৪৮
১৫৭ হাসিম	১	প্রথম বৈশাখ, রাধার মনে শোক, দারুণি	৩৪৯
	২	ফুলের মালা গলে রে চাম্পার মালা দোলে	৩৫০
১৫৮ হাছন	১	গউর চান্দ আমার ! তোমার লাগিয়া	৩৫০
	২	শ্রাম চান্দ কালা আমারে দিয়া জ্বালা	৩৫০

॥ সংযোজন ॥

সংখ্যা. কবির নাম. পদ সংখ্যা.	পদের প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা.
৩ আকবর আলী	১ আগে ত না জানিরে বন্ধু পিরিতি ডাকাতি	৩৫২
	২ আমার প্রেম জালা অন্তরে গো, প্রাণ বন্ধু	৩৫২
	৩ আমার বন্ধু কোথায় পাই গো, চলগো সখী	৩৫২
	৪ আমি প্রেম জালায় জলিয়া গো বাচিনা	৩৫৩
	৫ কোথায় গেল গৌরান্ন রূপ দেখাইয়া	৩৫৩
	৬ তুমি আইলায় নারে মুই অভাগীর ঘরে	৩৫৩
	৭ দেখ চাইয়া তোর দেহার মাঝে বিরাজ করে	৩৫৪
	৮ দেখছনি কেউ তোরা গো কি আনন্দ শ্রাম চান্দে	৩৫৪
	৯ মন মজিল শ্রাম কালার পিরিতে মন মজিল	৩৫৫
	১০ সাধন জানিনা তোমার অসাধনে মায়া নদী	৩৫৫
৮ আবদুল ওয়াহিদ	১ কেতকি ফুলেরি মালা গেথেছি যতনে রে শ্রাম	৩৫৫
	২ দেখ আসি ভারতবাসী প্রেম অগ্নি লাগিয়াছে গায়	৩৫৬
১২৭ লালন	১ আমি আর কি বসব এমন সাধু বাজারে	৩৫৬
	২ আমি ও চরণে দাসের যোগ্য নয়	৩৫৭
৮[ক] আবদুল করিম	১ ওরে কোকিল তুই ডাকছ কি কারণে	৩৫৭
	২ ফুল তুলে কেন শয্যা সাজাইলাম	৩৫৭
৬৪ [ক] ছবিংশা	১ ও কোকিল তোর স্বরে কাদে প্রাণী	৩৫৮
	২ দুঃখ বিনে আর সুখ হইল না	৩৫৮
	৩ প্রাণী যাবে শ্রাম পিরিতের অরে	৩৫৯
	৪ প্রেম করে হারালেম কুল মান	৩৫৯
	৫ প্রেম জালা মইব কতদিন	৩৫৯
	৬ বন্ধু যদি হইত নদীর জল	৩৬০

পরিশিষ্ট “খ”

বর্ণানুক্রমিক পদসমূহের প্রথম পঙক্তি সূচী

পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
আ.				
অকি অপক্লপ রূপে রমণী ধনি ধনি	শেখ কবির	১৩৩	১	২০৪
অকি নাগর কালা বিনে না রৈমু	মতুজা গাজি	১০৭	১	১৫৬
অকি মাধব আর রোস খেমা কর	মনোহর	১০৬	১	১৫৩
অকি সই না লো সই লাকী হইও	মনোহর	১০৫	১	১৫৩
অধও মহিমা যার নাহিক তুলন	আলি রাঁজা	২০	১	৪৩
অগো রাই কি করিমুরে কালা লাগিল	আইনদ্দিন	২	১	১
অঞ্চলে ঢাকিয়া রূপ বিরাজে ঘরে ঘরে	সৈয়দ জহুরুল	১৪৫	১	২২৩
অধম জানিয়া বা শ্রামচান্দ সঙ্গে নেও	আকবর আলি	৩	১	৪
অধর স্বরূপে মূল্যধারে রূপ রয়েছে	পাঞ্জ	৮২	১	১২৪
অনাদির আদি ঐক্য নিধি তার কি	লালন	১২৭	১	১২৪
অন্তরে শিরিতের গো অনল, অনল	আকবর আলী	৩	২	৫
অপক্লপ বরণ গো রূপ দেখ যমুনায়	আবুল হুছন	১৪	১	২৫
অপূর্ব কৌশলে খেলা খেলিতেছে	বুরহানী	২৮	১	১৪১
অবুলা জানিয়াবৈ শ্রামচান্দের মনে দয়া	ওয়াতির	৩২	১	৭১
অমর্তের এক ব্যাধ বেটা হাওয়ায় এসে	লালন	১২৭	২	১২৫
অমূল্য সাধনের বস্তু চিনিয়া লওরে মনা	আকবর আলী	৩	৩	৫
অরে বন্ধু না চিনিলুঁ তোরে	কাসিম	৪০	১	৮২
অরে শ্রাম গেলা কোন্ দেশ	মোহাম্মদ হাসিম	১২০	১	১৭১
অলো রাই সঙ্গে নি নিবায় মোরে	গোলামহুছন[ক]	৪৮	১	২৪
আ.				
আইল না যোর শ্রামকালা সন্ন না	আকবর আলী	৩	৪	৫
আইল বন্ধু কালাচান্দ ডাকি আমি তরে	শিতালং	১৩২	১	২৫২
আইল রে বসন্ত ঋতু কালিয়া বরণ	শিতালং	১৩২	২	২৫৩
আইলায় না, আইলায় না বন্ধুরে	ফাজিল	২২	১	১৩৮

পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
আইস আইস আরে বকু করি নিবেদন	সৈয়দ শাহনুর	১৫১	১	৩২৬
আগে কে জানে গো এমন হবে। গৌর	লালন	১২৭	৩	১২৫
আগেত না জানিরে বকু পিরিতি	আকবর আলী[সং]	৩	১	৩৫২
আগো মথী বিনোদিনী আমার সে	ভেলা শা	২২	১	১৪৫
আছে যার মনের মাহুশ, মনে সে কি	লালন	১২৭	৪	১২৫
আজ আমার অস্তরে কি হলো সাঁই	লালন	১২৭	৫	১২৬
আজ কালার পিরিতে রে সাম	আরকুম	১৭	১	২২
আজ কি দেখতে এলি গো তোরা	লালন	১২৭	৬	১২৬
আজগবি বৈরাগ্য লীলা দেখতে পাই	লালন	১২৭	৭	১২৭
আজ নিশাকালে রে সাম আজ নিশা	আরকুম	১৭	২	২২
আজ বাণীর স্বরে রে সাম আজ	আরকুম	১৭	৩	৩০
আজ ব্রজপুরে কোন্ পথে যাই	লালন	১২৭	৮	১২৭
আজ রাধার ঘরে রে সাম আজ	আরকুম	১৭	৪	৩০
আজি নিশি নিদ্রাভঙ্গে উঠিলাম	বুরহানী	২৮	২	১৪২
আজুকা না পারি নারী ঘুমাইতে	আলিরাজা	২০	২	৪৩
আজু কি ভাগোর গুণে গো মথী	মিয়াধন	১০৮	১	১৫৬
আজু কেন অন্ধকার বদন চান্দ	আলিরাজা	২০	৩	৪৩
আজু নিশিতে শয়নে গো মই রাই	মিয়াধন	১০৮	২	১৫৭
আজু মুই কুলের বাহির হৈলুম	সৈয়দ মতুজা [থ]	১৪২	১	৩১০
আজু লো পছ দেখিআ আনন্দ চিত	মনোঅর	১০৬	২	১৫৪
আজু মই কি দেখিলুং স্বপনে	মনোঅর	১০৬	৩	১৫৪
আজু স্থখের নাহি ওর আনন্দে মন	আলাওল,	১৮	১	৩৮
আনন্দি আলো রাই। প্রেমের যৌবন	গোলাম হুচন [ক]	৪৮	২	২৪
আপনা জালায় প্রাণ বাঁচেনা ভবতে	সৈয়দ নিয়ামত	১৪৭	১	৩০২
আবের পতন ঘর থাকের বন্ধন	গোলাম হুচন [থ]	৪২	১	২৫
আমায় কান্দাইলে কি হইবে রে	জালালুদ্দীন	৬১	১	১০৩
আমায় কি শেল মারিয়াছ ধনী মন	বুরহানী	২৮	৩	১৪২
আমায় চরণ ছাড়া করো না দয়াল হরি	লালন	১২৭	২	১২৭
আমায় জলের ঘাটে নিল না	তন্না	৬২	১	১০৩

পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
আমায় নিল রাধার পরাণি গো	আকবর আলী	৩	৫	৬
আমায় ভুলিও না কখনে রে শ্রাম	মিয়াধন	১০৮	৩	১৫৭
আমার আপন খবর আপনার হয় না	লালন	১২৭	১০	১২৮
আমার একি কবার কথা আপন	লালন	১২৭	১১	১২৮
আমার কলঙ্ক নাম যে হইতে প্রাণ	মিয়াধন	১০৮	৪	১৫৮
আমার কালা আসবে কি না বল	উম্মর পাগল	২৩	১	৬৭
আমার ঠাহর নেই গো মন ব্যাপারী	লালন	১২৭	১২	১২৮
আমার দিন যায় বেতুলে মজিয়া সই	গণাই শা ফকির	৪৪	১	২২
আমার দেও চরণ তরী	পাঞ্জ	৮২	২	১২৫
আমার না হইল না হইল দেখা রে	ভেলা শা	২২	২	১৪৫
আমার প্রাণ কান্দে শ্রাম বন্ধুয়ার লগিয়া	আকবর আলী	৩	৬	৬
আমার প্রাণ নিলায় কিশোরী	মিয়াধন	১০৮	৫	১৫৮
আমার প্রেম জালা অন্তরে গো	আকবর আলী[সং]	৩	২	৩৫২
আমার প্রেম স্যামী কালা গো	মিয়াধন	১০৮	৬	১৫৮
আমার বন্ধু আমার বন্ধু আমারে	রিয়াছত আলী	১২৫	১	১৮০
আমার বন্ধু কোথায় পাই গো চল	আকবর আলী[সং]	৩	৩	৩৫২
আমার বন্ধু কোথায় পাই গো সখি	আবদুল ওয়াহিদ	৮	১	১৭
আমার বন্ধু নি অসিব রাধার ঘরে	আকবর আলী	৩	৭	৭
আমার বন্ধুয়া কোন স্থান শুন সজনী	শিতালং	১৩২	৩	২৪৩
আমার বন্ধুরে দেখিতাম কোন ছেলে গো	ইরপান	২৬	১	৬০
আমার বন্ধু রৈলায় কার বাসরে	সৈয়দ শাহহুদ	১৫১	২	৩২৬
আমার বন্ধু হৈলায় নিষ্ঠুর	সৈয়দ শাহহুদ	১৫১	৩	৩২৭
আমার বন্ধে যেমন বাঁশী বাজায় গো	আবদুল বারী	২	১	১২
আমার বন্ধে যে আগুন গো হায় গো	আরকুম	১৭	৫	৩০
আমার ভাবে হৈলায় নিষ্ঠুর রে	সৈয়দ শাহহুদ	১৫১	৪	৩২৭
আমার মন কৈল উদাসী গো	আকবর আলী	৩	৮	৭
আমার মন চোরারে কোথা পাই	লালন	১২৭	১৩	১২২
আমার মন মজরে ঐ মোহন বাঁশী রবে	জহরুল হুসেন	১৪৫	২	২২৪
আমার মনে চায় সর্বদায় যৌবন দান	আবদুল ওয়াহিদ	৮	২	১৭

পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা-
আমার মনের মালুঘেরি সনে মিলন	লালন	১২৭	১৪	১২২
আমার মনের শোকে মরে বাই	রিয়াছত আলী	১২৫	২	১৮১
আমার হৃদয়েতে শ্রীহরি, আমি কি	হাছন রাজা	১৫৫	১	৩৩৭
আমি আপন দেশে যাইগো সখি	রিয়াছত	১২৫	৩	১৮১
আমি আর কি বসবো এমন সাধু	লালন [সং]	১২৭	১	৩৫৬
আমিই মূল নাগর রে, আসিয়াছি	হাছন রাজা	১৫৫	২	৩৩৭
আমি ও চরণে দাসের বোগ্য নয়	লালন [সং]	১২৭	২	৩৫৬
আমি করি গো মানা শ্রামরূপ নিরখি	সদাই শাহ	১৩৬	১	২৮৫
আমি কালার বিরহিনী জগতের মাঝ	আলিরাজা	২০	৪	৪৪
আমি কি আনন্দ হেরিলাম গো	বুরহানী	৯৮	৪	১৪৩
আমি কি করি উপায়, আইল না	শিতালং	১৩২	৪	২৫৪
আমি কি দিয়া তুমি শ্রামের মন গো	ইরকান	২৫	১	৬০
আমি ঠেকলাম দায় লাঞ্ছনার	শিতালং	১৩২	৫	২৫৪
আমি তোমার কাদালী গো সুন্দরী রাধা	হাছন রাজা	১৫৫	৩	৩১৮
আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার	উম্মর শাগল	২৯	২	৬৮
আমি দিমু তোমার চরণে চন্দন শ্রাম	আকবর আলী	৩	৯	৭
আমি প্রেম জালায় জলিয়া গো বাচিনা	আকবর আলী[সং]	৩	৪	৩৫৩
আমি প্রেমের ঔষধ কোথায় পাই	আরকুম	১৭	৬	৩১
আমি বদ্ধ তায় হইলাম প্রায়	শিতালং	১৩২	৬	২৫৫
আমি বনে ভাসি রে আমি বনে ভাসি	নাছিরদ্দিন	৭৪	১	১১৩
আমি বন্ধের আসকের মরা প্রাণসই গো	আবদুল বারী	৯	২	১৯
আমি মইলাম তব পিরিতের জালায়	আকবর আলী	৩	১০	৮
আমি মরিয়া পাই যদি শ্রামের	হাছন রাজা	১৫৫	৪	৩৩৮
আমি মিছা কলঙ্কিনী সংসারে সখিরে	দৈখুরা	৬৬	১	১০৭
আমি মোহিত হইলাম গো গৌরাজ	উদাসী [ইত্রিছ]	২৮	১	৬৫
আমি বার ভাবে মুড়িয়েছি মাথা	লালন	১২৭	১৫	১২২
আমি বার লাগি আসিলাম কুঞ্জে	ফজলউদ্দিন	৮৭	১	১৩৩
আমি যারে চাই রে নাথ সে এত নিষ্ঠুর	সৈয়দ শাহজুর	১৫১	৫	৩২৮
আয় আয় কাছ ওরে গুণের ভাই	রিয়াছত	১২৫	৪	১৮২



পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
আয় দীন বন্ধু এ হুঃখ সিদ্ধ	আলাওল	১৮	২	৩৮
আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা	লালন	১২৭	১৬	২০০
আয় না রে ভাই শুনি অপরূপ রূপধনি	জালালউদ্দীন	৬০	১	১০২
আয় মাধব নিবেদহো, তুমি সদাশয়	আফজল	৬	১	১৪
আয় রে সোনা বন্ধু তোরে দিলাম	কালা শা	৩৮	১	৮৪
আর আমায় রাধার কথা বল না	লালন	১২৭	১৭	২০০
আর আমারে মারিস নে মা বলি তোরা	লালন	১২৭	১৮	২০০
আর কত সইমুরে বন্ধু, বন্ধু তোরা	আকবর আলী	৩	১১	৮
আর কি আসবে সেই কেলেশনী	লালন	১২৭	১৯	২০১
আর কি গৌর আসবে কিরে	লালন	১২৭	২০	২০১
আর জালা সয়না পরাণে, হৃন্দরী	আচন ফকির	৪	১	১২
আর তো কালার সে ভাব নাইকো সই	লালন	১২৭	২১	২০১
আর বাণী বাজাইয়ারে বন্ধু জালাইওনা	আকবর আলী	৩	১২	৯
আরে তোরে লইয়া করেন খেলা	হাছন রাজা	১৫৫	৫	৩৩৮
আরে ভরিয়া স্বর্ণের ভরা	বদিয়ুজ্জমা	২৪	১	১৩৯
আরে মোর একি পরমাদ হইল	ফতন	৮৯	১	১৩৬
আল সই প্রেম আনলে দহে হৃদেতে	কমর আলী	৩৫	১	৭৪
আল সজনি তরু অবলম্বনে কে	আলাওল	১৮	৩	৩৮
আলো রাই কি হইল মোরে দিয়া	ভেলা শা	২২	৩	১৪৬
আলো রাই যমুনার নি ঘাইতে	ভেলা শা	২২	৪	১৪৬
আলো রে পরাণের পোতলী বন্ধু	নাছিরদ্দিন	৭৪	২	১১৩
আলোরে পরাণের সইরে নিষ্ঠুর	মীর্জা কাল্লালী	১১০	১	১৬৫
আলোরে মুই রূপের নিছনি মরি যাই	সৈয়দ নাছিরদ্দিন	১৪৬	১	৩০২
আলো সইরে, চলিলুম হাটের কারণ	সৈয়দ মতুর্জা [খ]	১৪৯	২	৩১০
আলো সখি অন্ন নাহি খায়, আন নাহি	সৈয়দ মতুর্জা [খ]	১৪৯	৩	৩১১
আলো সখি কহ মুখে কৈসে মিলায়ব	আলাওল	১৮	৪	৩৯
আলো সজনি ওকে মুররী বাজায়	নাসির	৭৬	১	১১৫
আলো সজনি ঘরে গিয়া কি বোল বুলিমু	নাসির	৭৬	২	১১৫
আসব কি না শ্রাম কালাচান্দ খেলার	নজির	৭০	১	১১০

পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
আহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ কে নিল হরিয়া	মীর ফয়জুল্লা	১০২	১	১৬৩
আহারে ঘোবন ফুল বৃন্দাবন অধরে	নাসিরদ্দিন	৭৭	১	১১৬
আ হে নীল শইল প্রবল মত্ত বারণ	সালবেগ	১৩২	১	২৮৬
এ.				
এই মাগি শ্রাম পায় অবলা মনে	আলিরাজা	২০	৫	৪৪
এই মোর কপালে ছিল, প্রাণের নাথ	আলিমদ্দিন	১২	১	৪৩
একটি ফুলের তিনটি রসে আদম শাহর	আবহুলা	১২	১	২৪
এক বাপের দুই বেটা তাজা মরা কেহ	পাগল কানাই	৮১	১	১১৮
একবার অহুবাগ যার মনে উদয় হয়	পাঞ্জ	৮২	৩	১২৫
একবার কোলে বইস প্রাণ জুড়াই, দেও	মিয়াধন	১০৮	৭	১৫২
একবার জগন্নাথে দেখরে যেয়ে জাত	লালন	১২৭	২২	২০২
একবার দাড়াও তোমায় দেখি শ্রাম	রিয়াছত	১২৫	৫	১৮২
এক মুখে পারি না গো আমি গউর রূপ	আবুল হুছন	১৪	২	২৬
একি মিতা কি কহব মুই তুকে ঠাম	আলাওল	১৮	৫	৩২
এ কুল রাখি কি ও কুল রাখি। গোর	লালন	১২৭	২৩	২০২
এখনো এলো না কালা, মন কেন হল	লালন	১২৭	২৪	২০২
এ গোকুলে শ্রামের প্রেমে কেবা না	লালন	১২৭	২৫	২০৩
এগো প্রাণসই না আসিল প্রাণনাথ	শিতালা	১৩২	৭	২৫৫
এগো সুন্দরী দিদি, কথা শুনিয়া বা গো	হাছন রাজা	১৫৫	৬	৩৩২
এখন ঘোবন চিরদিনের নয়, অতি	লালন	১২৭	২৬	২০৩
এমন বসন্তকালে বন্ধু নাই যে পাইলু	সৈয়দ শাহম্মর	১৫১	৬	৩২৮
এ মোর করম দশা। স্বামীর চরণ	আলি রাজা	২০	৬	৪৪
এনেছে এক নবীন গোরা নূতন আইন	লালন	১২৭	২৭	২০৩
ঐ.				
ঐ গোরা কি শুধুই গোরা, আছে	লালন	১২৭	২৮	২০৪
ঐ রূপ দেখাইয়া গো গেল, অবুলা বধিয়া	আবুল হুছন	১৪	৩	২৬
ঐ শোন কালাচান্দের বাণী প্রাণসখী গো	রিয়াছত	১২৫	৬	১৮৩
ঐ শোন বাণী কে বাজাইয়া যায়	রিয়াছত	১২৫	৭	১৮৩
ঐ সে উঠে মনে মোর স্বপনে, দেখিলুম	আলি রাজা	২০	৭	৪৫



পদের প্রথম পঙক্তি

কবির নাম

কবির
ক্রমিক সংখ্যাপদ
সংখ্যা

৩.

ও আমার বন্ধুরে পাইমু কোন কলে	উচ্চমান	২৭	১	৬৩
ও আমি পাইলাম না গো আমার	আবজল	৭	১	১৬
ও আমি পাইলাম না গো আমার বন্ধুরে	সৈয়দ আকিল	১৪৩	১	২২২
ও আমি পিরিত করি কলঙ্কিণী হইয়াছি	আবু ক্বম	১৭	৭	৩১
ওই গোরা কি শুধুই গোরা ও গো নাগরী	লালন	১২৭	২২	২০৪
ও এ গো রূপসী আও না কুঞ্জে হাসি	উদাসী [ইন্দিছ]	২৮	২	৬৫
ও কালার কথা কেন বল আজ আমায়	লালন	১২৭	৩০	২০৪
ও কি অপরূপ পেখিলুং বিপিন মঝে	মোহাম্মদ	১১৫	১	১৬২
ও কি হালি ঢলি পড়ে রাখে কালিন্দীর	মনোঅর	১০৬	৪	১৫৪
ও কুলের বধু ! মজালি মজালি মজালিরে	সৈয়দ মতু'জা [খ]	১৪২	৪	৩১১
ও কোকিল তোর স্বরে কাদে প্রাণী	ছবিন শা [সং] ৬৪ [ক]		১	৩৫৮
ও গুলে গুলেস্থান আমাকে মারিলায়	তন্না	৬২	২	১০৩
ও গো ব্রজলীলে এ কি লীলে	লালন	১২৭	৩১	২০৫
ও গো রাই মুই কেনে আইলাম জলে	নাছির	৭৩	১	১১২
ও গো রাই সই কি দেখিআ কি গুনিয়া	অক্ষাণ	১	১	১
ও গো রাইসাগরে নামলো শ্রামরায়	লালন	১২৭	৩২	২০৫
ও গো সই কে বলে কালিয়া সোনা	সৈয়দ মতু'জা [খ]	১৪২	৫	৩১১
ওগো সজনী সে ত সন্নিধানে	জহরুল হুছেন	১৪৫	৩	২২৪
ওগো সামান্ত্রে কি সেই অধরচাঁদকে পাবে লালন		১২৭	৩৩	২০৫
ও গোরের প্রেম রাখিতে সামান্ত্রে কি	লালন	১২৭	৩৪	২০৬
ও ধন যাছুরে, ও ধন বাছা, ও তোর	ছইফা ফকির	৫৩	১	২৮
ও প্রাণসখি গো আইল না রাধার	আবুল হুছেন	১৪	৪	২৭
ও মন আয় না চলে যাই সাইজীর	পাঞ্জ	৮২	৪	১২৫
ও মন দেখরে ! সতত মুরলী ফুকে কে	সফ'তোজা	১৩৮	১	২৮৬
ও মন যে যা বোঝে সেইরূপ সে হয়	লালন	১২৭	৩৫	২০৬
ও মনরে তুমি দমের বাণী বাইয়ো	সৈয়দ শাহজুর	১৫১	৭	৩২৮
ও মন হরি বলে ডাকলে না পর কালের	রিয়াছত	১২৫	৮	১৮৩
ও মা কালী ! কালী গো ! এত নি	হাছন রাজা	১৫৫	৭	৩৩২

পদের প্রথম শব্দজি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
ও মাঝি ভাই তুমি হইয়াছ রে বেদিশা	শিতালং	১৩২	৮	২৫৬
ও মা ঘশোদে গো তা আর বললে	লালন	১২৭	৩৬	২০৬
ও মোরে ঠগিলায় ঠগিলায় রে বন্ধু রে	জুবানআলী	৫৭	১	১০০
ওরে কোকিল তুমি ডাকছ কি কারণে	আবহুল করিম[সং] চক		১	৩৫৭
ওরে মন আমার গেল জানা	লালন	১২৭	৩৭	২০৭
ওরে মন, তুমি নিতাইচান্দের সঙ্গ ধরো	আফজল	৬	২	১৪
ওরে মাহুষ মাহুষ সবাই বলে	লালন	১২৭	৩৮	২০৭
ওরে শ্রাম তোরে ডাকিরে বারে বারে	রজবউদ্দিন	১২৩	১	১৭৫
ওগো শ্রাম কালিয়ার পিরিতে পাগল	আকবর আলী	৩	১৩	৯
ও শ্রাম বন্ধুয়া রে, ও বন্ধু আমি তোমার বাহু শা		২৭	১	১৪১
ও সহি আগে আমি জানি না কালার	উদাসী [ইন্দিছ]	২৮	৩	৬৬
ও সহি করি হাউসে পিরীতি শরীরে	কমর আলী	৩৫	২	৭৪
ও সখি কে আনিল গো ঐ পথে	উদাসী [ইন্দিছ]	২৮	৪	৬৬
ও সে অধর মাহুষ নদীর কূলে ঘাট	পাঞ্জ	৮২	৫	১২৬
ও সে প্রেম করা কি কথারি কথা	লালন	১২৭	৩৯	২০৭
ও হে পরাণ বন্ধু তুমি, কি আর বলিব ক.	সৈয়দ মতুজা [থ]	১৪২	৬	৩১২
কংসের পিরীতে দিন গেল ওলো	জহরুল হুছেন	১৪৫	৪	২২৫
কঠিন শ্রামের নাম গো তোরা কেউ	মিয়াধন	১০৮	৮	১৫৯
কত কত মোহন মোহনি জান	সৈয়দ হুলতান	১৫২	১	৩৩৪
কত দুঃখ সহিব শরীরে রে	সৈয়দ শাহহুর	১৫১	৮	৩২৯
কত পদ্ব কুল অন্ত নাই	সৈয়দ হুলতান	১৫২	২	৩৩৪
কত ভাবে ডাকি গো প্রভু	দ্রিয়াছত	১২৫	৯	১৮৪
কদমতলায় বৈসে কালার রে ওপ্রাণ	আবহুল বারী	৯	৩	২০
কদখে মুররী কে বাজায় প্রিয় সজনি	উম্মর পাগল	২৯	৩	৬৮
কদধেরি ডালে দূতী গো তোতি রাজ	শিতালং	১৩২	৯	২৫৬
কমল চরণে ঠাই মাগম্ সততে	আলিরাজা	২০	৮	৪৫
করিব হরির নাম স্মরণ, কর পথে পদার্পণ কএজর রহমান		৮৫	১	১৩২
করণাদি কালার বরণী শ্রামা কালী	আলিরাজা	২০	৯	৪৫



পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
করে রাখি ফুলের বিছানায়	রিয়াছত	১২৫	১০	১৮৪
কহিতে ছুখ কাটে বুক শ্রাম শিরীতের	খলিল	৪২	১	২১
কাজ কি আমার এ ছার কুলে	লালন	১২৭	৪০	২০৮
কানাই, একবার এই ব্রজের দশা দেখে	লালন	১২৭	৪১	২০৮
কানাই কার ভাবে তোঁর এ ভাব দেখিবে	লালন	১২৭	৪২	২০৮
কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে ?	হাছন রাজা	১৫৫	৮	৩৪০
কাহু বিনে রাধার না লয় আন চিত	আলিরাজা	২০	১০	৪৫
কান্দি কান্দি বলিতেছে শ্রীমতী রাই	কমর আলী	৩৫	৩	৭৫
কাস্ত যখন হয়রে অরণ, প্রাণ হইয়া যায়	শিতালং	১৩২	১০	২৫৭
কামিনী না কর গুমান তনু ধনি	মছনতাজ	১০০	১	১৫০
কামিনী বৃন্দাবনে মোহ লোভে করে	জহরুল হুছেন	১৪৫	৫	২২৫
কার কাছে জানাইব গো ছুখ কার কাছে	আবহুল বারী	৯	৪	২০
কার ঘরের নাগর তুঙ্গি কালিআ সোনা	ফতন	৮৯	২	১৩৭
কার ভাবে এভাব বল রে কানাই	লালন	১২৭	৪৩	২০২
কার ভাবে এ ভাব হারে জীবন কানাই	লালন	১২৭	৪৪	২০২
কার ভাবে শ্রাম নদেয় এলো	লালন	১২৭	৪৫	২০২
কারে কি বলিমু দেখ ক্ষয় চিরিয়া গো	তন্না	৬২	৩	১০৪
কাল ননদী তুমি মর গো	মিয়াধন	১০৮	৯	১৬০
কাল। আয় রে আয় কুঞ্জে আয়	হাছনরাজা	১৫৫	৯	৩৪০
কাল।চান্দে বাসি ভাল আর ত প্রাণে	ফজলুল হক	৮৮	১	১৩৫
কাল।চান্দ আইলায় না আমার	শিতালং	১৩২	১১	২৫৮
কাল।চান্দ তুমি বলো বলো বলো না	রইছ অধম	১২১	১	১৭৩
কাল।চান্দে আকুল কৈল সে কি জানে	কমর আলী	৩৫	৪	৭৫
কাল। তোমা ভাল জানি	আলিরাজা	২০	১১	৪৬
কাল। তোঁর নাম শুইনা রে আমি	জঙ্গলিয়া মস্তান	৫৬	১	১০০
কাল। মনোহর বন্ধু রসগুণনিধি	সৈয়দ মতুজা[খ]	১৪৯	৭	৩১২
কাল। রূপ কেনে উপজিল গোকুলে	সৈয়দ মতুজা[খ]	১৪৯	৮	৩১২
কাল। রূপে লীলা ময়াল জুড়িয়া	শিতালং	১৩২	১২	২৫৯
কালারে মোর মনোহর, তুমি আমার	আইনদ্দিন	২	২	২

পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা-
কালিয়া নাচেরে রমণী সমাজে ভাল	মীর্জা কান্দালী	১১০	২	১৬৫
কি আচানক মধুর সুরে শ্রামের বাশী	আকবর আলী	৩	১৪	১০
কি আজু কুদিন ভেলিএ	মতুজা গাজি	১০৭	২	১৫৬
কি কঠিন ভারতী না জানি	লালন	১২৭	৪৬	২১০
কি করি গো এর উপায় মইলাম গো	উদাসী [ইদ্রিছ]	২৮	৫	৬৬
কি করিল সখী সবে মোরে নিদে জাগাইয়া	লালবেগ	১২৮	১	২৪২
কি কহিব ওয়ি সখি কালা প্রাণনিধি	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪২	২	৩১২
কি খেনে আসিলাম ঘাটে	আলিরাজা	২০	১২	৪৬
কি ছার রাজত্ব করি	লালন	১২৭	৪৭	২১০
কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে লো	আলাওল	১৮	৬	৩২
কি দেখিলাম যমুনার জলে গো ননদী রাই	দৈখুরা	৬৬	২	১০৮
কি দোষ আমার রে বন্ধু কি দোষ	আসরাফ	২২	১	৫৮
কি বলিস গো তোরা আজ আমারে	লালন	১২৭	৪৮	২১০
কি ভাব নিমাই তোর অন্তরে	লালন	১২৭	৪৯	২১১
কি মজার গড়েছে হাওয়া গাড়ী	পাগল কানাই	৮১	২	১১৮
কি রূপ দেখিছু সই সই	আলিরাজা	২০	১৩	৪৬
কি রূপ দেখিলুম আজ গোপ শিরোমণি	নাসির মোহাম্মদ	৭৮	১	১১৬
কি রূপ সাধনের বলে অধর ধরা যায়	লালন	১২৭	৫০	২১১
কি রূপে ধরাইমু প্রাণ প্রিয়া নাহি ঘরে	আইনদ্দিন	২	৩	২
কি রূপে যাইমু বোল ঘরে নিলাজ কালা	আলিরাজা	২০	১৪	৪৭
কি রে শ্রাম এমন উচিত নহে তোমার	মীর্জা কান্দালী	১১০	৩	১৬৬
কি সাধনে আমি পাই গো তারে	লালন	১২৭	৫১	২১১
কিসের বাড়ী কিসের ঘর রে কিসের	হাছনরাজা	১৫৫	১০	৩৪০
কি হইল কি হইল প্রেম জালা গো	কাজি শা	৩৬	১	৮৩
কি হৈল আমারে রে বন্ধু কি হৈল	ওহাব ফকির	৩৩	১	৭১
কুকিলায় করিয়াছে ধ্বনি ঘামিনী	রিয়াছত	১২৫	১১	১৮৫
কুলমান ডুবাইলে রে বন্ধু তুই	নজির	৭০	২	১১০
কৃষ্ণ পদ্মেরি কথা করোরে দিশে	লালন	১২৭	৫২	২১২
কৃষ্ণবিনে তেঁটাত্যাগী । ভবে সেই বটে গো	লালন	১২৭	৫৩	২১২

গদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
কে আজ কোপীন পরালো তোরে	লালন	১২৭	৫৪	২১২
কেউ যদি গো মথুরাতে যাও	রিয়াছত	১২৫	১২	১৮৫
কে কে হাইবা যমুনার জলে	সৈয়দ মতু'জা[খ]	১৪২	১০	৩১৩
কেতকী ফুলের মালা গেথেছি যতনে	আঃ ওয়াহিদ[সং]	৮	১	৩৫৫
কেন আইলাম নায়ে, রাধার কালাচান্দ	হাছন রাজা	১৫৫	১১	৩৪০
কেন চাঁদের জন্ত চাঁদ কাঁদেবে	লালন	১২৭	৫৫	২১৩
কেন পরিহর অনাথেরে বা মনের স্বামী	জহরুল হুছেন	১৪৫	৬	২২৫
কেন বসিয়াছ বিরহেতে বা নন্দের হৃত	জহরুল হুছেন	১৪৫	৭	২২৬
কেন মোরে দিলি অপমান হাউষের	কমর আলী	৩৫	৫	৭৬
কেন রে যমুনা আইলুম চল ভরিবার	নাসির মোহাম্মদ	৭৮	২	১১৬
কেনে আইলুম যমুনার জলে	মীরা কানালী	১১০	৪	১৬৬
কেনে আল জলে রে মুই কেনে	মীর ফয়জুল্লা	১০২	২	১৬৩
কেনে মান করগো রাই	মিয়াধন	১০৮	১০	১৬০
কেনে রাধার বকু ডাক মোর নাম	গয়াজ	৪৫	১	৩২
কে বলে কালিয়া ভাল রাই	সৈয়দ মতু'জা[খ]	১৪২	১১	৩১৩
কে বোঝে সেই কৃষ্ণের অপার লীলে	লালন	১২৭	৫৬	২১৩
কেমনে পাইমু তারে যার লাগিয়া	রহিমুদ্দিন	১২৪	১	১৭২
কে মিলাইবো কে মিলাইবো কে	আমান	১৫	১	২৮
কৈয়াম কৈয়াম মুক্তিরে ননদীর	মোহাম্মদ হাসিম	১২০	২	১৭১
কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার	সৈয়দ মতু'জা[খ]	১৪২	১২	৩১৩
কৈলে বঁধুর কথা কৈও গাইলে	এশাহু'ল্লাহ	৩১	১	৭০
কোথা কানাই গেলিরে প্রাণের ভাই	লালন	১২৭	৫৭	২১৪
কোথা গেলিরে কানাই সকল বন	লালন	১২৭	৫৮	২১৪
কোথা গেলে কালাচান্দের দেখা পাইব	কমর আলী	৩৫	৬	৭৬
কোথাতে রাখিমু লুকাইয়া রে পিরীতি	আলিরাজা	২০	১৫	৪৭
কোথায় গিয়া তাপিত প্রাণ জুড়াই	রিয়াছত	১২৫	১৩	১৮৬
কোথায় গেল গোরাক্ষ রূপ দেখাইয়া	আকবর আলী[সং]	৩	৫	৩৫৩
কোথায় লুকাইয়া রৈলে ওহে কালাচাঁদ	ফজলুল হক	৮৮	২	১৩৫
কোন নাম জপে গো শ্রাম বন্ধের বানী	রহিমুদ্দিন	১২৪	২	১৭২

পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
কোন রসে প্রেম সেধে হরি গৌরবর্ণ খ.	লালন	১২৭	৫২	২১৪
খুঁজে কি আর পাবি সে অধরা	পাঞ্জ	৮২	৬	১২৬
খোস না লাগে মোর গৃহের বেভার গ.	সৈয়দ আইনদ্দিন	১৪২	১	২২০
গউর চান্দ আমার ! তোমার লাগি	হুছন	১৫৮	১	৩৫০
গউর রে, তুমি ভাসাইলায় সাগরে	আবজল	৭	২	১৬
গুরু কি হবে আমার গতি কতই জেনে	লালন	১২৭	৬০	২১৫
গুরু কোন রূপে কর দয়া ভুবনে	পাঞ্জ	৮২	৭	১২৭
গুরু দেখায় গৌর তাই দেখি কি গুরু	লালন	১২৭	৬১	২১৫
গুরু দোহাই তোমার মনকে আমার	লালন	১২৭	৬২	২১৫
গুরু পদে নিষ্ঠারতি হয় না মতি আমার	পাঞ্জ	৮২	৮	১২৭
গেলা গেলা ওরে শ্রাম না গেলা	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪২	১৩	৩১৩
গোকুল আজু আনন্দ অধিক ভেল	আছদ্দিন	৫	১	১৪
গোপাল আর গোষ্ঠে যাবে না	লালন	১২৭	৬৩	২১৬
গোপালকে আজ মারলি গো মা	লালন	১২৭	৬৪	২১৬
গোপিনীসকল জলে যায় প্রিয় সজনী	শিতালং	১৩২	১৩	২৫২
গোপী শ্রাম প্রেমের রসাগার রাধাকান্ত	আলিরাজা	২০	১৬	৪৭
গোবিন্দের লাগিয়া রাধার কুরে ছুই নয়ন হাছনরাজা		১৫৫	১২	৩৪১
গোল করো না ও নাগরী গোলকর না	লালন	১২৭	৬৫	২১৬
গো সজনী সই আমার বন্ধুনি মিলিবা	শিতালং	১৩২	১৪	২৬০
গো সজনী সই নিকুঞ্জেতে মোর মন	শিতালং	১৩২	১৫	২৬০
গোসাই আমার দিন কি যাবে এই	লালন	১২৭	৬৬	২১৭
গৌর আজ্ঞায় বিচারিলে পাইবায় তার	সৈয়দ আলী	১৪৪	১	২২৩
গৌর কি আইন আনিলে নদীদ্বায়	লালন	১২৭	৬৭	২১৭
গৌর চান্দের নাম শুবিত্তে নাই তার	খতিসা	৪১	১	২০
গৌর প্রেম অথাই আমি ঝাঁপ দিবেছি	লালন	১২৭	৬৮	২১৭
ঘ.				
ঘটেত মাণিক্য ঘন দেখিলে শান্ত হৈব	বহরাম	২৬	১	১৪০



পদের প্রথম পঙক্তি

কবির নাম

কবির
ক্রমিক সংখ্যাপদ
সংখ্যা

যবে কি হয় না ফকীরী। কেন হলি রে লালন ১২৭ ৬২ ২১৮

ঘাম না সহে সজনীরে রোদে উনাইয়া আফজল ৬ ৩ ১৫

চ.

চরণ পাই যেন অন্তিম কালে লালন ১২৭ ৭০ ২১৮

চল গো সজনী যাই ঐ শ্রীবৃন্দাবনে জহরুল হুসেন ১৪৫ ৮ ২২৬

চল চলবে ননদী জাল আমরা যাই সৈয়দ শাহজুর ১৫১ ২ ৩২২

চল দেখি গিয়া রূপ বন্ধু চল দেখি মীর কদমজুলা ১০২ ৩ ১৬৩

চল মোরা জল ভরিতে যাই প্রাণ সখি রিয়াছত ১২৫ ১৪ ১৮৬

চলরে মুমিন ভাই রূপ দেখি গিয়া সোন্দর ককির ১৫৩ ১ ৩৩৬

চলবে রাখাল ভাই। সাজিয়া চল ভেলা শা ২২ ৫ ১৪৭

চলহ সখী নাগরী মান তুমি পরিহরি নাছির মহাম্মদ ৭৫ ১ ১১৩

চাইর চিজে পিঞ্জিরা বানাই মোরে আরকুম ১৭ ৮ ৩২

চাঁদ বলে চাঁদ কঁাদে কেনে। আমার লালন ১২৭ ৭১ ২১৮

চান্দ গুরুর চান্দ মুখেতে শুনছি গুরুর শিতালং ১৩২ ১৬ ২৬১

চিকন গোয়ালিনী গো রসের ময়লানি মদন শা ১০৩ ১ ১৫২

চিন্তার ঔষধ নাই কি ভুবনে রিয়াছত ১২৫ ১৫ ১৮৬

চেনে না যশোদা রাণী গোপাল কি লালন ১২৭ ৭২ ২১২

চৌদিগে দি চৌকি পারা যাইরে আমি ইছাক ২৩ ১ ৫৮

ছ.

ছাড়িয়া দে তোর ভবের আশা ইরপান ২৬ ২ ৬১

ছাড়িয়া না যাও মোরে প্রেমানল শিতালং ১৩২ ১৭ ২৬২

ছার মানে মজে কৃষ্ণধনকে চেন না লালন ১২৭ ৭৩ ২২১

ছুইয়ো না ছুইয়ো না কালা মুজমিল নাগর ১১৩ ১ ১৬৮

ছোট না রাধিকা ভরণ কলসী আলী মিঞা ২১ ১ ৫৭

জ.

জগপতি তুমি রূপে মনোহর কালা আলীরাজা ২০ ১৭ ৪৮

জগপতি সেবকেরে দেখ একবার নওয়াজিস ৬৭ ১ ১০৮

জপমন অক্ষুণ্ণ গুরু বাক্য প্রেমধন শিতালং ১৩২ ১৮ ২৬২

জয় জয় রাধে গোপাল গোপালগারে সালবেগ ১৩২ ২ ২৮৭

পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
অলে তোরা কে যাবে গো আর	রিয়াছত	১২৫	১৬	১৮৭
অলে নি যাইবায় সখী গো চল	শিতালং	১৩২	১০	২৬৩
অলে হয় না নিবারণ অলে গৈয়া গৈয়া	রিয়াছত	১২৫	১৭	১৮৭
জান গে যা গুরুর দ্বারে জান উপাসনা	লালন	১৩৭	৭৪	২১০
জানবো হে এই পাপী হইতে	লালন	১২৭	৭৫	২২০
জানরে মন সেই রাগের করণ	লালন	১২৭	৭৬	২২০
জানি জানি আগ রাই কালা যাইবে	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪০	১৪	৩১৪
জানি জানি রে গুণের নিধি	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪০	১৫	৩১৪
জানি মন প্রেমের প্রেমী কাজে পেল	লালন	১২৭	৭৭	২২০
জীউ জীউ মেরে মন চোরা গোরা	শাহ আকবর	১৩০	১	২৫২
জীব মলে জীব যায় কোন সংসারে	লালন	১২৭	৭৮	২২১
জীবের ধন আমায় ছাড়ি গেলা কোন	নাছির মহম্মদ	৭৫	২	১১৪
জালিয়াছে বিচ্ছেদের অনল	শিতালং	১৩২	২০	২৬৩
জলিল জলিল জলিয়া উঠিল	আবদুল ওয়াহিদ	৮	৩	১৮
অলে অঙ্গ অলে গো বিষে	রজবউদ্দিন	১২৩	২	১৭৫
ক.				
ঝলক নাচে মোর রঙ্গ শ্রাম	আলাওল	১৮	৭	৪০
ঝামক কেনরে দেখি হরি নন্দলাল	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪০	১৬	৩১৪
খ.				
ঠাণ্ডর নাই মোর মন-কাণ্ডারী	লালন	১২৭	৭৯	২২১
ড.				
ডুব ডুবরে বাউলের মন ভাব সাগরে	জহরুল হুসেন	১৪৫	২	২২৭
ড.				
তমাল ডালে কুহ রবে ডাকছে শোন	রিয়াছত	১২৫	১৮	১৮৮
তর পিরীতে গেল কুলমান গো সজনী	ইরপান	২৬	৩	৬১
তরা চল গো আমার সাথে, সখী	ইরপান	২৬	৪	৬২
তর শরীরে দয়া মায়া নাইরে বন্ধু	সৈয়দ শাহজহর	১৫১	১০	৩৩০
তরুয়া কদম্ব তলে নাগরের বসতি	সৈয়দ শাহজহর	১৫১	১১	৩৩০

পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
তারে কি আর ভুলতে পারি আমার	লালন	১২৭	৮০	২২১
তারে চিনবে কে এই মাহুঘে	লালন	১২৭	৮১	২২২
তারে ধরব কি সাধনে ব্রহ্মা-আদি	পাঞ্জ	৮২	২	১২৮
তুই আমারে পাগল করিলায় রে	মজাহিদ চান্দ	১০১	১	১৫০
তুই বন্ধুর পিরীতে রে হারাইলাম	মনকর	১০৪	১	১৫২
তুই বন্ধের ছুরতের বালাই লইয়া	চাম্পা গাজী	৫২	১	২৭
তুমি আইলায় নারে মুই অভাগীর ঘরে	আকবর আলী [সং]	৩	৬	৩৫৩
তুমি ত ভুলিয়া যাইবায় কলঙ্কীর কথা	রজবউদ্দিন	১২৩	৩	১৭৬
তুমি মোরে ভাসাইলায় সাঘরে রে	উছমান	২৭	২	৬৪
তুয়া বিনে আর নাহি জানিরে গুণের	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪২	১৭	৩১৫
তোমরা আর আমায় কালার কথা	লালন	১২৭	৮২	২২২
তোমরা নিজে ক্যান কর গোল	পাগল কানাই	৮১	৩	১১৮
তোমরা নি বন্ধুয়ার রূপ দেখ গো সজনী	সৈয়দ শাহজুর	১৫১	১২	৩৩০
তোমরা শুনছনি গো ললিতে	কালী শা	৩৮	২	৮৫
তোমার বাড়ী আইবা নি গো তাইন	উম্মর পাগল	২৩	৪	৬৮
তোমার মনের কালী দূর করি	কমর আলী	৩৫	৭	৭৬
তোমার মহিমা সিন্ধু কি বুঝিতে পারি	আলিরাজা	২০	১৮	৪৮
তোর ছেলে যে গোপাল সে সামান্য নয়	লালন	১২৭	৮৩	২২২
তোর নি বাণীর রব শুনি গো রাই	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪২	১৮	৩১৫
তোর লাগি প্রাণ কান্দে রে সদয়	রিয়াছত	১২৫	১২	১৮৮
তোর শরীরে দয়া নাই	কমর আলী	৩৫	৮	৭৭
তোরা অন্তে জানবায় কেমনে প্রেমের	কালী শা	৩৮	৩	৮৫
তোরা আয় দেখে যা নূতন ভাব	লালন	১২৭	৮৪	২২৩
তোরা কেউ বাসনে ও পাগলের কাছে	লালন	১২৭	৮৫	২২৩
তোরা কে কে যাবে গো সজনী	জহরুল হুছেন	১৪৫	১০	২২৭
তোরা দেখ আসিয়া ললিতে ঐ নাকি	মিয়াধন	১০৮	১১	১৬১
তোরে মিনয় করি চরণ ধরি	আবদুল বারী	২	৫	২১
তোরে লইয়া নিগূঢ় বনে ললিত স্বরে	শিতালং	১৩২	২১	২৬৪

পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
খ.				
থাক না মন একান্ত হয়ে	লালন	১২৭	৮৬	২২৪
দ.				
দয়া নি করিবায় মোরে রে ও বন্ধু	হাছনরাজা	১৫৫	১৩	৩৪১
দয়াল কানাই দয়াল কানাই রে	হাছনরাজা	১৫৫	১৪	৩৪২
দয়াল নিতাই কারো কেলৈ যাবে না	লালন	১২৭	৮৭	২২৪
দয়াল হরি কৈ আমার । আমি পড়েছি	লাল মামুদ	১২২	১	২৪২
দহে শ্রীরাধিকার প্রাণ অ শ্রাম কানুর	কমর আলী	৩৫	২	৭৭
দহে শ্রীরাধিকার প্রাণ অ সেই তোমরা	কমর আলী	৩৫	১০	৭৮
দাঁড়া কানাই একবার দেখি	লালন	১২৭	৮৮	২২৪
দাঁড়া রে তোরে একবার দেখি ভাই	লালন	১২৭	৮৯	২২৫
দারুণ কালা সবে বলে কালা কালা	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪২	১২	৩১৫
দারুণ বন্ধের লাগি প্রেম বিবে জলে তহু	আলিরাজা	২০	১২	৪৮
দাসীর নাম লিখ চরণে রে শ্রাম	মিয়াধন	১০৮	১২	১৬১
দিনে দিনে আইসে নাথ আমার বাড়ীর	নাছির মহম্মদ	৭৫	৩	১১৪
দিবানিশি কুরে মরি বন্ধু বিনে রৈতে	ইরপান	২৬	৫	৬২
দিয়া প্রাণকুলমান মন পাইলাম না	শিতালং	১৩২	২২	২৬৪
দুঃখ আর সহেনা আমার প্রাণের বন্ধুরে	ফজলুল হক	৮৮	৩	১৩৬
দুঃখ তো ঠাই বিনে কা ঠাই কই	মজাহিদ চান্দ	১০১	২	১৫১
দুঃখ বিনে আর স্থখ হইল না	হুবিন শা	৬৪[ক]	২	৩৫৮
দুঃখ সহিতে নারি অবলা পিরীতি	বহরাম	২৬	২	১৪১
দুতী বলগো উপায় জলনে অন্তর জলে	শিতালং	১৩২	২৩	২৬৫
দেখ আসি ভারতবাসী প্রেম অগ্নি	আঃ ওয়াহিদ [সং]	৮	২	৩৫৫
দেখ চাইয়া তোর দেহার মাঝে	আকবর আলী [সং]	৩	৭	৩৫৪
দেখছনি কেউ তোরা গো কি আনন্দ	আকবর আলী [সং]	৩	৮	৩৫৪
দেখছিবধি কাল রূপ কালনাগে ডংসিল	আরকুম	১৭	২	৩২
দেখ দেখ ভবের পরে চারটি ফুল	পাগল কানাই	৮১	৪	১১২
দেখ দেখ হে প্রাণের সেই শ্রাম	আলিরাজা	২০	২০	৪২
দেখ মাই অপরূপ নন্দগোপাল	হবিব	১৫৪	১	৩৩৭

পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
দেখরে মন তালাশ করি হায়াতের	কালী শা	৩৮	৪	৮৬
দেখলাম দেখলাম তোরে ছরি	হাছনরাজা	১৫৫	১৫	৩৪২
দেখ সহি কালিন্দী কিনারে গ্রামরায়	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪২	২০	৩১৬
দেখ সখি ও নাগর মনমোহনিয়া	নজর মোহাম্মদ	৬২	১	১০২
দেখ সখি তরুমুলে ঐ না নাগর রে	নাসির মোহাম্মদ	৭৮	৩	১১৭
দেখ সখি গ্রাম মোহনিয়া	মীর কয়ছুর	১০২	৪	১৬৪
দেখা দিয়া কইলাস মোরে প্রেমের	আরকুম	১৭	১০	৩৩
দেখা দিয়া জুড়াও পরাণ	বদিয়ুদ্দিন	২৫	১	১৪০
দেখা দিল আনন্দিতে, গ্রামরায় দেখা	আকবর আলী	৩	১৫	১০
দেহার লীলা অসম্ভব দেখলে হবে হাল	শিতাল	১৩২	২৪	২৬৫
ধ.				
ধন্যভাব গোপীভাব আহা মরি মরি	লালন	১২৭	২০	২২৫
ধন্য মায়ের নিমাই ছেলে	লালন	১২৭	২১	২২৫
ধন্য রে রূপ সনাতন জগত মাঝে	লালন	১২৭	২২	২২৬
ধর গো ধর গৌরাঙ্গ চাঁদে	লালন	১২৭	২৩	২২৬
ধরাইয়া ধরাইয়া নাও বাইওরে	গোলাম হাছন [ক]	৪৮	৩	২৫
ধীরে ধীরে নীরে কর পার	ছলী মিয়া	৬৫	১	১০৭
ধীরে ধীরে বাড়িও এ মেঘ আধার	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪২	২১	৩১৬
ধেছ লইয়া চল মাঠে ঘাইরে	সৈয়দ শাহজাদ	১৫১	১৩	৩৩১
ধেছ সঙ্গে গোষ্ঠে সঙ্গে খেলত রাম	নশীর মামুদ	৭১	১	১১০
ন.				
নগরে কুলটা আমি হইলাম গো	রিয়াছত	১২৫	২০	১৮২
ন জানো ন চিনো কেবা জমুনার কুল	মোহাম্মদ হাসিম	১২০	৩	১৭২
ননদিনী রস বিনোদিনী ও তোঁর	আলাওল	১৮	৮	৪০
নন্দ আসি জয় দেওরে আমার গোপাল	সৈয়দ হুসন	১৫২	৩	৩৩৫
নব যৌবনী তোঁর রূপ নিরীক্ষিতে	মোহাম্মদ হাসিম	১২০	৪	১৭২
নবীন কালিয়ার রূপ দেখ গো আসিয়া	আবুল হাছন	১৪	৫	২৭
নবীন যুবতী না লো গগনের শশী	আরকুম	১৭	১১	৩৪
নমঃ নমঃ নমঃ প্রভু নমঃ নারায়ণ	ফজর রহমান	৮৫	২	১৩৩



পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
নয়ানে লাগল যারে তারে ভূলা যায়	ছাওয়াল শা	৫৫	১	২২
নাইহরের বন্ধু রে দেখি আজু কেনে	সৈয়দ আইনদ্দিন	১৪২	২	২২০
নাগর কানাইঘারে, কি দেখিলাম	মোহাম্মদ আলী	১১৬	১	১৬২
নাগর জায়ে রাধার মন্দিরে	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪২	২২	৩১৬
নাগরী নাগরী নাগরী ! কত প্রেমের	সালবেগ	১৩২	৩	২৮৭
নাচে কাহ্ন ঘুমি ঘুমি রমণীর সমাজে	মনোঅর	১০৬	৫	১৫৫
না জানি ওরে গুণনিধি তুয়া বিনে	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪২	২৩	৩১৭
না জানি কেমন রূপ সে নামের	লালন	১২৭	২৪	২২৬
না জেনে করণ কারণ কথায় কি হবে	লালন	১২৭	২৫	২২৭
না দেখি অবলা মন এ ভবে তরুণী	আলিরাজা	২০	২১	৪২
না দেখি রহিতে নারি ছটপট করে	আইনদ্দিন	২	৪	৩
নানা বর্ণ রূপ ধরে বিষ্ণু চক্রপাণি	আলিরাজা	২০	২২	৪২
না ঘাইও নন্দনীর আলর ও গো প্রাণ	জহরুল হুছেন	১৪৫	১১	২২৮
না ঘাইমু মুই মথুরার হাটে	পীর মোহাম্মদ	৮৪	১	১৩১
নারীর এত মান ভাল নয় ও রাই	লালন	১২৭	২৬	২২৭
নারে নারে নারে নারে নারে নারে	সৈয়দ শাহজুর	১৫১	১৪	৩৩১
না ল মজনী সই তুঝে বলম মুই	আলাওল	১৮	২	৪১
না লো মজনী আমি শুনিয়াছি শ্রবণে	শিতালং	১৩২	২৫	২৬৬
নিগূঢ় লীলা রসিক জানে	পাঞ্জ	৮২	১০	১২৮
নিমারূপ পরাণের বন্ধুরে	শা হুছেন আলম	১৩১	১	২৫২
নিন্দ হইল প্রাণের বৈরি রে	ভেলা শা	২২	৬	১৪৭
নিবেদন বলি তোর হৃদয়ে রে ও বন্ধু	আচন ফকির	৪	২	১৩
নিরাকারে ভাসছে রে সে ফুল	লালন	১২৭	২৭	২২৭
নিল মোর নাগর কে হরি আ	মনোঅর	১০৬	৬	১৫৫
নিশি হৈল শেষ রে প্রাণের বন্ধু	ওহাব ফকির	৩৩	২	৭২
নিশিতে নি রইলার রে বন্ধু মথুরা	ভেলা শা	২২	৭	১৪৮
প.				
পড়গে নামাজ জেনে শুনে	লালন	১২৭	২৮	২২৮
পড়িয়ে ভব দরিয়ার হার হার	হাছন রাজা	১৫৫	১৬	৩৪২



পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
পথ পানে চাইয়া রইলাম	আবদুল ওয়াহিদ	৮	৪	১৮
পন্থ ছাড় ঘরে যাইরে নিলাজ কানাই	সেরচান্দ	১৪১	১	২২০
পন্থ ছুড় যমুনাতে যাইরে নন্দের	আবকুম	১৭	১২	৩৪
পন্থ ছোড় যমুনাতে যাইরে, সুন্দর	হাছন রাজা	১৫৫	১৭	৩৪৩
পাবনা হে গমনেত না করিঅ বাধা	গয়াজ	৪৫	২	২২
পরদেশী বন্ধুরে পাষণ হয়ে রইলে রে	রিয়াছত	১২৫	২১	১৮২
পরাণ বেদনি সহি জনম বিকলে গেল	আবদুল মালী	১১	১	২৪
পরাণ সঁপি স্রীচরণে আমি হৈলাম	রজবউদ্দিন	১২৩	৪	১৭৬
পাইমুনি গ্রাম কালা গো সহি	মিয়াধন	১০৮	১৩	১৬১
পাইলাম না তোর মন জুগাইতে ও চান্দ	উম্মর পাগল	২২	৫	৬২
পাও যদি শ্রাম বন্ধের লাগাল	কাহু শা ককির	৩৭	১	৮৪
পাগল কানাই বলে প্রেম বিচ্ছেদে	পাগল কানাই	৮১	৫	১১২
পাগলা কানাই বলে ভাই সকলরে	পাগল কানাই	৮১	৬	১২০
পাগলা কানাই বলে স্ততারের	পাগল কানাই	৮১	৭	১২০
পাগল পাগল বলে সবে শোন বলি	পাগল কানাই	৮১	৮	১২১
পাগেলা ফকিরের সনে দিদার মাদার	সৈয়দ শাহহুদ	১৫১	১৫	৩৩১
পার কর পার কর মোরে নাইয়া	সৈয়দ মজুজা [খ]	১৪২	২৪	৩১৭
পারে কে ঘাবি তোরা আয় না জুটে	লালন	১২৭	২২	২২৮
পিয়া কি করিলা মোরে	আলিরাজা	২০	২৩	৪২
পিরিতি অমূল্য নিধি বিশেষ বিশ্বাস	লালন	১২৭	১০০	২২৮
পিরীত অমূল্যধন কে জানে পিরীতের	কমর আলী	৩৫	১১	৭৮
পিরীতি হৈল বৈরী সততে মরমে	আলিরাজা	২০	২৪	৫০
পিরীতে মোরে করিয়াছে দেওয়ানা	হাছন রাজা	১৫৫	১৮	৩৪৩
সিরীতের ছেল বুকে যার কলঙ্ক তার	শিতালং	১৩২	২৬	২৬৬
পীরিতি বিষম জ্বালা পীরিতি	কালী প্রসন্ন	৩২	১	৮২
প্যারী ক্ষম অপরাধ আমার	লালন	১২৭	১০১	২২২
প্রথম বৈশাখ রাধার মনে শোক	হাসিম	১৫৭	১	৩৪২
প্রভু ডাকি হে তেমায়ে প্রেমের আনলে	শিতালং	১৩২	২৭	২৬৭
প্রভু প্রিয় প্রেম ধন, কামানলে দহে	শিতালং	১৩২	২৮	২৬৮

পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
প্রভু বিনে অঙ্গ দহে শীতল হয় না	শিতালং	১৩২	২৯	২৬৮
প্রভু বিনে মদন বাণে মন হইল	শিতালং	১৩২	৩০	২৬৯
প্রভো বিশ্ব মূলধার, অনন্ত নাম ধর	লাল মামুদ	১২৯	২	২৫০
প্রাণ কাদে প্রাণ বন্ধের লাগিয়ে	জহরুল হুসেন	১৪৫	১২	২৯৮
প্রাণ কালিয়া আইস প্রভু	শিতালং	১৩২	৩১	২৬৯
প্রাণ ঠাকুর গো তুমি বিহু ভবে কে	আলিরাজা	২০	২৫	৫০
প্রাণ দূতী এ, এ, এ আরে তোমার	সৈয়দ শাহজাদ	১৫১	১৬	৩৩২
প্রাণনাথ আইও আইও কলঙ্কী রাধার	আবকুম	১৭	১৩	৩৫
প্রাণনাথ বন্ধু আও রে নিশি অন্ন আছে	শিতালং	১৩২	৩২	২৭০
প্রাণনাথ বন্ধু আমি কত কাতরে জ্বালা	ভেলা শা	৯৯	৮	১৪৮
প্রাণনাথ অঙ্গে না আইস এইরূপ	কমর আলী	৩৫	১২	৭৯
প্রাণবন্ধু আগরে নিশি গইয়া যায়	শিতালং	১৩২	৩৩	২৭০
প্রাণ বন্ধুয়ার চরণসেবা আমা হইতে	বুরহাণী	৯৮	৫	১৪৩
প্রাণবন্ধে মাইল গো কলিজায় খেদঙ্গ	কালী শা	৩৮	৫	৮৭
প্রাণ ললিতা তোরা যাও গো বন্ধুরে	মিয়াধন	১০৮	১৪	১৬২
প্রাণ সহি কি কহব হামো হতভাগী	ফতেখান	৯০	১	১৩৭
প্রাণ সখি গো পিরিত কৈরে ঠেকলাম	আবদুল বারী	৯	৬	২১
প্রাণ সজনী রাই, প্রাণ বন্ধু মোর	শিতালং	১৩২	৩৪	২৭১
প্রাণি মোর কান্দে কি ফেণে ঠেকিয়া	আলিরাজা	২০	২৬	৫০
প্রাণি হরি নিল কানাইয়া	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪৯	২৫	৩১৭
প্রাণী যাবে শ্রাম পিরিতের জরে	দুর্বিন শা [সং]	৬৪[ক]	৩	৩৫৯
প্রিয় সখি ! বলিয়ে তোমায় ! দেহ জ্বলে	শিতালং	১৩২	৩৫	২৭১
প্রেম করিলে প্রেমানলে সর্বথা জলিতে	ইয়াছিন	২৪	১	৫৯
প্রেম করে হারালেম কুলমান	দুর্বিন শা [সং]	৬৪[ক]	৪	৩৫৯
প্রেম কি সামান্তেতে রাখা যায়	লালন	১২৭	১০২	২২৯
প্রেম জ্বালা সহিব কত দিন	দুর্বিন শা [ক]	৬৪[ক]	৫	৩৫৯
প্রেম দিয়া নিলায়নি ত্যোজিয়া রে	আবকুম	১৭	১৪	৩৫
প্রেম না জেনে প্রেমের হাটের	লালন	১২৭	১০৩	২২৯
প্রেম বিছা তরঙ্গ বিছা কে শিখাইল	শিতালং	১৩২	৩৬	২৭২



পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
প্রেমানল দিয়া হায়রে বন্ধু	নাকিস্ত	৭২	১	১১১
প্রেমানলে অঙ্গ জলে ভাবে ভাবে	জহরুল হুছেন	১৪৫	১৩	২৩২
প্রেমানলে পুড়িয়া হইলাম ছার সখি	কজলউদ্দিন	৮৭	২	১৩৪
প্রেমের বাঁশী বাজায় বসি চল গো সখি	রিয়াছত	১২৫	২২	১২০
প্রেমের বিধে অঙ্গ আমার নিল প্রাণ	রিয়াছত	১২৫	২৩	১২০
প্রেমের মরা শান্তহারে শান্তি নাই	তন্না	৬২	৪	১০৪
ফ.				
ফক্কন মাসের ২৪শে তে তারিখ	পাগল কানাই	৮১	২	১২২
ফুল তুলে কেন শয্যা সাজাইলাম	আবহুল করিম [সং]	৮[ক]	২	৩৫৭
ফুলের মালা গলে রে চাম্পার মালা	হাসিম	১৫৭	২	৩৫০
ফুলের শয্যা আমি কার লাগি	রিয়াছত	১২৫	২৪	১২০
ব.				
বড় অপক্লপ দেখিছু স্নেহে নবনগে	আলিরাজা	২০	২৭	৫০
বড় কঠিন তোর হিয়া প্রাণের বন্ধুরে	কমর আলী	৩৫	১৩	৭২
বদনে বদন মিশাইয়া অধরে অধর	বুরহানী	২৮	৬	১৪৪
বদলে থুইয়া যাও বাঁশীরে রাধার বন্ধু	মীর্জা কান্দালী	১১০	৫	১৬৬
বনমালী কি হেতু রাধারে ভাব ভিন	আলিরাজা	২০	২৮	৫১
বনমালী শ্রাম তোমার মুররী জগপ্রাণ	আলিরাজা	২০	২২	৫০
বনে এসে হারালাম কানাই যেয়ে কি	লালন	১২৭	১০৪	২৩০
বন্ধু আমার কালিয়া সোনা	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪২	২৬	৩১৭
বন্ধু আমার নয়নের ধার গো কালা	মজাহিদ চান্দ	১০১	৩	১৫১
বন্ধু আ মোর পরাণের পরাণ	আইনদ্দিন	২	৫	৩
বন্ধু কেন নিদ্রা হইল গো বন্ধু	রিয়াছত	১২৫	২৫	১২১
বন্ধু তুমি আমার ইয়ার প্রাণধন	আবহুল বারী	২	৭	২২
বন্ধু নিরুদ্দেশ, প্রাণধন বন্ধু রইলায়	শিতালং	১৩২	৩৭	২৭২
বন্ধু বাঁশী দেও আমারে বন্ধু বাঁশী	ইরপান	২৬	৬	৬৩
বন্ধু বিনে না রহে জীবন আমার	গয়াস	৪৬	১	২৩
বন্ধু মোর প্রাণের ঠাকুর	আলিরাজা	২০	৩০	৫১
বন্ধু মোরে ছুইওনা ছুইওনা রে	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪২	২৭	৩১৮

পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
বন্ধু যদি হইত নদীর জল	হুসিন শা [সং]	৬৪[ক]	৬	৩৬০
বন্ধুয়া বলিমু কোন লাঞ্জে রে সজ্ঞনী	মনোহর	১০৫	২	১৫৩
বন্ধুয়ার মরম গো সখি কইমু বাথানিয়া	আবুল হুসন	১৪	৬	২৭
বন্ধুয়া রে আমি তোমার দর্শন ভিখারী	ইয়াছিন	২৪	২	৫২
বন্ধুয়ারে ! দেখিলুম কদম তলে তোর	আলিরাজা	২০	৩১	৫২
বন্ধুয়ারে রসের রসিক বন্ধু নিকুঞ্জে ভজন	শিতালং	১৩২	৩৮	২৭৩
বন্ধু রইলে রে কোথায়, আয় রে বন্ধু আয়	নেমত হোসন	৮০	১	১১৭
বন্ধু রঙ্গিয়া ও ঠাকুর দয়াল তোর প্রেমে	শিতালং	১৩২	৩৯	২৭৩
বন্ধুর বিচ্ছেদে গো আমি ডুবতে গেলাম	রউফ	১২২	১	১৭৪
বন্ধুর ভাবে জাগিতে চাপিল কাল ঘুমে	সৈয়দ মতু'জা [খ]	১৪৯	২৮	৩১৮
বন্ধু রঙ্গিয়া ও রসের নাগর দরশন দেও	শিতালং	১৩২	৪০	২৭৪
বন্ধুরে তোর অপরূপ লীলা	শিতালং	১৩২	৪১	২৭৪
বন্ধুরে তোর প্রেমের মালা দেওরে	আরকুম	১৭	১৫	৩৬
বন্ধুরে দেখিতে যাব আমি গো নদীয়া	রউফ	১২২	২	১৭৪
বন্ধুরে মোর পথিক বন্ধু কইও গিয়া	আবদুল মালিক	১০	১	২৩
বন্ধুরে স্বপনে যদি পাই চরণ শিয়রে	শিতালং	১৩২	৪২	২৭৫
বন্ধে কেন ভিন্ন ভাসে মোরে প্রাণ সহ	আবদুল বারী	৯	৮	২২
বন্ধে মোরে দিয়া গেল ফাকি গো সখি	কালী শা	৩৮	৬	৮৭
বন্ধের লাগিয়া কিরি করি অন্বেষণ	শিতালং	১৩২	৪৩	২৭৫
বন্ধের লাগি হইলাম উদাসিনী	কালী শা	৩৮	৭	৮৭
বন্ধের সঙ্গিণী হইয়া মুই না লইলু ছায়া	শিতালং	১৩২	৪৪	২৭৬
বরজ কিশোরী কাণ্ড খেলত রঙ্গে	কবীর	৩৪	১	৭৩
বল কি উপায় সহ রে বল কি উপায়	নাছির মহম্মদ	৭৫	৪	১১৫
বল গো সজ্ঞনী আমায় কে ডাকে	জহরুল হুসেন	১৪৫	১৪	২২২
বল গো সজ্ঞনী আমায় কেমন গো সেই	লালন	১২৭	১০৫	২৩০
বল গো সজ্ঞনী হেন কি শুনি কানে	জহরুল হুসেন	১৪৫	১৫	৩০০
বল দেখি কি বৃদ্ধি করিব	নশীর মামুদ	৭১	২	১১১
বলরাম রে আমার গোপাল	রিয়াছত	১২৫	২৬	১২১
বলরে নিমাই বল আমারে	লালন	১২৭	১০৬	২৩০



পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
বল রে বলাই, তোদের ধরণ কেমন	লালন	১২৭	১০৭	২৩১
বল স্বরূপ কোথায় আমার সাধের সারী	লালন	১২৭	১০৮	২৩১
বলিয়া দে সজনী আমায় কোথায়	বুরহানী	৯৮	৭	১৪৪
বলো বলো কে দেখেছ গৌর চাঁদে	লালন	১২৭	১০৯	২৩১
বসন্ত আইল প্রাণের বৈরী তোরা দেখ	হাসমত	১৫৬	১	৩৪৮
বসে ঠামে ঠামে কে বলে কালিয়া	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪৯	২৯	৩১৯
বাঁকা শ্রামে কৈও নয়ান ত্রিভঙ্গে	দানেশ	৬৪	১	১০৭
বাঁতি জ্বালাইয়া দেখ শ্রাম রাধার ঘরে	হাছন রাজা	১৫৫	১৯	৩৪৩
বায়ে সখিগণ বিবিধ বাজ্ঞন	সালবেগ	১৩৯	৪	২৮৭
বার মাসে ছয় রিত (ঋতু) জানিও	কমর আলী	৩৫	১৪	৭৯
বাঁশী ফুঁকে মনচোরা, নাম ধরিয়ে	জহরুল হুছেন	১৪৫	১৬	৩০০
বাঁশী বাজলে কি আয়রে শলী	জহরুল হুছেন	১৪৫	১৭	৩০১
বাঁশী বাজান জানো না	চাঁদ কাজী	৫০	১	২৫
বাঁশীর স্বরে যুবতীর মনহরা সখি গো	ফজলউদ্দিন	৮৭	৩	১৩৪
বাঁশীর স্বরে পূরে যন্ত্র রাধা হৃদান্তরে	আলিরাজা	২০	৩২	৫২
বাহির হইয়া দেখ রে রাধা বিনোদ রায়	গয়াস	৪৬	২	৯৩
বিচ্ছেদ আনলে নারী মন উত্তালা ছখি	ফজলউদ্দিন	৮৭	৪	১৩৫
বিদায় দেও গো কমলিনী রাই	শিরাছত	১২৫	২৭	১৯২
বিনা দরশনে অঙ্গ জলিয়া হইল	আবদুল	১৭	১৬	৩৬
বিনোদ আজু যাও ঘর	সৈয়দ আইনদ্দিন	১৪২	৩	২৯১
বিনোদ আমার বাড়িত আয়	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪৯	৩০	৩১৯
বিনোদিয়া জলদ বরণ কালা গো মই	আইনদ্দিন	২	৬	৩
বিরহিনী মন ব্যথা অতি গুরুতর	আলিরাজা	২০	৩৩	৫২
বিরহেতে ডাকিরে বন্ধু নব গুণমণি	শিতালং	১৩২	৪৫	২৭৬
বিরহের জালা এ মরি	কমর আলী	৩৫	১৫	৮১
বেদে কি তার মর্ম জানে	লালন	১২৭	১১০	২৩২
বেশ ভূষণে সজ্জা করে পাড়ি দিতে	জহরুল হুছেন	১৪৫	১৮	৩০১
বৃন্দাবনে কে টানে মুরারী ওলো	জহরুল হুছেন	১৪৫	১৯	৩০২
বৃন্দাবনে রাধা কাহ্ন রত্নের রঙ্গিয়া	সৈয়দ আইনদ্দিন	১৪২	৪	২৯১

পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
ব্রজের সে প্রেমের মর্ম সবায় কি জানে	লালন	১২৭	১১১	২৩২
ব্রজের সে ভাব সবায় কি জানে	লালন	১২৭	১১২	২৩২
ভ.				
ভক্তের দ্বারে বাধা আছেন সাঁই	লালন	১২৭	১১৩	২৩৩
ভজন সাধন করবি রে মন কোন রাগে	পাঞ্জ	৮২	১১	১২৮
ভজ সখি নন্দ কিশোর কেলিকলারণে	সৈয়দ মতুজা [থ]	১৪৯	৩১	৩১৯
ভাবে ভাবে ভাবের খেলা হবে	জহরুল হুছেন	১৪৫	২০	৩০২
ভুবন মোহন রূপ অতি মনোহর	সৈয়দ মতুজা [থ]	১৪৯	৩২	৩১৯
ভ্রমর জানা যায় ভ্রমরা গুণগুণ কৃষ্ণ	পাগল কানাই	৮১	১০	১২২
ভ্রমে অভাগিনী না চাহিলাম গুণমণি	সমসের	১৩৭	১	২৮৫
ম.				
মজাইলুঁ রে জাতি রসিয়া নাগরের	সৈয়দ মতুজা [থ]	১৪৯	৩৩	৩২০
মথুরা বাজারে ঘাই, পার করি দে	মোছন আলী	১১৪	১	১৬৮
মধুর মুরড়ি ধনি গুনিতে স্বস্বর	মোহাম্মদ হানিক	১১৯	১	১৭১
মন আমার গেল জানা কারো রবেনা	লালন	১২৭	১১৪	২৩৩
মন জানো সেই রাগের কারণ	লালন	১২৭	১১৫	২৩৪
মন বাহলে কর বেভুল সদায়	উছমান	২৭	৩	৬৪
মন বুঝি মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে	লালন	১২৭	১১৬	২৩৪
মন মঞ্জিল শ্রামকালার পিরীতে	আকবর আলী [মং]	৩	৯	৩৫৪
মন মোর কি দিয়া বান্ধিমু আজু	সৈয়দ মতুজা [থ]	১৪৯	৩৪	৩২০
মনরে সামান্য কি তারে পায়	লালন	১২৭	১১৭	২৩৪
মনে বড় আশা করি কালীগঞ্জ	উদাসী [ইপ্রিছ আলী]	২৮	৬	৬৭
মনে বুঝে না রে কি হইল প্রমাদ	জহরুল হুছেন	১৪৫	২১	৩০৩
মনে ভয় ধক্ক হয় সফটকালে অরিরে	শিতালং	১৩২	৪৬	২৭৭
মনের আশা পূরাও না আমার	উম্মর পাগল	২৯	৬	৬৯
মনের কথা বলবো কারে	লালন	১২৭	১১৮	২৩৫
মনে হয় বৈরাগী হয়ে বিদেশেতে ঘাই	সৈয়দ শা	১৫০	১	৩২৫
মরণ কালে, মরণ কালে রে কে আছে	রিয়াছত	১২৫	২৮	১৯২
মরম দগধে প্রেম বাণে বন্ধুয়ারে	সৈয়দ আইনদ্দিন	১৪২	৫	২৯৪



পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
মরা গৌর স্বয়ং কার শিক্ষায় বলি	লালন	১২৭	১১২	২০৫
মলআনিল বন্ধুতে কহিঅ পরগাম	সৈয়দ আইনদ্দিন	১৪২	৬	২২১
মা তোর গোপাল নেবেছে কালিদয়	লালন	১২৭	১২০	২০৫
মানুষ লুকাইল কোন শহরে	লালন	১২৭	১২১	২০৬
মালিনি রে লই যারে তোর ধু ফুল	সৈয়দ মতু'জা [খ]	১৪২	৩৫	৩২০
মুই নারীয়ে কি দোষ কইলু রে পাগল	পিয়াশা ঠাকুর	৮৩	১	১৩১
মুক্তি আছে স্বরধুনী কুলে বা	জহরুল হুছেন	১৪৫	২২	৩০৩
মুক্তি কেনে পীরিতি কৈলুং নিঠুর	সৈয়দ মতু'জা [খ]	১৪২	৩৬	৩২১
মুড়রি আনিআ দে রাধা মোরে	আবাল ফকির	১৩	১	২৫
মুনিব হইয়া কর তুমি চুরি	হাছন রাজা	১৫৫	২০	৩৪৪
মুনি মন মোহনে মানিনী মনে	পীর মোহাম্মদ	৮৪	২	১৩২
মুর্শিদ বাণী সত্য আনি অপরে	জহরুল হুছেন	১৪৫	২৩	৩০৪
মূলের ঠিক না পেলে সাধন হয় কি মে	লালন	১২৭	১২২	২০৬
মোর পিয়া নিমায়া অতি বেদনি মইরে	কাসিম	৪০	২	২০
মোরে দূর রাখিও না গো প্রাণ হরি	হাছন রাজা	১৫৫	২১	৩৪৪
মোরে লও সঙ্কট উদ্ধারী বন্ধু	আরকুম	১৭	১৭	৩৭
মোহিনী গো রাই ! অপরূপ পক্ষীরাজ য.	শিতালং	১৩২	৪৭	২৭৭
যদি গৌর চাঁদকে পাই	লালন	১২৭	১২৩	২০৬
যমুনা পুলিনে থাকি ডাকি নাথ আদরে	জহরুল হুছেন	১৪৫	২৪	৩০৪
যশোমতি নিরোধ নন্দন আপনা	আইনদ্দিন	২	৭	৪
যাই কোন ঠাই সজনী মই	নাছির	৭৩	২	১১২
যাই ব্রজপুরে যাই, কোন পথে যাই	লালন	১২৭	১২৪	২০৬
যাও হে শ্রাম রাই কুঞ্জে আর এসো না	লালন	১২৭	১২৫	২০৭
যাব আমি যমুনায সখি চল	রউফ	১২২	৩	১৭৪
যাবো রে এ স্বরূপ কোন পথে	লালন	১২৭	১২৬	২০৭
যার লাগি কান্দিয়া মরি ছুই নয়ানে	মুজমিল নাগর	১১৩	২	১৬৮
যার লাগি হইলাম পাগল পাইমুনি তারে	আকবর আলী	৩	১৬	১০
যার হয়েছে নিষ্ঠারতি তার গুরু প্রতি	পাঞ্চ	৮২	১২	১২২

পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা.
যে জানে ব্রজগোপীর মহাভাব	পাণ্ড	৮২	১৩	১২৩
যে দেখেছে বন্ধুর রূপ সে ত আর	পাণ্ড	৮২	১৪	১৩০
সে প্রেমে শ্রাম গৌর হয়েছে	লালন	১২৭	১২৭	২৩৭
যে ভাব গোপীর ভাবনা	লালন	১২৭	১২৮	২৩৮
যে যাবি আজ গৌর প্রেমের হাটে	লালন	১২৭	১২৯	২৩৮
যে যা ভাবে সেইরূপ সে হয়	লালন	১২৭	১৩০	২৩৮
যে রূপে সঁই আছে মাহুষে	লালন	১২৭	১৩১	২৩৯
যৌবন গেল মোর রে	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪২	৩৭	৩২১
র.				
রঙ্গিল বাড়ইয়া ! কলেতে স্বজিলায় ঘর	শিতালং	১৩২	৪৮	২৭৮
রতনে রতন মেলে কিছু নহে যত বিনা	কালীপ্রসন্ন	৫২	২	৮৯
রসিক চিনিয়া প্রেম করতে হয়	মুছা	১১২	১	১৬৭
রহিতে না পারি ঘরে শ্রাম কালার	আকবর আলী	৩	১৭	১১
রহিয়াছে প্রভু করতার	ফকীর শাহ	৮৬	১	১৩৩
রাই রঙ্গিণী বিরক্ত কোথায় বন্ধুকে	শিতালং	১৩২	৪৯	২৭৮
রাই রাই কর অবধান । তুয়া ভাবে	মীর ফয়জুল্লা	১০২	৫	১৬৪
রাখরে রাখরে মন মানাইয়া আমার	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪২	৩৮	৩২১
রাখাল আমার আছে কার সনেরে	জহরুল হুসেন	১৪৫	২৫	৩০৫
রাখিমু তোরে হিয়ার মাঝারে	চাম্পা গাজী	৫২	২	৯৭
রাত পোয়ালে পাখিটে বলে দেরে তাই	লালন	১২৭	১৩২	২৩৯
রাধা কান্ন সর্বত্র বিলাসী	আলিরাজা	২০	৩৪	৫৩
রাধার আকুল রে বাণী না বাজাইয়	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪২	৩৯	৩২২
রাধার গুণ কত নন্দলাল তা জানে না	লালন	১২৭	১৩৩	২৩৯
রাধার তুলনা পিরিত সামান্য	লালন	১২৭	১৩৪	২৪০
রাধার ভাবে কান্নুর মন বাহির হম	চামারু	৫১	১	৯৬
রাধা মাধব নিকুঞ্জ বনে ব্রজা যারে	মীর ফয়জুল্লা	১০২	৬	১৬৪
রাধিকায় পিরিতি জানে না	রিয়াছত	১২৫	২৯	১২২
রূপ দেখি কেবা বাইব ঘরে	মোহাম্মদ হাসিম	১২০	৫	১৭২
রূপবতী প্রাণের দূতী প্রাণ বন্ধে মাইল	শিতালং	১৩২	৫০	২৭৯

পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা
র.				
রূপ হেরি মোহিত সদায়	আলিরাজা	২০	৩৫	৫৩
রূপে যে দিয়াছে নয়ন সে জেনেছে	পাঞ্জ	৮২	১৫	১৩০
রূপের নিছনি যাই, রসিয়া নাগর বন্ধু	সৈয়দ আইনদ্দিন	১৪২	৭	২২২
রৈআ রৈআ উঠে মনে ঐহি	মনোঅর	১০৬	৭	১৫৫
রে কালিয়ার কাছ, নাগরের পীরিত	জহরুল হুছেন	১৪৫	২৬	৩০৫
রে প্রাণধন কালা, তোমার পিরীতে	শিতালং	১৩২	৫১	২৮০
রে শ্রামচান্দের বাশী, বাশীরে আকুল	উছমান	২৭	৪	৬৫
রে শ্রাম তোমার মুরলী বড় রসিয়া	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪২	৪০	৩২২
রে শ্রাম বিশেষ চাতুরি ছোড়	আবজল	৭	৩	১৬০
ল.				
লাগলো ধুম প্রেমের থানাতে	লালন	১২৭	১০৫	২৪
লালসাদি যৌবন লুটিল বুঝিলাম না	কমর আলী	৩৫	১৬	৮১
লাহলে বসতি করে নিকুঞ্জ মন্দিরে	সৈয়দ শাহজুর	১৫১	১৭	৩৩২
শ.				
শরমে শরম পেলায়ে গেল	গরীব	৪৭	১	২৩
শুদ্ধ প্রেম না দিলে ভাঙ্গে কে আর পায়	লালন	১২৭	১৩৬	২৪০
শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে তারে পাবি	পাঞ্জ	৮২	১৬	১৩০
শুধু নাম জপ নিরালা গো কালার নাম	মিয়াধন	১০৮	১৫	১৬২
শুন গো ননদী জাল কোকিল স্বরে বলে	সৈয়দ শাহজুর	১৫১	১৮	৩৩৩
শুন গো সখি ললিতে মন মজিল তোর	আকবর আলী	৩	১৮	১১
শুন প্রাণ নাথ ! নিবেদন পদ্ম পদে বিরহ	আলিরাজা	২০	৩৬	৫৩
শুন মাইরে কাছে লাগি এ প্রেম	তুফানদ্দিন	৬৩	১	১০৬
শুন লো স্বজনী, কিছুই না জানি	শেখলাল	১৩৫	১	২৮৫
শুন শুন সখী সজনী রাই বল ধনী	শিতালং	১৩২	৫২	২৮০
শুন সখি সার কথা মোর	আলিরাজা	২০	৩৭	৫৪
শুন সজনী প্রাণ ধনী বন্ধু আনি রাখ প্রাণ	শিতালং	১৩২	৫৩	২৮১
শুনে অজানা এক মানুষের কথা	লালন	১২৭	১৩৭	২৪১
শোন ভাই আজব একটি রসের কথা	পাগল কানাই	৮১	১১	১২৩

পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা
শ্রাম অঙ্গে বংশী রবহে অমিয়া তরঙ্গ	আলাওল	১৮	১০	৪১
শ্রাম আন না লয় মনে ভুবন মোহন	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪২	৪১	৩২২
শ্রাম এই আছিল তোঁর মনেতে	কমর আলী	৩৫	১৭	৮১
শ্রাম একবার আও আওরে আমি তোঁরে	রজবউদ্দিন	১২৩	৫	১৭৭
শ্রাম কানাইয়া আমাকে বধিলাম রে	তস্মা	৬২	৫	১০৫
শ্রাম কি কৈবে তোঁর পিরীতে	কমর আলী	৩৫	১৮	৮২
শ্রাম কি রূপে দেখিমু তোঁরে কালা	আলিরাজা	২০	৩৮	৫৪
শ্রাম গোরা, আজত বেশ বড় তোঁরা	সালবেগ	১৩৯	৫	২৮৮
শ্রাম চান্দ কালা, আমারে দিয়া জালা	হুছন	১৫৮	২	৩৫০
শ্রাম চান্দের সংবাদ আমায় কে দিব	তস্মা	৬২	৬	১০৫
শ্রাম বন্ধু চিত নিবারণ তুমি	সৈয়দ মতুজা [ক]	১৪৮	১	৩১০
শ্রাম বন্ধুহ কালা রে রতন দরশন	ওহাব ককির	৩৩	৩	৭২
শ্রাম বন্ধুরে রাত্রি হৈল ভোর চল যাই	সৈয়দ শাহজুর	১৫১	১৯	৩৩৩
শ্রাম বন্ধুয়ার আড়ালে, ভাইসে উঠি	মতাহির	১০২	১	১৫১
শ্রাম বিচ্ছেদে পোড়ে হলেম ছাই	রিয়াছত আলী	১২৫	৩০	১৯৩
শ্রাম বিনে আঁধার আমার হৈঘাছে	কমর আলী	৩৫	১৯	৮২
শ্রাম বিনে বাঁচে না আর অবলার প্রাণ	কমর আলী	৩৫	২০	৮৩
শ্রাম বিনোদিয়া বন্ধু রসের বিনোদিয়া	আরকুম	১৭	১৮	৩৭
শ্রাম মোরে করিও দয়া একেবারে	সৈয়দ সুলতান	১৫২	৪	৩৩৫
শ্রামরূপ কে পাইয়াছে তরুণুলে	ভেলা শা	৯৯	৯	১৪৯
শ্রামল সুন্দর তহু দেখিলু স্বপনে	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪২	৪২	৩২২
শ্রাম সুন্দর হিদরে মোর কুরঙ্গ নয়নে	শিতালং	১৩২	৫৪	২৮১
শ্রাম সুরঙ্গ তোঁর দেখতে মোর অগ্নি	শিতালং	১৩২	৫৫	২৮২
শ্রামের চরণে দিব কুলমান সপিয়া গো	বুরহানী	৯৮	৮	১৪৫
ত্রিমুখ দহে বিরহ আঁগুনি	মোহাম্মদ হাসিম	১২০	৬	১৭৩
য.				
যড় রসিক বিনে কেঁরা তারে চেনে	লালন	১২৭	১৩৮	২৪১
স.				
সাই, এক বিনে মাওলা এক বিনে	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪২	৪৩	৩২৩



পদের প্রথম পঙক্তির

কবির নাম

কবির
ক্রমিক সংখ্যাপদ
সংখ্যা

পৃষ্ঠা

স.

সইগণ, বড়ি অপক্লপ সাজে	আলাওল	১৮	১১	৪১
সই গো আর মোর কাল আসবে না	রিয়াজুত	১২৫	৩১	১২৩
সই দেখরে রঙ্গ কেলি ঐ নাট মন্দিরে	সৈয়দ আইনদ্দিন	১৪২	৮	২২২
সই না লো হে, আমার দুঃখ সাক্ষী	আলি রাজা	২০	৩২	৫৪
সই বোল কি উপায় প্রাণ প্রিয়া বিনে	আলাওল	১৮	১২	৪২
সই বোলম মুই জীব না রে	সৈয়দ সুলতান	১৫২	৫	৩৩৫
সইরে, আমার কি করে পরাণে	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪২	৪৪	৩২৩
সই সই কহিতে থাখার শিখার বেভার	শিরতাজ	১৪০	১	২৮২
সই সই বন্ধুরে যদি পাই কাজল বরণ	জহির আলী পাগল	৫২	১	১০২
সকল দেবধর্ম আমার বেটামী হষ্ট ছাড়া	লালন	১২৭	১৩২	২৪১
সকলি কপালে করে, কপালের নাম	লালন	১২৭	১৪০	২৪২
সকালে যাই দেখু লয়ে এ বনেতে ভয়	লালন	১২৭	১৪১	২৪২
সখি, আগে আমি জানি না দারুন	তপ্পা	৬২	৭	১০৬
সখি আমার এ দুর্দশা, দারুণ প্রেমে	ছাওয়াল শা	৫৫	২	১০০
সখি ঐ শুন বাজায় কে বাঁশী কদম তলে	রজবউদ্দিন	১২৩	৬	১৭৭
সখি কুণ্ডবনে বংশীকে বাজাইলা গো	সালবেগ	১৩২	৬	২৮৮
সখিগণে লয়ে সঙ্গে, রাধিকা চলিলা রঙ্গে	আলিরাজা	২০	৪০	৫৪
সখী গো কলকিনী করল গো প্রাণ নাথে	নিয়ামত হোসন	৭২	১	১১৭
সখি চল গো মোরে লইয়া মথুরাতে	আখর আলী	১৬	১	২৮
সখি চাইয়া দেখ গি যদি পাছ গো	রজবউদ্দিন	১২৩	৭	১৭৮
সখি তারে আনো গিয়া গো তারে	রজবউদ্দিন	১২৩	৮	১৭৮
সখি নাগর কানাই বিনে আর জীব নারে	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪২	৪৫	৩২৩
সখি সনে স্বভবনে বসে আছেন রাই	লাল মামুদ	১২২	৩	২৫০
সজনি গো সই তুমি কি আমারে বোল	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪২	৪৬	৩২৩
সজনি তোর ভাল না হয় রীতি	জহরুল হুছেন	১৪৫	২৭	৩০৬
সজনি রজনীর ষোণে কোন কলে বাজেরে	জহরুল হুছেন	১৪৫	২৮	৩০৬
সজনি সই, কাহ্ন সে প্রাণধন মোর	মীর্জা ফয়জুল্লা	১১১	১	১৬৭
সতত বধূর লাগি জলে অবলার চিত	আলিরাজা	২০	৪১	৫৫



পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা
স.				
সতেক মো জীবখিব যিবি বৃন্দাবন	সালবেগ	১৩৯	৭	২৮৮
সদা মন, থাক বা-হৌশ মাহুষ রূপ	লালন	১২৭	১৪২	২৪২
সদায় রাধার মনে জালা শুন লো সই	আলিরাজা	২০	৪২	৫৫
সব ঋতু সঙ্গে আইল রস রঙ্গ সহিত	আকজল	৬	৪	১৫
সবে বলে, লালন ককীর হিন্দু কি যবন	লালন	১২৭	১৪৩	২৪৩
সভাই বলে রাধার পরাণ কানাই	শেখ ভিখন	১৩৪	১	২৮৪
সহন না যায় দুঃখ আর বন্ধুর লাগি	আলিরাজা	২০	৪৩	৫৫
সহন না যাএ দুঃখ, সহন না যাএ	এবাদোস্তা	৩০	১	৭০
সহিমু কথ বিরহ আওনি	মোহাম্মদ হাসিম	১২০	৭	১৭৩
সাই আমার কখন খেলে কোন খেলা	লালন	১২৭	১৪৪	২৪৩
সাজ এ কুমারী পরম সুন্দরী	মোহাম্মদ চুহর	১১৭	১	১৭০
সাজ হৈল বেলা গেল প্রতি ঘরে বাতি	সৈয়দ সুলতান	১৫২	৬	৩৩৬
সাধন জানি না তোমার অসাধনে মায়া	আকবর আলী [সং]	৩	১০	৩৫৫
সাধুর ভরায়ে ডুবাইলুম মনের বেহার	সৈয়দ সুলতান	১৫২	৭	৩৩৬
সাধের বন্ধুঘারে হিয়া দহে প্রাণে ঘরি	শিতালং	১৩২	৫৬	২৮২
সাধের হু হু হু হু হু হু রে	হাছন রাজা	১৫৫	২২	৩৪৫
সাধের সাধে প্রেম করিয়ে ঘটল একি যন্ত্রণা খাতাশা		৪৩	১	৯১
সাম মোর বন্ধুয়া নায়ে	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪৯	৪৭	৩২৪
সামান্তে কি অধর চাঁদ পাবে	লালন	১২৭	১৪৫	২৪৩
সামান্তে কি তার মর্ম জানা যায়	লালন	১২৭	১৪৬	২৪৪
সামান্তে কি সে ধন পাবে	লালন	১২৭	১৪৭	২৪৪
সামান্তে কি সে প্রেম হবে	লালন	১২৭	১৪৮	২৪৪
সারথী লইয়ে তোর নাগর গেল বনে	জহরুল হুছেন	১৪৫	২৯	৩০৭
সুনা বন্ধুরে আমার কি উপায়	আবদুল বারী	৯	৯	২২
সুনা বন্ধুরে দুঃখিনীর ধন কানাই	আবদুল বারী	৯	১০	২৩
সুনা রঙ্গ পুড়িয়া ছাই হইল গো যার	রিয়াছত	১২৫	৩২	১৯৪
সুন্দর কালিয়া রে, আমি তোমার না	জমাদ আলী ফকির	৫৮	১	১০১
সুন্দরী ভূমি নাগর ভুলাইতে জান	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪৯	৪৮	৩২৪

পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা
স.				
স্বন্দরী রাধে গো তোর কানাইয়া যাইব	হাছন রাজা	১৫৫	২৩	৩৪৫
স্ববল যারে বৃন্দাবন, দেখে আসগে	ছহিকা বাহু	৫৪	১	২২
সেই অটল রূপের উপাসনা কেউ জানে	লালন	১২৭	১৪২	২৪৫
সেই কালাচাঁদ নদেয় এসেছে	লালন	১২৭	১৫০	২৪৫
সে কালার প্রেম করা কথার কথা নয়	লালন	১২৭	১৫১	২৪৫
সে ধন কি পড়লে মেলে	লালন	১২৭	১৫২	২৪৬
সে নিমাই কি ভোলা ছেলে হবে	লালন	১২৭	১৫৩	২৪৬
সে পরশের জোর যে পরশ সে পরশ	লালন	১২৭	১৫৪	২৪৬
সে প্রেম গুরু জানাও আমায়	লালন	১২৭	১৫৫	২৪৭
সে প্রেম সামান্তেতে কি জানা যায়	লালন	১২৭	১৫৬	২৪৭
সে প্রেম সামান্তেতে কি রাখা যায়	লালন	১২৭	১৫৭	২৪৭
সে ভাব কি সবাই জানে	লালন	১২৭	১৫৮	২৪৮
সোনা বন্ধু আও আওরে মুই অভাগী	ফরমুজ	২১	১	১৩৮
সোনা বন্ধু পিওরায় তুমি বিনে প্রাণ	নজর পাগল	৬৮	১	১০২
সোনা বন্ধুর কি হৈল বেয়াধি	সৈয়দ মতুর্জা [খ]	১৪২	৪২	৩২৪
সোনা বন্ধু রে আমার প্রাণবন্ধু আইস	চাম্পাগাজী	৫২	৩	২৭
সোনাবন্ধে আমারে দেওয়ানা বানাইল	হাছন রাজা	১৫৫	২৪	২৪৫
সোনাবন্ধের এদেশে বসতি আর হবে না	সৈয়দ মতুর্জা [খ]	১৪২	৫০	৩২৪
সোনা রাধে সোনা রাধে গো আমার	হাছন রাজা	১৫৫	২৫	৩৪৬
সোনার মাহুঘ নদে এলো রে	লাল মামুদ	১২২	৪	২৫১
হ.				
হতে চাও হজুরের দাসী	লালন	১২৭	১৫২	২৪৮
হরি কাদে হরি বলে কেনে	লালন	১২৭	১৬০	২৪৮
হরি নাম মুখে বলে, নিমাই আমার	ছহিকা বাহু	৫৪	২	২২
হরিয়া লৈ গেল জাতিকুল মদনের বাণী	আলিরাঙ্গা	২০	৪৪	৫৬
হরির অরিপতি তাহান সন্ততি বামে	মোহাম্মদ পরাণ	১১৮	১	১৭০
হরির নামে কীর্তনকর হবে গো প্রাণ সহি	হাছন রাজা	১৫৫	২৬	৩৪৬
হরে কোহু নাম জপেরে শ্রামবন্ধের বাণীয়ে	রহিমুদ্দিন	১২৪	৩	১৮০

পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা
হ.				
হাএরে মরিরে প্রেমের যন্ত্রণা	কমর আলী	৩৫	২১	৮৩
হাওয়ার বাঁশী দিবা নিশিবে বাঁশী বাজে	আবদুল বারী	৯	১১	২৩
হাছন রাজা প্রেমের মানুষ প্রেমের	হাছন রাজা	১৫৫	২৭	৩৪৭
হাম নারী অতি হরি প্রেমেতে উদাস	আলি রাজা	২০	৪৫	৫৬
হাম রাধার কী কল জীবন	আলি রাজা	২০	৪৬	৫৬
হায় কি মজার দোকান পেতেছে নিতাই	পাগল কানাই	৮১	১২	১২৩
হায়রে কোকিল ডাকিস নারে	পাগল কানাই	৮১	১৩	১২৩
হায়রে তুমি বিনে কে আছে আমার রে	ওহাব ফকির	৩৩	৪	৭২
হায়রে নিষ্ঠুর কালিয়া তর পিরীতে	সৈয়দ শাহজুর	১৫১	২০	৩৩৪
হায়রে প্রভু অখিলের নাথ বিরহতে	শিতালং	১৩২	৫৭	২৮৩
হায়রে বন্ধু কালাচান্দ তোমার লাগিয়া	হাছন রাজা	১৫৫	২৮	৩৪৭
হায়রে বন্ধু গেল মোর রসের যৌবন	শিতালং	১৩২	৫৮	২৮৩
হায়রে বন্ধু, বন্ধু তুমি রসিয়ার নাগর	ওহাব ফকির	৩৩	৫	৭৩
হায়রে বন্ধুয়ার লাগিয়া রহিতে না পারি	ভেলা শা	৯৯	১০	১৪৯
হায়রে মন পাগেলা বইস তুমি নিরান	কালা শা	৫৮	৮	৮৮
হায়রে মোর প্রাণ নিয়ে যায় আনন্দেতে	আকবর আলী	৩	১৯	১২
হায়রে সোনার বরণ তহু ছিল	ভেলা শা	৯৯	১১	১৪৯
হাসি বুলি কঠ ধরি বাড়াই মিছাপিরীতি বন্ধা আলী		৯৩	১	১৩৯
হা হা রে বন্ধুর বাঁশী বিষম ফাঁসি	আলাওল	১৮	১৩	৪২
হা হা রে যৌবন কি কল জীবন	আলিরাজা	২০	৪৭	৫৭
হর্শ ইয়ারে চালাও দাঁড় বাদায় রসি	জহরুল হুছেন	১৪৫	৩০	৩০৭
হের দে কালারে নয়ন ভাবিয়া রূপ দেখি রেয়াছক		১২৬	১	১২৪
হের লো সজ্জনী কদম হেলিয়া	জহরুল হুছেন	১৪৫	৩১	৩০৮
হের লো সজ্জনী তমাল হেলিয়ে	জহরুল হুছেন	১৪৫	৩২	৩০৮
হের হো নীল গিরি রাজহি	সালবেগ	১৩৯	৮	২৮৯
হেরিয়ে হরি মুররী ধারী গৃহে রইতে	হাছন রাজা	১৫৫	২৯	৩৪৮
হেলায় হারাইলাম বনমালী	সৈয়দ মতুজা [খ]	১৪৯	৫১	৩২৫

পরিশিষ্ট 'গ'

কবি-পরিচিতি

১। অক্ষাণ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ 'ভারতবর্ষ' ১৩২৫ পৌষ সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

২। আইনদ্দিন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ৭টি পদ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ১টি ব্র. ৩, ৪টি ভারতবর্ষ, ১টি মু.ক.প. এবং ১টি সম্মিলনে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইনি সম্ভবতঃ সাহ আকবর নামক জৈনক কবিরের শিষ্য-ছিলেন—'কহে আইনদ্দিনে কেলি অলুফণ সাহ আকবর পদে করিয়া চুখন (২৬)। সাহ, সাহা, সা' (শা)র মূল অর্থ রাজা। ইহা কান্দী শব্দ। মুসলমান সাধু ও কবির দিগের নামের সঙ্গে এই বিশেষণ অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা শাহজুর, ভেলা শা ইত্যাদি। আইনদ্দিনের দুই শিষ্য 'আছদ্দিন' ও 'মনোঅর' রচিত পদ বর্তমান সম্বলনে গৃহীত হইয়াছে। গৌরলীলাপদ রচয়িতা জৈনক 'সাহ আকবর'র নাম আমরা অবগত আছি। সেই 'সাহ আকবর' ও 'আইনদ্দিনের' গুরু 'সাহ আকবর' একই ব্যক্তি কি না বলা হুকাহ। নাম সাদৃশ্য বশতঃ এই উভয় ব্যক্তি এক হওয়া অসম্ভব নহে এইমাত্র বলা যাইতে পারে।

৩। আকবর আলী—ইনি শ্রীহট্ট জেলার 'গুদরাইল' পরগণার 'মামদপুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার পূর্বনিবাস হরিগঞ্জের 'তরফ' ছিল। পিতার নাম 'আবহুল আজিম'। ইহার নাম ছিল 'সরপউদ্দিন' কিন্তু তদ্রূপিত প্রত্যেক গানের ভণিতায় নিজে 'ছাবাল আকবর আলী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কবি শ্রীহট্টের অন্ততম প্রসিদ্ধ সাধক কবি 'ছৈয়দ শাহজুরের' পুত্র 'শাহজুর আলীর' শিষ্য ছিলেন। ইহার রচিত 'একে দেওয়ানা', 'কানায়েজান' ও 'যৌবন বাহার' নামক তিনখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থত্রয়ে রাধাকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গযুক্ত মোট ২২টি গান আছে। কবির বংশলতা :—জাফর আলী—মেদিকামাল—আবহুল আজিম—সরপ-উদ্দিন বা ছাবাল শা আকবর আলী, তুল—

'সাহা সরপউদ্দিন নাম রাখিলা আমার।

আকবর আলী ছাবালসাহ নাম করিলা প্রচার।

ছৈয়দ সাহলুরের বেটা জহর আলী নাম।

তান খেদমতে আমি অধমগুলাম।' 'এক্কেদেওয়ানা' পৃ ২২
কবি অন্তত তাহার 'মুরসিদ ছুলতান শাহা ইজহার আলী'র নাম উল্লেখ
করিয়াছেন। (৩৩)

৪। আচন ফকির—পরিচয় অজ্ঞাত, ইনি শ্রীহট্টের পল্লী কবি। ইহার
রচিত দুইটি গান শ্রী. লো. স. গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

৫। আছদ্দিন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ 'সন্মিলন' ১৩৪২
ভাদ্র আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পদটিই ম. বা. গী. গ্রন্থে
'আলাউদ্দিন' ভণিতা যুক্ত। এই পদে কবি তাহার গুরু আএনদ্দিনের উল্লেখ
করিয়াছেন। তুল—'মন মনোরথ হইল পূর্ণিত সহাএ সাহ আএনদ্দিন'। (৫১১)
'আছদ্দিনের' অনুরূপ 'মনোঅরের' ও গুরু 'আএনদ্দিন'। উভয় কবি এক
গুরুর শিষ্য হইলে সমকালবর্তী অনুমান করা যাইতে পারে।

৬। আফজল—পরিচয় অজ্ঞাত। 'আফজল' ভণিতা যুক্ত ৩টি পদের মধ্যে
১টি ব্র. ৪, ১টি শ্রী. লো. স. এবং একটি ম. বা. গী. ও ম. ক. প. হইতে
গৃহীত। 'আপজল' ভণিতা যুক্ত একটি পদ ব্র. ৪ আছে। 'আপজল' রচিত পদে
'সৈয়দ পেরোজ' নামক জনৈক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। যথা—'সৈয়দ পেরোজ
(ফিরোজ ?) সাহা স্বধাময় অবগ্রহা (?) ভজ সখি সুরঙ্গ চরণ।' (৬৪)

৭। আবজল—পরিচয় অজ্ঞাত। 'আবজল' ভণিতা যুক্ত ৩টি পদের মধ্যে
২টি শ্রী. লো. স. এবং একটি ভারতবর্ষ ১৩১৭ পৌষ হইতে সংগৃহীত। আপজল
আফজল ও আবজল এই নামের প, ফ, ব অক্ষরের উচ্চারণ বিপর্যয় ভাষাতত্ত্বের
দিক হইতে স্বাভাবিক। আপজল, আফজল ও আবজল—নামধারী অন্ততঃ
দুই ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। একজন শ্রীহট্টবাসী, শ্রী. লো. স.
গ্রন্থে গৃহীত ৩টি পদই তাহার প্রমাণ। অপর জন, যাহার ৪টি কবিতা পাইতেছি
তাহার দুটি ব্র. ৪, ১টি ভারতবর্ষ ও অপরটি ম. বা. গী. হইতে গৃহীত।

৮। আবহুল ওয়াহিদ—ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত ঢাকা
দক্ষিণ পরগণার অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ৪৬টি গান সম্বলিত
'তওকুলিয়া প্রেমের মিঠাই' হইতে ৪টি এবং শ্রী. লো. স. হইতে ২টি মোট
৬টি পদ এই সংকলনে গৃহীত হইয়াছে।

৮[ক]। আবহুল করিম—পরিচয় অজ্ঞাত। মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত
পাণ্ডুলিপি হইতে দুইটি পদ সংগৃহীত।

৯। আবদুল বারী—ইনি কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার কাজিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার রচিত ৩৯টি গান সংবলিত 'আবেগ' ১ম খণ্ড ও ৪৫টি গান সংবলিত 'আবেগ' ২য় খণ্ড যথাক্রমে ১৩৩৯ এবং ১৩৪৫ বাং মুদ্রিত হয়। প্রথমখণ্ডের ১টি ও দ্বিতীয় খণ্ডের ১০টি মোট ১১টি গান এই সংকলনে গৃহীত হইয়াছে। উদ্ধৃত ৭ সংখ্যক গানে কবি 'অভয়দাস' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন।

১০। আবদুল মালিক [হাকিম]—ইনি শ্রীহট্ট মহরের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত 'প্রেমের দেওয়ানা' হইতে ১টি গান উদ্ধৃত হইয়াছে।

১১। আবদুল মালী—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ১টি পদ মু. ক. প. হইতে গৃহীত।

১২। আবদুল্লা—কবি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ১টি পদ শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

১৩। আবাল ফকির—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ১টি পদ ব্র. ৩ হইতে গৃহীত।

১৪। আবুল হুছন—ইনি শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার 'পাগলা'র অন্তর্গত রাঙ্গিরচর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ১৬টি গান সংবলিত 'পিরিতের ঢেউ' হইতে ৬টি গান গৃহীত হইয়াছে। কবি হুলালি পরগণার অন্তর্গত খাসিকাহন নিবাসী 'সাহা জানউল্লা' পীর সাহেবের শিষ্য ছিলেন। যথা—'আবুল হুছনের বাণী জানউল্লা গুরুজানি খাসিকাহন পরগণা হুলালী।' ['পিরিতের ঢেউ,' পৃ ১]

১৫। আমান—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি ব্র. ৪ হইতে সংগৃহীত।

১৬। আশ্বর আলী—কবি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। ইহার রচিত পদটি শ্রী. লো. স. হইতে সংগৃহীত।

১৭। আরকুম—ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত 'খিত্তা' পরগণার 'ধরাধরপুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ফকিরী গ্রহণ করিয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। যথা—'ভিক্ষার ফকিরী লইয়া ফিরি ঠাই ঠাই' (হকিকতে পিতারা পৃ ৬৬) ইহার মুর্শিদে নাম ছিল 'সাহা আবদুল লতিফ' যথা—

'হজরত সাহা আবদুল লতিফ নিজের বেসাত দিয়া

পাগল আরকুমের নোকা দিয়া ছইন ভাসাইয়া।' ('হকিকতে পিতারা,' পৃ ৩১)

ইহার রচিত ‘হকিকতে সিতারা’ হইতে ১৮টি গান গৃহীত হইয়াছে।

১৮। আলাওল—ইনি ফরিদপুর জেলার ‘কতেয়াবাদ’ পরগণার ‘জালাল-পুর’ নামক স্থানের অধিপতি মজলিস কুতুবের একজন সচিব পুত্র ছিলেন। যথা—‘মজলিস কুতুব এই রাজ্যের ঈশ্বর। তাহান অমাত্যস্বত মুঞি সে পামর।’ (সয়ফুল মলুক) আলাওলের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ‘পদ্মাবতী’। ইহা প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি ‘মাসিক মোহাম্মদ জয়সী’ প্রণীত ‘পদ্মাবত’ কাব্যের বঙ্গানুবাদ। ইহা ১৬৫১ খ্রীঃ অনুদিত হয়। পদ্মাবতী ব্যতীত ইহার রচিত ও অনুদিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থের সন্ধান জানা যাইতেছে। যথা—
 (১) দৌলতকাজীর অসম্পূর্ণ রচনা সতী ময়নার উত্তরাংশ—১৬৫৮ খ্রীঃ।
 (২) ফারসী সয়ফুল মলুক বদৌউজ্জামাল গ্রন্থের প্রথমাংশের বঙ্গানুবাদ—১৬৫৯ খ্রীঃ; ঐ শেষাংশের অঙ্গুবাদ ১৬৬৯ খ্রীঃ; (৩) পারসিক মহাকবি ‘নেজামী গজনবী’ রচিত ‘হস্তপয়করের’ বঙ্গানুবাদ ১৬৬০ খ্রীঃ; (৪) পারসিক কবি ‘হউসক গদার’ ‘তোহফা’ বা তব্বোপদেশ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ—১৬৬৪ খ্রীঃ; (৫) পারসিক মহাকবি ‘নেজামী গজনবী’ রচিত ‘সেকান্দর নামার’ বঙ্গানুবাদ—১৬৭১ খ্রীঃ। এতদ্ব্যতীত কবি রাধাকৃষ্ণ লীলাপ্রসন্ন মুক্ত কয়েকটি গান রচনা করেন। ১৩টি গান বর্তমান সংকলনে গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪টি ব্র. ৪, ৬টি মু. ক. প. এবং ৩টি মু. ক. প. ও ম. বা. গী. হইতে উদ্ধৃত। এই গান কয়টিতে ‘কতেখানি’ (১৮১৫, ১৮১৭) ‘মাগন’ (১৮১১, ১৮১৮), ‘মোহাম্মদ খান’ (১৮১২) এর উল্লেখ আছে।

(১৯) আলিমদ্দিন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ ব্র. ৩. হইতে গৃহীত।

(২০) আলিরাজা—ইনি চট্টগ্রাম জেলার ‘বাশখালি’ থানার অন্তর্গত ‘ওশখাইন’ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি সাধারণতঃ ‘কাহু ককির’ নামে প্রসিদ্ধ। ইহার গুরু নাম ছিল ‘কেয়ামদ্দিন’। বর্তমান সংকলনে উদ্ধৃত ৪৭টি গানের মধ্যে ১১, ২৫, ৩৪ ও ৪৪ সংখ্যক গানে গুরু সাহা কেয়ামদ্দিনের সম্বন্ধ উল্লেখ আছে। যথা :—‘সাহা কেয়ামদ্দিন গুরু বংশীনাতে বস। আলিরাজা কহে বাশী অমূল্য পরশ।’ [২০।৪৪] উদ্ধৃত ৪৭টি গানের মধ্যে ৪৪টি ব্র. ২, একটি কবিতা ‘তমিম গোলাল চতুর্ন ছিলাল’, মু. ক. প. এবং ‘আলো’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার রচিত ২টি শ্রামসঙ্গীত ব্র. ২ গ্রন্থে মুদ্রিত। ইহার রচিত নিম্নলিখিত কয়খানি গ্রন্থের সংবাদ জানা যাইতেছে। [১] ‘ধ্যানমালা’

—সঙ্গীত গ্রন্থ, ইহাতে বিভিন্ন রাগরাগিনী ও তালের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিভিন্ন কবির এবং স্থলভেদে স্বরচিত এক একটি গীত উদ্ধৃত হইয়াছে। [২] 'সিরাজ কুলুপ'—দরবেশী গ্রন্থ। [৩] 'জ্ঞানসাগর'—দরবেশী গ্রন্থ; [৪] 'যোগকালন্দর'—তান্ত্রিক-মতের গ্রন্থ; এবং [৫] 'বটচক্রভেদ'। ইহার দুই গুত্র ও শিষ্ট 'এর্শাছল্লা' ও 'সক'তোলা' রচিত সঙ্গীত বর্তমান সংকলনে গৃহীত হইয়াছে।

২১। আলী মিঞা—ইনি চট্টগ্রাম জেলার 'সুলতানপুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ১টি পদ ব্র. ৪ হইতে গৃহীত।

২২। আসরফ আলী—ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত 'আখালিয়া' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত একটি গান—'সামছুল ইছলাম আসিকে বারাম' গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

২৩। ইছাক—কবি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ১টি পদ শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

২৪। ইয়াছিন—কবি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। তাঁহার রচিত দুইটি পদ শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

২৫। ইরকান—কবি শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ১টি গান 'রাগ বাউল' ১ম ভাগ হইতে গৃহীত।

২৬। ইরপান—ইনি কাছাড় জেলার 'উদারবন্ধ'-এর অধীনস্থ 'লাঠি' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ৩১টি গান সম্বলিত 'মারীফতি উদাস বাউল' গ্রন্থ হইতে ৫টি এবং শ্রী. লো. স. হইতে ১টি মোট ৬টি গান বর্তমান সংকলনে গৃহীত।

২৭। উছমান—ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত 'ঢাকাদক্ষিণ' পরগণার 'সু নামপুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত 'হকিকতে মারীফত' গ্রন্থ হইতে ৪টি গান গৃহীত হইয়াছে। কবি নিজের পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলিতেছেন—'পিতার নাম মহাম্মদ আচিম জানিবায়।

ঢাকাদক্ষিণ পরগণায় ঠিকানা আমার।

থানা গোপালগঞ্জ জানি শ্রীহট্ট মহর।

সু নামপুর মোজায় জানি গরীবের ঘর।' ['হকিকতে মারীফত, পৃ. ৩৯']

২৮। উদাসী [ইব্রিছ আলী]—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ৩টি গান বাংলারশক্তি পত্রিকা হইতে গৃহীত।

২৯। উম্মর পাগল—ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত পরগণা ‘বাদে কুমড়ি সাইলের’ (চুড়খাই) ‘খারাতরা’ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ‘এস্বের বাগান’ গ্রন্থ হইতে ৬টি পদ গৃহীত হইয়াছে।

৩০। এবাদোলা—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ১টি পদ ব্র. ৩ হইতে গৃহীত।

৩১। এশাছল্লা—ইনি কবি আলিরাজার পুত্র, নিবাস ‘ওশখাইন’, অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদের করি। ইনি পিতার নিকট দীক্ষিত, ইহার রচিত ৬টি পদ মূ. ক. প. তে প্রকাশিত। তন্মধ্য হইতে ১টি পদ এই সংকলনে গৃহীত।

‘আলীরাজা পায়ে তাহার নন্দ ভণএ’ (পদ সং ৩৭৫)।

‘আলিরাজা গুরু পন্থের তরু।’ (পদ সং ৩৭৪)।

৩২। ওয়াতির—কবি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। তাহার রচিত একটা গান শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

৩৩। ওহাব ফকির—এই নামের দুইজন কবির মোট ৫টি পদ পাইতেছি ; [ক] একজন চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত ‘হাওলা’ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ২টি পদ ব্র. ৪ হইতে গৃহীত হইয়াছে। [খ] অপর কবি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার ‘গোলাপগঞ্জ’ থানার অন্তর্গত ‘বরায়া’ পরগণার ‘ফুলবাড়ী’ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ‘হাসনতারগ’ ও ‘ভবতারগ’ নামক দুইখানি সঙ্গীত গ্রন্থের সন্ধান জানা যায়। প্রথম গ্রন্থ-খানি মুদ্রিত হইয়াছে। ইনি ‘আবদুল কাদির’ নামক জনৈক পীরের শিষ্য ছিলেন। বথা—‘আবদুল কাদিরের বালক ত্রিভুগতে নাই লখ রহিলু কেবল মুর্শিদের দিকে চাইয়া।’ (‘হাসন তারগ’ পৃ ২)। একটি পদ ‘রাগ মারিকত’ হইতে এবং ২টি শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

৩৪। কবীর—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ ‘গৌরপদ তরঙ্গিনী’ গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। ঐ পাদটি পরবর্তী বহু সংকলনে স্থান পাইয়াছে। ‘কবীর’ ও ‘শেখ কবির’কে কেহ কেহ অভিন্ন মনে করেন।

৩৫। কমর আলী—ইনি চট্টগ্রাম জেলার ‘পটিয়া’ থানার অন্তর্গত ‘করুল-ডেঙ্গা’ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি সঙ্গীতজ্ঞ, স্বদেশবাসী হাড়িদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। ইহার রচিত ১৫টি পদ এবং ‘রাধার সংবাদ স্বতুর বারমাস’ শীর্ষক বারমাসীটি ব্র. ৪ হইতে গৃহীত। এতদ্ব্যতীত মূ. ক. প. হইতে ৫টি অর্থাৎ মোট ২১টি গান এই সংকলনে গৃহীত হইয়াছে।

৩৬। কাঞ্চি শা—কবি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। ইহার রচিত একটি পদ শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

৩৭। কাছ শা ককির—কবি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। ইহার রচিত একটি পদ শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

৩৮। কালা শা [ওরফে আবদুল রজ্জাক]—ইনি শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত 'আতুয়াজান' পরগণার 'ধাইপুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত 'রত্নসাগর' হইতে ৮টি পদ গৃহীত হইয়াছে।

৩৯। কালীপ্রসন্ন [মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন]—ইনি কলিকাতার শিয়ালদহের অধিবাসী ছিলেন। ইহার সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে পরমার্থ ভাবপূর্ণ বহু শাক্ত ও বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়া ইনি পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক 'কালী প্রসন্ন' উপাধিতে ভূষিত হন। 'কালীপ্রসন্ন' নামটি এখানে মহাশক্তির প্রসন্নতার স্বযোগ্য পাত্র হিসাবেই মুন্সী সাহেবের উপর প্রযুক্ত হইয়াছে। মুন্সী সাহেবের এই নূতন নাম গ্রহণের পরে রচিত সকল গানে 'কালীপ্রসন্ন' ভণিতা দৃষ্ট হয়। এই সংকলনে 'বাঙ্গালীর গান' হইতে ২টি পদ গৃহীত হইয়াছে।

৪০। কাসিম—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ৫টি গান মু. ক. প. গ্রন্থে আছে। ২টি গান বর্তমান সংকলনে গৃহীত হইয়াছে।

৪১। খতিশা [ওরফে—আবদুল মজিদ]—ইনি শ্রীহট্ট জেলার 'মুন্সী বাজারের' অন্তর্গত 'বলরামপুরের' অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত 'আসিক নামা' হইতে একটি গান গৃহীত হইয়াছে। কবি স্বরচিত সঙ্গীতের ভণিতায় সর্বত্র নিজেকে 'খতিশা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—'অধমের তখল্লুছী নাম জান খতি। খাতায় নিম্ন মুই পাতকীর মন। খতিশা রাখিছ নাম তাহার কারণ।' ['আসিক নামা' পৃ ১] কবি নিজ ঠিকানা নিম্নোক্ত রূপ নির্দেশ করিয়াছেন—'ঠিকানা জানিও মোর বলরামপুর। পোষ্টাকিস্ মুন্সীবাজার সোয়া মাইল দূর। শ্রীহট্ট জিলার মাঝে কমলগঞ্জ থানা। ভানুগাছ স্টেশন তথায় পরগণা।' ['আসিকনামা', পৃ ১]

৪২। খলিল—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি গান 'রাগমারিকং প্রথম ভাগ' হইতে গৃহীত। ইহার রচিত 'চন্দ্রমুখী' নামক পুস্তকে মিশর রাজপুত্র 'গোল সুনাতুর' ও গন্ধর্ব রাজকন্যা চন্দ্রমুখীর প্রেম কাহিনী বর্ণিত

হইয়াছে। এই গ্রন্থের শেষে ইহার কয়েকটি বাউল, লাচাড়ী ও ধামালী গান মুদ্রিত হইয়াছে। ইনি সম্ভবতঃ শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন।

৪৩। খাতাশা ককির—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ১টি গান ‘রাগ বাউল, প্রথম ভাগ’ হইতে গৃহীত।

৪৪। গণাইশা ককির—কবি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। তাঁহার রচিত একটি গান শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

৪৫। গয়াজ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ২টি পদ ব্র. ৪ গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

৪৬। গয়াস—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ২টি পদ বর্তমান সংকলনে একটি মূ. ক. প. এবং অপরটি ব্র. ৪ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

৪৭। গরিব খাঁ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি ‘বিজ্ঞাপতি চণ্ডীদাস’ গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

৪৮। গোলাম হুছন [ক]—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত কয়েকটি মঙ্গীত ‘শ্রীহট্ট মুসলিম সাহিত্য সংসদে’ রক্ষিত হস্তলিখিত ‘গীত সংগ্রহ’ গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। এই কবি সম্ভবতঃ শ্রীলট্টবাসী ছিলেন।

৪৯। গোলাম হুছন [খ]—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত কয়েকটি গান ‘আরাহন’ পত্রিকার দুইটি প্রবন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রাচীন অসমীয়া ও বাংলা প্রায় অভিন্ন। এই গানের ভাষা বাংলা কি অসমীয়া স্থির করিতে না পারিয়া গান সংগ্রাহক ইহার ভাষা নির্ণয়ের দায়িত্ব বিশেষজ্ঞদের উপর অর্পণ করিয়াছেন। এই গানের ভাষা আমার নিকট বাংলা বলিয়াই অহমিত হইয়াছে। ইহার একটি গান বর্তমান সংকলনে উদ্ধৃত হইল। তুল—‘কিন্তু গীতের মাজত হরি, রাম, কানাই আদি নামের সংযোগ আছে। পুথিখনির লিখক কোনোবা বঙ্গালী নে অসমীয়া মানুহ, বা এই পুথিখনি পুরণি অসমীয়া ঠাচত লিখানে বঙ্গালী ঠাচত লিখা তাক বিশেষজ্ঞ সকলে নির্ণয় করিব। [‘অসমীয়া মুসলমানী পুথি’—ছাহ ছৈয়দ হাছান আলী লিখিত, ‘আরাহন’, আঘোন ১৮৫৪ শক, পৃ ২২০—২৪।

৫০। চাঁদকাজী—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ পাওয়া গিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে, যে কাজী শ্রীচৈতন্য দেবের কীর্তন নিবারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ছিল চাঁদকাজী। কিন্তু ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহার মতে কীর্তন নিবারণ কাজীর নাম গোরাই কাজী।

৫১। চামারু—ইহার রচিত পদটি মূ. ক. প. হইতে গৃহীত। ইহার হস্তলিখিত একাধিক পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সৈয়দ হুলতানের 'নবীবাংশের' একখানি পাণ্ডুলিপির নানা স্থানে ইনি নিজের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া গিয়াছেন। 'লিখিতং শ্রীচামারু পণ্ডিত সং হুলতানপুর।'

৫২। চাম্পাগাজী—ইনি চট্টগ্রাম জেলার 'শটিয়া' থানার অন্তর্গত 'ছতরপটুয়া' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত 'রাগনামা,' 'তালনামা' প্রভৃতি গ্রন্থে সঙ্গীতজ্ঞ এই কবির ভণিতাব্যুক্ত কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে। ইহার পিতার নাম 'আবহুল কাদের'। তুল—'আবহুল কাদের স্ত্রী চাম্পাগাজী ভণে।' ইহার রচিত ২টি পদ ব্র. ৪. এবং একটি পদ মূ. ক. প. হইতে গৃহীত।

৫৩। ছহিকা ককির—কবি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। তাঁহার রচিত গানটি শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

৫৪। ছহিকা বাহু—শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার 'রামপাশা' গ্রামে ইহার বাস। ইনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ মরমীকবি হাছিনরজা সাহেবের বৈমায়েয় ভগিনী ছিলেন। হাজী ছহিকা বিরিকে শ্রীহট্টের প্রথম মুসলমান মহিলা কবি বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। শ্রীহট্ট শহরের 'কুয়ারপার' মহল্লায় এই মহিলার বসতবাটা ছিল। তাঁহার রচিত 'ছহিকা সঙ্গীত' ১৩১৪ বাং প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার রচিত ২টি পদ এই সংকলনে গৃহীত।

৫৫। ছাওয়াল শা [ওরফে মহম্মদ রমজান আলী]—ইনি শ্রীহট্ট জেলার 'গদাছননগর' পরগণার অন্তর্গত 'বাঘারুক' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত 'তরিকতে হকানী' হইতে ২টি গান এই সংকলনে গৃহীত।

৫৬। জঙ্গলিয়া মস্তান—কবি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। তাঁহার রচিত গানটি শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

৫৭। জবান আলী ফকির—ইনি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। ইহার রচিত গানটি শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

৫৮। জামাদ আলী ফকির—ইনি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। ইহার রচিত গানটি শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

৫৯। জাহির আলী পাগল—ইনি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। ইহার রচিত গানটি শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

৬০। জালালউদ্দীন—ইনি ময়মনসিংহ জেলার পোষ্টাকিস 'আওজিয়ার'

অন্তর্গত 'সিংহের গাও' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত কয়েকটি বাউল সঙ্গীত প্রবর্তক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৬১। জালালউদ্দীন—পরিচয় অজ্ঞাত। বাংলা একাডেমী পত্রিকার একটি প্রবন্ধ হইতে গানটি গৃহীত।

৬২। তন্না [ইব্রাহিম]—ইনি শ্রীহট্ট জেলার 'কানাই ঘাট' পোষ্টাফিসের অন্তর্গত 'বাড়ই আইল' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ৬১ বৎসর বয়সে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের শেষ শুক্রবার মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার পুত্র ছিদ্দিকুর রহমান সাহেব সংকলিত ৩৫টি পদযুক্ত 'স্বরের স্বকার' হইতে ৭টি পদ বর্তমান সংকলনে গৃহীত। স্বরের স্বকারের ভূমিকা হইতে জানা যায় যে কবির রচিত গানের সংখ্যা মোট ৩০১টি। তন্না—তুফা শব্দজাত। এই কবির অধিকাংশ সঙ্গীতের মধ্যে ভগবানকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা বা তুফাই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

৬৩। তুফানদ্দিন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি 'সন্মিলন' ১৩২৪ ভাদ্র-আখিন সংখ্যা হইতে গৃহীত।

৬৪। দানেশ—ইহার রচিত পদটি মু. ক. প. হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইনি এবং 'রাগমালা' রচয়িতা 'কাজী দানেশ' অভিন্ন কিনা বিচার সাপেক্ষ। কাজী দানেশের উল্লেখ তাহার সমসাময়িক কবি মোহাম্মদ মুকিমের রচনায় আছে, যথা—'ঈদানিশ কাজী পদ প্রণমিয়া'। কাজী দানেশের অন্ত্যতম শিষ্য পদকার বঙ্গা আলী।

৬৪ (ক)। ছবিনশা—ইনি সম্ভবতঃ শ্রীহট্টের কবি। 'মোক্ষদা সংগ্রহে' রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে ইহার রচিত কয়েকটি গান আছে। বর্তমান সংকলনে ৬টি গান গৃহীত হইয়াছে।

৬৫। ছলামিঞা—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি ব্র. ৪ হইতে গৃহীত।

৬৬। দৈখুয়া [ওরফে মুনিবউদ্দিন]—ইনি শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত 'বাহাদুরপুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি শ্রীহট্ট অঞ্চলে সাধক ও কবিরূপে শ্রদ্ধা পাইয়া আসিতেছেন। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয় 'প্রভাত' পত্রিকার ১৩১৮ বাং বার্ষিক সংখ্যায় ইহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার রচিত ২টি পদ বর্তমান সংকলনে গৃহীত হইয়াছে। উভয় পদই 'শিক্ষাসেবক' পত্রিকার ১৩৩০ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।



৬৭। নওয়াজিস—ইনি চট্টগ্রাম জেলার 'সাতকানিয়া' থানার 'সুখছড়ি' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার পিতার নাম মোহাম্মদ এয়ার। ইহার রচিত 'ওলেবকাউলি', 'জরওয়ার সিংহ', 'পাঠান প্রশংসা', 'হোসেন নৃপতির কীর্তি' প্রভৃতি পুথি পাওয়া গিয়াছে। তদ্রচিত 'ওলেবকাউলিতে' আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ইনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। ইহার রচনায় আলাওলের সম্ভ্রম উল্লেখ আছে। ইহার রচিত ৮টি গান মু. ক. প. তে গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক, অপরটি কালী সঙ্গীত। রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ যুক্ত গানটিই বর্তমান সঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছে।

৬৮। নজর পাগল—ইনি শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত একটি গান শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত হইয়াছে।

৬৯। নজর মোহাম্মদ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ১টি পদ মু. ক. প. হইতে গৃহীত।

৭০। নজির—ইনি কাছাড় জেলার অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত গান দুইটি 'রাগ মারিকত প্রথম ভাগ' হইতে গৃহীত।

৭১। নশীর মামুদ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার ১টি পদ 'পদকল্পতরু' এবং অপর পদটি রমণীমোহন মল্লিকের 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' হইতে গৃহীত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে ইনি বঙ্গের নরপতি হোসেন সাহের পুত্র নসরৎ সাহ।

৭২। নাকিস্ত—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহা কাহারও নাম নহে। কবি নিজ নাম ব্যবহারের পরিবর্তে বিনয় সূচক 'নাকিস্ত' অর্থাৎ 'অধম' শব্দের দ্বারা নিজেকে অভিহিত করিয়াছেন। 'নাকিস্ত' ভণিতা যুক্ত একটি গান 'রাগ মারিকত' প্রথম ভাগ হইতে গৃহীত।

৭৩। নাছির—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ২টি গান ব্রজহন্দর সান্ত্বালের ব্র.৩ হইতে বর্তমান সঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছে। সান্ত্বাল মহাশয় নাছির, নাছির মহাম্মদ ও নশীর মামুদকে একই কবি বলিয়া অহুমান করিয়াছেন। তাঁহার মতে—"নশির' ও 'নাছির' নামদ্বয়ে কেহ পার্থক্য কল্পনা করিয়া ভ্রমে পতিত হইবেন না। উচ্চারণভেদই এই পার্থক্যের হেতু। এই দুই কবিকে অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিবার কোন প্রমাণ নাই সত্য, কিন্তু রচনা প্রণালী লক্ষ্য করিলে এই দুইজনকে এক বলিয়া ধারণা না করিয়া পারা যায় না।" বর্তমান সঙ্কলনে নাছির, নাছিরদ্দিন ও নাছির মোহাম্মদকে পৃথক কবি রূপেই

নির্দেশ করা হইল। তদ্রূপ নাসির, নাসিরুদ্দিন, নাসির মোহাম্মদকে পৃথক কবি রূপেই চিহ্নিত করা হইয়াছে। এই সকল সঙ্গীতের মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি নাই বাহার জন্য সকল সঙ্গীত রচয়িতাকে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। নশীর মামুদের—‘ধেহু সঙ্গে গোঠে রঙ্গে’ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদটি চট্টগ্রামে পাওয়া যায় নাই। রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় যে পদটি পাইয়াছেন, তাহাও চট্টগ্রামের কোন পুঁথিতে নাই। এমতাবস্থায় নশীর মামুদও চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত নাছির ও নাছির মহম্মদকে এক ও অভিন্ন মনে না করিবার পক্ষে যুক্তি মিলিতেছে। কবি নাছির একটি পদে নিজেকে ‘এতিম’ ও অপরটিতে ‘ফাজিল’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

৭৪। নাছিরুদ্দিন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ২টি পদ ব্র. ৩ হইতে গৃহীত।

৭৫। নাছির মহম্মদ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ৪টি পদ ব্র. ৩ হইতে গৃহীত।

৭৬। নাসির—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ২টি পদ মু. ক. প. হইতে গৃহীত।

৭৭। নাসিরুদ্দিন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ১টি পদ মু. ক. প. হইতে গৃহীত।

৭৮। নাসির মোহাম্মদ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ৩টি পদ মু. ক. প. হইতে গৃহীত। ‘নশীর মামুদ’ বা ‘নাসির মামুদ’—পৃথক কবি সন্দেহ নাই। কিন্তু নাছির, নাসির; নাছিরুদ্দিন, নাসিরুদ্দিন; নাছির মহম্মদ, নাসির মোহাম্মদ—এই ৬ রকম ভণিতা যুক্ত পদ সমূহ এক বা একাধিক কবির রচিত তাহা যুক্তি সহ নির্দেশের দায়িত্ব ভাবী গবেষকদের উপর ছাপ্ত রহিল।

৭৯। নিয়ামত হোসন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি ‘রাগ মারিকত’ প্রথম ভাগ হইতে গৃহীত।

৮০। নেমত হোসন—ইনি দক্ষিণ ঐহট্ট মহকুমার ‘রাজনগর’ থানার অন্তর্গত ‘ইটা’ পরগণার ‘হুগাঁও’ মাজার অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত পদটি ‘রাগ মারিকত’ প্রথম ভাগ হইতে গৃহীত।

৮১। পাগল কানাই—আনুমানিক ১৮১০ হইতে ১৮২০ খ্রীঃ মধ্যে কোন

এক সময় কবি পাগলা কানাই যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার সদর থানার অন্তর্গত 'বেঁরবাড়ী' গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। কবির পিতা 'কুড়ান শেখ' ছিলেন একজন গরীব কৃষক। কবি গ্রামের মক্তবে কিছু দিন পড়িয়া ছিলেন—

‘লেখাপড়া শিখবো বলে পড়তে গেলাম মক্তবে

পাগলা ছোড়ার হবে না কিছু ঠাট্টা করে কয় হবে।’

কবি প্রথম জীবনে কিছুদিন ‘আঠার খাদার’ চক্রবর্তীদের ‘বেঁরবাড়ীস্থ’ নীলকুঠিতে ২ টাকা বেতনে খালাসীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বংশ বা অস্ত গোত্র ছিল না। থাকিবার মধ্যে ছিল হৃদয়ে কবিত্ব, মুখে মিষ্টি কথা, কণ্ঠে পাণ্ডিত্যের স্বর আর চরিত্রে অপূর্ব বিনয়শীলতা। তাঁহার হিন্দু মুসলমানে ভেদজ্ঞান ছিল না, সর্বত্র সমদৃষ্টি ছিল। কবির একটি গানে ‘ককির নয়ান’ নামক তাঁহার ওস্তাদের উল্লেখ আছে। যশোহর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, খুলনা, পাবনা, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় তাঁহার বহু শিষ্য ও ভক্ত ছিল। কবি পাগলা কানাই লালন শাহের সমসাময়িক ছিলেন। ইহার মৃত্যু সম্ভবতঃ ১৮৯০-৯৫ খ্রী. মধ্যে হইয়াছিল। ইহার রচিত ২৪০টি গান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ১৩টি গান রাধাকৃষ্ণ লীলাঙ্গনসঙ্গ যুক্ত।

৮২। পাঞ্জ—ইনি যশোহর জেলার ‘শৈলকুপা’ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা খাদেম আলী খোন্দকার, ইনি স্ত্রী ও পুত্র পাঞ্জশাহ সহ নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া যশোহর জেলার ‘হরিণাকুণ্ড’ থানার অধীন ‘হরিশপুর’ গ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করেন। পাঞ্জশাহ উক্ত গ্রামের হেরাজতুল্ল্যা খোন্দকার নামক জনৈক সূফীপন্থী সাধুর নিকট দীক্ষিত হন। পাঞ্জশাহ রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ ‘ইন্দি ছাদেকী গহর’। ইহার রচিত ৫৫টি গান ‘বাংলার বাউল ও বাউল গান’ শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৬টি গান বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। ইনি ১৩২১ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

৮৩। পিয়াশা ঠাকুর—কবি শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী ছিলেন। উক্ত গানটি শ্রী. লো. স. হইতে সংগৃহীত।

৮৪। পীর মোহাম্মদ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ ব্র. ৪ হইতে এবং অপরটি মু. ক. প. হইতে গৃহীত।

৮৫। ফএজর রহমান—ইনি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত ‘জঙ্গলখাইন’ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার পিতার নাম আম্মান আলী।

ইহার রচিত ‘গোলশনে বাহার’ গ্রন্থ তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গোল মোহাম্মদ হাবিকুলবকর চৌধুরী কর্তৃক ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে গ্রন্থ রচনাকাল সাংকেতিক ভাষায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—‘বাণ বামে গ্রন্থ স্থিতি ভুজ বামে নিশাপতি বাংলা এই সন বিরচিত’ [১২২৫ বাং]। [‘গোলশনে বাহার’, পৃ ১৫] ইহার রচিত ২টি গান এই গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে।

৮৬। ফকীরশাহ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি মূ. ক. প. হইতে গৃহীত।

৮৭। ফজলউদ্দিন—ইনি শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ‘জগন্নাথপুর’ থানার ‘তেঘরিয়া’ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার এবং ‘ফজলুর রহমান’ ও ‘সুনামিয়া পীর সাহেব’ রচিত ‘হজরত শাহ ছিদ্দেক তবকাতী ও হজরত শাহ ইসমাইল তবকাতীর জীবন চরিত’ গ্রন্থ হইতে ৪টি পদ গৃহীত হইয়াছে।

৮৮। ফজললহক সিকদার—ইনি ত্রিপুরা জেলার ‘নন্দলাল’ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ৫০টি গজল সম্বলিত ‘মহাম্মদী এস্কে ভাগার’ হইতে ৩টি গান গৃহীত হইয়াছে। কবির সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় এইরূপ :—

সোন খোড়া অধিনের কিছু হাল। ত্রিপুরা জিলার বিচে নন্দলাল।

নন্দলালে বসতবাটি গুণধাম। মহাম্মদ ফজলল হক হয় নাম।

[মহাম্মদী এস্কে ভাগার, পৃ ১]

৮৯। কতন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ রমণীমোহন মল্লিকের ‘মুসলমান বৈষ্ণব কবি’ এবং অপরটি ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকা হইতে গৃহীত।

৯০। কতে খান—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি গান ‘সংঘলন’ পত্রিকা হইতে গৃহীত। কবি তাঁহার পীর ‘সাহা ছুলতানে’র নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে এব্রাহিম খান নামক জনৈক ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :—

‘কহে কতে খানে সখি উপায় আছএ নাকি শ্রীযুত এব্রাহিম খান।

ভব কল্লতরু জানিহ আঁকার পির মির সাহা ছুলতান।’

৯১। করমুজ—ইনি শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত পদটি শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

৯২। ফাজিল—ইনি শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত পদটি শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

৯৩। বক্সা আলী—ইনি চট্টগ্রাম জেলার ‘বাশখালি’ থানার অন্তর্গত

'ডিমরোল' নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার পিতার নাম 'মোহাম্মদ হারি পণ্ডিত', কবি হারি পণ্ডিত রচিত 'জৈগুণের বারমান' 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় ১ম বর্ষের ৩য় সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল। বঙ্গা আলী ১১৭৪ মঘী সন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহার রচিত পদটি ব্র. ৪ হইতে গৃহীত।

২৪। বদিয়েজ্জমা—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি মু. ক. প. হইতে গৃহীত।

২৫। বদিয়েজ্জিন—ইনি চট্টগ্রাম জেলার 'পটিয়া' থানার অন্তর্গত 'বাহুলী' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি 'খোন্দকার ও কাজী' বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার রচিত 'কতেমার ছুরংনামা' ও 'চিস্তাইমান' নামক গ্রন্থদ্বয় পাওয়া গিয়াছে। ইহার পুত্রের নাম 'আমান শাহ কাজী'। ইনি একজন বিখ্যাত ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। ইহার রচিত পদটি ব্র. ১ হইতে গৃহীত।

২৬। বহরাম—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ৪টি পদ মু. ক. প. ত মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটি বর্তমান সঙ্কলনে গৃহীত।

২৭। বাহু শা—ইনি শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত পদটি শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

২৮। বুরহানী [ওরফে নজির হোসেন]—ইনি শ্রীহট্ট জেলার 'শু নামগঞ্জ' মহকুমার 'পাথারিয়া' পরগণার 'বড়খল' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ৭১টি গান সম্বলিত 'এক্কে গোলজার' হইতে ৮টি গান গৃহীত হইয়াছে। কবির মুর্শিদে নাম ছিল 'বুরহানউদ্দিন'। কবি সংক্ষেপে নিম্নোক্তরূপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন—

'নাজির হোসেন নাম জানিবার আমার। বুরহানী নামেতে গান করিছ প্রচার ॥
বুরহানউদ্দিন মেরা মুর্শিদে নাম। তিনি হইতে পাইছ বাহা হেকমত কালাম ॥'

[এক্কে গোলজার, পৃ ২]

অন্যত্র—'নাজির হোসেন যেই কবির বুরহানী সেই। দুই নামেতে একজনেতে

খেলিছে প্রেমের লাই।' [পদমঞ্জুবা, ২৮। ৭। ১৪৫]

২৯। ভেলা শা ফকির—ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার 'বালাগঞ্জ' থানার এক ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার রচিত 'খবর নিশান' নামক এক গান ও ধর্মবিষয়ক গ্রন্থের সংবাদ জানা গিয়াছে। ['আল্ ইসলাহ', ৭ম বর্ষ, ২য় সং, পৃ ৫৬] ইহার রচিত ১১টি গান এই সঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছে।

১০০। মহনতাজ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ ‘সন্মিলন’ পত্রিকা হইতে গৃহীত।

১০১। মজাহিদ চান্দ—কবি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ৩টি গান শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

১০২। মতাহির—ইনি শ্রীহট্ট জেলার ‘বদরপুর’ নিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ‘হৃদয় বীণা’ হইতে একটি গান গৃহীত হইয়াছে।

১০৩। মদন শা—ইনি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ৩টি গান শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

১০৪। মনকর—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত গানটি ‘বাঙলা একাডেমী পত্রিকা’ হইতে গৃহীত।

১০৫। মনোহর—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ১টি পদ ব্র. ৪ হইতে এবং অপরটি মূ. ক. প. হইতে গৃহীত। ব্র. ৪ এ উদ্ধৃত পদটি চট্টগ্রামে পাওয়া গিয়াছে। ‘মনোহর’ নাম হিন্দু কবির হওয়াও সম্ভব বিবেচনা করিয়া ব্র. ৪ সম্বলয়িতা ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় এই পদের পাদটীকায় নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন—‘মনোহর নাম হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির মধ্যেই বর্তমান আছে বটে, কিন্তু চট্টগ্রামে মুসলমান কবির প্রাধান্ত ও তৎসমাজে এই নামের ভূরি প্রচলন দেখিয়া আমরা এই পদকর্তা মনোহরকে মুসলমান কবি রূপেই গ্রহণ করিলাম।’

১০৬। মনোঅর (মহুঅর)—পরিচয় অজ্ঞাত। মহুঅর ভণিতা যুক্ত ৩টি পদ এবং মনোঅর ভণিতা যুক্ত ৪টি পদ ভারতবর্ষ পত্রিকার ২টি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ‘মনোঅর’ ভণিতা যুক্ত একটি পদে কবি তাঁহার গুরু আনন্দিনের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—‘সাহা আনন্দিন ছো পছ প্রবিণ দেখি আনন্দ পরাণ।’ [পদমঞ্জুষা, ১০৬২। ১৫৪] ‘মনোঅরের’ অনুরূপ ‘আছন্দিনের’ গুরুও ‘আনন্দিন’। উভয় কবি এক গুরুর শিষ্য হইলে ইহারা সমকালবর্তী অনুমান করা যাইতে পারে। উচ্চারণ বিকৃতিতে ‘মনোঅর’ ‘মহুঅর’ হওয়া বিচিত্র নহে মনে করিয়া এই দুই রকম ভণিতা যুক্ত পদ একই কবির পদরূপে নির্দেশ করা হইল। ‘মনোঅর’ ও ‘মহুঅর’ যে পৃথক কবি হইতে পারেন না এমন কথাও বলা শক্ত। সেইজন্য দুই কবির পার্থক্যজ্ঞাপক প্রমাণ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত ইহাদিগকে এক কবি রূপেই গ্রহণ করা গেল।

১০৭। মতুজা গাজী—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ২টি পদের

মধ্যে একটি 'ভারতবর্ষ', অপরটি মূ. ক. প. হইতে গৃহীত। কেহ কেহ গাজী ও মৈয়দ ভণিতা যুক্ত পদ একই কবির রচনা বলিয়া অনুমান করেন।

১০৮। মিয়াধন—ইনি শ্রীহট্ট জেলার 'মৌলবী বাজার' মহকুমার অন্তর্গত 'লংলা' পরগণার 'জাবেদা' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ১২টি গান সম্বলিত 'নূতন প্রেমভাণ্ডার' হইতে ১৫টি গান বর্তমান সঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছে। কবি অধিকাংশ পদে (৮টিতে) 'পাগল মিয়াধন' ভণিতা দিয়াছেন। কবির নিম্নোক্ত উক্তি হইতে তিনি লেখাপড়া বিশেষ জানিতেন না বলিয়াই মনে হয়—'আমিও নাদান বন্দা কমিনা। লেখাপড়া কিছু আমি জানি না।' [নূতন প্রেম ভাণ্ডার, পৃ ২]।

১০৯। মীর কয়জুল্লা—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ৩টি পদ ব্র. ও এবং 'ভারতবর্ষ', 'সন্মিলন' ও মূ. ক. প. হইতে একটি করিয়া মোট ৬টি পদ গৃহীত হইয়াছে।

১১০। মীর্জা কাদ্রালী—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ১টি পদ ব্র. ও হইতে, 'সন্মিলন' পত্রিকা ও মূ. ক. প. হইতে ২টি করিয়া মোট ৩টি পদ গৃহীত হইয়াছে।

১১১। মীর্জা কএজুল্লা পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ ব্র. ও হইতে গৃহীত। কেহ কেহ মীর ও মীর্জা ভণিতা যুক্ত পদ একই কবির রচনা বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহাদের মতে 'গোরক্ষবিজয়', 'গাজী বিজয়', 'সত্যপীর বিজয়' ও 'জয়নবের চৌতিশা' প্রভৃতি রচয়িতা শেখ কয়জুল্লা এবং মীর ও মীর্জা কএজুল্লা অভিন্ন ব্যক্তি। যে স্থলে শেখ, মীর, মীর্জা প্রভৃতি বিভিন্ন কুলোপাধি রূপে স্বীকৃত, সে স্থলে এই তিন কুলোপাধিযুক্ত কবিতা ও গ্রন্থ রচয়িতাকে এক মনে না করাই যুক্তি সঙ্গত।

১১২। মুছা—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি 'রাগ মারিকত' প্রথম ভাগ হইতে গৃহীত।

১১৩। মুজমিল নাগর—ইনি শ্রীহট্ট বাসী ছিলেন। ইহার রচিত ২টি গান শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

১১৪। মোছন আলী—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি ব্র. ও হইতে গৃহীত।

১১৫। মোহাম্মদ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি 'সন্মিলন' পত্রিকা হইতে গৃহীত।

১১৬। মোহাম্মদ আলী—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি ব্র. ৪ হইতে গৃহীত।

১১৭। মোহাম্মদ চুহর—চট্টগ্রাম জেলার 'বাশখালিতে' ইহার জন্ম। পিতা 'ওয়াইজুদ্দিন'। কবি তাঁহার রচিত 'আজবশাহ সমনরোখ' কাব্যে, তাঁহার পিতার পূর্ববর্তী আরও ৪ পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই কাব্য বাতীত কবি রচিত 'মনোহর মধুমালতী' 'কামিলশাহ দিলারাম' ও 'সুজন চিত্রবতী' নামক কাব্যের সন্ধান জানা গিয়াছে। কবি চুহর উনিশ শতকের প্রথম পাদের কবি। 'বাঙলা একাডেমী পত্রিকা' হইতে চুহর রচিত গানটি গৃহীত হইয়াছে।

১১৮। মোহাম্মদ পরাণ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি মু. ক. প. হইতে গৃহীত। ইনি এবং 'রাগনামা' রচয়িতা মোহাম্মদ পরাণ সম্ভবতঃ অভিন্ন ব্যক্তি। 'মোহাম্মদ পরাণে কহে মনেতে ভাবিয়া। হয় কি না হয় চাহ শাস্ত বিচারিয়া।' [পুথি পরিচিতি, পৃ. ৪৪০]

১১৯। মোহাম্মদ হানিক—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি ব্র. ৩ হইতে গৃহীত।

১২০। মোহাম্মদ হাসিম—ইনি চট্টগ্রাম জেলার 'পটিয়া' থানার অন্তর্গত 'শ্রীমাই' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার পুত্রের নাম 'আলি মিঞা' ইনিও কবি ছিলেন, কবি মোহাম্মদ হাসিম রচিত ৪টি পদ 'ভারতবর্ষ' এবং ৩টি পদ মু. ক. প. হইতে গৃহীত।

১২১। রইছ অধম—কবি শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত পদটি শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

১২২। রউফ [আবছুল রউফ চৌধুরী]—শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত 'ভাটপাড়া' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত 'বিচ্ছেদ সঙ্গীত' গ্রন্থে মোট ৩৭টি গান আছে। ঐ গ্রন্থ হইতে নির্বাচিত ৩টি গান বর্তমান সংকলনে গৃহীত হইয়াছে। কবি তাঁহার পত্নী ফকরুন্নেছাবাহ চৌধুরাণীর মৃত্যুতে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। কয়েকটি গান তাঁহার মৃত্যু পত্নীর উদ্দেশ্যে রচিত।

১২৩। রজবউদ্দিন—ইনি কাছাড় জেলার অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত 'মুশিদি ও ভাটিয়ালী ও কটন জালয়ানীর গীত' হইতে ৮টি গান গৃহীত হইয়াছে।

১২৪। রহিমুদ্দিন (ককির)—ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার 'বালাগঞ্জ' থানার অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ২টি পদ 'রাগ মারিকত' প্রথম ভাগ এবং একটি পদ শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

১২৫। রিয়াছত আলি—ইনি শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত 'প্রণয় গাথা' তে মোট ৭০টি গান আছে। তন্মধ্যে ৩২টি গান বর্তমান সঙ্কলনে গৃহীত।

১২৬। রেয়াছক—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি মু. ক. প. হইতে গৃহীত।

১২৭। লালন—ইনি নদীয়া জেলার 'কুষ্টিয়া' মহকুমার অন্তর্গত 'ভাঁড়োয়া' বা 'ভাঁড়ার' গ্রামে ১৭৭৫ খ্রী: জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৬ বৎসর বয়সে ১৮৯১ খ্রী: কুষ্টিয়ার পার্শ্ববর্তী 'সেউরিয়া' গ্রামে দেহত্যাগ করেন। কাহারও কাহারও মতে লালন হিন্দুর সন্তান ছিলেন, পরে 'দরবেশ সিরাজ সাই' এর নিকট বাউল সহজিয়া অথবা সূফী মতে দীক্ষিত হন। ইহার রচিত বহু সঙ্গীতে তাঁহার গুরু দরবেশের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। বর্তমান সঙ্কলনে লালন রচিত ১৬২টি গান গৃহীত হইয়াছে।

১২৮। লালবেগ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ ব্র. ৪ হইতে গৃহীত।

১২৯। লাল মামুদ—ইনি ময়মনসিংহ জেলার 'নেত্রকোণা' মহকুমার 'নারায়ণ ডহরের' নিকটবর্তী 'বাওই ডহর' গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম 'কালু'। লাল মামুদ গ্রামের পাঠশালায় যৎসামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করেন। প্রথম জীবনে ইনি 'গাজীর গান' করিতেন। পরে 'কবির দলে' যোগ দেন। এই সময় হিন্দুধর্ম গ্রহণ ও চৈতন্যলীলা গ্রন্থ পাঠ করার ফলে তাঁহার বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অন্ধার উদ্বেগ হয়। তিনি আপন বাটার নিকটস্থ নদীতীরে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ মূলে 'তুলসীমঞ্চ' স্থাপন করিয়া রীতিমত সেবাপূজা করিতে থাকেন। এই সময় হইতে নিরামিষাশী হইয়া শ্রহন্তে পাক করিয়া খাইতে আরম্ভ করেন। লালমামুদ স্থাপিত তুলসীমঞ্চের সম্মুখে খোল করতাল সহযোগে প্রত্যহ দুই বেলা কীর্তন হইত। লালমামুদের ৪টি গান 'সোরভ' পত্রিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

১৩০। শাহ আকবর—ভণিতাযুক্ত পদটি 'গৌরপদতরঙ্গিনী' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কেহ কেহ অহুমান করেন ব্রজবুলি ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেব

সম্বন্ধে রচিত এই পদটি সম্রাট আকবরের রচনা। সম্রাট আকবর নাকি মতান্তর শ্রীচৈতন্যের হরিসংকীর্তন চিত্র দেখিয়া বিহ্বল হইয়া এই পদটি রচনা করিয়াছিলেন। অনেকে আলোচ্য কবিকে জৈনক কবির বলিয়া অহুমান করেন।

১৩১। শাহ ছছন আলম—এই কবি শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত পদটি শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

১৩২। শিতালং [ককির]—ইনি শ্রীহট্ট জেলার ‘করিমগঞ্জ’ মহকুমার অন্তর্গত ‘ভান্ডার’ নিকটবর্তী এক ক্ষুদ্র পল্লীর অধিবাসী ছিলেন। প্রৌঢ়বয়সে ইনি সংসারত্যাগ করিয়া যান। ইহার রচিত আধ্যাত্মিকভাবপূর্ণ বহু সঙ্গীত শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রচলিত। ইহার রচিত প্রায় তিন শতাব্দিক গানের এক পাণ্ডুলিপি বর্তমানে শ্রীহট্ট মুসলিম সাহিত্য সংসদ গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। বর্তমান সম্বলনে মোট ৫৮টি গান স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে ২টি কবিতা ‘শিতালঙ্গীরাগ’, ‘শিক্ষাসেবক’ ও শ্রী. লো. স. হইতে, অবশিষ্ট ৫২টি মোকদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত।

১৩৩। শেখ কবির—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ১টি পদ ‘ভারতবর্ষ’ হইতে গৃহীত। এই পদে ছুলতান নাছির শাহের উল্লেখ আছে। এই কবি নাছির শাহের সমকালবর্তী বলিয়া অহুমান করা হয়। ‘ছুলতান নাছির শাহা ফুলিছে কমল বনে।’ (১৩৩।১। ২৮৪)।

১৩৪। শেখ ভিখন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি ব্র. ৪. হইতে গৃহীত।

১৩৫। শেখলাল—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি ব্র. ৪ হইতে গৃহীত।

১৩৬। সদাই শাহ [ককির]—ইনি শ্রীহট্ট জেলার উত্তর শ্রীহট্ট মহকুমার অন্তর্গত ‘বালাগঞ্জ’ থানার অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত পদটি ‘রাগ মারিকত’ প্রথম ভাগ হইতে গৃহীত।

১৩৭। সমসের—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি ব্র. ৪ হইতে গৃহীত।

১৩৮। সর্কতোল্লা—ইনি চট্টগ্রাম জেলার ‘বাশখালী’ থানার অন্তর্গত ‘ওশখাইন’ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার পিতা অগ্রতম প্রসিদ্ধ কবি ‘আলিরাজা’ বা ‘কান্নু ককির’। আলিরাজার দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত সন্তান

কবি সফর্তোলা। ইনিও পিতার তায় বহু সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার রচিত পদে পিতা আলিরাজার সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। যথা 'কাতর কিঙ্করে ডাকে বারে বারে সাহা আলিরজা পায়।' (পদমঞ্জুসা, ১৩৮।১।২৮৬)। উদ্ধৃত পদটি 'সাহিত্য সংহিতা' পত্রিকা হইতে গৃহীত।

১৩৯। সালবেগ—ইনি উড়িষ্যার অধিবাসী ছিলেন। উড়িষ্যা ভাষায় রচিত 'দাঢ্য ভক্তি' নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, পাঠান রাজের এক মুসলমান সেনাধ্যক্ষ বলপূর্বক জনৈক হিন্দু বিধবাকে গ্রহণ করেন। উক্ত সেনাধ্যক্ষের ঔরসে ও হিন্দু বিধবার গর্ভে সালবেগের জন্ম হয়। সালবেগ পরবর্তী জীবনে একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হন। ইহার রচিত তিনটি পদ (পদ সংখ্যা ১৫৪২, ২৪৭২, ২৯৭২) 'পদকল্পতরু' হইতে, একটি 'পদরসসার' হইতে এবং ৪টি 'উড়িষ্যা সাহিত্য সঙ্কলন' হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী রচিত 'ভক্তের জয়' গ্রন্থে 'দাঢ্য ভক্তি' হইতে সালবেগের জীবনী সঙ্কলিত হইয়াছে। সালবেগের পদ উড়িষ্যার মন্দিরে এখনও নাকি গীত হয়। এই উড়িষ্যা কবির পদ বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের নিকট বিশেষ আদরের বস্তু বলিয়াই 'বৈষ্ণবদাস' সঙ্কলিত 'পদকল্পতরুতে' ইহা স্থান পাইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে সালবেগ তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর ব্রজ মণ্ডলে চলিয়া যান এবং তথায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। সালবেগের একটি কবিতায় (পদকল্পতরু ২৯৭২ সং পদ) ব্রজভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়। এই পদ দৃষ্টে কবি শেষ বয়সে বৃন্দাবনে ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। কবি যে জাতিতে যবন ইহা তাঁহার রচিত একাধিক পদে স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :—'কহে সালবেগহীন জাতিতে যবন' (পদমঞ্জুসা, ১৩৯।১।২৮৭), 'মু মুত জাতিতে যবন' (পদমঞ্জুসা, ১৩৯।৫।২৮৮) ইত্যাদি।

১৪০। সিরতাজ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ 'সন্মিলন' পত্রিকা হইতে গৃহীত।

১৪১। সেরচান্দ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ ব্র. ৩ হইতে গৃহীত।

১৪২। সৈয়দ আইনদ্দিন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ৮টি পদ বর্তমান সঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪টি ব্র. ৩ হইতে এবং ২টি করিয়া 'ভারতবর্ষ' ও মু. ক. প. হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৪৩। সৈয়দ আকিল—ইনি শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ১টি পদ শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

১৪৪। সৈয়দ আলী [ককির]—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ ‘রাগ মারিকত’ প্রথম ভাগ হইতে গৃহীত।

১৪৫। সৈয়দ জহরুল হুসেন (জহর)—শ্রীহট্ট জেলার তরফ পরগণার মধুপুর গ্রামে ১২৮৩ বঙ্গাব্দে ইহার জন্ম। ইনি দাউদপুরের বিখ্যাত শাহ দাউদের বংশধর। ইহার পিতার নাম শাহ ইজাবত আলী। ইনি প্রথম বাটম পরগণার এক মাদ্রাসায়, পরে মোমেনশাহী জেলার মঙ্গলবাড়ী মাদ্রাসায় এবং শেষে ঢাকা গবর্ণমেন্ট মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। ইতোমধ্যে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি বাড়ীতে কিরিয়া আসিয়া মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তাঁহার রচিত ‘নূরনাজাত’ গ্রন্থ সিলেটী নাগরী অঙ্করে মুদ্রিত হয়। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘জাওয়াহির’—তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সৈয়দ মোরতাজা আলী বি. এ. প্রকাশ করেন। গত ১৩৪২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। জওয়াহিরে মোট ১৪৭টি গান মুদ্রিত হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে মোট ৩২টি গান উদ্ধৃত হইয়াছে। কবি তদ্রচিত গানে পিতা ইজাবত আলির উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—‘দীনহীন জহর মাত্র খালি, সৈয়দ ইজাবত আলি, পিতা তাঁর মধুপুরে ঘর।’ [পদমঞ্জুষা ১৪৫।৭।২০৬] জগদ্বিমির উল্লেখ, যথা :—‘জহরুল হুসেনে কয়, মনে কিছু শাস্ত নয়, সিলেটের তরফে নিবাস’ [পদমঞ্জুষা ১৪৫।২৩।৩০৪] অন্তত—‘সামান্য কালের জন্ত মধুপুরে ঘর’ [পদমঞ্জুষা, ১৪৫।২৭।৩০৬]

১৪৬। সৈয়দ নাছিরদ্দিন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ১টি পদ ব্র. ৩ হইতে গৃহীত। এই পদটিতে কবি ‘সাহা আবহুজ্জা’ নামক ব্যক্তিকে প্রশংসা নিবেদন করিয়াছেন। যথা ‘কহে সৈয়দ নাছিরদ্দিনে পুরিয়া আরতি। সাহা আবহুজ্জা পদে করিয়া ভকতি।’ (পদমঞ্জুষা, ১৪৬।১।৩০২)

১৪৭। সৈয়দ নিয়ামত—ইনি দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার ‘কমলগঞ্জ’ থানার অন্তর্গত ‘ভাহুগাছ’ পরগণার ‘রঘুনাথপুর’ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত পদটি ‘রাগ বাউল’ প্রথম ভাগ হইতে গৃহীত।

১৪৮। সৈয়দ মতুজা [ক]—জনশ্রুতি এই যে, সৈয়দ মতুজার পিতা ‘হাসান কাদেরী’ সাহেব বেয়েলী হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। ইনি মুশিদাবাদ জেলার ‘জঙ্গীপুরের’ নিকটবর্তী ‘বালিয়া-

ঘাটা 'নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ইহার রচিত ১টি পদ "পদকল্পতরুতে" (২২৫৭ সংপদ) উদ্ধৃত হইয়াছে। স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায় তাহার একটি প্রবন্ধে [স্থধা, ১ম বর্ষ, মাঘ সংখ্যা] মুর্শিদাবাদবাসী 'সৈয়দ মতুজা' নামধারী মুসলমান ককিরের জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদবাসী এই ককিরের সমাধি স্থলে এখনও প্রতিবৎসর বেলা বসে এবং বহু স্থান হইতে মুসলমান ককিররা আসিয়া মিলিত হন।

১৪২। সৈয়দ মতুজা [খ]—পরিচয় অজ্ঞাত। ইনি সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত প্রায় সকল পদ চট্টগ্রামে প্রাপ্ত প্রাচীন হস্ত-লিখিত রাগ ও তাল বিষয়ক কয়েকখানি পুঁথি হইতে সংগৃহীত। কবির পদ সমূহ হইতে তাহার বিশেষ কোন পরিচয় জানা যায় না। এক স্থলে কবি নিজে কবে 'সৈয়দ মতুজা গাজী' (পদমঞ্জুষা ১৪২।২।৩১১) বলিয়া, অতঃ 'ককির' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যথা—'সৈয়দ মতুজা কহে জনমের ককির' (পদমঞ্জুষা ১৪২।১০।৩১৩); 'সৈয়দ মতুজা আলী জনমের ককির' (পদমঞ্জুষা ১৪২।১৫।৩১৪); 'সৈয়দ মতুজা কহে জনমের ককির' (পদমঞ্জুষা ১৪২।১৭।৩১৫) ইত্যাদি। এই সম্বন্ধে যে ৫১টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ৩টি 'ভারতবর্ষ পত্রিকা', ২২টি ব্র. ১ এবং ২৬টি মূ. ক. প. হইতে গৃহীত। পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত পদের সৈয়দ মতুজা এবং চট্টগ্রামে প্রাপ্ত পদের সৈয়দ মতুজা এক ব্যক্তি কিনা, এ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেব সংগৃহীত কবিতার ২।৪টি মুর্শিদাবাদ বা তৎসংলগ্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইলে একাধিক কবির কল্পনার অবকাশই থাকিত না। এই সকল কারণে আবদুল করিম সাহেব একই নামধারী দুই কবির অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। যথা—'দুই দিকে দুইজন সৈয়দ মতুজার কীর্তি চিহ্ন প্রকাশ হইয়াছে। 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি গ্রন্থে এক সৈয়দ মতুজার পদাবলী দৃষ্ট হয়। তিনি মুর্শিদাবাদবাসী ছিলেন। আর আমরা চট্টগ্রামে এক সৈয়দ মতুজার বহুল পদাবলী আবিষ্কার করিয়াছি। আমাদের সংগ্রহে পদাবলীর সংখ্যা অনেক অধিক। এই উভয় কবিকে অভিন্ন বলিতে কিছু সন্দেহ বোধ হয়। যে কবির কীর্তি চট্টগ্রামে এত অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে, তিনি মুর্শিদাবাদবাসী, ইহা বিশ্বাস করিতে সহজেই বিধা জন্মে। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে দ্রুত কোন পদই এ পদসমূহ চট্টগ্রামে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং আমাদের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল

হইতেছে।' ['সৈয়দ মতুজ্জার পদাবলী' সাহিত্য, ১৩১০, পৌষ, পৃ ৫৫২ ভ্র. ১]

১৫০। সৈয়দ শা—ইনি শ্রীহট্টবাসী কবি ছিলেন। ইহার রচিত পদটি শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত।

১৫১। সৈয়দ শাহনুর—ইনি শ্রীহট্ট জেলার 'স্বনামগঞ্জ' মহকুমার 'সৈয়দপুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার পিতার নাম 'সৈয়দ নবু' (সৈয়দ শাহনুরে বলে সৈয়দ নবুর বেটা' পদমঞ্জুষা ১৫১।২০।৩৩০)। ইহার রচিত 'নূর নছিহত' নামক 'মারিফতি' গানের এক সংগ্রহ 'শ্রীহট্ট মুসলিম সাহিত্য সংসদ' গ্রন্থাগারে আছে। বর্তমান সঞ্চলনে যে ২০টি গান উদ্ধৃত হইয়াছে তন্মধ্যে ১২টি "মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি" হইতে, অবশিষ্ট ৮টি—'বাংলা একাডেমী পত্রিকা', শ্রী. লো. স., 'শ্রীভারতী' ও 'শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' হইতে ২টি করিয়া গৃহীত হইয়াছে।

১৫২। সৈয়দ সুলতান—ইনি শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত 'লস্করপুরের' প্রসিদ্ধ সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার রচিত 'নবীবংশ', 'শবে মেয়েরাজ', ও 'জ্ঞানপ্রদীপ' নামক তিনখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। 'শবে মেয়েরাজ' কবির শেষ রচনা, ইহা—'গ্রন্থশত রস যোগে অঙ্গ' অতীত হইলে অর্থাৎ ২০৬ হিজরী—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই পুস্তক ত্রয় ব্যতীত কবিরচিত কয়েকটি পরমার্থ সঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে। বর্তমান সঞ্চলনে যে ৭টি গান উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে তিনটি করিয়া ভ্র. ৪ এবং মু. ক. প. হইতে এবং অবশিষ্ট একটি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' হইতে গৃহীত। ডক্টর এনাচুল হক সাহেব সৈয়দ সুলতানকে চট্টগ্রামবাসী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত 'আল ইসলাহ' এবং 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র দুইটি প্রবন্ধে ['আল ইসলাহ' ৮ম বর্ষ, ১ম-৩য় সং, পৃ ১ ; 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', ৫১ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সং, পৃ ২৬] কবিকে শ্রীহট্ট বাসী বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, পুণ্ডি সাহিত্য রসিক চট্টগ্রামের মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ-সাহেব সৈয়দ সুলতানকে শ্রীহট্টের কবি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

১৫৩। সোন্দর ফকির—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি মৃ. ক. প. হইতে গৃহীত।

১৫৪। হবিব—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ ব্র. ৪ হইতে গৃহীত।

১৫৫। হাছন রজা চৌধুরী—ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত 'রামপাশা' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার পিতার নাম 'আলিরজা চৌধুরী'। ইনি ১২৬১ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ স্নানামগ্ন মহকুমার অন্তর্গত 'লক্ষণশ্রী' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩২০ বঙ্গাব্দের ২২শে অগ্রহায়ণ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'খান বাহাদুর দেওয়ান গণিউর রজা চৌধুরী' ও দ্বিতীয় পুত্র 'খান বাহাদুর দেওয়ান একলিমুর রজা চৌধুরী'। হাছন রজার পূর্বপুরুষগণ দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ছিলেন। কবির জীবিতাবস্থায় তাঁহার গানের এক সংগ্রহ 'হাছন উদাস' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণ করেন। এই সংস্করণে মোট ২০৬টি গান মুদ্রিত হইয়াছে। কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় দার্শনিক সঙ্কল্পের সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণে এই কবির উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন "পূর্ববঙ্গের একটি গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তরু পাই, সেটি এই যে, ব্যক্তি স্বরূপের সহিত সমস্ত সৃজেই বিশ্ব সত্য। তিনি গাহিলেন—

"মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন। শরীরে করিল পয়দা শক্ত

আর নরম।

আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম। নাক পয়দা করিয়াছে খুসবয়

বদবয়।"

এই সাধক কবি দেখিতেছেন যে, শাশ্বত পুরুষ তাঁহারই ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নয়ন পথে আবির্ভূত হইলেন। বৈদিক ঋষিও এমনই ভাবে বলিয়াছেন যে, যে পুরুষ তাঁহার মধ্যে তিনিই আদিত্য মণ্ডলে অধিষ্ঠিত।
রূপ দেখিলাম রে নয়নে আপনার রূপ দেখিলাম রে,
আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে।"

কবি রচিত ২০টি গান বর্তমান সকলনে গৃহীত হইয়াছে। কবি তাঁহার গানের ভণিতায় নিজেকে 'হাছন রাজা' বলিয়া সর্বত্র নির্দেশ করিয়াছেন।

১৫৬। হাসমত—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি ব্র. ৪. হইতে গৃহীত।

১৫৭। হাসিম—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ২টি পদ ব্র. ৪. হইতে গৃহীত।

১৫৮। ছছন [মুন্সী ছছন আলী]—ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার 'জৈন্তাপুরের' অন্তর্গত 'বিড়াখাই' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত 'প্রেমসতী' গ্রন্থ হইতে ২টি গান বর্তমান সঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট “ঘ”

[১] গ্রন্থ-সূচী

যে সকল গ্রন্থ হইতে মুসলমান কবি-রচিত রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রগদ্য যুক্ত সংগীত গৃহীত হইয়াছে সেই সকল গ্রন্থের বর্ণনাত্মক সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

১। ‘অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী’—আ. প. “অপ্রকাশিত / পদ-রত্নাবলী / [বিস্তৃত ভূমিকা, পাদটীকা ও চারিটি সূচী সম্বলিত।] / শ্রীমতীশচন্দ্র রায়, এম. এ. কর্তৃক / সম্পাদিত / প্রকাশক / শ্রীযতীন চন্দ্র রায়, এম. এ. / সাহাজাদপুর, পোঃ (পাবনা) / মূল্য ২২ টাকা।” / পৃ ৫ (৮০) + ২৪২. আকার ২২½ × ১৫ সে. মি.। ১৯২০ ইং। এই গ্রন্থে সালবেগের একটি পদ [৪৪০ সং পদ] আছে।

২। ‘আবেগ প্রথম খণ্ড’—ছৈয়দ আবদুল বারী প্রণীত, ১৩৩৯ বাং মুদ্রিত। ইহাতে সর্বসমেত ৩৯টি গান আছে। তন্মধ্যে ৩৪সং গানটি রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক।

৩। ‘আবেগ, দ্বিতীয় খণ্ড’—ছৈয়দ আবদুল বারী প্রণীত; আ. প.—“এলাহিভরসা / আবেগ / ২য় খণ্ড / প্রণীত / ছৈয়দ আবদুলবারী / কাজিপাড়া / ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ত্রিপুরা / প্রকাশক / ডাক্তার—এম. ইছলাম উরফে ধনমিঞা / ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ত্রিপুরা / প্রথম সংস্করণ / সন ১৩৪৫ বাং / মূল্য ১/০ পাচ আনা মাত্র” / পৃ ২৪, আকার ১৮ × ১৪½ সে. মি.। ইহাতে সর্বসমেত ৪৫টি গান আছে। তন্মধ্যে ২৪, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৪ সং মোট ১০টি গান রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক।

৪। ‘আসিক নামা’ [প্রেমিকের কাহিনী]—মৌলবী আবদুল মজিদ প্রণীত; আ. প.—“আসিক নামা। / মোঃ আবদুল মজিদ সাহেব কর্তৃক / প্রণীত / পোঃ মুন্সীবাজার, গ্রাম বলরামপুর। / জিলা শ্রীহট্ট / মূল্য ৮/০ তিন আনা মাত্র” / পৃ ২০, আকার ২০ × ১২½ সে. মি.। ইহাতে সর্বসমেত ৮টি গান আছে। তন্মধ্যে মাত্র ১টি গান রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক।

৫। ‘এক্সে গোলজার বা বুরহানী রাগিনী’—নজির হুসেন রচিত; গ্রন্থের আ. প.—“এক্সে গোলজার / বা / বুরহানী রাগিনী / প্রথম সংস্করণ / সাং বড়খল, মোকাম বাড়ী পং পাথারিয়া / পোঃ দক্ষিণভাগ জিং শ্রীহট্ট নিবাসী / মোঃ নজির

হসেন / বিরচিত / মাকিন মাধবপুর পং হাসনাবাজ পোঃ ছাতক নিবাসী / মুন্সি আবদুল মন্নান ও সাং গাঙ্গু পং খিত্তা নিবাসী / মুন্সি আছগর আলী দ্বারা প্রকাশিত । / শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেস হইতে / সাং আবদুলগনী দ্বারা মুদ্রিত । / সন ১৩৪৫ বাং / মূল্য ১০ আনা মাত্র" / পৃ ৪৮, আকার ২২ × ১০ ১/২ সে. মি. । ইহাতে মোট ৭২টি গান আছে । তন্মধ্যে ১২, ১৫, ১৭, ২১, ২৮, ৩২, ৭০, ৭১ সং ৮টি গান বৈষ্ণব ভাবাপন্ন । এই গ্রন্থখানি আরবী ও ফার্সী গ্রন্থের অল্পরূপ ডান দিক হইতে বাম দিকে ; কিন্তু বিভিন্ন পংক্তি সমূহ ভারতীয় লিপিরীতি অল্পাধিক বামদিক হইতে ডান দিকে গিয়াছে । কবি তাঁহার গানে সর্বত্র 'ফকির বুরহানী' ভণিতা দিয়াছেন ।

৬। 'এস্বে দেওয়ানা' [পাগলের প্রেম]—আকবর আলী প্রণীত ; গ্রন্থের আ. প.—“আল্লাহ গণি মহাম্মদ নবি । / গানের পুথি । / এস্বে দেওয়ানা । / চন্দ্রচণ্ডী প্রেমের ভাণ্ডার / ছৈয়দ সাহা অছি উল্লা / নিবাসী / সমদুল আসিকিন ফকির সাহ সুরপ উদ্দিন চিত্তিয়া / উরফে / আকবর আলী ছাবাল সাহ জলাল আবাদী / কর্তৃক বিরচিত / ২য় সংস্করণ । / শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে / মহাম্মদ আবদুল গণি দ্বারা / মুদ্রিত ও প্রকাশিত / ১৩৩৮ বাং / মূল্য চারি আনা মাত্র" / পৃ ২+২২ ; আকার ২০ × ১৪ সে.মি. । এস্বে গোলজারের অল্পরূপ মুসলমানী কায়দায় ডানদিক হইতে লিখিত । ইহার মোট পদ সংখ্যা ২০টি তন্মধ্যে মোট ১৪টি পদ বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ।

৭। 'এস্বের বাগান, প্রথম খণ্ড'—উম্মর আলী বিরচিত ; গ্রন্থের আ. প.—“এস্বের বাগান / ও এড়ি, আরো, অকুমারী, কলির চরিত্র ও / চুটাপীরের কবিতা / প্রথম খণ্ড / সাং বাড়াভরা পং বাদে কুমড়ি সাইল, পোঃ চুড়খাই নিবাসী / শ্রীযুক্ত উম্মর আলী সাহেব দ্বারা / বিরচিত । / সাং ফিল গ্রাম, পং বারহাল নিবাসি / শ্রীযুক্ত তছির উদ্দিন আহম্মদ ও শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ / আরপান আলী সাহেব দ্বারা / প্রকাশিত । / / প্রাপ্তিস্থান । পোঃ করিমগঞ্জ পূর্ববাজার, শ্রীহট্ট / শ্রীহট্ট, ইসলামিয়া প্রেসে / শ্রীমহাম্মদ আবদুল গণি দ্বারা মুদ্রিত । / সন ১৩৩৫ বাং / মূল্য ১০ আনা মাত্র" / পৃ ৩৩, আকার ২১ ১/২ × ১০ ১/২ সে. মি. । ইহার মাত্র ৬টি পদ রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ যুক্ত ।

৮। [ও. সা. প.] 'ওড়িয়া সাহিত্য পরিচয়'—Typical Selections from Oriya literature, B. C. Mazumdar B. A., B. L. vol I, 1921,

Published by Calcutta University. এই গ্রন্থ হইতে সালবেগের ৪টি পদ পদমঞ্জুসায় গৃহীত হইয়াছে।

২। 'কবি পাগলা কানাই' আ. প.—“কবি / পাগলা কানাই / ডক্টর ময়হাকুল ইসলাম / বাংলা বিভাগ / রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী / পরিবেশক : গ্রেট বেংগল লাইব্রেরী / এগার ইসলামপুর রোড, ঢাকা—এক” / প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৬৬, পৃ ২৪০ ; আকার ২৪ ৩/৪ × ১৬ সে. মি.। এই গ্রন্থে কবি পাগলা কানাই রচিত ২৪০টি গান আছে, তন্মধ্যে ১১টি গান বৈষ্ণবভাবাপন্ন।

১০। 'কাব্যমালক' আ. প.—“কাব্য-মালক / আবদুল কাদির / ও / রেজাউল করীম / সম্পাদিত / নূর লাইব্রেরী/১২।১, সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা”/ ১২৪৫ ইং, দাম—পাঁচ টাকা। পৃ। ৮+৮+৫২+২০৮ ; আকার ২২ ৩/৪ × ১৪ সে.মি.। ইহাতে মোট ১১৫ জন মুসলমান কবির পদ আছে। প্রাচীন কবিদের মধ্যে নিম্নলিখিত ১৮ জন মুসলমান কবির বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ২০টি পদ এই সংকলনে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা :—আইনদ্দিন—১টি, আফজল—১টি, আলাওল—৩টি, আলিরাজা—৩টি [‘অধীনরাজা’ ভণিতা যুক্ত পদটি আলি-রাজার, সম্পাদক দ্বয় এই পদটি মোহাম্মদ রাজার পদরূপে চিহ্নিত করিয়াছেন], কবির—১টি, কমর আলী—১টি, নসির মামুদ—৩টি, ফতন—১টি, বদ্রিযুদ্দিন—১টি, মীর্জাকাদালী—২টি, মোহাম্মদ হানিফ—১টি, শাহ আকবর—১টি, শিতালং—১টি, শেখভিখন—১টি, সালবেগ—২টি, সৈয়দ মতুজা—৪টি, হবিব—১টি, হাসিম—১টি, এই ২২টি পদ পদমঞ্জুসায় গৃহীত হইয়াছে।

১১। 'কীর্তন পাদবলী'—সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী-সম্পাদিত। ১৩৪৫ বাং মুদ্রিত। ইহাতে চাঁদ কাজী [পৃ ১৬], সালবেগ [পৃ ১৪২] ও সৈয়দ মতুজার [পৃ ৪১৪] এক একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

১২। 'গোলশনে বাহার'—মুনসী শেখ ফজলুর রহমান চৌধুরী প্রণীত, ১৩৩৮ বাং মুদ্রিত। এই গ্রন্থের দুইটি গান রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ যুক্ত।

১৩। 'গৌরপদ তরঙ্গিণী' আ. প.—“সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থমালা—১০ / শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিণী। / অর্থাৎ / বিদ্যুত উপক্রমণিকা-সম্বলিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর / জীবন ও লীলা বিষয়ক প্রায় / পঞ্চদশ শত মহাজনী / পদাবলী। / মহাশয়ন পদাবলী প্রভৃতি প্রণেতা অবসর-প্রাপ্ত জীলাখুলের / ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক / দীন শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত। / (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

হইতে প্রকাশিত।] / কলিকাতা / ৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্রামপুকুর,
/ 'বিশ্বকোষ প্রেস' / এ. এন. বসু এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
/ সন ১৩১০ সাল। / মূল্য ২ টাকা।" / পৃ ৩৮০ (৫১) + ১৮৬ + ৫৭৮, আকার
২০ ১/২ × ১২ সে. মি.। এই গ্রন্থে সাহ আকবরের একটি পদ আছে।

১৪। 'চণ্ডীদাস পদাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, ১৯৩৪ ইং,
সম্পাদক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ইহার ২৬ পৃষ্ঠায় চাঁদকাজীর পদটি উদ্ধৃত
হইয়াছে।

১৫। 'জাওয়াহির'—ছৈয়দ জহরুল হুছেন রচিত; গ্রন্থের আ. প.—
"জাওয়াহির/ 'নূরনাজাত' প্রণেতা/ ছৈয়দ জহরুল হুছেন প্রণীত। / প্রকাশক : /
সৈয়দ মোরতাজা আলী বি. এ. / গ্রাম—মধুপুর/পোঃ আঃ—পুটিজুরী/জেলা—
শ্রীহট্ট। / প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত, মূল্য ১।০ আনা মাত্র" / পৃ ৫৮০
(১৫) + ১২৩ + ৪ প্রথম সংস্করণ ১৩৫৩ বাং। আকার ১৮ ১/২ × ১১ ১/২ সে. মি.।
ইহাতে মোট ১৪৭টি গান আছে। তন্মধ্যে ৩২টি গান রাধাকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ
যুক্ত। গ্রন্থখানি কবিপুত্র মোরতাজা আলী কর্তৃক প্রকাশিত।

১৬। 'তওকুলিয়া প্রেমের মিঠাই'—আবদুল ওয়াহিদ প্রণীত; আ. প.—
"আল্লাহ আকবর। / তওকুলিয়া / প্রেমের মিঠাই / এই পুস্তকেরই নাম
প্রেমের মিঠাই / ৫০ টি গান কিরে মধুমাধা ভাই / জাম রসগুলা হইতে অতি
মজাদার/ভুইলিওনা ভুল না কিস্তে পুস্তক আমার/পড়িলে আনন্দ হবে রসিকেরই
মন। / আহা! নিদ্রা দূরে যাবে আনন্দে কীর্তন। / গাও সাথে প্রেমানন্দে গাও
রসের গান। / প্রেমিক যারা শুনেবে তারা পেতে হুই, কান। / শ্রীহট্ট চৌধুরী
বাজার ঢাকা দক্ষিণ নিবাসী / কবি সেখ কারী আবদুল ওয়াহিদ / আল কাদিরিয়া
গুল হানিফিয়া প্রণীত। / ভাদেশ্বর মাইজভাগ নিবাসী / নিহার আলী দ্বারা
প্রকাশিত। / শ্রীহট্ট বন্দর বাজার ইসলামিয়া প্রেসে / মহাম্মদ আবদুল গণি দ্বারা
মুদ্রিত/১৩৪২ বাংলা/ মূল্য ১০ চারি আনা মাত্র" / পৃ ৩১; আকার ২১ ১/২ × ১৩ ১/২
সে. মি.। এই গ্রন্থে সর্বসমেত ৪১টি গান আছে, তন্মধ্যে ৪টি গান রাধাকৃষ্ণলীলা
বিষয়ক।

১৭। 'তমিম গোলাল চতুর্নছিলাল'—আলিরাজা রচিত এই গ্রন্থের
অন্ততঃ ১১খানি পুথির সন্ধান জানা গিয়াছে। এই পুথির একটি পদ 'পদ-
মঞ্জুবা' উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৮। 'তরিকতে হকানী' আ. প.—"এলাহিতরসা/তরিকতে হকানী। /

ছাওয়াল সা মোলার বাণী /মহাম্মদ রমজান আলী উঃ ছাওয়াল সা/কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত । /পোঃ আঃ চান্দপুর বাগান, পংগদাচন নগর, / মোজ্জে বাঘারুক জিং শ্রীহট্ট । / মূল্য ১৮/০ আনা মাত্র ।" / পৃ ১২১, আকার ২২ X ১৪ সে. মি. । ইহার পৃষ্ঠা মুসলমানী কায়দায় ডানদিক হইতে বামদিকে গিয়াছে । এই পুস্তিকা শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে মাং আবদুল গণি দ্বারা মুদ্রিত । ইহাতে মোট ৬২টি গীত আছে, তন্মধ্যে ২টি গীত রাধাকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ যুক্ত ।

১৯। 'তালনামা' গ্রন্থ হইতে সৈয়দ মতুজ্জার পদ উদ্ধৃত হইয়াছে

[প্রা. পু. বি. জ.]।

২০। 'ধ্যানমালা' গ্রন্থ হইতে আলিরাজার পদ উদ্ধৃত হইয়াছে

[প্রা. পু. বি. জ.]।

২১। 'হুরের ককার, প্রথম খণ্ড'—ইব্রাহিম তন্না রচিত । ৩৫টি গান সম্বলিত এই গ্রন্থ শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে ১৩৪৬ বাং মুদ্রিত । এই গ্রন্থের ৭টি গান রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক ।

২২। 'পদকল্পতরু'—বৈষ্ণবদাস সংকলিত । সতীশচন্দ্র রায় এম. এ. সম্পাদিত ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ । এই সংস্করণ ৫ খণ্ডে প্রকাশিত, ১ম খণ্ড ১৩২২, ২য় খণ্ড ১৩২৫, ৩য় খণ্ড ১৩৩০, ৪র্থ খণ্ড ১৩৩৪ এবং ৫ম খণ্ড ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় । এই গ্রন্থে তিনজন মুসলমান কবি-রচিত ৫টি রাধাকৃষ্ণলীলা পদ আছে । [ক] নশির মামুদ [১৩২৯ সংখ্যক পদ] [খ] মালবেগ [১৫৪২, ২৪৭২, ২৯৭২ সংখ্যক ৩টি পদ], [গ] সৈয়দ মতুজ্জা [২৯৫৭ সংখ্যক পদ] ।

২৩। 'পদরসসার' হইতে নশীরমামুদ ও মালবেগের একটি করিয়া পদ উদ্ধৃত হইয়াছে ।

২৪। 'পল্লীগীতি' সংগ্রহ—মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি । ইহা হইতে ভেলা শা রচিত ৮টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে ।

২৫। [পা] 'পাঠমালা' আ. প.—"বাংলা সাহিত্যে / মুসলমানের দান / পাঠমালা—প্রথম খণ্ড / বৈষ্ণব যুগ / সাধারণ সম্পাদক / মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এম. এ. / অধ্যাপক, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ঢাকা / হাসি প্রকাশালয় / বলিলপুর, পাবনা / মূল্য ৬৮/০ আনা" পৃ ১৩ ; আকার ১৬ X ১০ ১/২ সে. মি." এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার ভূমিকা লেখেন ডক্টর হুম্মীল কুমার দে, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচিত 'সম্পাদকের জ্ঞাপন' সহ ইহা বৈশাখ ১৩৫২, এপ্রিল ১৯৪৫ ইং

প্রকাশিত হয়। ইহাতে মোট ১৩টি পদ মুদ্রিত হইয়াছিল। যথা :—কবীরের ১টি, নশীর মামুদের ২টি, কতনের ১টি, মতুজার ৪টি, শাহ আকবরের ১টি, শেখ ভিখনের ১টি, শেখ লালের ১টি, সালবেগের ১টি, হবিবের ১টি পদ আছে।

২৬। ‘পিরিতের ঢেউ’ ‘আ.প.’—“এলাহিভরসা / এই কিতাবের নাম / পিরিতের ঢেউ। / মালিক / সাহা জানউল্লা পীর ছাহেব / সাং খাশিকাহন পং ছুলালী / মোহাম্মদ আবুল হুছন / দ্বারা প্রকাশিত। / সাং রাহির চর পং কিং পাগলা/জিলা শ্রীহট্ট। / শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে/মোহাম্মদ আবুল গণি দ্বারা/মুদ্রিত। / মূল্য /০ এক আনা মাত্র। / পৃ ৭, আকার ১৩×১৪ সে. মি; ইহাতে মোট ১৬টি গান আছে, তন্মধ্যে ৬টি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। ইহা মুসলমানী কাহদায় ডানদিক হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

২৭। ‘প্রণয় গাথা’ ‘আ. প.’—“প্রণয় গাথা/বা/প্রেম লহরী, পল্লী সঙ্গীত / সাহের / মোহাম্মদ রিয়াছত আলী / এইডেড্ হাইস্কুল সিলেট। ১২৫০ ইং। / প্রাপ্তিস্থান সর্বত্র। / মূল্য।/০ পাঁচ আনা, পৃ ২+৩০; আকার ১২×১২ই সে. মি.। ইহাতে ৭০টি গান আছে। তন্মধ্যে ৩১টি গান রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ যুক্ত।

২৮। [প্রা. পু. বি.] ‘প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রথম খণ্ড—প্রথম সংখ্যা’, ‘আ. প.’—“সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী—সং ৪৩/বাঙ্গালা/ প্রাচীন পুথির বিবরণ/ প্রথমখণ্ড-প্রথম সংখ্যা / (১ হইতে ৪৩৩ সংখ্যক পুথির বিবরণ পর্য্যন্ত) / মুন্সী শ্রীআবদুল করিম / সঙ্কলিত / কলিকাতা / ২৪৩/১নং অপার সাকুলার রোড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির হইতে / শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক / প্রকাশিত, / ১৩২১/ মূল্য সাধারণের পক্ষে ৥০/০ আনা। মূল্য সাহিত্য পরিষদের সদস্য পক্ষে ৥০/০ আনা।/শাখা সাহিত্য পরিষদের সদস্য পক্ষে ৥০ আনা/” পৃ ৪+৩+২৬৮; আকার ২৪×১৬ সে. মি.। ইহাতে নাছির মহম্মদের একটি [পৃ ৩], আইনদ্দিনের একটি [পৃ ৫২], বদিউদ্দিনের একটি [পৃ ৬৫], আলিরাাজার একটি পৃ ৭৮], আপকলের একটি [পৃ. ১১৮], মহম্মদ হানিকের একটি [পৃ ১৮৭], কমর আলীর একটি [পৃ ১৮৮] এবং লালবেগের একটি [পৃ ২৪২] পদ মুদ্রিত হইয়াছে।

২৯। [প্রা.পু. বি.] ‘প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা’—‘আ. প.’—“সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী সং—৪৩/বাঙ্গালা / প্রাচীন পুথির বিবরণ/প্রথম খণ্ড-দ্বিতীয় সংখ্যা / (৪৩৪ সংখ্যা হইতে ৬০০ সংখ্যক পুথির বিবরণ পর্য্যন্ত) / মুন্সী শ্রীআবদুল করিম / সঙ্কলিত / কলিকাতা / ২৪৩/১ নং বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষৎ মন্দির হইতে / শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক / প্রকাশিত / ১৩২০ / মূল্য সাধারণ পক্ষে ৯০ আনা। মূল পরিষদের সদস্য পক্ষে ১০ আনা / শাখা পরিষদের সদস্য পক্ষে ১৬০ আনা / পৃ ১০+১০+১১৬ ; আকার ২৪×১৬ সে. মি.। এই গ্রন্থের 'নিবেদন' সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় লিখিয়াছিলেন। ইহাতে মীর্জা কাদালীর একটা পদ [পৃ ৬৭] মুদ্রিত হইয়াছে।

৩০। 'প্রেম ভাণ্ডার' আ. প.—“আল্লাহ গণি / রসময়ী প্রেমিক সজ্জের / নূতন / প্রেমভাণ্ডার / গানের পুথি / প্রকাশক / পং লংলা গ্রাম জাবেদা নিবাসী / শ্রীযুক্ত মোল্লি জ্ঞান মোহাম্মদ / কর্তৃক প্রকাশিত / শ্রীযুক্ত মোল্লি মিয়াধন মিয়া / কর্তৃক বিরচিত / শ্রীহট্ট বন্দর বাজার ইসলামিয়া প্রেসে / মোহাম্মদ আবহুল গণি দ্বারা মুদ্রিত / ১২৩২ ইং / মূল্য ৮০ এক আনা মাত্র” / পৃ ১৭, আকার ২১×১৩ই সে.মি.। ইহাতে মোট ১২টি গান আছে, তন্মধ্যে ১৫টি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন।

৩১। 'প্রেমসতী ২য় খণ্ড' আ. প.—“আল্লাহ গণি ও মহাম্মদ নবী / ইব্রাহিম মিন ছুলাই মানা ও ইব্রাহিম বিসমিল্লা / হির রাহমানির রহিম ৯/ প্রেমসতী ২য় খণ্ড। / নতুন বন্ধু হাজার ভাল হয়, তবু / পুরাণ বন্ধুর সমান নয়) / দ্বিতীয় সংস্করণ / প্রকাশক / মুল্লি হুছন আলী। / সাং বিড়াখাই / পোঃ আঃ জৈন্তাপুর, শ্রীহট্ট। / শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে / মহাম্মদ আবহুল গণি দ্বারা মুদ্রিত। / ১৩৪২ বাং / মূল্য ১১৫” / পৃ ৮, আকার ২১ই×১৩ই সে. মি.। ইহাতে মোট ১৩টি 'বাউল ছপদী' মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২টি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। ইহা মুসলমানী কাযদায় ডান দিক হইতে মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে।

৩২। 'প্রেমের দেওয়ানা' [প্রেমের পাগল], প্রথম খণ্ড—আবহুল মালীক প্রণীত, ১৩৪৬ বাং মুদ্রিত। ইহাতে সর্বসমেত ৮টি গান আছে। তন্মধ্যে ১টি গান রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক।

৩৩। 'ফাতেমার ছুরত নামা'—ইহাতে বদিয়ুদ্দিনের একটি পদ গৃহীত হইয়াছে (প্রা. পু. বি. ভ্র.)।

৩৪। 'ফানায়েজান' [আত্মার নির্বাণ] আ. প.—‘আল্লাহ গণি মহাম্মদ নবী। / আগাধ পুতি / ফানায়ে জানা।’ / পৃ ২৪, আকার ২২×১৩ই সে.মি.। ইহাতে মোট ২২টি গান আছে তন্মধ্যে ৩টি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন; ছাবাল আকবর আলী রচিত। ইহার রচিত অপর দুইখানি গ্রন্থ

‘এক্ষে দেওয়ানা’ ও ‘যৌবন-বাহার’। ইহা মুসলমানী কায়দায় ডানদিক হইতে মুদ্রিত।

৩৫। [বা. বা. বা.] ‘বাংলার বাউল ও বাউল গান’ আ. প.—“বাংলার বাউল ও / বাউল গান / অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য / ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। কলিকাতা ১২” / দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৭৮, দাম : পঞ্চাশ টাকা। পৃ ক-ব (২৩) + ১১৫২ ; আকার ২২ ১/২ × ১৪ ১/২ সে.মি.। ইহাতে মোট ৬৭২ + ১ = ৬৮০টি পদ আছে। তন্মধ্যে ১৬টি পাঞ্জশাহের এবং ২৮টি লালনের বাধাক্ষয় প্রসঙ্গ যুক্তপদ ‘পদমঞ্জুষায়’ গৃহীত হইয়াছে।

৩৬। [বা. বৈ. ভা.] ‘বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি’ আ. প.—‘বাঙ্গালার/বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি/পরিবর্তিত/দ্বিতীয় সংস্করণ/শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য, এম. এ., তত্ত্বব্রাহ্মকর, / বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক, /কটন কলেজ, গোহাটী/ [ক.বি.সিল]/কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/১৯৬২’/ পৃ ১০ + ২৭২ ; আকার ২২ × ১৩ ১/২ সে. মি.। মূল্য ৫ টাকা। ইহাতে ১২৪ জন কবির প্রত্যেকের একটি করিয়া মোট ১২৪টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩৭। ‘বাঙ্গালীর গান’ / আ. প.—“বাঙ্গালীর গান। / [প্রত্যেক গীত রচয়িতার জীবনী / বা পরিচয় সহ।] / ভূতপূর্ব ‘অলুসঙ্কান’ সম্পাদক, / শ্রীহর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। / কলিকাতা, / ৩৮২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট,—বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রো.মেসিন প্রেসে / শ্রীনটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও / প্রকাশিত। / সন ১৩৩২ সাল। / মূল্য ৫ পাঁচ টাকা মাত্র।” / পৃ ১৮০ + ৭৫ + ১০৪৮ ; আকার ২০ ১/২ × ১২ ১/২ সে. মি.। ইহা হইতে কবি পাগলা কানাইয়ের একটি গান উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩৮। ‘বিচ্ছেদ সঙ্গীত’—আবদুর রউফ চৌধুরী রচিত, ১৩১৯ বাং মুদ্রিত। এই গ্রন্থের তিনটি গান বর্তমান সংকলনে গৃহীত হইয়াছে।

৩৯। [বিজ্ঞাপতি চণ্ডীদাস]—‘বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন গীতিকা’—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. সম্পাদিত। এই গ্রন্থে আলাপনের একটি [পৃ ১২৪], গরীব খাঁর একটি [পৃ ১২], চাঁদকাজীর একটি [পৃ ১০৪] ও দৈয়দ মাতুজীর একটি [পৃ ১১৬] পদ মুদ্রিত হইয়াছে।

৪০। ‘বৈষ্ণব-গীতাঞ্জলি’—দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বি. এ. সম্পাদিত; আ. প.—‘বৈষ্ণব-গীতাঞ্জলি / [রঞ্জন সংস্করণ] / বৃন্দাবন লীলাবিষয়ক প্রাচীন মহাজন পদাবলী / বসন্তাঙ্গ সঙ্গত, অথচ, বর্তমান ভাবোপযোগী, / অভিনব

প্রণালীতে সজ্জিত / এবং বিবৃত / [প্রথম স্তবক] / শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বি.এ.
/ সম্পাদিত / সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত] ১৩৩১ [মূল্য ৫১০ সাড়ে পাঁচ টাকা " / পৃ
৫০ + ২ + ক - ৪ (৪২) [ক-স + ক-৪.] + ৪৮০ ; আকার ২৪ × ১৬ সে. মি. ।
এই গ্রন্থে সালবেগের একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে ।

৪১। 'বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন)' আ. প.—“বৈষ্ণব পদাবলী / (চয়ন) /
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন / এবং / শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র / সম্পাদিত / [ক. বি. সিল.] /
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত / ১৯৩০" / এই গ্রন্থে সৈয়দ
মতুজ্জার একটি পদ [পৃ ১১৭] মুদ্রিত হইয়াছে । পৃ ১৬/০ + ১৫০ ; আকার
২৫ × ১৬ সে. মি. ।

৪২। 'বৈষ্ণব পদাবলী' আ. প.—“বৈষ্ণব পদাবলী / শ্রীহরকুমার সেন /
সঙ্কলিত / সিল / সাহিত্য অকাদেমী / নিউ দিল্লী / নভেম্বর ১৯৫৭" / পৃ ১-
(১৬) + ৯৯ ; আকার ২২ + ১৩ই সে. মি. । মূল্য ২ টাকা । ইহাতে নসির
মামুদ ও সৈয়দ মতুজ্জার একটি করিয়া পদ আছে ।

৪৩। [ম. বা. গী.] 'মধ্যযুগের, বাংলা গীতি কবিতা' আ. প.—
'মধ্যযুগের / বাংলা গীতি কবিতা / সম্পাদক / মুহম্মদ আবদুল হাই / অধ্যক্ষ
বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ / ও / আহমদ শরীফ / অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ / [ঢা.
বি. সিল.] / ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় / ১৯৬১" / মূল্য ৫/- পৃ ২ + (ক—ফ) (২২) +
১৮ + ৩০৪ ; আকার ২১ই × ১৩ই সে. মি. ইহাতে ২৯৯ + ৫৭ + ৯৪ = ৪৫০ টি
পদ আছে । তন্মধ্যে ৭৩টি মুসলমান কবি রচিত পদে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ আছে ।

৪৪। 'মহাম্মদী একে ভাণ্ডার,' আ. প.—“মুশীদি গান / মহাম্মদী একে
ভাণ্ডার / মোহাম্মদ কজললু হক সিকদার প্রণীত । / খরিদা হুজ্রে মালিক ও
প্রকাশক—/ মোঃ আবদুল লতিফ ও আবদুল হামিদ । / চক বাজার কেতাব
পট্টা ঢাকা / ১ম সংস্করণ । / ঢাকা চুড়ি হাট্টা হামিদিয়া প্রেসে—/ প্রিন্টার
এম. আশ্রফউদ্দিন দ্বারা মুদ্রিত । / বাং সন ১৩৪২ সাল । / মূল্য ৩/- তিন
আনা ।" / পৃ ৩২ ; আকার ১৮ × ১২ সে. মি. । ইহাতে মোট ৫০ টি গজল
আছে, তন্মধ্যে ৩টি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ।

৪৫। 'মারিকতি উদাস বাউল'—মোহাম্মদ ইরপান শা রচিত । এই
গ্রন্থ শিলচর প্রেসে মুদ্রিত । ইহাতে সর্বসমেত ৩১টি গান আছে । তন্মধ্যে
৫টি গান রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক । কোন কোন পদে কবি 'ছাবাল শা
ইরপান' ভণিতা দিয়াছেন ।

৪৬। ‘মুর্শিদ ভাটিয়ালী ও কটন জালুয়ানীর গীত’—রজবউদ্দীন প্রণীত।
এই গ্রন্থের ৮টি গান রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক।

৪৭। [মু. ক. প.] ‘মুসলিম কবির পদ সাহিত্য’ আ. প.—“মুসলিম
কবির পদ-সাহিত্য / আহমদ শরীফ / বাঙলা বিভাগ / ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় /”
‘সাহিত্য পত্রিকা চতুর্থবর্ষ, প্রথম সংখ্যা (বর্ষা ১৩৬৭ সন) থেকে গ্রথিত’। দাম—
আড়াই টাকা, পৃ. ক-ত (১৬) + ১২৫; আকার ২৪ ১/২ × ১৮ সে.মি.। ইহাতে
মোট ৪০২ + ১ + ৩০ + ৩ = ৪৩৬ টি পদ আছে। তন্মধ্যে ২৫৫টি রাধাকৃষ্ণ
লীলা প্রসঙ্গ যুক্তপদ।

৪৮। [ত্র. ১] ‘মুসলমান বৈষ্ণব কবি প্রথম খণ্ড’ আ. প.—“মুসলমান
বৈষ্ণব কবি / সৈয়দ মর্তুজা। / শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত। / রাজসাহী /
‘সমিতি প্রেসে’ শ্রীজান মহাম্মদ খাঁ কর্তৃক মুদ্রিত / ও প্রকাশিত। / ১৩১১ / মূল্য
১০ চারি আনা।” / পৃ। ১০ + ১ + ১৬; আকার ১৮ ১/২ × ১৫. সে. মি.। ইহাতে
সৈয়দ মর্তুজার ২৩টি পদ আছে।

৪৯। [ত্র. ২] ‘মুসলমান বৈষ্ণব কবি ২য় খণ্ড’ আ. প.—“মুসলমান বৈষ্ণব—
কবি / আলি রাজা / শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত। / রাজসাহী / ‘সমিতি
প্রেসে’ শ্রীজান মহাম্মদ খাঁ কর্তৃক মুদ্রিত / ও / প্রকাশিত। / ১৩১১ / মূল্য
১৬/০ ছয় আনা।” / পৃঃ ১০ + ২ + ৩২, আকার ১২ ১/২ × ১৪ ১/২ সে. মি.। এই গ্রন্থে
সান্যাল মহাশয় লিখিত ভূমিকা এবং আবহুল করীম সাহিত্য বিশারদ লিখিত
‘আলিরাজা’ শীর্ষক এক পৃষ্ঠাব্যাপী কবি পরিচিতি মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে
আলিরাজার ৩১টি পদ আছে।

৫০। [ত্র. ৩]. ‘মুসলমান বৈষ্ণব কবি, ৩য় খণ্ড’, শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল
সম্পাদিত, আ. প.—“মুসলমান বৈষ্ণব কবি। / তৃতীয় খণ্ড। / শ্রীব্রজসুন্দর
সান্যাল সম্পাদিত। / রাজসাহী / ‘সমিতি প্রেসে’ মুদ্রিত ও বোয়ালিয়া /
‘সনাতন ধর্ম সমিতি’ কর্তৃক প্রকাশিত। / ১৩১১ / মূল্য ৮/০ তিন আনা মাত্র।”
/ পৃ. ৮ + ১০ + ৩৬; আকার ১৭ × ১১ সে. মি.। ইহাতে ১১ জন মুসলমান
কবির ৩৭টি পদ আছে। ইহাতে সম্পাদকের ‘বিজ্ঞাপন’ ব্যতীত শ্রীআবহুল
করীম লিখিত ৭৫ পৃষ্ঠাব্যাপী “জীবনী আলোচনা” মুদ্রিত হইয়াছে। এই
পুস্তিকাখানি “স্বদেশের মুগোজ্জলকারী কবির শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন
মহাশয়ের করকমলে সাদরে অর্পিত।”

৫১। [ত্র. ৪], ‘মুসলমান বৈষ্ণব কবি, চতুর্থ খণ্ড’ আ. প.—“মুসলমান

বৈষ্ণব কবি । / চতুর্থ খণ্ড । / শ্রীব্রজসুন্দর সাম্রাণ এম.আর.এ.এস্. / সম্পাদিত । / কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্. । / ৩৬ নং বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট, কুমারটুলি, / কলিকাতা । / মূল্য চারি আনা ।" / পৃ ২ + ১৬/১ + ৪৮, আকার ১৭×১১ সে. মি. । এই পুস্তিকা শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিমের নামে 'উপহার' প্রদত্ত হইয়াছিল । ইহাতে ২৬ জন কবির ৫০টি পদ আছে । উপহার প্রদানের তারিখ—কার্তিক ১৩১৩ সন, রাজসাহী ।

৫২ । [র] 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি, রমণীমোহন মল্লিক সম্পাদিত' আ.প. — "মুসলমান বৈষ্ণব কবি / শ্রীরমণীমোহন মল্লিক কর্তৃক/সম্পাদিত । / শ্রীসুবেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত । / কলিকাতা / ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মেডিকেল / লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় / মহাশয়ের নিকট প্রাপ্তব্য । / পৃ ৩ + ১৮ ; আকার ১৭½×১০½ সে. মি. । সম্পাদকের বিজ্ঞাপনের তারিখ :—মেহেরপুর, জেলা নদিয়া, ১৬ ভাদ্র, ১৩০২ । ইহাতে মোট ১৩টি পদ আছে । তন্মধ্যে শ্রীগৌরচন্দ্র—আকবর সাহা পৃ ১, গোষ্ঠলীলা—নশীর মামুদ পৃ ২, শ্রীকৃষ্ণের রূপ—সৈয়দ মতুজা ও ককির হবিব পৃ ৪, শ্রীরাধিকার রূপ—সালবেগ পৃ ৬, হোলী—কবীর পৃ ৮, অহরাগ—শেখলাল, ফতন এবং নশীর মামুদ পৃ ১০, খণ্ডিতা—শেখ ভিখন পৃ ১৩, মান—সৈয়দ মতুজা পৃ ১৫, ভাব সম্মিলন—সৈয়দ মতুজা পৃ ১৭, ইহাতে মোট ১৩টি পদ মুদ্রিত হইয়াছে । যথা—শাহ আকবরের ১টি, নশীর মামুদের ২টি, সৈয়দ মতুজার ৩টি, ককির হবিবের ১টি, কবীরের ১টি, সালবেগের—১টি, শেখলালের ১টি, শেখ ভিখন ১টি, ফতনের ১টি ।

৫৩ । মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতে শিতালং-এর ৫২টি পদ এবং সৈয়দ শাহনুরের ১২টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে ।

৫৪ । 'যৌবনবাহার' আ.প.—"আল্লাহ গণি, মহামুদ নবী / গানের পুথি / যৌবন-বাহার / পীর মুরশিদি / ও / বাউলা গান / সৈয়দ আকবর আলী সাহেব বিরচিত / ও / প্রকাশিত । / মূল্য ১০ চারি আনা মাত্র ।" / শ্রীহট্ট কোটিচাঁদ প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এ শ্রীফণীন্দ্র চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত । পৃ ২০, আকার ১২½×১৩ সে. মি. ইহাতে মোট ৩০টি গান আছে তন্মধ্যে ১২টি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন । ইহা মুসলমানী কায়দায় ডানদিক হইতে মুদ্রিত ।

৫৫ । 'রত্ন সাগর' আ. প.—"আল্লাহ আকবর / কালা শাহার গানের বহি, রত্ন সাগর" । / প্রথম খণ্ড । / পোঃ পাইল গাঁও পং আত্মজ্ঞান / মোজ্জে

ধাইপুর নিবাসী / কালাশাহা পীর সাহেব উৎ আবহুল রজ্জাক/কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত। / ১৩৪৭ বাং/শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে / মহাম্মদ আব্দুল গনি / কর্তৃক মুদ্রিত / মূল্য ৯/০ ছয় আনা মাত্র।" / পৃ ৫৪ ; আকার ২২ × ১৪ সে. মি. ইহাতে মোট ৭৪টি গান আছে, তন্মধ্যে ৮টি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। ইহা মুসলমানী কায়দায় ডানদিক হইতে মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে।

৫৬। 'রাগনামা—গ্রন্থ হইতে আফকলের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে (প্রা. পু. বি. ভ্র.)। মোহাম্মদ হালিম (১৭২।৩)।

৫৭। 'রাগ বাউল, প্রথম ভাগ'—মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সংকলিত। ১৩৩৬ বাং মুদ্রিত। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান কবি রচিত সর্বসমেত ৪২টি গান আছে। তন্মধ্যে সৈয়দ নিয়ামত রচিত ২৮ সং গান ও ইরকান রচিত ৩০ সং গান রাখাক্ষক লীলা বিষয়ক।

৫৮। 'রাগ মারিকত' [তত্ত্ব সঙ্গীত] প্রথম ভাগ, মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সংকলিত, আ.প.—"রাগ-মারিকত। / প্রথম ভাগ / পং ভানুগাছ গ্রাম রহিমপুর নিবাসী / বহু পুস্তক প্রণেতা / আশরাফ পারিশিং হাউস-এর / প্রোপ্রাইটার / পল্লীসেবী যুবক সঙ্ঘ, আত্মসহায় গৃহস্থ সঙ্ঘ প্রভৃতি/জন হিতকর প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক / আশরাফ ব্রাদার্স এণ্ড কোংর / ম্যানেজিং ডাইরেক্টর / আসাম গবর্ণমেন্ট কৃষি বিভাগের / অনারারী কন্সপেক্টেণ্ট/মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন / সাহিত্য রত্ন, কাব্যবিনোদ / কর্তৃক সম্পাদিত। / পং আলীনগর, গ্রাম পতন উষার নিবাসী / মোহাম্মদ সামছুল হক চৌধুরী কর্তৃক / মহামাত্র আসাম সরকার প্রদত্ত অর্থে / প্রকাশিত / প্রথম সংস্করণ। মূল ৯/০ ছই আনা / সন ১৩৩৬ বাংলা।" পৃ: ২৪, আকার ১৭ই × ১১ সে. মি.। ইহাতে মোট ৩৮টি গান মুদ্রিত হইয়াছে তন্মধ্যে ১২টি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন।

৫৯। 'রাগমালা' গ্রন্থ হইতে নাছির মহম্মদের (১১৪।১), মীর্জাকাদালীর (১৬৬।৩), মোহাম্মদ হানিকের (১৭১।১), সৈয়দ মতুজ্জার (৩২১।৩৬), একটি করিয়া পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

৬০। [লা. গী.] 'লালন গীতিকা', আ.প.—"লালন-গীতিকা / (লালন শাহ ফকিরের গান) / ডক্টর শ্রীমতীলাল দাশ. এম. এ., বি.এল., পি. এইচ. ডি. / ও/ শ্রীপীযুষকান্তি মহাপাত্র এম. এ. / কর্তৃক সম্পাদিত / [ক. বি.সিল] / বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় / কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত / ১৯৫৮, / মূল্য—সাত টাকা," / পৃ ২/০ (৩৩) + ৩৪২, আকার ২২ × ১০ই



সে. মি.। ইহাতে মোট ৪৬২টি পদ আছে। তন্মধ্যে ১২৪টি পদ রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ যুক্ত।

৬১। [লা. লা. গী.] 'লালন শাহ ও লালন গীতিকা, ২য় খণ্ড' আ. প.—
"লালন শাহ ও লালন গীতিকা / দ্বিতীয় খণ্ড / মুহম্মদ আবু তালিব / বাংলা
একাডেমী ঢাকা" / দাম—এগার টাকা, আগষ্ট ১৯৬৮ (শ্রাবণ ১৩৭৫),
পৃ ৮+ক—হ (৩২)+৩৬০, সচিত্র, আকার ২২×১৪½ সে. মি.। ইহাতে
মোট ৩৬২টি পদ আছে। তন্মধ্যে ১৩৭টি পদ রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ যুক্ত।

৬২। 'শিতালদী-রাগ, প্রথম খণ্ড' আ. প.—"শিতালদী রাগ/প্রথম খণ্ড। /
সংগৃহীত ও প্রকাশিত/ সৈয়দ মোরতাজা আলী বি.এ.। / গ্রাম—মধুপুর, পোঃ
পুটিছুরী/জেলা—শ্রীহট্ট। /প্রথম সংস্করণ। মূল্য ৮/০ দুই আনা মাত্র," / পৃ ৬;
আকার ১২×১৩ সে. মি., ভূমিকার (ঘরের কবার) তারিখ—বৈশাখ, ১৩৫৪
বাং, ইহাতে মোট ১টি পদ আছে তন্মধ্যে—রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ যুক্ত।

৬৩। [শ্রী.লো.স.] 'শ্রীহট্টের লোক সঙ্গীত' আ.প.—"শ্রীহট্টের লোক সঙ্গীত/
গুরু সদয় দত্ত আই. সি. এস./এবং/কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের বাউলা ভাষা
ও সাহিত্যের অধ্যাপক/ডক্টর নির্মলেন্দু ভৌমিক এম. এ. ডি. ফিল/সম্পাদিত/
[ক.বি.সিল]/কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/১৯৬৬"/ মূল্য ১৫ টাকা, পৃ ৬+২+৩
+২২০+৪৭৭, আকার ২২×১৩½ সে. মি.। ইহাতে মোট (৩৮০+৩+৩+
২+৫)=৩৯৩টি পদ আছে। তন্মধ্যে মুসলমান কবি রচিত ৫৪টি পদে
রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ পাইতেছি।

৬৪। 'সঙ্গীত সংগ্রহ'—শ্রীহট্ট মুসলিম সাহিত্য সংসদে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি।
গোলাম হুসন (ক) রচিত ৩টি পদ এই পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত হইয়াছে।

৬৫। 'সমছুল ইছলাম আসিকে বারাম' আ. প.—"সমছুল ইছলাম/
আসিকে বারাম। / পোঃ আখালিয়া, হাউসা সিলেট নিবাসী / শ্রীযুক্ত মোন্সি
আশ্রফ আলী সাহেব/কর্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত। / হট্ট ইসলামিয়া প্রেসে/
শ্রীমহাম্মদ আবছুল গণি কর্তৃক/মুদ্রিত। / সন ১৩৩৮ বাং / মূল্য ১/০ পাঁচ আনা
মাত্র।" পৃ ৬৩, আকার ২০—১৩½ সে. মি.। ইহাতে মোট ৩৬টি নছিহত
আছে। তন্মধ্যে ২০ সং নছিহতটি রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ যুক্ত। ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা
মুসলমানী কারদায় ডান দিক হইতে বাম দিকে গিচ্ছাছে।

৬৬। 'হকিকতে মারিকত' আ.প.—"আল্লাহ গণি মোহাম্মদ নবী। / কারি
উছমান আলী সাহেবের / হকিকতে মারিকত। / পোঃ ও পং ঢাকাদক্ষিণ মোঃ

স্বনামপুর নিবাসী / শ্রীযুক্ত কারী উছমান আলী সাহেব / কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। / সন ১৩৪২ বাং / "মূল্য ১০ চারী আনা মাত্র। / পৃ ৩২ / আকার ২১ ১/২ × ১৩ সে. মি., ইহাতে মোট ৫০টি পদ আছে, তন্মধ্যে ৪টি পদ বৈষ্ণব ভাবাপন্ন।

৬৭। 'হকিকতে সিতারা,' আ.প.—“হকিকতে সিতারা / শ্রীহট্ট ধরাধর পুর নিবাসী / আরকুম উল্লা সা পীর সাহেব / কর্তৃক বিরচিত। / শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে মোঃ আবদুল গণি দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / সন ১৩৪৭ বাং / মূল্য ১৬/০ ছয় আনা মাত্র।” পৃ ৬৬, আকার ২১ × ১৩ ১/২ সে. মি.। ইহাতে মোট ২৪টি গান আছে। তন্মধ্যে ১৮টি রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক। ইহা মুসলমানী কায়দায় ডান দিক হইতে ছাপা।

৬৮। 'হজরত শাহ ছিন্দেক তবকাতী ও হজরত শাহ ইছমাইল তবকাতীর জীবন চরিত' আ. প.—আল্লাহ আকবর / কেতাব” / হজরত শাহ ছিন্দেক তবকাতী ও / হজরত শাহ ইছমাইল তবকাতীর / জীবন চরিত / সিলহেট, কুবাজপুর, তেঘরিয়া নিবাসী / মোলবী ফজল উদ্দিন 'আহমদ উঃ মহাম্মদ / ফজলুর রহমান সাহেব ও স্বনামিয়া পীয় সাহেব / দ্বারা বিরচিত। / সিলহেট পাগলা সাং রনসী নিবাসী মোলানা স্বনামিয়া/পীর সাহেব ও সাকিন দৌলতপুর পং লক্ষীপুর / নিবাসী মুন্সি তোরাব আলী সাহেব ও সাং / খাপন পং কুরুয়া নিবাসী মুন্সি আবদুল / ছত্তার সাহেবানগণ দ্বারা প্রকাশিত। / ১৩৪৫ বাং / শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে / মহাম্মদ আবদুল গণি দ্বারা / মুদ্রিত / মূল্য ১০ আনা মাত্র” / পৃ ৫০, আকার ২২ × ২৪ সে. মি.। ইহার ৪টি পদের রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ আছে। ইহা মুসলমানী কায়দায় ডান দিক হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

৬৯। [হা.উ.] 'হাছন উদাস' আ.প.—“হাছন উদাস। / দেওয়ান হাছন-রজা চৌধুরী / সংকলিত / দ্বিতীয় সংস্করণ। / প্রকাশক/ দেওয়ান / শ্রীগণিউর রজা চৌধুরী, / স্বনামগঞ্জ, (শ্রীহট্ট) / মূল্য ১০ আনা মাত্র।” পৃ ২৬/০ + ১১০; আকার ২০ ১/২ × ১৩ সে. মি.। ইহাতে মোট ১০৬টি গান আছে। তন্মধ্যে ২২টি রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ যুক্ত। ইহাতে শ্রীপ্রভাত কুমার শর্মা লিখিত ২২ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'ভূমিকা' আছে।

৭০। 'হারামণি' আ. প.—“হারামণি / ডক্টর শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ডি. লিট. মহাশয়ের / ভূমিকা সংকলিত / ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর ডি. লিট., সি. আই. ই., / অঙ্কিত প্রচ্ছদপট ভূষিত / সংগৃহীত ও সম্পাদিত / মোলবী মুহম্মদ

মনসুর উদ্দীন, এম. এ. / (ইহার লভ্যাংশ শিক্ষাবিস্তার কল্পে ব্যয়িত হইবে।) / প্রাপ্তিস্থান/ প্রবাসী কার্যালয়/ ১২০১২ আপার মাকুলার রোড / কলিকাতা।" / ১ম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৩৭ ; মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র" / পৃ ২৬ + ১২২ + ৪, আকার ১৮ × ১২ ১/২ সে. মি. । সচিত্র ; ইহাতে মোট ২৩টি গান মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটি গান রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ যুক্ত। এই গ্রন্থখানি মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল।

৭১। 'হারামণি' আ. প.—“হারামণি / লোক সঙ্গীত সংগ্রহ / রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক / মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, এম. এ. / কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত/ [ক.বি.সিল]/ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত/ ১৯৪২," / পৃ ৩৯/০ (৫৮) + ৬৭ + ২০৮ ; সচিত্র, আকার ২১ ১/২ × ১৩ সে. মি. । ইহাতে ২৮৩টি গান মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪ টি গান রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ যুক্ত।

৭২। 'হারামণি' আ.প.—“হারামণি / লোক সঙ্গীত সংগ্রহ/ত্রিহট্ট, মুরারি চাঁদ কলেজের অধ্যাপক / মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এম. এ. বি-ই-এস. / কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত/ হাসি প্রকাশালয় / কর্তৃক প্রকাশিত / ১৯৪৮" / ৩য় খণ্ড পৃ ৪ + ১০০ ; মূল্য ১৫০ আনা মাত্র, আকার ১৮ × ১২ সে. মি. । ইহাতে লালনের ১১২টি গান আছে, তন্মধ্যে ৮টি রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ যুক্ত।

৭৩। 'হারামণি' পঞ্চম খণ্ড, আ. প.—“হারামণি/পঞ্চম খণ্ড/মুহম্মদ আবদুল হাই / ও / মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন / সম্পাদিত / (সিল) / বাংলা একাডেমীর সহ-যাগিতায় / বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত / ১৯৬১" / পৃ ৪ + ৩৯/ (৫৮) + ২২৪, আকার ২২ ১/২ × ১৫ সে. মি. । ইহাতে লালনের ২২৪টি এবং পাগলা কানাইর ১০০টি গান সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে বথাক্রমে..... এবং.....টি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। ইহা 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে' উৎসর্গিত।

৭৪। 'হৃদয় বীণা' আ. প.—“হৃদয় বীণা / ১ম খণ্ড / মোঃ মোতাহির আলী/ (প্রথম সংস্করণ) / ১৯৩৯ইং, / সর্বস্ব সংরক্ষিত / মূল্য ৯/০ আনা মাত্র /" পৃ ১৪, আকার ২৩ × ২৪ সে. মি. । ইহাতে মোট ২১টি গান আছে। তন্মধ্যে ১টি গান রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ যুক্ত।

(২) প্রবন্ধ সূচী

যে সকল প্রবন্ধ হইতে মুসলমান কবি রচিত রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ যুক্ত

সংগীত গৃহীত হইয়াছে সেই সকল প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক পত্রিকার নাম সহ সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

অর্ঘ্য—১৩২৪ আশ্বিন, পৃ ২৮২, 'মুসলমান বৈষ্ণব কবির পরিচয়'—প্রিয় লাল দাস এম. এ. বি. এল. লিখিত।

—১৩২৪ মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র, পৃ ৪২৫, 'মুসলমান বৈষ্ণব কবির ধর্মমত, প্রিয়লাল দাস এম. এ. বি. এল. লিখিত।

আবাহণ—আঘোণ, ১৮৫৪ শক, পৃ ২২৩ 'অসমিয়া মুসলমানী পুথি'—ছাহ ছৈয়দহাছান আলি লিখিত, ইহাতে গোলাম হুছন নামক কবির একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

আল ইসলাহ—কার্তিক—পৌষ, ২৮ বর্ষ, ৭ম-৯ম সংখ্যা, ১৩৬৬ পৃ ১৭৬ 'শ্রীহট্টের প্রথম মুসলমান মহিলা কবি মরহুমা ছহিফা বাহু'—হেমেন্দ্রনাথ দাস লিখিত।

আল এসলাম—১৩২৫ আশ্বিন, কার্তিক, পৃ ৩১৫, ৩৮৭, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বনাম বঙ্গীয় মোছলমান,'—আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ লিখিত।

আলো—১৩০৬ কার্তিক, পৃ ১০৭, ১৩০৭ আষাঢ়, পৃ ১২২, 'নূতন মুসলমান বৈষ্ণব কবি—আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ লিখিত। ইহাতে আলিরাজার ও আলাওলের কয়েকটি গান মুদ্রিত হইয়াছে।

ঢাকা রিভিউ ও ম্যাগাজিন—১৩২৪ ভাদ্র ও আশ্বিন, পৃ ১৮০। 'মুসলমান কবির বৈষ্ণব পদাবলী,—আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ লিখিত। ইহাতে ১০ জন মুসলমান কবি রচিত ১১টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

দাসী—১৮২৬ এপ্রিল, পৃ ২১৫, 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি'—অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি লিখিত।

নবনূর—১৩১১ কার্তিক, পৃ ২২১, 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি সৈয়দ মতুজা' [গ্রন্থ সমালোচনা]।

—১৩১১ অগ্রহায়ণ, পৃ ৩৮৩, 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি আলীরাজা ও মুসলমান বৈষ্ণব কবি, ৩য় খণ্ড' [গ্রন্থ সমালোচনা]।

পূর্ণিমা—১৩০২ আষাঢ়, ১০ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃ ২২, 'কবি হারি পণ্ডিত' আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ লিখিত।

প্রতিভা—১৩২৮ কার্তিক, পৃ ২৬৫, 'কৃষ্ণভক্ত মুসলমান' রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিজ্ঞানভূষণ লিখিত।

প্রবর্তক—১৩৩৭ কার্তিক, পৃ ৬১৬, 'পূর্ব ময়মনসিংহের বাউল সঙ্গীত'—যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য লিখিত। এই প্রবন্ধে জালালউদ্দীন রচিত কয়েকটি বাউল সঙ্গীত মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রবাসী—১৩২২ পৌষ, পৃ ২২৪ ; ১৩২২ মাঘ, পৃ ৪০৫ [লালনের পদ মুদ্রিত হইয়াছে]

বঙ্গশ্রী—১৩৪৪ চৈত্র, পৃ ৩৮৭ ; ১৩৪৫ বৈশাখ, পৃ ৫০২, 'বৈষ্ণব মুসলমান'—স্বামী ভূমানন্দ লিখিত।

—১৩৪৫, অগ্রহায়ণ, পৃ ৬৬৪, 'বঙ্গের মুসলমান বৈষ্ণব কবি'—কনক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩৪১, ২য় সংখ্যা, পৃ ৮, 'কবি সৈয়দ সোলতান'—ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, এম. এ., পি. এইচ. ডি. লিখিত। ইহাতে সোলতানের কয়েকটি পদ মুদ্রিত হইয়াছে।

—১৩৫১, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ৯৬, 'কবি সৈয়দ সোলতান, আলোচনা'—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, এম. এ. লিখিত।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কার্য বিবরণী, রাজশাহী অধিবেশন, পৃ ৮০, 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি'—ব্রজসুন্দর সান্যাল লিখিত।

বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৬ ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ ৪০, "লোক সাহিত্যে বিরহ সঙ্গীত"—মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাশিমপুরী লিখিত।

[১৩৬৪, ২য় সংখ্যা, পৃ ৮৫] ১ম বর্ষ, ২য় সং, পৃ ৮৮, ১৩৬৭, ২য় সং পৃ ৬০, ১৩৬৮, ২য় সংখ্যা ১৩০, পৃ ৬১।

বাংলার শক্তি, ১৩৪৬ আশ্বিন, পৃ ১০৭, ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, পৃ ৩১৮, 'গ্রামের গান'—আবদুল গফ্ফার চৌধুরী সংগৃহীত। ইহাতে উদাসী (ইদ্রিছ আলীর) গান মুদ্রিত হইয়াছে।

বীরভূমি—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ ৩২, 'বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমান বৈষ্ণব কবি'—মুন্সী একরামদ্দিন লিখিত।

ভারতবর্ষ—১৩২৩ কার্তিক, পৃ ৭৩৪, 'বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী',—আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ লিখিত। ইহাতে 'রাগনামা' হইতে—মীর ফয়জুল্লা, ফতন, সৈয়দ আইনদ্দিন, মোহাম্মদ হাসিম ও মনুজের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

—১৩২৫ পৌষ, পৃ ৭৭

—১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৭২৫, ‘অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী’—

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ লিখিত।

মাসিক মোহাম্মদী—১৩৪০ আষাঢ়, পৃ ৫৮২, সৈয়দ মতুজ্জার পদ।

—১৩৪৬ বৈশাখ, পৃ ৪৫০। ‘মহাকবি আলাওল প্রসঙ্গ’—আবদুল করিম

সাহিত্য বিশারদ লিখিত।

শিক্ষাসেবক—১৩০৫ কার্তিক, পৃ ১২, শিতালংএর পদ।

—১৩০৫ মাঘ, পৃ ৩৪, দৈতুয়ার পদ।

শ্রীভারতী—১৩৫০ আশ্বিন, পৃ ২০ ; কার্তিক, পৃ ১৩৩, ‘মুসলমান কবি

রচিত রাধাকৃষ্ণ পদাবলী’—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম. এ. লিখিত। এই দুই

সংখ্যায় শাহানুরের ১৪টি গান মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৪ মাঘ, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ১২৩,

‘অপ্রকাশিত নাগরী পুস্তক নূর নছিয়ত’—আবদুল জব্বার লিখিত। ইহাতে

শাহনুরের কয়েকটি পদ মুদ্রিত হইয়াছে।

—২য় বর্ষ, ১ম সং, ১৩৪৫ বৈশাখ, পৃ ১০, শাহনুরের পদ।

সাহিত্য—১২২২ ভাদ্র, পৃ ৩২১, ‘মুসলমান বৈষ্ণব কবি’—ক্ষীরোদচন্দ্র

রায় লিখিত। এই প্রবন্ধে পদকল্পতরু হইতে “নাগরী নাগরী নাগরী” ও

“চলত রায় স্মর শ্রাম” পদদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে।

—১৩১০ পৌষ, পৃ ৫৫২, ‘সৈয়দ মতুজ্জার পদাবলী’—আবদুল করিম

সাহিত্য বিশারদ লিখিত। ইহাতে মতুজ্জার দুইটি পদ ও আলিরাজার পদ

উদ্ধৃত হইয়াছে।

—১৩১০ ফাল্গুন, পৃ ৬৬৪, লালবেগের পদ।

সাহিত্য সংহিতা—১৩০৭ চৈত্র, পৃ ৭৫০ ; ১৩০৮ আষাঢ়, পৃ ১৭২ ; ১৩০৮

শ্রাবণ, পৃ ২৩২ ; ১৩০৯ আষাঢ় ও শ্রাবণ, পৃ ১২২ ; ১৩১০ আষাঢ় ও শ্রাবণ,

পৃ ১২৮ ; ১৩১০ ভাদ্র, পৃ ২২০ ; ১৩১০ আশ্বিন, পৃ ২২৩, ‘অপ্রকাশিত প্রাচীন

পদাবলী’—আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ লিখিত। এই ৭ সংখ্যায় সর্কতৌল্লা

ও আলিরাজা প্রভৃতি কয়েকজনের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

সুধা—১৩০৮ মাঘ, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ১১০, ‘সৈয়দ মতুজ্জা’—

নিখিলনাথ রায় লিখিত।

স্বর্ণবর্ণিক সমাচার, ১৩৩২ বৈশাখ, পৃ ২১৪ ; ১৩৩২ আষাঢ়, পৃ ৩০৬,
“মুসলমান বৈষ্ণব কবি”—রাধাবল্লভ দে লিখিত। ইহাতে আকবর, কবীর,
নশীর মামুদ, ভিখন, মতুজা ও সেখ লালের পদ আছে।

সৌরভ—বৈশাখ ১৩২৩ বাং, পৃ ২০৩, “ভক্ত কবি লালমামুদ”—বিজয়
নারায়ণ আচার্য লিখিত। ইহাতে লালমামুদের রচিত চারিটি গান মুদ্রিত
হইয়াছে।

সংযোজন [২]

৪০[ক] কিস্তিত

বিরহ

ধূয়া । আমি কি দিলে পাইমু তারে গো সখি কি দিলে পাইমু তারে ।
 তোরা সতে মিলে, বইলে দেও আমারে গো সখি ॥
 বল গো বন্ধের কথা, দূরে যাউক মনের বেধা গো ।
 আমার সাক্ষাতে আনিয়া দেও বন্ধুরে গো সখি ॥
 যে ছুঃখ আমার বুকে, কে শুনে আর কেবা দেখে গো ।
 শ্রাম বিনে দরদি নাই সংসারে গো সখি ॥
 মনে উঠে ঘরি ঘরি, ঘরে বসি ঝুইরে মরি গো ।
 আমি চলিতে না পারি লোকের ডরে গো সখি ॥
 ভক্তি শক্তি কিছু নাই, কি গুণে বন্ধুরে পাই গো ।
 কিস্তিতে কয় যদি দয়া করে গো সখি ॥ ১
 কিস্তিতে দিল ফানা, প্রথম খণ্ড, ৭নং গান ।

বিরহ

ধূয়া । ও প্রাণ গেল গো, বন্ধের বিচ্ছেদে প্রাণ গেল ।
 এ গো বুজি বলে কলঙ্ক রাখিল রাখিল গো ।
 বন্ধের বিচ্ছেদে প্রাণ গেল ।
 আসবে বইলে চিকন কালা, দিয়া গেল বিষম জ্বালা সহ গো ।
 এগো কেন বন্ধু ফিরিয়া আইল না আইল গো ॥
 বুজি বন্ধু কালাচান্দে আমারে ঠেকাইল ফান্দে সহ গো ।
 ও আমায় ফাকি দিয়া কই জানি লুকাইল গো ।
 কিস্তিতে কয় আশা পহু, জীবনে না দিব ক্ষেস্ত সহ গো ।
 ও আমার নয়ন দুটি চাইয়া রইল রইল গো ॥ ২
 কিস্তিতে দিল ফানা, প্রথম খণ্ড, ৮নং গান ।

রাগিণী-ভাটিয়াল

বিরহ

ধূয়া । দিবা নিশি বুঝে আশি আশা পহু চাইয়া, এগো সখি
 প্রাণ বন্ধুয়ার রূপ দেখিবার লাগিয়া ।

ঘরে বাদি ছয় জনা গো সখি রাখে আঙুলিয়া
 যাইতে বন্ধের কাছে না দিল ছাড়িয়া গো সখি ॥
 কি জানি কি করে এ গো সখি চিকন কালিয়া
 আমারে পাগল করিল মুরারি বাজাইয়া এ গো সখি ॥
 কিস্মতে কয় কি হইল গো সখি বিপাকে পড়িয়া
 হল না বন্ধের দেখা জীবন ভরিয়া এ গো সখি ॥ ৩
 কিস্মতে দিল ফানা, প্রথম খণ্ড, ১নং গান।

বিরহ

ধূয়া। নিকটে রইয়াছ বন্ধুরে, বন্ধু আমি দেখিতে পারি।
 দিবা নিশি কান্দে প্রাণিরে বন্ধু কি রূপে পাশুরি রে
 নিকটেই রইয়াছ বন্ধুরে ॥
 ঘরে আছে কতই বাদিরে, বন্ধু ননদি শাসুরি।
 পাও বাড়াইলে বাধা দেয় রে বন্ধু কেমনে দেখা করি রে ॥
 জলের ঘাটে কর খেলারে, বন্ধু যাইতে না পারি।
 কান্দে রাধা তোমার দায় রে বন্ধু পায়ে বান্ধা বেড়ীরে ॥
 কুল যাবে মান যাবে রে বন্ধু আরে তোমার আশা করি।
 কিস্মতে কয় যত সখ, ওরে বন্ধু কলঙ্কিনী নারী রে ॥ ৪
 কিস্মতে দিল ফানা, প্রথম খণ্ড, ২নং গান।

বন্ধু-বিচ্ছেদ

ধূয়া। বল দেখি প্রাণ বন্ধুর কথা শুনি গো সজনি,
 বল দেখি প্রাণ বন্ধুর কথা শুনি ॥
 ও তার বাশীর স্বরে নিরন্তরে গো সখি জুরে মোর পরানী।
 সখি গো এগো সখি।
 কও শুনি গো আমার কাছে, প্রাণবন্ধু কোথায় আছে,
 নিরোদ্দেশে এই দিন যামিনী।
 কেমন করে পাব তারে গো বন্ধুর কি রূপ নিশানী ॥
 সখি গো এ গো সখি! জানি না গো কোথায় বসি,
 শ্রামচান্দে বাজায় বাশী, মন প্রাণ করিল উদাসিনী ॥
 যাইতে বন্ধুর কাছে গো সখি দেয় না ননদিনী।

সখি গো এসো সখি, কিম্বতে কয় আকুল প্রাণে,
ধরি গো তোদের চরণে, খুজিয়া দেও শ্রাম গুণমণি ।
কি হুখে ছাপিয়া রইল গো সখি, নিলয় না জানি ॥ ৫
কিম্বতে দিল ফানা, প্রথম খণ্ড, ২নং গান ।

বানী

ধূয়া । শ্রামের বানী কি যাহু জানে গো সই ! আমার বন্ধের বানী কি যাহু জানে ।
চিঃ । উদাসি করিল মরে ঐ বানীর গানে গো সই, বন্ধের বানী কি যাহু জানে ।
সখি গো ত্যজ্য কইরে ব্রজপুর আসিয়া বৃন্দাবনে গো, আসিয়া বৃন্দাবনে,
কি সন্ধানে বাজায় বানী জুগ দিয়া পবনে গো সই ।
সই গো দিল্লীতে বসতি গো, মথুরায় আসে যায় ।
কাল রূপে ভঙ্গি ধইরে নিত বানী বাজায় গো সই ।
সই গো এই বানী ত বানী না হয়, যে জানে সন্ধান, সইগো যে জানে সন্ধান ।
গকুল নগরে সে কি রাখবে কুলমান গো সই ।
সই গো অধম কিম্বতে বলে, ঠেকলাম বিষম দায় সই গো, ঠেকলাম বিষম দায় ।
খুজিতে না পাইলাম কাল ননদির জালায় গো সই ॥ ৬
কিম্বতে দিল ফানা, প্রথম খণ্ড, ৩নং গান ।

বানী

ধূয়া । সখি তোরা আয় গো তার সন্ধান জাইনে ।
কে জানি বাজায় বানী গোপনে ।
চিঃ । একবার এইনে দেখাও তারে গো সখি, ধরি তোদের চরণে ।
কে জানি বাজায় বানী গোপনে ॥
সখি গো এ গো সখি, অন্ধ হইয়ে রইলাম চাইয়ে ।
পাইনা তারে কাছে থইয়ে, না জানি সে কেমন ছন্দি জানে ।
অবিশ্রামে বন্ধের বানী গো সখি, বাজায় নিশি দিনে ॥
সখি গো এ গো সখি, চিনলেম না সে কেমন ছবি
হইলেম না তার ভাবের ভাবি, এ জীবন কাটলাম গো সপনে ।
কেবল কর্ণে শুনি বানীর ধ্বনি গো সখি, দেখিলাম না ছই নয়নে ॥
সখি গো এ গো সখি, কিম্বতে কয় বানীর স্বরে,
উদাসী করিল মোরে, সাধ কি হয় আর বুখা এ জীবনে ॥
পাইলাম না বন্ধের দেখা গো সখি, রইয়েছে কি সন্ধান ॥ ৭
কিম্বতে দিল ফানা, প্রথম খণ্ড, ৪নং গান ।

ধূয়া । সজ্জনী তোরা চিননি গো, কে জানি মোহন বাণী বাজায় ।
 আমি চিনিতে না পাইলাম তারে গো সখি, ভুলে ভুলে দিন ফুরায় ॥
 সখি গো এ গো সখি, কদম্বের মূলে বসি বাজাইছে মোহন বাণী
 বাণীর ধনি ধরিছে হাওয়ায় । (কেবল) শব্দশুনি রাধারানী গো সখি
 ডাকছে বাণীর ইশারায় ॥
 সখি গো এগো সখি, অবলার অন্তরের জ্বালা দিল গো চিকন কালা ।
 পাগল প্রাণী উরিয়া বেড়ায়, পাইলে তারে থাকতাম পইরে সখি
 ধরিয়া তার রাজা পায় ॥
 সখি গো এ গো সখি, আমার বাড়ীতে আইয়া যাইয়া, আমারে পাগল করিয়া,
 পিরীতি বারাইল কি আশায় । কিম্বতে কয় তার পরিচয় গো সখি
 পাবে গেলে যমুনায়া ॥ ৮

কিম্বতে দিল ফানা, প্রথম খণ্ড, ৩নং গান ।

ধূয়া । সজ্জনী তোরা দেইখে আয় গো, ঐ নাকি শ্রাম গুচারণে যায় ।
 চিঃ । কুহুর কুহুর তাল ধরিছে গো সখি সুনার নেপুর দিয়ে পায় ।
 ঐ নাকি শ্রাম গুচারণে যায় ।
 সখি গো এ গো সখি, আগে পাছে রাখালগণ,
 মাজখানে গৌরবরণ, সোণার একটি ছবি দেখা যায় ।
 ও তার মন্তকে শোভিছে চূড়া গো সখি,
 হস্তে শোভে মোহন বাণী হেলে ছলে চলছে হাসি, সোনালি বসন দিয়ে গায় ।
 ও তার ইশারায় দৌড়িছে খেছ গো সখি, বাতাসে ধূলা উড়ায় ।
 সখি গো এ গো সখি, আমি রাধা কুলনারি, কুললজ্জা তেজ্য করি
 মন প্রাণ সপিলাম তার পায় । কিম্বতে কয় প্রত্যয় গো সখি ।
 আসবে বন্ধু পুনরায় ॥ ৯

কিম্বতে দিল ফানা, প্রথম খণ্ড, ৩নং গান ।

৮১। পাগল কানাই

নাম-মাহাত্ম্য

দেওয়ান কালাচাঁদ ও মোরে দেও আসে আছান,
 তাই পাগলা কানাই ভেবে বসে রে সামনে দেখি রে বিষম তুফান।
 ও তোর নামের মহিমা আল্লা কোরানে শুনি,
 ও দেশ বিদেশে ফিরি ও তোর নামের জোরে
 ও সব বলে সেই কালার নামে আগুন হয় পানি।
 ও ভক্তের ভগবান রে আল্লা ও কাভালের কাণ্ডার,
 ও যে জন হও রে গোনাগার ও কালার নামে হবা পার,
 ঐ কালার নামে ভরসা করে ও আজি লইয়াছি সাঁতার। ১

হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ২২৭, পৃ ১০২

গুরুত্ব

পাগল কানাই বলে, ও মন রসনা, গুরু চরণ করো সাধনা—
 জালার ভয় হবে না—ভয় হবে না।
 আপ্ত তব পরমতব—গুরুজনে জানে অর্থ, অজ্ঞানে তা জানে না।
 সেই গুরু চরণ নিষ্ঠুর অতি—তারে কেও চিনলো না।
 চণ্ডীদাস ও ধনজায় ঠাকুর রে—কারে কেও ছাড়তে পারল না।
 নবরসে নব কীতি—করতে পারলে আদত ভক্তি
 নহন ভরে দেখতে পারবি চক্ষিণ পরগণা।
 আরও গুরু নামে ডকা মারে যাবিরে মন ভবপারে, যাবি রে মন রসনা ;
 সেই গুরু চরণ করলে স্মরণ মরণ হবে না।
 তাই পাগল কানাই বলে—ও কোরবান, মরণের সঙ্গী হলে না।
 এক মরা মরেছিল কবির জোলা, ও তার আকসোচ্ছেতে পাগলা ভোলা
 কান্দে লয়ে আঁচলা কোলা—আরও হাড়ের মালা
 সে যে শ্মশানে মশানে থাকে সর্ব সঙ্গে ভস্ম মাখে, সদায় থাকে গাছতলা ;
 রূপ নিহায়ে বইসে সদায় বাজার ভোম্‌ বোলা।
 আরও অহল্যা পাষাণী ছিল, সেই জানে মরণের জালা। ২

হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ২৪০, পৃ ১৪৪

পাগলা কানাই বলে ও মন রসনা বুঝাইলে বুঝ্‌ মানেন না ।
 ভবে আসা যাওয়া যে যন্ত্রণা জান্লে আর ভবে আস্তাম না ।
 আসি বইলে আইছো ভবে ভাব্‌ছ যাওয়া হবে না ।
 আশায় আশায় দিন ফুরালো কাল শমন নিকটে আইলো
 সরকারী শমন আইসে যে সময় বাধবে কবে,
 কাদবি তুই একা বইসে, তোর কাদন কেউ তো শুনবে না ।
 তাই বুঝে করো সাধনা দিন অস্তে কেউ রবে না ;
 শুদ্ধমায়ার প্রেমে খাও মিছরিদানা ও কেবল গোবরের ছানা ।
 তাই বুঝিয়া সাধু মোহন্ত অসাবধানে ভোবে না
 কেউ হচ্ছে রাজ্য ত্যাগী কেউ হচ্ছে অহুরাগী
 কত জন হয় বৈরাগী সংসারের আশা রাখে না ।
 অধীন পাগলা কানাই কয়, মন পাগ্‌লা কেনে করো অবহেলা,
 চোখ বুঁজে দেখে ডুবলো বেলা, ছাড়ো কাম রসের খেলা,
 শমন যদি দমন করো ভজরে চিত্ত কাল
 পাগলা কানাই কয়, শোন্‌রে কোরবান আলী বুধা ভবে আইলি গেলি
 আপন ধন পরকে দিয়ে, এখন কেঁদে লও কোলা । ৩
 হারামণি, ৪ম খণ্ড, সং ২২২, পৃ ১৩৪

দেহতব

পাগল কানাই বলে, শোন ভাইসকল, এক গাড়ী দেখে হলেম পাগল,
 আরও গাড়ীর মধ্যে আছে বিষম গুণগোল ;
 এক গাড়ীতে ছত্রিশ জাতি করতেছে স্তম্ভল,
 কেউ কয় আল্লার ধনি, কেউ কয় হরিবোল,
 আবার আল্লা-হরি কিছুই বলে না—ওরা আবার কোন্‌ দেশের পাগল ।
 আবার গাড়ীর মধ্যে ব্যক্তি কয়েকজন
 কত হয় সাধু মহন্ত, কতই চোয়ের লচ্‌চন,
 তারা এক ঘাটেতে টিকিট কাটে আবার কোথায় করছে গমন,
 কোন্‌দিন যেন রাস্তায় হবে রে বদল
 সেদিন কোথায় যাবে যোগী মহন্ত—ও কোথায় যাবে যাত্রীগণ ।
 আবার ঘোলজন চালায় সে গাড়ী, কেবা সেই গাড়ীর ভাইবুই,

কেবা হয় সেই গাড়ীর মিস্ত্রী, কোন্ ঘাটে ছাড়ে আলি,
পাগল কানাই বলে, কোন্ ঘাটে লাগবে সেই গাড়ী । ৪
হারামণি, ৫ম খণ্ড, সং ২৫২, পৃ ১৫৫

দেহতত্ত্ব

শোন্ ভাই সকলরে, তোরা শোন্ গাড়ীর খবর,
এক গাড়ীতে ছত্রিশ জাতি করতেছে স্তম্ভল,—ও তোরা শোন্ ভাই সকল ।
তাই পাগল কানাই কয়, রাস্তায় গাড়ী পত্তন হবে যখন,
বাতাসে মিশবে যোগীগণ ;
আর আছে যত যাত্রীগণ, বাতাসে হবে মিলন,
আরও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ভোম মদন—
সেদিন তারা সফলই ছাইড়া যাবে—একা বসে র'বে মন ।
আবার বিলাতে যখন গাড়ী করিবে গমন,
ষোল ষোল বত্রিশজনে, চালাও গাড়ী রাত্রদিনে, ও মনের মতন ;
সে গাড়ীর টিকিট মাষ্টার যে জন হয় ঘাটে ঘাটে টিকিট লয়,
তা দেখিয়া ছয় পাগলে করছে গোল গুনরে ভাই সকল—
আবার আল্লা-হরি কিছুই বলেনা, ও সেই নিত্যধামের পাগল ।
যখন গাড়ী বিলাত থেকে ফিরে আসবে—
অন্ধকার-ধন্ধকারে কুহকার, নৈরাকারে সেদিন ছিলা কেমন,
আরও দশমাস দশদিন সেইখানে থেকে ভবে এসে হলি' চেতন । ৫
হারামণি, ৫ম খণ্ড, সং ২৬০, পৃ ১৬৪

১২৭। লালন

বাউল

আগে আন হাওয়ার স্থিতি, কোথায় হাওয়ার উৎপত্তি
কোথায় হাওয়ার গতাগতি ।
আবে থাকে করিয়া মৈথুন আবার বাত-ছতাপন দিয়া তারে করিল চেতন,
তার মাঝখানেতে বাতি জ্বালে রে বৈসা আছে কর্ম। জ্যোতি ।
হাওয়ার সঙ্গে বহর ধরা যায়,
সে যে ক্ষুদ্র দেশে বসত করে নামটি তার অধর,

সরবেশ লালন শা কয় ধরবি কিছু রে
হইতে হইবে তোমার গোপীর মতি ॥ ১

হারামণি, ৫ম খণ্ড, সং ১৫, পৃ ১১

দয়াল

আমার দয়ালকে আনিয়া দে রে আরে সে আমায় দিয়ে গেল ফাঁকি
দয়ালের ঐরূপ যেন দেখি ।
আদুল কাটিয়া কলম বানাইয়া দুইটি নয়নের জল করলাম কালি
আমার দেহকে কাগজ বানাইয়া ঐ দয়ালের রূপ যেন লেখি
আমাদের দয়ালকে আনিয়া দে রে আরে সে আমায় দিয়ে গেল ফাঁকি ॥
আমার সর্ব অঙ্গ থাইও কাক রে ও কিছুই না রাখিও বাকী
আমার চক্ষু দুইটা না রে থাইও
তাই লালন কয়, যেন দয়ালের ঐ রূপ দেখি ॥ ২

হারামণি, ৫ম খণ্ড, সং ৪৪, পৃ ৩০

গুরুতব

আমার হইতে আর গুরু কার্য হয় না,
ও মুখে গুরু গুরু, অন্তরে সে ভাব আসে না ।
দাঁড়াইয়াছি ভক্তি-মূলে গুরুর চরণ পাবো বলে,
আমার সকল আশা গেল দূরে, আমি আমার হলেম না ।
অহল্যা পাষণী ছিল সে পদধূলায় মাস্তুষ হইল ।
তাই ফকির লালন বলে,—কত পাহাড় পর্বত টইলা গেল
আমার মন পাষণ কেন গলে না । ৩

হারামণি, ৫ম খণ্ড, সং ৭৩, পৃ ৪০

বাউল

আমি বর্শি ফেলেছি সাঁইর জলে,
থাও বা না থাও ঠোঁক দিয়ে যাও যদি মনে বলে ।
ওরে ভান্সা ছিপে সে কাল হুতা আন্তে ধীরে মারব ওঁতো সাঁই রে,
আমি এছাই জোরে মারব ওঁতো—দয়াল লাগে তোয় অন্তরে ।
ও আবার গহীন জলে থাকো তুমি—কিনার দিয়া হাঁটি আমি সাঁই রে,
আবার ঠোঁক দিলে বাজিবে গলে রে,

লালন বলে, আমি টাইনা নেই বগলে—

ওরে ধলাকালি বর্শি রে হইলে বাজতো রজকিনীর গলে । ৪

হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ১৩৬, পৃ ৮২

বিবিধ

আমি শ্রাম রাখবো, কি কুল রাখবো ওগো সজ্জনী ।

আবার যে কুলে দাঁড়াইয়া আছি, এই কুল ছাড়লে কি প্রাণে বাঁচি,

আবার কুল ছাইড়া জঙ্গলে বসি, ও তবু শুনবো ঐ বংশীর ধ্বনি ।

ফকির লালনের এমনি উক্তি, এই কুলে না পাইলাম মুক্তি,

আমি রাখায় রাখায় হলেম সারা, ও কুলে পোহায় না দিন রজ্জনী । ৫

হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ২০৯, পৃ ১১৯

বিবিধ

আয় দেখি মন আয় রে, ঐক্য করিয়া মনে-প্রাণে আমি পিঞ্জিরা শ্রীগুরু চরণে,

আর গুরুর চরণ অমূল্যরতন, ঐ চরণে মন বসে না রে

ইচ্ছা ছিল মন যাব বৃন্দাবন, আমি কি ধন লইয়া ঘাইব, সঙ্গে নাই মঞ্চল

গুরু দিছে ধন অমূল্য রতন, লালন কয়, তাই ভেঙ্গে যাব পথে রে ॥ ৬

হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ১৮, পৃ ১৩

দেহতত্ত্ব

আর ও দিলদরিয়ার মাঝে রে মন ডুবিয়া দেখলে না,

রসেতে উবিড়ুবি থাকে জল ঐ কুস্তেতে কেমনে রাখি সে জল

একবিন্দু টলে না,

সে ভাটার বেলায় গহীন জলে জল'পরে জল মানে না ।

সেই নদীর নাগে খালে আজব এক জাহাজ চলে

বৈসে ত্রিবেণীর কোলে চালায় জাহাজ খানা,

দিবানিশি চালায় জাহাজ কখনো সে ঘুমায় না ।

সেই নদীর ত্রিবেণীতে আজব এক ফুল ফুটেছে

সেই ফুল যার ভাগ্যে আছে ও ফুরায় তার বাসনা ।

আর ও ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বরে

তাই লালন বলে ও ফুলের পাহারা ঐ তিন জনা

দিল দরিয়ার মাঝে রে মন ডুবিয়া দেখলে না ॥ ৭

হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ১১, পৃ ৯

দেহতত্ত্ব

আর কে যাইবি বড়শি বাইতে নূতন পুকুরে ;
পুকুরিণী মাড়েতিন রতি ঘাটলাতে জ্ঞানের বাতি
—নয় শিরে নয় দার খেলে ।

আছে দই ছুঁত উদয়চন্দ্র রামানন্দ ভক্তবৃন্দ
পাড়ের ঘাটে একদিন যদি মেলে ;
আর কে যাইবি বড়শি বাইতে নূতন পুকুরে,
আরও পুকুরিণী তিন কোনা, ভিতরে তার লাল নিশানা,
চিস্তামণি মাসে মাসে খেলে,
রসিক ডুবাক যারা টের কইরে নিচ্ছে তারা
—পুকুরিণীতে মোতি নিছে তুলে

আর কে যাইবি বড়শি বাইতে নূতন পুকুরে ।
আছে ভাবের ছিপ প্রেমের সূতা অনুরাগে আধার গাঁথে
—যদি সেই মীনে গেলে ।

আছে ভবসিন্ধু পারের বেলা যমেরে দেখাইয়া কলা
—গুরু বইলে পাড়ের নৌকা খোলে ।
আছে একটি গাছে দুই মূল তিন কলি চার ফুল
—শোভা করে ছয় ডালে ।

গাছে যখন ছাড়বে ভক্তিলতা জড়িয়া ধরবে কতই লতা
—ও তাই সাধু দরবেশ বৈষ্ণবে তাই বলে ।
দরবেশ লালন শা কয়, ভারে ভারে শোন রে কিছু বলি তোরে
—ঐ ভাব ছিল যার অন্তরে,
এবার গুরুর রূপে নয়ন দিয়ে নিরিখ পানে থাক গে চাইয়ে
—মানুষ জনম যাতে ভবে পাইরে । ৮

হারামণি, ৭ম খণ্ড, সং ৫৪, পৃ ৩৫

বিবাহ

আরে আমার মন যেন আজ কেমন করে—না দেখলে তারে,
এই না দেখিয়ে ছিলাম ভাল—কেন বা আইসে দেখা দিল,
দেখা দিয়ে চলে যায়—পাগল কইরা আমারে ।
সে কালা মোর চতুর আলী

ও আবার ননীচোরা বনমালী—রসিক নাম ধরে ।
 সে যে বাজায় মোহন বীণী—রাধার স্বরে গান করে ।
 শুনেছি তার মধুর বচন, ভক্তি বীণা ছুঁটি নয়ন—মন নিচ্ছে হইরে ।
 লালন কয়, তোরা বল সজনী, অভাগিনী আমি নি পাব তারে ? ৯
 হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ২১২, পৃ ১২০

গৌরলীলা

এই নয়নে তারে না দেখিলে মুখের কথায় পরাণ জুড়ায় না ।
 শুইনে কথা সব বলে, ও গউর দেখেছি কেও বলে না ॥
 যেমন গাভীর মাথায় গরল থাকে গাভী তার মর্ম জানে না ।
 এই নয়নে তারে না দেখিলে মুখের কথায় পরাণ জুড়ায় না ।
 যে দেখেছে বর্তমানে, অহুমান সে মানবে কেনে ?
 তাই লালন 'শা' দরবেশ বলে,
 দিন থাকিতে মুর্শিদ ধরে কর সাধনা ॥ ১০

হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ১৬২, পৃ ৯৫

বিবিধ

এই ভাব তোমারে কে শিখাইল—কোন মানুষে
 কোন্ ভাবিনী আইসে যোগিনীর পাড়ায় বসে, কোন্ মানুষে ।
 ও এক ভাবের এক মানুষ আইসে,
 ও ঘুরে বেড়ায় তালাসে—কোন্ মানুষে ।
 'জয় রাধে, শ্রীরাধে' বলে ও দেহ-ভরী দিলাম ছাইড়া
 সোনার কমল স্বরধুনীর ঘাটে
 দেখ নাগরী যায় ভেসে,—কোন্ মানুষে । ১১
 হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ২১০, পৃ ১১৯

বিবিধ

এই মানুষ কি কথায় ধরা যায়
 মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া নির্জনে সাধন করিতে হয় ।
 বাহ্যকাম ত্যাজ্য করে ঐ থাকতে হবে নিরিখ ধরে
 মাছ-রান্না পাখী যেমন রয়,

ও সে দমের ঘরে বেঠিক হলে ঐ মানুষ পলকে হারায় ।
তাই লালন শা দরবেশে বলে আছে মানুষ এই রূপের ঘরে
ঐরূপ নিহারে বাধ না তারে
গোপীগণে সাধন করলে সেই মানুষ ধরা যায় । ১২

হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ৩৮, পৃ ১৬

মান

এখন কেনে কান্ছ রাধে নির্জনে, ও রাধে, সেইকালে মান করে ছিলি
সেই কথা তোর নাই মনে ।

ও রাধে, কেনে কর মান—ও কুঞ্জে আসে না যে শ্রাম,
জলে আগুন দিতে পারি বিন্দা আমার নাম,
ও রাধে, হাত ধরে প্রাণ সঁপে দিলি—সেই কথা তোর নাই মনে ।
ও আমরা সব সখী মিলে ও একটি বনফুল তুলে,
বিনে স্ত্রীতায় মালা গাঁথে দিব শ্রাম-গলে,
লালন কয়, রাধা বানাইয়া বসাবো শ্রামের বামে । ১৩

হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ২১৮, পৃ ১২৩

বাউল

এস দয়াল মুরশিদ আমার না দেখলে প্রাণ বাঁচে না ।
না দেখলে প্রাণ বাঁচে না, রে দয়াল, না দেখলে প্রাণ বাঁচে না ॥
তুমি আমার চক্ষের পুতুল, ও তোমার দাসীর কথা হইছে ভুল,
তুমি বিনে আন্ধার গোকুল আমার দেবে আলো হইল না ।
তুমি রে আমার নয়ন তারা, হই না যেন আজ চরণ ছাড়া ।
তাই লালন বলে, নড়া চড়া হা রে নড়লে সে ভেদ পাবা না ॥ ১৪

হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ১৬৯, পৃ ২৮

গুরুত্ব

ও গুরু বললে কি গুরু মিলে, মন ও প্রাণ না দিলে ।
ও সে রসের গাছের ফল ও সদায় করছে টল মল ।
সেই রসিক তার মর্ম জানে অরসিকে জানবে কেনে ?
সে ফল যে খেয়েছে সেই অটল হয়েছে ।
সে ভাব করেছে গোপীগণে—ও মন প্রাণ না দিলে ।

ও দরবেশ লালন শা তাই কয়, ও কিছু, প্রেম সামান্য নয়,
আরে ঐ প্রেম সবার ভাগ্যে হয় ;

ও সে প্রেম করতে পারলে একই কালে
পিতলে সোনা ফলে—ও মন প্রাণ না দিলে । ১৫

হারামণি, ৫ম খণ্ড, সং ৭১, পৃ ৪৩

আত্মতত্ত্ব

ও জীবের ধান্দা কেন যায় না ?

এ ভবে কয়বার আইলি, কয়বার গেলি তাই মন কিছু ভাবলি না ।

হায় গুরু ভজবো বইলে আশা ছিল কাল শমনে ঘিরে নিল
দিনে দিনেই দিন ফুরাইল,

ও আমার আসল বস্তু লুটে নিল বোম্বাটে ছয় জনা ।

সত্যযুগে ছিলেন হরি, ঘাপরে রাম ধনুকধারী, ত্রেতাযুগে বংশীধারী,
তাই লালন বলে, কলিতে হচ্ছে লীলা ও নিত্য কথা কেউ কয়না । ১৬

হারামণি, ৫ম খণ্ড, সং ৯, পৃ ৭

দেহতত্ত্ব

ও মন মনোরা এ সময় রয়েছে কার আশায় বইসে

ও তোরা ও মইজে কামিনীর বশে ।

ঐ দেখ বেলা গত হলো হৃদয় আকাশে,

ও ছাড়ো এ দেশের মায়া ধর বিদেশের কায়া ।

অঙ্গের বসন কোপীন কর উপরে বাইয়া

ও সব মায়া'র 'খু' হবে আপন বল কাহাকে

শমন আইসে করবে জারী বইসে বুকে

সেদিন সঙ্গের সাথী কেউ হবে না, ও মন হারা'বি দেশে'

লালন কেন্দ্রে বলে, হায় ও দয়াল কি হবে আমায়

যে দিন দেহ-ঘুড়ি উড়ে যাবে কালার প্রেমের বাতাসে ॥ ১৭

হারামণি, ৫ম খণ্ড, সং ১৭, পৃ ১২

বিবিধ

ও যারে দেইখা নয়ন ভুইলা গেছে প্রাণ দেওয়ার কি বাকি আছে ।

ও দয়াল আমায় কান্দাও পথে পথে, ও তোমার কানতে হবে ভক্তের সাথে ।

আবার জগাই মাধাই পাপী ছিল তাকে প্রভু দয়া হইল,
কত লোভী পাপী তইরা গেল তাই লালন বলতেছে । ১৮
হারামণি, ৫ম খণ্ড, সং ২৬, পৃ ৫৭

বাউল

ওরে ঠিক কইরা ধইরো ছিপের গোড়া—
শক্ত কইরা ধইরো ছিপ, ও যেন হয় না নড়া চড়া ।
বর্শা বাইল চণ্ডীমাস ও রজকিনীর পুরে আশক কেও না কারে ছাড়া,
তারা এক মরণে দুইজন মরে—মরবি আজ তোরা ।
অধীন লালন ভেইবা বলে—শোনরে কিছু বলি তোরে,
আমি বিনয় করি বলছি তাতে, হই না যেন
কটিক চান্দ্রের চরণ বরে । ১৯
হারামণি, ৫ম খণ্ড, সং ১৩৭, পৃ ৮২

পূর্বরাগ

ওরে সখিরে ! ও প্রাণ গো সখিরে—যার জালা সেই জানে,
তোরা হইলে বাঁচতি না প্রাণে ।
সখিরে, ঐ শ্রাম বন্ধুর কথা যখন পড়ে মনে,
আমি ঘরে রইতে পারি না সখি,
ও আমার ছটবট ছটবট করে গো প্রাণে ।
সখিরে, সকালে জল ভরিতে এলাম স্বরধুনীর ঘাটে,
ও কালো রূপ দেখিয়া ভুলিয়া রইলাম ।
তাই লালন বলে—ও কালো কি মোহিনীর মত জানে ॥ ২০
হারামণি, ৫ম খণ্ড, সং ২০৬, পৃ ১১৭

কাল বইলে দিন ফুরাইল ভূবে আইল বেলা সদায় বলা কাল । কাল-পরিচয়
কাল কাল বইলে কেনে হইয়াছ উতলা
গোপনে সে গাঁথে মালা প্রকাশিলে জালা ।
ঐ কাল কাল নয় ঐ কালিতে কিবা হয়
কৃষ্ণ কাল বলে কেন ভুলে রইছ, ও ভোলা—সে কাল ।

বা. বৈ. মু. ক. প.—৩১

সে কালা তো জন্ম নেয় নাই দৈবকিনীর ঘরে,
 ঘোলশত গোপিনীর সঙ্গে খেলা না রে করে ।
 থাকে বৈসে একেলা—চার যুগে তাহার খেলা
 কালা যেন গুণমণি হাতে চৌদ্দ তালা, সে কালা ॥
 মথুরাতে কৃষ্ণ কালা অজু'নেরও হয় শালা,
 আবার স্বভদ্রা ভগ্নী তাহার—অভিমত্যা তাহার পোলা ।
 দেখরে কেমন জালা, মিছে কেন বলো কালা—
 কালার ঘরে বাতি জলে অন্ধকারে উজলা সে কালা ॥
 ফকির লালন বলে, মায়ার জালে বুঝি আমার প্রাণও যায়,
 আমি চার যুগ ভরে বেড়াই ঘুরে দেখি সেই কালা দয়াময় ।
 সে তো রে নির্ধর কালা, নাইকো তার বিচ্ছেদ জালা,
 আবার চক্ষু বুঁজে জপমালা নাম 'লা শরিকাল্লা' সে কালা ॥ ২১
 হারামণি, ৫ম খণ্ড, সং ২০৮, পৃ ১১৮

কৃষ্ণ প্রেম

কৃষ্ণ প্রেম করব বলে ঘুরে বেড়াই জনম ভরে
 সে প্রেম করবে বলে ঘোল খানা—এক রত্নির সাধ মিটল না রে ।
 যেমন চণ্ডীদাস আর রজকিনী হয়,
 তারা এক মরণে দুইজন মরে—সাধু লোকে কয় ।
 আবার চণ্ডীদাস মরিয়া গেলে রজকিনী বাঁচায় তারে ।
 যার যে আছে, যায় তার কাছে
 লালন কয়, আমার দিন তো যায় কাঁদিতে । ২২
 হারামণি, ৫ম খণ্ড, সং ২১১, পৃ ১২০

গুরুত্ব

গুরু বলে ধরো পাড়ি মন ছাঁস থাইকো ও নদীর উজান বাকে ।
 ও নদীর মান্থানে বসি আছে এক মেয়ে রাক্ষসী
 ও তার স্থপনস্থান বেনী, ও মালের জাহাজ পাইলে পরে রে
 ও সে যে মাল লুটে নেয় চুমকে ও নদীর উজান বাকে ।
 ও নদীর তিন ধারে তিনজন ব্রহ্মা বিষ্ণু তিলোচন

পাহারা দিচ্ছে সর্বক্ষণ । ও নদীতে বান ডাকিলে স্থধা উঠে রে
ও তারা পান করে স্থখে বসে ও নদীর উজান বঁকে ॥
ও ফকির লালন শা তাই কয়, নদীর বান্দাল রাখা দায়,
ও যেন কোন্ সময় কি হয় । প্রেম নদীতে ডুব না, কিহু,
যেমনি ডুব দিলে ডুব যায় ফাঁকে ॥ ২৩

হারামণি, ৫ম খণ্ড, সং ৫০, পৃ ৩০

বিবিধ

চল যাই আনন্দের বাঁজারে
চিত্ত মন্দ, তম-অন্ধ নিরাপ রবে না রে ।
স্বজনার স্বজনাতে সহজ-প্রেম হয় সাধিতে,
যাবি নিত্যধামেতে প্রেম-পদের বাসনা,
প্রেমের গতি বিপরীতি সকলে জানে না ।
সে ত কৃষ্ণ প্রেমের বেচাকেনা—অন্ধ বেচাকেনা নাই রে ।
সহস্র রাগের কারণ বঁকা শ্রাম করলেন ধারণ
হইলেন গৌর বরণ রাখার প্রেম-সাধনা
আনন্দে সানন্দে মিশে যোগ করে যে জনে,
সে নেহাত প্রেম অধর ধরা—লালন বলে—যেতে পারে । ২৪

হারামণি, ৫ম খণ্ড, সং ১১১, পৃ ৬৭

বিবিধ

জগত আলো কইরাছে মই, ও ফুইটা প্রেমের কলি ;
ফুটে কি শোভা আলো হয়েছে—ও তার বাগানে এক মালি
ফুলের নামটি নীল লাল জবা ও তার ফুলে মধু ফলে স্থধা
ও তার ভঙ্গি বঁকা—ও সে-ফুল লাগেরে সাধুর সেবা—ও কৃষ্ণ-বঁকা-অলি ।
ও ফুল ফুটে হয় জগত আলো, ও তারে দেখে প্রাণ শীতল হইল ।
ও ফকির লালন বলে, উপায় বল সাজছে সাধু দরবেশ অলি । ২৫

হারামণি, ৫ম খণ্ড, সং ৯৩, পৃ ৫৪

দাস্ত-ভাব

দয়াল আমি এই চরণ দাসীর যোগ্য নই নইলে মোর দশা কি এমন হয় ।
ভাব জানিনা, প্রেম জানিনা দাসী হইতে চাই চরণে

তাশ দিয়ে ভাব নিতে পারলে তবে সুরাখ চরণ পাই ।

অহল্যা পাষণী ছিল পদধূলায় মানব হলো।

লালন জন্মে পড়ে রইলো যদি গুরুর দয়া হলো । ২৬

হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ৭৭, পৃ ৪৭

গৌরলীলা

দেখে আইলাম সোনার মাহুষ কোপ্নী পরা,

সে মাহুষ কণে হাসে কণে কান্দে ছই নয়নে বয় হে ধারা ।

সে মাহুষ ধরতে গেলে না দেয় ধরা আরও কোন রমণীর মন চোরা ।

সে মাহুষকে আনল দেশে

সে অহুরাপে উলটা পানে চলে সদায় পাগলের বেশে,

তাই সিরাজ সাই কয়, শোনরে লালন, তারে ধরতে চাঁও যদি অধর-ধরা । ২৭

হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ৩২, পৃ ২৬

গৌরলীলা

পার কর চাঁদ গৌর আমায়—বেলা ডুবিল,

আমার হেলায় হেলায় অবহেলায় দিনতো বইয়ে গেল ।

আছে ভব-নদীর পাড়ি-নিতাই চাঁদ কাণ্ডারী । কুলে বইসে বোধন করি

ও চাঁদ গাউর এইসেছে, ও চাঁদ গৌর হে কুলে বইসেছে ।

আরও কুল-গৌরবিনী যারা কুলে থাকে তারা ও কুল ধুইয়া কি জল খাইবো ?

ও চাঁদ গৌর যদি পাই, ও চাঁদ গাউর হে, কুলে দিয়ে ছাই-

ফকির লালন বলে—শ্রীচরণের দাসী হইব । ২৮

হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ১০৫, পৃ ৮১

গৌরলীলা

প্রেম করা কি মুখের কথা—আপ্ন স্বপ্নের আশা থাকতে হবে না রে তা ।

রাখার প্রেম থেকে হরি হইলে দণ্ডারী—

আসিয়া এই নদীয়া পুরী বেহাল হইয়া মুড়ালেন মাথা ।

এক প্রেমিক সে কবীর ভক্ত সদাই কৃষ্ণের দরশন পেত ।

লালন বলে—আমার সে ত প্রেম করা কাম লোভী যথা । ২৯

হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ১১০, পৃ ৬৭



বিবিধ

প্রেমের দাগ রাগ বান্ধা যার মনে,
সে প্রেম অহিকে জানে না—জানে রসিক জনে ।
আরও শতদল কমলের মাঝে ত্রিবেণীতে তুফান খেলে,
ও ভাঁটার যায় না সে চলে উজান কোণে ।
ও সে প্রেম করিতে আশা কর মনে—ও আবার সাধ্য কর গোপীগণে,
লালন কয়, লীলা নাই যেখানে, সে চলে নিত্যক্ষণে । ৩০
হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ২২, পৃ ৫২

বিবিধ

প্রেমের ভাব জেনেছে যারা গুরুরূপে নহন দিয়া হয়েছে আপ্ত হারা ।
স্বখ্য, শান্ত, দান্ত প্রেমে বাৎসল্যা আর মধুর প্রেমে—
পঞ্চ প্রেমের পঞ্চতরু বচ্ছে শতধারা ।
পঞ্চানন খায় ধূংরা ঘটা হয়ে মাতহারা ।
তারি মুখে বলে রামহরি রাম ঐ প্রেমের প্রেমিক যারা ।
খেয়ে তার নামের স্বধা খেলে যায় ভব কুধা,—
কখন গরল-স্বধা পান করে না তারা ।
সদায় থাকে নিষ্ঠারতি হয়ে মরার মরা,
কত মনি মুক্তা রত্ন হীরা অর্থ লোভী লায়েক যারা ।
প্রেমশক্তি চতুরদলে কুস্তকে উঠায় ঠেলে,
প্রেম-শক্তির বাহ বলে উজান ধরায় তারা ।
শতদল লজ্বন করে সহস্রে যায় যারা,
লালনেরই এই ফলাফল—আসা যাওয়ায় কর্ম সারা । ৩১
হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ১০০, পৃ ৬২

বিব্রহ

মনের মাহুষ নাই রে দেশে—এইদেশে কেমনে থাকি,
এই দেশে কেমনে থাকি, সখি এই দেশে কেমনে থাকি ।
দেশের লোকের মন ভাল না—কৃষ্ণ কথা কইতে দেয় না,
সদায় আমার ঝরে আঁখি পরের মন বা কেমনে রাখি ।

আমার হইছে কপাল মন্দ—জানো না রে প্রাণ-গোবিন্দ
প্রাণ আমার করছে উবি ডুবি ।

লালন বলে, হায় কি করি—ও আমার ঘর থুইয়া জ্বলে বসি । ৩২

হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ২১৩, পৃ ১২২

প্রেম

মেয়ের প্রেমে মজিস্ না ভাই তোরা,

মেয়ের প্রেমে মজলি পরে—হবি পোড়া পোড়া ।

যখন বসি গুরুর কাজে, আবার ঐ মেয়ে এসে কাছে বসে,

সে ধীরে ধীরে আঁখি ঠারে ;—ও আমার মন চলে যায় ছাড়া ছাড়া ।

আরও চণ্ডীদাস আর রজকিনী, তারাই প্রেমের ধন্থ শুনি,

তারা এক মরণে দুইজন মরে লালন কয়, মরবি কি আজ তোরা । ৩৩

হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ৮৯, পৃ ৫২

বাউল

যার আছে নিরিখ নিরূপণ দরশন সেই পাইয়াছে,

তার অন্তরিকে মন ভোলেনা একনাম ধইরা বসে আছে ।

এই ভাণ্ডের জল ঢেলে ফেলে শ্রাম বলে উঠাইলে

আবার আধা যায় থাকে মিলে,—আর কি মিলে ?

সেখানে নাই টলাটল সে অটল হইয়া বসে আছে ।

ফকির লালনের বাণী—কণে আগুন কণে পানি,

কি বলবো সেই নামের ধনি সিরাজ সাইয়ের গুণী,

সে যে বাতাসের সঙ্গে তাল লাগাইয়া বাতাস ধরে বসে আছে । ৩৪

হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ৭২, পৃ ৪৪

গুরুত্ব

যারে ভাবলে পাপীর পাপ হরে দিবানিশি ডাক মন তারে ।

গুরুর নাম স্বধা-সিক্ত পান কর তাহাতে বিন্দু ।

সখা হবে দীনবদ্ধ অন্ত ক্ধা হবে না রে ।

যে নাম প্রহ্লাদ হৃদয় করে অগ্নির কুণ্ডে প্রবেশ করে,

কৃষ্ণ নরসিংহ রূপ ধারণ করে হিরণ্য কৈশোরে মারে ।

বলেছে লালন, মন রসনা ভাবলি না শেষের ভাবনা
মহাজনের ঘোল আনা একদিন বলে তা ভাবলি না রে । ৩৫
হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ৭৯, পৃ ৪৮

প্রেম

রসিকের ভঙ্গিতে যায় চেনা ।
দেখ্ তার শাস্ত চিত্ত উদ্ভবতি, হায় বরণ কাঞ্চা সোনা,
সহজ হইয়া সরল বস্তু সেধেছে যে জনা,
তার কাম-সাগরে চর পড়েছে, প্রেম সাগরে জল আঁটে না ।
চণ্ডীদাস-রজকিনী—তারাই প্রেমের ধন্য স্তনি এমনি প্রেমিক কয় জনা ?
তারাই এক মরণে ছুইজন মরে, এমন মরা মরে কয় জনা ।
লালন শা দরবেশে বলে, শোন্‌রে কিছু বলি তোরে—
আবার রসিকের প্রেম মার্কীমারা, মইলে তাদের প্রেম ছোটো না । ৩৬
হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ৮৪, পৃ ৫০

গৌরলীলা

রাধারাণীর ঋণের দায়-গৌর এসেছে নদীয়ায়,
বৃন্দাবনের কানাই আর বলাই নৈদে এসে নাম ধরেছে গৌর আর নিতাই ।
করে মা যশোদা বেঞ্চে ছিল হাত বুলাইলে জানা যায় ।
বৃন্দাবনের ননী খেয়ে পেটও ভরে নাই—
নৈদে এসে দৈ চিড়াতে ভুলেছো কানাই,
তুমি কোন ভাবেতে কপ্লি নিলে—সেই কথা বল আমায় ।
তুমি কৃষ্ণ হরি দয়াময়—তোমাকে যে চিনতে পারে—অধীন লালন কয় ।
তুমি ধরতে গেলে না দাও ধরা, কেবল গোপীগণের মন ভোলায় । ৩৭
হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ২১৫, পৃ ১২২

দেহতত্ত্ব

সে কোন মানুষ এসে এই দেহে বইসে
—আবার মন-মানুষকে চেতন দিতেছে ।
ও সে কে দিল বীজ ও তার না হয় হৃদিছ,
তাইতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব তাইতে জপতেছে ।

সেই সে মাহুয পঞ্চ আত্মা হয়—ও ককির লালন তাই কয়,
সে পঞ্চ আত্মা হইয়া জীব আত্মাকে চেতন রেখেছে ॥ ৩৮
হারামনি, ৪ম খণ্ড, সং ১২২, পৃ ৭৪

নামজপ

হৃদয় শু পিঞ্জিরায বসে, ও রাধাকৃষ্ণ বলে না,
ঐ নাম তুমি বল আমি শুনি—আমি বলি নাম তুমি বসে শোন না।
আবার ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে আটাইশ অক্ষর দেওগা ছেড়ে—
ঐ নাম সাধু জানে, জীবে জানে না।
সে নামেতে দুঃখ হরে ডাক ঐ নাম বারে বারে,
রাধার নামটি চার অক্ষরে, লালন বলে, ঐ নাম কেউ জানে না। ৩৯
হারামনি, ৪ম খণ্ড, সং ২০৭, পৃ ১১৭

বাগিনী—ভাটিয়াল বাউল যুব, তাল—একতাল।

বিরহ

১২৬ [ক] রেহানুদ্দিব (রেহু)

কই গেল প্রাণ বন্ধুয়া গো এ দাসীরে ত্যাগী,
দিবানিশি নয়ন করে প্রাণবন্ধের লাগি।
আমি রইলাম একা এই দেশে সে গিয়াছে পরবাসে করে বিরাগী,
কোথা পাব আমি বন্ধের দুটো আঁখি ললিতে বিশাখা গো সখি
কোথা গেল মনঃদুখী রাধা ঘাতকী।
তোরা তালাস করে আন শীঘ্র গো নইলে কর শ্মশান ভোগী।
বাক্যক্লান্ত হইল গো আমার, দৃষ্টিগোচর সব অন্ধকার কালার বিয়োগী।
আমার কাণ্যাকে মনোরাগ ছাড়ে গো হয়ে তার অহুরাগী।
রেহুর মন কৃষ্ণ বিনে একা সে রবে কেমনে ? হইয়ে উচোগী,
তালাসেতে না মিলিলে হব আমি প্রাণত্যাগী। ১

আগরতলার “রমাপ্রসাদ গবেষণাগারে” রক্ষিত মুদ্রিত বণ্ডিত গ্রন্থের ৮টি গান পর পর মুদ্রিত হইল। এই গান ৮টি ত্রিযুক্ত রমাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয়ের সৌজন্মে প্রাপ্ত। কবি রেহানুদ্দিন (রেহু) সম্ভবতঃ ত্রিপুরা জলার অধিবাসী ছিলেন।

রাগিনী—সিদ্ধ, তাল—মধ্যমান

গৌষ্ঠ

চেয়ে দেখ চতুর্দিকে আসছে অন্ধকার
কাক পিক পক্ষিগণে ছিল তাহার অবেষণে
এখন যায় প্রত্যেকের স্থানে করিয়ে ঝড়ার ।
গোচারণে বাজাই বেহু গোটে চলছে নন্দের কাহ্ন,
অন্তমিত হল ভাহ্ন চক্ষের অগোচর ।
যার যেই স্থান অধিকারে প্রত্যেকে যায় নিজ বানরে
কেহ নাহি আছে অবসরে ভুবন মাঝার ।
রেহু তুমি কর্মদোষে অবহেলায় আছ বসে
অমাবস্তার রাত এসে করতেছে সংহার । ২

১১০ নং গান, পৃ ২০

রাগিনী বাউল সুর, তাল—একতালা ।

বিরহ

তুমি শ্রামেরে পেলেম না, তুমি আমায় ছেড়ে যেও না ।
অগ্নি লিখা যত রহে, সদা আমার মর্মে দহে,
আমি কার কাছে বলিব দুঃখ, সে আমার মর্ম জানে না ।
তোমার কথা মনে হইলে, বুক ভেসে যায় নয়ন জলে,
আমার মনের অগ্নি মনে জলে, জল দিলে আর নিভে না ।
যখন তোমায় ছাড়া হব, পাষাণেতে মুণ্ড দিব,
জ্ঞান হস্তে অসি লব, ছার জীবন রাখিব না ।
রেহুর মন রাই কিশোরী থাক এখন ধৈর্য্য ধরি,
কৃষ্ণ আছে তোমার পুরী তালান করে দেখ না । ৩

১১৬ নং গান, পৃ ২০

রাগিনী—বিভাস, তাল—আপ

বংশী

মন, গহন কাননে বাজে মোহন বংশী ।
যে শুনে সেই বংশীর তান, হ'য়ে যায় উদাসী ।

তানেতে লহরী ধ্বনি, উদাস করে পরশ মণি,
সদায় দিছে হাত ছানি, মথুরা উল্লাসী ।
প্রতি স্বরে স্বধার ধারা, হাওয়ায় খেলে প্রেম কোয়ারা,
বৃন্দাবনে মাতোয়ারা, হস্তে মোহন বাঁশী ।
সে যে থাকে ঐ বাঁশীর পানে, পরশ দৃশ্যে হরষ মনে,
ঘষিলে পরশের মনে, উদয় হয় সন্তাসী ।
রেহানদি বধির হলি, বংশীধ্বনি না শুনিলি,
তুর কর্মে নাই বনমালী, গলে মায়া ফাঁসী । ৪

৪২ নং গান, পৃ ৪৪

রাগিনী—বাউল মুর, তাল—একতালা

বাউল

মাউলার নামে দিয়ে কাউলা কর ভজনা ।
দৃষ্টি পরদা কেটে তুমি কর সাধনা ।
অন্তরঙ্গে প্রেমতরঙ্গে, প্রেমে কর মনোরঙ্গ,
দেখে লও বাঁকা ত্রিভঙ্গ ধরিয়ে আয়না ।
তরঙ্গে তুল লহরী তাতে তুমি হও সওয়ারী,
বাঁকা শ্রাম বাজাও বাশরী, করে দিলু ফানা ।
প্রেমে ডুবে রও আপনি ভাসিয়া উঠিবে যিনি
অস্বর্গ্যামী দয়াল তিনি, সে বিনে কেহ না ।
রেহুর মন কাউলা দিতে, পারনা আউলার সাফাতে,
ফানা ফিল্মা তবু কর্মেতে ঘটাল যে না । ৫

২০ নং গান, পৃ ৮২

রাগিনী—বাউল, তাল—একতালা

বিরহ

যার লাগি কলকী হইলাম, সে বন্ধুয়া রইল কই ?
কোথায় যাব বল প্রাণ সহি ।
বন্ধু আসবে বলে চলে গেল, আশায় করে নিশান সহি ।

বলে মোরে, প্রাণ প্রিয়া, প্রাণ পাখী নিল কাড়িয়া,
 কোথা গেল হৃৎখ দিয়া, ডেকে মোরে নই ।
 আমি কুল কলঙ্ক ত্যাগ করিয়া, তাহার আশায় পড়ে রই ॥
 কুলে রাখিব কীর্তি, কাল আমার প্রেমের শক্তি,
 প্রেম করিলে প্রেমে মুক্তি, মোরে কোলে লই ।
 কোথা রইলো কাল আমার এনে দে প্রাণ জুড়াই
 যার প্রেমানলে দগ্ধ হয়ে, আছি মাত্র হয়ে ছাই
 অস্থি চর্ম গেল খসে, আঁখি দুটি তোমার আশে,
 পহুপানে অভিলাষে, রয়েছি তাকাই ॥
 বন্ধ হলে দৃষ্টি শক্তি, আসলে তুমি পাবে কই,
 না দেখিয়ে তোমার রূপে, প্রেমায়িত্তে দগ্ধ হই ॥
 রেহুর মন কৃষ্ণ বিহনে, সহ না মানে প্রাণে
 দেখে নাই এ জীবনে, তুমি জানি থাক কই । ৬
 ১১৪নং গান, পৃ ১০৫

রাগিনী—লয়ি, তাল—যৎ

বিবিধ

লুক দিয়ে, লুক খেলারে মন লোকালোকে দিয়ে লুকি
 আঁধার পাশে আলোর রাশি, ভেসে উঠবে মেরে উকি ।
 জ্ঞান চৈতন্য রেখে হসে, ভক্তি বিশ্বাস এক পাশে,
 প্রেম লুকি দাও অনায়াসে, অধর নামে দিয়ে কুঁকি
 রঙ্গে খেল রঙের খেলা, প্রেম রঙেতে উলামেলা,
 লুকি দাও সেই কদমতলা, কালার বাঁশী দুটি রাখি ।
 সুনাব বাঁশীর একগি তান, ইচ্ছায় আসবে অধর চান্দ,
 অধর মিশবে তোমার স্থান, আর কভু দিবেনা লুকি ।
 রেহুর মন বোকাপাজী, লুক খেলায় হলনা রাজি ।
 সত্তা খেলায় দাগাবাজী, ধাঁধায় তোমায় দিল ফাঁকী । ৭
 ৪৩নং গান, পৃ ৩২

(হরি) তোমার কাছে কি চাহিব, ভেবে কিছু দেখিনা,
 অমূল রত্ন যা দিয়েছ, তাকে চিন্তে পারলেম না ।
 তুমি দয়াল দয়া করে, দৃষ্টি শক্তি দাও আমারে
 নাক দিলা সৌরভের তরে, সাধ লইতে দাও রসনা ।
 ইত্যাদি যা করুলে দান, তুমি দয়াল দয়ার চান্দ,
 এক খামের মূল্য প্রদান পৃথ্বী দিলে হবে না ।
 আকাশ, বাতাস, আগুন, জল বিবিধ ফসল আর কত ফল
 আমার স্থান দাও মায়ের কোল করে তুমি করুণা ।
 এই সকল দান করে মোরে তুমি আছ কোথা করে,
 রেণু সাধ করে অন্তরে দেখতে তব বারাম খানা । ৮

॥ সংযোজন [২] ॥

বর্ণানুক্রমিক পদকর্তা ও পদের প্রথম পঙ্ক্তি সূচী

সংখ্যা	কবির নাম	পদ সংখ্যা	পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পৃষ্ঠা
৪০[ক]	কিন্মত	১	আমি কি দিলে পাইমু তারে গো সখি	৪৬৮
		২	ও প্রাণ গেল গো বন্ধের বিচ্ছেদে প্রাণ গেল	৪৬৮
		৩	দিবা নিশি বুঝে আশি আশা পুঙ্খ চাইয়া	৪৬৮
		৪	নিকটে রইয়াছ বন্ধুরে, বন্ধু আমি দেখিতে পারি	৪৬৯
		৫	বল্ দেখি প্রাণ বন্ধের কথা শুনি গো সজ্ঞনী	৪৬৯
		৬	শ্রামের বাণী কি যাহু জানে গো সই	৪৭০
		৭	সখি তোরা আয় গো তার সন্ধান জাইনে	৪৭০
		৮	সজ্ঞনী তোরা চিন নি গো, কে জানি মোহন	৪৭১
		৯	সজ্ঞনী তোরা দেইথে আয় গো ঐ নাকি শ্রাম	৪৭১



সংখ্যা	কবির নাম	পদ সংখ্যা	পদের প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
৮১	পাগল কানাই	১	দেওয়ান কালাচাঁদ ও মোরে দেও	৪৭২
		২	পাগল কানাই বলে, ও মন রসনা, গুরু চরণ	৪৭২
		৩	পাগলা কানাই বলে ও মন রসনা বুঝাইলে	৪৭৩
		৪	পাগল কানাই বলে, শোন ভাই সকল, এক	৪৭৩
		৫	শোন্ ভাই সকলরে তোরা শোন্ গাড়ীর খবর	৪৭৪
১২৬[ক]	রেহাছদ্দিন (রেণু)	১	কই গেল প্রাণ বন্ধুয়া গো এদাসীরে ত্যাগী	৪৮৮
		২	চেয়ে দেখ চতুর্দিকে আসছে অন্ধকার	৪৮৯
		৩	তুমি শ্রামেরে পেলেম না, তুমি আমায়	৪৮৯
		৪	মন, গহন কাননে বাজে মোহন বানী	৪৮৯
		৫	মাউলার নামে দিয়ে কাউলা কর ভজনা	৪৯০
		৬	ঘার লাগি কলঙ্কী হইলাম, সে বন্ধুয়া রইল কই	৪৯০
		৭	লুক দিয়ে, লুক খেলার মন	৪৯১
		৮	(হরি) তোমার কাছে কি চাহিব	৪৯২
১২৭	লালন	১	আগে জান হাওয়ার স্থিতি, কোথায়	৪৭৪
		২	আমার দয়ালকে আনিয়া দে রে আরে দে	৪৭৫
		৩	আমার হইতে আর গুরু কার্য হয় না	৪৭৫
		৪	আমি বশি ফেলেছি সাঁইর জলে	৪৭৫
		৫	আমি শ্রাম রাখবো, কি কুল রাখবো	৪৭৬
		৬	আয় দেখি মন আয় রে, ঐক্য করিয়া মনেপ্রাণে	৪৭৬
		৭	আরও দিল দরিয়ার মাঝে মন ডুবিয়া	৪৭৬
		৮	আর কে ঘাইবি বড়শি বাইতে নূতন পুকুরে	৪৭৭
		৯	আরে আমার মন যেন আজ কেমন করে	৪৭৭
		১০	এই নয়নে তাবে না দেখিলে মুখের কথায়	৪৭৮
		১১	এই ভাবতোমারে কে শিখাইল—কোন্ মানুষে	৪৭৮
		১২	এই মানুষ কি কথায় ধরা যায়	৪৭৮
		১৩	এখন কেনে কান্ছ রাখে নির্জনে	৪৭৯
		১৪	এস দয়াল মুরশিদ আমার না দেখলে প্রাণ	৪৭৯
		১৫	ও গুরু বললে কি গুরু মিলে, মন ও প্রাণ	৪৭৯
		১৬	ও জীবের খান্দা কেন যায় না ?	৪৮০

সংখ্যা	কবির নাম	পদ সংখ্যা	পদের প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
১২৭	লালন	১৭	ও মন মনোরা এ সমস্ত রয়েছে কার আশায়	৪৮০
		১৮	ও যারে দেইখা নয়ন ভুইলা গেছে	৪৮০
		১৯	ওরে ঠিক কইরা ধইরো ছিপের গোড়া	৪৮১
		২০	ওরে সখিরে ! ও প্রাণ গো সখিরে	৪৮১
		২১	কালো বইলে দিন ফুরাইল ডুবে আইল	৪৮১
		২২	কৃষ্ণপ্রেম করব বলে ঘুরে বেড়াই	৪৮২
		২৩	গুরু বলে ধরো পাড়ি মন হ'ল থাইকো	৪৮২
		২৪	চল যাই আনন্দের বাজারে	৪৮৩
		২৫	জগত আলো কইরাছে সহি, ও ফুইটা	৪৮৩
		২৬	দয়াল আমি এই চরণ দাসীর যোগ্য নই	৪৮৩
		২৭	দেখে আইলাম সোনার মানুষ কোপ্‌নী পরা	৪৮৪
		২৮	পার কর চাঁদ গৌর আমায়—বেলা ডুবিল	৪৮৪
		২৯	প্রেম করা কি মুখের কথা	৪৮৪
		৩০	প্রেমের দাগ রাগ বান্ধা যার মনে	৪৮৫
		৩১	প্রেমের ভাব জেনেছে যারা গুরুরূপে	৪৮৫
		৩২	মনের মানুষ নাইরে দেশে এই দেশে	৪৮৫
		৩৩	মেয়ের প্রেমে মজিস্‌ না ভাই তোরা	৪৮৬
		৩৪	যার আছে নিরিখ নিরূপণ দরশন	৪৮৬
		৩৫	যারে ভাবলে পাপীর পাপ হরে দিবানিশি	৪৮৬
		৩৬	রসিকের ভঙ্গিতে যায় চেনা	৪৮৭
		৩৭	রাধারাগীর স্বপ্নের দায় গৌর এসেছে নদীয়ায়	৪৮৭
		৩৮	সে কোন্‌ মানুষ এসে এই দেহে বইসে	৪৮৮
		৩৯	হৃদয় ও পিঞ্জিরায বসে, ও রাধাকৃষ্ণ বলে না	৪৮৮

॥ সংযোজন [২] ॥

বর্ণানুক্রমিক পদসমূহের প্রথম পঙক্তি সূচী

পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা
আ.				
আগে জান হাওয়ার স্থিতি	লালন	১২৭	১	৪৭৪
আমার দয়ালকে আনিয়া দেরে	লালন	১২৭	২	৪৭৫
আমার হইতে আর গুরুকাণ্ড	লালন	১২৭	৩	৪৭৫
আমি কি দিলে পাইমু তারে	কিন্মত	৪০ [ক]	১	৪৬৮
আমি বর্শি ফেলেছি সাঁইর জলে	লালন	১২৭	৪	৪৭৫
আমি শ্রাম রাখবো কি কুল রাখবো	লালন	১২৭	৫	৪৭৬
আয় দেখি মন আয়রে	লালন	১২৭	৬	৪৭৬
আরও দিল দরিয়ার মাঝে রে মন	লালন	১২৭	৭	৪৭৬
আর কে যাইবি বড়শি বাইতে	লালন	১২৭	৮	৪৭৭
আরে আমার মন যেন আজ কেমন	লালন	১২৭	৯	৪৭৭
এ.				
এই নয়নে তারে না দেখিলে	লালন	১২৭	১০	৪৭৮
এই ভাব তোমারে কে শিখাইল	লালন	১২৭	১১	৪৭৮
এই মানুষ কি কথায় ধরা যায়	লালন	১২৭	১২	৪৭৮
এখন কেনে কান্ধ রাখে নির্জনে	লালন	১২৭	১৩	৪৭৯
এস দয়াল মুরশিদ আমার না	লালন	১২৭	১৪	৪৭৯
ও.				
ও গুরু বললে কি গুরু মিলে	লালন	১২৭	১৫	৪৭৯
ও জীবের ধান্দা কেন যায় না	লালন	১২৭	১৬	৪৮০
ও প্রাণ গেল গো বন্দের বিচ্ছেদে	কিন্মত	৪০ [ক]	২	৪৬৮
ও মন মনোরা এ সময় রয়েছ	লালন	১২৭	১৭	৪৮০
ও যারে দেইখা নয়ন ভুইলা গেছে	লালন	১২৭	১৮	৪৮০
ওরে ঠিক কইরা ধইরো ছিপের	লালন	১২৭	১৯	৪৮১
ওরে সখিরে ! ও প্রাণ গো সখিরে	লালন	১২৭	২০	৪৮১

পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা
ক.				
কই গেল প্রাণ বন্ধুয়া গো	রেহাছদ্দিন (রেণু)	১২৬[ক]	১	৪৮৮
কালো বইলে দিন ফুরাইল	লালন	১২৭	২১	৪৮১
কৃষ্ণ প্রেম করব বলে ঘুরে বেড়াই	লালন	১২৭	২২	৪৮২
গ.				
গুরু বলে ধরো পাড়ি মন	লালন	১২৭	২৩	৪৮২
চ				
চল ঘাই আনন্দের বাজারে	লালন	১২৭	২৪	৪৮৩
চেয়ে দেখ চতুর্দিকে	রেহাছদ্দিন (রেণু)	১২৬[ক]	২	৪৮২
জ.				
জগত আলো কইরাছে সই	লালন	১২৭	২৫	৪৮৩
ভ.				
তুমি ঙ্গামেরে পেলেম না	রেহাছদ্দিন (রেণু)	১২৬[ক]	৩	৪৮২
দ.				
দয়াল আমি এই চরণ দাসীর	লালন	১২৭	২৬	৪৮৩
দিবানিশি ঘুরে আখি আশা পহু	কিশ্বত	৪০[ক]	৩	৪৬৮
দেওয়ান কালাচাঁদও মোরে	পাগল কানাই	৮১	১	৪৭২
দেখে আইলাম সোনার মাতুষ	লালন	১২৭	২৭	৪৮৪
ন.				
নিকটে রইয়াছ বন্ধু রে-	কিশ্বত	৪০[ক]	৪	৪৬২
প.				
পাগল কানাই বলে, ও মন	পাগল কানাই	৮১	২	৪৭২
পাগল কানাই বলে, ও মন	পাগল কানাই	৮১	৩	৪৭৩
পাগলা কানাই বলে, শোন	পাগল কানাই	৮১	৪	৪৭৩
পার কর চাঁদ গৌর আমার	লালন	১২৭	২৮	৪৮৪
প্রেম করা কি মুখের কথা	লালন	১২৭	২৯	৪৮৪
প্রেমের দাগ রাগ বাঁধা যার	লালন	১২৭	৩০	৪৮৪
প্রেমের ভাষ জেনেছে যারা	লালন	১২৭	৩১	৪৮৫



পদের প্রথম পঙক্তি	কবির নাম	কবির ক্রমিক সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা
ব.				
বল দেখি প্রাণবন্ধের কথা শুনি	কিন্মত	৪০[ক]	৫	৪৬২
ম.				
মনঃ গহন কাননে বাজে মোহন রেহাভুদ্দিন (রেণু)		১২৬[ক]	৪	৪৮২
মনের মাহুয নাইরে দেশে	লালন	১২৭	৩২	৪৮৫
মাউলার নামে দিয়ে কাউলা	রেহাভুদ্দিন (রেণু)	১২৬	৫	৪২০
মেয়ের প্রেমে মজিস্ না ভাই	লালন	১২৬	৩৩	৪৮৬
য.				
যার আছে নিরিখ নিকুশণ	লালন	১২৭	৩৪	৪৮৬
যার লাগি কলঙ্ক হইলাম	রেহাভুদ্দিন (রেণু)	১২৬[ক]	৬	৪২০
যারে ভাবলে পাপীর পাপ হরে	লালন	১২৭	৩৫	৪৮৬
র.				
রসিকের ভঞ্জিতে যায় চেনা	লালন	১২৭	৩৬	৪৮৭
রাধারাগীর ঋণের দায় গৌর এসেছে	লালন	১২৭	৩৭	৪৮৭
ল.				
লুক দিয়ে, লুক খেলার মন	রেহাভুদ্দিন (রেণু)	১২৬[ক]	৭	৪২১
শ.				
শোন্ ভাই সকল রে তোরা	শাগল কানাই	৮১	৫	৪৭৫
শ্রামের বানী কি বাহু জানে গো	কিন্মত	৪০[ক]	৬	৪৭০
স.				
সখি তোরা আয় গো তার	কিন্মত	৪০[ক]	৭	৪৭০
সজ্জনী তরা চিননি গো	কিন্মত	৪০[ক]	৮	৪৭১
সজ্জনী তোরা দেইথে আয় গো	কিন্মত	৪০[ক]	৯	৪৭১
সে কোন মাহুয এসে এই মেহে	লালন	১২৭	৩৮	৪৮৭
হ.				
(হরি) তোমার কাছে কি চাহিব	রহাভুদ্দিন (রেণু)	১২৬[ক]	৮	৪২২
হৃদয় ও পিঞ্জিরায় বসে	লালন	১২৭	৩৯	৪৮৮

বর্ণানুক্রমিক পদের বিষয় সূচী

[নিম্নে উল্লিখিত পৃষ্ঠাঙ্কের পরবর্তী প্রথম বন্ধনীস্থ (২), (৩) অঙ্ক এই পৃষ্ঠায়
এই বিষয়ক দুই কি তিনটি পদ নির্দেশক ।]

বিষয়/পৃষ্ঠা	বিষয়/পৃষ্ঠা
অমৃত্যোগ ১৬৬	কালী পরিচয় ৪৮১
অমৃত্যোগ ১, ৩, ১১, ১৫, ৩৮, ৪৪, ৫৬, ৯২, ৯৬, ৯৭, ১১২, ১১৩, ১১৬, ১৫১, ১৫৪, ১৫৫, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭, ১৭০, ১৮২, ২২২, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৬, ৩১৭ (২), ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩৩৫	কালী মাহাত্ম্য ২৫২ কালী মঙ্গীত ৩৩২ কীর্তন ১২৩ কুণ্ডল ৭২, ১৮৫, ১২২, ৩৩৩ কৃষ্ণাশ্রম ৪৮২ কৃষ্ণলীলা ১২৪, ১২৬, ১২৭, ২০০, ২০৪, ২০৫, ২০৮, ২১০, ২১২(২), ২১৩, ২১৪, ২২০, ২২১, ২২৫, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৮, ২৪৫, ২৪৮, ৩১৩ (২), ৩১৪, ৩১৫
অপেক্ষমানা রাধিকা ২৭০	কৃষ্ণের বালালীলা ২০১
অভিমান ২৩৭	ঋগ্বেদ ১৬, ১৩৭, ১৬৮, ২৮৪
অভিসার ২, ৪০, ১৭০, ২২০, ২২১, ৩১২, ৩১৬, ৩১৮	ঋক গৌরাজ ২১৫(২)
আক্ষেপ ৫০, ৭৪, ৮১, ৮৩, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১৩৬, ৩১০, ৩১১, ৩২১, ৩২৪, ৩৫০	ঋকতত্ত্ব ৪৭২, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৮২, ৪৮৬
আত্মতত্ত্ব ৪৮০	ঋকনিষ্ঠা ১২৭
আত্মদর্শন ১২৮	ঋকমাহাত্ম্য ২১২
আত্মনিবেদন ৭৬, ৩১০, ৩১২, ৩২৩	গোষ্ঠ ১৪৭, ১৮২, ২৪২, ৪৭১, ৪৮২
আত্মবোধন ৭৮, ১১৪, ১৫৬, ১৭১, ৩২৪, ৩৩৪, ৩৩৬	গোষ্ঠলীলা ১১০, ২১৪, ৩৩১
আত্মদমর্পণ ২২	গৌরলীলা ২৩, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ২০০, ২০১(২), ২০২, ২০৩ (২), ২০৪ (২), ২০৫, ২০৬, ২০৮ (২),
আমিষ্ট মূল নাগর ৩৩৭	
কলকী রাধা ৩৩৮	

বিষয়/পৃষ্ঠা

২০৯(৩), ২১০ (২), ২১১, ২১২,
২১৩, ২১৬, ২১৭ (৩), ২১৮ (৩),
২২০, ২২২, ২২৩(২), ২২৪(২),
২২৫ (২), ২২৬ (২), ২২৮, ২২৯,
২৩০(২), ২৩১(২), ২৩২, ২৩৪(২),
২৩৫(২), ২৩৬(২), ২৩৭(২), ২৩৮,
২৩৯, ২৪১, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬,
২৪৭(৩), ২৪৮, ২৫১, ২৫২, ৪৭৮,
৪৮৪ (৩), ৪৮৭
গৌরাজ সন্ন্যাস ২৯
গৌরাজের রূপ ২৬
চিন্তারোগ ১৮৬
জগন্নাথ মাহাত্ম্য ২০২
জলভরা ১০৫, ১৪৬, ১৭৪, ১৮৬,
১৮৭, ২৫২, ২৬৩
জল সন্ধ্যা ৩২৯
তোতিরাজ প্রসঙ্গ ২৫৬
দয়াল ৪৭৫
দর্শন ভিখারী ৫২
দর্শনাকাজ্জ ১৪১, ১৭২, ২৫৩, ২৫৪,
২৭২, ২৭৪ (২)
দান ২৩, ১৫৩
দানলীলা ২২০
দামস্ব আকাজ্জ ৩৪১, ৩৪৪(২), ৩৪৭
দাম্পত্য ৩৫৭, ৪৮৩
ছুঃখ নিবেদন ৩৪, ৩৫
দেহভঙ্গ ১৩, ২৪, ৬১, ৬৪, ৬৭, ৭০,
৭২(২), ৮৬, ৮৮, ৯২, ৯৪, ৯৫(২),
১০২, ১১৮(২), ১১৯, ১২০, ১২৩,

বিষয়/পৃষ্ঠা

১৪০, ১৪৫, ২২৮, ২৬৫, ২৭৭(২),
২৭৮, ২৯৩, ৩০৫, ৩৩১, ৩৪০,
৩৪৩, ৩৪৫, ৩৫৪, ৩৫৫, ৪৭৩,
৪৭৬, ৪৭৭, ৪৮০, ৪৮৭
লনীচুরি ২০০
নামজপ ১৬২, ২৬২, ৪৮৮
নাম মাহাত্ম্য ২৫০, ৪৭২
নামাশ্রয় ১২৫
নিবেদন ১৩৩, ১৪৩, ১৪৫, ৩১৯
নৃত্য ৪৮, ১৬৫, ২২২
নৃত্যালীলা ১৫৫
নৌকাবিলাস ১০৭, ১৩১, ১৬৮, ৩১৭
পাগলের কথা ১২১
পিরীতি ৩৩৪
পিরীতি পরিচয় ২৬৬
পিরীতি রোগ ৩৪৩
পুত্র শোকাভুরা মা ১২৩
পূর্বরাগ ৪৬, ৫৪, ১৬৯, ১৭১, ২৮১,
৩১৩, ৪৮১
পূর্বরাগ-রাধার ১৬৯
পূর্বরাগ-অগ্নেদর্শন ৬
প্রার্থনা ১৪, ৩৮, ১০৮, ১৭৩, ১৮৪,
১৯৭, ৩৩৫, ৪২২
প্রেম ৪৮৬, ৪৮৭
প্রেমকথা ৫২
প্রেমজালা ৪৮
প্রেমপাগল হাছন ৩৩৮
প্রেমরত্ন ৪৭
প্রেমরোগী পরিচয় ১০৪

৫০০

বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা

বিষয়/পৃষ্ঠা

শ্রেয়ের ক্ষমতা ২০৭

শ্রেয়ের দুঃখ ১১১

শ্রেয়ের বিধান ৩৫০

শ্রেয়োদ্বাদ ৪৫

শ্রেয়োদ্বাদিনী রাধা ৫১

বংশী (বানী) ৪, ৯, ১০, ১২(২), ১৯,

২০, ২৩, ২৫, ৩০, ৪১, ৪২, ৪৩,

৪৭, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৬৩, ৬৫, ৬৮,

৯৫, ১১৫, ১৪২, ১৪৩, ১৪৬,

১৪৯, ১৫৩, ১৬১, ১৬৩, ১৬৬,

১৭২(২), ১৭৭, ১৭৯, ১৮০,

১৮৩(২), ১৯০, ২৫২, ২৬৬, ২৬৯,

২৭৩, ২৮৬, ২৮৮, ৩০৮, ৩১৪,

৩১৫(২), ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯,

৩২১, ৩২২(২), ৩২৩(২), ৩৩০,

৩৪০, ৪৭০(২), ৪৭১, ৪৮৯

বংশীধ্বনি আকৃষ্টা রাধা ২৫০

বন্ধু বিচ্ছেদ ৪৬৯

বনস্তাগমে রাধা ৩৩১

বাউল ১৬, ১৭, ২২, ২৪, ৩১, ৩২,

৫৮, ৬১, ৬২, ৬৫(২), ৬৬(২),

৬৮(২), ৬৯(২), ৭১, ৭৩, ৮৪,

৮৯(২), ৯০, ৯১, ৯৪, ১০০(২),

১০১, ১০২, ১০৮, ১২৫(২),

১২৬(২), ১২৮(২), ১২৯, ১৩০(২),

১৩২, ১৩৩, ১৩৯, ১৪০, ১৪১,

১৪৫, ১৪৭, ১৫০, ১৫১(২), ১৬৭,

২৮৫, ২৯৩, ২৯৪(২), ২৯৫(২),

২৯৬(২), ২৯৭(২), ২৯৮, ২৯৯(২),

বিষয়/পৃষ্ঠা

৩০০(২), ৩০১(২), ৩০২(২),

৩০৩(২), ৩০৪, ৩০৭(২), ৩০৮,

৩০৯, ৩২৫, ৩২৮, ৩৩২, ৩৪০,

৩৪২(২), ৩৪৫(২), ৩৪৬, ৩৫০(২),

৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৯, ৪৮১,

৪৮৬, ৪৯০

বাৎসল্য ১৯১

বারমাসী ৭৯

বাল্যলীলা ৯৮, ২০৬, ২১৬(২), ২১৮,

২১৯, ২২২

বালক সজ্জা ১১৭

বিচ্ছেদ ১৪৪

বিবিধ ১, ৫, ১৪, ১৬, ৪৫, ৪৯(২),

৫০, ৬৩, ১১০, ১১৩, ১১৮, ১২০,

১২২(২), ১২৪, ১২৮, ১৩০,

১৫০, ১৫২, ১৭৪, ১৭৫(২), ১৯২,

১৯৫(২), ১৯৮, ১৯৯(২), ২০৫,

২০৬, ২০৭, ২১১(২), ২১৪, ২১৫,

২২০, ২২১(২), ২২৪, ২২৬,

২২৭(২), ২২৮, ২২৯(২), ২৩২,

২৩৩(২), ২৩৪, ২৩৬, ২৩৮,

২৩৯(২), ২৪০(৩), ২৪১(২),

২৪২(২), ২৪৩(৩), ২৪৪(২),

২৪৫, ২৪৬(২), ২৪৮, ২৫৬, ২৬৪,

২৬৮, ২৭১, ২৮০, ২৮২, ২৮৬,

২৮৯, ২৯২, ২৯৫, ২৯৮, ৩৪৩,

৪৭৬(২), ৪৭৮(২), ৪৮০, ৪৮৩(২),

৪৮৫(২), ৪৯১

বিয়হ ২, ৩, ৪, ৫(২), ৬, ৭(৩), ৮(২),

বিষয়/পৃষ্ঠা

১০, ১১, ১৫, ১৭, ১৮ (২), ১৯,
২০, ২১ (২), ২২, ২৩(২), ২৭(২),
২৮, ২৯(২), ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪,
৩৫, ৩৬ (২), ৩৭ (২), ৩৯, ৪২,
৪৩(২), ৪৪(২), ৪৫, ৪৬, ৪৯, ৫০,
৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪ (৩), ৫৫ (২),
৫৮, ৬০ (২), ৬২, ৬৪, ৬৬, ৬৭,
৭০, ৭১, ৭৪, ৭৫, ৭৬ (২), ৭৭,
৭৮, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৩ (২), ৮৪,
৮৫ (২), ৮৭ (৩), ৮৯, ৯০, ৯১,
৯২, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০৩ (৩),
১০৪, ১০৫, ১০৬ (২), ১০৭ (২),
১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৪,
১১৫, ১১৯, ১৩১, ১৩৩, ১৩৪(২),
১৩৫ (৩), ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮ (২),
১৩৯, ১৪১, ১৪২, ১৪৪, ১৪৮,
১৪৯ (২), ১৫২, ১৫৩, ১৫৫,
১৫৭, ১৫৮ (৩), ১৫৯, ১৬০,
১৬১ (২), ১৬২, ১৬৩, ১৬৫,
১৬৮, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪,
১৭৬ (২), ১৭৭, ১৭৮ (২), ১৮০,
১৮১ (২), ১৮৪, ১৮৬, ১৮৭,
১৮৮, ১৮৯ (২), ১৯০ (২), ১৯১,
১৯৩ (২), ১৯৪, ২০২, ২৫২,
২৫৫ (২), ২৫৮, ২৬০, ২৬২,
২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৭, ২৬৮,
২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৫ (২),
২৭৬ (২), ২৭৮, ২৭৯, ২৮০,
২৮২, ২৮৩ (২), ২৮৫ (২), ২৯১,

বিষয়/পৃষ্ঠা

৩১১, ৩১৯, ৩২০ (২), ৩২৬ (২),
৩২৭ (২), ৩২৮ (২), ৩২৯,
৩৩০ (২), ৩৩৬, ৩৩৯, ৩৪০,
৩৪৮, ৩৫২ (৩), ৩৫৩ (৩), ৩৫৫,
৩৫৬, ৩৫৭ (২), ৩৫৮, ৩৫৯ (২),
৩৬০, ৪৬৮ (৩), ৪৬৯, ৪৭৭,
৪৮৫, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০
বৈরাগ্যলীলা ১২৭
ভক্তি পরীক্ষা ২০৭
ভক্তের আকৃতি ২৮৮
ভবমুকুণ্ডার কর্তা কানাই ৩৪২
মাথুর ২৮, ৪৩, ৫৬, ৭৫, ৮১, ৯২,
১৪৮, ১৫৬, ১৮৫, ১৮৮, ১৯২,
২৫৩, ২৫৭, ২৬০, ২৬৯, ২৮১,
২৯১, ৩৪১
মান ৭৭, ৭৯, ৮২, ১৩২, ১৬০, ২১৯,
২২২, ২২৭, ৩১৩, ৩২৪, ৪৭৯
মালায়চনা ৩৫৫
মিলন ১০, ১৪, ৩৮, ৪০, ১৫৪, ১৬৪,
২৮৭, ২৯১, ৩১৪, ৩৩৫
মিলন স্বপ্নে ২৪৯
মিলনাকাজ্জা ২৭, ২৭০, ৩৫৪
মুরলী মাহাত্মা ৫১
যমভীতিহীন হাছন ৩৩৭
যমুনাতীরে মিলন ৫৫
যমুনাবারি আনয়নে রাধা ৩৩৩
রাধিকার বার মাস ৩৪৯
রূপ ৩, ২৫, ২৬, ৩২ (২), ৪১(২), ৪৫,
৫৬, ৫০, ৫৭, ৯৩, ১১৬, ১৬৪,

ବିଷୟ/ପୃଷ୍ଠା

୧୨୫, ୨୮୭, ୨୮୮, ୨୮୯, ୩୧୨,
୩୧୩, ୩୨୨, ୩୩୬, ୩୪୮

ରୁମ୍‌ସାଧନ ୨୬୧

ରୁମ୍‌ହରାପ ୨୨୦

ରୁମ୍‌ନାମାଦିନୀ ରାଧା ୫୨

ଶ୍ୟାମକଳଙ୍କୀ ୨୦୦

ଶ୍ରୀମତ୍‌ରାମକାଞ୍ଚି ରାଧା ୩୩୮

ଶ୍ରୀମତ୍‌ରୁମ୍‌ରୁମ୍‌ ୫୮

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେର ରୁମ୍‌ ୨୭, ୫୨, ୧୦୨, ୧୧୭,
୧୭୦, ୩୦୨, ୩୩୫, ୩୩୭

ବିଷୟ/ପୃଷ୍ଠା

ଶ୍ରୀରାଧାର ରୁମ୍‌ ୫୩, ୫୭, ୨୮୫, ୨୮୭
ମନ୍ତୋଗ ୫୭

ମାଧୁମାହାତ୍ମ୍ୟ ୩୫୬

ମାରିଗାନ ୩୩୨

ଅମ୍ଳେଦର୍ଶନ ୧୫୬, ୧୫୭, ୧୬୨, ୨୫୫

ଅମ୍ଳେ ମିଳନ ୧୫୫, ୧୫୬, ୩୫୮

ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ୩୫୬, ୩୫୭

ହରିନାମ ୧୮୩

ହରିନାମ ଅବଗ ୨୫୨

ହୋଲୀଲୀଳା ୭୩, ୧୧୩

ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ରାଗ-ରାଗିଣୀ ସୂଚୀ

ରାଗ-ରାଗିଣୀର ନାମ/ପୃଷ୍ଠା

ଅହିର ୩୨୬, ୩୨୭

ଅହିର ୩୨୦

ଆଡ଼େନା ହାସିରୀ ତାନ ୩୦୭

ଆଶାବରୀ ୩୨୨, ୩୩୭

ଆଶୋୟାରୀ ୫୫

ଆଶୋୟାରୀ ବା ଗୋରୀ ୩୩୫

ଆଶୋୟାରୀ, ବିଭାବତାନ ୨୨୨

ଆସୋୟାରୀ ୫୬, ୧୦୨

ଆସୋୟାରୀ, ତାଳ ଉଡ଼ିଆ ଖେମଟା ୨୮୨

ଆହିର ୨୭୦

ଆହିର ପରଞ୍ଚ ୧୫୫

ଆହିରୀ ୩୧୨

ରାଗ-ରାଗିଣୀର ନାମ/ପୃଷ୍ଠା

ଇମନ, ଶ୍ରୀମାତୀ ତାନ ୩୦୬

ଇମନ ଭୂପାଳୀ, କାନେଡ଼ା ତାନ ୩୦୧

ଉଦୟ ଭୂଡ଼ି ୧୫୬, ୧୫୭, ୩୩୦, ୩୩୧

ଉଦାସ ବାଉଳ ୬୦, ୬୧, ୬୨, ୬୩

ଉଦିତ ୨୫୨

ଉଦିତ ଚୌଛନ୍ଦି ୨୮୦

ଏକଶ୍ରୀ ୩୨୬

କରୁଣା ଡାଢ଼ିଆଳ ୨୭, ୧୬୬

କରୁଣା ଡାଢ଼ିଆଳ ଚୌଛନ୍ଦି ୨୭୬

କଲ୍ୟାଣ ୫୧, ୫୨, ୧୭୧

କହ ୧୩୭

କାଶ୍ୟାଳୀ ୩୫୫

রাগ-রাগিনীর নাম/পৃষ্ঠা

কানড়গীত ৪২

কানড়া ৫৫, ২৭, ১৫৩, ১৭২, ৩২২,
৩২৪

কানেড়া, সুরট মল্লার তাল ৩০৬

কাফি ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮৩

কাফি ছন্দ ৮২

কাফিছন্দ বিরহ ৭৫

কামোদ ৫৫

কুমারী ৪৬

কৃষ্ণবসন্ত ১৬৩

কেদার ৪৫, ১৬৪, ১৭৩

কেদার, মনোহরসাই তান ২২৫

কোড়া ৫১, ৭০, ৩৪৮

খাখাজ ১৪৪

খাখাজ, পরজ বাহার তান ৩০৫

খাখাজ, ফিরোজী তান ২২৪

খাখাজ, ভৈরবী তান ৩০৭

খেম ১১, ৩৫৩

গজল ১৩৫, ১৩৬

গজরী ভাটিয়াল ৩২

গড়া ৪৬, ৩২৪

গান ১৭৫, ১৭৭, ৩৫৪, ৩৫৫

গান জিকিরে হালত তাল খেমটা ৮৪

গান প্রেম অবেষণ ৫

গান ককিরি, সুর আড়াটেকা ৮৬, ৮৮

গান বাউল সুর ভাষা ৮৭

গান বাউলা ১৪৩, ১৪৫

গান বিচ্ছেদ ১৬২

গান ভাটিয়াল ৮৭

রাগ-রাগিনীর নাম/পৃষ্ঠা

গান সন্ন্যাস ২২

গান হকিকত ত্রিশদী ৩৫৬

গান্ধার ১৪, ৫০, ১১৩, ১৫০, ১৬৫,
১৭২

গীত ২০

গীত ধানশী ৪৩

গীত সারঙ্গ ২৮৬

গুজরী ভাঙ্গা ৩২১

গুজরী ৫৪, ১৬২, ৩২৩

গৌরী ৪৩

চন্দ্রাবলী ছন্দ ১৭০

ছুহি বেলোয়ার ৩২৪

ছুহি সিদ্ধুরা ২৮২

জয় জয়ন্তী দেবগিরী তান ৩০৫

জয়ন্তী তান ২২২

জয় সং চৌছন্দ ২৭৭

জল সন্যাস ৩২২, ৩৩৩

জালালি ১৫৬

ঝি ঝিট, পরজ বাহার তান ২২৮

ঝি ঝিট, পূর্বী তান ২২৩

টুমরি ২৭৩

তাল খেমটা ৩৪২, ৩৪৬, ৩৪৭

তাল জলদ হাখির ১৪২

তাল ঝাপ মধ্যম ১৪৪

তাল পোস্তা ২২

তাল বাকুয়া যৎ ১৪১

তাল সুর বাউলা ১৪২

তুড়ি ১১৬, ২৮৭

তুড়ি আলোয়ারী ৩২০

রাগ-রাগিণীর নাম/পৃষ্ঠা	রাগ-রাগিণীর নাম/পৃষ্ঠা
তুড়ি শটমঞ্জরী ৩২১	পঞ্চম ৪৭
তুড়ি ভাটিয়াল ৩২২	পঞ্চম ৩৮, ৩৯, ৪১, ১১২, ৩১৩
তুড়ী ৫৭, ১১০, ১৩১, ১৬৪, ২৬৭	পঞ্চম সিন্ধুরা ৩১৮
তুড়ী (মতান্তরে ভৈরব রাগ) ৪০	শটমঞ্জরী ২২
তুফানি ২৭৪	পরছ কামোদ ৩
তুরি গুঞ্জরী ১৬৪	পরজ কানেংড়া তান ২২৫
তুরি পরছ ১৭২	পরজ বাহার, কেদার তান ৩০৮
তুরি রাগ ৩	পাহাড়ী ৬৩
দীপক ৪৬, ১১৩, ১৭১, ২২২, ৩০২, ৩১৩	পাহারীরা লগ্নি, তাল কাহারবা ৪২২
দুঃখি ভাটিয়াল ২৫	পাহিড়া ৫২, ২২, ২২১
দেবকিরী মূলতান তাল ৩০০	পূরবী ১, ৫২, ১৫৩, ১২৪, ১২২
দেশকারী ৪৫, ১১৫, ২২১	পূরবী, স্বরট মল্লার তান ৩০১
ধানশী ৫২, ৫৬, ২৬, ১০২, ১১৬, ১৩৬, ১৬৭, ৩১২, ৩১৫, ৩১৮, ৩২২, ৩২৩	প্রভাত ৭২, ৮২
ধানশী গুঞ্জরী ৩	বড়ারি ১৪, ২৫, ৪৪, ১৪৫, ১৫৪, ২৮৫
ধানশী বেলাবলী ২৮৪	বসন্ত ১৫, ৭৩, ৭২, ২৭২, ৩১৬, ৩২৮, ৩৩১, ৩৩৪
ধানশি ভাটিয়াল ১	বসন্ত পঞ্চম ৩১৬
ধামালি ৬৮	বসন্ত ভাটিয়াল ২৮৩
ধামালি চৌচল্লি ৬৮	বসন্ত স্থি ২৫৩
নট ৪২, ৩১৪, ৩১৭	বাইশ রাগের গীত ৪১
নট গান্ধার ১৫৪, ৩২০	বাউল ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ৫৮, ৬৪, ৬৭, ১৫২, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৮, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৭, ২৬২, ২৬৫, ২৬৬, ২৭২, ২৭৮, ২৭৯, ৩৪০, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৪৮২, ৪২০
নট রাগ, দীর্ঘচ্ছন্দ ১৫৩	বাউল খেদ ৬, ১০৮
নট সিন্ধুরা ১৫৫, ১৬৫	বাউল ত্রিপদী ২৫৬, ২৬৮, ২৬৯
না গোখা ভাটিয়াল ১৬২	বাউল ছপদী ২৬, ২৭, ৩৫০
নাটিকা রাগিণী গীত ৩১৫	
নাস্ত ২৮২	
নৌকার হাইড় (সারিগান) ৩৩২	

রাগ-রাগিনীর নাম/পৃষ্ঠা

রাউল দেহতথ ২৭১

রাউল ধামালি ৬২, ১৬২

রাউল বিচ্ছেদ ১৫৮, ১৬০

রাউল বেহাগ ৪

রাউল ভাটিয়ালি ২৫২

রাউলা ৩৫২

রাউলা খেদ ১৫৭, ১৬১, ৩৫৩

রাউলা গোর ২৬

রাউলা চোপদী ১৫৮

রাউলা ত্রিপদী ২৭

রাউলা ছপদী ২৫, ১৫৮

রাউলা ছপদী খেদ ২৭

রাউলা ধামালি ৬২, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১

রাউলা বিচ্ছেদ ১০৮

রাণেশ্বর ভাটিয়াল ২৭৫

বিচ্ছেদ ১০০, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫

বিনয় ২৭৮

বিভাগ ৩২

বিভাগ ৪৩, ২৮৪, ৩১২, ৩১৪, ৩৫০, ৪৮২

বিয়াগড়া ১৪৮, ২৭৪

বিহগড়া তাল চচ্চরী ২৮৭

বনাবলী ৫৩, ৩১০, ৩১১

বলাবলী ৩১২

বলোয়ার (আ) ৪৮, ১৫৫, ৩১২

বহাগ কাণ্ডালী ৮২

বহাগ, কানেংড়া তান ২২৫

হাগ, বাগেশ্রী তান ৩০০

রাগ-রাগিনীর নাম/পৃষ্ঠা

বেহাগ, হাধির তান ৩০৩

বেহার ২৪

বৈরাগী ৫৩

ভঙ্গ ভাটিয়াল ৩১৩

ভাঙ্গা ২৪

ভাটিয়াল ২, ১১৪, ৩২৫, ৩২৭, ৪৬৮

ভাটিয়াল রাউল সুর, তাল একতাল

৪৮৮

ভাটিয়াল তাল টেম কেণ্ডালী ২২

ভূজঙ্গ প্রয়াত ৩৮

ভূপালী ৫০

ভৈরব ৪২, ১১৬

ভৈরবী কানেংড়া তান ২২৬, ৩০৪

ভৈরবী কুরদী তান ২২৭

ভৈরবী তান ৩০৮

ভৈরবী মনোরঞ্জন তান ৩০২

ভোর ৩৩৩

অনোহরসাই তান ৩০৪

মল্লার ২, ২২০

মাণ্ডার ২৭৫

মাধবী ৪২, ২২১, ৩১২

মাঘুরী ৪৮, ১১৩

মারহাটি ১৫, ৫৪, ১৫৬, ৩১০

মারাটি ১১৫

মালকোষ, পুরবী তান ২২৬

মালব ৫১, ৩১২, ৩২৩

মালসী ৪৫, ২২০, ৩৩৫, ৩৩৬

মালসী ভৈরব ১৫৫

মিনতি ৬৪

রাগ-রাগিনীর নাম/পৃষ্ঠা	রাগ-রাগিনীর নাম/পৃষ্ঠা
মিশ্র আড়াঠেকা ৮২	সফল বিচ্ছেদ ১৫৬
মিশ্র ভৈরবী ১০২	সরদা ধামাইল ৩৩০
মুলতান চৌহদ্দি ২৫৮	সাত গাঁইআ ভাক্তা ছুহি রাগ ১০৬
মুলতান, মনোহর সাইতান ২২১	সাবর ১০৮, ১১২
রুদ্দিন ৩২৮	সাবাজ ৩১৬
রামকেলি মতাস্বরে সুরাই ১৬৬	সিদ্ধু, তাল মধ্যমান ৪৮১
রামকেলী ৫৫, ৯৩, ২২১	সিদ্ধুড়া ৫১, ৫৬, ৯৪
রামক্ৰিয়া ৪৭, ৫৩, ৯৭, ১১২, ১৬৩, ২২২	সিদ্ধুরা ৩২৪
রামক্ৰিয়া মালসী ৩২৩	সিদ্ধু ভৈরবী, বিভাষতান ৩০২
রামগড়া ১৬, ৪০, ৮২	সুরট ২৫২
রামগরা ১৩৭	সুরট মল্লার, সারঙ্গী তান ২৯৮
বোদন ৩২২	সুর বাউলা ১৪৩
জগ্ৰিতাল বং ৪২১	সুলি চৌছন্দি ২৮৩
লাচাড়ি ১৪০	সুরাই ১১১, ৩১২
ললিত ৪৪, ২২০	সুরি সারঙ্গ ৩৮
লাহল ৩৩২	হকিকত চৌপদী ৩২, ৩৪, ৩৬
লুম থাখা তান ৩০৩	হকিকত ত্রিপুরী ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৬
শুদ্ধ মল্লার ৪৮	
শুদ্ধ মালব ৪৪, ৫০	হকিকত দরখাস্ত ৩৭
শুহিনী ভাটিয়াল ৩১৭	হকিকত ছপদী ২২, ৩০, ৩২, ৩৫, ৩৬, ৩৭
শ্রামগড়া ২৬০	হাবির কানেড়া তান ২৯৪
শ্রামগড়া চৌছন্দি ২৬০	হিন্দোল ৩১৭
শ্রী ১১৪	হিন্নোল ৩১০, ৩২১
শ্রীগাভার ৩১৭	

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৮৮	২৭	শুধ	দত্ত

১৫-৫-২০০০